৯ম বৎসর ৯ম খণ্ড, ১ম সংখ্যা।

চিকিৎসা-সম্মিলনী।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

চিকিৎসা-বিষয়ক মাসিকপত্রিকা।

(টাকীর বিখ্যাত ও সুশিক্ষিত জমীদার)

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম, এ, বি, এল,

মহাশয়ের বিশেষ উদ্যোগে ও সাহায্যে

আয়ুর্ব্বেদীয় চরক ও সুশ্রুতের সংস্কৃত, বাঙ্গালা, ইংরাজী ও হিন্দী

অনুবাদক এবং প্রকাশক

কবিরাজ শ্রীঅবিনাশচন্দ্র কবিরত্ন

সম্পাদিত।

কলিকাতা কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্ ২০০নং বাটী হইতে সম্পাদক কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

২০৪/৭

কলিকাতা।

৭৫নং কটন ষ্ট্রীট্ বড়বাজার "নারায়ণ" যন্ত্রে

শ্রীরামনারায়ণ পাল দ্বারা

মুদ্রিত।

১৮৯৩।

১২৭৭

প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ।৵০ আনা মাত্র।

সূচীপত্র।

বিষয়			পৃষ্ঠা অতিরিক্ত পত্রে
গতবর্ষ			
বিজ্ঞাপনের ডাকাতিতে কবিরাজে কলঙ্ক		...	১
দেশীয়-স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানে অবশ্যজ্ঞাতব্য কতিপয় বিষয়		...	৯
বদ্দিমতে কি জোলাপের ঔষধ আছে ?		...	১০
দৃষ্টফল মুষ্টিযোগ	(সম্পাদকীয়)	...	১৩
অবলাবান্ধব	(কবিরাজী)	...	১৭
বুঝিবার ভুল	(ডাক্তারী)	...	২০
মূলেভুল কি প্রকারে বলি ?	(কবিরাজী)	...	২২
ভুল মূলে নয়, তবে শাখা প্রশায় বটে ঐ		...	২৬
বাধী বসাইবার বিবিধ উপায়	(ডাক্তারী)	...	৩০
ঐ দেশীয় ঔষধ		...	৩৩
প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ মুষ্টিযোগ	(দেশীয় ঔষধ)	...	৩৪
আমাদের কথা	(সম্পাদকীয়)	...	৩৫

গ্রাহকগণের প্রতি।

চৈত্রমাস মাথার উপর। এসময় সকলের সঙ্গেই দেনা পাওনা চুকাইতে হইবেক। অতএব গ্রাহকগণও অনুগ্রহ পূর্ব্বক এসময় স্ব স্ব দেয় বার্ষিক মূল্য পাঠাইয়া দেন, ইহাই সর্ব্বতোভাবে প্রার্থনীয়।

ম্যানাজার।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং ২০৪।৭
শ্রেণী সং
কলিকাতা।

চিকিৎসা-সম্মিলনী।

[৯ম বৎসর, ৯ম খণ্ড, ১ম সংখ্যা।]

গতবর্ষ।

কেবল যে সংসারে মদভাঙ্ খাইলেই "নেশাখোর" বলিয়া অভিহিত হয়; গুলিগাঁজাতে আসক্ত হইলেই যে সুধু ঘৃণ্য হয়; আর কামিনী-কাঞ্চন-ত্যাগই যে এ জগতে সকল সুখের আকর; তাহা কিন্তু বলিতে পারি না। আমরা বলি যে,যে কোন বিষয়ে আসক্তিই সকল পাপের মূল,আসক্ত ব্যক্তিই প্রকৃত "নেশাখোর" এবং সেই ব্যক্তিই জগতের মধ্যে সর্ব্ব-প্রধানরূপে ঘৃণনীয়। বাস্তবিকও বিশেষ সূক্ষ্মদৃষ্টিতে বিবেচনা করিয়া দেখিলে কথাটা একবারে হাসিয়া উড়াইয়া দিবার নহে। কেননা এবিষয়ে আমরাই জলন্ত-দৃষ্টান্তস্থল; কেন যে দৃষ্টান্ত-স্থানীয়, তাহাই বলি :—

বলিব কোন বাহিরের কথা লইয়া নহে, বলিব নিজেদেরই ঘরের কথা লইয়া, দেখাইব এই চিকিৎসা-সম্মিলনীরই সম্বন্ধ লইয়া। অনেকেই মনে করেন,—সম্মিলনীব্যাপারে সম্মিলনী-সম্পাদকের না জানি কতই লাভ, কতই প্রতিপত্তি, কতই না গৌরবাদি, কত মজাই বা না জানি তিনি ভোগ-করেন; এই ভাবিয়াই কেহ কেহ মধ্যে মধ্যে আমাদের মুখের উপর পর্য্যন্ত খোঁটা দিতে ক্রটী করেন না। কিন্তু যাঁহারা আমাদের ঘরের খবর এক আধটু রাখেন, যাঁহারা আমাদের প্রাণের ভিতর একটু প্রবেশ করেন, ঠিক্ তাঁহারাই বুঝেন যে, এই সম্মিলনীব্যাপারে আমরাও "গুলি-গাঁজাখোর" হইতে বড় সহজ "নেশাখোর" নহি।

যেমন দুরন্ত "নেশাখোর" অর্থাভাব বা রোগাদির সুদারুণ যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া কিছুদিনের জন্য দৃঢ়সংকল্পের সহিত নেশা হইতে নিবৃত্ত থাকিয়াও আবার অবসরক্রমে সেই নেশারই সম্যক্ বশবর্ত্তী হইয়া পড়ে এবং পূর্ব্বের সুদস্থ পোষাইয়া লয়; যেমন ঘোরবিষয়াসক্ত জীব, বিষয়ের প্রবল আঘাতে

জর্জ্জরিত হইয়া ক্ষণকালের জন্য বিষয়ভোগ হইতে নিবৃত্ত থাকিতে চেষ্টা করিয়াই তৎক্ষণাৎ আবার সেই বিষয়েই অভিভূত হইয়া পড়ে:—যেমন মহামায়াতে নিতান্তই আসক্ত পিতা, প্রাণাধিক পুত্ররত্নের ঘোর উচ্ছৃঙ্খলতা, নিষ্ঠুর ব্যবহার ও দুর্জ্জনত্বে ব্যথিত ও জরজর হইয়া প্রাণপনযত্নে পুত্রের মায়াজাল কাটিতে চেষ্টা করিয়াও আবার ঘুরিয়া ফিরিয়া স্বভাবের অসাধারণ শক্তিতে সেই মায়াজালেই জড়িত হয়, যেমন কোনমতেই কোনপ্রকারেই সে মায়াজাল ছিন্ন করিতে পারেনা, সেই রূপ সম্মিলনীরূপ মাদকদ্রব্যে আমরাও যে ঘোরতম আসক্ত হইয়া এ দুরন্ত মায়াজালে এমনই জড়িত হইয়া পড়িয়াছি যে, আন্তরিক চেষ্টা করিয়াও ত কোনপ্রকারেই এ পাপ মায়াজাল কাটিয়া উঠিতে পারিতেছি না!

যদি তাহাই পারিব, তবে কেন সম্মিলনীর প্রকাশজন্য এত লাঞ্ছনা, এত গঞ্জনা, এত দুঃখবিড়ম্বনা ও এত অর্থবিভ্রাটাদি অবিরত ভোগ করিয়াও এত দীর্ঘকাল পরে আবার সেই সম্মিলনী প্রকাশে প্রবৃত্ত হইতে চাহিব? অথবা এ সংসারক্ষেত্রের ব্যাপারই এইরূপ, স্বভাবের নিয়মই এই যে, জীব, ইচ্ছা করিয়া কোন কার্য্যই করিতে সক্ষম হয় না। আমি ছাড়িলাম বলিয়া মনে করিলেই কেহ কোন বিষয়ই ছাড়িয়া উঠিতে পারে না। সুতরাং যাহা কেহই পারে না, সম্মিলনীসম্পাদকের পক্ষেও তাহা পারা কোন মতেই সম্ভবপর নহে। শুধু এই কারণে এত বিভ্রাটের পরেও চিকিৎসা-সম্মিলনী আবার ৯ম বর্ষে পদার্পণ করিল। লজ্জা ও স্পর্দ্ধার বিষয় এই যে, সম্পাদকের বিশ্বাস এখন হইতে নাকি আবার সম্মিলনী যথারীতি মাসে মাসেই বাহির হইতে আরম্ভ করিবেক! কিন্তু কার্য্যতঃ তাহা কতদূর ঘটিবে, সে কথা ভগবান্‌ই বলিতে পারেন। অথবা যেমন অবাধ্য পুত্র লইয়া ঘোর ব্যতিব্যস্ত ও মোহান্ধ পিতার প্রতিক্ষণেই বিশ্বাস থাকে যে, পুত্রকে আমার এইবারে এই পন্থায় এইরূপভাবে চালাইলেই আমি পুত্রজন্য সুখী হইতে পারিব। নির্লজ্জ পিতার যেমন সে স্থলে কোন মতেই লজ্জা আইসে না, সেইরূপ সম্মিলনীসম্পাদক, সম্মিলনীর জন্য এত রাশি রাশি ধাক্কা খাইয়াও আবার যে তাহাকে যথারীতি মাসে মাসে প্রকাশের আশা দিতেছেন, ইহা সম্পাদকের পক্ষে সত্য সত্যই নির্লজ্জের স্বভাব ও নিতান্তই ধৃষ্টতার পরিচয় ভিন্ন আর কি বলিতে পারি?

কিন্তু যেখানে যন্ত্রণা, সেইখানেই সুখ; যেখানে নরক, সেইখানেই স্বর্গ; যেখানে তাপ, সেইখানেই শান্তি; কেননা সম্মিলনীর জন্য আমরা গত কয়েক বৎসর হইতে হাড়ে হাড়ে জ্বালাযন্ত্রণা ভোগ করিয়া আসিলেও এ কথা এ স্থলে না বলিলে ঘোর পাপী হইতে হইবে যে, সম্মিলনী একপক্ষে যেমন নানাপ্রকারে বিধিমতেই আমাদিগকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়া মায়াজাল কাটাইতে চেষ্টা করাইয়াছে; পক্ষান্তরে সম্মিলনীজন্য এক এক দিন, এক এক সময়, এক এক মাহাত্মার নিকট আমরা যেরূপ অপার আনন্দ লাভ করিয়াছি; কর্ণকুহর প্রকৃতই যেরূপ অভাবনীয় আহ্লাদরসে আপ্লুত হইয়াছে, তাহা কিন্তু ইহ জীবনেও কখন ভুলিবার নহে। এমন কি সে ক্ষণিক আনন্দের তুলনায় এই অবিচ্ছিন্ন দুঃখরাশিও যেন তাহার নিকট সম্পূর্ণরূপেই পরাভূত হইয়াছে।

অথবা যেমন ঘোর অন্ধকারে পথিকের পক্ষে বিদ্যুৎসম আলোকও অপার আনন্দ দায়ক হয়; যেমন চিররোগীর পক্ষে কথঞ্চিৎ আরোগ্যও অপরিসীম আনন্দ উৎপাদন করে, সেইরূপ সম্মিলনী পরিচালনরূপ ব্যাপার, আমাদের পক্ষে ঘোর বিড়ম্বনাময় হইলেও দেশের শীর্ষস্থানীয় গণ্য মান্য সদাশয় মহাত্মাগণের নিকট আমরা সময় সময় যে সকল উৎসাহ বাক্য পাইয়াছি, তাঁহারা আমাদিগকে যেরূপ চক্ষে দেখিয়া যেরূপ আদর করিয়াছেন, তাহাতে আমরা প্রকৃতপক্ষেই বড়ই আনন্দভোগ ও যারপর নাই সৌভাগ্য বোধ করিয়াছি। প্রকৃতই যেন সে সকল উৎসাহ বাক্য, আমাদের সকল জ্বালাই দূর করিয়া দিয়াছে। আর কেনই বা না করিবে, জজ গুরুদাসের ন্যায় ব্যক্তিও যখন আমাদের এই ক্ষুদ্র পত্রিকা পাঠ করিয়া আমাদের মুখের উপরেই এ পত্রিকার গুণগান করিয়াছেন; রাজা প্যারী মোহনের ন্যায় দেশের সুসন্তানও যখন সম্মিলনীপাঠে আনন্দ লাভ করিয়া অনুগ্রহ পূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ স্বহস্তে পত্র লিখিয়া সে আনন্দবার্ত্তা আমাদিগকে জানাইয়াছেন; রাজা সূর্য্যকান্তের ন্যায় মহৎ ব্যক্তিগণও যখন আমাদের নিকট সম্মিলনীর শতমুখে গুণগান করিতে ক্ষান্ত হন্ নাই; যখন ডবলিউ, সি, বনার্জ্জীর (W. C. Bonnarjee) ন্যায় বারিষ্টারপ্রবর ও কে, এম, চাটুর্জিার (K. M. Cahttarjee) ন্যায় সুপণ্ডিত ব্যারিষ্টারজজগণও যত্নের সহিত এই অধম বাঙ্গালা ভাষায় বাঙ্গলা বন্দিকর্ত্তৃক লিখিত সম্মিলনী পাঠ করিতে ঘৃণাবোধ করেন নাই; যখন

মহারাজ-কুমার বিনয়কৃষ্ণের ন্যায় ধনীসন্তানগণও সম্মিলনীর সুখ্যাতি করিতে বিমুখ হন্ নাই; আর যখন কলিকাতা হাটখোলার কৃতবৈদ্য মহাজনশ্রেষ্ঠ জমীদার সীতানাথ রায় প্রভৃতির ন্যায় ব্যক্তিগণও সম্মিলনীর প্রতি উপেক্ষা করেন নাই; তখন ত আমাদের পক্ষে সম্মিলনীর পরিচালনা প্রকৃতপক্ষে অবশ্যই বিশেষরূপ সৌভাগ্যের ও নিরতিশয় আনন্দের বিষয় ভাবিয়া নিশ্চিতই মনে মনে গর্ব্বিত হইতে পারি।

কিন্তু কেবল কি মিষ্টকথাতেই আমাদিগকে তুষ্ট হইতে হইয়াছে? তা ত নয়, বঙ্গের অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিই যেমন আদরের সহিত সম্মিলনীকে স্থান দান করিয়া আসিতেছেন; যেমন মিষ্ট কথায় আমাদিগকে উৎসাহিত করিতে ক্রটী করিতেছেন না; সেইরূপ অনেক মহাত্মা আবার সঙ্গে সঙ্গে ইহার বার্ষিক মূল্য দিয়া আমাদিগকে উপকৃত ও বাধিত করিতেও ক্রটী করিতেছেন না। বলা বাহুল্য যে, সম্মিলনীর গ্রাহকসংখ্যা বিস্তর থাকিলেও বার্ষিকমূল্যদাতার সংখ্যা কিন্তু প্রকৃতই অতি বিরল। এমন কি স্থান থাকিলে সে পরিচয়ও আমরা সংক্ষেপে দিতে সঙ্কুচিত হইতাম না। কিন্তু সে স্থান আমাদের নাই। না থাকিলেও চিকিৎসা-সম্মিলনীর মূল প্রতিষ্ঠাতা ও রক্ষাকর্ত্তা রায় যতীন্দ্রনাথের সম্বন্ধে এ স্থলে ত দুই চারি কথা না তুলিয়াই পারি না। কেননা তিনিই যে, এ সম্মিলনী নৌকার একমাত্র কর্ণধার, সত্য-সত্যই মূলকাণ্ডারী।

হাঁ সত্যবটে দেশের সুশিক্ষিত ও ধনী সম্প্রদায়ের মধ্যে কেহ কেহ বার্ষিক মূল্য দিতে ঔদাস্য করেন নাই। কিন্তু লজ্জা, দুঃখ ও কলঙ্কের সহিত বলিতে হয় যে, দেশের দুর্ভাগ্য এতদূর অসীম যে, সে মূল্যের মোটসমষ্টিতে চিকিৎসা-সম্মিলনীর ন্যায় এহেন একখানি ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র পত্রিকার কেবলমাত্র কাগজ খরচাটাও নির্ব্বাহ হইতে পারে না! সুতরাং এস্থলে এ কথা বলিলে বোধ হয় কোন অংশেই অসঙ্গত হইবে না যে, একমাত্র যতীন্দ্র বাবুর অকাতরে অর্থসাহায্য ও এ গরিব সম্পাদকের "নিকড়েগতর" এই উভয়ের দ্বারাই এখনও পর্য্যন্ত সম্মিলনী জীবিত আছে এবং সম্ভবতঃ এই উভয়ের বর্ত্তমানে সম্মিলনীরও অস্তিত্বের ব্যাঘাত নাও ঘটিতে পারে।

সে যাহা হউক, সম্মিলনী নবম বর্ষে পদার্পণ করিয়া যাহাতে উত্তরোত্তর পাঠকগণের তুষ্টিসাধন করিতে পারে, তৎপক্ষে সাধ্যমত যত্ন লইতে সম্পাদকের কিছুমাত্রও ক্রটী হইবে না।

সম্পাদক।

বিজ্ঞাপনের ডাকাতিতে কবিরাজে কলঙ্ক।

কেবল কবিরাজ বলিয়া নহে, কালমাহাত্ম্যে সমগ্র দেশের সমগ্র বিষয়ই যেন এখন কলঙ্কময় হইয়া উঠিয়াছে; যেন সত্য সত্যই সোণার ভারতের সুবর্ণত্ব ঘুচিয়া গিয়া এখন একমাত্র গিল্টীরূপেই পরিণত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আহারে বিহারে, বচনে বক্তৃতায়, ভোজনে চর্ব্বণে, পানে লেহনে, ব্যবসায়ে বাণিজ্যে, পাণ্ডিত্যে যশে, রূপে গুণে ও ধনে মানে, ইত্যাদি, ভারতের যে কোন বিষয় যেন প্রকৃতই সব্ গিল্টীময়, যেন কলঙ্কের স্তূপাকার পাহাড়-বিশেষ। অধিক কি, অনেকের চরিত্রদর্শনে এরূপ প্রতীতি হয় যে, তাঁহারা এরূপ বিশ্বাস অনুসারে কার্য্য করিয়া থাকেন, যেন সত্যরূপী ভগবানের লোপ হইয়া যেন গিল্টীরূপী ভগবান্ই এখনকার দিনে রাজত্ব করিতে বসিয়াছেন! কেননা এ বাজারে গিল্টীর পরাক্রম যেরূপ অব্যাহতদর্পে দর্পিত, প্রকৃতপক্ষেই দেখিবে, খাঁটীসোণা তাহার নিকট পরাজিত। মোটকথা, খাঁটীর উপর গিল্টীর ও সত্যের উপর মিথ্যার সম্পূর্ণ আধিপত্যই যেন আজ্-কালিকার দিনে একটা স্বাভাবিক নিয়ম হইয়া পড়িয়াছে।

অথবা বটিকাবৃত্তিধারী মাদৃশ ক্ষুদ্র ব্যক্তিদিগের পক্ষে এত লম্বাচৌড়া খবর লইতে না গিয়া একবার আমাদের নিজেদেরই ক্ষুদ্র গৃহের ক্ষুদ্র খবরটাই ভালরূপে তুলি এবং একটু আধটু পরিচয়ও এ স্থলে সংক্ষেপে দিই।

গত কয়েক বৎসর হইতেই আমরা "চরক" "চরক" করিয়া একটা বড় গোচের রব তুলিয়া বসিয়াছি। শুদ্ধই হউক, আর অশুদ্ধই হউক, ভ্রমই থাকুক, আর প্রমাদই ঘটুক, সংস্কৃত মূল, সংস্কৃত টীকা এবং বাঙ্গালা ও হিন্দী প্রভৃতি নানাবিধ ভাষায় প্রচার করিয়া আসিতেছি, এবং সেই চরকেরই আবার ইংরাজী তর্জ্জমাতেও হস্তক্ষেপ করিয়াছি। এ সম্বন্ধে আমাদের উদ্দেশ্য যাহাই থাকুক্, অনেকে কিন্তু আমাদিগের এই চরকের ইংরাজী ব্যাপার লইয়া আমাদিগকে ভাবী সি, আই, ই, (C. I. E.) কিংবা রায়-

বাহাদুর প্রভৃতি অলঙ্কারলোভী মনে করিয়া মুখের উপরেই গঞ্জনা দিতে ত্রুটী করিতেছেন না। তা করুন, তাহাতে আমাদের বিন্দুমাত্রও আপত্তি নাই; কেননা অমরা যে এ দুনিয়ায় প্রকৃতই কিসের ভিখারী, সে পরিচয় হয় ত সাধারণে আমাদের জীবিত কালে না পাইলেও জীবনান্তে যে আর সে কথা কিছুমাত্র ছাপা থাকিবে না, সে বিষয়ে আমাদের বিলক্ষণরূপেই বিশ্বাস আছে। যাহা হউক, এই ত এক জ্বালা;—

সংপ্রতি "রইস্ রায়তেব্" সুপ্রবীণ বিচক্ষণ ও বহুদর্শী সম্পাদক, আমাদিগের উপর আর একটী নূতন রকমের কলঙ্কের বোঝা চাপাইয়া জ্বালার উপর জ্বালা বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছেন! প্রকৃতই মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা মারিয়াছেন! সুতরাং সেই কলঙ্কক্ষালনের জন্যই আমরা আজ্ ব্যস্ত হইয়া এস্থলে এ প্রস্তাবের অবতারণা করিতে বাধ্য হইতেছি।

"রইস্" বলেনঃ———

LOOT BY ADVERTISEMENT.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Sometimes, the falsest suggestions are indulged in with a boldness that is overpowering. We have noticed an advertisement running for months together in both Bengali and Hindi, that is so mischievous that the Commissioner of Police should not lose any time in calling to account both the advertiser and the papers that are indulging him. The man is a *kaviraj*, —a practitioner, that is, of the Hindu system of medicine,—who happens to enjoy some practice but the sale of whose nostrums is supposed to bring him a good income through his deceiving advertisements. He describes himself, or his dispensary, (for it is not clear what he means and the ambiguity is intentional), as the only physician or the only dispensary that has received aid from the Government of the country. Either suggestion is a downright falsehood. Is the man or his dispensary actually subsidised by the Government? How long has the Government taken to the practice of aiding Kavirajes or their dispensaries? If an enquiry be made, we suspect, it will turn out that the Government has purchased a few copies of some medical work published by the man, or that some medicine has been purchased from the man's dispensary the price whereof has been paid by some superior servant of Government. The downright impertinence of the man deserves to be cheked. * * * * * * *

REIS AND RAYYET,

March 4, 1893.

অর্থাৎ "সময় সময় অতিসাহসের সহিত এমন শব্দপ্রযুক্ত হইয়া থাকে, "যাহার গৌণার্থ বা উদ্দেশ্য অতীব মিথ্যা। অনেক দিন হইতেই আমরা "বাঙ্গালা ও হিন্দী কাগজে ক্রমাগত এ রকম বিজ্ঞাপন দেখিতে পাই ও যাহা "এতদূর অনিষ্টজনক যে, পুলিশকমিশনারের অনতিবিলম্বেই বিজ্ঞাপনদাতা "এবং যে সকল কাগজে বিজ্ঞাপন প্রকাশ হয়, তাহাদিগকে জবাবদিহী করা "উচিত। বিজ্ঞাপনদাতা একজন কবিরাজ—অর্থাৎ হিন্দু আয়ুর্ব্বেদিক চিকিৎ-"সক। ইহাঁর পশার আছে, কিন্তু অধিকাংশসময়েই ইনি লোকভুলান বিজ্ঞা-"পন দ্বারা ঔষধ বিক্রয়ে আয় বৃদ্ধি করিয়া থাকেন। ইনি আপনাকে বা আপ-"নার ঔষধালয়কে (প্রকৃতপক্ষে কে বা কোন্‌টী তাহা বিশদরূপে না বুঝাইয়া) "একমাত্র গভর্ণমেণ্ট সাহায্য প্রাপ্ত" বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকেন। উভয়ত্রই "উদ্দিষ্ট অর্থ সম্পূর্ণ মিথ্যা। প্রকৃতপক্ষেই কি তিনি বা তাঁহার ঔষধালয় "গভর্ণমেণ্ট হইতে সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছেন? কতদিন হইতে গভর্ণমেণ্ট,

"কবিরাজ এবং তাহাদের ঔষধালয়কে সাহায্য করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন? "ফলকথা যদি অনুসন্ধান করা যায়, তাহা হইলে বোধ হয় ইহাই প্রতিপন্ন "হইবে যে, গভর্ণমেণ্ট তাঁহার নিকট হইতে তাঁহার প্রচারিত কয়েক খানি "গ্রন্থমাত্র ক্রয় করিয়াছেন; অথবা গভর্ণমেণ্টের এক জন উচ্চ কর্ম্মচারী "তাঁহার ঔষধালয় হইতে কিছু ঔষধ ক্রয় করিয়াছেন। এই কুব্যবহারের "অবশ্যই দমন হওয়া উচিত"।

বলা বাহুল্য যে, "রইসের" সুদীর্ঘ প্রবন্ধ হইতে আমরা উপরে অত্যল্পমাত্র অংশ বঙ্গানুবাদ সহ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইলাম। যাঁহারা উপরোক্ত প্রবন্ধটী বিস্তৃতভাবে দেখিতে চাহেন, তাঁহারা উক্ত তারিখের "রইস্" পাঠ করিয়া দেখিবেন।

এইত ব্যাপার, এখন কথা এই যে, আমরা জানি, লর্ড ডফরিণের (Lord Dufferrin) ন্যায় বড় লাটসাহেব যে "রইস্" পত্রিকাখানি নির্দ্দিষ্ট দিনে যথাসময়ে পাইতে একটু বিলম্ব হইলে চঞ্চল হইয়া উঠিতেন, আর আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি যে, বারিষ্টারপ্রবর ডব্লিউ, সি, বনার্জ্জীর (W. C. Bonnarjee) ন্যায় অতি তীক্ষ্ণবুদ্ধিশালী ব্যক্তিগণও অন্য সকল কার্য্য বন্ধ করিয়া সর্ব্বাগ্রে যে রইস্-পত্রিকাখানি ব্যগ্রতার সহিত পাঠ না করিয়া অন্য কোন কার্য্যই করেন না, এ হেন প্রভাবশালী মূল্যবান্ "রইসের" ন্যায় একখানি প্রধান পত্রিকায় দেশীয় কবিরাজবিশেষকে লক্ষ্য করিয়া এমন একটী প্রবন্ধ বাহির হইল এবং উহার উপর নির্ভর করিয়া কেহ কেহ আমাদিগের প্রতিও কটাক্ষ পর্য্যন্ত করিতে ত্রুটী করিতেছেন না। জিজ্ঞাসা করি, ইহার জন্য প্রকৃতপক্ষে দায়ী কে? কোন্ কবিরাজের এহেন দুরপনেয় কলঙ্কে আজ্ আমাদিগকে এরূপ সার্ব্বজনিক ও সার্ব্বভৌম কলঙ্কে কলঙ্কিত হইতে হইতেছে? যদি বল যে, যেকেহ দায়ী হয় হউক, যে কেহ দোষী থাকে থাকুক্, তোমার তাহাতে এত মাথাব্যাথা কেন? কিন্তু কেন যে মাথাব্যথা, তাহা বলি:—

ইহা বোধ হয় অনেকেই অবগত অছেন যে, চরক সুশ্রুতের প্রচারকার্য্যে কিছুদিন হইল, আমরা বেঙ্গল ও বম্বে প্রভৃতি গভর্ণমেণ্ট হইতে কতকগুলি টাকা সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছি। এবং সেই সাহায্যপ্রাপ্তির কথা সর্ব্বপ্রকার সংবাদ পত্রেও তারস্বরে ঘোষিত হইয়া গিয়াছে। কাজেই এস্থলে "গভর্ণমেণ্টের সাহায্য প্রাপ্ত" বলিলেই লোকে যেন সহসা আমাদিগকেই সেই গভর্ণমেণ্টের খয়ের খাঁ কবিরাজ বলিয়াই মনে করেন।

বাস্তবিক ঘটিয়াছেও ঠিক্ তাহাই। এখন সপ্তাহেরও অধিক অতীত হয় নাই, ইহার মধ্যেই কয়েকজন সম্ভ্রান্ত কৃতবিদ্য লোক অনায়াসেই আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন যে, কবিরাজ মহাশয়, "রইসের" শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায় মহাশয় কি আপনাকেই লক্ষ্য করিয়া (Loot by Advertisement) অর্থাৎ "বিজ্ঞাপন দ্বারা ডাকাতি" নামক প্রবন্ধটী লিখিয়াছেন? বলা বাহুল্য যে, অগত্যা এরূপস্থলে আর আমরা আসল কথা ঢাকিয়া রাখিতে পারি নাই। সে সে স্থলে আমাদিগকে বাধ্য হইয়াই সকল কথাই খুলিয়া বলিতে হইয়াছে। কিন্তু দিন দিন এ কলঙ্কের প্রসর যেরূপ দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে, তাহাতে আমরা আর কোন মতেই চুপ্ করিয়া থাকিতে না পারিয়া নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও আজ্ বিষয়টা সাধারণ্যে হাটে হাঁড়ী ভাঙ্গিয়া সকলের চক্ষের উপর স্পষ্টরূপেই ধরিয়া দিতে বাধ্য হইলাম।

বোধ হয় তিনবৎসরেরও অধিক্ কাল হইবে, কলিকাতা কুমারটুলীর কবিরাজ শ্রীযুক্ত বিজয়রত্ন সেন যখন "গভর্ণমেণ্টের একমাত্র সাহায্য প্রাপ্ত" কবিরাজ শ্রীবিজয়রত্ন সেনের আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয় বলিয়া সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন প্রচার করেন, তখন বিজ্ঞাপনটীর কায়দাকারণ দেখিয়াই আমরা প্রথমতঃ কিছু অবাক্ হইয়া একটু হাঁসিয়াই ক্ষান্ত ছিলাম। কিন্তু অনতিবিলম্বেই যখন অনেকেই আমাদিগের নিকট ইহার প্রকৃত তথ্য জানিবার জন্য উৎসুক হইলেন, কেহ বলেন মহাশয়, বিজয় বাবু কি সত্যসত্যই মাসে ৫০০৲ টাকা করিয়া ঔষধালয়ের সাহায্য গভর্ণমেণ্ট হইতে পাইতেছেন? কেহ বা জিজ্ঞাসা করিলেন, বিজয় বাবুর ঔষধালয়ের জন্য না কি গভর্ণমেণ্ট বার্ষিক ১২০০ শত টাকা সাহায্য মঞ্জুর করিয়াছেন? তখন অগত্যা আমরা আর থাকিতে না পারিয়া বিজয় বাবুকে বন্ধুভাবেই এরূপ বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিতে নিষেধ করি। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, বিজয় বাবু আমাদের সে মৌখিক কথায় আদৌ কর্ণপাত করেন নাই। এমন কি, কাযটা বড়ই অন্যায় বলিয়া ২। ৩ দফায় আমরা তাঁহাকে বুঝাইয়াও যখন তাঁহার মনোযোগ আকর্ষণ করিতে পারিলাম না, তখন অগত্যা আমাদিগকে চুপ্ করিতে হইল।

কিন্তু কেবল আমাদিগকে লইয়াই ত আর সংসার নহে। কিছুদিন পরেই দেখি :—"নবযুগ" নামক একখানি স্বাধীনচেতা ক্ষুদ্র সাপ্তাহিক পত্রিকা স্পষ্টাক্ষরেই নাম করিয়া বিজয় বাবুর কীর্ত্তিকলাপ তারস্বরে ঘোষণা করিয়া বসিয়াছেন। পাঠকগণের অবগতির জন্য আমরা নিম্নে "নবযুগের" সেটুকু এস্থলে অবিকল উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। নবযুগ লিখিয়াছেন :—

"কবিরাজী চিকিৎসাতেও এখন দিন দিনই কৃত্রিমতা ও ব্যবসাদারি "প্রবেশ করিতেছে। এখানকার কুমারটুলীর বাবু বিজয়রত্ন সেন একজন "নামজাদা কবিরাজ। বিজয়রত্নের বয়স বেশী না হইলেও পশার প্রতিপত্তি "কিন্তু বেশ জমাইয়া লইয়াছেন। সংবাদপত্রবিশেষে "নমো গণেশায়"র নিম্নেই "তাঁহার কীর্ত্তিকাহিনী দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি সংবাদপত্রে আপনাকে "গভর্ণমেণ্টের একমাত্র সাহায্য প্রাপ্ত কবিরাজ" বলিয়া বিজ্ঞাপন দিয়া "থাকেন। আমরা তদন্তে জানিয়াছিলাম গভর্ণমেণ্ট তৎপ্রকাশিত দুই চারি- "খণ্ড পুস্তক ক্রয় করা ভিন্ন অপর কোন সাহায্য করেন নাই। দুই চারি "খানা বই কিনিয়া লইলেই "গভর্ণমেণ্টের একমাত্র সাহায্য প্রাপ্ত" এ কথা "সাধারণে প্রকাশ করা কতদূর যুক্তিযুক্ত, তাহা আমরা কবিরাজ মহাশয়কেই "জিজ্ঞাসা করি"। নবযুগ ২১শে জ্যৈষ্ঠ, ১২৯৯ সাল।

নবযুগ পাঠ করিয়া ভাবিলাম যে, এইবার বুঝিবা বিজয় বাবু ক্ষান্ত হইবেন! কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে, এ ক্ষুদ্র পত্রিকার ক্ষুদ্র বাক্যও তাঁহার চিত্তাকর্ষণ করিতে পারিল না। আর পারুক, বা নাই পারুক, আমাদিগেরই বা তাহাতে এসে যায় কি? যেহেতু নিজেদেরই অসংখ্য জ্বালায় আমরা অহরহ জর্জ্জরিত; সুতরাং সে স্থলে বাহিরের অত খোঁজ-খবরে আমাদের প্রয়োজন কি? ইহা ভাবিয়া তখনও আমরা নিশ্চিন্ত থাকিলাম। কিন্তু এবারেও কেহ কেহ কানাকাণি করিতে ছাড়িল না। সংবাদ-পত্রে লেখার এমনই শক্তি যে, "নবযুগের" ন্যায় ক্ষুদ্রপত্রিকা পাঠ করিয়াও আমাদের দুই একজন বন্ধুলোক দৃঢ়তার সহিত আমাদিগকে বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন যে, অবশ্যই বিজয় বাবু গভর্ণমেণ্ট হইতে তাঁহার ঔষধালয়ের জন্য কিছু না কিছু সাহায্য না পাইলে কখনই তিনি এরূপ বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিতে সাহসী হইতেন না। বলা বাহুল্য যে, আমরা কিন্তু বন্ধুবাক্যে

বিশ্বাস করিতে না পারিয়া অগত্যা তখনও আমাদিগকে চুপ্ করিয়া থাকিতে হইয়াছিল।

কিন্তু সংপ্রতি "রইসের" লিখিত সম্পাদকীয় সুদীর্ঘ প্রবন্ধে "বিজ্ঞাপনে ডাকাতি" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিয়া আমরা ত আর কোনমতেই চুপ্ করিয়া থাকিতে পারিতেছি না। অথবা চুপ্ করিয়া থাকা দূরে থাকুক্, এখন কি উপায় অবলম্বন করিয়া, কিরূপে, কি কৌশলে, যে দেশীয় কবিরাজের এ দুরপনেয় কলঙ্ককালিমা দূর হইতে পারে, তাহা ত আমাদের এ ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে কিছুমাত্রই স্থির করিয়া উঠিতে পারিতেছি না।

তবে আমরা বিশ্বস্তসূত্রে শুনিতেছি যে, গভর্ণমেণ্ট না কি বিজয় বাবুর এ কার্য্যের প্রতি দৃষ্টিনিঃক্ষেপ করিয়াছেন। বিজয় বাবু সরকার হইতে কিরূপ সহায্য প্রাপ্ত হইয়া এরূপ বিজ্ঞাপন প্রচার করিতে অধিকারী হইয়াছেন, তাহারই তদন্ত করিবার আদেশ বাহির হইয়াছে।

কিন্তু তাহা হইলেও ইহা ত আর দেশীয় কবিরাজকুলের পক্ষে সুখ্যাতির কথা নহে। কেননা নানাকারণে একেই ত দেশীয় সুশিক্ষিত ব্যক্তিগণ, বিশেষতঃ বিদেশীয়গণ, দেশের কবিরাজকুলকে এক রকম হাতুড়ের মধ্যেই গণ্য করিয়া ঘৃণা করিতে ত্রুটী করেন না। তাহার উপর যদি আবার কবিরাজ-গণের মধ্যে এরূপ কালিমারাশি আরোপিত ও রাজদ্বারে যদি এ সকল কথার আন্দোলন হয়, তবে ত আর লোকালয়ে মুখ দেখানই কবিরাজগণের পক্ষে ভার হইয়া উঠিবে।

সে যাহা হউক, পশারপ্রতিপত্তি বৃদ্ধির জন্যই হউক, আর "রইসের" নির্দ্দিষ্ট অযথাবিজ্ঞাপন দ্বারা প্রচুর অর্থোপার্জ্জনের জন্যই হউক, অথবা যে জন্যই হউক, বিজয় বাবুর ন্যায় একজন কবিরাজের ক্রমাগত কয়েক বৎসর পর্য্যন্ত এরূপ ভাবে বিজ্ঞাপন প্রচার করা যে ভাল কার্য্য হয় নাই, সে বিষয়ে কি আর বিন্দুমাত্রও সন্দেহ আছে?

যাহা হউক, এত দিন পরে এখন "রইসের" প্রবন্ধদৃষ্টে বিজয় বাবুর যে চৈতন্যোদয় হইয়াছে, তিনি যে "রইসের" ন্যায় পত্রিকার গৌরব বুঝিয়া ও সম্মান রক্ষা করিয়া স্বীয় বিজ্ঞাপনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াছেন, এজন্য আমরা প্রকৃতই আনন্দলাভ করিলাম। পক্ষান্তরে আমাদের ন্যায় কাঙালের কথায় যে বিজয় বাবু তখন কর্ণপাত করেন নাই, এ দুঃখ কিন্তু আমাদের

আর রাখিবার স্থান নাই। তবে জানিলাম যে, "কাঙালের কথা প্রকৃতই বাসী হইলেই খাটে।" কেমন নয় কি? আর, এস্থলে সঙ্গে সঙ্গে "রইসের" লেখনীশক্তিরও গুণগান না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। কেননা সংবাদপত্রের সেই টুকুই আসল ক্ষমতা, যাহার দ্বারা সাধারণে পরিচালিত হয়।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, বিজয়বাবু একজন যে দরের কবিরাজ ও তাঁহার যেরূপ পশার প্রতিপত্তি আছে, তাহাতে তাঁহার পক্ষে এরূপ বিজ্ঞাপনের সাহায্য আদৌ আবশ্যক নাই। যাহা হউক, তিনি আমাদের বন্ধুলোক, সুতরাং এরূপ স্থলে আমাদের লিখিত এ সকল কথা পাঠ করিয়া তিনি যেন দুঃখিত না হন্। কেননা তাঁহার নিজের উপকারের জন্য ও কবিরাজগণের বিরুদ্ধে কেহ কোন কথা না বলিতে পারেন, এজন্যই আমরা এ সকল কথা লিখিলাম।

উপসংহারে বলা বাহুল্য যে, এ বিষয়ের গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক যে তদন্তের কথা শুনিতেছি, তাহা অল্পে অল্পে চুকিয়া গেলেই আমরা যারপর নাই আহ্লাদিত হইব।

শেষকথা, "রইস্" যে বিষয়ের অবতারণা করিয়াছেন, সে সম্বন্ধে আমাদের আরও অনেক কথা বলিবার আছে। সুতরাং আমাদের নেহাইৎ ইচ্ছা থাকিল যে, আমরা অবসরক্রমে ক্রমশঃ তাহা পাঠকবর্গের গোচর করিব।

সম্পাদক।

দেশীয় স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানে অবশ্য-জ্ঞাতব্য কতিপয় বিষয়।

ফলমূলভক্ষণ, বল্কলপরিধান ও গিরিগুহায় অবস্থিতি করিয়া সত্যসত্যই আর্য্য-ঋষিগণ জগতের হিতকামনায় যে কি অনির্ব্বচনীয় ও অত্যাশ্চর্য্য বিজ্ঞানশক্তিতে শক্তিমান্ হইতে পারিয়াছিলেন, তাহা এখন চিন্তা করিলেও আনন্দিত হইতে হয়। আমরা সাধারণের কৌতূহলনিবৃত্তির জন্য নিম্নে চরক হইতে একটু উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। চরক বলেন ঃ—ধান্য জাতির মধ্যে রক্তশালি ধান্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতম উপকারী বলিয়া শ্রেষ্ঠ। সেইরূপ ডাউলজাতির মধ্যে মুগের ডাউল, জল সমূহের মধ্যে বৃষ্টির জল, লবণ সমূহের মধ্যে সৈন্ধব লবণ এবং শাকজাতির মধ্যে জীবন্তি শাক সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উপকারী বলিয়া উৎকৃষ্ট।

সেইরূপ সর্ব্বপ্রকার পশুমাংসের মধ্যে এণের (এক প্রকার হরিণ) মাংস, পক্ষীগণের মাংসের মধ্যে লাব (অন্য নাম লাবুই বা লাউই) পক্ষীর মাংস, গর্ত্তস্থ জন্তুগণের মাংসের মধ্যে গোসাপের মাংস, সর্ব্বপ্রকার মৎস্যজাতির মধ্যে রোহিত মৎস্য, ঘৃতসমূহের মধ্যে গব্যঘৃত, দুগ্ধের মধ্যে গাভীদুগ্ধ, শস্যজাত তৈলের মধ্যে তিলতৈল, জলাভূমিস্থ জন্তুগণের চর্ব্বির মধ্যে শূকরের চর্ব্বি, মৎস্যগণের চর্ব্বির মধ্যে শল্লকী মৎস্যের চর্ব্বি এবং জলচর-পক্ষিগণের চর্ব্বির মধ্যে ক্ষুদ্রহংসের চর্ব্বিই সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতম উপকারী বলিয়া শ্রেষ্ঠ।

সেইরূপ বিষ্কির (যাহারা খুঁটেখায়) জাতীয় পক্ষিগণের চর্ব্বির মধ্যে কুক্কুটের চর্ব্বি, শাখাপত্রভোজি-জন্তুগণের চর্ব্বির মধ্যে ছাগলের চর্ব্বি, মূলজাতির মধ্যে আদা, ফলজাতির মধ্যে কিস্‌মিস্ এবং ইক্ষুবিকৃতির মধ্যে প্রধানতম উপকারী বলিয়া চিনিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

যে সমস্ত আহারীয় দ্রব্য স্বভাবতই হিতকারী, তাহাদিগের বিষয় সংক্ষেপে বলা হইল। অতঃপর যে সকল আহারীয় দ্রব্য স্বভাবতঃ অহিতকারী, নিম্নে তাহাদের বিষয় বলা যাইতেছে।

ধান্যজাতির মধ্যে যবক (ক্ষুদ্রযব বিশেষ) অধিকতম অপকারী বলিয়া

বিরেচক ঔষধ পান করাইলে সুকুমারোক্ত হৃদয়াকর্ষণ প্রভৃতি দোষ, মল দ্বারে ক্ষত ব্যক্তির পক্ষে বিরেচন করাইলে সেই ব্যক্তির মলদ্বার আরও ক্ষত হয় এবং এজন্য বায়ু ঐ ব্যক্তির প্রাণনাশক উৎকটবেদনা জন্মাইয়া থাকে। অধোগত রক্তপিত্ত রোগীকে বিরেচন করাইলে পূর্ব্বোক্ত রূপ রোগের বৃদ্ধি হইয়া রোগীর প্রাণ নষ্ট করিতে পারে। বিলঙ্ঘিত, দুর্ব্বলেন্দ্রিয় ও অল্পাগ্নি ব্যক্তির বিরেচন করাইলে তাহারা ঔষধের বেগ সহ্য করিতে পারে না। কামাদি দ্বারা ব্যগ্রমনা ব্যক্তিকে বিরেচক ঔষধ প্রদান করিলে সেই ব্যক্তির দোষ সকল নির্গত হয় না, অথবা অতিকষ্টে নির্গত হয়। অজীর্ণ গ্রস্ত ব্যক্তিকে বিরেচন করাইলে আমদোষ জন্মে, নবজ্বরে বিরেচক ঔষধ প্রদান করিলে সেই ব্যক্তির অপক্ক দোষের নির্গত হয় না অথচ বায়ুর প্রকোপ জন্মায়। মদাত্যয় রোগে বিরেচক ঔষধ প্রদান করিলে মদ্যক্ষীণ দেহে বায়ু, প্রাণ পর্য্যন্ত বিনষ্ট করিতে পারে, আধ্মাত ব্যক্তিকে বিরেচক ঔষধ প্রদান করিলে কোষ্ঠস্থানে পুরীষ নিচিত বায়ু, বিসর্পিত হইয়া সেই ব্যক্তির শরীরে ভয়ানক আনাহ অথবা মৃত্যুপর্য্যন্ত জন্মাইতে পারে। শল্যার্দ্দিত ও অভিহত ব্যক্তির ক্ষত হইলে যদি তাহাকে বিরেচন দেওয়া যায়, তাহা হইলে বায়ু ঐ ক্ষতস্থান আশ্রয় করিয়া জীবন পর্য্যন্ত ধ্বংস করিতে পারে। অতিস্নিগ্ধ ব্যক্তিকে বিরেচক ঔষধ পান করাইলে সেই ব্যক্তির বিরেচনের অতিযোগ ভয় হইয়া থাকে। রুক্ষ ব্যক্তিকে বিরেচন করাইলে বায়ু ঐ ব্যক্তির অঙ্গসংগ্রহ জন্মাইয়া থাকে। দারুণকোষ্ঠ ব্যক্তিকে বিরেচন করাইলে বিরেচনোদ্ধত দোষ সকল সেই ব্যক্তির হৃচ্ছূল, পর্ব্বভেদ, আনাহ, অঙ্গমর্দ্দ, ছর্দ্দি, মূর্চ্ছা ও ক্লান্তি জন্মাইয়া প্রাণ পর্য্যন্ত বিনষ্ট করিতে পারে। এতদ্ভিন্ন বৃদ্ধ ও গর্ভিণী প্রভৃতিকে বিরেচক ঔষধ প্রদান করিলে অশেষবিধ অমঙ্গল সাধিত হইয়া থাকে। সেই জন্যই ঐ সকল ব্যক্তিকে বিরেচক ঔষধ সেবন করান নিষিদ্ধ। ক্রমশঃ—

মন্তব্য।

পাঠকগণ উপরে অতিসংক্ষেপে দেখিলেন যে, এক জোলাপের হাঙ্গমা লইয়া আর্য্য ঋষিগণ কত সুগভীর জ্ঞানশালিত্বের পরিচয় প্রদান করিয়া গিয়াছেন। সংক্ষেপে বলিলাম ইহার তাৎপর্য্য এই যে, ঋষিগণের সকল কথা আমরা উদ্ধৃত করিয়া দেখাই, সম্মিলনীতে এমন স্থান নাই; বিশেষতঃ

সত্যবলিতে গেলে তাঁহাদের লিখিত সকল কথা যে আমরা বুঝিতে পারি, সে সামর্থ্যও আমাদের নাই, তথাপি আমাদের অজ্ঞ যুবককে বিরেচক ঔষধের জ্ঞান সম্বন্ধে যতদূর পারি, ক্রমশঃ বুঝাইতে চেষ্টা করিব।

সম্পাদক।

দৃষ্টফল মুষ্টিযোগ।

(সম্পাদকীয়)

দেশীয় ঔষধের ক্ষমতা দেখুন ;—১ম, ভারতবর্ষের পণ্ডিতজন-প্রিয় সুবিখ্যাত ইণ্ডিয়ান্ মিরার সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু নরেন্দ্র নাথ সেন মহোদয় কিছুদিন পূর্ব্বে সহসা তাঁহার নিজবাটীর সিড়ি হইতে প্রাতে নামিবার সময় পড়িয়া গিয়া এমন ভয়ানক আঘাত প্রাপ্ত হন্ যে, তজ্জন্য কয়েক ঘণ্টা পর্য্যন্ত তাঁহাকে একবারেই সংজ্ঞাশূন্য হইয়া থাকিতে হয়। তার পর অনেক সুশ্রূষা দ্বারা চৈতন্য আসিলে জানা গেল যে, সেই সুদারুণ আঘাতে তাঁহার বামহস্ত ও বামপদ বিশেষতঃ বাম কোমর ও নিতম্ব স্থান ভয়ানকরূপে আহত হইয়াছে। কাজেই এ অবস্থায় তাঁহাকে সেই সিড়ির পার্শ্বেই নীচের ঘরে শয্যাশায়ী হইয়া থাকিতে হয় এবং দেশের বর্ত্তমান প্রথানুসারে ক্রমাগত কয়েকদিন পর্য্যন্ত এলোপ্যাথি ও হোমিওপ্যাথি মতে নানাবিধ আভ্যন্তরিক ও বাহ্যিক উভয় প্রকার ঔষধ ব্যবহার করিতে হয়। এইরূপ প্রায় ১০।১২ দিন অতীত হইল, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, বেদনা,ফুলা বা যন্ত্রণার বিন্দু-মাত্রও হ্রাস হইল না। অগত্যা তিনি আর ধৈর্য্যধারণ করিতে না পারিয়া আত্মীয় বন্ধুগণের সম্পূর্ণ অনিচ্ছাসত্ত্বেও শেষটা এই অধম দেশের অধম আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার শরণাগত হইলেন। (এ স্থলে ইহাও বলা আবশ্যক যে, আধুনিক হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে নরেন্দ্রবাবু একজন প্রকৃতই নিষ্ঠাবান্ সাত্বিক হিন্দু এবং হিন্দু চিকিৎসারও তিনি একজন পরমভক্ত) এই অবস্থায় তিনি একজন দেশীয় চিকিৎসকের পরামর্শে কাঁচা তেঁতুল পোড়াইয়া তাহার শাঁস ও সোরা সমান অংশে লইয়া একত্রে বাটীয়া গরম করিয়া ফুলা ও বেদনা স্থানে

পুনঃ পুনঃ প্রলেপ এবং সেই সেই স্থানে মাষকলাই পুঁটুলী করিয়া গুলের আগুণে খুব্ গরম করিয়া তদ্দ্বারা পুনঃ পুনঃ স্বেদ দিতে আরম্ভ করিলেন। পাঠকগণ শুনিয়া আনন্দিত হইবেন যে, সেই প্রলেপ ও স্বেদ যে দিন হইতে দিতে আরম্ভ করিলেন,ভগবানের কৃপায় ও দেশীয় ঔষধের অসাধারণ মাহাত্ম্যে সেই দিন হইতেই তাঁহার সেই ফুলা, বেদনা ও যন্ত্রণার শান্তি হইতে আরম্ভ করিল। এমন কি ২।৩দিনের মধ্যেই তাঁহার রোগের অর্দ্ধেকেরও অধিক উপশম হইয়া আসিল। ৫।৬ দিন মধ্যেই তাঁহার উত্থানশক্তি জন্মিল এবং তারপরেই তিনি নীচের ঘর হইতে এখন উপরের ঘরে গিয়া অবস্থিতি করিতেছেন এবং অনেক ভাল আছেন। আশা আছে, শীঘ্রই তিনি সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিতে পারিবেন।

কিন্তু কেবল কি একা নরেন্দ্র বাবুই এইরূপ দেশীয় ঔষধের শরণ লইয়া উপকার প্রাপ্ত হইয়াছেন? তা ত নয়, পরপদ-দলিত ভারতের মৃতপ্রায় আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের শরণাপন্ন হইয়া এখনও যে প্রতিদিন কতশত সহস্র ব্যক্তি আরোগ্য লাভ করিতেছেন, তাহার আর ইয়ত্তা নাই। তথাপিও যে দেশের লোক এখনও গভীর নিদ্রায় নিদ্রিত রহিয়াছেন, ইহাই সর্ব্বপেক্ষা দুঃখ ও আশ্চর্য্যের বিষয় কি না, সে সম্বন্ধে জ্ঞানবান্ পাঠকই বিচার করিয়া দেখিবেন।

২য়, অল্প কয়েক দিনের কথা হইল, কলিকাতা কাঁসারী পাড়ার সুবর্ণবনিক জাতীয়া একটী ১৫।১৬ বৎসর বয়স্কা যুবতির সহসা একদিন মাত্র জ্বর হইয়াই তাহার সর্ব্বাঙ্গে বিশেষতঃ শরীরের প্রত্যেক সন্ধিস্থানে এমন গুরুতর বেদনা ও অল্প অল্প ফুলা হইল যে, সেইদিন হইতে সে একবারেই শয্যাশায়িনী হইয়া পড়িল। ইহাতে তাহার অর্দ্ধবৃদ্ধ স্বামী মহান্ ব্যস্ত ও যারপর নাই ভীত হইয়া চিকিৎসার জন্য ডাক্তার ডাকাইয়া আনিলেন। ডাক্তার বাবু আসিয়া ক্রমাগত কয়েকদিন ঔষধ সেবন করিতে দিলেন ও বেদনা এবং ফুলাস্থানে টীঞ্চার আইওডিন্ মালিশ করিতে বলিলেন। দুঃখের বিষয় তাহাতে উপকার না হওয়াতে সাহেব ডাক্তারকে পর্য্যন্তও আনান হইল। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সাহেব ডাক্তার আসিয়া তাঁহার ব্যবস্থিত এলোপ্যাথিক ঔষধের সহিত আমাদের দেশীয় মাষকলায়ের দ্বারা পুনঃ পুনঃ স্বেদ দেওয়ারও ব্যবস্থা করিলেন। বলা বাহুল্য যে, অমনি ঔষধ ধরিল। ইতি পূর্ব্বে ৬।৭দিনে যে রোগীরকিছুমাত্রই উপকার দর্শে নাই, এক মাষকলায়ের স্বেদ দেওয়া মাত্র

২।৩ দিনেই তাহার অনেক উপশম বোধ হইল; ঠিক্ এই অবস্থাতেই অমি সেই রোগীকে দেখিবার জন্য আহূত হই। আমি গিয়া অদ্যোপান্ত অবস্থা শুনিয়া বুঝিলাম যে, এস্থলে যাহা কিছু উপকার, তাহা একমাত্র মাষকলায়ের তীক্ষ্ণস্বেদ দ্বারাই হইয়াছে। অপরন্তু ইহাও নিশ্চিত বুঝিলাম যে, যদি এই সঙ্গে সঙ্গে অন্য সর্ব্বপ্রকার ঔষধ বন্ধ করিয়া এখন দুইবেলা কেবল কতকটা করিয়া বেলপাতার রস একটু মধু দিয়া খাওয়ান যায় এবং তার সঙ্গে সঙ্গে দশমূল পাঁচনটীও সেবন চলে, তবে নিশ্চয়ই এ রোগ খুব্ শীঘ্রই আরাম হইতে পারেই পারে। রোগীণীর অভিভাবকগণকেও আমি তৎক্ষণাৎ সে কথা বলিতে ক্ষান্ত হইলাম না। কিন্তু বলিলে কি হইবে, ভারতের পাপ যে, ষোলকলা ছাড়াইয়া একবারে বত্রিশ কলায় উঠিয়াছে! নচেৎ প্রত্যক্ষফল পাইয়াও কি কোন ব্যক্তি এস্থলে আর এলোপ্যাথি চিকিৎসার উপর ক্ষণমাত্রও নির্ভর করিতে পারে?

৩য়,—কলিকাতার বেলেঘাটায় ১০শ বৎসর বয়স্ক একটী বালকের সর্দ্দিজন্য আধকপালে মাথাবেদনা হইয়া বড়ই কষ্ট পাইতে থাকে। প্রথমে স্থানীয় এলোপ্যাথি ডাক্তারের দ্বারা চিকিৎসিত হয়, ডাক্তারবাবু কতক দিন খাওয়ার ঔষধ দেন, অবশেষে না পারিয়া রগে এক ব্লিষ্টার বসান, কিন্তু খল রোগ কিছুতেই যায় না, অপরন্তু বালকটীর ক্রমে একটু চক্ষের দোষ আসিয়াও উপস্থিত হয়, চক্ষু লাল হইয়া উঠিল, উহাতে যন্ত্রণাও আসিল, অগত্যা বালকের অভিভাবক তখন হোমিওপ্যাথির হাতে দিলেন। এই বিন্দুও ১০।১২ দিন চলিল, ফল কিন্তু কিছুই হইল না। প্রায় ২৪ দিনের পর বালকটী আমাদের নিকট আসিল। আমি বালকটীকে দেখিয়া ও আদ্যোপান্ত অবস্থা শুনিয়া দৃঢ়সাহসের সহিত একটী তীক্ষ্ণ নস্য ও একটু ষড়বিন্দু তৈল দিয়া বলিয়া দিলাম যে, নস্যটী ২ দিন অন্তর নাকে টানিবে এবং তৈলটী প্রত্যহ প্রাতে ও সন্ধ্যায় দুইবার নস্য লইবে এবং রগে দুই বেলাতেই ভালরূপে মালিশ করিবেক। ইয়ুরোপ ও আমরিকা-ভক্ত পাঠকগণের মধ্যে এ কথা বলিলে কি কেহ বিশ্বাস করিবেন যে, ইতি পূর্ব্বে ২৪ দিন পর্য্যন্ত এলোপ্যাথি ও হোমিওপ্যাথি ঔষধে যে বালকের কিছু মাত্রই উপকার দর্শে নাই, এই দেশীয় বৈদ্যপ্যাথির একটু নস্য ও তৈল দ্বারা ২ দিনেই বালকটীর সে পীড়ার অর্দ্ধেকেরও অধিক উপশম হইয়া আসিল এবং ১৫ দিনের মধ্যেই বালকটী

নির্দ্দোষ আরোগ্যলাভ করিয়া ভারতবাসীর পক্ষে ভারতীয় চিকিৎসাই সর্ব্বথা প্রশস্ত ও উপযোগী বলিয়া ঘোষণা করিল ?

৪র্থ;—প্রায় দুইমাসের কথা হইবে, বারাশত অঞ্চলের একটী ১১শ বৎসর বয়স্ক ব্রাহ্মণ বালক প্লীহা ও যকৃৎসংযুক্ত পুরাতন জ্বরগ্রস্ত হইয়া আমাদের চিকিৎসাধীনে আসে। বালকটীর সংক্ষেপ অবস্থা যথাঃ—প্রত্যহ বৈকালে অল্প অল্প জ্বর হয়, দাস্ত কখন পাতলা কখন বা শক্ত হয়, মধ্যম রকমের প্লীহা, বৃহদাকারে যকৃৎ ও তাহার উপর ব্লিষ্টারের ভয়ানক দাগ এবং দুর্ব্বলতা ও অল্প অরুচি ইত্যাদি। বালকের পিতা আমাকে কহিলেন যে, মহাশয়, ইহার চিকিৎসা অপনি আস্তে আস্তে করুন, তাহাতে আমার আপত্তি নাই, কিন্তু সর্ব্বাগ্রে যাহাতে ইহার যকৃৎ স্থানের বেদনা বিশেষতঃ দিবা রাত্রিই কামড়ানি প্রভৃতি ভয়ানক যন্ত্রণার শান্তি হয়, তাহার উপায় অগ্রে করিয়া রক্ষা করুন। ইহাতে আমি ভাবিলাম এত বড় ব্লিষ্টার প্রভৃতি লাগাইয়া এবং মালিশাদি করিয়াও যে যন্ত্রণা দূর হয় নাই, সে স্থলে কি উপায়ে এ যন্ত্রণার শান্তি করিতে পারি। প্রথমে মনে করিলাম একটা প্রলেপ দিতে বলি, কিন্তু পরক্ষণেই ভাবিলাম যে, অগ্রে প্রলেপ না দিয়া চোণার স্বেদ ভালরূপে দিয়া দেখা যাউক। এই বলিয়া তাহাকে প্রত্যহ তিন চারি বার যকৃতের উপর উত্তমরূপে চোণার স্বেদ দিতে বলিয়া দিলাম এবং জ্বরের জন্য দুইটী ঔষধ সেবন করিতে দিয়া বিদায় করিলাম। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ইতি পূর্ব্বে এলোপ্যাথি মালিশ ও ব্লিষ্টারাদি দিয়া যে যকৃতের যন্ত্রণাদির কিছুমাত্র শান্তি হয় নাই, দেশীয় একমাত্র গোমূত্রের দ্বারা ৩। ৪ দিন স্বেদ দেওয়াতেই সে সকল যন্ত্রণার শান্তি হইয়া ভারতীয় ঔষধের অসাধারণ মহিমা প্রচার করিল! কিন্তু গভীর দুঃখ ও নিতান্তই কলঙ্কের বিষয় এই যে, এ সকল কথা এখন শোনে কে? আর দেখেই বা কে? কেননা ভারতবাসী যে এখন একবারেই অন্ধ ও সম্পূর্ণরূপেই বধির হইয়া দিন যাপন করিতেছে। কেমন নয় কি?

সম্পাদক।

অবলা-বান্ধব।

পঞ্চমাধ্যায়—অণ্ডাধার রোগ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

জয়া কহিলেন, প্রিয়ভগ্নি! আজ্ আবার তোমাকে একপ্রকার নূতন জ্বরের কথা কহিতেছি। কিছু দিন হইল একটী ভদ্রমহিলার সামান্য জ্বর হইয়াছিল। জ্বররোগে সাধারণতঃ যে সকল লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে, তাহারও তাহাই হইয়াছিল। অধিকন্তু শরীরের বেদনাটা কিছু বেশি বলিয়া বোধ হইত। সেই সময় একজন চিকিৎসকের হস্তে তাহার চিকিৎসার ভার অর্পণ করা হইল। ৫।৭ দিন ঔষধ প্রয়োগ করিলে অবশেষে জ্বরের বেগ ক্রমশঃ কমিয়া আসিল, কিন্তু একবারে বিচ্ছেদ হইল না। তখন সমস্ত শরীরের বেদনা উপশমিত হইয়া কেবল উদর ও উরুদেশে অতিশয় তীব্র বেদনা উপস্থিত হইল। সেই বেদনার জন্যই রোগিণীকে সর্ব্বদা আর্ত্তনাদ করিতে হইত। তাহার পর মধ্যে মধ্যে কিছুকালের জন্য জ্বর বিচ্ছেদ হইত। এইরূপে তিনমাস কাল অতীত হইলে ঘোরতর অরুচি আসিয়া আক্রমণ করিল। সর্ব্বদাই বমির বেগ বর্ত্তমান থাকিত। রোগিণী কিছুই আহার করিতে পারিত না। ক্ষুধার জ্বালায় যাহা কিছু মুখমধ্যে নিঃক্ষেপ করিত, বমনোদ্রেকবশতঃ তাহা গলাধঃকৃত হইতে পারিত না। ক্রমে ক্রমে রোগিণী এতদূর জীর্ণা শীর্ণা ও বলহীনা হইয়া পড়িল যে, পাশ ফিরিয়া শয়ন করিতেও তাহার সাতিশয় যন্ত্রণা হইত। তাহার নাড়ী সর্ব্বদাই সূক্ষ্ম অথচ দ্রুতবেগে স্পন্দিত হইত। জিহ্বা উজ্জ্বল রক্তবর্ণ ধারণ করিয়াছিল। ২।১ দিন অন্তর রোগিণীকে অল্পপরিমাণে লোহিতবর্ণ মূত্রত্যাগ করিতে দেখা যাইত। এইরূপাবস্থায় অনেক দিন পর্য্যন্ত নানাপ্রকার ঔষধ প্রয়োগ করাতেও যখন কিছুমাত্র উপকার হইল না, তখন তাহার চিকিৎসার জন্যই আর একজন চিকিৎসক নিযুক্ত করা হইল। এই নূতন চিকিৎসক প্রথমতঃ কোনও ঔষধ প্রয়োগ করিলেন না। কেবল ৪।৫ দিন পর্য্যন্ত রোগিণীর অবস্থাই পরিদর্শন করিতে লাগিলেন এবং মধ্যে মধ্যে পূর্ব্বতন চিকিৎসা

প্রণালী ও অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় সকল জিজ্ঞাসা করিয়া লইলেন। অবশেষে ঔষধের মধ্যে সকালবেলা সেবনের জন্য কেবল একটা পাঁচন * এবং দুই-বেলা মধুর সহিত সর্ষপ পরিমিত মিঠাবিষচূর্ণ সেবন করিতে ব্যবস্থা করিলেন। বলিতে কি, এই সামান্য ঔষধেই রোগিণী ক্রমে ক্রমে সুন্দররূপ আরোগ্য হইয়া উঠিল এবং একমাসের মধ্যেই আবার স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হইল। এইরূপ জ্বর ও চিকিৎসার বিষয় ইতিপূর্ব্বে আর কখনও শ্রুতিগোচর হয় নাই। ইহা আবার কি প্রকার জ্বর?

এই কথা শুনিয়া বিজয়া ঈষদ্ধাস্য পূর্ব্বক কহিলেন, বোন্! তুমি যে প্রকার জ্বরের কথা কহিলে উহা প্রকৃত জ্বর নহে। অপরিণামদর্শী চিকিৎসক, মিথ্যা জ্বর কল্পনা করিয়া ভ্রমবশতঃ রোগিণীকে অন্যায়রূপে যন্ত্রণা প্রদান করিয়াছে। ঐ পীড়াকে অণ্ডাধারগদ কহে।

জয়া। অণ্ডাধার কাহাকে বলে? কি প্রকারেই বা ঐ রোগের উৎপত্তি হয়?

বিজয়া। জরায়ুপার্শ্বস্থিত একপ্রকার জননেন্দ্রিয়কে অণ্ডাধার কহে। শুক্রবৎ শুক্লবর্ণ একপ্রকার পদার্থ তন্মধ্যে নিহিত থাকে। তদভাবে কেবল মাত্র শুক্রশোণিত সহযোগে কখনও সন্তানোৎপত্তি হয় না। অধিক পুরুষ-সহবাস, নিয়ত শীতল স্থানে বাস, শীতল গুণ বিশিষ্ট দ্রব্য অধিক পরিমাণে ভোজন এবং বিষ সেবন জন্য অণ্ডাধারস্থিত শ্বেত পদার্থ দূষিত হইয়া থাকে। তাহাতেই ঐ স্থানে নানাপ্রকার পীড়কা এবং ক্ষত হয়। এরূপাবস্থায় অণ্ডাধার ক্রমশঃ স্ফীত হইয়া উঠে। চতুঃপার্শ্বে অধিক পরিমাণে দূষিত রসরক্ত সঞ্চিত হয় এবং নিকটবর্ত্তী স্রোতবাহী পথদ্বারা ও রক্তাদি সঞ্চালিত হইতে পারে না। তজ্জন্যই উদর ও উরু প্রভৃতি স্থানে অতিশয় বেদনা হইয়া থাকে। আবার স্বেচ্ছাচারী পুরুষগণ রমণীদিগকে বশীভূতা করিবার জন্যও সময় সময় নানাপ্রকার বিষ প্রয়োগ করিয়া থাকে। তদ্দ্বারাও এই পীড়ার উৎপত্তি হইতে পারে। এতদ্ভিন্ন কোন প্রকার অভিঘাত দ্বারা ও পীড়া জন্মিবার সম্ভাবনা। এই পীড়ার যে সমস্ত লক্ষণ তুমি স্বয়ং পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছ, তদ্ভিন্ন আর বেশি কিছুই লক্ষিত হয় না। সুতরাং তৎসম্বন্ধে অতিরিক্ত কিছুই বলিবার প্রয়োজন নাই।

---

* কষায় প্রভৃতি ঔষধকে চলিত ভাষায় পাঁচন কহে।

জয়া। এক্ষণে এই রোগের ঔষধ ও পথ্যাপথ্যের কথা শুনিতে ইচ্ছা করি।

বিজয়া। এই পীড়ায় পুরাতন শালি তণ্ডুলের অন্ন, যব, তিল, ঘৃত ও ছাগলমাংসের যূষ প্রশস্ত। ঈষদুষ্ণ দুগ্ধও অল্পপরিমাণে সেবন করিতে দেওয়া যায়। অধিক শীতল বা উগ্রবীর্য্য দ্রব্য নিতান্ত অনিষ্টকর। জ্বরের বেগ অত্যন্ত বেশি থাকিলে অন্নাদি নিষিদ্ধ। অণ্ডাধার রোগে বলবর্দ্ধক ও বাতানুলোমক ঔষধ একান্ত হিতকর। ইতিপূর্ব্বে যে মিঠাবিষের কথা কহিয়াছ, তদ্দ্বারা আশু-যাতনার নিবৃত্তি হয়। পটলপত্র, যষ্টিমধু, দ্রাক্ষা, ধনিয়া, শুঁঠ, রেউচিনি, বেড়েলা, রাস্না, মূর্ব্বা, ইন্দ্রযব, বিটলবণ, পিপুল, গজপিপুল, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, লবঙ্গ, গুড়ত্বক্, এলাইচ ও তেজপত্র এই ১৯ খানি দ্রব্য প্রত্যেকে ১০ রতি ওজনে একত্রে /॥০ সের জলে সিদ্ধ করিয়া ৵০ পোয়া থাকিতে সেবন করিলে অণ্ডাধার পীড়ার উপশম হয়। শ্বেতচন্দন, রক্তচন্দন, মূর্ব্বামূল, নীলমূল, ছোটএলাইচ, বড়এলাইচ, একাঙ্গী, পিপুল, গজপিপুল, তেউড়ী, দ্রাক্ষা, জটামাংসী, যষ্টিমধু ও মুতা, প্রত্যেকের সমভাগ চূর্ণ একত্র করিয়া।০ আনা মাত্রায় কিঞ্চিৎ উষ্ণ দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে সবিশেষ উপকার হইতে দেখা যায়। এই রোগে যোষিদ্বল্লভ রস অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। কিঞ্চিদুষ্ণ ঘৃত বা শুদ্ধ মধুর সহিত সেবন করিতে হয়। জ্বরের বেগ থাকিলে পানের রস ও মধু সহ সেব্য। এতদ্দ্বারা রোগের উপশম হইয়া অসাধারণ রূপলাবণ্যসম্পন্ন হয়। রসসিন্দুর, অভ্র, রৌপ্য, বৈক্রান্ত, স্বর্ণ ও সোহাগার খই প্রত্যেকে সমভাগে ত্রিফলার ক্বাথে মর্দ্দন করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটী প্রস্তুত করিতে হয়।

দীনাবাজার,
জলপাইগুড়ি, } শ্রীপ্রসন্ন চন্দ্র মৈত্রেয় কবিরাজ।

সম্পাদকীয় বক্তব্য।

কবিরাজ মহাশয়ের লিখিত এ প্রবন্ধের উপর সকলেরই মনঃসংযোগ করা উচিত।

চি, স, সম্পাদক।

বুঝিবার ভুল।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

কবিরাজ মহাশয় যে বলিয়াছেন, যদি ডাক্তারী শাস্ত্রের সহিত কবিরাজীর অনৈক্য হয়, তবে কালে ডাক্তারী শাস্ত্রই পরিবর্ত্তিত হইয়া উহার সহিত ঐক্য হইবে। এই কথার উত্তরে এই মাত্র বলা যাইতে পারে, যে যাহা নিত্য, তাহার পরিবর্ত্তন ঘটিবে কি প্রকারে? উপস্থিত সময়ে মনুষ্যের শারীরিক যন্ত্রাদি ও তাহাদের ক্রিয়া প্রভৃতিকে নিত্য এবং অপরিবর্ত্তনশীল বলা যাইতে পারে। সুতরাং মানুষের পাঁচ আঙ্গুল কখনও ছয় আঙ্গুলে পরিবর্ত্তিত হইতে পারে না। অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম যে, কবিরাজ মহাশয় বিদেশীয় চিকিৎসা-শাস্ত্রের প্রতি দৃষ্টিনিঃক্ষেপ না করিয়াই বিদেশীয় ও স্বদেশীয় চিকিৎসা শাস্ত্রের দোষগুণ বিচারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। যাঁহারা ডাক্তারী ও কবিরাজী উভয় শাস্ত্র এক সঙ্গে অধ্যয়ন করিবেন, তাঁহারাই বুঝিবেন যে, আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা শাস্ত্রের অনেক অভাব পূরণ করিতে এখনও বাকী আছে এবং চিকিৎসা বিজ্ঞানে এমন সত্য সকল আবিষ্কৃত হইয়াছে, যাহা আয়ুর্ব্বেদীয় বর্ত্তমান কোন গ্রন্থে পাইবার যো নাই। ফিজিওলজি, এনাটমি প্রভৃতি আমাদের আয়ুর্ব্বেদে ভাল নাই, সুতরাং উহা বিদেশীয়দিগের হইতে ধার করিতে হইবে। আর যদিই এমন হয় যে, ঐ সকল বিষয়ের আদত প্রামাণিক গ্রন্থ সকল মারা গিয়াছে, তাহা হইলেও সেই একই কথা। কারণ তাহা আর উদ্ধার করিবার উপায় নাই। তদ্ব্যতীত যে সকল গ্রন্থ এখনও বর্ত্তমান আছে, তাহাও সাত নকলে আসল খাস্তা হইয়াছে এবং তাহাতে আসল খাঁটী মালের পরিবর্ত্তে অনেক ঝুটা মাল প্রবেশ করিয়াছে। সেই গুলি নির্ব্বাচন করিয়া লওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। এইরূপ সংস্কারবলেই ইউরোপীয় জাতি আজিকার দিনে জ্ঞানগৌরবে শ্রেষ্ঠ জাতি বলিয়া গণ্য হইয়াছে। এই যে চরক গ্রন্থের ইংরাজী অনুবাদ হইতেছে, দেখিবেন আমেরিকা ও ইংলণ্ডবাসীরা কিরূপ কৌশলে ঐ সকল গ্রন্থের সাচ্চা জিনিষ গুলি বাছিয়া লইয়া আপনাদিগের দেশের চিকিৎসা শাস্ত্রের পুষ্টিবিধান করিবেন। আর আমরা কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞান-বিহীন হইয়া অবোধের ন্যায়, পাঠশালের বালকের ন্যায় বা তোতা পাখীর

ন্যায় ঐ শ্লোক গুলি মুখস্থ করিয়া আওড়াইতে থাকিব। গাই কি বলদ তাহা লেজ তুলিয়া দেখা আধুনিক গোঁড়া হিন্দুদিগের অভ্যাস নাই। আমাদিগের দেশের দুর্দ্দশার ইহাই প্রধান কারণ।

ডাক্তার শ্রীপুলিনচন্দ্র সান্যাল এম, বি।

সম্পাদকীয় বক্তব্য।

বড়ই বিপদের কথা, প্রকৃতই দেখিতেছি উভয়সঙ্কট উপস্থিত। বিপদের কথা এই জন্য যে, আমাদের পরম বন্ধু বিশেষতঃ চিকিৎসা-সম্মিলনীর পরম হিতৈষী ডাক্তার পুলিন বাবুর লিখিত উপরোক্ত প্রবন্ধের সহিত আমরা একমত হইতে পারিলাম না, কেবল তাহাই যথেষ্ট নহে, আমাদের প্রাণের নেহাতই ইচ্ছা যে, এই উপলক্ষে ডাক্তার বাবুকে প্রাণ ভরিয়া দশ-কথা শুনাইয়া দিই, কিন্তু ভয় হয় পাছে বা সেরূপ কোন কথা বলিতে গিয়া তাঁহার ন্যায় হিতৈষী বন্ধুর বিরাগভাজন হইয়া চিকিৎসা-সম্মিলনীর ভয়ানক ক্ষতি করিয়া ফেলি। তাই বলিতেছি যে, প্রকৃতই বিপদের কথা; অথবা কেবল কি পুলিন বাবুর নিকটেই ঐরূপ ভয়ের কথা? তাত নয়, অমাদের ভয় সর্ব্বত্রই, পোড়া পেটের দায়ে আমাদের হৃদয় এতই নীচ, অন্তঃকরণ এতই দুর্ব্বল যে, পুলিন বাবুর ন্যায় ক্ষমতাশালী ব্যক্তির নিকট ত দূরের কথা, স্বার্থের খাতিরে মশামাছি এবং টিক্‌টিকিটীকে পর্য্যন্ত আমাদের ভয় করিয়া চলিতে হয়। সময়বিশেষে কার্য্যসিদ্ধির জন্য তাহাদের নিকটও অবনত-মস্তকে না দাঁড়াইয়া থাকিতে পারা যায় না।

এইত ভয়-জন্য বিপদ, আবার উভয়সঙ্কট সম্বন্ধেও কিছু বলি। চলিতেছে ডাক্তার ও কবিরাজ-ঘটিত-বাদবিসম্বাদ, সম্পাদক নিজে কবিরাজ, এস্থলে যদি কবিরাজীর হইয়া একটু টানিয়া কোন কথা বলি, তবে ডাক্তারবা বু তাহাতে অন্যথা মনে করিতে পারেন। পক্ষান্তরে ডাক্তারীর পোষক কথা কহিলেও হয় ত কবিরাজ মহাশয় তাহা ডাক্তারের মনরাখা মনে করিয়া দুঃখিত হইতে পারেন।

এইত ব্যাপার; কিন্তু তাহা বলিয়া কি আমরা যথার্থই স্বার্থের দায়ে সাক্ষাৎ ভগবান্‌স্বরূপ সত্যদেবকে পরিত্যাগ করিব? না, কখনই তাহ

পারিব না। তবে আপাততঃ কোন ব্যক্তিবিশেষকে লক্ষ্য করিয়া সত্যকথা ব্যবহার না করাই ভাল বলিয়া বিবেচনা করি। কেননা সাধারণ সত্যপ্রচার করাই আমাদের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। বিশ্বজনীন সত্যই প্রকৃতপক্ষে আমাদের উপাস্য। বিশেষতঃ "মৌনাৎ সত্যং বিশিষ্যতে" অর্থাৎ মৌন থাকা অপেক্ষা সত্যবলাই ভাল। অতএব আমরা এই ডাক্তারী ও কবিরাজী সম্বন্ধে যাহা সত্য বলিয়া বুঝিব, তাহা কোনও ব্যক্তি বিশেষকে লক্ষ্য না করিয়া অন্যত্র স্বতন্ত্র প্রবন্ধে প্রচার করিব; সুতরাং এই জন্যই আজ্ এখানে পুলিন বাবু অথবা অন্য যে কেহ আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রের সম্পূর্ণতাসম্বন্ধে কটাক্ষ করেন, তাঁহাদের প্রবন্ধের উপর কোনও কথা বলিতে ক্ষান্ত থাকিলাম, যেহেতু চরক বলিয়াছেন ;—

"তত্ত্বং হি দুষ্প্রাপং পক্ষসংশ্রয়াৎ"

অর্থাৎ কোনও বিষয়ে পক্ষপাতী হইলে যথার্থতত্ত্বে উপনীত হওয়া যায় না। অপরন্ত চরক আরও বলেন ;—

"বাদান্ সপ্রতিবাদাংশ্চ বদন্তো নিশ্চিতানিব।
পক্ষান্তং নৈবগচ্ছন্তি তিলপীড়কবদ্গতৌ ॥"

অর্থাৎ "যেমন ঘানিগাছের উপরস্থিত ব্যক্তি ক্রমান্বয়ে ঘুরিতে ঘুরিতে সীমাপ্রাপ্ত হয় না, সেইরূপ বাদী ও প্রতিবাদী আপনার পক্ষকে নিশ্চিত জানিয়া পরস্পর বিবাদ করিতে করিতে যথার্থ বিষয়ের সীমা প্রাপ্ত হয় না।" অতএব এসকল বিষয়ে এরূপ ব্যক্তিগত বাদবিসংবাদ পরিত্যাগ করাই উচিত বলিয়া মনে করি, আশা করি যে, ডাক্তার পুলিনবাবুও তাহাই করিবেন।

চি, স, সম্পাদক।

মূলেভুল কি প্রকারে বলি ?

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

ডাক্তার শ্রীযুক্ত পুলিন চন্দ্র সান্যাল হৃৎপিণ্ডকেই সমস্ত ধমনীর মূল বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কেবল পুলিন বাবু কেন, এক সময় ভদ্রকাপ্য প্রভৃতি ঋষিবর্গেরও ঐরূপ সংশয় উপস্থিত হইয়াছিল। সেই সংশয় অপনো-

দনের জন্য অযুতসংখ্যক ঋষি হিমালয় পর্ব্বতের পাদদেশে সমবেত হইয়া বহুকাল পর্য্যন্ত বাদানুবাদ করিয়াছিলেন। অবশেষে মহর্ষি আত্রেয় যাহা মীমাংসা করিয়াছিলেন, তাহাই সর্ব্ববাদী-সম্মত হইয়াছিল। সেই বাক্যের উপর নির্ভর করিয়াই এ কাল পর্য্যন্ত সকলের স্বাস্থ্যরক্ষা হইয়া আসিতেছে এবং চিকিৎসাদিও নিরাপদে সম্পন্ন হইতেছে। ডাক্তারদিগের অস্ত্র-চিকিৎসা নিরাপদে সম্পন্ন হয়, তাহা ডাক্তারগণই প্রকাশ করিয়া থাকেন। কিন্তু আমরা তাহা সর্ব্বত্র স্বীকার করিতে পারি না। সামান্য স্থানে অস্ত্র করিয়া তাঁহারা সবিশেষ প্রশংসা লাভ করেন, কিন্তু মর্ম্মস্থানে আঘাত করিয়া মধ্যে মধ্যে যে জীব-হত্যা পাপে লিপ্ত হয়েন, তাহা অনেক সময় প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি। সেই সমুদায়ের তালিকা লিখিয়া সম্মিলনীর কলেবর বৃদ্ধি করিতে ইচ্ছা করি না। এক্ষণে হৃদয় এবং নাভিমর্ম্ম সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ না বলিলে হইতেছে না। হৃদয় এবং নাভি উভয়ই শিরামর্ম্ম। হৃদয়কে রক্তাধার এবং নাভিকে মূলাধার কহে। রক্তবাহিনী শিরা হৃদয় হইতে সমুত্থিত হইয়াছে। সেই শিরার সহিত আপাদমস্তক বিন্যস্ত শাখা প্রশাখাবিশিষ্ট সমস্ত শিরারই সংস্রব আছে। কিন্তু হৃদয়-যন্ত্র আহত হইলে এক যোগেই সমুদায় শরীরের রক্ত নির্গত হইতে পারে না। প্রথমে নাভির উর্দ্ধভাগের রক্ত নির্গত হইতে হইতে যখন তাহা কমিয়া যায়, তখনই অধোভাগের রক্ত আকর্ষিত হইতে থাকে। কিন্তু নাভির সহিত সমস্ত শরীরের শিরা গুলির এমনই সংস্রব রহিয়াছে যে, তাহাতে আঘাত লাগিলেই উর্দ্ধাধঃ সমুদায় শিরা হইতে যুগপৎ রক্ত নির্গমন হয়। এতদ্ভিন্ন প্রাণ-বায়ুর স্থিতি এবং প্রধমনবশতঃ নাভিকেই মূলাধার বলা যায়। আরও জননী জঠরে যখন দেহের পত্তন হয়, তখন নাভি দ্বারাই সন্তানগণ জননী হইতে সমুদায় শক্তি লাভ করে। এই সকল সমালোচনা করিলে নাভিকন্দকেই শিরা সমূহের মূল বলিতে হইবে। আমরা বাঙ্গালী জাতি, আমরা ব্রেকিয়াল্ কিমোরাল্ কিছুই বুঝি না। ইড়া পিঙ্গলা দ্বারা আমাদিগের দেহ গঠিত এবং শাস্ত্রও রচিত, সুতরাং ঐ সকল নামই আমাদের পক্ষে সহজবোধ্য। ইড়া পিঙ্গলার বিষয় ধাতুব্যাখ্যা নামক প্রবন্ধেই বিস্তারিতরূপ বিবৃত হইবে।

এ জগতে হিন্দু ভিন্ন তুলসীপত্রের মাহাত্ম্য আর কে বুঝিতে পারে ? সুস্থ শরীরে যাহার ঘ্রাণ লইলে স্রোতবাহী পথ গুলি কখনও অপরিষ্কৃত হইতে

পারে না, যাহাতে চন্দন লেপন করিলে মন অমনি প্রফুল্ল হইয়া উঠে, রুগ্নাবস্থায় যাহার অসীম প্রভাব লক্ষিত হয়, যদ্দ্বারা আত্মার তৃপ্তি সাধিত হয়, সেই তুলসীপত্র দানে বিষ্ণু পরিতৃপ্ত হইবেন না কেন? আত্মা আর বিষ্ণুতে কি কিছুমাত্র প্রভেদ আছে? তুলসী কুষ্ঠকৃচ্ছ্রাস্রপার্শ্বরুক্কফবাতজিৎ—অর্থাৎ তুলসীপত্রে কুষ্ঠ, মূত্রকৃচ্ছ্র, বাতশ্লেষ্মা জনিত পার্শ্ববেদনা নিবৃত্তি হয়। আরও বাতশ্লেষ্মা প্রধান জ্বরেও এতদ্দ্বারা সবিশেষ উপকার প্রাপ্ত হওয়া যায়। যখন শ্লেষ্মা প্রবল হইয়া বায়ুকে ক্রমেই নিস্তেজ করিতে থাকে, সেই সময় অন্য কোন উগ্র ঔষধের সহপানরূপে ইহা প্রয়োগ করিলে শীঘ্রই বায়ু প্রবল হইয়া উঠে এবং শ্লেষ্মাকে সঞ্চালিত করিয়া দেয়। তুলসীপত্রের গুণাগুণ সমালোচনা করিলে "বিষ্ণুকে তুলসীপত্র দান" এই কথা বড় অসঙ্গত হয় না। তুলসীপত্র যে বিষ্ণুর একান্ত প্রিয়, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই।

এতদ্ভিন্ন "ব্রহ্মানাশক ঔষধ, মহাদেবের সঙ্গে যুদ্ধ" ইত্যাদি যাহা কিছু পুলিন বাবু লিখিয়াছেন, সেই সকল প্রলাপোক্তির উত্তর দেওয়া এক প্রকার অসম্ভব। বাক্যের তাৎপর্য্য গ্রহণ না করিয়া যদৃচ্ছা বিদ্রূপ করিলে কখনও প্রকৃত বিষয় মীমাংসিত হইতে পারে না। সুবিজ্ঞ পাঠকগণই তাহা বিচার করিবেন। ইতিপূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, একমাত্র দেহতত্ত্বে জ্ঞানলাভ করিতে পারিলেই স্থাবর জঙ্গমাত্মক নিখিল জগৎ এবং জগদীশ্বরের সম্বন্ধেও সকল বিষয় জানা যাইতে পারে। সুতরাং দেহ এবং দৈহিক শক্তি বিষয়ে যে প্রকার হিন্দুশাস্ত্রে বর্ণিত আছে, তাহাই এক্ষণে আলোচনা করিব।

ক্রমশঃ

জলপাইগুড়ী
দীনাবাজার, } শ্রীপ্রসন্ন চন্দ্র মৈত্রেয় কবিরাজ।

সম্পাদকীয় বক্তব্য।

এরূপ বাদ-প্রতিবাদ সম্বন্ধে যাহা কিছু বলিবার, তৎসমস্তই ডাক্তার পুলিন বাবুর প্রবন্ধের উপরেই বলিয়াছি। সুতরাং এস্থলে আর নূতন কোন কথাই বলিবার নাই। অতএব আশা করি যে, কবিরাজ মহাশয়ও আমাদের কথায় কর্ণপাত করিবেন।

চি, স, সম্পাদক।

ভুল মূলে নয়, তবে শাখাপ্রশাখায় বটে।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

গভীর-মনঃসংযোগ পূর্ব্বক চিন্তা করিয়া দেখিলে নিঃসন্দেহ প্রতিপন্ন হইবে যে, প্রকৃতই ভুল মূলে নয়, তবে শাখাপ্রশাখায় বটে; সত্যসত্যই বৈদ্যশাস্ত্রের মূলভাগ অতিদৃঢ়, সম্যক্ প্রশস্ত ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইলেও শ্রীহীন শুষ্ক-পাতা-লতা-বর্জ্জিত শাখা প্রশাখার দর্শনেই এমন অসাধারণ মূলভাগটা এত অধিক কাঁচা ও অসার বলিয়া দৃষ্ট হইতেছে। তা হওয়ারই কথা বটে, কেননা আমাদের দৃষ্টি ত আর মূলে নাই, এখন যে আমরা উপরচখো হইয়া পড়িয়াছি এবং এই ঊর্দ্ধদৃষ্টিজন্যই আমাদের চক্ষু একবারে সাত সমুদ্র তের নদী পারে গিয়া পৌঁছিয়াছে। ঘরে কি ছিল এবং এখনই কি আছে, তাহা দেখিব না, পরন্তু যাহারা চোখে আঙুল দিয়া দেখাইতে চাহিবে, তাহাদিগকেও উপহাস করিব এবং সতত পরত বুঝাইতে চেষ্টা করিব যে, আমাদের ঘর একবারেই শূন্য!

দুঃখ ও কলঙ্কের কথা এই যে, ভারতবাসীগণের এইরূপ স্বদেশীয় যাহা কিছু, তৎসমস্তেরই প্রতি ঘৃণা ও তাচ্ছিল্যবশতই আজ্ ভারত অধঃপাতের চরমসীমায় পৌঁছিয়াছে, আর এই স্বদেশ-প্রীতির অভাবেই দেশের গণ্য মান্য সম্ভ্রান্ত সকলেই এক বাক্যে বিদেশীয় দ্রব্যের সুখ্যাতিতে এত অধিক উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছেন!

শুধু এই কারণেই দেশীয় ধনীগণ মনে করেন, আয়ুর্ব্বেদের ভিত্তি বিজ্ঞানের উপর সংস্থাপিত নহে; শিক্ষিত মনে করেন ইহা প্রকৃতই বিজ্ঞানসম্মত নহে। আর অবশিষ্ট দেশীয় ডাক্তারবাবু বা কালা সাহেবগণ যে, স্বস্ব স্বার্থের বিশেষতঃ পেটেরদায়ে আয়ুর্ব্বেদকে বিজ্ঞানহীন বলিয়া ফুৎকারে উড়াইয়া দিয়া নিজেদের আধিপত্য স্থাপনের চেষ্টা করিবেন, ইহা ত আর অধিক আশ্চর্য্যের কথা নহে। তবে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আশ্চর্য্য ও ক্ষোভের বিষয় এই যে, যাঁহারা আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের উপাসক, তাঁহাদের মধ্যেও অনেকে আবার এই শাস্ত্রের অসারতা প্রতিপন্ন করিতে কুণ্ঠিত হন্ না!

সে যাহাহউক, কালস্রোতে ভাসমান হইয়া যাঁহার যাহা ইচ্ছা হয়, তিনি তাহাই বলুন, স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য দেশ কাল পাত্রের অনুগামী হইয়া যাঁহার

যাহা ইচ্ছা হয়, তিনি তাহাই করুন, তাহাতে আমাদের কিছুমাত্রই আপত্তি বা দুঃখ নাই; আর আপত্তি বা দুঃখ করিলেই বা আমাদের ন্যায় লোকের কথা শুনে কে? না শুনুন্, কিন্তু ইহা বেদবাক্য সদৃশ অতি জ্বলন্ত সত্য কথা যে, যতদিন ভারতবাসী এইরূপ আত্মহারা হইয়া বৈদেশিক প্রেমে উন্মত্ত থাকিবেন, ততদিনই ভারতের দুর্ভাগ্য দিন দিন বৃদ্ধি পাইবে বৈ কোন মতেই কোন বিষয়েই আর মঙ্গলের সম্ভাবনা নাই। সুতরাং ইহাই আমাদের চরম কথা। ইহাই আমাদের প্রাণের অন্তস্তলের কথা।

দেশী ও বিলাতী এই উভয়বিধ চিকিৎসা-বিদ্যার উৎকর্ষ সম্বন্ধে কি লিখিয়া কি বলিয়া প্রতিপন্ন করিলে যে, যথার্থ মীমাংসায় উপনীত হইতে পারা যায়, তাহা ত আমাদের ন্যায় ক্ষুদ্রবুদ্ধি ব্যক্তির মনেতেই স্থান পায়না। যেহেতু চিকিৎসা-বিদ্যা অপার ও অতলস্পর্শী সমুদ্রের ন্যায়। বিলাতীই বল, আর দেশীয়ই বল, বিজ্ঞানবেত্তাই হউন, আর হাতুড়েই হউক, জগতের কোন ব্যক্তিই যে এপর্য্যন্ত এই অগাধ সমুদ্রের শেষ সীমায় পদার্পণ করিতে পারেন নাই, ইহা সর্ব্ববাদি-সম্মত। কেননা কার্য্যক্ষেত্রে যে সমস্ত বিজ্ঞানের মোহিনী শক্তির পরিচয় পাইয়া আজ্ অবোধ ভারতবাসীগণ বিজ্ঞান বিজ্ঞান করিয়া পাগল হইয়া উঠিয়াছেন; স্বীকার করি, সে বিজ্ঞান তোমার রেল-ওয়ে ও তার ষ্টীমার প্রভৃতিতে খাটিতে পারে, কার্য্যক্ষেত্রের অনেক স্থলেই তোমার সে বিজ্ঞানের সুখ্যাতি অবোধেরা করিতে পারেন, কিন্তু বাপু, জিজ্ঞাসা করি, শরীর-রাজ্যে তোমাদের সে গর্ব্বিত বিজ্ঞান শাস্ত্রের এমন কি মোহিনী-শক্তির পরিচয় দিতে পার, যে শক্তিতে আমরা মুগ্ধ হইয়া যাইতে পারি? বলা বাহুল্য যে, সে রাজ্যে গিয়া বাহাদুরী দেখান বড় সোজা কথা নহে; সেখানে বাহাদুরী বা বড়াই খাটেনা বলিয়াই আমরা তোমাদের এ কৃত্রিম শক্তির পরিচয়ে মুগ্ধ বা আশ্চর্য্যান্বিত হইতে পারিনা।

কেবল তাহাই নহে, মনুষ্যের শারীরিক যাহা কিছু দুঃখদুর্গতি এ জগতে অহরহ ঘটিতে পারে, তাহার শান্তির উপায় সম্বন্ধে আর্য্য-ঋষিনির্দ্দিষ্ট-পথ যেরূপ অসাধারণ কৌশলময় ও সর্ব্বথা প্রশস্ত; জানি না অদ্যাবধি এ জগতে সেরূপ উৎকৃষ্টতম পথ আর কোথাও আবিষ্কৃত হইয়াছে কি না। জানিনা বলিয়াই আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে, চরকাদি ঋষি-প্রণীত গ্রন্থ মানবজাতির সুখ দুঃখ বিচার করিয়া যে সকল সত্য কথার ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন, সেরূপ

উচ্চদরের বিজ্ঞান-সম্মত বাক্য, পৃথিবীর অন্য কোন জাতিই অদ্যাবধি বলিতে পারেন নাই।

না হয় মানিলামই যে, তোমার "বৈদেশিকপ্যাথিই" চিকিৎসা-রাজ্যের একমাত্র অধীশ্বর এবং তাঁহার শাসন দণ্ডে রোগ সকল যেরূপ দমনে থাকে, অথবা তাহাদের ধ্বংস হয়, এমন আর কোন রাজার দ্বারাই হয় না। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ কথাই বা কিরূপে অস্বীকার করি যে, তোমাদের রাজা কেবল মাত্র ব্যাধি-রূপ দুষ্টগণের দমনে বা নাশেই সমর্থ; আর আমাদের এ রাজার রাজ্য সুশৃঙ্খলে চলিলে কিন্তু একবারে সে সকল দুষ্টের দেখাই পাইবে না। অর্থাৎ বিশুদ্ধ হিন্দুমতে অবস্থিতি করিতে পারিলে যদি দৈব প্রতিকূল না হন্, তাহা হইলে আজীবনের মধ্যে সত্য সত্যই কোনরূপ ব্যাধি দ্বারা কাহাকেও আক্রান্ত হইতে হয় না। সুতরাং বল দেখি কোন্‌টী ভাল? ঘরে আগুণ লাগাইয়া তারপর সেই অগ্নি নির্ব্বাণ করিতে নানাপ্রকার বাহাদুরী দেখান ভাল, কি প্রথম হইতেই আগুণ যাহাতে না লাগে, তাহারই সুবন্দোবস্ত করাই ভাল? আগে উপেক্ষা করিয়া ব্যাঘ্রভল্লুকাদি-পূর্ণ ভয়ানক গভীর জঙ্গল জন্মিতে দিয়া পরে সেই জঙ্গলের ধ্বংস কবিবার চেষ্টা করাই ভাল, কি পূর্ব্ব হইতেই জঙ্গল উৎপন্ন হইতে না দেওয়াই ভাল?

যদি বল যে, আগে রীতিমত আগুণ লাগাইয়া পরে তাহার নির্ব্বাণের জন্য অত্যাশ্চর্য্য কৌশল উদ্ভাবন করাই বুদ্ধিমানের কর্ত্তব্য, যদি বল যে, অগ্রে ভীষণ গহনবন জন্মিতে দিয়া পরে তাহার ধ্বংস করাই শ্রেয়ঃ এবং তাহাই যথার্থ বুদ্ধিমানের কার্য্য! তবে তোমাদের সহিত একমত হইয়া আমরাও বলিতেছি যে, হাঁ তোমরাই ঠিক্ বুদ্ধিমান্, তোমরাই এ সংসারে যথার্থ কাজের লোক!

পক্ষান্তরে যদি একথা বল যে, না প্রথম হইতেই যাহাতে আগুণ না লাগে, প্রথম হইতেই যাহাতে বনের অঙ্কুর না জন্মে, সেরূপ কার্য্য করাই বুদ্ধিমানের পক্ষে সর্ব্বথা শ্রেয়ঃ; তবে এস, ইহা লইয়া দুই দশটা বিচার বিতর্ক করি। পদে পদে কথায় কথায় দেখাইয়া দিই যে, হিন্দুর সকল কথাই এই মূল বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই প্রবর্ত্তিত। মূল গাঁথুনী প্রকৃত পক্ষে বড়ই সুন্দর, বড়ই শক্ত, যথার্থই যারপর নাই টেক্‌সই। যদি তাহাই

না হইবে, তবে কি এত সকল প্রবল ঝঞ্ঝাবাত দ্বারা শতসহস্র আঘাত প্রাপ্ত হইয়াও এত দীর্ঘকাল ইহার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত থাকিতে পারিত? কখনই নহে। সুতরাং মূলের দৃঢ়তা সম্বন্ধে বুঝাইবার পক্ষে সহজ কথায় ইহাপেক্ষা সুন্দর যুক্তি আর দ্বিতীয় আছে কি না তাহা বলিতে পারি না।

এই মূল ব্যাপার লইয়া এস্থলে আরও এক আধটা নেহাৎই অপ্রাসঙ্গিক কথা না তুলিয়া থাকিতে পারিতেছি না। মনে কর, কুষ্ঠ নামক ভয়ানক ব্যাধি আজ্ই যে এ দেশে হইতেছে, তাহা নহে। অতি পূর্ব্বেও হইত, মধ্যেও জন্মিত এবং এখনও জন্মিতেছে। কিন্তু পূর্ব্ব বা মধ্য সময় অপেক্ষা ইদানীং যে এ রোগের প্রাদুর্ভাব খুব অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে, একথা বোধ করি কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। অথবা কেবল কুষ্ঠ বলিয়া কেন, জ্বর, যক্ষ্মা, কাস, শ্বাস, কুষ্ঠ, প্রদর, প্রমেহ প্রভৃতি রোগ মাত্রেরই মাত্রা যেন ক্রমশঃই হু হু করিয়া বৃদ্ধি পাইয়া উঠিতেছে; কিন্তু বল দেখি, ইহার প্রকৃত কারণ কি? আমরা বলি বিদেশীয় চিকিৎসার দিন দিন বৃদ্ধি ও বিস্তারই ইহার প্রধান কারণ। তুমি বিদেশীয় চিকিৎসায় শিক্ষিত, বিধর্ম্মীর দীক্ষায় দীক্ষিত, তোমার চিত্ত রজোতমোগুণে পরিপূরিত; তুমি প্রশান্তচিত্ত ও যোগরত-ঋষিগণের বহুতপস্যার্জ্জিত সত্য কিরূপে বুঝিতে সমর্থ হইবে? তুমি দেশ মধ্যে গবাদির মাংস, মদ্য ও পারদাদির অবাধ স্রোত চালাইয়া সতত পরত লোকের কুষ্ঠাদি দারুণ রোগের বিষয়ীভূত হইয়া আবার সেই কুষ্ঠের আরোগ্যের জন্য কুষ্ঠকমিসন আদি কত শত কাণ্ড কারখানাই না করিতেছ। পক্ষান্তরে ঋষিগণের শরণ লইলে দেখিতে পাইবে যে, এই সকল দারুণব্যাধি সম্বন্ধে তাঁহারা কি সুন্দর ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। সে অবস্থায় চলিলে কুষ্ঠাদি কুৎসিত রোগ সকল মনুষ্যগণকে স্পর্শমাত্রও করিতে পারে না। তাই বলিতেছি যে, হিন্দু চিকিৎসার মূলভাগ যেরূপ শক্ত, বিশেষতঃ এ দেশের পক্ষে প্রশস্ত, মূলের এমন দৃঢ়তা তুমি আর কোথাও খুঁজিয়া পাইবে না। কিন্তু কেবলমাত্র মূলের সৌন্দর্য্যে কি হইবে? শাখা প্রশাখায় যে একবারেই সর্ব্বনাশ ঘটাইয়াছে। কদর্য্য পাতা লতাহীন শুষ্ক শাখা প্রশাখা দ্বারা এমন প্রকাণ্ড সারবান্ বৃক্ষটীর এত অধিক দুরবস্থা ঘটিয়াছে যে, সহসা দেখিলেই যেন বোধ হয় যে, বুঝিবা ইহার মূলের অবস্থাও ঠিক্ এইরূপ ঘটিয়াছে!

অথবা যেমন কোনও প্রাচীন সুবৃহৎ অতি মজবুৎ অট্টালিকার মূলভিত্তি দৃঢ়প্রোথিত ও কিছুমাত্রই অঙ্গহীন না থাকিলেও তাহার অধিবাসীগণ ক্রমশঃ অজ্ঞান, গাঁজাগুলি ও মদ্যাদি নেশাখোর ও নির্ধন অবস্থাপন্ন হইলে সেই সুন্দর অট্টালিকার বহির্দৃশ্য চূণবালি বা শাশি খড়্খড়ি ইত্যাদি শাখা প্রশাখা দ্বারা সেই অট্টালিকা দিন দিন নিতান্তই শ্রীভ্রষ্ট হইয়া পড়ে এবং সে স্থলে যেমন সাধারণ লোকে সেই সুমহান্ অত্যাশ্চর্য্য অট্টালিকার বা তাহার নির্ম্মাতার স্থপতিকার্য্যে অসীম জ্ঞান বুদ্ধির লক্ষ্য করিতে পারে না এবং তাহার অধিবাসীগণকেও যেমন লক্ষ্মীছাড়া ও নির্ধন হতভাগা বলিয়া ঘৃণা করে, আমাদের বর্ত্তমান আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্ররূপ সুমহৎ প্রাচীন অট্টালিকা সম্বন্ধেও ঠিক্ সেইরূপ শোচনীয় অবস্থা ঘটিয়াছে। কেননা একেই ত যুগযুগান্তর চলিয়া গেল, অথচ এপর্য্যন্ত এই অট্টালিকার কলিফেরান ইত্যাদি কোনরূপ সংস্কারই হয় নাই। সুতরাং চূণ বালি ইত্যাদি সমস্তই খসিয়া গিয়া শাশি খড়খড়ি ইত্যাদি সমস্তই চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গিয়া কতশত আগাছা যে ইহার উপর অধিকার করিয়া বসিয়াছে, কত রাবিশ জঞ্জাল দ্বারা যে এ অট্টালিকা ছাইয়া পড়িয়াছে, তাহার আর ইয়ত্তা নাই। কেবল তাহাই নহে, এ পর্য্যন্ত অনেক প্রকার ঝঞ্ঝাবাত ও প্রবল ঝড় বৃষ্টি ইহার মাথার উপর দিয়া ক্রমাগত চলিয়া যাওয়াতে বহিরঙ্গে যে ইহা অঙ্গহীন, সুতরাং নানারূপে পরিবর্ত্তিত ও অশেষবিধ বিকৃত অবস্থায় সাধারণের চক্ষে পরিদৃষ্ট হইবে, ইহা ত আর কিছুই বিস্ময়ের কথা নহে। কিন্তু একবার ইহার ভিতরে প্রবেশ পূর্ব্বক বেশ প্রণিধানের সহিত বিবেচনা করিয়া দেখ, দেখিলেই বুঝিতে পারিবে যে, ইহার ভিত্তি প্রকৃতই অটল, অবিচলিত ও যথার্থই সত্য জ্ঞানের উপর স্থাপিত। মূল অটল বলিয়াই এখনও টলে নাই; আজ্ও পর্য্যন্ত ভূমিসাৎ হয় নাই। আর এ অক্ষয় অট্টালিকা কখনও যে ভূমিসাৎ হইবে কি না, তাহাও বলিতে পারি না।

এ অট্টালিকার মূল অটল ও অবিচলিত বলিয়াই ঋষিগণ ইহাকে আয়ুর্ব্বেদ আখ্যায় আখ্যাত করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং হিন্দুর পক্ষে ইহা নিত্য ও অপৌরুষেয়। আর এই জন্যই ঋষিগণ হিমালয়ের সেই পাদদেশে যোগরতঃ ও ধ্যানপর হইয়া গম্ভীর স্বরে গাহিয়া গিয়াছেন যে;—

"যদিহাস্তি তদন্যত্র যন্নাস্তীহ ন তৎকচিৎ।"

অর্থাৎ শরীর ও মনের সম্বন্ধে যাহা ইহাতে আছে, অন্যত্রও তাই, আর ইহাতে যাহা নাই, অন্য কোথাও তাহা নাই; সুতরাং হইতেও যদি মূলে ভুল বল, তবে আর আমাদের কিছুই বলিবার নাই। ক্রমশঃ—

সম্পাদক।

বাঘী বসাইবার বিবিধ উপায়।

লেখক শ্রীযুক্ত ডাক্তার জহিরুদ্দিন আহমদ, এল, এম্, এস্, এফ্, সি, ইউ।

(১) শৈত্য।—প্রারম্ভে অর্থাৎ তরুণ প্রদাহের লক্ষণ প্রকাশ পাইবার পূর্ব্বে রোগীকে সম্পূর্ণ বিশ্রামে রাখিয়া স্ফীত স্থানোপরি ক্রমান্বয় বরফ দ্বারা শৈত্য প্রয়োগ করিবেন। যেস্থানে বরফ পাওয়া যায় না, তথায় শীতল বাষ্পী-ভূত জল ব্যবহার করা উচিত। ইহাতেও সময় সময় বিশেষ উপকার হয়।

(২) স্থানিক রক্তমোক্ষণ।—রোগী যুবা এবং বলিষ্ঠ হইলে জলৌকা দ্বারা এই উদ্দেশ্য সাধিত হয়। স্ফীতস্থানের চতুষ্পার্শ্বে আবশ্যক মত কয়েকটী জলৌকা সংলগ্ন করিবেন। কিন্তু বাঘীর উপর উহা বসান উচিত নহে। কারণ তাহাদিগের দন্তের দ্বারা ঐ স্থান উত্তেজিত হইয়া প্রদাহের আধিক্য সম্পাদন করে।

(৩) আইওডোফরম।—সমভাগে কলোডিয়ন ও আইওডোফরম মিশ্রিত করিয়া বাঘীর উপরে প্রলেপ রূপে ব্যবহার করিলে উহা শীঘ্র শীঘ্র শুষ্ক হইয়া বাঘীকে এরূপে সঞ্চাপিত করিতে থাকে যে, অল্প সময়ের মধ্যে উহা বসিয়া যায়। কোন কোন অস্ত্রচিকিৎসক একভাগ আইওডোফরম সাতভাগ গ্লিসিরিণের সহিত মিশ্রিত করিয়া হাইপোডারমিক পিচকারীর দ্বারা উক্ত মিশ্রের ১৫ বিন্দু পরিমাণ স্ফীতস্থানের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া থাকেন। ইহাতেও বিশেষ উপকার হয়।

(৪) লেড্।—এমপ্ল্যাষ্ট্রম প্লম্বাই অর্থাৎ লেড প্ল্যাষ্টার। এইপটী কয়েক দিবস বাঘীর উপর বসাইয়া রাখিলে বাঘী বসিয়া যায়।

(৫) বেলাডোনা।—একষ্ট্রাক্ট বেলাডোনা সমভাবে গ্লিসিরিণের সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রলেপরূপে ব্যবহার করিতে হয়। কেহ কেহ বেলাডোনার পটী বসাইতে পরামর্শ দেন।

(৬) আইওডিন।—টিংচার আইওডিন পেণ্ট। ইহার সহিত মসিনার উত্তপ্ত পুলটিশ ব্যবহার করিলে শীঘ্র শীঘ্র বাঘী বসিয়া যায়। প্রতি তিন ঘণ্টা অন্তর টিংচার আইওডিন পেণ্ট করিয়া পুলটিশ ব্যবহার করিতে হয়। সমভাগে টিংচার আইওডিন ও টীংচার ফেরি পারক্লোরাইড মিশ্রিত করিয়া প্রত্যেক তিন ঘণ্টা পর পর পেণ্ট করিলেও উপকার হয়।

লিনিমেণ্ট আইওডিন।—প্রতি দিন একবার করিয়া পেণ্ট করা উচিত। ইহার জ্বলনী নিবারণ করিবার জন্য এতৎসহ কিঞ্চিৎ টিংচার বেলেডোনা মিশ্রিত করিয়া লওয়া উচিত।

অইওডিন অইণ্টমেণ্ট।—প্রতি দিন একবার করিয়া ব্যবহার করিতে হয়। কেহ কেহ ইহার সহিত সমভাগে একষ্ট্রাক্ট বেলাডোনা মিশ্রিত করিয়া ব্যবহার করেন।

আইওডাইড অফ্ পটাশ অইণ্টমেণ্ট।—প্রলেপ রূপে ব্যবহার করা উচিত।

(৭) ল্যানোলিন।—প্রলেপরূপে ব্যবহার করিবেন। সমভাগে একষ্ট্রাক্ট বেলাডোনা ও আইওডিন আইণ্টমেণ্টের সহিত মিশ্রিত করিয়া ব্যবহার করিলে অধিকতর উপকার হয়।

(৮) ক্যাডমিয়ম।—অঙ্গুয়েণ্টম ক্যাডমিয়াই আইওডাইডম। এই মলম বাঘীর উপরে মর্দ্দন করিতে হয়। কিন্তু তৎকালে অধিকতর বল প্রয়োগ করা উচিত নহে।

(৯) পারদ।—অঙ্গুয়েণ্টম হাইড্রাজিরাই বা ব্লু আইণ্টমেণ্ট, স্কট্স্ অইণ্টমেণ্ট বা অঙ্গুয়েণ্টম হাইড্রাজিরাই কম্পোজিটম, অঙ্গুয়েণ্টম হাইড্রাজিরাই আইওডাইড রুব্রাই, ক্যালোমেল আইণ্টমেণ্ট ইত্যাদি মর্দ্দন করিলে বাঘী বসিয়া যায়। অথবা এমপ্ল্যাষ্টঃ হাইড্রাজিরাই বসাইলেও বিশেষ উপকার হয়।

ওলিয়েট অফ মারকিউরী—১৫ গ্রেণ মর্ফিয়া মিউরিয়েট, এক আউন্স ওলিয়েট অফ মারকিউরির সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রত্যহ একবার পেণ্ট করিতে হয়। প্রথমোক্ত ঔষধ শতকরা দশ হওয়া উচিত।

বিন আইওডাইড, পারক্লোরাইড, সায়নাইড অথবা বেন্‌জোয়েট অফ মারকিউরী $\frac{১}{৬}$ গ্রেণ পোনর বিন্দু পরিস্রুত জলে দ্রব করিয়া বাঘীর গ্রন্থি মধ্যে হাইপোডার্মিক সিরিঞ্জ দ্বারা প্রবেশ করাইলে আশ্চর্য্য ফল পাওয়া যায়।

(১০) কার্ব্বলিক এসিড।—কার্ব্বলিক এসিড এক ভাগ, টিংচার আইওডিন তিন ভাগ একত্রে মিশ্রিত করিয়া বাঘীর উপরে পেণ্ট করিতে হয়।

কার্ব্বলিক এসিড এক ভাগ, গ্লিসিরিণ চারি ভাগ মিশ্রিত করিয়া প্রত্যহ দুইবার করিয়া মর্দ্দন করিতে হয়। প্রতিবার পোনর মিনিট কাল পর্য্যন্ত ঐরূপ করা উচিত।

উগ্র কার্ব্বলিক এসিড অন্যূন দশ মিনিম হাইপোডারমিক সিরিঞ্জ দ্বারা বাঘীর গঠন মধ্যে প্রবেশ করাইলে উহা শীঘ্র শীঘ্র বসিয়া যায়।

(১১) ক্যাম্ফোরেটেডকেনল।—ইহা একটী নবাবিষ্কৃত ঔষধ। কি প্রণালীতে প্রস্তুত করিতে হয়, তাহা গত ডিসেম্বর মাসের ভিষক্ দর্পণে ২৬৮ পৃষ্ঠায় বিবৃত হইয়াছে। ইহার ১৬ মিনিম পরিমাণ হাইপোডারমিক পিচকারী দ্বারা বাঘী মধ্যে প্রবেশ করাইলে বিশেষ ফল পাওয়া যায়।

(১২) ব্লিষ্টার।—উপরোক্ত ঔষধ সমূহ ব্যবহার দ্বারা বাঘী না বসিয়া গেলে অগত্যা তাহার উপর ফোস্কা উৎপন্ন করাইতে হয়। লাইকর লিটী পেণ্ট অথবা এমপ্ল্যাষ্ট্রম ক্যান্থারাইডিষ দ্বারা এই উদ্দেশ্য সাধন করা উচিত। ফোস্কা উৎপন্ন হইলে তাহার কিউটীকিল কাঁচি দ্বারা কর্ত্তন করিয়া দূরীভূত করিবেন। পরে ক্ষত স্থান সেভাইন অইণ্টমেণ্ট, সিট্রন অইণ্টমেণ্ট অথবা রেজিন অইণ্টমেণ্ট দ্বারা ড্রেস করিলে ফোস্কার ক্ষত হইতে পূয় নিঃসৃত হইতে থাকিবে এবং বাঘীর স্ফীত ও তৎসঙ্গে সঙ্গে কম হইতে থাকিবে। ফোস্কা শুষ্ক হওয়ার পর আবশ্যক হইলে পুনঃ পুনঃ ফোস্কা উৎপন্ন করিতে হয়।

(সম্মিলনীর অতিরিক্ত পত্র)

দেশী ঔষধ।

(১) গন্ধবিরজা।—অগ্নোৎত্তাপে গলাইয়া ষ্টিকিন প্ল্যাষ্টারের ন্যায় পটী প্রস্তুত করতঃ বাঘীর উপর বসাইয়া দিলে অনেক স্থলে বাঘী বসিয়া যায়।

(২) সজিনার আঠা।—টাট্‌কা সজিনার আঠা বাঘীর উপর প্রলেপের ন্যায় প্রয়োগ করিতে হয়।

(৩) বাঘভেরেণ্ডার আঠা।—এই আঠাও সজিনার আঠার ন্যায় লাগাইতে হয়।

(৪) কলিচুণ এবং মধু।—সমভাগে একত্রে মিশ্রিত করিয়া প্রলেপের ন্যায় ব্যবহার করিতে হয়।

(৫) অহিফেণ, মুসব্বর, সজিনার আঠা এবং খস্‌খসের পাতার রস একত্রে মিশ্রিত করিয়া প্রলেপের ন্যায় ব্যবহার করিলে বিশেষ উপকার হয়।

(৬) অণ্ডকুসুম।—ইহার প্রলেপ দিতে হয়। কেহ কেহ সমভাগ অণ্ডকুসুম ও মধু একত্রে মিশ্রিত করিয়া ব্যবহার করেন।

(৭) চুণ এবং চিনি।—উভয় দ্রব্য একত্রে মিশ্রিত করিয়া মর্দ্দন করিলে যখন অত্যন্ত উষ্ণ হয়, তখন ঐ উষ্ণাবস্থায় উহার প্রলেপ প্রয়োগ করা হইয়া থাকে।

(৮) তোকমারী।—বাঘীর তরুণ অবস্থায় তোকমারীর পুলটিশ বারম্বার প্রয়োগ করিলে প্রদাহের প্রবলতা কমিয়া যায়।

(৯) ইসব গুল।—উপযুক্ত পরিমাণে ইসবগুল অর্দ্ধ ঘণ্টা পর্য্যন্ত শীতল জলে ভিজাইয়া রাখিয়া তৎপরে প্রলেপের ন্যায় ব্যবহার করিতে হয়। ঐ প্রলেপ অল্প সময় পরে শুষ্ক হওতঃ বাঘীকে ক্রমে সঙ্কাপিত করিতে থাকে, তদ্দ্বারা বাঘীর স্ফীতি শীঘ্র শীঘ্র কমিয়া যায়।

(১০) গোয়ালিয়ার পাতার পুলটিশ।—ইহার কচি পাতা বাটিয়া পুলটিশ ব্যবহার করিতে হয়। অন্যান্য পুলটিশের ন্যায় ইহা উষ্ণ করার আবশ্যক হয় না। বাঘী বসাইবার ইহাও একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ।

(১১) কদম পাতার পুলটিশ।—ইহাও উপরোক্ত পাতার ন্যায় ব্যবহার করিতে হয়। ভিষক্-দর্পণ।

সম্পাদকীয় বক্তব্য।

এ কথা বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না যে, অস্ত্র-বিদ্যা-বিশারদ সুবিখ্যাত প্রাচীন ডাক্তার রামনারায়ণের মৃত্যুর পর বর্ত্তমান সময়ে ডাক্তার জহিরুদ্দীন সাহেবই সে স্থান অধিকার করিয়া বসিয়াছেন। বস্তুতঃ ডাক্তার সাহেব প্রকৃতই আজ্ কাল সাধারণের মধ্যে একজন অতি সুনিপুণ অস্ত্র-চিকিৎসক বলিয়া পরিচিত। অস্ত্রোপচারে তাঁহার সত্যসত্যই বিলক্ষণ দক্ষতা আছে বলিয়াই তিনি হিন্দু মুসলমানও খ্রীষ্টান প্রভৃতি সর্ব্বজাতির নিকটেই সমভাবে আদৃত। সুতরাং এহেন অস্ত্র-বিদ্যা-পারদর্শী ব্যক্তির লিখিত এ সকল "বাও বাঘী"–ঘটিত প্রবন্ধ যে অনেকের নিকটেই আদৃত হইবে, তাহা নিঃসন্দেহ। অতএব আশা করি যে, তিনি যেন কেবলমাত্র বাঘী ব্যাপার লিখিয়াই ক্ষান্ত না হন্। সঙ্গে সঙ্গে ইহার অনুচর বা সহোদর ভাই উপদংশ বা গরমি ব্যাপারের পরিচয়টাও যেন সাধারণকে ভালরূপে দিয়া আহ্লাদিত করেন। আর এই সঙ্গে যদি তিনি ধাতুদৌর্ব্বল্য ধ্বজভঙ্গাদির ব্যাপারটাও বাদ না দেন, তবে ত ভারতবাসী তাঁহাকে নিশ্চয়ই দুই হাত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিবে। কেননা এ পোড়া দেশের যে এখন অধিকাংশই এই বাও-বাঘী পারা গরমি বা ধাতুদৌর্ব্বল্য ব্যাপারেই সংসৃষ্ট!

সম্পাদক।

প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ-মুষ্টিযোগ।

২। প্লীহা বিকার।

১। * হরিতকী ২৫টা, /২ দুইসের কালগাভির মূত্রে সিদ্ধ করিয়া ও বিচি-গুলি পরিত্যাগ করতঃ উত্তমরূপে মিশ্রিত করিবে। পুনরায় ঐ মিশ্রণ ভালরূপে পাক করিয়া মোদকের ন্যায় ঘন হইলে সৈন্ধব লবণ ⁄০ এক আনা মিশাইয়া মোদক নামাইবে। এই মোদক ॥০ তোলা মাত্রায় হিমজল সহ প্রাতে সেবনে ভয়ঙ্কর প্লীহা আরোগ্য হইতে দেখা গিয়াছে।

২। * গুলঞ্চ /১ এক সের থেঁতলাইয়া একদিনরাত্রি /২ সের কাল-গাভির মূত্রে ভিজাইয়া রাখিবে। পরে উত্তম বস্ত্রে ছাঁকিয়া গুলঞ্চ পরিত্যাগ করতঃ কেবল ঐ গোমূত্রই গ্রহণ করিবে, উহা ক্রমশঃ ফুটাইতে থাকিবে এবং

এই সময় হরিতকী, বহেড়া ও ধনিয়া প্রত্যেক চূর্ণ ৪ তোলা মাত্রায় মোট ১২ তোলা উহাতে দিবে। মোদকের ন্যায় পাক প্রস্তুত হইলে নামাইবে। এই মোদক ।০ চারি আনা মাত্রায় সেফালিকার পাতার রসের সহিত প্রাতঃ-কালে সেবনে উৎকট দুরারোগ্য প্লীহা এমন কি যকৃৎ সংযুক্ত প্লীহাও দুই তিন সপ্তাহে আরোগ্য হয়।

৩। * বেদনাযুক্ত প্লীহায় গোমূত্রের স্বেদ সদা সর্ব্বদা উপকারী।

৪। * চিতার মূল পেষণ করিয়া এক রতি পরিমাণ তিনটি বটীকা প্রস্তুত করিবে। পাকা কলার ভিতর পুরিয়া রবি, সোম, মঙ্গল তিন দিনে তিন বটীকা সেবন করিলে প্লীহা আরোগ্য হয়।

৫। * আদার রস সমভাগ ছাগদুগ্ধের সহিত সপ্তাহ পান করিলে প্লীহারোগ আরোগ্য হয়। ক্রমশঃ—

পুঁঠিয়া রাজসাহী। } ডাক্তার শ্রীনলিনীনাথ মজুমদার।

সম্পাদকীয় বক্তব্য।

ডাক্তার বাবুর লিখিত এসকল মুষ্টিযোগবাক্যে পাঠকগণ সম্পূর্ণই বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারেন। কেননা উহার সকলগুলিই শাস্ত্র-সঙ্গত বিশেষতঃ আমাদের দ্বারাও পরীক্ষিত। সম্পাদক।

আমাদের কথা।

অতঃপর চিকিৎসা-সম্মিলনী এইরূপ সংখ্যায় সংখ্যায় মাসে মাসেই সাধারণের নিকট উপস্থিত হইবে বলিয়া আশা করিতে পারি। অবশ্য যদি আমাদের ভাগ্যক্রমে দৈববিড়ম্বনা কিছু না ঘটে এবং ভগবৎ-কৃপায় রায় যতীন্দ্রনাথেরও কোনরূপ বাধাবিঘ্ন না জন্মে; কেননা তিনিই যে সম্মিলনীর একমাত্র মূলকাণ্ডারী।

গত ২।৩ বৎসর হইতেই চিকিৎসা-সম্মিলনী যেরূপ অনিয়মিতরূপে প্রকাশিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে, তাহাতে অন্যপরে কা কথা, আমাদেরই অন্তঃকরণ ইহার স্থায়ীত্বসম্বন্ধে সন্দিগ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল; বলা বাহুল্য যে, এক-মাত্র যতীন্দ্র বাবুর আশা ও উৎসাহেই আমাদের সে সন্দেহ সম্যক্‌রূপেই ঘুচিয়া গিয়াছে। আশা করি, পাঠক বর্গেরও তাহাই হইবেক।

জনরব কলিকাতার কয়েক জন সুশিক্ষিত কবিরাজের কর্ত্তৃত্বাধীনে শীঘ্রই বৈদ্য-চিকিৎসা-বিষয়ক একখানি সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইবেক। এ ঘোরতম অমানিশার অন্ধকারে বিদ্যুৎসম আলোকেও যখন আমরা অহ্লাদিত হইয়া থাকি, তখন ত নবীন সহযোগীকে পাইলে আমরা যে প্রকৃতই অপার আহ্লাদিত হইব, সে বিষয়ে কি আর কথা আছে? তবে একটু ভয়ের কথা এই যে, সহযোগী যেন প্রকৃতই বিদ্যুৎসম আসিয়া আমাদিগের চমক লাগাইয়া না যান্। কেননা সখের কার্য্যগুলি যে প্রায়ই বিদ্যুতের ন্যায় চমক্ দিয়া থাকে!

ইংরাজ-জাতির স্বধর্ম্ম-বৎসলতা—সংপ্রতি আমাদের মাননীয় বড় লাট-সাহেব বাহাদুরের কোনও প্রধান অমাত্যের সহিত আমাদিগকে সাক্ষাত করিতে হয়। মন্ত্রীবরের সহিত আমাদের দেশীয় চিকিৎসা-প্রণালী লইয়া অনেক কথাবার্ত্তাই চলিয়া ছিল; বলা বাহুল্য যে, কথোপকথনচ্ছলে তাঁহার নিকট আমরা আমাদের দেশীয় চিকিৎসার অনেকাংশে শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিতে কুণ্ঠিত হই নাই। এমন কি, চক্ষু রোগের চিকিৎসায় হিন্দুমতে অস্ত্র-চিকিৎসা প্রণালীকেও শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে ছাড়ি নাই। এই শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয়েই মন্ত্রীবর গম্ভীরভাবে উত্তর দেন্ যে, "আপনাদের হিন্দুমতে চক্ষুচিকিৎসা-প্রণালী ভাল হইলেও আমার নিজের যদি কখনও চক্ষুরোগ জন্মে এবং সেই রোগে যদি আমার জাতীয় চিকিৎসায় আমাকে অন্ধ পর্য্যন্তও হইতে হয়, তাহাও শ্রেয়ঃ, তথাপি আমি কিন্তু আমাদের জাতীয় এলোপ্যাথি চিকিৎসা ভিন্ন কোনমতেই হিন্দু-চিকিৎসার শরণাগত হইব না।" মন্ত্রিবর! তুমি ইংরাজই হও, আর খৃষ্টানই হও, আমরা কিন্তু তোমার এইরূপ অসাধারণ স্বধর্ম্ম-প্রেমের পরিচয় পাইয়া তোমার ন্যায় স্ব-ধর্ম্মরত ব্যক্তিকেই প্রকৃত হিন্দু বলিয়া বিবেচনা ও ফুল বিল্বপত্র দিয়া অন্তরের সহিত পূজা করি। যেহেতু যিনিই হিন্দু জনোচিত কার্য্য করেন, তিনিই হিন্দুশব্দে বাচ্য। হিন্দুর শ্রেষ্ঠ শাস্ত্র গীতা সেই জন্য গাইয়াছেন,——

"স্ব-ধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ"

জ্ঞানবান্ পাঠক বিচার করিয়া বুঝিবেন যে, ঠিক্ যেন এই "স্ব" শব্দের স্থলে "পর" শব্দটীই এখন সম্পূর্ণরূপে অধিকার করিয়া বসিয়াছে। পর

অর্থাৎ এলোপ্যাথি ও হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার শরণাগত হইয়া নিধনকেই দেশের লোক এখন শ্রেয়ঃ বলিয়া মনে করিতেছে। অহো! ঠিক্ যেন স্বর্গের স্থান নরক এবং নরকের স্থান স্বর্গ অধিকার করিয়া বসিয়াছে!

চিকিৎসা-সম্মিলনী চিকিৎসা-বিষয়ক পত্রিকা; আমরাও সুতরাং কেবল চিকিৎসা বিষয়ক আন্দোলন আলোচনাতেই একমাত্র অধিকারী। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, মনের আবেগ সংবরণ করিতে না পারিয়া সময় সময় আমাদিগকে বাধ্য হইয়া অনধিকার চর্চ্চাতেও হস্তক্ষেপ করিতে হয়। সেই জন্যই আমরা গত মাঘ মাসের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা পাঠ করিয়া এস্থলে সে সম্বন্ধে কিছু না বলিয়া পারিতেছি না। উক্ত সংখ্যায় শ্রীযুক্ত শঙ্করনাথ পণ্ডিত (বোধ হয় ইনিই মৃত মহাত্মা জজ শম্ভুনাথ পণ্ডিতেরই অন্যতম পুত্র সেই শঙ্করনাথ হইবেন) মহাশয় "বর্ণ ব্যবস্থা বিষয়ে শাস্ত্রমত" নামক যে প্রবন্ধটী বেদ বেদান্তাদি শাস্ত্রাবলম্বন করিয়া গভীর গবেষণার সহিত লিখিয়াছেন, তেমন সারগর্ভ ও সত্যপূর্ণ প্রবন্ধ আমরা অনেক দিন হইতেই কোন স্থানে পাঠ করি নাই। প্রবন্ধটীর প্রত্যেক পংক্তিতেই যেন জলন্ত সত্যমাখান, যেন অধঃপাতের ও কুসংস্কারের চরমসীমা প্রাপ্ত, যেন ঘোরতর মোহনিদ্রায় নিদ্রিত ভারতবাসীগণকে কিঞ্চিৎ শিক্ষা দেওয়ার ও জাগরিত করিবার জন্যই লিখিত। কিন্তু কে কবে কেবল মৌখিক উপদেশ প্রদান করিয়া অধঃপতিত ব্যক্তিকে সৎপথে আনিতে পারিয়াছেন? যদি তাহাই পারিবেন, তবে তত্ত্ববোধিনীর ন্যায় এমন একখানি প্রাচীন পত্রিকায় এমন একটী সত্যপূর্ণ প্রবন্ধ বাহির হইল, অথচ সে সম্বন্ধে একটী "চু" শব্দও নাই! প্রকৃতপক্ষেই প্রবন্ধটী কোন খবরেই আসিল না। কিন্তু আজ্ যদি কোনও সংবাদ পত্রে একটা কোন স্ত্রী-পুরুষ ঘটিত কেলেঙ্কারী অথবা অন্যবিধ রঙ্গরহস্য বা মামলা মোকদ্দমা বিষয়ক প্রবন্ধ স্থান পায়, তবেই দেখিবে যে, দলে দলে লোক সকল অতি আগ্রহের সহিত তাহা পড়িবে, সকল সংবাদপত্রেই তাহা উদ্ধৃত হইবেক। বাঙ্গালায় হইলে ইংরাজীতে এবং ইংরাজীতে হইলে বাঙ্গালা, হিন্দী প্রভৃতি ভাষান্তরিত হইয়াও প্রচারিত হইতে কোন অংশেই ত্রুটী হইবে না। সুতরাং ইহাতেই বোঝা যায় যে, এ দেশের অবস্থা কিরূপ শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। দেশের লোক প্রকৃতই কতদূর অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছে। আর যথার্থই যে, আমা-

দের গোটা দেশটা অজ্ঞান-রূপ শ্মশানে পরিণত হইয়াছে এবং আমরাও যে, ঠিক্ সেই শ্মশান-বাসী শৃগালশকুনী হইয়া পড়িয়াছি, ইহাতে কি আর বিন্দুমাত্রও সন্দেহ আছে?

আয়ুর্ব্বেদতত্ত্বে রাজা প্যারীমোহন :—পুত্র যে অনেকস্থলে পিতৃপথেরই অনুসরণ করেন; ইহার দৃষ্টান্ত অনেকস্থলে অনেক বিষয়েই পাওয়া যায়। উত্তরপাড়ার স্বনামখ্যাত ও তীক্ষ্ণ-বুদ্ধি-সম্পন্ন সুপ্রসিদ্ধ জমীদার ৺ জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় এক সময় স্বেচ্ছা-প্রণোদিত হইয়াই বর্ত্তমান নামজাদা ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার এম্ ডি বাহাদুরকে একখানি পত্র লিখিয়া জানাইয়াছিলেন যে, যদি আমাদের দেশীয় ঔষধ দ্রব্যের উন্নতিকল্পে কোনরূপ একটা কিছু সুবন্দবস্ত করা হয়, তাহা হইলে তিনি মাসিক একশত মুদ্রা সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছেন! জয়কৃষ্ণ বাবুর এ উক্তি বড় একটা যে সে কথা নহে; কেননা যেদেশে হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত অধিবাসীগণের দৃষ্টি হয় মেডিক্যাল কলেজ হস্‌পিটাল, নয় মেয়োহস্‌পিটাল বা আধুনিক উপসর্গ লেডীফণ্ড ইত্যাদি বিষয়ের প্রতি; জয়কৃষ্ণবাবু যে, সে দেশে সেই সময়ের লোক হইয়াও মনে মনে এমন একটা স্বজাতির অসাধারণ উন্নতি বিষয়ক কল্পনা আনিতে পারিয়া তাহাতে মাসিক শত টাকা সাহায্য দান করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন, এ কথা এখন মনে করিলেও শরীর রোমাঞ্চিত ও আনন্দরসে আপ্লুত হয় এবং অন্তরের সহিত সেই মৃতমহাত্মাকে ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারা যায় না। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, জানিনা কি কারণে তাঁহার সেই সর্ব্বাংশে সাধু ও সঙ্গত প্রস্তাব এপর্য্যন্ত কার্য্যে পরিণত হয় নাই। যাহা হউক, ইহা ত অনেক দিন পূর্ব্বকার কথা, সুতরাং এ অতীত বার্ত্তা লইয়া এখন আর কোন কথাই বলিতে চাহি না। কিন্তু ইচ্ছা আছে অবসর ক্রমে জয়কৃষ্ণ বাবুর সেই পত্রখানি অবিকল উদ্ধৃত করিয়া তৎসম্বন্ধে কিছু বলিব। সংপ্রতি বলি সেই মৃতমহাত্মার উপযুক্ত পুত্র রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের কথা; পাঠকগণের বোধ হয় স্মরণ থাকিতে পারে যে, এই সহরস্থ কবিরাজ শ্রীমান্ রাজমোহন গুপ্ত আয়ুর্ব্বেদীয় বিদ্যালয় ও রোগি-নিবাস স্থাপন করিবেন বলিয়া মধ্যে একটা বড় গোচের গণ্ডগোল তুলিবার উপক্রম করিয়াছিলেন। যদিও সে অগ্নি আর প্রজ্বলিত না হইয়া বরং আস্তে আস্তে নির্ব্বাণপ্রায়ই হইয়াছে, কিংবা একবারেই নিবিয়াছে; তথাপি সে শব্দের একটু আধটু জের, সে অগ্নির কণামাত্র তাপ এখনও পর্য্যন্ত আমরা অনুভব করিতেছি। সংপ্রতি আমরা বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইলাম যে, শ্রীমানের প্রস্তাব শুনিবামাত্রেই একমাত্র কেবল রাজা বাহাদুরই তৎক্ষণাৎ এই কার্য্যে মাসিক ২৫৲ টাকা হিসাবে সাহায্য দান করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। তাই প্রথমেই বলিয়াছি যে, সৎপুত্রেরা প্রায়ই পিতৃপথেরই অনুসরণ করিয়া থাকেন।

৯ম বৎসর ৯ম খণ্ড, ২য় সংখ্যা।

চিকিৎসা-সম্মিলনী।

চিকিৎসা-বিষয়ক মাসিকপত্রিকা।

(টাকীর বিখ্যাত ও সুশিক্ষিত জমীদার)

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম, এ, বি, এল,

মহাশয়ের বিশেষ উদ্যোগে ও সাহায্যে

আয়ুর্ব্বেদীয় চরক ও সুশ্রুতের সংস্কৃত, বাঙ্গালা, ইংরাজী ও হিন্দী

অনুবাদক এবং প্রকাশক

কবিরাজ শ্রীঅবিনাশচন্দ্র কবিরত্ন

কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

কলিকাতা কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্ ২০০ নং বাটী হইতে সম্পাদক কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

কলিকাতা।

৫ নং সিম্‌লাষ্ট্রীট্ জ্যোতিষপ্রকাশ যন্ত্রালয়ে

শ্রীগোপালচন্দ্র ঘোষাল দ্বারা

মুদ্রিত।

প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ।৵০ আনা মাত্র।

সূচীপত্র।

বিষয়			পৃষ্ঠা।
দেশীয় স্বাস্থ্যবিজ্ঞানে	প্রাণই আগে চাই	...	৩৯
ঐ	প্রাণের পর চাই ধন		৪০
অন্ধের চক্ষু ফুটিবার নহে	...	...	৪১
ভুল মূলে নয়, তবে শাখাপ্রশাখায় বটে		...	৪৮
দৃষ্টফল ঔষধ ও চিকিৎসা	...	...	৫২
আমাদের দেশে উপদংশ ব্যাধির চিকিৎসা (এলোপ্যাথি)			৫৩
আমাদের ছাপাই	...	...	৫৮
প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ মুষ্টিযোগ	...	...	৬০
আয়ুর্ব্বেদীয় সদৃশচিকিৎসা	...	...	৬১
রিউম্যাটিজম্ বা বাতরোগ (এলোপ্যাথি)		...	৬৩
তৈলপাক ও প্রয়োগপ্রণালী	...	...	৬৪
ঘৃতপাক ও প্রয়োগপ্রণালী	...	...	৬৮
ঔষধপ্রস্তুত ও প্রয়োগপ্রণালী	...	...	৭১
আমাদের কথা	...	৬৯	অতিরিক্তপত্রে

দ্রষ্টব্য।

সকল গ্রাহকের নিকটেই বিনীত নিবেদন এই যে, একটু মনোযোগপূর্ব্বক সকলের স্বস্ব দেয় মূল্য পাঠাইতে আর বিলম্ব না করেন।

ম্যানাজার।

দেশীয়-স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

প্রাণই আগে চাই।

বড়ই সাধ ছিল, নির্জীব ভারতবাসীর নিকট প্রাণের কথা তুলিয়া মৃত জড়বৎ অসাড়প্রাণে চৈতন্যসঞ্চার করিতে চেষ্টা করিব; দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, প্রাণহীন ভারতবাসী প্রাণের কথাগুলি অবশ্যই আগ্রহের সহিত শ্রবণ করিতে কখনই কুণ্ঠিত হইবেন না। কিন্তু আমাদের ন্যায় নির্ব্বোধের সাধ যে পূর্ণ হইবার নহে, আমাদের ন্যায় অজ্ঞানের বিশ্বাস যে সম্পূর্ণই ভ্রমাত্মক, এ জ্ঞান কণামাত্রও থাকিলে আমরা কি এ প্রাণহীন দেশে প্রাণের কথা তুলিতে যাইতাম, না, প্রাণ প্রাণ করিয়া এত চীৎকার করিতে পারিতাম?

কিন্তু অনধিকারী হইলেও প্রাণ জিনিষটা এমনই অমূল্য, এতই অতুলনীয়, ক্ষমতার অভাবে ছাড়ি ছাড়ি করিয়া তবুও যেন প্রাণের কথা কোন মতেই ভুলিতে পারিতেছি না। অথবা নিতান্তই না ছাড়িয়াও উপায়ান্তর নাই, কেননা প্রাণের উপাদান ত আর একটী জিনিষ নহে, যে সেই জিনিষটী লক্ষ্য করিয়া দুই দশ কথা লিখিব। ইহার উপাদান যে অসংখ্য, অথবা অসংখ্য কেন, এ পৃথিবীর যাহা কিছু দেখিতেছ, যাহা কিছু অনুভব করিতেছ, যাহা কিছু স্পর্শ করিতেছ, যাহা কিছু শ্রবণ করিতেছ, সেই সকল পদার্থকেই প্রাণের উপাদান বলিয়া জানিতে হইবে। ফলতঃ স্বর্গের অমৃত হইতে নরকের বিষ্ঠা পর্য্যন্ত এ পৃথিবীর মধ্যে এমন একটী পদার্থও দেখিতে পাইবে না, যাহা প্রাণের উপাদান নহে।

সুতরাং সমস্ত জগতের সহিতই যাহার প্রগাঢ় সম্বন্ধ, যাহার আলোচনায় সমগ্র জগতের আলোচনা আসিয়া পড়ে, এহেন অসীম ও অসংখ্য উপাদানে গঠিত প্রাণের আলোচনায় আমাদের ন্যায় ক্ষুদ্র ব্যক্তি ত কোন মতেই অধিকারী নহে। আর সম্মিলনীর ন্যায় এতাদৃশ ক্ষুদ্র পত্রিকাতেও তাহার যথাযথ আলোচনা কোনমতেই সম্ভবপর নহে। সুতরাং প্রাণের

বিস্তৃত আলোচনায় না গিয়া অগত্যা আমাদিগকে এই খানেই ক্ষান্ত থাকিতে হইল। তবে অবশ্য এস্থলে একথা বলা আবশ্যক যে, সমগ্র জগতের সহিত প্রাণের নিগূঢ় সম্বন্ধ থাকিলেও সাধারণতঃ কিন্তু চক্ষু কর্ণাদি ইন্দ্রিয়-গ্রামের সহিতই প্রাণের প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ বুঝিতে হইবেক। আর এই প্রবন্ধের অব্যবহিত পরে ধনের সম্বন্ধে যাহা বলা হইবে, সেই ধনেরও ঐ প্রাণের সহিত পরোক্ষ সম্বন্ধ জানিতে হইবে; সুতরাং প্রাণের পরেই ধনের প্রয়োজন, প্রাণের কথা উঠিলেই ধনের কথা উঠে, এজন্য আমরাও প্রাণের কথা ছাড়িয়া প্রাণেরই অবান্তর ধনের বিষয় বলিতেছি।

প্রাণের পর চাই ধন।

প্রাণের চিন্তার সঙ্গে সঙ্গেই ধনচিন্তার প্রয়োজন। যেমন স্তম্ভের অভাবে গৃহ স্থির থাকিতে পারে না, যেমন কড়িকাষ্ঠের অভাবে ছাদ পড়িয়া যায়, তেমনি ধন না হইলে প্রাণও কখনই স্থির থাকিতে পারে না, সেইরূপ ধনের অভাবে প্রাণেরও পতন অবশ্যম্ভাবী, সুতরাং যাহার অভাবে যাহার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত লোপ হয়, সেই উভয় পদার্থের পরস্পর অভেদসম্বন্ধ না বলিয়া আর কি বলিতে পারি? সুতরাং এখন অগ্রে দেখা যাউক, ধন জিনিষটা কি?

কেহ বলিবেন ধন অর্থে অর্থ, কেহ বলিবেন বিষয়, কেহ বলিবেন ঐশ্বর্য্য, কেহ বা বলিবেন টাকা কড়ি ইত্যাদি। মোটকথা যাঁহার যে শব্দদ্বারা ধনকে চিনিতে ইচ্ছা হয়, তিনি তাহাতেই চিনুন, তাহাতে আমাদের আপত্তি নাই, তবে আমরা কিন্তু ধনের অর্থে কেবলমাত্র কয়টী শব্দের নাম শুনিয়া সুখী হইতে পারিব না অর্থাৎ আমরা বলিব যে, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য-পদার্থমাত্রেই ধন বা বিষয়। কথাটা এস্থলে আরও বিশদরূপে বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছি; মনে করুন জিহ্বা ও চক্ষু কর্ণাদি ইন্দ্রিয়, সুতরাং তাহাদের বিষয় অর্থাৎ তাহারা যাহা আকাঙ্ক্ষা করে, সেই রূপরসাদি পদার্থই ধন বা বিষয়। তবেই এই হইল যে, চক্ষু যাহা দেখিতে চায়, তাহাই চক্ষুরিন্দ্রিয় গ্রাহ্য ধন, কর্ণ যাহা শুনিতে চায়, তাহাই কর্ণেন্দ্রিয় গ্রাহ্যধন, জিহ্বা যাহা আস্বাদন করিতে চায়, তাহাই জিহ্বেন্দ্রিয় গ্রাহ্য ধন। এইরূপ প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের যাহাকে দরকার, তাহাই সেই সেই ইন্দ্রিয়ের ধন বলিয়া অভিহিত হয়।

সুতরাং ইন্দ্রিয়সমষ্টি যাহা কিছু প্রার্থনা করে, তাহাদেরই সাধারণ সংজ্ঞা ধন বা বিষয়। তবেই দেখুন, ইন্দ্রিয়গণের সমষ্টির নাম প্রাণ; আবার সেই ইন্দ্রিয়গণ অর্থাৎ প্রাণ এ পৃথিবীর যে সকল জিনিষ চায় অর্থাৎ প্রাণের যাহা কিছু দরকার, তাহাদেরই মোট সমষ্টির নাম ধন বা বিষয়। সুতরাং যখন দেখা যাইতেছে যে, এ পৃথিবীস্থ স্বর্গের অমৃত হইতে নরকের বিষ্ঠা পর্য্যন্ত এমন কোন জিনিষই নাই, যাহা প্রাণ অর্থাৎ ইন্দ্রিয় সমূহ না চায়, তখন জগতের পদার্থমাত্রেই ধন শব্দে বাচ্য।

পাঠকগণের মধ্যে হয়ত কেহ এস্থলে সন্দেহ তুলিতে পারেন যে, প্রাণ অর্থাৎ ইন্দ্রিয় সমূহ যাহা চায়, তাহাদেরই নাম যদি ধন বা বিষয় হয়, তবে ত ইহা বড়ই ভ্রমের কথা, কেননা আমারও ত সর্ব্বপ্রকার ইন্দ্রিয়মূলক প্রাণ আছে, কিন্তু কৈ আমার প্রাণ ত আর নরকের বিষ্ঠা প্রার্থনা করে না? সুতরাং বিষ্ঠাপর্য্যন্ত প্রাণের বিষয় বা ধন বলা কি প্রকারে যুক্তিযুক্ত হইতে পারে? বলা বাহুল্য যে, এ সংসারে কেবল আপনিই একমাত্র প্রাণী নহেন, আর কেবল আপনার প্রাণটাই প্রাণ নহে, আর অপনারই প্রাণের অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণের গ্রাহ্যদ্রব্যগুলিই কেবল বিষয় বা ধন নহে; অপিচ ভগবানের অসীম রাজ্যের মধ্যে সামান্য তুচ্ছানুতুচ্ছ মশামাছি কীটানুকীট হইতে রাজাধিরাজ পৃথিবীপতি পর্য্যন্ত সমস্তই প্রাণীমধ্যে অভিহিত, সকলেরই প্রাণ অর্থাৎ চক্ষু কর্ণাদি ইন্দ্রিয় আছে এবং সকলের প্রাণই ধন অর্থাৎ বিষয়ের জন্য লালায়িত।

কেননা যে বিষ্ঠার আঘ্রাণমাত্রেই তোমার প্রাণ ভয়ানক উদ্বেজিত হইয়া উঠে, সেই বিষ্ঠারই আঘ্রাণমাত্রে শূকরাদি অনেক প্রাণীর জিহ্বা লক্ লক্ না করিয়া থাকিতে পারে না, যে চন্দনের বা ধূপধূনার আঘ্রাণ পাইলে তোমার অন্তর আনন্দে মাতোয়ারা হয়, পক্ষান্তরে সেই চন্দনেরই আঘ্রাণমাত্রেই মশকাদি অনেক প্রাণীই দূর হইতে পালায়ন করে। তবেই দেখ, কেবল তোমার প্রাণই যাহা চাহিবে, তাহাই ধন, আর যাহা চাহিবে না তাহা ধন নহে, এমন কোনও কথা হইতে পারে না। তাহাতেই আমরা প্রথমেই বলিয়াছি যে, জগতের যাহা কিছু পদার্থ, তৎসমস্তই ধন বা বিষয় শব্দে বাচ্য।

সে যাহা হউক, মশা মাছি বা কীট পতঙ্গাদি কিংবা ব্যাঘ্র ভল্লুকাদি

সাধারণ জীবের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থ অর্থাৎ ধনের বিষয় এপ্রবন্ধে বক্তব্য নহে। সুতরাং জীবশ্রেষ্ঠ মনুষ্যজাতিরই প্রাণ, ধন ও ধর্ম্মাদির বিষয় আমরা ক্রমশঃ আলোচনা করিব।

প্রাণ কি ও তাহার সর্ব্বপ্রধান আবশ্যকতাই বা কি, তাহা ইতিপূর্ব্বে বিশেষরূপে বলিয়াছি। ধন কি ও তাহার প্রয়োজনীয়তাই বা কি, তাহাও বিশেষরূপে বলিলাম এবং প্রাণের সহিত ধনের যে কিরূপ অভেদ ও নিগূঢ় সম্বন্ধ, তাহাও বলিতে ক্রটী করিলাম না। অতঃপর এহেন অমূল্য অতুলনীয় ও অদ্বিতীয় প্রাণের সম্পূর্ণ রক্ষাকর্ত্তা এহেন দ্বিতীয় অমূল্য ধন বা বিষয় কি কি উপায়ে কেমন করিয়া মানবগণ লাভ করিয়া সুখী হইতে পারেন, কোন্ কোন্ উপায়ে উপার্জ্জিত ধন কিরূপ ভাবে ও কি পরিমাণে মানবগণকে সুখী করে, এখন ক্রমশঃ তাহাই বলিব। তারপর ধর্ম্মের কথা বলিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিব। কেননা প্রাণের পরেই ধন এবং ধনের পরেই ধর্ম্মের প্রয়োজন। সুতরাং প্রয়োজনীয়তা অনুসারে আমরাও সেই হিসাবে বর্ণন করিব। চরক বলেন;—

অথ দ্বিতীয়াং ধনৈষণামাপদ্যতে। প্রাণেভ্যো হ্যনন্তরং ধনমেব পর্য্যেষ্টব্যং ভবতি। নহ্যতঃ পাপাৎ পাপীয়োঽস্তি, যদুপকরণস্য দীর্ঘমায়ুস্তস্মাদুপকরণানি পর্য্যেষ্টুং যতেত।

অর্থাৎ—প্রাণৈষণা পরিচেষ্টার পর ধনৈষণা পরিচেষ্টনীয়। প্রাণরক্ষার পর ধন অন্বেষণ করা সর্ব্বথা কর্ত্তব্য। যেহেতু ধন না থাকিলে কোনমতেই দীর্ঘায়ু লাভ হয় না। ধন বা উপকরণহীনের ভয়ানক পাপী হইতে হয়। অতএব সর্ব্বাগ্রে প্রাণের প্রতি দৃষ্টিরাখার সঙ্গে সঙ্গেই ধনোপার্জ্জন করিবার জন্য বিশেষরূপে যত্ন ও চেষ্টা করিবে। অতঃপর কি কি উপায়ে ধনোপার্জ্জন হইতে পারে, তাহাই আগামীবারে বলিব। ক্রমশঃ—

সম্পাদক।

ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা।

অন্ধের চক্ষু ফুটিবার নহে।

এ চক্ষু জন্মান্ধের নহে, গর্ভস্থ শিশুরও নহে, বৃদ্ধেরও নহে, অথবা এ চক্ষু কোনরূপ ব্যাধিগ্রস্তও নহে, তবে যাঁহাদের জলজীয়ন্ত দুইটী চক্ষু বর্ত্তমান আছে, যাহার প্রভাবে তাঁহাদের দৃষ্টি, স্থূল স্থূল পদার্থ দেখিতে কোন অংশেই অসমর্থ নহে, অথচ একটু সূক্ষ্মপদার্থ দেখিবার সময়েই একবারে অন্ধত্বে উপনীত হইয়া দুইটী চক্ষুর মাথা খাইয়া বসেন, সেই চক্ষু থাকিতেও সম্পূর্ণ অন্ধ, কর্ণ থাকিতেও একবারে বধির, পদদ্বয় থাকিতেও একবারে পঙ্গু, ভারতবাসীর দৃষ্টিশক্তির কথা লইয়াই আমরা এস্থলে কিঞ্চিৎ সমালোচনা করিব। পাঠক ধীরচিত্তে বিচার করুন, আমাদের এ সকল কথা কোন অংশেই মিথ্যা কি না।

প্রায় দুই মাস অতীত হইতে চলিল অর্থাৎ গত চৈত্র মাসের প্রথমেই আমাদের একজন বিশেষ পরিচিত হালি নব্য কচমের এবং মাসিক আড়াই শত মুদ্রা তন্‌খাপাওনেওয়ালে বন্ধুর লেমনেড ও সোডা প্রভৃতি আশুতৃপ্তিকর ঠাণ্ডাদ্রব্য সেবনে সহসা ভয়ানক সর্দ্দি হয় এবং প্রথম ৫।৭ দিন পর্য্যন্ত এই সর্দ্দি তাঁহার নিকট উপেক্ষিত হয়। সর্দ্দি উপেক্ষিত হইয়াই সর্দ্দি বসিয়া সেই সঙ্গে অল্প অল্প কাসিরও সূচনা হয় এবং সেই সঙ্গে বৈকালবেলা নাড়ীটারও একটু খিৎখিতেভাব অর্থাৎ জ্বরভাব লক্ষিত হয়। সুতরাং একেই কাসি, তার উপর জ্বরভাব, কাজেই বন্ধু আমাদের আর নিশ্চিন্ত থাকিতে না পারিয়া একজন বিচক্ষণ এলোপ্যাথি ডাক্তারের শরণাগত হন্। ৪।৫ দিন ডাক্তারী ঔষধ সেবনেই সর্দ্দি কমিল, কাসি কমিল, কিন্তু জ্বরভাবের কিছুমাত্রও হ্রাস হইল না। অপরন্তু সেই সঙ্গে একটা নূতন উপসর্গ আসিয়া দেখা দিল, অর্থাৎ তাঁহার স্বরটা যেন একটু বিকৃতভাব বলিয়া সকলে বলিতে লাগিল। স্বরের বিকৃতভাব ও একটু জ্বরভাব থাকিলেও যখন কাশি ও সর্দ্দি কমিয়াছে, তখন ত এস্থলে উপকার হইয়াছে বলিয়া নিশ্চয়ই স্বীকার করিতে হইবে। সুতরাং সাধারণের পরামর্শে ও নিজের বিবেচনায় তিনি সেই ডাক্তার মহাশয়ের চিকিৎসাধীনেই থাকিলেন। ৫ দিন গেল, ১০দিন গেল, ১৫দিন গেল, শেষে গোটা মাসও যায় যায় হইল, ডাক্তার

কতই রকম বিরকম ঔষধাদি দিলেন, কত ডাক্তারখানা পর্য্যন্ত বদল করিয়া ঔষধ আনা হইল, স্মিথ্ ষ্টটটমসন্ আদির দোকান হইতেও নূতন নূতন ঔষধ আনা বাদ পড়িল না, তবুও কিন্তু সেই নাড়ীর গরমভাব-টার কিছুতেই কিছু হইল না, অধিকন্তু ক্রমেই স্বরভঙ্গের ন্যায় ভাব আসিয়া উপস্থিত হইল। একে জ্বরভাব, তার উপর সর্দ্দিকাসির সংস্রব, আবার সেই সঙ্গে স্বরভঙ্গ দেখিয়া সকলেই প্রমাদ গণিল। রোগী ভীত, চঞ্চল ও ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। শেষে স্থিরীকৃত হইল, ডাক্তারী ঔষধে গরম হইয়া গিয়াছে, অতএব আর এলোপ্যাথি ঔষধ না খাইয়া হোমিওপ্যাথি ঔষধই খাওয়া আবশ্যক। কল্পনা অবিলম্বেই কার্য্যে পরিণত হইল, তৎক্ষণাৎ সহরের উপযুক্ত হোমিওপ্যাথ ডাক্তার ডাকাইয়া তাঁহার নিকট ঔষধ সেবন করিতে লাগিলেন। এ গত বৈশাখের প্রথম সপ্তাহের কথা, এইরূপে সপ্তাহের উপর সপ্তাহ চলিয়া গেল, বৈশাখের প্রায় শেষ হইয়া আসিল, দুঃখের বিষয় এই যে, তথাপি হোমিওপ্যাথি ঔষধসেবনে এমন বিশেষ কিছু উপকার দর্শিল না। স্বরভঙ্গের বরং একটু বৃদ্ধি বৈ হ্রাস হইল না, তবে অবশ্য গ্রীষ্মাধিক্যজন্যই হউক, আর ঔষধের গুণেই হউক, বৈকালের নাড়ীর গরমটী যেন কিঞ্চিৎ প্রশমিত হইয়া আসিল।

তাহা হইলেও তেমন কিছু বিশেষ ফল না হওয়াতে রোগী ও তাঁহার অভিভাবকগণের অন্তঃকরণ আর হোমিওপ্যাথির উপর নির্ভর করিতে যেন সমর্থ হইবে না বলিয়া তাহার সূচনা প্রকাশ পাইল। অর্থাৎ তখন সকলেরই মন যেন এ অধম দেশের অধম বৈদ্যপ্যাথির উপরেই আকৃষ্ট হওয়ার উদ্‌যোগ করিতে লাগিল। কল্পনায় আসিলেও কার্য্যে কিন্তু তখনও পরিণত হইল না।

ঠিক্ এই অবস্থাতেই গত বৈশাখের ২।১ দিন থাকিতে আমাদের সেই পীড়িত বন্ধুটী আমাদের অন্য একজন পরিচিত বন্ধুর সহিত প্রাতঃকালীয় ভ্রমণকালীন সহসা এক দিন হয় ত ভ্রমক্রমেই আমাদের এ পর্ণকুটীরে আসিয়া উপস্থিন হইলেন। অনেক দিন পরে তাঁহাকে সহসা এরূপ পীড়িত অবস্থায় দেখিয়া বিশেষতঃ স্বরের ওরূপ বিকৃতভাব শুনিয়া আমাদের কর্ত্ত-ব্যানুরোধে যাহা কিছু জিজ্ঞাসিবার ও যাহা কিছু বলিবার তাহা জিজ্ঞাসা করিলাম ও বলিলাম এবং অনেকক্ষণ কথাবার্ত্তার পর ইহা বেশ বুঝিলাম

যে, তিনি চিকিৎসা করাইবার জন্য আমাদের নিকট আসেন নাই। তবে রাস্তার ধারে বাড়ী সুতরাং একবার উকিটা দিলে আর দোষ কি, বোধহয় এই মনে করিয়াই এখানে পদার্পণ করিয়াছিলেন। যাহা হউক স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া কোন রোগীকেই ঔষধসেবনে প্রবৃত্তি লওয়ান কোন চিকিৎসকের পক্ষেই উচিত নহে, এজন্য আমরাও আর তাঁহার চিকিৎসাসম্বন্ধে তখন কোন কথাই বলি নাই।

কিয়ৎক্ষণ পরে যখন তাঁহারা উভয়েই যাইবার জন্য উঠিয়া দাঁড়া-ইলেন, তখনই রোগী ও তাঁহার সঙ্গী ভদ্রলোকটী এবং আমাদের সহিত নিম্নলিখিত কথাবার্ত্তা হইল; সঙ্গী (রোগীর প্রতি) বাবু, যখন প্রায় দুই মাস ধরিয়া এলোপ্যাথি ও হোমিওপ্যাথি ঔষধ সেবনেও বিশেষ কোন ফল দর্শিল না, তখন আর কোন মতেই ওসকল চিকিৎসার উপর নির্ভর না করিয়া আমাদের দেশীয় চিকিৎসাই করান উচিত এবং ইচ্ছা করিলে আজ্‌ই তুমি এই কবিরাজ মহাশয়ের নিকট হইতে ঔষধাদি লইয়া যাইতে পার।

রোগী;—হাঁ এ কথা সত্য বটে, আমার এবং আমার আত্মীয়স্বজনেরও মত ইহাই; তবে কি জান, আমাদের বাদ্দিমতে বড়ই দেরী লাগে! (দুই মাসের মধ্যে একজন বদ্দির সঙ্গে দেখাপর্য্যন্ত না করিয়া একজন ভদ্র-লোকের মুখ হইতে এরূপ কথা বাহির হওয়া কতদূর সঙ্গত, তাহা পাঠক-গণই বিচার করিবেন। চি, স, স।)

সঙ্গী—তুমি বড় মজার লোক, মোটেই বদ্দির ঔষধ না খাইয়া এ কথা বলিতে তুমি সম্পূর্ণ অনধিকারী। অতএব অন্ততঃ ২।১ সপ্তাহ ঔষধ খাইয়া দেখ, তার পর যাহা ইচ্ছা হয় বলিও।

রোগী—তবে হানি কি, আজই কবিরাজ মহাশয়ের নিকট হইতে ঔষধ লইয়া যাইতেছি। এই বলিয়া পুনর্ব্বার উপবেশন করিয়া বলিলেন, কবিরাজ মহাশয় দেখুন, যদি চট্ পট্ আরাম করে দিতে পারেন, তবে ২।১০টী বটিকা টটিকা দিন্। দেখা যাউক, বটীকারই বা শক্তি কতদূর। (অবিকল শব্দগুলি লিখিত হইল চি, স, স।)

বলা বাহুল্য যে, রোগীর হাবভাব দেখিয়াও বচন বিতর্ক শুনিয়া বিশে-ষতঃ বৈদ্যক ঔষধের প্রতি তাঁহার এরূপ প্রগাঢ় ভক্তির পরিচয় পাইয়া আমি অনেকক্ষণ হইতেই চিত্রার্পিতের ন্যায় অবাক্ হইয়া চুপ্ করিয়া ছিলাম।

কিন্তু আর চুপ্ করিয়া থাকা অবিধেয় ভাবিয়া নানারূপ কারণ দর্শাইয়া বৈদ্যক ঔষধে তাঁহার ন্যায় ভক্তিহীন রোগীকে কোনমতেই ঔষধ দেওয়া যুক্তিযুক্ত নহে বলিয়া বুঝাইতে লাগিলাম। কিন্তু আমার আপত্তি থাকিল না। অবশেষে আমাকে বাধ্য হইয়াই ঔষধ দিতে হইল।

একেই ত ইংরাজী মেজাজের নব্যবাবু, তার উপর মাসিক আড়াই শত টাকা বেতন, অবস্থাটাও বেশ স্বচ্ছল, সুতরাং এহেন রোগীকে ঔষধপত্র দেওয়া একটু বুদ্ধিসুদ্ধির দরকার, সুতরাং অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া বুঝিলাম যে, প্রাতে ৬ টায় আদার রস তুলসীপাতার রস ও মধুসহ অমুক বড়ী, প্রাতে ৮ টায় পটোলের রস মধুসহ অমুক বড়ী বা কোনরূপ পাঁচন, বৈকালে পিপুলের গুড়া মধুসহ অমুকবড়ী, সন্ধ্যায় শিউলীপাতাররস ও মধুসহ অমুকগুলি, রাত্রে পানের রস ও মধুসহ অমুক চূর্ণ, মূল্য সপ্তাহে সাত টাকা মাত্র। ইত্যাদি লম্বাচৌড়া ঔষধের ও টাকার ফর্দ্দ দিলে লোকটা একবারেই চটিয়া লাল হইয়া উঠিবে এবং হয়ত ঔষধই খাইবে না, সুতরাং এত গোলযোগে না যাইয়া প্রথমতঃ নমুনাস্বরূপ একটা ঔষধই দিয়া দেখা যাইক। এই বলিয়া বৈদ্যক সুপ্রসিদ্ধ অথচ অতি যৎসামান্য তালিশাদ্য * চূর্ণ নামক ঔষধের কতকটা চূর্ণ তাঁহাকে দিয়া সর্ব্বদা একটু একটু গুঁড়া মুখে ফেলিয়া দিতে বলিয়া দিলাম, এবং রাত্রে ভাল মধুর সহিত এই চূর্ণ গুলিয়া চাটিয়া চাটিয়া খাইতে বলিয়া দিয়া তখন তাঁহাকে বিদায় করিলাম।

সেই দিনেই প্রায় রাত্রি ১০টার সময় উক্ত রোগীর একজন হিন্দুস্থানী বেহারা আসিয়া আমার হাতে একখানি পত্র দিল, পাঠকগণ পত্রখানি পাঠ করুন।

মাননীয় কবিরাজ মহাশয়,

এই লোকের নিকট অনুগ্রহপূর্ব্বক আপনার সেই আমোঘ ও অব্যর্থচূর্ণ ঔষধের আরও কতকটা দিয়া বাধিত করিবেন। আমি আগামী কল্য প্রাতেই আপনার সহিত দেখা করিব। ইতি

আপনার একান্ত অনুগত শ্রী———

পত্র পড়িয়াই বুঝিলাম যে, ঔষধ ধরিয়াছে, নিশ্চয়ই একটু উপকার দর্শি-

* তালিশাদ্য চূর্ণ ব্যাপারটি কি, তাহা আমরা ঔষধপ্রস্তুত প্রবন্ধে অবশ্যই বলিব। চি, স, স।

য়াছেই দর্শিয়াছে। প্রাতে উঠিয়া বাস্তবিকও একটু উৎকণ্ঠার সহিতে তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। ইতিমধ্যেই তিনি সবন্ধু আসিয়া একটু সহাস্যে বলিলেন যে, "আপনার ঔষধ ধরিয়াছে। আপনিই শুনুন ;—স্বরভঙ্গ কথঞ্চিৎ কমিয়াছে, প্রত্যহ রাত্রে যে গলা খুস্‌খুসি ভাব ছিল এবং যে জন্য নিদ্রারও কিছু ব্যাঘাত ঘটিত, তাহারও অনেকটা উপকার জন্মিয়াছে, বুকটা যে নিয়তই সর্দ্দিতে বোঝাই ও ভার ভার লাগিত, তাহাও কমিয়াছে, মোটকথা গত দুই মাস যাবৎ এলো ও হোমিওপ্যাথিক ঔষধে আমাকে যে আরাম না দিয়াছিল, আপনার প্রদত্ত একমাত্র চূর্ণে দিবারাত্রের মধ্যে আমি তদপেক্ষাও অধিক ফল প্রাপ্ত হইয়াছি। সুতরাং বৈদ্যক ঔষধে আমার আস্থা এবং এই ঔষধেই আমি আরোগ্য লাভ করিব বলিয়া বিশ্বাস জন্মিয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের ঘরে এমন জিনিষ থাকিতে কেন যে আমরা বাহিরের জিনিষের আদর করি, তাহা ত কিছুই বুঝিতে পারি না। বাস্তবিকই আমরা চক্ষু থাকিতেও অন্ধ, বুদ্ধি থাকিতেও বোকার চূড়ামণী, জ্ঞান থাকিতেও প্রকৃতই অজ্ঞানাধম" ইত্যাদি।

এইরূপে ৮।১০ দিন পর্য্যন্ত কেবল তালিশাদিচূর্ণ সেবন করাতেই রোগীর স্বরভঙ্গ প্রায় আরোগ্য হইয়া আসিল। স্বরভঙ্গ আরোগ্য হইল বটে, কিন্তু সহসা প্রবল বায়ু প্রবাহিত ও বৃষ্টি হওয়ায় তাঁহার নাড়ী আবার একটু গরম হইতে আরম্ভ করিল। জ্বরভাব দেখিয়াই তৎক্ষণাৎ আমি আমাদের কস্তূরীভূষণ নামক ঔষধ তুলসীপাতা এবং পানের রস ও মধুসহ দুই বেলা দুই বড়ী সেবন করিতে দিলাম। কিন্তু ৪।৫ দিন সেবনেও সে গরমটুকু ঘুচিল না। সুতরাং অন্য আর একটী জ্বরনাশক ঔষধ দিব বলিয়া মনে করিলাম।

কিন্তু ও হরি! সে রোগী এদিকে আর পদার্পণও করিলেন না! অচিরাৎই জানিলাম যে, বৈদ্যক ঔষধে জ্বরের কিছু হইবে না এই সংস্কারে তিনি আবার এলোপ্যাথি চিকিৎসার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন!

এইত ব্যাপার; এখন বলুন দেখি, এদেশের ব্যাপারখানা কি? বলুন দেখি, প্রকৃতই এদেশের আভ্যন্তরিক অবস্থা কতদূর শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছে? ক্রমাগত দুইমাস পর্য্যন্ত যে রোগীর এলো ও হোমিওপ্যাথি ঔষধ সেবনে স্বরভঙ্গের কিছুমাত্রই উপকার দর্শে নাই, সে স্থলে সাত দিনমাত্র বৈদ্যক যৎসামান্য তালিশাদ্যচূর্ণে সেই স্বরভঙ্গের আরোগ্য দেখিয়াও কি

রোগীর বা তাঁহার আত্মীয় স্বজনের বৈদ্যক ঔষধের প্রতি আর অবিশ্বাসের কারণ থাকিতে পারে? যথার্থই কি বৈদ্যক অন্য প্রকার বটীকাদ্বারা রোগীর নাড়ীর গরমটুকু মিটিত না? বলা অনাবশ্যক যে, বৈদ্যক ঔষধসেবনে এরোগীর শীঘ্রই সম্পূর্ণ আরোগ্যের আশা থাকিলেও ভগবানের বিড়ম্বনায় তাহা কিন্তু কোনমতেই হইতে পারিল না। তাই প্রথমেই বলিয়াছি যে, আমাদের জলজীয়ন্ত চক্ষু থাকিতেও আমরা একবারেই চক্ষুর মাথা খাইয়া বসিয়াছি। যথার্থই বলিতে কি, এই রোগীর প্রথমাবধিই হাবভাব ও আচারব্যবহার এবং শেষের কর্ত্তব্যজ্ঞানের বিষয় চিন্তা করিলে মনে মনে এতই ঘৃণার উদয় হয় যে, যেন এ স্বজন ও স্বধর্ম্ম-বর্জ্জিত ভারতবাসীর নিকট ভারতীয় আর্য্য আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার নামোল্লেখমাত্রও করা কাহারই পক্ষে কোনমতেই কর্ত্তব্য নহে।

সম্পাদক।

ভুল মূলে নয়, তবে শাখা প্রশাখায় বটে।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

চরক বলিয়াছেন—"শরীর ও মনের সম্বন্ধে যাহা চরকে আছে, অন্যত্রও তাই; আর ইহাতে যাহা নাই, অন্য কোথায়ও তাহা নাই।"

কথাগুলি সহসা শুনিলেই যেন সত্যসত্যই জলন্ত গাঁজাখুরীগোচের কথা বলিয়াই ধারণা হয়। এই অসীম প্রতাপশালী ঘোরতম চাকচিক্যবিশিষ্ট ভয়ানক জাঁকজমকওয়ালা জীবন্ত পাশ্চাত্য চিকিৎসা-প্রণালীর আলোকে আলোকিত ভারতবাসীর নিকট জীবন্মৃত বৈদ্যশাস্ত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া চরকের এ বাক্য, ঋষিবাক্য, বেদবাক্য অথবা ঈশ্বরবাক্য হইলেও উন্মাদের প্রলাপোক্তি ভিন্ন কখনই যথার্থ সারবাক্য বলিয়া গ্রাহ্য হইতে পারে না। অন্য পরে কা কথা, প্রায় দুই বৎসর অতীত হইতে চলিল, কলিকাতার কুমারটুলিস্থ কোন একজন হাইকোর্টের এটর্ণির বাটীতে তাঁহার পুত্রের পীড়া উপলক্ষে একসময়ে কয়েকজন কবিরাজ একত্রিত হন্, বিলাত ফেরত দেশী ডাক্তারও সে স্থলে একজন ছিলেন। যাহা হউক, ডাক্তারের কথা এস্থলে বক্তব্য নহে, তবে বলিব আমাদের এই কবিরাজেরই কথা। সেই রোগীর চিকিৎসা

উপলক্ষে কথাবার্ত্তায় আমি চরকের একটা বচন লইয়া ঋষিবাক্যের মাহাত্ম্য বুঝাইতে চেষ্টা করি। পাঠকগণ শুনিয়া স্তম্ভিত হইবেন যে, একজন নামজাদা ঈষৎ ইংরাজী অলোকপ্রাপ্ত কবিরাজ তৎক্ষণাৎ আমার মুখের উপরেই উত্তর দেন যে, "পাগলের মুখ হইতে কি কখনও ভাল কথা বাহির হইতে পারে না?"

অর্থাৎ ইহার ভাবার্থ এই যে, চরকের প্রায় ষোল আনা কথাই উন্মাদের প্রলাপোক্তি! তবে হাঁ মধ্যে মধ্যে দুই একটা ভাল কথা থাকিতে পারে! "কিমাশ্চর্য্যমতঃ পরং"। কব্‌রেজ মশাই! যে ঋষিবাক্যের কণামাত্র আভাস পাইয়া আজ আপনাকে কবিরাজ বলিয়া পরিচয় দিতেছেন, যে ষোল আনা আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রের আনামাত্র অংশ শিক্ষা করিয়া আজ কলিকাতার সহরে গাড়ী-জুড়ি হাঁকাইয়া মনের সাধ মিটাইতেছেন, সেই ঋষিবাক্যই হইল প্রলোপক্তি! তাহাই হইল অসার! আর স্বার্থসিদ্ধির জন্য পশারবৃদ্ধির ও রক্ষার জন্য দেশ কাল ও পাত্র বুঝিয়া কথায় কথায় বিলাতি বুকনী ঝাড়িয়া কোনমতে পশারটা বজায় রাখাই হইল যথার্থ বুদ্ধিমানের কার্য্য! ভগবতি বসুধে! তুমি দ্বিধা হও, আর ক্ষণবিলম্ব না করিয়া আশ্রয়দান কর! কেননা এ ঘুঘুদলের মধ্যে আর ক্ষণমাত্রও থাকিতে ইচ্ছা নাই!

বড় দুঃখেই আজ এ স্থলে এ সকল কথা লিখিলাম। অন্তরের অসীম যন্ত্রনাতেই কাঁদিয়া ফেলিলাম। সম্পূর্ণ অসহ্য বলিয়াই মৃত্যুকামনা করিলাম। আহা! এমন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর, এমন অত্যাশ্চর্য্য, এমন সারগর্ভ ও প্রগাঢ় বিজ্ঞানসম্মত আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্র কালবশে বিধির বিড়ম্বনায় ও আমাদের দুর্ভাগ্যদোষে আজ্ অবৈজ্ঞানিক ও প্রলাপোক্তি বলিয়া ঘোষিত হইল! আর প্রকৃতপক্ষে যাহা এখনও সম্পূর্ণ বিজ্ঞানত্বে পৌঁছে নাই, যাহা এখনও ভারতীয় প্রাচীন আর্য্যবিজ্ঞানের নিকট বালকবৎ শিক্ষা করিবার যোগ্য, তাহাই আজ বিজ্ঞান, তাহাই আজ্ যথার্থ বেদবাক্যে পরিণত হইল! স্বর্গ নরকে গেল এবং নরক স্বর্গে উঠিল! সুতরাং ইহার বাড়া আশ্চর্য্য ও আমাদের পক্ষে ক্ষোভজনক যে আর কি হইতে পারে, তাহা আমরা প্রকৃতপক্ষেই বুঝিতে অক্ষম।

অথবা যদি বল যে, আর্য্যঋষিগণ-নির্দ্দিষ্ট আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্র যে যথার্থই বিজ্ঞানসম্মত, ইহাতে যে সত্যসত্যই কোন বিশেষ সারবত্তা আছে, একথা কিরূপে কোন্ যুক্তিতে স্বীকার করিতে পারি? কেন না প্রবন্ধ লেখকের ন্যায় একজন আয়ুর্ব্বেদে সম্পূর্ণ গোঁড়া কবিরাজের ২।১০ টা মূল মূল করিয়া চীৎকার ধ্বনিতে

কুত্রাপিও কখন এমন জ্ঞানের পরিচয় প্রাপ্ত হই নাই। কেবল লর্ডবেকনের চিন্তাশীল লেখাতে ইহার তুল্য কথা দেখিয়াছি"।

আজ্ আর আমরা এস্থলে কোন কথাই বলিব না। বলিব না বটে, কিন্তু বিলাতীপ্রিয় পাঠকগণের নিকট করপুটে নিবেদন এই যে, তাঁহারা যেন পলবারথোলমের এই উক্তিটার বিষয় একটু ধীরচিত্তে মনঃসংযোগ পূর্ব্বক একবার চিন্তা করিয়া দেখেন। কেননা স্বধর্ম্ম-বর্জ্জিত ও পর ধর্ম্মে সম্পূর্ণ আসক্ত ভারতবাসীর মধ্যে যদি একজন লোকেরও এই উক্তিদ্বারা স্বধর্ম্মে আস্থা আইসে, স্বজাতির আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে ভক্তি ও বিশ্বাস জন্মে, তবে আমরা এ জীবনের প্রকৃতপক্ষেই সার্থকতা অনুভব করিব। ক্রমশঃ—

সম্পাদক।

দৃষ্টফল ঔষধ ও চিকিৎসা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

বিল্বফল (Ægle Marmelos.)

বিল্বফল ধাতু পুষ্টিকর, পাচক, উদর ও সমুদয় শরীরের বলকারক ও অতি স্নিগ্ধ ধারক। কফাত্মিকা নাড়ীর অর্থাৎ মিউকস্ মেম্ব্রেনের (Muccus Membrane) প্রকোপ ও বিকারবিনাশক, আর আমাশয় এবং রক্তাতিসার নিবারক। ইহাতে উদর দুর্ব্বল ও কোষ্ঠবদ্ধ করে না, ইহা সেবন করিলে শরীর সবল ও স্বভাবস্থ হয় এবং কোষ্ঠ পরিস্কার রাখে। বোধ হয় ইহার আঠাতেই মহোপকারী গুণ আছে, ডাঃ মূর সাহেব (Dr: U. J. Moor) বলেন যে ইহার আঠাতে ট্যানিক্ এসিড্ (Tannic acid) বিদ্যমান থাকাতে অন্ত্রস্থ মিউকসমেমব্রেনের সংকোচক ক্রিয়া প্রকাশ করে। কিন্তু আবার কিয়ৎ পরিমাণে কোষ্ঠপরিস্কারক। এই উভয় গুণের সমাবেশ আর কোন সংকোচক ঔষধমধ্যে দৃষ্ট হয় না। ঈশ্বরের কি অনির্ব্বচনীয় মহিমা! একই দ্রব্য কিন্তু দুই বিপরীত ক্রিয়া প্রকাশ করে। ইহা পুরাতন উদারাময় ও আমাশয় রোগে বিশেষ উপকারী। আরো বিশেষতঃ যখন বালকদিগের পর্য্যায়ক্রমে উদরাময় ও কোষ্ঠবদ্ধতা বর্ত্তমান থাকে, তখন বেলের কাথই একমাত্র ঔষধ *।

* Vide "Amanual of Family medicine for Indice. My U. J. Moore C. I. E. page 24.

অন্ত্রস্থ পীড়াসমূহে বিল্বফলের মহোপকারিতা শক্তি রিড Rheede (Hort. Malab, Vol, iii. P. 37), Burman. (Tlor, Ind., Ed. 1768, P. 109) সাহেবদ্বয় ও অন্যান্য পুরাতন লেখকেরা অবগত ছিলেন ও বহু পুরাতন পত্রিকায় সাধারণের অবগতির জন্য লিখিয়া গিয়াছেন তাহার প্রমাণ থাকিলেও ইংরাজী ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে চিকিৎসক শিরোভূষণ সার র‍্যানাল্ড মার্টীন সাহেব (Ser Ranald Martin) ল্যান্সেট নামক প্রসিদ্ধ ইংরাজী চিকিৎসা বিষয়ক পত্রিকায় উহার বিস্তারিত গুণাবলী লিপিবদ্ধ করিয়া চিকিৎসকমণ্ডলীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন *। ডাঃ জে সর্ট (Dr: J. Short) ও ডাঃ জে নিউটন্ (Dr: J. Newton) বহু পরীক্ষাদ্বারা আমাশয় রোগে বেলের অসাধারণ গুণ মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। ডাঃ জে, এ, গ্রীন (Dr: J. A. Green) সাহেবের মতে, ইউরোপীয়ান্দিগের অত্যন্ত কোষ্ঠবদ্ধতা ও উদরাধ্মান সংযুক্ত ডিস্পেপ্সিয়া (Dyspepsia) রোগে, প্রতিদিন প্রাতে পক্কবেলের সরবত্ বিশেষ উপকারী। তিনি আরও বলেন যে, অপক্ক বিল্বফল ৬ ঘণ্টা কাল অগ্নিদগ্ধ করিয়া লইলে আমাশয় রোগে অত্যন্ত ফলপ্রদ ও সংকোচক (powerful astringent) বলিয়া দেশীয় লোকে সর্ব্বদাই ব্যবহার করে। ডাঃ বি, বসু (Dr: B. Bose) বলেন;—ওলাউঠা প্রাদুর্ভাবে প্রতিদিন প্রাতে বেলের সরবত্ পান করিলে ওলাউঠার আক্রমণ হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। যেহেতু ঐ সময়ে কোষ্ঠ পরিস্কার রাখা বিশেষ আবশ্যক। আর কোষ্ঠবদ্ধতা অথচ বিরেচন যাহাতে না হয়, সে বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখা উচিত। বিল্বফলের বিস্তারিত গুণাবলী নিম্নলিখিত মহোদয়েরা লিখিয়া গিয়াছেন Dr: H. Grant (Indian. Aun. of Med. Sci., 1854. Vol ii, H. 224) Dr. Hugh Cleghorn (Ibid., p. 222) Baboo Ram Comal sen (Cal. Md. Phys. Trans., Val. iv. P. 11), Dr. Pereira (Pharrn. Joun., Val. ×. P. 165).—(Technologist, April Rt, 1866, Vol vi, N. 396) Lieut. Pogson (Journ. Agri Hort. Sol. of Indiw, 1858, vol + P ii P. 157) এতদ্ভিন্ন অধুনা ডাক্তারী চিকিৎসাগ্রন্থমাত্রেই বিল্বফলের বিষয় লিখিত আছে দৃষ্ট হয় ও নানারকমে ব্যবহৃত হইয়া থাকে যথা।—Bael mirtue, Extract of Bael, Liquid Extract of Bael, Bael Jelly,

* (Lancet, 1853. Vol. II. P. 53.)

Decoction of Bael, Syrup of Bael ইত্যাদিও ইহাদের প্রস্তুত করণ নিয়মাবলী ফারমাকোপিয়া Pharmacopoea নামক ডাক্তারী পুস্তকে বিশেষ-রূপে লিখিত আছে।

ক্রমশঃ—

বাগবাজার,
কলিকাতা। } শ্রীশরচ্চন্দ্র নিয়োগী।

(সম্পাদকীয় বক্তব্য)

জমীদার বাবু শরচ্চন্দ্র নিয়োগী মহাশয়ের লিখিত ভারতের সর্ব্বজন-বিদিত এই বিল্বফলের গুণাগুণ বিষয়ে এতগুলি বিলাতী ডাক্তারের দোহাই দেওয়া সঙ্গত হইয়াছে কি না, সে বিচার পাঠকমণ্ডলীই করিবেন। আমরা কিন্তু আমাদের এই দেশীয় বিল্বফলের দেশীয়মতে দেশীভাবেই গুণাগুণ বিচার করিতে চাহি। কিন্তু কেবলমাত্র কি বেলের কাঁচা পাকা ফলই উপকারী? তাত নয়, ইহার কাঁচা ও পাকা ফল; ইহার মূল, পাতা, ডাঁটা, ছাল ও কাষ্ঠ ইত্যাদি যাহা কিছু, তৎসমস্তই হিন্দুর নিকট পরম পবিত্র ও অশেষ কল্যাণজনক বলিয়া সর্ব্বত্র বিদিত। এ কথাটা প্রকৃতই ঠিক্ খাঁটী কথা; কেন না একই বেলের পাতার রসদ্বারা বায়ু ও কফাশ্রিত নানাবিধ জ্বর, শোথ ও বাতরোগ প্রভৃতির আশ্চর্য্য শান্তি হয়। একই বিল্বমূল নানাবিধ তৈল, ঔষধ, ঘৃত ও পাঁচনাদিতে অতি প্রধান অঙ্গ বলিয়া ব্যবহৃত হয়। একই কাঁচা বেল পোড়াইয়া ভক্ষণ করিলে তদ্দ্বারা আমাশায়াদি দারুণ কষ্টকর ব্যাধির শান্তি হয়, আবার কোষ্ঠ-বদ্ধ রোগে পক্ক বেলের ন্যায় ফলপ্রদ ঔষধ ও পথ্য আর নাই। সুদারুণ অজীর্ণ ও পুরাতন গ্রহণী আদি রোগে একমাত্র কাঁচাবেলের মোরব্বা ভিন্ন রোগীর জল খাওয়ার পথ্য অন্য আর কোন পদার্থই দেখিতে পাওয়া যায় না। কেবল তাহাই নহে, একমাত্র বিল্বফল সংসৃষ্ট চরণামৃত পানে যে কত কত উৎকট ব্যাধির শান্তি হইয়া থাকে, তাহার আর ইয়ত্তা নাই। বেলের এইরূপ অসাধারণ গুণের পরিচয় পাইয়াই একই বিল্বের মূল হইতে মস্তক পর্য্যন্ত আর্য্যগণ ব্যবহার করিতে পরামর্শ দিয়া গিয়াছেন, সুতরাং সে তুলনায় আজ বিলাতী প্রভুরা ২।১০ টা কাঁচা ও পাকা বেলের পৃথক্ পৃথক্ গুণের পরিচয়ে মুগ্ধ হইয়া যে কথা লিপীবদ্ধ করিয়াছেন, বিল্বব্যাপী ভারতবর্ষে বিল্বভক্ত ভারতবাসীর নিকট সে বিলাতী বাক্যের আলোচনা আর না করাই ভাল। কেমন নয় কি?

সম্পাদক।

আমাদের দেশে উপদংশ ব্যাধির চিকিৎসা।

(এলোপ্যাথি)

উপদংশ ব্যাধিটী অতি ঘৃণাকর রোগ হইলেও এক্ষণে ইহা এত সাধারণ যে, হিমালয় পর্ব্বত হইতে সুদূর কুমারিকা অন্তরীপ, হিন্দুকুশ পর্ব্বত হইতে জঙ্গলাকীর্ণ অসভ্য লোকপূর্ণ মনিপুর ও গারো প্রদেশ, এই চতুঃসীমার মধ্যে এমত স্থান নাই, যেখানে এই রোগ দৃষ্ট না হয়। এই ব্যাধির উৎপত্তি, বিস্তৃতি-প্রভৃতি বিষয়ে বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া আমাদিগের এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। সচরাচর কি ভাবে এই রোগ আমাদের দেশের লোকসাধারণমধ্যে জন্মে, প্রথমাবস্থায় রোগ কি ভাবে চিকিৎসিত হয় ও শেষে তাহার কি পরিণাম দাঁড়ায় তৎসম্বন্ধে দুই চারি কথা বলাই আমাদের উদ্দেশ্য।

যে ব্যাধি জীবনান্ত হইলেও অন্তর্হিত হয় না, পুরুষ পুরুষানুক্রমে যে ব্যাধির দুর্দ্দম্য যাতনায় কষ্ট পাইতে হয়, যাহাতে শরীরকে সর্ব্বব্যাধির আকর করিয়া তুলে ও জীবনের অবসান যাহাতে শান্তি বলিয়া রোগীর নিকট বিবেচিত হয় ও সেই কদর্য্য ব্যাধি কি ভাবে অস্মদ্দেশে উপেক্ষিত হয়, হাতুড়ের হাতে পড়িয়া সামান্য আকারের রোগ কিরূপে কঠিন আকার ধারণ করে ও সম্ভ্রান্ত বংশকে কিরূপে ধ্বংস করে, তাহা বোধ হয় সহৃদয় ব্যক্তিমাত্রেই প্রতিনিয়ত স্বচক্ষে দৃষ্টি করিতেছেন।

যৌবনস্বভাবসুলভ অভ্যাসদোষে এই কুৎসিৎ রোগ জন্মিবামাত্র কখনই তাহা আরোগ্যকরণ জন্য উপযুক্ত উপায় অবলম্বিত হয় না। সংস্রব-দোষে রোগ সংক্রামিত হইবামাত্র যদি প্রকৃষ্ট উপায় অবলম্বিত হয়, তাহা হইলে পরিণাম ফল প্রায় অসন্তোষজনক হয় না। কিন্তু তাহা না হইয়া রোগ জন্মিবামাত্র রোগী তাহা গোপনে আরোগ্য করণমানসে অপ্রকৃষ্ট উপায় সকল অবলম্বন করে। ভদ্রবংশজ ব্যক্তির, কোন আপিসের বা রেলের অথবা পুলিশের বাবুর শরীরে এই রোগ সংক্রামিত হইলে বা সংক্রামিত হইয়াছে সন্দেহ হইলে পাছে আত্মীয় স্বজন, অভিভাবক ও স্ত্রী পুত্রাদিতে

জানিতে পারে, এই আশঙ্কায়, তাড়াতাড়ি পীড়িত স্থানে কষ্টিক প্রয়োগ করিয়া থাকেন। এই কষ্টিক প্রয়োগপক্ষে তাঁহার জনৈক ভুক্তভোগী বন্ধুই সাধারণতঃ সহায়তা করেন। বন্ধুর নিজের ঐরূপ হইয়াছিল, কষ্টিক প্রয়োগে তিনি সম্পূর্ণরূপে রোগমুক্ত হইয়াছিলেন, এইরূপ আশ্বাসবাক্য পাইয়া থাকেন। তাহাতে ফল এই হয় যে, ক্ষতস্থানে উপদংশজক্ষত বিবেচনায় উগ্রকষ্টিক প্রয়োগ করিলেন, ঐ স্থান ক্রমশঃ দৃঢ় হইল, স্বাভাবিক আকার পরিবর্ত্তিত হইল, কষ্টিকের উগ্রতাবশতঃ হয়তো প্রদাহ বিস্তৃত ও স্থায়ী হইয়া ফাইমোসিস্ (মুদা) রোগের উৎপত্তি হইল অথবা ক্ষত স্থানটী হয়তো বর্দ্ধিতায়তন হইয়া আরও কষ্টদায়ক হইয়া উঠিল। কুঁচ্‌কিতে গ্রন্থি সকল স্ফীত হইল, তাহাতে উগ্র আইওডিনের প্রলেপ প্রযুক্ত হইল, সে গুলিতে অসময়ে পূয়োৎপত্তি হইল, কিন্তু উপরিভাগের চর্ম্ম দৃঢ় অবস্থায় থাকিল, পূয় ক্রমশঃ ভিতরস্থ সমস্ত গ্রন্থিতে জন্মিল। অথবা গ্রন্থি গুলির মধ্যে পূয়োৎপত্তি না হইয়াও সেগুলি আয়তনে বর্দ্ধিত, বেদনাযুক্ত ও অভ্যন্তর প্রদেশ মধুচক্রের আকার ধারণ করিয়া থাকিল। এই সকল অর্ব্বাচীনের উপায় অবলম্বনে রোগের প্রতিকার হইতেছে না, সত্বরে হয়তো বাটী যাইতে হইবে, বিলম্ব হইলে স্ত্রী জানিতে পারিবেন, কিম্বা অভিভাবকেরা জানিতে পারিলে তিরস্কৃত হইবেন, এইরূপ সাত পাঁচ ভাবিয়া অগাধ বিপদ সাগরে ঝাঁপদিতে উদ্যত হইলেন, ভয়ে ভয়ে ভয়ঙ্কর বিষের আশ্রয় লইলেন, বংশাবলীকে জন্মের মত বিপদ্‌জালে জড়িত করিলেন—অযথা উপায়ে অযথা মাত্রায় পারদ সেবন করিলেন। চুপে চুপে রোগ আরোগ্য করিতে গিয়া জন্মের মত নিজের ও বংশাবলীর শরীর ধ্বংস করিবার উপায় করিলেন। পারদের অসাধারণ ক্ষমতায় ক্ষত শুষ্ক হইল, বাঘি বসিয়া গেল, শরীর কতকটা স্বচ্ছন্দতা লাভ করিল, রোগী মনে করিলেন রোগ আরোগ্য হইল, মুখে আনন্দ চিহ্ন দেখা দিল। কিন্তু দুদিন যাইতে না যাইতে ধাতুগত পারদচিহ্ন সকল শরীরের সর্ব্বস্থানে দেখা দিল, পূর্ব্বদিকের শীতল বায়ু প্রবাহে সন্ধি সকল স্ফীত হইল, ক্রমশঃ শরীর পঙ্গু হইয়া উঠিল। আজীবনের মত অকর্ম্মণ্য হইয়া উঠিলেন। তখন রোগ সংক্রামণের সময় হইতে বর্ত্তমান অবস্থা পর্য্যন্ত চিন্তা করিতে করিতে, শয্যায় শায়িত থাকিয়া বিবিধ প্রকার যন্ত্রণা ভুগিয়া ও আত্মীয় স্বজনগণকে দিয়া লোকান্তরিত হইলেন। ইতিমধ্যে কত উপায়

করিলেন, কত আর্থ ব্যয় করিলেন, কিন্তু ইহ জীবনের মধ্যে পূর্ব্বস্বাস্থ্য লাভ বা পূর্ব্বসুখ আর কিয়দ্দিবসের জন্যও পাইলেন না। এই রোগসংক্রামনের পর যে সন্তান উৎপাদিত করিলেন, তাহাকে তাঁহার যাতনার উত্তরাধিকারী করিয়া রাখিয়া গেলেন। উপদংশ ব্যাধির সংক্রামণ হইতে জীবনের শেষদিবস পর্য্যন্ত উপরে যে অবস্থান্তর প্রাপ্তির বিষয় বর্ণিত হইল, ইহা কদাচ অতিরঞ্জিত বলিয়া সহৃদয় পাঠকের নিকট বিবেচিত হইবে না। তবে দু এক স্থলে রোগী, রোগের পরিণতাবস্থায় কিছু সাবধান হওয়ায় ঐ সকল লক্ষণের হ্রাস্বতা দৃষ্ট হওয়া অসম্ভব নহে। কিন্তু অধিকাংশ স্থলে যে অযথা উপায় অবলম্বিত হওয়ায় রোগীকে বিড়ম্বনা ভোগ করিতে হয়, ইহা আমরা শপথ করিয়া বলিতে পারি। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, অনেক স্থলে প্রকৃত রোগ না জন্মিলেও রোগী স্বীয় পাপকার্য্যের কথা স্মরণ করিয়া প্রকৃত রোগ জন্মিয়াছে বিবেচনায় তাড়াতাড়ি গোপনভাবে রোগ হইতে মুক্তি লাভের প্রত্যাশায়, হাতুড়ের হাতে অমূল্য স্বাস্থ্য অর্পণ করিয়া সামান্যাকারের রোগকে কঠিনতর করিয়া তুলেন। প্রথম অবস্থায় সুচিকিৎসকের হাতে আত্মসমর্পণ করিলে হয়তো এবম্বিধ বিড়ম্বনা সহ্য করিতে কিম্বা আত্মীয় স্বজনকে অপার দুঃখে ভাসাইয়া অসময়ে ইহ সংসার ত্যাগ করিতে হইত না। কঠিন আকারের রোগেও প্রথম হইতে সুচিকিৎসকের হাতে পড়িলে সহজে রোগ হইতে মুক্তি লাভ করিয়া জীবনের শেষাংশ স্বচ্ছন্দে অতিবাহিত করা অসম্ভব হইত না। যে বৃত্তান্ত প্রদত্ত হইল, ইহা সাধারণতঃ একটু ভদ্র মহলে দৃষ্ট হয়। অস্মদ্দেশের ইতর মহলের মধ্যে এই রোগের চিকিৎসা-প্রণালী আরও ভয়ানক। আগামী বারে সে বিষয়ে যৎকিঞ্চিৎ বিবৃত হইবে।

ক্রমশঃ—

মোল্লাবেলিয়া
২১শে ফাল্গুন ১২৯৯।

ডাক্তার শ্রীরজনীকান্ত মুখোপাধ্যায়।

সম্পাদকীয় বক্তব্য।

ডাক্তার রজনী বাবুর এ প্রবন্ধের সুখ্যাতি আমরা প্রাণ ভরিয়াই করিতে পারি। কেননা যতদূর সম্ভব এ প্রবন্ধে তাঁহার অশেষবিধ গুণপনা প্রকাশিত হইয়াছে। দেশ কালপাত্রের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে তিনি উদাসীন হন্ নাই। পরন্তু ভাষার সরলতা ও লালিত্য প্রভৃতি কোন গুণেই অঙ্গহীন হয়

নাই। তাহা ছাড়া ইহার উপকারিতা ও উপযোগিতা সম্বন্ধে ত আর কোন কথাই নাই। সুতরাং আশা করি, এহেন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ও শিক্ষাপ্রদ প্রবন্ধ পাঠ করিয়া আমাদের ন্যায় পাঠকগণও তৃপ্তিলাভ করিতে পারিবেন।

চি, স, সম্পাদক।

আমাদের ছাপাই।

চিকিৎসা সম্মিলনীর সম্পাদকীয় স্তম্ভে যে সকল মুষ্টিযোগ বা পাচনাদি প্রকাশিত হয়, তাহাদের দৃষ্টফলত্বে সাধারণকে সংশয়শূন্য করিবারজন্যই আমরা নিম্নের পত্র খানি অতি আগ্রহের সহিত প্রকাশ করিলাম।

মাননীয় শ্রীযুক্ত চিকিৎসা-সম্মিলনী সম্পাদক,

মহাশয়, যকৃৎ ও কামলাগ্রস্ত হইয়া কতশত শিশু যে অকালে প্রাণ হারায়, তাহার আর ইয়ত্তা নাই। সংপ্রতি আমি এইরূপ একটী কামলাগ্রস্ত শিশু সন্তানের চিকিৎসা লইয়া বড়ই ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম। এলোপ্যাথি আদি চিকিৎসার শরণ লইয়া তাহার কোন উপকারই করিতে পারি নাই। অতঃপর আপনার সম্মিলনীর ৭ম খণ্ড ৪র্থ ও ৫ম সংখ্যায় যে কামলা রোগের দৃষ্টফল ঔষধ আছে, তাহাই দেখিলাম। দেখিয়া সম্পূর্ণরূপে ভক্তি ও বিশ্বাস করিতে পারিলাম না। কিন্তু অবশেষে নিরুপায় দেখিয়া আপনারই আশ্রয় লইলাম। আপনার লিখিতমাত্রার নিয়মানুসারে ॥০ আনার স্থলে ৵ আনা পরিমাণ দিলাম। *

বলিব কি, মহাশয় বলিতে আনন্দরসে অন্তঃকরণ আপ্লুত ও শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে, আপনার ঔষধকে ও আপনাকে কোটী কোটী নমস্কার করি। এক সপ্তাহ ঔষধ সেবন করিতেই প্রায় নিরাময় হইল। কোথায় জ্বর হস্ত পদের ফুলা ও সর্ব্বাঙ্গের হরিদ্রাবর্ণ পলায়ন করিল। পরে আর এক সপ্তাহ ঔষধ সেবন করাতে সম্পূর্ণরূপে আরোগ্যলাভ করিল।

---

* । ঔষধগুলি কি, তাহা অবশ্যই এস্থলে বলিতেছি যথা—হরীতকী, বহেড়া, আমলকী, গুলঞ্চ, দারুহরিদ্রা ও নিমছাল, মাত্রা বয়সভেদে প্রত্যেক দ্রব্য ৵০ আনা হইতে ॥০ আনা বা তদধিক ওজনে লইতে হয়।

আরোগ্য হওয়ার পরও আমি ঔষধ তাহাকে এক সপ্তাহ সেবন করাইয়াছিলাম। ঔষধের ক্ষমতা দেখিয়া, ঔষধ সেবন রহিত করিতে ইচ্ছা হয় না। মহাশয়! এরূপ সামান্য দ্রব্য, যাহা গৃহস্থমাত্রেই চতুর্দ্দিকে ফেলিয়া ছড়াইয়া রাখিয়া দেয়, সেই দ্রব্যে উৎকট উৎকট রোগ আরাম হয়, ইহা আমরা না দেখিয়া দেশ দেশান্তরে ছুটিয়া বেড়াই কেন? মৃত্যুর মুখ হইতে এই রোগীটীকে কাড়িয়া আনা হইয়াছে। মহাশয়! এক্ষণে আমি আপনাকে বিশেষ রূপে অনুরোধ করিতেছি, যে এই রোগসম্বন্ধে এইরূপ সহজ সহজ ঔষধ (যাহা গৃহস্থে অল্প আয়াসে প্রাপ্ত হইতে পারে) যদি থাকে, তবে অনুগ্রহ পূর্ব্বক সম্মিলনীতে প্রকাশ করিয়া চিরবাধিত করিবেন। এবং এই রোগের সহিত যদি শিশুদিগের আমাশয়, রক্ত আমাশয়, পেটফাঁপা, পেট বেদনা করা প্রভৃতি রক্ত আমাশয়ের উপসর্গ সকল বর্ত্তমান থাকে, তবে কি ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য, তাহা কৃপা প্রদর্শন করত সম্মিলনীতে প্রকাশ করিবেন। মহাশয়! আমি এপত্র আপনাকে সম্মিলনীতে প্রকাশ করিবার জন্য লিখিলাম না। আমি যেরূপ আহ্লাদিত হইয়াছি, ইহাতে আপনাকে পত্র না লিখিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না। আপনার ঔষধের গুণ এজন্মে ভুলিতে পারিব না। জগদীশ্বরের নিকট কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করিতেছি, যেন সম্মিলনী অমর হয় ও আপনার দীর্ঘায়ু হয়। ইতি তারিখ ১ ফাল্গুন।

নিবেদক—

জৌগ্রাম, বর্দ্ধমান। } শ্রীনগেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায়।

সম্পাদকীয় বক্তব্য।

আমরা আমাদের নিজের গুণপনা সম্বন্ধে এ স্থলে আর কোন কথাই বলিতে চাহি না। তবে পাঠকগণ, আমাদের লিখিত মুষ্টিযোগ বা পাঁচনাদির প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করিতে ঔদাস্য না করেন, ইহাই প্রার্থনীয়। তথাপি আমাদের লেখক মহাশয়কে এস্থলে এইটুকু বলিতে চাহি যে, এই পাচনের মধ্যস্থিত ৬ খানি দ্রব্যের এক একটা দ্রব্যেরই শক্তি এতদূর অসাধারণ যে, তাহা চিন্তা করিলে শরীর রোমাঞ্চিত হয়। একই হরীতকী সর্ব্বব্যাধি নাশক, একমাত্র বহেড়া অসংখ্য রোগের ধ্বংস করে,

একই আমলকীর গুণ অসংখ্য, গুলঞ্চের ত আর কথাই নাই, দারুহরিদ্রাও আশ্চর্য্য-শক্তিবিশিষ্ট, আর নিমের বিষয় অধিক কি বলিব? সুতরাং এহেন অসাধারণ শক্তিবিশিষ্ট ছয়খানি দ্রব্যের একত্রসমাবেশে যে অত্যাশ্চর্য্য গুণ প্রকাশ পাইবে, সে কথা বলাই বাহুল্য। দুঃখের বিষয় এই যে ভারতবাসী কিন্তু অদৃষ্টদোষে অনেক দিন হইতেই গৃহস্থিত এ সকল অনুপম ও অমূল্য রত্ন রাজিকে পদাঘাত করিয়া এখন ক্রমশঃ সেই পাপেরই উপযুক্ত ফলভোগ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন! জানি না এ দারুণ পাপের আর কোনও রূপ প্রায়শ্চিত্ত আছে কি না।

সম্পাদক।

প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ মুষ্টিযোগ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

৩। চর্ম্ম রোগাধিকার।

(ক) চুলকণা।

১। * ভস্ম ফিটকারী চূর্ণ আধতোলা, এক পোয়া কটু তৈল সহ মিশ্রিত করিয়া তাহাতে নেকড়া ভিজাইয়া লৌহের শিকে জড়িত করতঃ শল্‌তা প্রস্তুত করিবে; ঐ শলিতার মাথায় আগুণ ধরাইয়া উহার নিম্নে লৌহপাত্র রক্ষা করিলে প্রজ্বলিত শলিতা হইতে দগ্ধ তৈল পড়িতে থাকিবে এবং শলিতার গোড়ায় ক্রমশঃ ঐ তৈল ঢালিতে থাকিবে; দগ্ধ তৈলপড়া বন্ধ হইলে তাহাতে তুতিয়া ভস্ম ।০ আনা উত্তম রূপ মিশাইয়া পীড়িত অঙ্গে মর্দ্দন করিলে আরোগ্য হইবে।

২। * নারিকেল তৈল /০ এক ছটাক, কর্পূর ॥০ আধতোলা, তুতেভস্ম ৵০ দুই আনা একত্রে মিশ্রিত করতঃ চুলকাণীতে মর্দ্দন করিলে আরোগ্য হয়।

৩। † ছানা ও চিনি সমভাগে উদর পূর্ণ করিয়া ভক্ষণ করিলে চুলকণা আরোগ্য হয়।

৪। * বৃহতী ও নিমপত্র ঘৃতে ভাজিয়া ভক্ষণ এবং কাঁচা হরিদ্রা ও নিমপত্র একত্রে পেষিয়া পীড়িত অঙ্গে মর্দ্দন করিলেও চুলকণা আরোগ্য হয়।

৫। † নারিকেল তৈল মধ্যে কিঞ্চিৎ কর্পূর ও মোনছাল রাখিয়া রৌদ্রে উত্তপ্ত করতঃ পীড়িত অঙ্গে ঘন ঘন লাগাইলে চুলকাণী ভাল হয়।

পুঁটিয়া
রাজসাহী } ডাক্তার শ্রীনলিনী নাথ মজুমদার।

সম্পাদকীয় বক্তব্য।

পাঠকগণ এ সকল মুষ্টিযোগ বাক্যে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারেন। ইহাদের মধ্যে কোন কোনটী আমাদের দ্বারাও পরীক্ষিত। চি,স,সম্পাদক।

আয়ুর্ব্বেদীয় সদৃশচিকিৎসা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

বিলম্বিকা।

এই পীড়াও এক প্রকার বিসূচিকা রোগের প্রকারান্তর ভিন্ন আর কিছুই নয়। ইহাতেও কখন মলভেদ বা বমি হইতে দেখা যায় না। বাতশ্লেষ্মার অত্যন্ত প্রকোপবশতঃ ভুক্তান্ন সাতিশয় দূষিত হইয়া একবারে পিণ্ডের ন্যায় কঠিন হইয়া থাকে। ঊর্দ্ধ বা অধঃ কোন দিকেই নির্গত হইতে পারে না। এই সময় যদি কোন ঔষধ সেবন করিতে দেওয়া যায়, তাহাও ভুক্তান্নের সহিত কঠিন হইয়া থাকে। সুতরাং তাহার কোনও ক্রিয়া প্রকাশ হইতে পারে না। এই জন্য এই রোগ নিতান্ত দুশ্চিকিৎস্য। অলসিকা পীড়ায় যে প্রকার তীব্র যন্ত্রণা উপস্থিত হইয়া থাকে, ইহাতে তাহা হয় না। কিন্তু এই পীড়ায় আক্রান্ত হইলে বহুভাগ্য বলে কদাচিৎ কাহারো জীবন রক্ষা হয়।

অলসিকা, বিলম্বিকা এবং বিসূচিকা রোগের শেষাবস্থায় যে প্রকার নিয়মে যে সকল ঔষধ প্রয়োগ করিলে সবিশেষ উপকার হইবার সম্ভাবনা, এক্ষণে তাহাই বলা যাইতেছে। এই সকল অবস্থায় ঔষধ সেবন করিতে দিলে যতদূর উপকার হয়, তদপেক্ষা বাহ্য প্রয়োগে অধিক উপকার হইতে

দেখা যায়। পিপুল, মরিচ, শুঁঠ, করঞ্জবীজ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা এবং ছোলঙ্গ লেবুর মূল উত্তম রূপে চূর্ণ করিয়া সমভাগে জলের সহিত মর্দ্দন করতঃ বটী প্রস্তুত করিয়া ছায়ায় শুখাইয়া লইবে। পরিশেষে এই বটী মধুর সহিত ঘর্ষণ করিয়া চক্ষুতে অঞ্জন প্রদান করিলে পীড়ার উপশম হয়। উপরোক্ত দ্রব্য গুলি পরস্পর সংমিশ্রিত হইলে অন্যরূপ গুণ প্রাপ্ত হয়। শ্বেত অপামার্গপত্র ও গোলমরিচ সমভাগে ঘোটকের মুখনিঃসৃত লালার সহিত বাঁটীয়া চক্ষুতে অঞ্জন দিলে শরীরাভ্যন্তরে ইহার যে অনুপ্রবেশ হয়, তদ্দ্বারা দোষের শান্তি হইতে পারে। আবার কেহ কেহ বলেন কোষ্ঠবদ্ধ হইয়া জীবনান্ত হইবার উপক্রম হইলে অণুপরিমাণে অহিফেন সেবন করিতে দেওয়া কর্ত্তব্য। অহিফেন অধিক পরিমাণে সেবিত হইলে মলরোধক হয়, তাহা সকলেই অবগত আছেন, কিন্তু উহাই যদি অত্যল্প পরিমাণে সেবন করিতে দেওয়া যায়, তাহা হইলে মলের প্রবর্ত্তকই হইয়া থাকে। যখন দেখিবে, মলরোধ হইয়াছে তখন অবশ্যই জানিতে হইবে যে, অহিফেনের সমধর্ম্মী অন্য কোন বিষপদার্থ শরীরে উৎপন্ন হওয়াতেই ঐরূপ ঘটনা হইয়াছে, সুতরাং অহিফেন দ্বারাই ঐ বিষ নিবারিত হইবে। অহিফেন অনুমাত্রায় দেহস্থ হইয়া মলের রোধক হয় না, অথচ দেহস্থ বিষের নাশমাত্র করিয়া দেহকে স্বাভাবিক অবস্থায় আনয়ন করে, তজ্জন্য আপনা আপনি মলপ্রবৃত্তি হইয়া থাকে। এই জন্যই দার্শনিকগণ কহিয়াছেন যে, "দুর্নিবার কোষ্ঠরোধ উপস্থিত হইলে অহিফেন দ্বারা তাহা নিবারিত হয়।" *

ক্রমশঃ—

জলপাইগুড়ী
দীনবাজার } শ্রীপ্রসন্ন কুমার মৈত্রেয় কবিরাজ।

সম্পাদকীয় বক্তব্য।

এসকল রোগে আভ্যন্তরিক ঔষধ প্রয়োগ অপেক্ষা বাহ্যিক ঔষধ প্রয়োগে যে অধিক ফল দর্শে, তাহা আমরাও স্বীকার করি। চি, স, সম্পাদক।

---

* দুর্নিবারং কোষ্ঠরোধং ফণিফেণো নিবারয়েৎ।

রিউম্যাটিজম্।

বাতরোগ।

এলোপ্যাথিমতে

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

রিউম্যাটিজম্ একরূপ প্রদাহ। কিন্তু অন্যান্য প্রদাহ এবং বাতের প্রদাহে ইতর বিশেষ এই যে, বাতের প্রদাহে কেবলমাত্র শরীরে সৌত্রিক অংশই (Fibrous tissue) আক্রান্ত হয়। সুতরাং শরীরের যে কোন স্থানে সৌত্রিকাংশ বর্ত্তমান আছে, সেই সেই স্থানেই রিউম্যাটিজম্ হইতে পারে। বাতের প্রদাহের সহিত অন্যান্য অংশেরও প্রদাহ হইতে পারে, কিন্তু প্রত্যেক স্থলেই প্রথমে সৌত্রিক অংশ আক্রান্ত হয়, তৎপরে সৌত্রিক অংশের প্রদাহ নিকটবর্ত্তী অন্যান্য অংশে বিস্তৃত হয়। অতএব রিউম্যাটিজম্ বলিতে সৌত্রিক বা ফাইব্রস্‌টিস্যুর প্রদাহ বুঝায়। এই ফাইব্রস্‌টিস্যুর প্রদাহে এবং সাধারণ প্রদাহে বিশেষ এই যে, সাধারণপ্রদাহে যেমন আক্রান্ত স্থানটী পাকিয়া উঠে এবং পুঁজ হয়, ইহাতে সেরূপ হয় না। ক্বচিৎ কখনও পুঁজ হইতে দেখা যায় বটে, কিন্তু তাহাতে ইহাই বুঝায় যে, বাতের প্রদাহ নিকটবর্ত্তী স্থানে ব্যাপ্ত হইয়া পুঁজোৎপত্তি হইয়াছে।

পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, তরুণ বাতরোগের ধরণ এই যে, ইহা সর্ব্বদা স্থান পরিবর্ত্তন করে এবং এক গাঁইট হইতে অন্য গাঁইটে আক্রমণ করে। এই স্বভাবকে ইংরাজীভাষায় মেটাস্‌ফোসিস্ কহে। একটী গ্রন্থিতে আজ বাত ধরিল, কাল দেখিবে সে গ্রন্থির বেদনা ও ফুলা কম পড়িয়াছে এবং অন্য গ্রন্থি আক্রান্ত হইয়াছে। এইরূপে শরীরের যাবতীয় গ্রন্থি আক্রান্ত হইতে পারে। একবারে অনেক গ্রন্থিও এক সঙ্গে আক্রান্ত হইতে পারে। যে গ্রন্থিতে বাত ছাড়িয়া যায়, সে গ্রন্থিও পুনর্ব্বার আক্রান্ত হইতে পারে। কিন্তু বাতরোগে সর্ব্বাপেক্ষা বিপদ এই যে, ইহা হৃদয়কে আক্রমণ করে। আমাদের হৃদয়যন্ত্রে যে আবরণ আছে, তাহাকে পেরিকার্ডিয়ম্ কহে। ঐ পেরিকার্ডিয়ম্ ফাইব্রসটিস্যু বা সৌত্রিক অংশ দ্বারা নির্ম্মিত। সুতরাং তরুণ বাতরোগে অতি সহজেই হৃদয় আক্রান্ত হয়। আবার হৃদয়ের পেরিকার্ডিয়ম্

আক্রান্ত হইয়া পরিশেষে হৃদয়ের ভিতরকার আবরক ঝিল্লি (এণ্ডকার্ডিয়ম্) ও আক্রান্ত হইতে পারে।

তরুণ বাতজ্বরে উত্তাপবৃদ্ধি ভিন্ন অন্যান্য উপসর্গ হয় না। তন্দ্রা, বোমি, উদরাময় প্রভৃতি কোন উপসর্গ থাকে না, প্রলাপও থাকে না। তবে যখন দেখিবে প্রলাপ বকিতেছে, তখনই অনুমান করিতে হইবে যে, হৃদয়যন্ত্র আক্রান্ত হইয়াছে। এই জ্বরের সময় রোগীর সর্ব্বাঙ্গে ঘর্ম্ম নির্গত হয় এবং সেই ঘর্ম্মের আস্বাদ অম্ল। এই জ্বরের আর একটী স্বভাব এই যে, ইহাতে হঠাৎ অত্যন্ত উত্তাপ বৃদ্ধি হয়। ১১০ ডিগ্রি হইতে ১১৫ ডিগ্রী পর্য্যন্ত উত্তাপ বৃদ্ধি হইতে পারে। এরূপ হইলে অত্যন্ত বিপজ্জনক, তাহার সন্দেহ নাই।

ক্রমশঃ—

ডাক্তার শ্রীপুলিনচন্দ্র সান্যাল এম, বি।

সম্পাদকীয় বক্তব্য।

এ সকল বাতরোগের কাহিনী এলোপ্যাথি ও হোমিওপ্যাথি আদি সকল শাস্ত্রে থাকিলেও দেশের বৈদ্যপ্যাথিই যে সর্ব্বপ্রকার বাতরোগের শান্তির পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, এ কথা বোধ হয় কোন ভারতবাসীই অস্বীকার করিতে পারিবেন না; তবে অবশ্য মুখে অস্বীকার না করিলেও এবং অনেকেরই অন্তঃকরণ বাতরোগে বৈদ্যপ্যাথির পক্ষপাতী থাকিলেও কার্য্যকালে কিন্তু দেখিতেপাই, অনেকেই হয় এলো, নয় ত হোমিওপ্যাথিরই শরণাগত হইয়া থাকেন! সুতরাং ইহা নিশ্চয়ই ভারতবাসীর দুর্ভাগ্যের বিষয় ভিন্ন আর কি বলিতে পারি? এই বাতরোগের সম্বন্ধে আমাদের অনেক বলিবার আছে, অবশ্যই তাহা ক্রমশঃ বলিব।

সম্পাদক।

তৈলপাক ও প্রয়োগপ্রণালী।

(৮ম খণ্ডে প্রকাশিত ৩৮৪ পৃষ্ঠার পর)

গতবারে বৃহচ্চন্দনাদি তৈলের তালিকা এবং যক্ষ্মা, কাস ও রক্তপিত্তাদি রোগে এই তৈলের অসাধারণ গুণের বিষয় বলিয়াছি। দেশীয় অধিকাংশ কবিরাজ মহাশয়েরা এই একই চন্দনাদি তৈল একটীমাত্র ভাণ্ডে রাখিয়া কিরূপে নানাবিধ নামে অভিহিত করিয়া ধনোপার্জ্জনের পথ প্রশস্ত করিয়া থাকেন, সে পরিচয় দিতেও কুণ্ঠিত হই নাই। অতঃপর অদ্য পূর্ব্বপ্রতিজ্ঞাত বাসা-চন্দনাদ্য তৈলের বিষয় বলিতেছি।

যক্ষ্মা ও কাসাদিরোগে বাসাচন্দনাদ্য তৈল।

খাঁটী কৃষ্ণতিলের তৈল /৮ আট সের ওজনে লইয়া পূর্ব্বকথিত যথাবিধি কটা ও মূর্চ্ছাপাক দিয়া তদবস্থায় কিছু দিবস রাখিয়া দিবে। তারপর তৈলের বর্ণ ও গন্ধাদি যথারীতি জন্মিলে মূর্চ্ছাদ্রব্য গুলি তৈল হইতে ভাল-রূপে ছাকিয়া ফেলিয়া দিবে। অনন্তর নিম্ন লিখিত কল্কদ্রব্য দ্বারা তৈল পাক করিবে, যথা—রক্তচন্দন, রেণুকা, খট্টাসী, অশ্বগন্ধা, গন্ধভাদালিয়া, দারুচিনি, ছোটএলাইচ, তেজপাতা, পিপুলমূল, মেদ, মহামেদ, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, রাস্না, যষ্টিমধু, শৈলজ, শটী, কুড়কাষ্ঠ, দেবদারু, প্রিয়ঙ্গু, বহেড়া, প্রত্যেক দ্রব্য ৪ চারি তোলা ওজনে লইয়া পূর্ব্বদিবস রাত্রে আবশ্যক মত জলের সহিত ভিজাইয়া রাখিবে। পরদিবস প্রাতে এই সকল দ্রব্য খুব্ ভালরূপে কুট্টিত করিয়া পরিমাণমত জলের ও তৈলের সহিত একত্রে পাক করিয়া কিঞ্চিৎ জল শেষ থাকিতে নামাইয়া তদবস্থায় কিছু দিবস রাখিয়া দিবে। অনন্তর কল্ক দ্রব্যসহ তৈলটী একটু পচিয়া আসিলে ঐ সকল কল্কদ্রব্য না ফেলিয়াই প্রথমতঃ নিম্ন লিখিত ক্বাথ দ্বারা পাক করিবে; যথা—বাসক অর্থাৎ বাকস মূলের ছাল /৬।০ সোওয়া ছয় সের উত্তমরূপে কুটিয়া ৬২ বত্রিশ সের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া /৮আট সের শেষ থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া লইয়া সেই ক্বাথের সহিত তৈল পাক করিবে। সেইরূপ রক্তচন্দন, গুলঞ্চ, বামনহাটীর মূলের ছাল, মিলিত দশমূল এবং কণ্টকারী প্রত্যেক দ্রব্য /১।০ পাঁচ পোয়া ওজনে লইবে অর্থাৎ সমুদায়ে /৬।০ সোয়া ছয় সের ওজনে লইয়া উত্তমরূপে ছোট ছোট করিয়া কাটীয়া পূর্ব্বদিবস রাত্রে আবশ্যক মত জলের সহিত ভিজাই রাখিবে। অনন্তর পরদিন উত্তম-রূপে কুটিয়া ৬২ বত্রিশ সের জলের সহিত ক্বাথ পাক করিয়া /৮ আট সের শেষ থাকিতে নামাইয়া উক্ত ক্বাথ তৈলের সহিত পূর্ব্ববৎ পাক করিবে।

অনন্তর কল্কদ্রব্য গুলি তৈল হইতে ভালরূপে ছাকিয়া ফেলিয়া দিয়া নিম্ন

লিখিত ক্বাথসহ পাক করিবে। কিন্তু এস্থলে প্রশ্ন হইতে পারে যে, পূর্ব্বোক্ত দুইটী ক্বাথপাকের পূর্ব্বে তৈল হইতে কল্কদ্রব্য ছাকিয়া না ফেলিয়া এখন ক্বাথ পাকের পূর্ব্বে কল্ক ফেলিয়া দিবার তাৎপর্য্য কি ? বলা বহুল্য যে, এরূপ প্রশ্নের উত্তর আমি তৈলপাকবিধি লিখিবার প্রথমেই বিশদরূপে দিয়াছি। অর্থাৎ অনেক গুলি ক্বাথের সহিত তৈলপাকের প্রয়োজন হইলে যে, সে স্থলে কোন কোন ক্বাথের সহিত তৈলে কল্কদ্রব্য রাখিয়া পাক করা কর্ত্তব্য, আবার কোন কোন স্থলে কল্কদ্রব্য ছাকিয়া ফেলিয়া পরে ক্বাথের সহিত পাক করা কর্ত্তব্য। যথা গুলঞ্চের ক্বাথ, দশমূলেরক্বাথ, রাস্নার ক্বাথ ইত্যাদি যতই ক্বাথের সহিত তৈলপাক করার আবশ্যক হউক, তত্তৎ স্থলে কল্কদ্রব্য তৈল হইতে ছাকিবার কোন আবশ্যকতা বা অসুবিধার কারণ হয় না। বরঞ্চ এ সকল স্থলে কল্কদ্রব্য থাকিলে তৈলের উপকারিতা শক্তির বৃদ্ধি হওয়ারই সম্ভাবনা। পক্ষান্তরে যেখানে লাক্ষার ক্বাথ বা মাংসের ক্বাথ অথবা দুগ্ধ বা দধির মাত প্রভৃতির সহিত তৈলপাক করিতে হয়, সে স্থলে অবশ্যই ঐ সকল দ্রব পদার্থের সহিত তৈল পাকের পূর্ব্বেই তৈল হইতে কল্কদ্রব্য গুলি ভালরূপে ছাকিয়া ফেলাই আবশ্যক, কেন না এ সকল স্থলে তৈলে কল্কদ্রব্য রাখিয়া তৈলপাক করার সুবিধা হয় না। সুতরাং এ স্থলে অগ্রেই তৈলগর্ভস্থ কল্ককদ্রব্য পরিত্যাগ করাই উচিত।

সাধারণের অবগতির জন্য আমাদের পূর্ব্বকথিত আরও একটা কথার এস্থলে উল্লেখ আবশ্যক যে, ইতিপূর্ব্বে আমরা তৈলপাকব্যাপারে এ দেশীয় কবিরাজগণকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছিলাম। অর্থাৎ এক শ্রেণীর কবিরাজ তৈলের মূর্চ্ছাপাকের পর প্রায় অনেকগুলি ক্বাথপাকের সময়ই কল্কদ্রব্য রাখিয়া তৈলপাক করেন। আর অন্য সম্প্রদায়ের কবিরাজেরা কিন্তু সমস্ত ক্বাথাদির পাকের পর শেষটা কল্কপাক করিয়া তৈলের শেষপাক দিয়া থাকেন। বলা বাহুল্য যে, আমাদের মতে এই উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে শেষোক্ত কবিরাজ সম্প্রদায়ের মত অতি ভ্রমাত্মক বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস; সুতরাং আমরাও ক্রমশঃ ঐ প্রথমোক্ত কবিরাজগণের মতানুসারেই তৈল-পাকবিধি লিখিয়া আসিতেছি। কেন না আমরা বহু পরীক্ষাতেই প্রতিপন্ন করিয়ছি যে, প্রথমোক্ত কবিরাজের মতানুযায়ী প্রস্তুত তৈলাদি-গত গুণ অপেক্ষা শেষোক্ত কবিরাজের মতের প্রস্তুত তৈলাদির গুণ অনেকাংশেই

নিকৃষ্ট। সুতরাং যাহার ক্রিয়াসম্বন্ধে অহোরহ দেখিতেছি, তাহার সম্বন্ধে আর অন্য কোন যুক্তিতর্কের অবতারণা এস্থলে বাহুল্য মাত্র।

যাহা হউক, পূর্ব্বোক্ত বাসক মূলপ্রভৃতি ক্বাথের সহিত তৈলপাকের পর কল্কদ্রব্য ফেলিয়া প্রথমতঃ নিম্ন লিখিত লাক্ষার ক্বাথের সহিত তৈলপাক করিবে যথা—উৎকৃষ্ট লাক্ষা অর্থাৎ লা /৪ চারি সের, কাপড়ের দ্বারা ঢিলে পুঁটুলি বাঁধিয়া ৬২ বত্রিশ সের জলের সহিত পাক করিয়া /৮ আট সের শেষ নামাইয়া তাহার সহিত তৈল পাক করিবে। অনন্তর দধির মাত /৮ আটসের দিয়া পাক করিবে, তারপর গন্ধদ্রব্য দিয়া তৈলের শেষপাক করিবে।

বাসচন্দনাদ্য তৈলের গুণ অসীম।

ইতি পূর্ব্বোক্ত বৃহচ্চন্দনাদি তৈলের ন্যায় বাসাচন্দনাদ্য তৈলের গুণ প্রকৃতই অসীম। কাস, জ্বরভুক্ত কাস, রক্তপিত্ত, পাণ্ডু, হলীমক, কামলা, ক্ষত, ক্ষীণ, রাজযক্ষ্মা ও পঞ্চ প্রকার শ্বাসরোগে বাসাচন্দনাদ্য তৈল দ্বারা অতি আশ্চর্য্য উপকার দর্শে। পরন্তু ইহার দ্বারা বল, বর্ণ এবং অগ্নিরও বৃদ্ধি হইয়া থাকে। বিশেষতঃ ইহা পুষ্টিকারক। ক্রমশঃ—

কলিকাতা } শ্রীজগদ্বন্ধু সেন গুপ্ত।

সম্পাদকীয় বক্তব্য।

দয়া করিয়া যদি আমাদিগকে কেহ অত্যুক্তিদোষে দোষী ও আর্য্য আয়ুর্ব্বেদের অযথা স্তুতিকারক বলিয়া ঘৃণা না করেন, অথবা করিলেও আমরা বলিতে বাধ্য যে, রক্তপিত্ত, জ্বরভুক্ত কাস ও যক্ষ্মা প্রভৃতি রোগে এ সকল তৈল দ্বারা যেরূপ অত্যাশ্চর্য্য ও অভাবনীয় উপকার সাধিত হয়, তাহার তুলনায় এলোপ্যাথিই বল, আর হোমিওপ্যাথিই বল, এজগতে এমন কোন চিকিৎ-সাই দৃষ্ট হইবে না, যাহা চন্দনাদি তৈলের সমকক্ষ হওয়া দূরে থাকুক, ইহার শতাংশের একাংশ উপকারও দর্শাইতে পারে! কিন্তু তাহা হইলে কি হইবে ? ভারতবর্ষ যে, এখন প্রকৃতই সুগভীর মোহনিদ্রায় নিদ্রিত! অথবা কেবল নিদ্রিতও নহে, ইহার উপর আবার অন্ধ! একে গোদ, তার উপর আবার বিস্ফোটক! সুতরাং যদিও আশা করা যায় যে, কালে বা ভারতবাসীর এ মোহনিদ্রার অবসান হইতে পারে, কিন্তু তাহা হইলেও এ অন্ধ জাতি

যে আর কখনও চক্ষুলাভ করিতে পারিবে ;—নিদ্রা হইতে উঠিয়া আবার যে ইহারা সুনির্ম্মল দৃষ্টিতে অন্তরাত্মা তৃপ্তিলাভ করিবে,তাহারই বা বিশ্বাস কি ?

কেবল তাহাই নহে, যেমন পথক্লান্ত পথিক, বৃক্ষতলে প্রগাঢ় নিদ্রায় নিদ্রিত হইলে যে সে লোকে বিনা ক্লেশে তাহার পুঁটুলীটী পর্য্যন্ত অপহরণ করিতে পারে ;—যেমন ঘোর সমারোহের ক্রিয়াকলাপজন্য অত্যধিক রাত্রি জাগরণ করিয়া গৃহস্থগণ শেষরাত্রে নিদ্রিত হইলে তখন অনায়াসেই তাহাদের মণি মুক্তা হইতে হাঁড়ীকলসী পর্য্যন্ত সর্ব্বস্ব অপহৃত হইতে পারে এবং নিদ্রাভঙ্গের পর যেমন সেই পথিক, সেই সকল গৃহস্থ একবারে পথের ভিখারী হইয়া হায় হায় করিয়া রোদন করিতে থাকে ; আমাদের ভয়, পাছে ভারতবাসীরও কালবশে যদিও এ মোহ নিদ্রায় অবসান হয়, যদিও ভগবদিচ্ছায় এ চক্ষুর অন্ধত্ব ঘুচিয়া যায়, কিন্তু তাহা হইলেও তখন তাহারা দাঁড়াইবে কোথায় ? অথবা যাঁহার ইচ্ছায় এ জাতি অন্ধত্বে উপনীত হইয়াছে, যাঁহার ইচ্ছায় এইরূপ গভীর নিদ্রায় নিদ্রিত থাকিয়া জড়বৎ অবস্থান করিতেছে, আর কালবশে আমরা যাঁহার কৃপার উপর নির্ভর করিয়া এ অন্ধত্বের এ নিদ্রার-অবসানের আশা করিয়া আশ্বস্ত হইতেছি। একমাত্র তাঁহারই ইচ্ছাতেই যে, ভারতবাসীর সকল অভাবেরই মোচন হইতে পারিবে না, এ কথা কি কেহ বলিতে পারেন ?

চি, স, সম্পাদক।

ঘৃতপাক ও প্রয়োগপ্রণালী।

(৮ম খণ্ডে প্রকাশিত ৮৬ পৃষ্ঠার পর)

ইতিপূর্ব্বে রক্তপিত্তরোগে ঘৃতপাক ও প্রয়োগের বিষয় বিশদরূপে বলিয়াছি। পদেপদেই দেখিয়াছি যে, রক্তপিত্ত, কাস ও যক্ষ্মাদি রোগে আয়ুর্ব্বেদীয় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চরকাদি গ্রন্থে নানাবিধ ঘৃত সেবনের ব্যবস্থা থাকিলেও বিধির বিড়ম্বনায় ও ভারতবাসীর দুর্ভাগ্যদোষে আজিকালিকার দিনে সে সকল মহোপকারী ঘৃত এখন কেবল পুস্তকের উপরেই অবস্থিতি করিতেছে !

অথবা কেবল ঘৃত বলিয়া কেন, এ কথা এস্থলে বলিলে কোন মতেই অসঙ্গত হইবে না যে, ষোল আনা বৈদ্যশাস্ত্রের প্রায় পনের আনা কথাই কেবল শাস্ত্র শোভন করিয়া পুঁথিগত হইয়া অবস্থিতি করিতেছে। আর বাঁকী আনাটাক্ মাত্র শাস্ত্রীয়াংশ লইয়া ভারতে জনকয়েক লোক নাড়াচাড়া করিয়া কোন মতে কষ্টেস্থষ্টে নেহায়ৎ ব্যবসায়ী হিসাবে তদ্দ্বারা অর্থোপার্জ্জন করিয়া দিন যাপন করিতেছে ! সুতরাং যে শাস্ত্রের মোট ষোল আনা অংশের প্রায় পনের আনারও অধিক অংশ অকর্ম্মণ্য অবস্থায় অবস্থিতি করিতেছে, সেই শাস্ত্রের যক্ষ্মাদি রোগে ঘৃতপান বিষয়ক সিকিপাইয়েরও কম অংশ প্রচলিত নাই বলিয়া আমাদের আর তাহাতে অধিক দুঃখ করিবার কিছুই নাই।

তবে দুঃখের বিষয় এই যে, কি পুরাতন চরক সুশ্রুতাদি গ্রন্থ, কি আধুনিক চক্রদত্ত ও ভাবপ্রকাশাদি গ্রন্থ, প্রামাণ্য ও প্রচলিত সর্ব্বপ্রকার গ্রন্থেই এ সকল রোগে ঘৃত প্রয়োগের অতি সুবন্দবস্ত থাকাসত্ত্বেও কিজন্য কি গূঢ় কারণে যে দেশের বর্ত্তমান কবিরাজ সম্প্রদায় এখন আর এ সকল রোগে ঘৃত প্রয়োগ করেন না, ইহাই এস্থলে একটা প্রধান জিজ্ঞাসার কথা। যেহেতু যখন শাস্ত্রীয় সকল গ্রন্থেই এ সকল রোগে ঘৃত প্রয়োগের ব্যবস্থা নির্দ্দিষ্ট আছে, তখন যে নিশ্চয়ই তখনকার কবিরাজগণ এ সকল রোগে ঘৃতপ্রয়োগ করিয়া অসাধারণ ফললাভ করিতেন, ইহাতে আর কিছুমাত্রও সন্দেহ থাকিতে পারে না।

অথবা আবার সেই বাজে কথা তুলিয়া পাঠকগণকে বিরক্ত করিতে বসিলাম। যখন প্রথমেই বলিলাম যে, ষোল আনার পনের আনা গিয়া আনাটাক্ মাত্র ধুক্ ধুক্ করিতেছে। তখন কি আর এ সকল কথার এস্থলে কারণ নির্দ্দেশ করিতে ব্যগ্র হইতে আছে ? কেন না যে আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র, শারীরবিজ্ঞানকে শ্রেষ্ঠ জানিয়া শবচ্ছেদ কার্য্যের ব্যবস্থা দিয়া গিয়াছেন, যে আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র, অস্ত্রপ্রয়োগে গর্ভস্থ মৃত শিশুকে বাহির করা ইত্যাদি অস্ত্রক্রিয়াকেই আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার প্রধান চিকিৎসা বলিয়া ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন, অধিক কি, শারীরবিজ্ঞান ও অস্ত্রপ্রয়োগে অনভিজ্ঞ চিকিৎসকগণকে যাঁহারা তস্করশ্রেণীতে গণ্য করিতেও কুণ্ঠিত হন্ নাই, যখন সেই শারীরবিজ্ঞান ও অস্ত্রপ্রয়োগই ভারতীয় চিকিৎসারাজ্য হইতে বিতাড়িত হইয়া দূরে অবস্থিতি করিতেছে, তখন আর সে স্থলে এ সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র

বিষয়ের অনস্তিত্বের কারণ নির্দ্দেশ করিতে যাওয়া ধৃষ্টতা ভিন্ন আর কি বলিতে পারি?

যে কারণেই হউক, এসকল লুপ্ত ব্যাপারের কারণানুসন্ধান এ ক্ষুদ্র প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। তবে আমরা বলিতেছি যে, ঘৃতপ্রয়োগে যক্ষ্মা ও কাসাদি রোগের চিকিৎসার অতি সুবন্দবস্ত থাকিলেও বর্ত্তমান সময়ে কেন তাহার লোপ হইয়া গিয়াছে? বেশ বিবেচনা করিয়া দেখিলে আমাদের বিবেচনায় এ সম্বন্ধে সাধারণতঃ একমাত্র কারণ ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, "জ্বর সংযুক্ত পীড়ায় ঘৃত প্রয়োগ উচিত নহে" এইরূপ একটা যে অতি ভয়ানক কুসংস্কারের সৃষ্টি কতদিন হইতে ভারতময় ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে, তাহা ত আমাদের ন্যায় ক্ষুদ্রব্যক্তির ক্ষুদ্র বুদ্ধিরই অগম্য। "জ্বরে বা জ্বরসংযুক্ত যে কোন পীড়াতেই ঘৃত পানে জ্বরের বৃদ্ধি হয়"

শুধু এই সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়াই এখনকার কবিরাজেরা আর জ্বররোগে ঘৃতপানের ব্যবস্থা দিতে সাহসী হন্ না। এবং জ্বরভুক্ত কাস ও রক্তপিত্তাদি রোগেও ঘৃত পানের ব্যবস্থা না দেওয়ার কারণও ইহাই। কিন্তু কেমন করিয়া যে এ ভয়ানক কুসংস্কার অধিকার লাভ করিয়াছে, তাহা ভগবান্ই বলিতে পারেন। অথবা ভারতের যখন সবই কুসংস্কারময়, ভারত যখন কুসংস্কারের সমুদ্রবিশেষ, ভারতের টিক্‌টিকি হইতে যখন রাজাধিরাজ পর্য্যন্তই এই কুসংস্কার অর্থাৎ অজ্ঞানতার দাসানুদাস, তখন ত এ নির্ব্বোধ মূর্খাধম জাতির পক্ষে একটা যৎসামান্য কুসংস্কারের কথা তুলিতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র।

সে যাহা হউক, যক্ষ্মা রোগে আধুনিক কবিরাজগণ ঘৃতাদি পানের ব্যবস্থা না করিলেও আমরা সাধারণের অবগতির জন্য নিম্নে কতকগুলি ঘৃতের ব্যবস্থা দিতেছি।

যক্ষ্মারোগে ঘৃত প্রয়োগ।

চরক বলেন!——

বেড়েলা, শালপর্ণ্যাদিগণ, ভূমিকুষ্মাণ্ড, যষ্টিমধু এবং সৈন্ধবলবণ, এই সমুদায় দ্বারা সিদ্ধ ঘৃত যক্ষ্মারোগীর স্বরভঙ্গে বড়ই হিতকর।

ঔত্তরভক্তিক (যে ঘৃত ভোজনের পর পান করা যায়) নানাপ্রকার ঘৃত প্রয়োগ করিলে যক্ষ্মারোগীর শিরঃশূল, পার্শ্বশূল, স্কন্ধশূল, কাস ও শ্বাসের নিবৃত্তি হয়।

দশমূলের ক্বাথ, দুগ্ধ এবং মাংসের ক্বাথ এই সমুদায় ও বেড়েলার কল্কের সহিত ঘৃত পাক করিয়া প্রয়োগ করিলে পূর্ব্বোক্ত উপসর্গের শান্তি হয়।

সেইরূপ আহারের পর বা আহারের মধ্যে রাস্নাঘৃত বা বলাঘৃত দুগ্ধের সহিত পান করিলে পূর্ব্বোক্ত উপসর্গের শান্তি হয়। ক্রমশঃ—

কলিকাতা। } শ্রীপ্যারিমোহন সেনগুপ্ত কবিরাজ।

সম্পাদকীয় বক্তব্য।

এ প্রবন্ধের সহিত আমাদের সম্পূর্ণরূপ সহানুভূতি আছে। চি, স, সম্পাদক।

ঔষধপ্রস্তুত ও প্রয়োগপ্রণালী।

(সম্পাদকীয়।)

চিকিৎসা-সম্মিলনীর সৃষ্টি হইতেই মনে মনে দৃঢ়সঙ্কল্প ছিল যে, আয়ুর্ব্বেদীয় সর্ব্বপ্রকার ঔষধ, তৈল, ঘৃত ও মোদক প্রভৃতির শোধন, জারণ, মারণ, পাক ও প্রস্তুত প্রণালী ক্রমশঃ অধিকারভেদে বিশদরূপে লিখিয়া পাঠকগণের তৃপ্তি সম্পাদন করিতে চেষ্টা পাইব। ইচ্ছা থাকিলেও কার্য্যাধিক্য জন্য তাহা ঘটে নাই। কিন্তু সম্মিলনীর তৃতীয় বর্ষ হইতে সুপণ্ডিত ও সুলেখক কবিরাজ শ্রীযুক্ত শীতলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কবিরত্ন মহাশয় স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া উপরোক্ত প্রবন্ধ যথারীতি লিখিতে আরম্ভ করিয়া আমাদের এবং পাঠকবর্গের সে আশার অনেকাংশেই সম্পাদন করিয়া আসিতেছিলেন। তিনি ক্রমাগত কয়েক বৎসর পর্য্যন্ত যেরূপ অসাধারণ বিচক্ষণতার সহিত কতকগুলি ঔষধের প্রস্ততাদির বিষয় লিখিয়াছেন, বলা বাহুল্য যে এ শ্রেণীর সেরূপ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ও সহজবোধ্য প্রবন্ধ অতি অল্প কবিরাজেই লিখিতে পারেন।

তাঁহার লিখিত ঔষধ প্রস্তুতকারকের দ্রষ্টব্য বিষয়, নূতন জ্বরে হিঙ্গুলেশ্বর ও তাহার ব্যবহার বিধি, অমৃত বিষ, হিঙ্গুল ও পিপুল প্রভৃতি দ্রব্যের সংশো-

ধন ও গ্রহণবিধি, মৃত্যুঞ্জয়রস ও তাহার ব্যবহারবিধি, গন্ধক ও সোহাগা প্রভৃতির শোধন, অভ্র ও তাঁবার জারণমারণ, গজপুটবিধি, কাঁজী প্রস্তুতের নিয়ম, লৌহ, স্বর্ণমাক্ষিক, হরিতাল ও মনঃশিলা প্রভৃতি দ্রব্যের শোধন ও জারণমারণবিধি, মৃতোত্থাপনরস, স্বল্পকস্তূরীভূষণ, জয়াবটী, লালবটী, কফকেতু, সর্ব্বতোভদ্ররস প্রভৃতি জ্বরের প্রধান প্রধান ঔষধের প্রস্তুত ও প্রয়োগনিয়ম, পারদের শোধন ও ব্যবহারবিধি, রসপর্পটী, স্বর্ণপর্পটী ও লোহপর্পটী আদি পঞ্চবিধ পর্পটীর প্রস্তুত ও প্রয়োগবিধি, বিষমজ্বরে পুটপাক বিষমজ্বরান্তক লৌহ আদি কয়েকটী প্রধান প্রধান ঔষধের প্রস্তুত ও প্রয়োগবিধি, মণ্ডূরের শোধন এবং জারণমারণ ও পুনর্নবামণ্ডূর, নবায়সলৌহ, তারামণ্ডূর আদি আয়ুর্ব্বেদীয় প্রধান প্রধান কতকগুলি ঔষধের বিষয় কবিরাজ মহাশয় প্রকৃতপক্ষেই গত কয়েক বর্ষে যেরূপ প্রবীণতার সহিত লিখিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার সেই অসাধারণ লেখনীশক্তির ও প্রবন্ধপাঠে উপকারিতার বিষয় বোধ হয় সম্মিলনীর নিয়মিত পাঠকগণের মধ্যে কেহই ভুলিতে পারিবেন না।

কিন্তু জানি না আমাদের বিশেষতঃ পাঠকগণের কি দুর্ভাগ্যদোষে কিছু দিন হইতে শীতল বাবু একবারেই হাত গুটাইয়া বসিয়া সম্মিলনীর অধিকাংশ পাঠকবর্গকে দুঃখিত করিয়াছেন। বলা অধিকন্তু যে, তাঁহার নিকট হইতে যথারীতি প্রবন্ধ পাওয়ার জন্য বারম্বার চেষ্টা করিয়াও তাঁহার মনোযোগ আকর্ষণ করিতে না পারিয়াই অগত্যা আমরা এখন হইতে নিজেই ঔষধ-প্রস্তুত ও প্রয়োগপ্রণালী প্রবন্ধ লিখিয়া পাঠকবর্গের তৃপ্তিসম্পাদন করিতে সাধ্যমত চেষ্টা করিব। তবে অবশ্য এ প্রবন্ধ লিখিয়া যে শীতলবাবুর স্থান পূর্ণ করিতে পারিব, সে বিশ্বাস কিন্তু আমাদের আদৌ নাই। অথবা আগামীবার হইতেই পাঠকগণ সে পরিচয় প্রাপ্ত হইতে পারিবেন। ক্রমশঃ—

সম্পাদক

আমাদের কথা।

চিকিৎসা-সম্মিলনী ;———খুব্ সম্ভব এখন হইতে চিকিৎসা-সম্মিলনী মাসে মাসেই প্রকাশিত হইবে। অবশ্য যদি কোনরূপ দৈব বিড়ম্বনা না ঘটে। কেননা দৈবের উপর ত আর কাহারও অধিকার নাই।

অনধিকার চর্চ্চা ;———চিকিৎসা-সম্মিলনী চিকিৎসা-বিষয়ক পত্রিকা,

সুতরাং ইহাতে সময় সময় অনধিকারচর্চ্চা অর্থাৎ বাজে কথা লিখিত হয় বলিয়া কেহ কেহ আমাদিগকে অনধিকার-চর্চ্চাকারী বলিয়া টিট্‌কারী দিতে ত্রুটী করেন না। কিন্তু তাঁহাদের জানা উচিত যে, ইহা চিকিৎসা-বিষয়ক পত্রিকা হইলেও ইহার গ্রাহক ও পাঠক কিন্তু চিকিৎসক অপেক্ষা অন্যান্য লোকই অধিক ; সুতরাং এরূপ স্থলে আমাদের দেশ কাল পাত্রানুসারে না চলিয়া আর উপায়ান্তর কি ? কেবল শুঁঠ পিপুলের কথা লিখিয়া অচিরাৎ পত্রিকাখানির জীবন ধ্বংস করা উচিত, না ২।১০ টা বাজে কথা লিখিয়া যে সে রূপে ইহাকে বাঁচাইয়া রাখাই উচিত ? বোধ হয় অতঃপর আর কেহই ইহার অকালমৃত্যু পক্ষে মত দিয়া ঐরূপ আপত্তি তুলিয়া আমাদিগকে লজ্জিত করিবেন না।

ইণ্ডিয়ান্ মিরার ও নূতনবর্ষ———গত ৩৩ বৎসরের পর এবারে দেশীয় নূতন বর্ষে সুবিখ্যাত ইণ্ডিয়ান্‌মিরার আনন্দ প্রকাশ ও বিলাতী নূতন বর্ষের সহিত তুলনা করিয়া দুই দিন অবসর লইয়াছিলেন। অবশ্য মিরারের একথা প্রকৃতই লক্ষ্যস্থানীয়। কেননা ভারতের সকল সম্প্রদায়ের লোকই যখন সকল কার্য্যে মিরারের ন্যায় এইরূপ আপনার প্রতি লক্ষ্য করিতে শিখিবেন বা সমর্থ হইবেন ; জ্ঞানবান্ পাঠক বলুন দেখি, তখন এ অধঃপতিত ভারতের অবস্থা কোন্ দিকে যাইবে ?

আমাদের নিমন্ত্রণ ;———এ কোন বিবাহ বা শ্রাদ্ধাদিক্রিয়াতে পোলাও কালিয়া বা লুচি সন্দেশের নিমন্ত্রণ নহে ; এ সেই সাতসমুদ্র তেরনদীপারস্থ সুদূর আমেরিকার চিকাগো সহরের মহামেলায় সেই মহাযজ্ঞে উপস্থিত হইবার জন্যই নিমন্ত্রণ। শুধুই ফাঁকা আওয়াজের নিমন্ত্রণ নহে, মায় যাতায়াত পাথেয় ব্যয় দিয়া উপস্থিত হওয়ার নিমন্ত্রণ। সুতরাং এহেন অসাধারণ ও অভূতপূর্ব্ব নিমন্ত্রণ ব্যাপার লইয়া দুই চারি কথা লিখিবার বিষয় বটে ! অথবা লিখিব কি ? এত বড় প্রকাণ্ড ভারতবর্ষে এত অসংখ্য সুপণ্ডিত বৈদ্য-চিকিৎসক থাকিতে কি না আমাদের ন্যায় ক্ষুদ্র চিকিৎসকই নিমন্ত্রণের পাত্র হইল ! এ নিমন্ত্রণে ইহার বাড়া আর কিছুই বলিব না।

ঢাকায় বাঙ্গালী জজ ও সারস্বতপত্র ;——সারস্বত বলেন ;—"শ্রীযুক্ত কেদারনাথ রায় মহাশয় ঢাকা জেলার প্রতিনিধি সেসনজজ নিযুক্ত হইয়াছেন। বড় বেশী দিন হয় নাই, কেদার বাবু দিনকতকের জন্য অত্রস্থ কলিজেয়েট স্কুলের একজন শিক্ষক ছিলেন। তখন লোকে ভাল করিয়া তাঁহার দিকে ফিরিয়াও চায় নাই। কিন্তু সেই কেদারনাথই আজ্ ঢাকার সর্ব্বসাধারণের কৌতূহলাক্রান্ত দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া জজের আসনে বিরাজমান।" সম্পূর্ণ সত্য কথা।

আর এক গবর্ণমেণ্ট সাহায্যপ্রাপ্ত কবিরাজ ;——যদিও শেষপৃষ্ঠায় টিপ্পনী কাটিয়া কথাটা পরিস্কাররূপেই বুঝান হইয়াছে, কিন্তু তথাপি প্রথম পৃষ্ঠায় "Aided by Rajas Moharajas and Government of Bengal" অর্থাৎ "রাজা, মহারাজা ও বেঙ্গল গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃকসাহায্য প্রাপ্ত কবিরাজ শ্রী——" এইরূপ থাকায় অনেকেই কাণাকাণি করিতে ছাড়িতেছে না। যাহা হউক, আমরা বলিতেছি যে, কেন আর এসম্বন্ধটুকু উল্লেখ করিয়া সাধারণের নিকট হাস্যাস্পদ হওয়ার প্রয়োজন কি ? যেহেতু সোজা ও সরল কথায় ভগবান্ যাহা দেন্, তাহাতেই ত সকলের সন্তুষ্ট থাকা সর্ব্বথা কর্ত্তব্য।

তত্ত্ববোধ ;——পণ্ডিত গুরুনাথ সেন কবিরত্ন কর্ত্তৃক সম্পাদিত তত্ত্ববোধ নামক মাসিকপত্রের ১ম সংখ্যা আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। তদ্—ত্ব—তত্ত্ব অর্থাৎ যাথার্থ্য বা সত্যতা। সুতরাং সত্যজ্ঞানপ্রচার করাই এই পত্রের মুখ্য উদ্দেশ্য। সম্পাদকের সাহসকে ধন্যবাদ দিতে হয় যে, তিনি এই মিথ্যার চূড়ান্ত আবাসভূমি বর্ত্তমান ভারতে বিশেষতঃ বাঙ্গালায় সত্যজ্ঞানের প্রচারে ব্রতী হইয়াছেন। সুতরাং তাঁহার কৃতকার্য্যতা বিষয়ে কতদূর সম্ভাবনা, তাহা তিনিই বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। আমরা কিন্তু তত্ত্ববোধের কেবলমাত্র মুখবন্ধ বা ভূমিকা পাঠ করিয়াই পরম সুখী হইয়াছি।

নব্যভারত ও লাইসেন্ ট্যাক্স ;——উপরোক্ত পত্রিকার প্রতি উক্ত করধার্য্য হওয়ায় সম্পাদক বাবু দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী মহাশয় বড়ই দুঃখিতহৃদয়ে প্রতীকার কামনায় সম্পাদকমণ্ডলীকে পত্র লিখিয়া আন্দোলন আলোচনার

জন্য অনুরোধ করিয়াছেন। আমাদের ন্যায় ক্ষুদ্র কবিরাজ সম্পাদকও সে পত্র পাইতে বঞ্চিত হয় নাই।

অবশ্যই ইহা খুব্ সঙ্গত প্রার্থনা ; কিন্তু কথা এই যে, দেবী বাবু বহুকাল হইতেই সাহিত্য অর্থাৎ জ্ঞানালোচনায় জীবনাতিপাত করিতেছেন, সুতরাং খুব্ সম্ভব এ দেশে আজ্ কাল প্রকৃত জ্ঞানের আদর কতদূর, তাহাও তাঁহার ন্যায় সম্পাদকের জানিতে কিছুমাত্রই বাকী নাই। কিন্তু দুঃখ ও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, দেবীবাবু জ্ঞানবান্ হইয়াও এ শ্মশানবাসী শৃগালশকুনীর নিকট সাহিত্যের অর্থাৎ জ্ঞানাদরের প্রত্যাশা করিয়াছেন! কেননা দেশে যথার্থ সদ্জ্ঞানের আদর থাকিলে দেশীয় লোক প্রকৃতই গুণগ্রাহী হইলে আজ কি এ দেশের কপাল এত অধিক পরিমাণ পুড়িতে পারিত ? না একমুষ্টি অন্নের জন্য পর্য্যন্ত দেশশুদ্ধ লোক আজ্ হাহাকার করিত ? একমাত্র অজ্ঞানতাই নিশ্চয়ই এ দেশকে শ্মশানে পরিণত করিয়াছে! প্রগাঢ় মূর্খতাই আজ্ ভারতবাসীকে দুঃখের চরমসীমায় আনয়ন করিয়াছে! আহা! আয়ুর্ব্বেদীয় চরকসংহিতা, চিকিৎসাগ্রন্থ হইলেও এই জ্ঞান ও অজ্ঞানতাজন্য সুখদুঃখের বিষয়ে বড়ই সুন্দর ও প্রগাঢ় যুক্তিপূর্ণ মীমাংসা করিয়া গিয়াছেন। চরক বলেন—

"সমগ্রং দুঃখমায়াতমবিজ্ঞানে দ্বয়াশ্রয়ম্।
সুখং সমগ্রং বিজ্ঞানে বিমলে চ প্রতিষ্ঠিতম্॥"

অর্থাৎ জগতে শারীরিক ও মানসিক যতপ্রকার দুঃখ আছে, একমাত্র অজ্ঞানতাই তৎ সমুদায়ের মূল কারণ। সেইরূপ সর্ব্বপ্রকার সুখই বিমল জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত।

ইহার উপর আমাদের আর কিছুই বলিবার নাই।

আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসালয় ও কলিকাতার কবিরাজ সম্প্রদায় ;——সম্মিলনীর অতিরিক্ত পত্রে এবারে যত কথা বলিলাম, অথবা ভবিষ্যতে বলিব, তন্মধ্যে ইহাপেক্ষা প্রয়োজনীয় কথা বোধ হয় আর কোনটাই নহে। আবশ্যকতার পরিমাণ এত অধিক হইলেও অথচ আমরা কিন্তু এবারে এসম্বন্ধে কোন কথাই বলিতে সাহসী হইলাম না। কিন্তু তাহা বলিয়া কেহ যেন এ কথা মনে না করেন যে, আমরা এসম্বন্ধে একবারেই নীরবে থাকিব। অবশ্যই বারান্তরে এবিষয় লইয়া যথাসাধ্য আন্দোলন আলোচনা করিতে আমরা ক্ষান্ত থাকিব না।

ধর্ম্মমণ্ডলে কবিরাজ মণ্ডলী;——কিছু দিন হইল, কলিকাতার ধর্ম্ম-মণ্ডলীতে শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণী, রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়, রাজা শশিশেখরেশ্বর রায়, বাবু যোগেন্দ্রকিশোর, রায়চৌধূরী ও বাবু ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়গণ কর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া কলিকাতাস্থ প্রায় যাবতীয় কবিরাজমণ্ডলী সমবেত হইয়াছিলেন। মাননীয় প্রবীণ ও বিচক্ষণ কবিরাজ গঙ্গাপ্রসাদ, ধার্ম্মিক কবিরাজ দুর্গাপ্রসাদ, সদাশয় কবিরাজ অন্নদাপ্রসাদ, সুচতুর কবিরাজ বিজয়রত্ন, উদ্যমশীল কবিরাজ নিশিকান্ত, নবীন কবিরাজ গুরুপ্রসন্ন, সুপণ্ডিত কবিরাজ কালীপ্রসন্ন ও কবিরাজ গোপাল চন্দ্র, উদারহৃদয় কবিরাজ শ্যামকিশোর, সুদক্ষ কবিরাজ দ্বারকানাথ, সরলহৃদয় কবিরাজ প্যারী-মোহন, যশোলিপ্সু কবিরাজ কালীশচন্দ্র, শান্তপ্রকৃতি কবিরাজ কৈলাসচন্দ্র, ব্যবসায়পটু কবিরাজ বিনোদলাল, ছিদ্রানুসন্ধিৎসু কবিরাজ রাজেন্দ্রনারায়ণ, বিদ্যোৎসাহী কবিরাজ পঞ্চানন, বৈয়াকরণিক কবিরাজ হরিনাথ, সুতার্কিক কবিরাজ ঈশানচন্দ্র এবং আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসাশাস্ত্রের কণ্টকস্বরূপ কবিরাজ অবিনাশ চন্দ্র প্রভৃতি কলিকাতাস্থ প্রায় সকল কবিরাজ মহাশয়ই সে সভায় উপস্থিত ছিলেন। শ্রীযুক্ত রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের অনুমতি ক্রমে পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণী মহাশয় সমাগত কবিরাজমণ্ডলীকে এ নিমন্ত্রণের উদ্দেশ্য বিশদরূপে জ্ঞাপন করেন। স্থানাভাববশতঃ আমরা অদ্য আর এসম্বন্ধে কোন কথাই বলিতে পারিলাম না। সুতরাং আগামী বারে বলিবার ইচ্ছা রহিল।

বাড়াবাড়ি;——কিছুদিন পূর্ব্বে প্রকৃতি নামক সংবাদপত্র, ঢাকা-জয়-দেবপুর রাজ ষ্টেটের ম্যানেজারের নানাবিধ কুৎসা লিখিয়া নিজ প্রকৃতিরই পরিচয় দিয়াছিলেন, ম্যানেজার সুকবি বাবু কালীপ্রসন্ন ঘোষও প্রকৃতিকে ক্ষমা করিয়া নিজ প্রকৃতির পরিচয় দিতে ত্রুটী করেন নাই। যেমন রোগ, তেমনি ঔষধ এবং আরোগ্য অর্থাৎ ফলও তেমনি উত্তমই হইয়াছিল। সবদিক ভাল হইলেও লম্বা চৌড়া গাজীরপটসদৃশ প্রকাণ্ড জমীদারীর পাট্টা কবুলতির ন্যায় ক্ষমাপ্রার্থনাপত্রখানি লেখাইয়া লইয়া সভার মধ্যে পাঠ ও প্রত্যেক সংবাদপত্রে মুদ্রিত করা কালীপ্রসন্ন বাবুর ন্যায় পণ্ডিত ব্যক্তির পক্ষে কর্ত্তব্য হইয়াছিল কি না, তাহা কিন্তু আমাদের ন্যায় ক্ষুদ্রব্যক্তির বুদ্ধির অগম্য।

সম্পাদক।

৯ম বৎসর ৯ম খণ্ড, ৩য় সংখ্যা।

চিকিৎসা-সম্মিলনী।

চিকিৎসা-বিষয়ক মাসিকপত্রিকা।

(টাকীর বিখ্যাত ও সুশিক্ষিত জমীদার)

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম, এ, বি, এল,

মহাশয়ের বিশেষ উদ্যোগে ও সাহায্যে

আয়ুর্ব্বেদীয় চরক ও সুশ্রুতের সংস্কৃত, বাঙ্গালা, ইংরাজী ও হিন্দী

অনুবাদক এবং প্রকাশক

কবিরাজ শ্রীঅবিনাশচন্দ্র কবিরত্ন

কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

কলিকাতা কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্ ২০০ নং বাটী হইতে সম্পাদক কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

কলিকাতা।

৫ নং সিম্‌লাষ্ট্রীট্ জ্যোতিষপ্রকাশ যন্ত্রালয়ে

শ্রীগোপালচন্দ্র ঘোষাল দ্বারা

মুদ্রিত।

প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ।৵০ আনা মাত্র।

সূচীপত্র।

বিষয়			পৃষ্ঠা।
দেশীয় স্বাস্থ্যবিজ্ঞানে প্রাণের পর চাই ধন		...	৭৭
এক অষ্টাদশাঙ্গ পাঁচনে			
সহস্র ফিবার মিক্‌শ্চারের কার্য্য করে		...	৭৯
উপকারের অপেক্ষা অপকারই অধিক		...	৮৩
বুঝিবার ভুল (এলোপ্যাথি)	...	...	৮৫
আয়ুর্ব্বেদীয় ধাত্রীবিদ্যা	...	...	৮৯
ব্রণতত্ত্ব (পূর্ব্বভাষ) (কবিরাজী)	...	...	৯১
আমাদের দেশে উপদংশ ব্যাধির চিকিৎসা (ডাক্তারী)			৯৪
হিষ্টিরিয়া না ক্রিমি ?	...	...	৯৯
দৃষ্টফল ঔষধ ও চিকিৎসা (ডাক্তারী ও কবিরাজী)			১০২
ঔষধ প্রস্তুত ও প্রয়োগ প্রণালী (কবিরাজী)			১০৫
দৃষ্টফল মুষ্টিযোগ (সম্পাদকীয়)		...	১০৯
আমাদের কথা ... (ঐ)	...	...	১১১

গ্রাহকগণের দ্রষ্টব্য।

চিকিৎসা-সম্মিলনীর ৯ম বর্ষ ৯ম খণ্ডের ৩য় সংখ্যা প্রেরিত হইল, যাঁহারা বরাবরই অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া সম্মিলনীর জীবনরক্ষা করিয়া আসিতেছেন, তাঁহারা এই সময়ে সম্মিলনীর প্রতি কৃপাদৃষ্টি করিতে আর ঔদাস্য না করেন, ইহাই প্রার্থনীয়।

শ্রীপ্যারীমোহন সেন কবিরাজ।

ম্যানাজার।

দেশীয় স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

প্রাণের পর চাই ধন।

প্রাণ কি তাহা বলিয়াছি ; ধন কি, তাহাও বলিতে ত্রুটী করি নাই এবং প্রাণ ও ধনের পরস্পর যেরূপ অভেদসম্বন্ধ, তাহাও সংক্ষেপে বুঝাইয়াছি। স্বর্গের অমৃত হইতে নরকের বিষ্ঠা পর্য্যন্ত পৃথিবীর যাবতীয় পদার্থই যে ধন বা বিষয় শব্দে বাচ্য, সে কথা বলিতেও কুণ্ঠিত হই নাই। বাস্তবিকও যেমন দেহীর হস্তপদাদি না থাকিলে মধ্যদেহ উদর ও ঊর্দ্ধদেহ মস্তকদ্বারা কোন কার্য্যই সম্পন্ন হয় না, যেমন মস্তক না থাকিলে মধ্য ও নিম্নদেহ জড়বৎ পড়িয়া থাকে, তেমনি প্রাণ অর্থাৎ শরীর সুস্থ না থাকিলে ধন বা ধর্ম্ম, ধন না থাকিলে ধর্ম্ম বা প্রাণ এবং ধর্ম্ম না থাকিলে প্রাণ বা ধনরাশি কোন কার্য্যেরই হয় না। সুতরাং এহেন অমূল্য ও অদ্বিতীয় ধনের বিষয়ই বলিব। চরক বলিয়াছেন ;—

"ধন না থাকিলে কোনমতেই দীর্ঘায়ু লাভ হয় না এবং ভয়ানক পাপী হইতে হয়"।

সুতরাং যাহার অভাবে প্রাণীর প্রাণরক্ষা অসম্ভব, বিশেষতঃ যাহার অভাবে মনুষ্যকে ভয়ানক পাপী হইতে হয়, এহেন অতুলনীয় ধন বা বিষয়ের কথা ও বিস্তৃতভাবেই বর্ণিত হওয়া উচিত।

যে ধনের জন্য মনুষ্যগণ প্রাণকেও তুচ্ছবোধ করিয়া ভয়ানক হিংস্র-শ্বাপদসঙ্কুল-গভীর অরণ্যে প্রবেশ করিতে শঙ্কাবোধ করে না, হাঙ্গরকুম্ভীর-সমন্বিত-অতল-জলধিতলে অনায়াসেই নিমজ্জিত হইতেছে, যে অর্থের প্রসাদাৎ কতশত মহামূর্খ বিদ্যাবাগীশ বলিয়া আখ্যাত হইতেছে, পক্ষান্তরে কতশত যথার্থ সুপণ্ডিত ব্যক্তিও মূর্খাধম বলিয়া পরিগণিত হইতেছেন, যে বিষয় লাভের জন্য কতশত তেজস্বী লোক, ধনীর পদতলে পড়িয়া গড়াগড়ি দেন, মোট কথা যে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থ অর্থাৎ ধন বা বিষয়ের জন্য মানুষ না করিতে পারে, এমন কার্য্যই নাই ; অধিক কি, প্রাণীর প্রাণ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জিনিষ হইলেও

যে অর্থের জন্য প্রাণীগণ সেই প্রাণকে পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিতে কুণ্ঠিত হয় না, আজি কালিকার দিনে অনেকের পক্ষে প্রাণাপেক্ষাও প্রিয়তম পৃথিবীর সেই অমূল্য ও অদ্বিতীয় ধনের বিষয়ই বলিব। এহেন প্রাণাধিক ধনরত্ন কোথা হইতে কি কি উপায়ে কেমন করিয়া সহজে বা দুঃখে আসিতে পারে, তাহাই ক্রমশঃ এই প্রবন্ধে দেখাইব। চরক বলেন ;—

"কৃষি-পশুপাল্য-বাণিজ্য-রাজোপসেবাদীনি। যানি চান্যান্যপি সতামবিগর্হিতানি কর্ম্মাণি বৃত্তিপুষ্টিকরাণি বিদ্যাৎ তান্যারভেত কর্ত্তুং। তথা কুর্ব্বন্ দীর্ঘজীবিতমনুবশতঃ পুরুষো ভবতীতি।"

অর্থাৎ—কি কি উপায় অবলম্বন করিলে ধনোপার্জ্জন হইতে পারে, এক্ষণে তাহারই বিষয় বর্ণিত হইতেছে।

তন্মধ্যে প্রথম ;—কৃষিকার্য্যদ্বারা যে ধনের আগম হয়, তাহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। দ্বিতীয় ;—পশুপালনদ্বারা যে ধন উপার্জ্জিত হয়, তাহাও উৎকৃষ্ট। তৃতীয় ;—বাণিজ্যদ্বারা যে ধন আইসে তাহাও মন্দ নহে। ৪র্থ, রাজসেবা অর্থাৎ রাজার আশ্রয়ে চাকুরীদ্বারা যে ধন উপার্জ্জিত হয়, তাহাই সর্ব্বনিকৃষ্ট। যেহেতু অন্যত্রও আছে।

"সেবায়ামধমম্।"

অর্থাৎ সেবা করিয়া (তৈলপ্রদানে পরের মন যোগাইয়া) যে ধন উপার্জ্জিত হয়, তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট ধন। এতদ্ভিন্ন অন্যান্য কার্য্য, যাহা সাধুলোকের নিকট নিন্দিত নহে, তদ্দ্বারাও ধনোপার্জ্জন এবং দীর্ঘজীবন ও যশোলাভ করিয়া সুখে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ হইতে পারে।"

পাঠক! ধনোপার্জ্জনসম্বন্ধে চরকের বন্দোবস্তের কথা শুনিলেন ত, কিন্তু কেবল শুনিলে হইবে না। বিষয়টা গভীর মনঃসংযোগপূর্ব্বক চিন্তা করিয়া দেখিতে হইবে। যেহেতু বর্ত্তমান সময়ে আমাদের মধ্যে চরকের এ

উক্তিটা যে সম্পূর্ণই বিপরীত, ঠিক্ যেন স্বর্গের স্থানে নরক, ঠিক্ যেন রামের স্থলে রহিম হইয়া পড়িয়াছে! কেন না কোথায় কৃষিকার্য্য ধনোপার্জ্জনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পন্থা বলিয়া ঋষিগণ নির্দ্দেশ করিয়া গিয়ছেন, আর আজ্ সেই স্থলে কি না সর্ব্বনিকৃষ্ট সেবাবৃত্তিই অধিকার করিয়া বসিয়াছে! আহা ঠিক্ যেন গুরুদেব গিয়া পায়খানায় স্থান পাইয়াছেন, আর মেথর যেন ঠিক্ মহাশয়রূপে উচ্চাসন অধিকার করিয়া বসিয়াছেন!

কিন্তু কেন এমন হইল? কি জন্য কি সূক্ষ্ম কারণে স্বর্গ নরকে ও নরক স্বর্গে পরিণত হইল, ইহার প্রকৃত কারণ কেহ নির্দ্দেশ করিতে পারেন কি? যিনি যে কারণেরই উল্লেখ বা স্থির করিয়া এ উদ্বেগের শান্তি করিতে চাহেন করুন, আমরা কিন্তু বলিব যে, ভারতবাসী বুদ্ধিদোষেই আজ এরূপ অভাবনীয় পরিবর্ত্তনে উপস্থিত হইয়াছে। অজ্ঞানতায় মানুষকে যতদূর দুরবস্থায় ফেলিতে পারে, তাহার চূড়ান্তই হইয়া উঠিয়াছে। ভারতবাসী প্রকৃতই নিজ বুদ্ধিদোষেই আজ এদুর্দ্দশার চরমসীমায় উপনীত হইয়াছে। সত্য সত্যই দোষ কাহারই নহে। এদোষ ইংরাজের নহে, এদোষ ফরাসীরও নহে। প্রকৃতই এদোষ আমাদের নিজেরই। আমরা সাধ করিয়াই ঘরের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলিয়াছি। ইচ্ছা করিয়াই স্বর্গপুরী মহাশ্মশানে পরিণত হইতে দিয়াছি। যদি তাহাই ঠিক্ না হইবে, তবে কি ধনোপার্জ্জন সম্বন্ধে দেশে এমন সকল কৃষি ও বাণিজ্যাদি উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট পন্থা সকল বর্ত্তমান থাকিতেও দেশের যাবতীয় সুশিক্ষিত ব্যক্তিগণ দলে দলে নিকৃষ্ট সেবাবৃত্তির জন্য এতদূর লালায়িত ও ব্যাকুল হইতে পারিতেন?

ক্রমশঃ—

সম্পাদক।

এক অষ্টাদশাঙ্গ পাঁচনে সহস্র ফিবার মিক্শ্চারের কার্য্য করে।

সম্মিলনীতে গত বারের লিখিত "অন্ধের চক্ষু ফুটিবার নহে" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিয়া আমাদের কোন মাননীয় প্রবীণ ডাক্তার আমাদের মুখের উপরেই মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, "প্রবন্ধটী পাঠ করিয়া এক পক্ষে যেমন আন্তরিক সুখী হইয়াছি অর্থাৎ ঘটনাটা সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া মনে হওয়াতে

যেমন সন্তোষ লাভ করিয়াছি, কিন্তু পক্ষান্তরে প্রবন্ধে ভাষার আড়ম্বর ও শব্দের আতিশয্যে তদ্রূপ বিরক্ত হইতে হইয়াছে।" ঠিক্ কথা। তাঁহার একথা সম্পূর্ণই সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়া লইলাম, যেহেতু তাঁহার ন্যায় পরিমিত ভাষীর নিকট আমরা যে যথার্থই অসংযতবাক্, একথা সহস্রবারই স্বীকার করিব। যাহা হউক, তাঁহারই উপদেশ মত আজ্ যতদূর পারি, সংক্ষেপে আর একটী অত্যাশ্চর্য্য ও এখনকার দিনে সত্য সত্যই অভাবনীয় চিকিৎসা-বিবরণ নিম্নে প্রকাশ করিলাম।

হুগলী-বৈঁচিগ্রামের শ্যামাচরণ নামক একটী গরিব ব্রাহ্মণ কলিকাতা বাহির শিম্‌লায় বাস করে। প্রায় তিন মাসেরও অধিক হইবে, শ্যামাচরণ নূতন জ্বরাক্রান্ত হইয়া আমাদের চিকিৎসালয়ে আইসে। নাড়ী পরীক্ষায় দেখিলাম জ্বরের তাপ অত্যন্ত বেশী সম্ভবতঃ থার্ম্মমিটারে ৬—৭ এর কম নহে। বাহ্যিক চেহারা ঠিক্ যেন মাতালের ন্যায়। চক্ষু অনেকটা রক্তবর্ণ, মাথাভার, সর্ব্বশরীরে বিশেষতঃ প্রত্যেক সন্ধিস্থানে ও বক্ষঃস্থলে বেদনা, কাশি, বসিয়া থাকিতে অক্ষম, সময় সময় পাতলা মলনির্গমন এবং ভয়ানক ছট্ ফটানি। জিজ্ঞাসায় জানিলাম যে, ২।৩ দিন হইতেই তাহার সর্দ্দি ও জ্বর-ভাব হয় এবং তাহার উপরেই সে পূর্ব্বদিন উত্তমরূপে শীতল জলে স্নানাহার করে। সুতরাং জ্বরের উপর স্নানাহারেই যে, একদিনে জ্বর এত প্রবল হইয়া উঠিয়াছে, তাহা নিঃসন্দেহ। আমি এ অবস্থায় রোগীকে আমাদের অমৃত অর্থাৎ মিঠাবিষ ঘটিত ঔষধ তিনবার খাইতে দিবার জন্য বলিয়া বিদায় করিলাম।

পর দিন প্রাতে রোগীর ভ্রাতা আসিয়া সংবাদ দিল যে, ঔষধে রোগীর কোন উপকারই দর্শে নাই, বরঞ্চ জ্বর ও উপসর্গের বৃদ্ধিই পাইয়াছে। অপরন্তু আজ আর তাহার উত্থানশক্তি নাই। ইহা শুনিয়া আমি সেই পূর্ব্বদিনের ঔষধের সহিতই একটু মকরধ্বজ ও কস্তূরী-ভূষণ বড়ীর অর্দ্ধেক বড়ী মিশ্রিত করিয়া সেবন করিতে বলিয়া দিয়া বিদায় করিলাম। পরদিন প্রাতেও শুনিলাম যে, অবস্থা সেইরূপ বরঞ্চ কিছু মন্দ, সুতরাং এরূপ অবস্থায় রোগীকে না দেখিয়া ঔষধ দেওয়া অবিধেয় ভাবিয়া সে দিন আমার একটী ছাত্রকে দেখিতে পাঠাইলাম। ছাত্র আসিয়া সংবাদ দিল যে, রোগীর সম্পূর্ণই বিকারভাব ঘটিয়াছে। সুতরাং সে দিবস বিকারনাশক ঔষধাদির

ব্যবস্থা করা গেল। কিন্তু দুঃখের বিষয় পরদিন প্রাতে শুনিলাম যে, রোগীর অবস্থা অতীব শোচনীয়, সুতরাং আমি তৎক্ষণাৎ রোগীর গৃহে উপস্থিত হইলাম। এবং যাহা দেখিলাম ও শুনিলাম তাহা এই ;—রোগীর গায়ের তাপ এতই অধিক যে, গৃহের মধ্যে যেন একটা অগ্নিকুণ্ড রহিয়াছে, ঘরে প্রবেশ করিয়া কেমন একটা দুর্গন্ধ অনুভব করিলাম, রোগীর সংজ্ঞা নাই বলিলেই চলে, অতি কষ্টে তবে আমাকে চিনিতে পারিল, জিহ্বা ভয়ানক মোটা ও সাদা এবং স্পর্শে গো-জিহ্বাবৎ খর খরে, বুকে ভয়ানক বেদনা ও শ্লেষ্মা বোঝাই ও তজ্জন্য এক রকমের ঘড় ঘড়ে শব্দ ও শ্বাসাধিক্য ও শ্বাস প্রশ্বাসে কষ্ট, হস্ত ও মস্তক সঞ্চালন, অনেকটা বধিরভাব এবং শুনিলাম সমস্ত রাত্রিটাই চীৎকার করিয়া অনিদ্রায় কাটাইয়াছে। তিন দিন দাস্ত হয় নাই, প্রলাপোক্তি ও তন্দ্রা প্রভৃতি বিকারের প্রায় সমস্ত লক্ষণই আসিয়া জুটিয়াছে।

এ অবস্থায় রোগীর বাসাস্থ সকলেরই বিশ্বাস যে, তাহার আর এ যাত্রা কিছুতেই রক্ষা নাই। অতএব সকলের ইচ্ছা যে, একবার ডাক্তার দেখান হয়, আর রোগীর হাতকাঁপা, পা ও মস্তক সঞ্চালন প্রভৃতি কুলক্ষণ দেখিয়া আমিও রোগীর জীবনে একরূপ হতাশ হইয়া পড়িলাম। এবং ডাক্তার দেখাইতে মত দিলাম, কিন্তু ইতিমধ্যে সহসা মনে হইল যে, একবার পাঁচ-নাদি দিয়া দেখা উচিত, এই ভাবিয়া বলিলাম যে, আজকার দিনটা আমা-দেরই ঔষধ চলুক, আগামী কল্য দেখা যাইবে। বলা বাহুল্য যে, ইহার পূর্ব্বে আমি আমাদের তান্ত্রিক আয়ুর্ব্বেদ-সম্মত যাহা কিছু বটীকা, তাহা সাধ্যমত দিতে ত্রুটী করি নাই। অতঃপর আর বটীকার আশ্রয়ে না গিয়া সেই দিন প্রাতে বৈদিক আয়ুর্ব্বোদাক্ত "বাতশ্লেষ্মহর অষ্টাদশাঙ্গ" পাঁচনের একমাত্রা উত্তমরূপে থেঁতো করিয়া অর্দ্ধশের জলে জ্বাল দিয়া অর্দ্ধপুয়া শেষ নামাইয়া তাহাই অল্পে অল্পে সেবন করিতে দিতে বলিলাম।

লিখিতে আনন্দে শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে যে, একমোড়া পাঁচন সেবনেই রোগীর দিবারাত্রে ২ বার স্বাভাবিক দাস্ত হইয়া তাহার জ্বরের সহিত প্রায় বার আনা উপসর্গের শান্তি হইয়া গেল! তারপর ৬।৭ দিন প্রত্যহ প্রাতে কেবলমাত্র এই পাঁচন এক মোড়া করিয়া সেবন করাতেই ক্রমশঃ রোগী নির্দ্দোষ আরোগ্যলাভ করিয়া আর্য্যঋষি-নির্দ্দিষ্ট আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রের অপার মহিমা ঘোষিত করিয়াছিল!

অতএব এহেন অত্যাশ্চর্য্য ও অসাধারণ-শক্তিশালী অষ্টাদশাঙ্গ পাঁচন ব্যাপারটা কি, তাহা অবশ্যই এস্থলে বর্ণন করা আবশ্যক, আমরা সাধারণের কৌতূহলনিবৃত্তির জন্য নিম্নে উক্ত পাঁচনের তালিকা প্রদান করিতেছি যথা ;—

বেলছাল—	ব্যাকুড়
শোণাছাল—	শটী
গাম্ভারীছাল—	কাঁকড়াশৃঙ্গী
পারুলছাল—	পুষ্করমূল
গণিয়ারীছাল—	দুরালভা
শালপাণি—	বামনহাটীমূল
চাকুলে—	ইন্দ্রযব
গোক্ষুর—	পলতা
কণ্টকারী—	কটকী

সমুদায়ে মোট ২ দুই তোলা ওজনে লইবে। আমরা কিন্তু সচরাচর প্রত্যেক দ্রব্য ৵০ আনা হিসাবে লইয়া সমুদায়ে মোট ২।০ ওজনে লইয়া থাকি। একটী মোড়া উত্তমরূপে থেতো করিয়া ॥০ অর্দ্ধসের জলে জ্বাল দিয়া অর্দ্ধপুয়া শেষ নামাইয়া একবারে অথবা সেবনে অসমর্থ হইলে অল্পে অল্পে পান করিতে দিবে। বালকের পক্ষে অর্দ্ধমাত্রা। শিশুর পক্ষে শিকি মাত্রা গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। এই পাঁচন সেবনে কাস, বক্ষঃস্থলে বেদনা, পার্শ্ববেদনা, শ্বাস, হিক্কা ও বমনাদি অশেষবিধ উপসর্গ সংযুক্ত বাতশ্লেষ্মা ও সান্নিপাতিক জ্বরের শান্তি হইয়া থাকে।

যাঁহারা চিকিৎসক, বিশেষতঃ দেশীয় ঔষধ দ্রব্যের সহিত যাঁহাদের বিশেষ-রূপ পরিচয় আছে, কেবল তাঁহারাই মনোযোগপূর্ব্বক চিন্তা করিয়া দেখিলে ঠিক্ বুঝিতে পারিবেন যে, উপরোক্ত পাঁচনে ঐ আঠার খানি ঔষধ দ্রব্যের একত্র সংমিশ্রণে কি অত্যাশ্চর্য্য বৈজ্ঞানিকশক্তির অশেষ পরিচয় ঋষিগণ প্রদান করিয়া গিয়াছেন।

সুতরাং এমন সকল জীবন্ত দৃষ্টান্তেও যদি কেহ একথায় বিশ্বাসস্থাপন করিতে না চাহেন, তবে আর আমরা কি করিব ? আমরা কিন্তু অন্তরের সহিত বার বারই বলিব যে, "সহস্র ফিবারমিক্‌শ্চারও অষ্টাদশাঙ্গ পাঁচনের সমকক্ষ নহে।"

সম্পাদক।

উপকারের অপেক্ষা অপকারই অধিক।

প্রায় সকলেরই ধারণা, ডাক্তার কবিরাজ, যথার্থই জীবনদাতা ; অনেকেরই দৃঢ়বিশ্বাস, কবিরাজ ডাক্তারেরাই পীড়িত ব্যক্তির পীড়া আরোগ্য করিতে একমাত্র অধিকারী। দুঃখের বিষয় এ কথাটা খুব্ কম লোকেই ভাবেন যে, ডাক্তার কবিরাজের পিতামহেরও সাধ্য নাই যে, কোন ব্যক্তির জীবনদান করেন, কোন কবিরাজ ডাক্তারেরই সাধ্য নাই যে, স্বাভাবিক অসাধ্য রোগের মোচন করিতে পারেন।

তবে আসল কথা এই যে, যে রোগ আপনা হইতেই সারিবার, তাহাই ডাক্তার কবিরাজেরা সারিতে পারেন, যে রোগী আপনা হইতেই বাঁচিবার, তাহাকেই চিকিৎসকেরা বাঁচাইয়া বাহাদুরী লইয়া থাকেন।

কিন্তু ইহার উপর আরও একটু বিশেষ কথা এই যে, এমন অনেকগুলি রোগ আছে এবং সঙ্গে সঙ্গে এমন চিকিৎসকেরও বড় অভাব হয় না, যেখানে ঔষধ প্রয়োগে রোগীর উপকার দূরে থাকুক, বরঞ্চ দিন দিন অপকারের মাত্রাই বৃদ্ধি হইতে থাকে। একথা যে একবারেই কাঁচা কথা নহে, তাহা সকলকেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে। যেহেতু এমন অনেকস্থলেই দেখা যায় যে, কোন সুদারুণ পীড়িতব্যক্তি দিবারাত্রই হয় ডাক্তারী নয় কবিরাজী ঔষধ ঢক্ ঢক্ করিয়া গিলিতেছে, অথচ উপকার কিছুমাত্রও নাই, লাভের মধ্যে রোগীর শরীরে জ্বালাযন্ত্রণা ও আইঢাইভাব ইত্যাদি ক্রমশই বাড়িতেছে। অথচ ঠিক্ এই স্থলে সে রোগী যে দিন যে মুহূর্ত্তে ঔষধ সেবন বন্ধ করিল, সেই দিন সেই দণ্ড হইতেই যেন সে বিচারী যমযন্ত্রণা হইতে অব্যাহতি পাইল! কত শত স্থলে আমরা স্বচক্ষেই যে এ দৃষ্টান্তের পরিচয় পাইয়া চিকিৎসার অসারতার উপলব্ধি করিয়াছি, তাহার আর ইয়ত্তা নাই। বিশেষতঃ এ উষ্ণপ্রধান দেশে শীতপ্রধান দেশীয় ভয়ানক উষ্ণবীর্য্য এলোপ্যাথি ঔষধদ্বারা যে, অধিকাংশ স্থলে উপকারের অপেক্ষা অপকারে ভাগই অধিক ঘটিয়া থাকে, সে বিষয়ে আমরা দিব্যি করিয়া বলিতে পারি। ও নানপ্রকারেই সর্ব্বসমক্ষে ইহার সত্যতা দেখাইতে পারি।

সে যাহা হউক, সংপ্রতি এ প্রবন্ধে আমরা নিজে আর কোন কথা না

বলিয়া একটী বিলাতী দৃষ্টান্তেরই উল্লেখ করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিব। বিলাতের কোন বিখ্যাত অসাধারণ জ্ঞানশালী ধনী, কোন কঠিন রোগে আক্রান্ত হইয়া ক্রমাগত ঔষধ সেবন করিতে আরম্ভ করেন। কিছু দিন ঔষধ সেবনেই নিশ্চিত বুঝিলেন যে, বরঞ্চ ঔষধ সেবনের পূর্ব্বে তিনি ভালই ছিলেন, কিন্তু ঔষধসেবনে ক্রমশই তাঁহার রোগ ও যাতনার বৃদ্ধি করিয়া দিতেছে। সুতরাং এই ভাবিয়া তিনি ঔষধসেবনে ক্ষান্ত হইবেন বলিয়া স্থির করিলেন; কিন্তু কেবল তাঁহার ইচ্ছায় কি হইবে? এ সংসারে জ্ঞানীই হউন, আর ধনীই হউন, রাজাই হউন, আর যিনিই হউন, কাহার ত আর স্ত্রী পুত্র ও আত্মীয়স্বজনকে বাদ দিয়া কোন কার্য্যই করিবার সাধ্য নাই, সুতরাং তাঁহার অনিচ্ছা হইলে কি হইবে, স্ত্রী পুত্র ও আত্মীয়-স্বজনাদির তাড়নায় অগত্যা বাধ্য হইয়াই তাঁহাকে রীতিমত ঔষধাদি ব্যবহার করিতে হইল। এবং এইরূপ ঔষধ ব্যবহার করিতে করিতে অবিলম্বেই বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহার মৃত্যুর আর বড় অধিক বিলম্ব নাই, যখন দেখিলেন যে, মৃত্যু অতি নিকট, তখন আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধব সকলকেই ডাকিয়া তিনি এই সকল কথা বলিলেন;—"যে কারণেই হউক, আমার মৃত্যুর আর বড় বিলম্ব নাই, সম্ভবতঃ ২।১ দিন মধ্যেই আমার মৃত্যু হইবে। এ কথা নিশ্চিত যে, আমার ন্যায় প্রভূত ধনশালী ব্যক্তির মৃত্যুর পর তোমরা আমার স্মরণার্থ বহুল অর্থব্যয় করিয়া নানাপ্রকার ক্রিয়াকলাপাদি করিবে এবং প্রকাণ্ড সমাধিমন্দিরে আমাকে স্থান দিবে। আমার নিতান্তই অন্তরের ইচ্ছা এবং তোমাদের প্রতি আমার ইহাই একান্ত অনুরোধ যে, আমার জন্য যাহা কিছু কর্ত্তব্য হয় করিও, অপরন্তু আমার প্রকাণ্ড সমাধিস্তম্ভের মধ্যস্থলে বড় বড় সুবর্ণাক্ষরে নিম্নলিখিত কথাগুলি বসাইয়া রাখিও, দেখিও যেন আমার অন্তরের এ ইচ্ছার কোনমতেই অন্যথা না হয়।" যথা;—

"I was well. Wishing to be better, I am here."

অর্থাৎ "আমি ভাল ছিলাম। তদপেক্ষা অধিক ভাল থাকার ইচ্ছা করিয়াই আমি এই সমাধিক্ষেত্রে আছি।"

সম্পাদক।

বুঝিবার ভুল।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

সম্পাদক মহাশয় ব্যক্তিগত বাদ প্রতিবাদ হইতে নিরস্ত হইতে বলিয়াছেন। নিরস্ত হওয়াই উচিত, কারণ সময় অল্প, কার্য্য অনেক। তবে এসম্বন্ধে আরও গুটিকতক কথা বলা নিতান্ত প্রয়োজনীয় বোধ হওয়াতে সেই কয়টী কথামাত্র লিখিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিতেছি। ভরসা করি, সম্পাদক মহাশয় পত্রিকায় কিঞ্চিৎ স্থানদানে বাধিত করিবেন।

বাদী প্রতিবাদী আপন আপন পক্ষকে নিশ্চিত জানিয়া কখনও প্রকৃত সত্য প্রাপ্ত হয় না। একথা অতি যথার্থ। আমরা ঈশ্বরের কার্য্যবিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। কিন্তু মনুষ্যের যতদূর বুদ্ধির দৌড়, তাহার অনুগামী হইয়া সাধারণ মনুষ্যগণ আপন আপন চক্ষু কর্ণ নাসিকা প্রভৃতির সাহায্যে যে সকল সামান্য সামান্য বিষয়কে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করে, তৎসম্বন্ধে কোনই মতদ্বৈধ হইবার সম্ভাবনা নাই।

পুংসহবাস ব্যতিরেকে যে জরায়ুজ প্রাণির উৎপত্তি সম্ভবে না, তাহার প্রমাণ ভাল ভাল প্রামাণিক আয়ুর্ব্বেদ গ্রন্থে পাওয়া যায়। সম্পাদক মহাশয় বলেন যে, বিনা সহবাসে হাতপাওয়ালা সন্তান না হউক, গর্ভের শোণিত হইতে পিণ্ডাকার পদার্থ জন্মাইতে পারে। কিন্তু কথা এই যে, যদি উহাকে সন্তান বলা যায়, তবে ঐ পিণ্ডাকার পদার্থের জীবনসঞ্চার জানিয়া লইতে হয়। কিন্তু সহবাস ব্যতিরেকে কখনও জীবন সঞ্চার হইতে পারে না। "পৃথিবীতে অঘটন ঘটনা হইতে পারে" ইহা মানিয়া লইতে লইলে সমস্ত অলীক অপ্রামাণিক ঘটনাকে সত্য বলিয়া মানিয়া লইতে হয়। কিন্তু এইরূপ মানিয়া লইলে কোনও বিজ্ঞানের উন্নতি হইতে পারে না। বিজ্ঞান-বেত্তা কখনও অলৌকিক ঘটনাকে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারেন না। যে চরক সংহিতার উপর সম্পাদক মহাশয়ের দৃঢ়ভক্তি, তাঁহারই সম্পাদিত সেই চরকসংহিতা এসম্বন্ধে কি বলেন দেখুন। যথাঃ—"পিতৃজশ্চায়ং গর্ভো নহি পিতৃরৃতে গর্ভোৎপত্তিস্থান চ জন্ম জরায়ুজানাং"। অর্থাৎ উৎপত্তিশালী জরায়ুজ প্রাণি কখনও পিতা ব্যতিরেকে জন্মলাভ করিতে পারে না। এমন

কেহ কখনও দেখে নাই বা শুনে নাই যে, পিতা ব্যতিরেকে কোন উৎপত্তি-শালী জরায়ুজ প্রাণির সৃষ্টি হইয়াছে। তারপর চরক আরও কহিয়াছেন, "ন চাঙ্কুরোৎপত্তির্বীজাৎ" অর্থাৎ বীজ ব্যতিরেকে অঙ্কুরোৎপত্তি হয় না। *

কবিরাজ প্রসন্নচন্দ্র মৈত্রেয় মহাশয় বলেন, আমি উন্মাদরোগকে বায়ুরোগ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছি। ইটি কবিরাজ মহাশয়ের নিজের বুঝিবার ভুল। আমি এমন কথা কোথাও বলি নাই। আমি বলিয়াছি "বায়ু প্রকুপিত হইয়া উন্মাদরোগ উপস্থিত হইলে" ইত্যাদি। এক্ষণে দেখা যাউক বায়ু প্রকুপিত হইয়া উন্মাদ রোগ হয় কি না। ভাব প্রকাশের মতে ছয় প্রকার উন্মাদরোগ বর্ণিত আছে। বায়ু পিত্ত ও কফ ভেদে তিন, সন্নিপাত ভেদে এক, মানসিক দুঃখ ভেদে এক এবং বিষজন্য এক, এই ছয়প্রকার। তন্মধ্যে বায়ু জন্য উন্মাদরোগকে বাতিকোন্মাদ বলে। বাতিকোন্মাদের লক্ষণ যথাঃ—

অস্থানহাস্যস্মিতনৃত্যগীতবাগঙ্গবিক্ষেপণরোদনানি
পারুষ্যকার্শ্যারুণবর্ণতাশ্চ জীর্ণে বলঞ্চানিলজস্য রূপং।

তাহার নিদান যথাঃ—

রুক্ষোষ্ণশীতান্নবিরেক ধাতুক্ষয়োপবাসৈরনিলোঽতি বৃদ্ধঃ।
চিন্তাদি দুষ্টং হৃদয়ং প্রদূষ্য বুদ্ধিং স্মৃতিং চাপ্যুপহন্তি শীঘ্রং।

এক্ষণে কবিরাজ মহাশয় দেখুন বায়ু প্রকুপিত হইয়া উন্মাদ রোগ হয় কি না? এইরূপ উন্মাদ রোগের চিকিৎসায় বায়ু প্রশমক ঔষধ প্রয়োজ্য।

কবিরাজ মহাশয় বায়ু পিত্ত কফকে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর বলিয়া ফেলিয়াছেন, এক্ষণে ঐ কথা সমর্থনের জন্য আত্মা, অনাত্মা, সৃষ্টিকল্প, মহাবিষ্ণু এবং বরুণ তপনকে আসরে নামাইয়াছেন। পরন্তু ব্রহ্মাদি দেবগণ এবং বরুণ তপনাদি দেবগণ আপনা আপনি জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন কি মহাবিষ্ণুর বিরাট দেহ হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন। সে ঘটনা কবিরাজ মহাশয় নিজেও দেখেন নাই, আমিও দেখি নাই। তবে এই পর্য্যন্ত বলি যে, কোনও পদার্থকে ঈশ্বরের অংশ বলিয়াই যদি তাহার স্বরূপনির্ণয়ে কবিরাজ মহাশয় সন্তুষ্ট হন, তবে তাহাই হইবেন এবং কোনও আয়ুর্ব্বেদ পাঠার্থী ছাত্র তাঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার করিলে ঐরূপেই চিকিৎসা বিজ্ঞানের ব্যাখ্যা করিবেন। আমি

* চরকসংহিতা শারীরস্থান ৪০৪ পৃ—কবিরাজ অবিনাশচন্দ্র কবিরত্ন কর্ত্তৃক সম্পাদিত ১ম সংস্করণ।

কবিরাজ মহাশয়ের সহিত হিন্দুধর্ম্মের তর্ক করিতে বসি নাই। এবং চিকিৎসা-সম্মিলনীও ঈশ্বরতত্ত্বপ্রচারের কাগজ নহে। আমরা ডাক্তার কবিরাজ মানুষ। আমাদের ব্যবসা রোগের চিকিৎসা করা এবং চিকিৎসাশাস্ত্র বুঝিতে পারা।

ব্যাধিপ্রভাবে যে যন্ত্রের গঠনের ভাবান্তর হয়, তাহা ডাক্তারগণ ত স্বীকার করেন। যেমন সহজ ও সুস্থ ব্যক্তির মৃতদেহ ছেদন করিলে যন্ত্রগুলি সুস্থ ও স্বাভাবিক দেখা যায়; সেইরূপ পীড়িত ব্যক্তির মৃতদেহ ছেদন করিলে যন্ত্রাদির ভাবান্তর লক্ষিত হইয়া থাকে। কবিরাজ মহাশয় স্মরণ রাখিবেন, ডাক্তারগণ সুস্থ অসুস্থ সর্ব্বপ্রকার মৃতদেহ পরীক্ষা করেন। তাঁহাদের শাস্ত্র একদিনে তৈয়ার হয় নাই। বহুকাল ব্যপিয়া বহুলোক অসংখ্য মৃত দেহছেদন করিয়া তবে বর্ত্তমান কালের এনাটমি এবং প্যাথলজি প্রস্তুত হইয়াছে। যোনিসংবরণ নামা রোগে অপত্যপথ সংকুচিত হইতে পারে এবং মৃত অবস্থায় তদ্রূপ অবস্থাও দেখা যাইতে পারে। কিন্তু যে প্রসূতির জন্মাবধি প্রসবদ্বারের হাড় ক্ষুদ্র, ঔষধ সেবনদ্বারা তাহার হাড় বড় হইবে কি প্রকারে? কি কবিরাজী কি ডাক্তারী, কোন দেশের কোন চিকিৎসা শাস্ত্রে সেরূপ ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই। এই সকল স্থলে প্রলেপ, টোট্‌কা ঔষধ বা বত্রিশের ঘরপূরণে প্রসব হইতে পারে না। অনেক লোকের সম্মুখের দাত বড় থাকে, কবিরাজ মহাশয় ঔষধ খাওয়াইয়া কি প্রলেপ দিয়া ঐ দাঁত ছোট করিতে পারেন কি? কবিরাজ মহাশয় বলেন—"ভগবান্ কপিল এবং শুকদেব বহু অধ্যবসায়ের পর যাহার সম্বন্ধে কথঞ্চিৎ জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন, পাঁচ বৎসর মেডিকেল কলেজে অধ্যয়ন এবং পাঁচটি মাত্র মরামানুষ কাটিয়া তাহার বিষয় কতদূর জ্ঞানলাভ করা যায়, তাহা আমি অবগত নহি।" তাহা যদি অবগত নন, তবে ৫ টী মরামানুষ কাটে কি শতটা কাটে তাহা তিনি জানিলেন কি প্রকারে? পরন্তু শত শত ডাক্তার শত শত বৎসর ধরিয়া ক্রমাগত ঐ কাজ করিয়া যে সকল সত্য আবিষ্কার করিয়াছেন, ছাত্রেরা তাহাই শিক্ষা করেন এবং সেরূপ শিক্ষা করা পাঁচবৎসরই যথেষ্ট। একটী সত্য আবিষ্কার করিতে বহু লোকের দেহপাত হয়, কিন্তু সেই সত্যটী যিনি পুস্তকপাঠ করিয়া এবং প্রকৃত ঘটনার সহিত মিলাইয়া অধ্যয়ন করেন, তাহার পক্ষে শিক্ষা করা অতি সহজ।

ইউরোপীয় চিকিৎসকগণ কপিলের এবং শুকদেবের আবিষ্কৃত সত্য সকল গ্রহণ করিয়া তাহার উপর উন্নতি করিয়াছেন। ইউরোপীয় চিকিৎসাশাস্ত্রে এবং বিজ্ঞানশাস্ত্রে এত পুস্তক এবং এত যন্ত্রাদি আবিষ্কৃত হইয়াছে যে, তাহার এক এক খানি মাত্র সংগ্রহ করিয়া সাজাইয়া রাখিলে একখানি বৃহৎ গ্রাম বোঝাই হইয়া পড়ে। কবিরাজ মহাশয় যে নাভিমর্ম্মকে শিরামূল বলিয়াছেন এবং যে নাভিমর্ম্মের সহিত নাকি সমস্ত শিরার যোগ আছে বলেন, সেই নাভিমর্ম্ম ইউ-রোপীয় ডাক্তারগণ জীবিত দেহে শতসহস্র বার ছেদন করিয়া "ওভেরিওটমি" নামক অতি দুরূহ অস্ত্রকার্য্য নিষ্পন্ন করিতেছেন, অথচ তাহাতে শতকরা ৯০ জন রোগী বাঁচিয়া যাইতেছে। কবিরাজ মহাশয় আরও বলেন "সামান্য স্থানে অস্ত্র করিয়া তাহারা সবিশেষ প্রশংসালাভ করেন কিন্তু মর্ম্মস্থানে আঘাত করিয়া মধ্যে মধ্যে যে জীবহত্যাপাপে লিপ্ত হন, তাহা অনেক সময় প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি" বেশকথা, কিন্তু কবিরাজী সুশ্রুত মাত্র পাঠ করিয়া কি সমস্ত বড় বড় অস্ত্রকার্য্যে দক্ষতালাভ করা যায় এবং মানুষ খুনের দায় হইতে বাঁচা যায়? হস্ত পদ কাটিয়া ফেলা পেট চিরিয়া পেটের সন্তান বাহির করা এই সকল অস্ত্র কার্য্যকে কি কবিরাজ মহাশয় সামান্য স্থানে অস্ত্র কার্য্য বলেন? অনুমান করি, কবিরাজ মহাশয় সামান্য ফোড়া বা সামান্য উরুস্তম্ভ ছেদন করা ভিন্ন আর কোনও অস্ত্র কার্য্য কস্মিন্ কালে দেখেন নাই। নচেৎ এমন কথা বলিলেন কি প্রকারে? পরন্তু অন্য চিকিৎসায় যেমনই হউক, অস্ত্র চিকিৎসায় ইউরোপীয় ডাক্তারগণ বর্ত্তমান কালে যেরূপ অসাধারণ উন্নতি করিয়াছেন, কোনও দেশের কোনও কালের কোনও চিকিৎসা শাস্ত্রে সেইরূপ উন্নতি হইয়াছিল কি না সন্দেহ। দক্ষের মস্তক ছেদন প্রভৃতি অলীক কথা অবশ্য বিশ্বাসযোগ্য নহে। আর মুনি ঋষিরা পারিতেন, তাহাতেই বা আমা-দের লাভ কি? কেবল মুনি ঋষির দোহাই দিলে ত হয় না? হাতে হেতেরে কাজকর্ম্মে ফল দেখাইতে পারিলে তবে বুঝিতে পারি। বেশ কথা, মানিয়া লইলাম আয়ুর্ব্বেদ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর মুনি ঋষিপ্রণীত নিত্য শাস্ত্র, তাহার উপর আর কারিকুরী খাটে না, পরিবর্ত্তনও সম্ভবে না। কিন্তু কবিরাজ মহাশয় যে অনেক ডাক্তারকে মর্ম্মস্থানে আঘাত করিয়া জীবহত্যা পাপে লিপ্ত হইতে দেখিয়াছেন, কবিরাজ মহাশয় ধর্ম্মতঃ বলুন দেখি, সে সকল আয়ুর্ব্বেদীয় মর্ম্ম স্থানের মর্ম্ম কবিরাজ মহাশয় বুঝিতে পারিয়াছেন কি না এবং বুঝাইতে পারেন

কি না, যদি পারেন, তবে এই দণ্ডেই আমি ডাক্তারী ছাড়িয়া তাঁহার নিকট সুশ্রুতের মর্ম্মস্থান অধ্যয়ন করি। ক্রমশঃ—

শ্রীপুলিনচন্দ্র সান্যাল, এম্, বি।

সম্পাদকীয় বক্তব্য।

এরূপ বাদ-প্রতিবাদ ঘটিত প্রবন্ধ সম্মিলনীতে আর মুদ্রিত করিব না বলিয়া ইতিপূর্ব্বে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, কিন্তু স্নেহ, ভক্তি বা ভালবাসার নিকট না কি প্রতিজ্ঞা এমন কি আইন কানুন পর্য্যন্তও বড় একটা খাটে না, তাই আমরা অনিচ্ছাসত্ত্বেও প্রতিজ্ঞাভঙ্গ করিয়া ডাক্তার পুলিনবাবুর এ প্রবন্ধ আবার মুদ্রিত করিলাম। তাঁহার লিখিত এ প্রবন্ধের সকল কথায় আমরা অনুমোদন করিতে না পারিলেও ইহার অনেক কথাই যে বেশ সুগভীর যুক্তিযুক্ত, তাহা কিন্তু কোনমতেই অস্বীকার করিতে পারিব না। তবে পক্ষাবলম্বনে সাধারণতঃ যে যে দোষ ঘটিয়া থাকে, তাহা হইতে কি ডাক্তার বাবু, কি কবিরাজ মহাশয়, কেহই যে অব্যাহতি পান নাই, সে কথা সহস্রবারই বলিব। আর আমরা নিজেও যে ঘোর পক্ষপাত দোষে দোষী, তাহাতে কি আর সন্দেহ আছে?

সম্পাদক।

আয়ুর্ব্বেদীয়-ধাত্রীবিদ্যা।

ষষ্ঠাধ্যায়।—যোনিকণ্ডু।

জয়া। ইতিপূর্ব্বে যোনিকণ্ডু নামে যে একপ্রকার রোগের কথা কহিয়া-ছিলে তাহা কিরূপ? এবং কিপ্রকারেই বা সেই রোগের উৎপত্তি হয়?

বিজয়া। যোনিবিবরে ক্লেদবিহীন নানাপ্রকার কণ্ডু হইয়া থাকে, তাহাকে যোনিকণ্ডু কহে। এই পীড়ায় যোনিমধ্যে সূচিবিদ্ধের ন্যায় অতি-শয় বেদনা হয় এবং সময় সময় পীড়িত স্থানে চুলকানিও উপস্থিত হইয়া থাকে। যোনিরন্ধ্রে দূষিত কফ সঞ্চয়, জরায়ুর পীড়া, নিরন্তর পুরুষ-সঙ্গম, যোনিস্থ শিরাসমূহের সম্প্রসারণ ইত্যাদি কারণে এই রোগের উৎপত্তি হইয়া থাকে। বাতপ্রকৃতিক রমণীদিগের ঋতু সময়ে অথবা বৃদ্ধাবস্থায়ও এই রোগ জন্মিতে পারে। আবার গর্ভের প্রথমাবস্থায়ও কেহ কেহ এতদ্দ্বারা আক্রান্ত হয়। কিন্তু ঈদৃশ অবস্থায় আর কোন চিকিৎসার প্রয়োজন হয় না। গর্ভ পূর্ণাবয়ব প্রাপ্ত হইলে আপনা হইতেই উপশমিত হইয়া থাকে।

জয়া। আচ্ছা, চিকিৎসনীয় অবস্থায় কোন্ কোন্ ঔষধে এই রোগের শান্তি হয়?

বিজয়া। এক্ষণে তাহাই বলিতেছি, এই পীড়া উষ্ণ সেবায় বৃদ্ধি এবং শীতসেবায়ে হ্রাস প্রাপ্ত হয়। যোনিকণ্ডু রোগে প্রথমতঃ স্নিগ্ধ বিরেচন এবং এবং রক্তদোষ নাশক, বলপ্রদ ও রসায়নগুণকারী ঔষধ ব্যবস্থেয়। ভর্জ্জিত কালাদানা, জেলাফা, রেউচিনি এবং তোপচিনি প্রত্যেকের চূর্ণ ৪রতি, কলম্বা ও শুঁঠ প্রত্যেকের চুর্ণ ২ রতি, একত্র মিশ্রিত করিয়া ঈষদূষ্ণ জলে সেবন করিতে দিবে, ইহা মৃদুবিরেচক। অনন্তমূল, শ্যামালতা, লোধ, তেউড়ীমূল ও গজপিপুল, ইহাদের ক্বাথপানেও যোনিকণ্ডুর শান্তি হয়। সোহাগার খই, পঞ্চলবণ (সৈন্ধব, করকচ, সাম্ভার, বিট, সচল,) বংশলোচন, শিলাজতু, শুঁঠ, মুথা, চিতামূল, পদ্মকাষ্ঠ, নীলোৎপল, জীবন্তী, যষ্টিমধু, দ্রাক্ষা, গুলঞ্চ, শ্বেত ও রক্তচন্দন, প্রত্যেকে উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া একত্রে মিশ্রিত করিয়া লইবে। পরে ইহারই অর্দ্ধ তোলা চূর্ণ শীতল জলের সহিত সেবন করিলে যোনিকণ্ডু উপশমিত হইয়া থাকে। দুগ্ধের সহিত শিবকরী বটী সেবন করিলে এই রোগের উপশম হইয়া থাকে। অমৃতসার লৌহ, অহিফেণ, অভ্র ও বিটলবণ প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগে চিতার রসে মর্দ্দন করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটী প্রস্তুত করিলে তাহাকে শিবকরী বটী বলা যায়। এই পীড়ায় যোনিদেশে শীতল জলাভিষেক, স্নেহস্বেদ ও উত্তরবস্তি প্রদান করিলে শীঘ্র শীঘ্র দোষের শান্তি হয়।

জয়া। কি কি দ্রব্যদ্বারা স্বেদ ও বস্তি প্রদান করা কর্ত্তব্য?

বিজয়া। প্রথমতঃ যোনিদেশে ঘৃত মাখাইয়া পরে বস্ত্রবদ্ধ হরিদ্রাদ্বারা বারম্বার স্বেদ প্রদান করিবে। বেড়েলা, গোরক্ষ চাকুলে, রাস্না, শোণালু, মদনফল, বিল্ব, গুলঞ্চ, পুনর্নবা, এরণ্ড, অশ্বগন্ধা, পীতঝিণ্টী, পলাশ, দেবদারু, শলুফা, কুড়, রসাঞ্জন, প্রিয়ঙ্গু, ও যমানী, এই সমুদায়ের যথাপ্রাপ্ত কল্কের সহিত গুড়, ঘৃত, তৈল, মধু, মাংসরস, অম্লকাঁজী ও সৈন্ধব একত্রে পাক করিয়া ঈষদুষ্ণ অবস্থায় উত্তরবস্তি (পীচকারী) প্রদান করিবে। ইহা নিতান্ত উপকারী।

ক্রমশঃ—

দীনাবাজার,
জলপাইগুড়ি। } কবিরাজ শ্রীপ্রসন্নচন্দ্র মৈত্রেয়।

সম্পাদকীয় বক্তব্য।

আমাদের দৃঢ়বিশ্বাস যে, আধুনিক ডাক্তারীমতের ধাত্রীদ্বারা স্ত্রীরোগের চিকিৎসার অপেক্ষা এ সকল সেকেলে শাস্ত্রীয় ঔষধদ্বারা সহস্রাংশে অধিক উপকার দর্শে।

সম্পাদক।

ব্রণ-তত্ত্ব।

পূর্ব্বভাষ।

ব্রণচিকিৎসার ভার এক্ষণে ডাক্তারদিগের উপর, কবিরাজেরা একান্তই নিশ্চেষ্ট। এমন অধঃপতন কখন কোন জাতীয় চিকিৎসকের হইয়াছিল কি না জানি না; এখন ত পৃথিবীতে আর কোন জাতির এমন অধোগতি দেখা যায় না। আপনার ঘরে অনন্তরত্ননিহিত, একটু যত্ন করিয়া উঠাইয়া মাজিয়া ঘসিয়া চিনিয়া শুনিয়া লইলেই অতুল সম্পদের অধিকারী হওয়া যায়। কিন্তু কেমনই দৈবদুর্ব্বিপাক! সে দিকে আমরা দৃক্‌পাতও করি না। অনন্ত রত্নের অধিকারী আমরা কাচখণ্ডের জন্য ছুটাছুটী করিতেছি। দৈবদুর্ব্বিপাকে সকলই সম্ভবে। আমরা দৈবদুর্ব্বিপাকগ্রস্ত, বিদেশীয়দিগের পদলেহন আমাদিগের অদৃষ্টের ফল। তাই আমাদিগকে বিদেশীয় চিকিৎসক ডাকিয়া ব্রণ চিকিৎসা করাইতে হয়, আর তাঁহাদের নিকট ব্রণচিকিৎসা শিখিতে প্রয়াস পাইয়া থাকি। কিন্তু ইহাতে বড়ই অসুবিধা। সহরে, নগরে, উপনগরে, ক্বচিৎ বা দুই একটী গণ্ডগ্রামে ভাল ডাক্তার পাওয়া যায়, সেই সেই স্থানের অনেকের টাকা কড়িও আছে। তারা এক রকম কুলাইতে পারে। কিন্তু অর্থহীন পাড়াগাঁয়ের উপায় কি? পল্লীতে রোজগার কম, ডাক্তারেরা অল্পোপার্জ্জনে অপরিতৃপ্ত। কাজেই পাড়াগাঁয়ে ভাল ডাক্তার বড় একটা থাকেন না, তথায় হাতুড়েরই পূরা অধিকার। বলিয়াছি পল্লীগ্রামের অধিবাসীরা প্রায়শঃ নিস্ব, হাতুড়ে ডাক্তার ডাকিয়াও কুলাইতে পারে না। সর্ব্বস্বান্ত হইয়া ডাকিলেও ফল অনেক স্থলে অসুবিধাজক। এমন স্থলে যদি দেশীয় কবিরাজেরা ব্রণচিকিৎসায় সুশিক্ষিত হন, তাহা হইলে সকল দিক্ বজায় থাকে! কবিরাজের ফরমায়েজ মত আমরা বন কুড়াইয়া ঔষধ আনিলাম,

দুই চারি পয়সা খরচ করিয়া বেণের দোকান হইতে বা কিছু আনা গেল, ঘরেও বা কিছু মিলিল। কাজেই ঔষধের খরচটা খুব কমই হয়। কবিরাজেরা অল্পে সন্তুষ্ট, সুতরাং চিকিৎসক খরচটাও কম পড়ে। এরূপ হইলে কোন রকমে কুলান যাইতে পারে। কিন্তু কবিরাজ মহাশয়দিগের সে শিক্ষা নাই, শিখিবার চেষ্টাও দেখা যায় না। চেষ্টা করিলে বিশেষ সুফল ফলিতে পারে। আয়ুর্ব্বেদের ব্রণচিকিৎসাপ্রণালী অতীব পরিপাটি; ঔষধগুলিও বড় সুফলপ্রদ, অনালোচনায় অনেক গিয়াছে। তবু যা আছে, তাতে ডাক্তারি চিকিৎসার সঙ্গে প্রতিযোগিতা ত চলিতেই পারে বরং ছাড়াইয়া উঠা যায়। দেশে যে এককালীন ব্রণের দেশীয় চিকিৎসা প্রচলিত নাই এমত নহে। তবে সে চিকিৎসা অনেকস্থলে সুচিকিৎসকের হাতে হয় না। লোকপরম্পরা ক্রমে অনেকগুলি ভাল ভাল ঔষধ চলিয়া আসিতেছে, তাই দিয়া অনেকে ব্রণ-চিকিৎসা করে। যারা করে, তারা হয় ত চিকিৎসার কিছুই বুঝে না; তথাপি ঔষধের গুণে অতি উৎকট উৎকট ব্রণরোগ আরোগ্য হইতে দেখা যায়। যে দেশের হাতুড়ের ঘরে এমন ঔষধ, সে দেশের সুচিকিৎসকেরা শাস্ত্রোপদিষ্ট প্রণালীক্রমে চিকিৎসা করিলে বিশেষ সুফল ফলিবার বিচিত্রতা কি?

অনেক ইয়ুরোপীয় সুচিকিৎসক অনুমান করেন যে, তখনই চিকিৎসা-শাস্ত্রের চরম উন্নতি হইবে, যখন ব্রণচিকিৎসকের অস্ত্র ধারণ করিতে হইবে না অথবা অত্যল্প স্থলে ধরিলে চলিবে। আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার সে সুসময় হইয়াছিল। ছেদ-ভেদ-লেখন প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্র সাধ্য ক্রিয়াগুলি অনেক স্থলে ঔষধের দ্বারা সাধিত হইত; অদ্যাপিও হইতে দেখা যায়। তবে আয়ুর্ব্বেদের সেরূপ অবস্থা বা শিক্ষা এক্ষণে নাই; এককালীন অস্ত্রত্যাগ করিলে এখন চলিতে পারে না। এদিকে দেশীয় চিকিৎসকের অস্ত্রশিক্ষা আদৌ নাই। শাস্ত্রে অস্ত্রচিকিৎসার উপদেশ আছে বটে; কিন্তু শিখায় কে? এ বিষয়ে ইয়ু-রোপীয়দিগকে গুরু করিয়া অস্ত্রনির্ম্মাণবিদ্যা এবং অস্ত্রোপচার তত্ত্ববিদ্যা উদ্ধার করিয়া লইতে হইবে। সেটা তত কঠিন কাজ নহে, হইলেও করা উচিত। কিন্তু উচিত কাজে আমরা উদাসীন। যেহেতু আমাদের স্বাব-লম্বনতা নাই, উদ্যম নাই, ধনীর সহানুভূতি নাই, আর নাই জাতীয়তা। স্বজাতীয় শাস্ত্রোদ্ধারে দেশীয়দিগের মনঃসংযোগ একান্ত বাঞ্ছনীয়। কিন্তু সে দূরের কথা। ঔষধের বলে, চিকিৎসাপ্রণালীর গুণে এবং সামান্যরূপ অস্ত্র-

শস্ত্রোপচারেও অনেক কাজ চলে। তাই ভাবিয়া আমি ব্রণতত্ত্ব নামক এই প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করিলাম। এই প্রবন্ধ অবলম্বন করিয়া চিকিৎসা করিলে অনেক উপকার হইবার সম্ভাবনা।

সুশ্রুত ও চক্রপাণি দত্তকৃত সংগ্রহ অবলম্বন করিয়া এই ব্রণতত্ত্ব লেখা যাইবে, ক্বচিৎ অন্যান্য গ্রন্থেরও সাহায্য লওয়া হইবে। দেখিয়া শুনিয়া পরীক্ষা করিয়া আমি নিজে যাহা জানিতে পারিয়াছি, তাহাও প্রবন্ধমধ্যে সন্নিবেশিত হইবে। প্রবন্ধ সংগ্রহবিষয়ে যত্নের ত্রুটী করিব না; দেশীয় চিকিৎসকেরা ব্রণ-চিকিৎসায় যত্নপর হইলে শ্রম সফলজ্ঞান করিব।

আর একটী কথা এই যে, যদ্যপি অস্ত্রচিকিৎসায় সুশিক্ষিত দেশীয় ডাক্তা-রেরা যাঁহারা স্বাধীন হইয়া ব্যবসায় করেন, আয়ুর্ব্বেদ-প্রদর্শিত ক্রমাবলম্বন করিয়া দেশীয় ঔষধের সাহায্যে ব্রণচিকিৎসা করেন, তাহা হইলে সকল দিক্ বজায় হইয়া উঠে। কিন্তু সে আশা দুরাশা কি না, জানি না।

ক্রমশঃ—

মাগুরা } কবিরাজ শ্রীশীতলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কবিরত্ন।

সম্পাদকীয় বক্তব্য।

মেয়েলী কথায় বলে "মোটেই মা রাঁধেনা, তা তপ্ত আর পান্তা"। কথাটী নিতান্তই মেয়েলী হইলেও ভিতরে কিন্তু বিলক্ষণই সার আছে। কেননা এখনও পর্য্যন্ত পুরাতন জ্বর, কাস, রক্তপিত্ত, অম্লপিত্ত, অজীর্ণ ও কুষ্ঠ প্রভৃতি প্রায় সর্ব্বপ্রকার পুরাতন ও জটিল রোগের চিকিৎসায় দেশের বৈদ্যচিকিৎসাদ্বারা পদেপদেই আত্যাশ্চর্য্য আরোগ্য শক্তির পরিচয় পাইয়াও তাহাতেই যখন দেশের লোক সহজেই ভিড়িতে চাহে না, প্রত্যক্ষেও যখন সন্দেহ আইসে, দৃঢ় নিশ্চিত জানিয়াও যখন সে পথে যাইতে লোকের বাধ বাধ হয়, সে স্থলে তখন ত অনেকটা অপ্রত্যক্ষ ও অনিশ্চিত জানিয়াও যে দেশের লোকের বদ্দিমতে ব্রণ-ক্ষতাদির চিকিৎসায় মনোযোগ আকর্ষণ করিতে যাওয়া কতদূর সঙ্গত, তাহা প্রবন্ধ লেখক কবিরাজ মহাশয় এবং পাঠকগণই বিচার করিবেন।

কিন্তু আসল কথা বলিতে গেলে ইহা নিশ্চিতই বলিতেই হইবে যে, এই সুবিশাল ভারতবর্ষের অসংখ্য লোকের মধ্যে ব্রণক্ষতাদির চিকিৎসায় বর্ত্তমান সময়ে আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রা-বলম্বন করিয়া প্রচলিত না থাকিলেও এখনও পর্য্যন্ত এমরুভূমি ভারতের মৃতব্যক্তিগণের মধ্যে ব্রণ ফাটাইবার যে সকল মুষ্টিযোগ, দুষ্ট ক্ষতের যে সকল তৈল, নালী ঘায়ের যে সকল অমোঘ ও অব্যর্থ ঔষধ, পল্লীগ্রামের কোন কোন প্রাচীনা রমণী অথবা ইতর জাতীর ব্যক্তি-বিশেষের নিকট পাওয়া যাইতে পারে, তাহা তোমার ইংরাজ প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় কোন

প্রকাণ্ড হাঁসপাতালে অতি বড় এম্ ডি ওয়ালার নিকট, এমন কি শিক্ষাগুরু ইয়ুরোপ আমেরিকাতেও পাওয়া যায় বলিয়া আমাদের বিশ্বাস হয় না, কেননা এমন ২।১০ টী স্থলে নহে, এমন শত শত স্থলে স্বচক্ষেই দেখিয়াছি যে, সুদারুণ দুষ্টক্ষত অথবা নালীঘার দ্বারা পীড়িত আসন্ন মৃত্যু ব্যক্তি এই কলিকাতা সহরে দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত অবস্থিতি করিয়া প্রায় তাবৎ বড় বড় এলো ও হোমিওপ্যাথ্ ডাক্তার ও কবিরাজ দ্বারা সহস্র সহস্র টাকা ব্যয় করিয়া চিকিৎসা করাইয়াও একটু মাত্রও উপশম প্রাপ্ত হয় নাই, কিন্তু সমধিক আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সেই সেই স্থলে জেলা বরিশাল চাঁদসী নামক গ্রামের চণ্ডাল জাতীয় কোন কোন চিকিৎসক অত্যল্প ব্যয়ে অতি অল্পদিনের মধ্যেই আরোগ্য করিয়া দিয়াছে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এমন জীবন্ত প্রত্যক্ষের উপর তবুও কিন্তু বলিবার যো নাই যে, ব্রণক্ষতাদির চিকিৎসায় দেশীয় চিকিৎসা উৎকৃষ্ট! যাহা হউক, এ প্রবন্ধের সবে মাত্র এই সূচনা, সুতরাং সূচনা লইয়া আপাততঃ আর অধিক কিছুই বলিতে চাহি না। চি, স, সম্পাদক।

আমাদের দেশে উপদংশব্যাধির চিকিৎসা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৫৭ পৃষ্ঠার পর)

সাধারণ মধ্যশ্রেণীর লোকমধ্যে কি প্রণালীতে এই রোগের চিকিৎসা হয়, তৎসম্বন্ধে দুচারিটী কথা আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি। অস্মদ্দেশের ইতরশ্রেণীর মধ্যে কি প্রণালী অবলম্বিত হয় এবং পরিণাম ফল কিরূপ দাঁড়াইতে থাকে, সে সম্বন্ধে কিছু ব্যক্ত করা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। কিন্তু সে কাহিনী বলিবার পূর্ব্বে একটী রোগী কি ভাবে সন্দর্শন করিয়াছিলাম, তাহা বলিলে চিকিৎসা-প্রণালী সম্বন্ধে সাধারণে অনেক পরিমাণে একটা মোটামুটি ধারণা মনোমধ্যে স্থাপন করিতে পারিবেন। ১২৯৪ সালের ফাল্গুন মাসে একদিন ১৮ বৎসর বয়স্ক একটী যুবক "সমূহ পীড়িত" বলিয়া চিকিৎসার্থ আইসে। "কি পীড়া" জিজ্ঞাসায় কোন উত্তর করে না, চুপ করিয়া অবনতমস্তকে বসিয়া থাকে। "গরমির পীড়া হইয়াছে"? এই কথা জিজ্ঞাসায় "হাঁ" এই উত্তর করে। তখন অপেক্ষাকৃত একটী নিভৃতস্থানে লইয়া গিয়া যাহা দেখিলাম অতি ভয়ঙ্কর!! উপদংশ ব্যাধিবশতঃ—পুংলিঙ্গটীর মুণ্ড প্রায় পচিয়া গিয়াছে, অবশিষ্ট অংশ এরূপ স্ফীত হইয়াছে যে স্বাভাবিক আকারের প্রায় ৬।৭ গুণ বেশী মোটা বলিয়া বোধ হইল। প্রস্রাবত্যাগ কালে জীবনান্ত হয়। দুটী বাঘী পক্কাবস্থায়। এই পর্য্যন্ত বলিলেই বোধ হয় যথেষ্ট হইবে, অপর সার্ব্বাঙ্গিক

লক্ষণ এ অবস্থায় যাহা হইয়া থাকে, সম্মিলনীর চিকিৎসক পাঠকগণ, তাহা অনায়াসে বুঝিয়া লইতে পারিবেন। পরে কেন এমন অবস্থা হইল, কতদিন রোগ হইয়াছে ইত্যাদি বহুতর প্রয়োজনীয় বিষয় জিজ্ঞাসায় অনেক কথা জানা গেল, তন্মধ্যে বর্ত্তমান প্রস্তাবে যে যে টুকু প্রকাশ করার প্রয়োজন, তাহারই উল্লেখ করা যাইতেছে। এই কুৎসিত রোগ জন্মিবার পরে পাছে আত্মীয় স্বজনে জানিতে পারে, এই আশঙ্কায় জনৈক ইতর জাতীয় স্ত্রীলোকের সাহায্য লওয়া হয়, সে প্রথমে নেড়াশিজের আঠা প্রয়োগ করিতে বলে, আঠা প্রয়োগে প্রদাহ বিস্তৃত হইয়া পড়ে, পীড়িত স্থানসমূহ স্ফীত হয়, যাতনা কিরূপ হয়, তাহা লেখনী লিখিতে পারে না, ভুক্তভোগীই অনুভব করিতে পারেন। এই যাতনা প্রশমন উদ্দেশ্যে তুঁতে (সল্‌ফেট্ অব্ কপার্) ও ভেরান্দার আঠা একযোগে প্রয়োগের ব্যবস্থা হয়; তাহাতে যাতনা নিবারিত না হইয়া আরও দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হয়। তাহার পরে আরও ছাই ভস্ম কত কি প্রয়োগ করা হইয়াছে, তদ্‌বিস্তারিত বিবরণে প্রস্তাব দীর্ঘ করার প্রয়োজন নাই। তুঁতে প্রয়োগের পরে উভয় কুঁচ্‌কির গ্রন্থি একযোগে প্রদাহিত স্ফীত ও যন্ত্রণাপ্রদ হইয়া উঠে। পরিণাম তদভ্যন্তরে পূয়োৎপত্তি। তৎপরে প্রকৃষ্ট উপায় সকল অবলম্বনে রোগী রোগমুক্ত হইল বটে, কিন্তু পুংলিঙ্গের প্রায় অর্দ্ধাংশ যাহা ধ্বংস হইয়াছিল, তাহার আর কোন উপায় করিতে পারা গেল না। আর এক শ্রেণীর চিকিৎসা ইতরমহলে প্রচলিত আছে। রোগলক্ষণ প্রকাশের পরে গোছগাছড়া বিবিধরূপ প্রয়োগ করা হয়, আহার সম্বন্ধে একটু ধর কাট করা হয়, এবং তাহাতে উপশম না হইলে, অব্যর্থ মহৌষধ "বাতি" প্রয়োগ করা হয়। "বাতি" লওয়া অর্থে পারদের ধূমগ্রহণ। হিঙ্গুল বা রসকর্পূর অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া উপযুক্ত উপায়ে তাহার ধূম শরীরে প্রবিষ্ট করান হয়। একদিনে এই ক্রিয়া সম্পন্ন হয় না। উপর্য্যুপরি পাঁচ ছয় দিন পর্য্যন্ত এই বাষ্প প্রযুক্ত হয়। পরে দন্তমূল স্ফীত, লালা প্রচুর মাত্রায় নিঃসৃত, এমন কি দন্তমূল হইতে রক্তস্রাব না হওয়া পর্য্যন্ত "বাতি" দেওয়া হয়!! পরিণাম দন্তগুলির পতন, হয় ত নাসাযন্ত্রের বিকৃতি ইত্যাদি বিবিধ রূপ চির-স্থায়ী অঙ্গবিকৃতি জন্মিয়া তবে নিষ্কৃতি। নিষ্কৃতিই বা কোথায়? গ্রন্থিস্ফীতি, কণ্ডু, ক্ষত, ইত্যাদি বিবিধরূপ উপসর্গ নিত্য সহচর। ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে, জীবনের শেষ কয়টা দিবস অশেষ কষ্টে, চক্ষের জলে, কাটিয়া থাকে।

উপরে যে রোগীটীর পরিচয় দেওয়া হইল, তাহার উদ্দেশ্য আর কিছুই নহে, রোগের লক্ষণ বলিয়া প্রকাশ করা অপেক্ষা, চিকিৎসায় কি লক্ষণ জন্মিয়াছিল ও পরিণাম কি হইয়াছিল, তাহা বলিলে অবস্থাটা অপেক্ষাকৃত সহজে বোধগম্য হয়। উপরে যে দুই প্রকার চিকিৎসা বিবরণ দেওয়া হইল, তদ্ব্যতীত বঙ্গের ও ভারতের ভিন্ন ভিন্ন দেশে, ভিন্ন ভিন্ন রূপ বহুবিধ চিকিৎসা প্রণালী প্রচলিত আছে। তৎসমস্ত প্রকাশ করিতে একখণ্ড বৃহৎ পুস্তক হইয়া পড়ে। সুতরাং বাহুল্যভয়ে সে সমস্ত প্রকাশে ক্ষান্ত থাকিলাম। তবে যদি সাবকাশ ও সময়ে কুলান হয়, তবে পৃথক্ পুস্তকাকারে তাহা প্রকাশিত করিব।

ইতর ও মধ্যশ্রেণীর মধ্যে আর এক শ্রেণীর লোক আছে, তাহাদিগকে "ইতর" বলিব কি "মধ্য" বলিব তাহা ভাবিয়া পাই না। সমাজে তাহারা মধ্যশ্রেণীতে আখ্যাত হয়। কিন্তু তাহাদের ব্যবহার তাহাদিগকে ইতরশ্রেণী মধ্যে স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দেয়। ইতর ও মধ্য সাধারণ ভাষায় যাহা বুঝায়, তাহা প্রকৃত নহে। ব্যবহার অনুসারে শ্রেণীবিভাগ হওয়া ঠিক্, ইহা আমাদের মোটা বুদ্ধিতে আইসে। নচেৎ ইতর বা মধ্য গাত্রে লিখিত থাকে না। এই শ্রেণীতে সাধারণতঃ চা বাগানের বাবু, রেল আপিসের বাবু ও ফরেষ্ট আপিসের বাবুদিগকে স্থান দেওয়া যাইতে পারে। ইহাদিগের ব্যবহার অতি কুৎসিত, চাল চলনও সেইরূপ। আহার, বিহার, গতিবিধি সাধারণতঃ ইতর শ্রেণীর লোকের সঙ্গেই হইয়া থাকে, সুতরাং প্রকৃতিও যে ইতর না হইবে, এ কথা কে বলিল? আমরা জানি একটী ভদ্রংশসম্ভূত বাবু, পঠদ্দশা হইতে অব্যাহতি পাইয়া আসামে একটী চা বাগানে চাকুরি পান। বাবু চাকুরি করিতেছেন, অভিভাবকেরা নিশ্চিন্ত আছেন। ২।৩ বৎসরে সংবাদ আসিল বাবুটী সমূহ পীড়িত। পীড়ার সংবাদে বাটীর লোকে চিন্তায় আকুল। পরে দোলায় চড়িয়া বাবু বাটী আসিলেন, অবস্থা প্রকাশ ঘোড়া হইতে পড়িয়া কুঁচকি ফুলিয়াছে। কিন্তু রোগটা কি চিকিৎসকের বুঝিতে বাঁকী রহিল না, উভয় বাধি অস্ত্রপ্রয়োগ ও সুচিকিৎসায় আরোগ্য হইল। তিন মাস পরে বাবু বাটী হইতে চাকুরি স্থানে গেলেন, কিন্তু এখানে গৃহিণী উপদংশ পীড়ায় কাতর। বাবু বাটী থাকিতে এ কথা প্রকাশ করেন নাই। অবস্থা কি গুরুতর সহজে অনুমেয়। এই বাবুর কি প্রকৃতি!! যেরূপ রোগ হইয়াছে, বাপু

সেইমত চলিলে কি ভাল হইত না? এই যে তিন আপিসের বাবুরা, এঁদের সঙ্গে ভদ্রলোক জনের ব্যবহার কদাচিৎ ঘটিয়া থাকে, এঁদের পরামর্শ করিবার উপদেশ লইবার লোক প্রায়ই সেই সেই আপিসের খালাসি। এই খালাসিরা যে জাতিই হউক না কেন, ইহারা তামাক সাজিবার কালে হিন্দু চাকর, রন্ধনশালায় পাচক ব্রাহ্মণ, রাত্রিকালে বিবাহের ঘটক, রোগে চিকিৎসক। এ হেন লোকের সহবাসে অষ্টপ্রহর থাকিয়া কোমল বাবু প্রকৃতি কেন না পশুত্বে পরিণত হইবে? প্রথমে যখন উপদংশ রোগ জন্মিল, তখন সেই খালাসি কত চেষ্টা করিল, কত রকম ঔষধ সংগ্রহ করিয়া দিল, কিন্তু যখন আয়ত্তাধীন সমস্ত উপায় ব্যর্থ হইল, তখন সে আম্‌তা আম্‌তা করিতে লাগিল ও ছুটী লইয়া বাবুকে দেশে যাইতে বলিল। বাবু খালাসীর অনুমতি অবহেলার অক্ষম, সুতরাং ছুটী লইয়া দেশে আসিলেন, নিজে ভুগিলেন, বাড়ীর লোকদিগকে ভোগাইলেন ও জন্মেরমত গৃহিণীর স্বাস্থ্যের পরকাল খাইয়া গেলেন। কিন্তু হাজার জিজ্ঞাসাতেও কখন স্বীকার করিবেন না যে উপদংশ রোগ হইয়াছে। উল্লিখিত প্রস্তাবে যে ষ্টেশনের বাবুদের কথা লিখিত হইল, তাহাতে হয়ত নিম্নবঙ্গের রেলের বাবুরা আমাদের উপর চটিতে পারেন, কিন্তু এই ব্যাপার যে বর্দ্ধমানের উত্তরে ও কুষ্টিয়ার উত্তরে প্রায় সমস্ত রেল আপিসে বর্ত্তমান, ইহা আমাদের প্রত্যক্ষ করা আছে। হুগলী, ২৪ পরগণা, নদীয়া জেলার ষ্টেসন সকলে অবশ্য এ দৃশ্য বিরল। কিন্তু চাবাগান, ফরেষ্ট আফিস্ ও কয়লার খনি যেখানে সেখানে ঐ দৃশ্য জাজ্বল্যমান। এই শ্রেণীর বাবুদিগকে "ইতর" শব্দ ভিন্ন কি আখ্যা দেওয়া যায়?

এই ব্যাধির পরিণাম কি, কত দিবস রোগের ভোগ কাল তাহা যদি জানা থাকিত, তাহা হইলে বোধ হয় লোকে সতর্ক থাকিত। কিন্তু প্রায় তাহা ঘটে না। অজ্ঞতাবশতঃ যে পাপ অদ্য অর্জ্জিত হইল, তাহার ভোগ ফল অতি দীর্ঘ, পুরুষানুক্রমিক। এই রোগগ্রস্ত দম্পতির সন্তান সন্ততিরা পিতৃধনের সহিত পিতৃরোগের উত্তরাধিকারী হইয়া থাকে সে কথা দ্বিরুক্তিমাত্র। আর একটী দৃশ্য অতি শোচনীয় হইয়া থাকে। আমরা জানি একটী ভদ্রবংশসম্ভূত ব্যক্তির দুইটী সন্তান ছিল। জেষ্ঠ যৌবনে পদার্পণ করিলে পাপ সংসর্গে পড়িয়া এই ব্যাধিগ্রস্ত হয়েন, কিছু দিন পরে গৃহিণী ও অব্যাহত থাকিলেন না, পরিণামে কোন সন্তান না হইতে দেখিয়া, গৃহিণীকে লোক

বন্ধ্যা বলিতে লাগিল। অদ্যাপিও কোন সন্তানাদি হয় নাই। এস্থলে বাস্তবিক গৃহিণী বন্ধ্যা কি পুরুষটী বন্ধ্যা, তাহা নির্ণয় করা কঠিন। কিছু দিন পরে কনিষ্ঠও যৌবনে পদার্পণ করিলে উপদংশ ব্যাধিগ্রস্ত হইলেন, সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীও স্বামীর রোগ পাইলেন, তাঁহারও কোন সন্তানাদি হইল না। এক্ষেত্রেও লোক স্ত্রীটীকে বন্ধ্যা বলিল। কিন্তু সে বাটীর সকল স্ত্রীই কি বন্ধ্যা? সম্ভবতঃ দুর্জ্জয় উপদংশ ব্যাধি প্রযুক্ত পুরুষের পুত্রোৎপাদক শক্তি, না হয় স্ত্রীদের গর্ভধারণ ক্ষমতা লোপ পাইয়াছে। আমরা জানি উপদংশ ব্যাধি প্রযুক্ত জরায়ু মধ্যে নির্ম্মাণগত এমত পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে যাহাতে সন্তানোৎপত্তি হয় না। তবে স্ত্রীদিগকে বন্ধ্যা দোষ দেওয়া অন্যায়। দোষ পুরুষের। এক্ষণে পরিণাম এই দাঁড়াইয়াছে যে এমত সম্ভ্রান্ত বংশ লয় পাইতে বসিয়াছে। কনিষ্ঠের মৃত্যু হইয়াছে, কোন সন্তান নাই। জ্যেষ্ঠ বর্ত্তমান আছেন বটে, কিন্তু সন্তান হইবার বয়স নাই, বয়স প্রায় ৫৫ বৎসর হইতে চলিল। এই উভয় ভ্রাতা যদি সৎস্বভাবে থাকিতেন, বা রোগ হওয়ায় পরে প্রকৃষ্ট প্রণালীতে চিকিৎসা করাইতেন, তবে কি আজ বংশ লোপ হওয়ার শঙ্কা থাকিত? বোধ হয় না। বাত, ক্ষত, কুষ্ঠ, রতিশক্তিলোপ, জননেন্দ্রিয়ের অক্ষমতা ইত্যাদি কঠিন কঠিন উপসর্গ নিত্য ঘটিতেছে দেখিয়াও, আশ্চর্য্যের বিষয় এই লোক কিছুতেই সতর্ক হয় না, লোকের চৈতন্যোদয় হয় না! লোকের এইটী ভাবা উচিত অদ্য যে অকার্য্য গোপনে সাধিত হইল, কল্য তাহা কখনই গোপনে থাকিবে না, নিজের শরীররূপ স্তম্ভে, উপদংশ ব্যাধি সমুদ্ভূত চাক্‌চিক্যশীল চক্রাকারের কণ্ডু সকল প্ল্যাকার্ডের ন্যায় সকলের দৃষ্টিপথে পতিত হইবে। তখন আর গোপনের কার্য্য গোপনে থাকিবে না।

ক্রমশঃ—

মোল্লাবেলিয়া
৭ই আষাঢ়।

ডাক্তার শ্রীরজনীকান্ত মুখোপাধ্যায়।

সম্পাদকীয় বক্তব্য।

ডাক্তার রজনীবাবুর প্রবন্ধটী ঠিক্ যেন মাইকেলের যমপুরী বর্ণনার ন্যায় বিভীষিকাময়, তবে কাল্পনিক ও আসল এই যা প্রভেদ। বস্তুতঃ যাঁহারা উপদংশগ্রস্ত রোগীর দুর্দ্দশার বিষয় একটু লক্ষ্য করিয়া দেখিছেন, তাঁহারা রজনীবাবুর এ প্রবন্ধপাঠে নিশ্চয়ই সন্তোষ লাভ করিবেন।

চি, স, সম্পাদক।

হিষ্টিরিয়া না ক্রিমি?

শ্রীযুক্ত সম্পাদক মহাশয়,—

আপনার খ্যাতনামা সম্মিলনীতে নিম্নলিখিত বিবরণটী মুদ্রিত করিলে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ হইব।

রোগী শ্রীঅনঙ্গমোহন দত্ত, বয়স ৩৫।৩৬ বৎসর, নিবাস ২৪ পরগণার অন্তর্গত টাকী।

রোগীর বয়স যখন ১৫।১৬ বৎসর, সেই সময় হইতে তাহার হিষ্টিরিয়া রোগের সূত্রপাত হয়, সেই সময় হইতে এপর্য্যন্ত তিনি প্রতি মাসে ৩।৪ বার ঐ রোগে আক্রান্ত হইতেন। আমি তাঁহাকে উক্ত রোগের আক্রমণ অবস্থায় ২।৩ বার দেখিয়াছি এবং চিকিৎসা করিয়াছি। ২৪।২৫ বৎসর বয়সে উপদংশ বিষ (Syphyletic poison) তাঁহার শরীরে প্রবিষ্ট হয়।

গত কার্ত্তিক মাসের একদিন রাত্রিতে রোগের আক্রমণ অবস্থায় তাঁহাকে দেখিতে আহূত হই, অন্যান্য বার অপেক্ষা এবার লক্ষণ সকল ভিন্ন দেখিলাম। রোগী অজ্ঞান অবস্থায় উত্তানভাবে শয়ান রহিয়াছে। চক্ষুগোলক স্বাভাবিক অবস্থা হইতে যেন দ্বিগুণ হইয়াছে, কন্‌জনটাইভা (Conjuntiva) রক্তবর্ণ ও চারিদিকে ঘুরিতেছে, পিউপিল (Pupil) বিস্তৃত, রোগী অনবরত গোঁ গোঁ শব্দ করিতেছে, নিশ্বাস বিলম্বে ও অত্যন্ত কষ্টের সহিত পড়িতেছে, দেখিলে বোধ হয় যেন শীঘ্রই শ্বাসরুদ্ধ হইবে। হস্তপদ স্থির, নাড়ী পূর্ণ কঠিন ও দ্রুত, পেট বেশ ফুলিয়াছে, বাস্তবিক রোগীর সে সময়ের অবস্থা দেখিলে মনে আতঙ্ক উপস্থিত হয়।

রোগীর এই প্রকার অবস্থা দেখিয়া তাঁহার মস্তক মুণ্ডন করিয়া ঠাণ্ডা জল দিতে লাগিলাম, নাকের গোড়ায় কার্ব্বেনেট অবএমোনিয়ার শিশি ধরিলাম, অন্যান্য বারে কার্ব্বনেট অব্ এমোনিয়ার ঘ্রাণে চৈতন্য হয়, কিন্তু এবার উহাতে কোন ফল পাইলাম না, তারপর হিংয়ের আরোক (Tinet Assofaitahin) নাকের গোড়ায় ধরিলাম ৮।১০ মিনিট পরে একটী দীর্ঘ নিশ্বাসের পর চৈতন্য হইল, কিন্তু ভাল জ্ঞান হইল না, ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চারিদিকে

চাহিতে লাগিলেন, একবার প্রস্রাব হইয়া পেট ফুলা কমিয়া গেল, আমি সে রাত্রিতে নিম্নলিখিত ঔষধ ব্যবস্থা করিয়া বিদায় হইলাম।

পটাশ ব্রোমাইড——১৫ গ্রেণ
টিং এসাফটীডা——২০ মিনিম
স্প্রীট ক্লোরাফরম——১৫ মিনিম
টিং ভ্যালোরিয়ানা কম্পোউণ্ড ½ ড্রাম
একোয়া এনিসাই—— ১ আউন্স সমষ্ঠি
একমাত্রা, এইরূপ ছয় মাত্রা
প্রত্যেক মাত্রা তিন ঘণ্টা অন্তর সেব্য।

সমস্ত রাত্রি নির্ব্বিঘ্নে গেল, পর দিন বেলা ৮ টার সময় পুনরায় আক্রমণ হইল, এআক্রমণ রাত্রির অপেক্ষা একটু ভিন্ন রকম, অন্যান্য লক্ষণ সমুদয় ছিল, বেশীর মধ্যে জিহ্বা অনবরত মুখের বাহির হইতে লাগিল এবং পুনরায় ভিতরে যাইতে লাগিল, আর গোঁ গোঁ শব্দের পরিবর্ত্তে ফোঁস্ ফোঁস্ শব্দ হইতে লাগিল, হাত পা চারিদিকে ছুড়িতে আরম্ভ করিলেন, যাঁহাকে সম্মুখে পাইলেন তাঁহাকে কামড়াইতে যাইতে লাগিলেন, তাঁহার ভগ্নী হাত ধরিয়াছিলেন, তাঁহাকে এমন কামাড়াইয়াছিলেন, যে কিছু দিন তাঁহাকে ঘায়ের যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইয়াছিল। গত রাত্রিতে যে উপায়ে চৈতন্য করা হইয়াছিল, এবার তাহাতেই চৈতন্য হইল, এবার নিম্নলিখিত ঔষধ ব্যবস্থা করা হইয়াছিল।

পটাশ আইয়োডাইড্——১০ গ্রেণ
পটাশ ব্রোমাইড্——১৫ গ্রেণ
স্প্রীট ক্লোরাফরম——১৫ মিনিম
জল——১ আউন্স
একমাত্রা

এইরূপ চারিমাত্রা, ১ মাত্রা চারি ঘণ্টা অন্তর সেব্য। এই ঔষধ সেবনের পর রোগী দুই দিন বেশ ছিলেন, জিজ্ঞাসায় জানিলাম অন্যান্য বারে রোগী আক্রমণের পূর্ব্বে জানিতে পারিতেন। আক্রমণ অবস্থায় নিকটে যাঁহারা কথাবার্ত্তা কহিতেন, তাহা কিয়ৎ পরিমাণে স্মরণ থাকিত কিন্তু গত রাত্রির আক্রমণ হইতে আর কিছুই জানিতে পারেন নাই।

দুই দিন পরে আবার আক্রমণ। এবার ধনুষ্টঙ্কার (Titanes) মত লক্ষণ সমস্ত দেখা গেল, ৩।৪ ঘণ্টা উক্তরূপ লক্ষণ থাকিয়া প্রথম রাত্রির লক্ষণের মত সমস্ত লক্ষণ দেখা গেল, এই সময় তাঁহার পেটের উপর আমার দৃষ্টি পড়িল, দেখিলাম পেটের স্থানে স্থানে এক একবার দলা দলা হইয়া উঠিতেছে, ও পুনরায় মিশিয়া যাইতেছে, হস্তদ্বারা পরীক্ষায় দলা দলা বেশ অনুভব করা গেল, তখন ক্রিমিই যে এই সকল উপদ্রবের মূল, আমার মনে দৃঢ়বিশ্বাস হইল, কিন্তু পরক্ষণেই মনে হইল, যে রোগের সূত্রপাত ১৫।১৬ বৎসর হইতে হইয়াছে, ক্রিমি কি তাহার মূল হইতে পারে? তাঁহার আত্মীয় স্বজনকে যে জিজ্ঞাসায় কোন সদুত্তর পাওয়া গেল না, শেষে ক্রিমিই অনুমান করিয়া নিম্ন লিখিত ব্যবস্থা করিলাম।

ক্যালোমেল——৩ গ্রেণ
স্যান্টোনাইন——২ গ্রেণ
সোডা বাইকার্ব্ব——১০ গ্রেণ
এক পুরিয়া

এই পুরিয়াটী রাত্রিতে দিয়া প্রাতে ৪ ড্রাম ক্যাষ্টর অয়েল (Castoroil) দিতে বলিলাম। পর দিন সংবাদ পাইলাম প্রথম ২।৩ বার মলের সঙ্গে ছোট ছোট ক্রিমি ও কেঁচোর মত ক্রিমি দুইটা পড়িয়াছে, পরে আমের সঙ্গে ছোট ছোট ক্রিমি (সূত্রক্রিমি) অসংখ্য পড়িয়াছে, তারপর তাঁহাকে পটাশ আইয়োডাইড্ ও টিং ষ্টীল কিছু দিন সেবন করান হয়, সেই সময় হইতে এপর্য্যন্ত তিনি নিরাপদে আছেন।

টাকী
দাতব্য চিকিৎসালয়। } শ্রীবিহারীলাল চৌধুরী
মেডিকেল অফিসার

সম্পাদকীয় বক্তব্য।

চিকিৎসকের ভ্রমপ্রমাদজন্য যে কত রোগী অনর্থক কষ্ট পায়, কত শত ব্যক্তি অকালে প্রাণ হারায়, তাহা এই প্রবন্ধেই সম্যক্ প্রতিপন্ন হইয়াছে; অজ্ঞতাজন্য এইরূপ অনেক স্থলেই "উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে" পড়িতে আমরা অনেকবার দেখিয়াছি এবং সেইজন্যই এই প্রবন্ধপাঠে আন্তরিক সুখী হইয়াছি। আরও সন্তুষ্ট হইয়াছি ডাক্তার বিহারীবাবুর লেখার পারিপাট্য দেখিয়া। লেখায় বাক্যাড়ম্বর নাই, জটিলতা নাই, সোজা কথায় সরলভাবে সত্যের অপলাপ না করিয়া প্রবন্ধটী লিখিত হইয়াছে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। চি, স, সম্পাদক।

দৃষ্টফল ঔষধ ও চিকিৎসা।

বিল্বফল।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

রোগ ও মাত্রা।

অতিসার ও রক্তাতিসারে,— ২ ঘণ্টা অন্তর ১৬ মাষা অর্থাৎ প্রায় ১ কাঁচ্চা।
বিসূচিকা বা ওলাউঠায়,— ॥৩ অর্দ্ধঘণ্টা অন্তর ১৬ মাষা।
কফাত্মিকা নাড়ীর প্রকোপে,— ১৬ মাষা দিনের মধ্যে ২। ৩ বার।
ক্ষয়কাশ দৌর্ব্বল্য ইত্যাদিতে ,— ৪ মাষা দিনের মধ্যে ২।৩ বার।
উদরস্ফীতে ও উদরাধ্মানে,— ॥৩ ছটাক শর্করা মিশ্রিত বিল্ব সায়ংকালে রুটীর সহিত খাইতে হইবে। শিশুগণের নিমিত্ত এই সকলের অর্দ্ধমাত্রা বা বয়সানুসারে উহা অপেক্ষাও অল্পমাত্রা দিতে হইবেক।

বেলের আরক প্রস্তুত করিবার উপদেশ।

বিল্বফলের খোসা ছাড়াইয়া তাহাকে পাতলা করিয়া কাটিতে হইবেক। অধিক জল দিয়া যতক্ষণ পর্য্যন্ত গলিয়া অতি কোমল না হয়, ততক্ষণ ইহাকে সিদ্ধ করিতে হইবেক। ঐ জল ঢালিয়া লইয়া গলিত শ্রীফল ফেলিয়া দিতে হইবেক। পরে ঐ জল ছাঁকিয়া লইবেক। জল যদি ঘন হয়, ছাঁকা না যায়, তবে উহাতে জলদিয়া পাতলা করিয়া ছাঁকিবেক। ছাঁকিবার পর উক্ত জল যতক্ষণ কিঞ্চিৎ ঘন না হয়, ততক্ষণ কিঞ্চিৎ জ্বাল দিবেক। জল শীতল হইলে তাহার চতুর্থাংশ Spirits of wine or Rum. তাহার সহিত মিশ্রিত করিবে। এইরূপ করিলে উহা নষ্ট হইবে না। তৎপরে বোতলে ছিপি আঁটিয়া রাখিবেক। বিল্বফল সিদ্ধ করিবার সময় উহার বিচি ও আঠা ত্যাগ করিবেক না।

শর্করামিশ্রিত বিল্বসার প্রস্তুত করিবার উপদেশ।

বিল্বফলের খোষা ছাড়াইয়া তাহাকে ছোট ছোট ও পাতলা পাতলা করিয়া কাটীতে হইবেক। যতক্ষণ পর্য্যন্ত গলিয়া অতি কোমল না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত উহাকে সিদ্ধ করিতে হইবেক। পরে উহাকে একটী মোটা

কাপড় দিয়া ছাঁকিতে হইবেক। ছাঁকিয়া যাহা পাইবে, তাহার প্রতিসেরে একসের চিনি মিশ্রিত করিতে হইবেক। যতক্ষণ জ্বাল দিলে তাহা পুড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা নাই, ততক্ষণ জ্বাল দিবে। তৎপরে যখন শীতল হইবে, তখন উহাকে বোতলে বা পাষাণ পাত্রে ঢালিয়া মুখ আবদ্ধ করিয়া রাখিয়া দিবে। বিচি, আঠা সমেত সিদ্ধ হইবেক। ওলাউঠা রোগীর যখন বমন হয়, তখন বেল খাওয়াইলে বমন বন্ধ হয়, ওলাউঠায় বেল অধিক পরিমাণে খাওয়াইতে হয়।

আমাশায়, রক্তাতিসার প্রভৃতি রোগে বেলের উৎকৃষ্ট প্রয়োগ।

একটী অপক্ক বিল্বফল ২ ভাগ করিয়া কাটিয়া ফেলিবে। তৎপরে উহার কেবল বিচি ফেলিয়া দিয়া ঐ দুই ভাগেরই বিচির গর্ত্তে অল্প মৌরি পুরিবে, আর ঠিক দুই ভাগেরই মধ্যস্থলে একটু একটু গর্ত্ত করিয়া তাহার মধ্যে বিবেচনাপূর্ব্বক ২।১ রতি অহিফেন পুরিয়া দুই ভাগ পূর্ব্বের ন্যায় জোড়া দিবে ও তাহার উপর উত্তমরূপে পাট জড়াইবে ও পর্য্যায়ক্রমে গোময় ও মাটি লেপিয়া মৃদু অগ্নিসন্তাপে অনেকক্ষণ দগ্ধ করিবে, পরে বাহির করিয়া উপরকার প্রলেপাদি ও খোসা ফেলিয়া দিয়া ভিতরকার শস্য উত্তমরূপে চট্‌কাইয়া কাপড়ে ছাঁকিয়া মাড় বাহির করিবে। ঐ মাড় বয়সানুসারে আন্দাজমত ছাগীদুগ্ধের সহিত সেবনীয়।

পেটের অসুখে বেল পোড়া খাইবার নিয়ম।

১টী কাঁচা বেল রাত্রে পোড়াইয়া শিশিরে সমস্ত রাত্র রাখিবে, পরে প্রাতে ছাগীদুগ্ধের সহিত গুড় বা চিনি মিশাইয়া খাইবে। ক্রমশঃ—

শ্রীযুক্ত সম্পাদক মহাশয়।

গত বারে চিকিৎসা-সম্মিলনী পত্রিকায় আমার প্রেরিত বিল্বফলের গুণাগুণবিষয়ক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে দেখিয়া আহ্লাদিত হইয়াছি ও তন্নিম্নে মহাশয়ের বক্তব্য পাঠে বাধিত হইলাম। মহাশয় লিখিয়াছেন। "বিল্বফলের গুণাগুণবিষয়ে এতগুলি বিলাতী ডাক্তারের দোহাই দেওয়া সঙ্গত হইয়াছে কি না সে বিচার পাঠকমণ্ডলীই করিবেন।" কিন্তু সম্পাদক মহাশয়! কি করি, যখন "শ্বেতাঙ্গ জাতির বিষ্ঠা টুকু পর্য্যন্ত অমৃতময় জ্ঞান করিয়া ভারত-

বাসী আপনাকে কৃতার্থ মনে করিয়া ধন্য ধন্য হইতেছেন এবং দেশীয় মণিকাঞ্চনসদৃশ অসংখ্য অমূল্যপদার্থসমূহকে হেয়বোধে পরিহার করিতেছেন" এবং "আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্র যখন কালবশে বিধির বিড়ম্বনায় আজ অবৈজ্ঞানিক ও প্রলাপোক্তি বলিয়া ঘোষিত হইতেছে" আর যখন শ্বেতাঙ্গপুরুষেরাই নব্যবাবু দলের গুরুস্থানীয় ও তাঁহাদের মুখনিঃসৃত বাক্যগুলিই বেদবাক্য অথবা ঈশ্বর বাক্য বলিয়া পরিগণিত হইতেছে, তখন আমার বিলাতি ডাক্তারগণের দোহাই দেওয়া কি সঙ্গত হয় নাই? নব্যসম্প্রদায়ের মধ্যে কয়জন রোগবিশেষে আয়ুর্ব্বেদ বা দেশীয়মতে বিল্বফল ব্যবহার করেন? বোধ হয় কেহই গ্রাহ্য করেন না। কিন্তু আমি মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি, ইংরাজডাক্তার মহোদয়গণের মুখনিঃসৃত গুণাগুণ লিখিত হইলে অনেকেই উহা যথার্থ মহোপকারী জ্ঞানে ব্যবহার করিতে তৎপর হইবেন। আর আমার প্রবন্ধে দেশীয়মতে রোগবিশেষে মাত্রা, শর্করা মিশ্রিত বিল্বসার প্রস্তুত করিবার নিয়ম, আমশায় প্রভৃতি রোগে উহার নূতন আশ্চর্য্য প্রয়োগ, পেটের অসুখে উহা পোড়াইবার ও খাইবার নিয়ম ইত্যাদি অনেকগুলি বিষয় ছিল। কিন্তু সে গুলি পরিত্যক্ত হইয়া কেবল ইংরাজী ডাক্তারগণের মতামত গুলি প্রকাশিত হইয়াছে। বোধ হয় আগামীবারে প্রকাশিত হইবে, কিন্তু এককালে প্রকাশিত হইলে ভাল হইত। দেশীয়মতে বিল্বফলের, পত্রের ইত্যাদির ও গুণাগুণ অনেকেই বিদিত আছেন, কিন্তু থাকিলে কি হইবে, কেহ যে যত্নপূর্ব্বক ব্যবহার করেন না সুতরাং আমার উদ্দেশ্য ছিল, ইংরাজ ডাক্তারগণের মতামত গুলি দেখিলে যদি উহা ব্যবহারে তৎপর হয়েন। আর বাবুরা ইহাও বুঝিতে পারিবেন যে সামান্য এই বিল্বফল বহুফলপ্রদ না হইলে আর পাশ্চাত্যমহোদয়েরা বহুকাল হইতে উহার গুণাবলি বিদিত হইয়া শতমুখে প্রশংসা করিতেন না। সম্পাদক মহাশয়! আমাদের অতিশয় দুরদৃষ্ট, তা না হইলে ইংরেজের বাণী আমাদের দৈববাণী হইবে কেন? "ইংরেজ যদি বলেন আমরা অসভ্য, তবেই আমরা অসভ্য, আবার যদি বলেন আমরা সভ্য, তবে আর আমাদিগকে কে অসভ্য বলিতে পারে"? "হিন্দুদিগের যোগশাস্ত্র আবহমান কাল পর্য্যন্ত চলিয়া আসিতেছে, কিন্তু কয় জন ইংরাজী শিক্ষিত লোক এপর্য্যন্ত উহাতে আস্থা প্রদর্শন করিয়াছিছেন? কিন্তু যেই কর্ণেল অল্‌কট্ (Colonel Olcott) ও ম্যাডাম ব্লাভাস্‌কি (Madame Blavatsky) বলিলেন যে হিন্দুদিগের যোগশাস্ত্র অভ্রান্ত, অমনি দেখুন দলে দলে ইংরাজী শিক্ষিত যুবক থিওসাফিষ্ট (Theosopoist) দলে নাম লেখাইয়া যোগশাস্ত্রের প্রশংসায় হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত ভারতবর্ষ প্রতিধ্বনিত করিতে লাগিলেন।" (এটুকু সম্মিলনীর ১ম বর্ষেরই কথা চি, স, স,) তবেই দেখুন, আজকালকার নব্যসম্প্রদায়ের শিক্ষাগুরুই যখন ইংরাজ জাতি, তখন উহাদের দোহাই দিয়া কোন দ্রব্যের গুণাগুণ লিখিলে বাস্তবিকই পরিণামে সুফল ফলিবার সম্ভাবনা।

ক্রমশঃ—

বাগবাজার
কলিকাতা।
৭ই আষাঢ়
১৩০০ সাল

শ্রীশরচ্চন্দ্র নিয়োগী।

সম্পাদকীয় বক্তব্য।

জমীদার বাবু শরচ্চন্দ্র নিয়োগী মহাশয় আমাদের মন্তব্য পাঠে যাহা লিখিয়াছেন, উহা আমাদেরই অন্তরে কথা। সুতরাং এসম্বন্ধে আমাদের আর কোন কথাই বলিবার নাই।

চি, স, সম্পাদক।

ঔষধপ্রস্তুত ও প্রয়োগপ্রণালী।

উপক্রমণিকা।

ঔষধ-দ্রব্য-দ্রব্যধর্ম্ম।

ফলান্ত এবং পাকান্ত উদ্ভিদের নাম ওষধি। (১) অর্থাৎ ফল, শস্য বা বীজ জন্মিলে অথবা কন্দ পরিণাম প্রাপ্ত হইলে যে সকল উদ্ভিদ্ মরিয়া যায়, তাহাদিগকে ওষধি বলে। ওষধি লইয়া যাহা কল্পনা করা যায়, তাহাকে ঔষধ বলা যাইতে পারে। বোধ হয় চিকিৎসাবিজ্ঞানের আদিম অবস্থায় মাত্র ওষধি প্রয়োগে রোগ-প্রতিকারের চেষ্টা করা হইত অথবা দ্রব্য সাধারণকে ওষধি বলিত। (২) সেই জন্য ওষধি পদ লইয়া ঔষধ পদ গঠিত হয়।

(১) ফলপাকনিষ্ঠা ওষধয় ইতি। নিষ্ঠা নাশঃ। নিষ্ঠাশব্দং প্রত্যেকং সম্বধ্নন্তি। তেন ফলনিষ্ঠা পাকনিষ্ঠা ইতি।

(২) দ্রব্যাণি নরোষধয়ঃ। সুশ্রুতসংহিতা।

ঔষধ বলিলে এক্ষণে ওষধিকল্পিত যোগমাত্র বুঝায় না; রোগ-প্রতিকারার্থ যাহা কিছু দেওয়া যায় বা কিছু করা হয়, তাহারই নাম ঔষধ।

দ্রব্যভূত ও অদ্রব্যভূতভেদে ঔষধ দুই প্রকার। দ্রব্যযোগে যে ঔষধ কল্পিত হয়, তাহার নাম দ্রব্যভূতৌষধ। রুক্‌প্রতিকারার্থ প্রক্রিয়া বিশেষকে অদ্রব্যভূতৌষধ বলে। সংবাহন, উপবাস প্রভৃতি এই শ্রেণীর অন্তর্গত। এই প্রবন্ধে অদ্রব্যভূত ঔষধের সহিত কোন সংস্রব রাখা হইবে না। দ্রব্য লইয়া কিরূপে কষায় প্রভৃতি নানাজাতীয় ঔষধ প্রস্তুত করিতে হয়, কল্পিত ঔষধ কোন্ রোগে কি প্রকারে প্রয়োগ করা বিধেয় এবং কোন্ ঔষধে কি ফল ফলে ইত্যাদি অতিপ্রয়োজনীয় বিষয় অনুপূর্ব্বশঃ বর্ণিত হইবে। সংক্ষেপতঃ প্রবন্ধের নাম ঔষধপ্রস্তুত ও প্রয়োগপ্রণালী রাখা গেল।

দ্রব্য লইয়া ঔষধ কল্পনা করিতে হয়, সুতরাং সকলের আগে দ্রব্যতত্ত্ব জানা আবশ্যক।

দ্রব্য প্রত্যক্ষের বিষয় নহে। যাহাকে আমরা দ্রব্য বলিয়া অনুমান করি, তন্নিষ্ঠ কতকগুলি গুণ আমরা প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি। সেই গুণ জাতের আধারকে দ্রব্য বলে। সুতরাং দ্রব্য অনুমান-প্রমাণসিদ্ধ। দ্রব্যনিষ্ঠরূপ-রসাদি গুণনিচয় যাহা আমরা প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি, তৎসমুদয়কে সংক্ষেপতঃ দ্রব্য-ধর্ম্ম বলা যাইতে পারে। দ্রব্য-ধর্ম্ম পাঁচ প্রকার রস, গুণ, বীর্য্য, বিপাক এবং শক্তি। জীবনব্যাপারে দ্রব্য কর্ত্তা, রসাদি করণ। সুতরাং দ্রব্য-কর্ত্তৃক রসাদি করণক আমাদের শরীরধারণ, পোষণ এবং বৈষম্য দূরীকরণ প্রভৃতি যাবতীয় ব্যাপার সমাধা হইতেছে। ঔষধার্থ কোনস্থলে ধর্ম্মবদ্দ্রব্য বিশেষ বা সমবেত কতকগুলি দ্রব্যের প্রয়োজন হয়। কুত্রাপি বা দ্রব্যের প্রয়োজন হয় না, মাত্র দ্রব্যধর্ম্মের আবশ্যক হয়। সুব্যক্ত রস, প্রশস্ত গুণযুক্ত, বীর্য্যবৎ, বিশিষ্ট পাকোপযোগী এবং প্রভাবসম্পন্ন দ্রব্য গ্রহণ করা বিহিত। প্রয়োজনানুরূপ দ্রব্য চিনিয়া কোন্ দেশে কিরূপ ক্ষেত্রে কোন্ দ্রব্য ভাল হয় তাহা জানিয়া এবং কোন্ কালে কোন্ দ্রব্য সুব্যক্ত রসবীর্য্যাদি সম্পন্ন হয় তাহা বুঝিয়া সংগ্রহ করিতে হয়। সংগৃহীত দ্রব্য হিমবর্ষবাতাতপ হইতে যত্নে রক্ষা করিবে। যেন তাহাদের গন্ধবর্ণাদি গুণ, মধুরাদি রস অগ্নিসোমীয় বীর্য্য নির্দ্দিষ্ট কাল যাবৎ অক্ষুণ্ণ থাকে। বিগতরস হইলে প্রাকৃত গন্ধবর্ণাদি বিকৃত হইলে বুঝিতে হইবে যে দ্রব্যের প্রভাব ও বীর্য্য নষ্ট হইয়াছে। নষ্ট-

প্রভাব বীর্য্য দ্রব্য কদাচ গ্রহণ করিবে না। যাঁহারা ঔষধের বা ঔষধার্থ দ্রব্যের ব্যবসায় করেন, তাঁহাদের এবিষয়ে সবিশেষ যত্নশীল হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়।

দ্রব্য দ্বিবিধ—এক স্থাবর অপর জঙ্গম। কন্দমূল ফল-পুষ্প-ত্বক্-পত্র-বীজ-কোষ-সার-স্বরস-নির্য্যাস প্রভৃতি উদ্ভিজ্জ দ্রব্য; সুবর্ণ রজত পারদাদিরূঢ় ধাতু, কাংস্যাদি মিশ্রধাতু, অভ্র মাক্ষিক হরিতাল প্রভৃতি উপধাতু; সোরা, সোহাগা প্রভৃতি ক্ষারদ্রব্য, সৈন্ধবাদি নানা জাতীয় লবণ এবং অন্যান্য নানাপ্রকার পার্থিব পদার্থ স্থাবর ঔষধশ্রেণীর অন্তর্গত। অস্থি কোষ মাংস মেদো-মজ্জশোণিতাদি শরীরাবয়ব; মুক্তা বিদ্রুম পূতিক কস্তুরিকা প্রভৃতি প্রাণ্যঙ্গজ পদার্থ এবং দুগ্ধ মূত্র পুরীষাদিকে জঙ্গমৌষধ বলে।

এই স্থাবরজঙ্গমাত্মক দ্রব্যনিচয়ের মধ্যে যে সমস্ত দ্রব্য ঔষধার্থ ব্যবহার করিতে হয়, সর্ব্বাদৌ তাহাদিগকে বিশুদ্ধাত্মক করিয়া লওয়া উচিত। স্বর্ণাদি রূঢ় পদার্থে যাহাতে ভিন্ন জাতীয় দ্রব্যের মিশ্রণ না থাকে, এরূপ বিশুদ্ধীকরণ একান্ত আবশ্যক। মিশ্রণজাতদ্রব্যসমূহে, যাহাতে যাহাতে মিশিয়া যে যে দ্রব্য উৎপন্ন হয়, তত্তৎ জাতীয় দ্রব্যাণু ভিন্ন অন্য জাতীয় অণু মিশিয়া থাকিলে তাহার পরিশুদ্ধি বিধেয়। ধূলি শর্করা প্রভৃতি বিমুক্ত করিয়া ওষধিমাত্রেরই বিশোধন করা কর্ত্তব্য। বিশোধনের পর সংশোধন ব্যবস্থেয়। দ্রব্যনিষ্ঠ অনিষ্টজনক ধর্ম্ম অপনয়ন করার নাম সংশোধন। ধাতু, উপধাতু প্রভৃতি আকরিক পদার্থ এবং অনেক গুলি ফল, মূল ও বীজ শোধন করিয়া লইতে হয়। সুপরিষ্কৃত এবং সংশোধিত দ্রব্য পরিপাকের উপযোগী করিয়া লওয়া একান্ত আবশ্যক। খাদ্য বা ঔষধ দ্রব্য জীর্ণ না হইলে কোন কাজে আইসে না, পরন্তু অনিষ্টোৎপাদন করে। খাদ্যদ্রব্য পরিণত বা সুসংস্কৃত হইলে পরিপাক পায়। ঔষধদ্রব্য জারণাদি প্রক্রিয়াদ্বারা অন্তর্ব্বাহক্রিয়োপযোগী করিয়া লইতে হয়। স্বর্ণাদিকে এরূপ অনুশঃ বিভক্ত করিয়া লইতে হয়, লৌহ-বঙ্গ প্রভৃতিকে এরূপ ভস্মীভূত করা বিহিত; উদ্ভিজ্জ দ্রব্যকে এরূপ শুষ্ক চূর্ণ করা আবশ্যক, যেন উদরস্থ হইয়া শোষিত হওতঃ নাড়ীর ছিদ্রপথ দিয়া রসরক্তাদির সহিত মিশিতে পারে। এইরূপ প্রক্রিয়া জারণ মারণ প্রভৃতি প্রক্রিয়ার অন্তর্গত। এই প্রবন্ধে যথাবসরে জারণাদি প্রক্রিয়ার উপদেশ করিব।

কতকগুলি পদার্থ অন্যদীয় ধর্ম্মগ্রহণক্ষম। জলে, তৈলে, ঘৃতে এবং সুরাদি দ্রব্যে দ্রব্যধর্ম্মাধান করা যাইতে পারে। যদি দ্রব্যের ধর্ম্মমাত্রের প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে জল সুরা প্রভৃতি সহজে পরিপাকোপযোগী দ্রব্যে দ্রব্যধর্ম্মাধান করিয়া লইলে অনেক সুবিধা হয়। মনে কর নিম্ববল্কলগত তিক্তরসবিশেষের প্রয়োজন, সেই প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য নিমের ছাল বাটিয়া খাইতে হইল। পরিপাকযন্ত্রের বল থাকিলে এক রকম কুলাইয়া যাইতে পারে, না থাকিলে হিতে বিপরীত। বিগতরসবল্কলকল্ক পরিপাকযন্ত্রে যন্ত্রণা ঘটাইয়া নানা অসুখ জন্মাইতে পারে। এমনস্থলে যদি নিমের ছালের বিশিষ্ট তিক্তরস সুরাদি সূক্ষ্মপদার্থে আহিত হয়, তাহা হইলে গুরুদ্রব্য জন্য পাকযন্ত্রের পীড়ন হয় না, পরন্তু সুরা তৈল ঘৃতাদি পদান্তর সেবনজন্য ফলান্তরও পাওয়া যাইতে পারে। এই উদ্দেশে সুরা, শুক্ত, আসব, অরিষ্ট, কাঞ্জিক এবং ঘৃত তৈলাদি নানাবিধ ঔষধ পরিকল্পিত হইয়াছে। ফল কথা এই যে, মাড়িয়া, ঘসিয়া, ভস্ম করিয়া চূর্ণ করিয়া লঘুতর অথচ প্রয়োজনীয় দ্রব্যান্তরে ধর্ম্মাধান করিয়া দ্রব্যকে যত সূক্ষ্মতর হইতে সূক্ষ্মতমে লওয়া যায়, ততই ঔষধের ফলোপধায়কতা বৃদ্ধি পাইবে।

ক্রমশঃ—

মাগুরা
পোঃ অঃ বারুইপাড়া
কবিরাজ শ্রীশীতলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
কবিরত্ন।

সম্পাদকীয় বক্তব্য।

যাঁহারা কবিরাজ মহাশয়ের প্রবন্ধের নিতান্তই পক্ষপাতী, তাঁহারা দেখিবেন যে, প্রবন্ধ লেখক যেমন তাঁহাদিগকে ইতিমধ্যে একবারেই হতাশ করিয়াছিলেন, আবার তেমনই নূতন সজ্জায় সজ্জিত হইয়া নূতন ধরণে পুনর্ব্বার বিস্তৃতভাবে "ঔষধ প্রস্তুত ও প্রয়োগ প্রণালী" লিখিতে আরম্ভ করিয়া সকলকে আশ্বাসিত করিয়াছেন। তবে কথা এই যে, তাঁহার ইতি পূর্ব্বকার লিখিত সংক্ষিপ্ত "ঔষধ প্রস্তুত ও প্রয়োগ প্রণালী" প্রবন্ধ পাঠে পাঠকগণ যেরূপ তৃপ্তিলাভ করিতেন, এহেন বিস্তৃতভাবে লিখিত এপ্রবন্ধ পাঠে ঠিক্ সেইরূপ আনন্দের অধিকারী হইতে পারিবেন কি?

চি, স, সম্পাদক।

(সম্মিলনীর অতিরিক্ত পত্র)

দৃষ্টফল মুষ্টিযোগ।

(সম্পাদকীয়)

দ্রব্যশক্তির অসাধারণ মহিমা।

কলিকাতার সুবিখ্যাত ডাক্তার শ্রীযুক্ত জগদ্বন্ধু বসু বলেন;—"কিছুদিন পূর্ব্বে তিনি মধুপুরে অবস্থিতি কালে কাঁচিলা জাতীয় এক প্রকার ঘাসের মূল সেবন করাইয়া অত্যাশ্চর্য্য ফলের পরিচয় পাইয়াছেন। তিনি স্থানীয় লোকের নিকট প্রথমতঃ অবগত হন্ যে, যকৃৎ প্লীহা বা কামলাগ্রস্ত যে কোন শিশুর শরীর ও মূত্রাদি যতই কেন হরিদ্রাবর্ণ হউক, উক্ত ঘাসের মূল ২।৩ দিবসমাত্র সেবন করাইলে নিশ্চয়ই তদ্দ্বারা শিশুর হরিদ্রাভা ঘুচিয়া গিয়া প্রস্রাব সাদা হয়। তিনি এই বিশ্বাসে তাঁহারই আত্মীয় কোন যকৃৎগ্রস্ত ভয়ানক হরিদ্রাভ শিশুকে উক্ত মূল সেবন করান। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ২।৩ দিন মাত্র সেবনেই শিশুর হরিদ্রাবর্ণ কাটিয়া গিয়া মূত্র শুভ্রবর্ণ হয়।" আমাদের নিতান্তই ইচ্ছা ছিল যে, এই বারেই চিকিৎসা-সম্মিলনীতে উক্ত ঘাসের প্রতিকৃতি সহ গুণাবলী প্রকাশ করিতাম, কিন্তু দুরন্ত বর্ষাজন্য কলিকাতা অঞ্চলে উক্ত ঘাসের সন্ধান না পাওয়াতে এবারে তাহা ঘটিল না। খুব্ সম্ভব বারান্তরে আমরা এবিষয়ের আলোচনা করিতে ক্ষান্ত থাকিব না।

প্রায় ৭২ বৎসর বয়স্ক আমাদের একজন প্রাচীন মাননীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি বলেন;—"তাঁহার বয়স যখন ৩৫।৩৬ বৎসর হইবে, তখন তিনি সুদারুণ শিরোরোগে আক্রান্ত হন্, মাথার সম্মুখ ও পশ্চাদ্ভাগ প্রায় সর্ব্বদাই ধরিয়া থাকিত, কেমন একরকম অসহ্য যন্ত্রণা বোধ হইত, কিছুই ভাল লাগিত না ইত্যাদি। তিনি এই অবস্থায় প্রথমতঃ কলিকাতার ২।৩ জন বড় বড় এলোপ্যাথি ডাক্তার দ্বারা ৪।৫ মাস যথারীতি চিকিৎসা করান, কিন্তু কোন ফলই দর্শে নাই, তারপর ২।৩ মাস চুপ্ করিয়া রোগযন্ত্রণা ভোগ করেন। অবশেষে সকলের উত্তেজনায় ভাল ভাল কবিরাজের নিকট প্রায় বৎসরাবধি নানাবিধ তৈল ঔষধ ও ঘৃত ব্যবহার করিয়া শেষটা হতাশজীবনে কাল কাটাইতে থাকেন। এইরূপে অনেক দিন ধরিয়া দারুণ যন্ত্রণা ভোগ করার পর সহসা একজন সন্ন্যাসী আসিয়া শ্বেত কুঁচের ফলের মধ্যস্থ শাঁস চন্দনের ন্যায় ঘসিয়া তদ্দ্বারা উত্তমরূপে নস্য টানিতে বলেন। আশ্চার্য্যের বিষয় এই যে, এই নস্য ৪।৫ দিন টানিতেই তাঁহার জঠুর হরিদ্রাভ শ্লেষ্মা সকল নাক দিয়া দিবারাত্র ঝরিয়া সপ্তাহমধ্যেই তিনি নির্দ্দোষ আরোগ্য লাভ করেন। যে

রোগের শান্তি কোন ডাক্তার কবিরাজ ৩।৪ বৎসর ধরিয়া প্রায় ৫।৭ শত টাকা লইয়া কিছুমাত্র উপশম করিতে পারেন নাই, একমাত্র শ্বেত কুঁচের শাঁসের নস্যদ্বারা ৫।৭ দিনেই সে রোগের নির্দ্দোষ শান্তি করিয়া দিল, সুতরাং দ্রব্য-শক্তির মহিমা প্রকৃতপক্ষেই বোঝা ভার।

হাঁপানির আশ্চর্য্য মাদুলী। সকলেই জানেন এ পোড়ারোগে একবার ধরিলে জনমের মধ্যে অতি অল্পলোকেই ইহার হাত হইতে অব্যাহতি পাইয়া থাকেন। পক্ষান্তরে সময়বিশেষে আবার অতি তুচ্ছানুতুচ্ছ মুষ্টিযোগ বা মাদুলী আদি দ্বারা এ ভয়ানক রোগের এমন আশ্চর্য্যরূপে শান্তি হইয়া থাকে যে, শুনিলে অবাক্ হইতে হয়। সংপ্রতি আমাদের একজন যুবক বন্ধু প্রবল হাঁপানিতে আক্রান্ত হন। তিনি কাহারও পরামর্শ মতে তুলসীগাছস্থ এক প্রকার স্বর্ণরঙ্গের জীবন্ত পোকা ধরিয়া ঐ জীবন্ত পোকা মাদুলীতে পূরিয়া সেই মাদুলী বামবাহুদেশে ধারণ করেন; আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সেই দিন হইতেই তাঁহার দুরন্ত হাঁপানির নিবৃত্তি হয় এবং তিনি এখনও ভাল আছেন।

দূষিত ক্ষতের অমোঘ ঔষধ;—যে কোন রকমেরই ক্ষত অর্থাৎ ঘা হউক না কেন, নিম্নলিখিত মলমদ্বারা উপকার দর্শিবে, খুব্ পুরাতন ঘৃত ও মোম তুল্যাংশে লইয়া চতুর্গুণ বনচালিতা গাছের পাতার রস সহ একত্রে পাক করিয়া মলমের ন্যায় প্রস্তুত করিয়া রাখিয়া দিবে। যে কোন কঠিন ঘাই হউক; প্রত্যহ প্রাতে ও সন্ধ্যাকালে নিমপাতার জলে ধৌত করিয়া উক্ত মলম লাগাইলে রোগী আরোগ্যলাভ করিবে। প্রায় ৪০ বৎসর বয়স্ক একজন লোকের একখানি পা দূষিত ঘায়ে মাংস পর্য্যন্ত খসিয়া পড়িত, কিন্তু উক্ত ঘৃত দ্বারাই তাহার নির্দ্দোষ শান্তি হয়।

অর্শরোগে যন্ত্রণা নিবারণের উপায়;—এমন অর্শরোগী অনেক আছেন, যাঁহাদের দাস্ত পরিস্কার হয় না বিশেষতঃ প্রাতে দাস্ত হইলেও প্রায় সমস্ত দিনই মলদ্বারে কেমন একটা যন্ত্রণা অনুভব করিয়া অশান্তিভোগ করিয়া থাকেন। এরূপ রোগীর পক্ষে প্রত্যহ কাঁচা বেলের মোরব্বা ২।৪ খানি খাইলে আর কোন যন্ত্রণাই থাকে না। সংপ্রতি একটী যুবকের এই বেলের মোরব্বাদ্বারা অনেক দিনের অর্শের যন্ত্রণার নিবৃত্তি পাইয়াছে। প্রাতে মাখন মিশ্রী সেবনেও এরূপ যন্ত্রণার শান্তি হইতে পারে। সম্পাদক।

৯ম বৎসর ৯ম খণ্ড ৪র্থ সংখ্যা।

চিকিৎসা-সম্মিলনী।

চিকিৎসা-বিষয়ক মাসিকপত্রিকা।

(টাকীর বিখ্যাত ও সুশিক্ষিত জমীদার)

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম, এ, বি, এল,

মহাশয়ের বিশেষ উদ্যোগে ও সাহায্যে

আয়ুর্ব্বেদীয় চরক ও সুশ্রুতের সংস্কৃত, বাঙ্গালা, ইংরাজী ও হিন্দী

অনুবাদক এবং প্রকাশক

কবিরাজ শ্রীঅবিনাশচন্দ্র কবিরত্ন

কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

কলিকাতা কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্ ২০০ নং বাটী হইতে সম্পাদক কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

কলিকাতা।

৫ নং সিম্‌লাষ্ট্রীট্ জ্যোতিষপ্রকাশ যন্ত্রালয়ে

শ্রীগোপালচন্দ্র ঘোষাল দ্বারা

মুদ্রিত।

প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ।৵০ আনা মাত্র।

সূচীপত্র।

বিষয়			পৃষ্ঠা
দেশীয় স্বাস্থ্যবিজ্ঞানে প্রাণের পর চাই ধন		...	১১১
দেশের এক কুক্‌শিমার নিকট বিদেশীয় শত শত এম্‌, ডি, লজ্জা পায়		...	১১৪
ডিজিটেলিস্‌		...	১১৮
হিমরেজ বা রক্তস্রাব	(ডাক্তারী)	...	১২০
প্রমেহ	ঐ	...	১২৩
ব্রণতত্ত্ব	(কবিরাজী)	...	১২৭
তরুণবাত	(ডাক্তারী)	...	১২৮
রসায়নতত্ত্ব	(কবিরাজী)	...	১৩০
তিক্তদ্রব্যমাত্রেই জ্বরঘ্ন ও বলকারক কিনা ?	(ডাক্তারী)		১৩৩
আয়ুর্ব্বেদীয় ধাত্রীবিদ্যা		...	১৩৬
সিকিৎসা-রহস্য	(ডাক্তারী)	...	১৩৮
তৈলপাক ও প্রয়োগ-প্রণালী		...	১৪২
ঘৃতপাক ও প্রয়োগ-প্রণালী		...	১৪৩
দৃষ্টফল ঔষধ ও চিকিৎসা		...	১৪৪
দৃষ্টফল মুষ্টিযোগ	(সম্পাদকীয়)	...	১৪৬
আমাদের কথা		...	ঐ

গ্রাহকগণের বিশেষ দ্রষ্টব্য।

পূজার আর অধিক বিলম্ব নাই। অতএব যাঁহারা বরাবর অগ্রিমমূল্য পাঠাইয়া এসময় আমাদিগকে এ দুরন্ত দায়ে রক্ষা করিয়া আসিতেছেন, আশাকরি, তাঁহারা আর উদাসীন থাকিবেন না। ম্যানাজার

দেশীয় স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান।

প্রাণের পর চাই ধন।

কৃষি-জন্য ধনই শ্রেষ্ঠ ধন।

প্রাণচিন্তার সঙ্গে সঙ্গেই যে ধনচিন্তা সর্ব্বথা কর্ত্তব্য, তাহা বিশেষরূপেই দেখাইয়াছি। আর প্রাণ ও ধন, এই উভয়ই যে ধর্ম্ম অর্থাৎ নিয়মাধীন, তাহার আভাস দিতেও ক্রটী করি নাই। অর্থাৎ ধর্ম্মসম্মত (নিয়ম বা হিসাবমত) না চলিলে প্রাণ বা ধনের অস্থিত্ব যে ক্ষণস্থায়ী, তাহাও সংক্ষেপে বুঝাইয়াছি। সুতরাং ইহা সর্ব্ববাদী-সম্মত যে, প্রাণ বা ধনের ভিত্তিতে ধর্ম্মরূপ মসল্লার ভাগ যতই অধিক পরিমাণে থাকিবে, প্রাণ ও ধনরূপ অট্টালিকার ততই অধিক পরিমাণে দৃঢ়তা জন্মিবেই জন্মিবে। অর্থাৎ একজন শ্রেষ্ঠ ধার্ম্মিক যদি স্বচ্ছন্দ শরীরে একশতাধিক বৎসর জীবিত থাকিতে পারেন, সে স্থলে সে তুলনায় একজন নিকৃষ্ট অধার্ম্মিক বড় জোর কষ্টে সৃষ্টে ২৫।৩০ বৎসর কাল বাঁচিয়া থাকিবে। সেইরূপ একজন ধর্ম্মদাস ধনী যদি একবৎসরে লক্ষাধিক টাকার অধিকারী হইতে পারেন, সে স্থলে সে তুলনায় একজন অধার্ম্মিক ধনী বৎসরে শত টাকাও লাভ করিতে পারিবে কি না সন্দেহ স্থল।

প্রাণ ও ধনের সহিত ধর্ম্মের এইরূপ নিগূঢ়সম্বন্ধ আছে জানিয়া এবং ধর্ম্ম-রহিত প্রাণ ও ধন কিছুই নহে বলিয়াই আর্য্য ঋষিগণ এই প্রাণ, ধন ও ধর্ম্ম তিনটী জিনিষকে একটী মাত্র সূত্রে গ্রথিত করিয়া অত্যাশ্চর্য্য বুদ্ধিকৌশলের ও অসাধারণ সুনৈপুণ্যের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। আর যিনি এশিল্পনৈপুণ্যের সূক্ষ্মভাব একটু ধীরভাবে চিন্তা করিয়া দেখিয়াছেন, তিনিই ঠিক্‌ বুঝিয়াছেন যে, আর্য্য ঋষিগণের গ্রথিত এমালার মূল্য কতদূর অসীম। আহা! ধন্য সেই ঋষিগণ! যাঁহারা এই মালার গ্রথিতা, কোটী কোটী প্রণাম তাঁহাদের চরণে, যাঁহারা জগতের হিতার্থে এই মালা সাধারণের গলদেশে পরিধান করাইয়া গিয়াছেন। পাঠক! আমরা ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্রপ্রাণী, সুতরাং অনন্ত-জ্ঞানশালী ঋষিগণের গ্রথিত এ অমূল্য ও অত্যাশ্চর্য্য মাল্যের সবিশেষ পরিচয় সাধারণকে দিই, এমন ক্ষমতা আমাদের নাই। তথাপি সংক্ষেপে এই মাত্র বলিতে পারি যে, এ নিরবচ্ছিন্ন পাপতাপসঙ্কুল সংসারে জন্মগ্রহণ করিয়া যিনি এই প্রাণ ধন ও

ধর্ম্মের বিষয় যত অধিক পরিমাণে অবগত ও তদনুরূপ চালিত হইয়া থাকেন, তিনি এই সংসাররূপ ঘোরনরকে অবস্থিতি করিয়াও স্বর্গীয় বিমল আনন্দের তত অধিক পরিমাণে অধিকারী হইয়া থাকেন।

অথবা ধনের বিষয় বক্তব্য শেষ না করিয়া এস্থলে এখন ধর্ম্মের কথা উল্লেখ করা কোন মতেই উচিত নহে। কেননা পূর্ব্বেই ত বলিয়াছি যে, আগে প্রাণ, তারপর ধন ও ধনের পরেই ধর্ম্মের প্রয়োজন; সুতরাং সে হিসাবে আমরা সর্ব্বাগ্রেই প্রাণের কথা সংক্ষেপে বলিয়াছি, অর্থাৎ প্রাণ কি জিনিষ ও ইহার প্রয়োজনীয়তাই বা কি, তাহা সংক্ষেপে বলিয়াছি। তারপর ধন কি ও ধনের সহিত প্রাণের সম্বন্ধই বা কি, তাহাও বুঝাইয়াছি। অতঃপর সেই ধন কি কি উপায়ে কেমন করিয়া সহজে বা দুঃখে আসিতে পারে, তাহাই বলিতে আরম্ভ-মাত্র করিয়াছি। অর্থাৎ কৃষিকার্য্য, পশুপালন, বাণিজ্য ও রাজসেবা, সাধারণতঃ এই চতুর্ব্বিধ উপায়ই ধনোপার্জ্জন পক্ষে প্রশস্ত। ইহাদের মধ্যে আবার কৃষিজন্য ধনই সর্ব্বাপেক্ষা নিরাপদ ও সর্ব্বথা সুখজনক। সুতরাং অগ্রে তাহারই বিষয় বলিতেছি।

কিন্তু বলিব কেমন করিয়া? কি করিয়াই বা বুঝাইব যে, বর্ত্তমান চাকুরী-জীবি-ভারতে কৃষিকার্য্যই ধনোপার্জ্জনসম্বন্ধে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পন্থা? যে কৃষকের নামেই লোক চষ্‌ষণ্ডী বা চাসা বলিয়া শতহস্ত দূরে পলায়ন করে, নামমাত্রেই যে কৃষি-কার্য্য অতি হেয় ও যারপরনাই অপবিত্র বলিয়া পরিগণিত হয়, ঋষি-নির্দ্দিষ্ট সেই কৃষিব্যবসায় ধনোপার্জ্জনপক্ষে সর্ব্বোচ্চ হইলেও বর্ত্তমান এদেশের লোকের নিকট কেমন করিয়া আমরা তাহার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিতে সমর্থ হইতে পারিব? কোনমতেই যে পারিব না, ইহা ঠিক্; কিন্তু না পারিলেও যখন এ বিষয়ে হস্তার্পণ করিয়াছি, তখন ত এসম্বন্ধে যাহা কিছু একটা মীমাংসা না করিয়াই পারিতেছি না।

সুখ ও অসুখ বলিয়া যে দুইটী বিসদৃশ শব্দ পৃথিবীময় চিরকাল ব্যপ্ত হইয়া রহিয়াছে, যে সুখ জীবমাত্রেরই চরম লক্ষ্যস্থল, যে অসুখের কল্পনাতেই জীবগণ চম্‌কাইয়া উঠে, সেই সার্ব্বজনিক সুখ, সেই সার্ব্বভৌম শান্তি, সেই সার্ব্ব-লৌকিক স্বচ্ছন্দ, কৃষিজন্য ধনে যেমন হইতে পারে, এমন আর কিছুতেই নহে। পক্ষান্তরে সেই সার্ব্বজনিক অসুখ, সেই সার্ব্বভৌম অশান্তি, সেই সার্ব্ব-লৌকিক অস্বচ্ছন্দ, সেবা অর্থাৎ চাকুরীজন্য ধনে যেমন ঘটিয়া থাকে, ধনোপার্জ্জন

পন্থাসকলের মধ্যে এমন আর কোন কার্য্য হইতেই নহে। সুতরাং এই জন্যই আর্য্য ঋষিগণ বহুল গবেষণার পর স্থিরসিদ্ধান্ত করিয়া গিয়াছেন যে, কৃষিজন্য-ধনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ; আর সেবা অর্থাৎ চাকুরীজন্য ধনই সর্ব্বনিকৃষ্ট। মধ্যের পশুপালন ও বাণিজ্য-জন্য এবং অন্যান্য উপায়-জন্য ধনের কথা এখন তুলিব না, কেন না তাহা ত কৃষি অপেক্ষা নিশ্চয়ই অধম ও চাকুরী অপেক্ষা প্রকৃতই উত্তম বলিয়া পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, সুতরাং সে কথা পরে বুঝাইতে চেষ্টা করিব। অতএব অগ্রে কৃষি-জন্য ধনের শ্রেষ্ঠতাপ্রতিপাদন সম্বন্ধেই বলিতেছি।

কিন্তু না বুঝিয়া বড়ই কঠিন বিষয়ে বড়ই অবোধ্য প্রস্তাবে আমরা হস্তার্পণ করিয়া প্রকৃতই গোলযোগের মধ্যে পড়িয়াছি। এ অজ্ঞানতার আবাসভূমি ভারতবর্ষে আমাদের ন্যায় বর্ত্তমান অজ্ঞানাধম চাকুরীপ্রধান ভারতবাসীর নিকট কৃষিকার্য্য-জন্য ধনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, এ কথা বলিলে হয়ত সকলে আমাদিগকে পাগল বলিয়া হাসিয়াই উড়াইয়া দিবেন। সে যাহা হউক, একথা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিবেন না যে, এজগতে যে কোন কারণে যতই অন্তঃকরণের চঞ্চলতার বৃদ্ধি করিয়া দেয়, তাহাই যথার্থ অসুখ বা অশান্তি, আর যে উপায়েই হউক, অন্তঃকরণ যতই স্থির ও যতই চিন্তারহিত থাকে, অন্তরের সেই অবস্থাই যথার্থ সুখ বা শান্তি বলিয়া অভিহিত হয়। শাস্ত্রকার সেই জন্যই গাহিয়াছেন;—

"সন্তোষামৃত-তৃপ্তানাং যৎসুখং শান্তচেতসাং।
কুতস্তদ্ধনলুব্ধানামিতশ্চেতশ্চ ধাবতাং॥"

অর্থাৎ সন্তোষ-রূপ অমৃতদ্বারা সম্যক্ পরিতৃপ্ত শান্তচিত্ত ব্যক্তিগণের যে সুখ, ইতস্তত ধাববান্ ধনলুব্ধ ব্যক্তিগণের তাহা কোথায়?

বাস্তবিকই শাকান্নভোজী শান্তচিত্ত ব্যক্তি যে স্বর্গীয় বিমলানন্দের অধিকারী; চঞ্চল দুরাকাঙ্ক্ষাগ্রস্ত কোটীপতি ব্যক্তির কল্পনাতেও সে দুঃখের উদয় হইতে পারে কি না সন্দেহ। কেবল তাহাই নহে, ধর্ম্মচর্চ্চা, স্বাস্থ্যরক্ষা ও দীর্ঘজীবন লাভ ইত্যাদি মানবের যাহা কিছু সর্ব্বোচ্চ প্রার্থনা, তৎসমস্তই কৃষি-জন্য ধনের সাহায্যে যতদূর নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইতে পারে, এমন আর কিছুতেই নহে। ফলকথা চিত্তের প্রসন্নতাই যদি সর্ব্বপ্রধান সুখ হয়, অন্তরের

সদানন্দ-ভাবই যদি বরেণ্য শান্তি হয়, দুঃখনিবৃত্তিই যদি ধনের মোক্ষ উদ্দেশ্য হয়, তবে কৃষি-জন্য ধনেই নিশ্চয়ই সে উদ্দেশ্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সাধিত হইয়া থাকে।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, আমাদের লিখিত কৃষিকার্য্যটা যেন পাঠকগণ কেবল সেই স্বহস্তে রোপণকারী এবং দুরন্ত রৌদ্র ও ঝড়বৃষ্টিতে ভ্রমণকারী শাকান্নভোজী অজ্ঞানাধম দরিদ্রচূড়ামণী পর্ণকুটিরনিবাসী কৃষকগণের সম্বন্ধেই মনে না করেন। কেন না বর্ত্তমান সময়ের সেশ্রেণীর দেশীয় কৃষিজীবি-গণ যে প্রকৃতপক্ষে কতদূর সুখী, সে কথা ত সাধারণে বিলক্ষণরূপেই অবগত আছেন। সুতরাং আমাদের লক্ষ্য কেবলমাত্র তাহাদের উপর নহে; আমরা বলি যে, বহুবিধজ্ঞানে জ্ঞানবান্, অশেষশাস্ত্রে শাস্ত্রবান্, অশেষ বুদ্ধিতে বুদ্ধিমান্, বিবিধ নৈপুণ্যে নিপুণব্যক্তিগণকেই কৃষক হইতে হইবে। এই শ্রেণীর লোককেই সহস্র সহস্র গোগর্দ্দভাদি পশুপালনের ভার লইতে হইবে, সেইরূপ লোকসমূহকেই বাণিজ্যব্যবসায়ে সম্পূর্ণরূপে দীক্ষিত হইতে হইবে, তাহা হইলেই এদেশের অবস্থা আবার ফিরিতে আরম্ভ করিবে, প্রকৃতই সুপণ্ডিত-গণ যখন চাষা হইবেন, অসাধারণ কৃতীসন্তানগণ যখন দেশের পশুপালন, রক্ষণ ও বর্দ্ধনের ভার লইবেন, যথার্থ কৃতবিদ্যধনীগণ যখন কোমর বাঁধিয়া প্রাণপর্য্যন্ত পণে বাণিজ্যকার্য্যে অগ্রসর হইবেন, তখনই এ অধঃপতিত দেশ আবার প্রকৃতই উন্নতির চরমসীমায় উঠিবেই উঠিবে। নচেৎ যতদিন কেবল দাসত্বের বোঝা মস্তকে বহন করিবার জন্য বিদ্যাশিক্ষা করিয়া দেশের সমস্ত মাথাল ও চোখল লোকগুলি দাসত্বের দিকে ধাইবেন, ততদিন এদেশের উন্নতির কোন আশাই করা যাইতে পারিবে না। ক্রমশঃ—

সম্পাদক।

দেশের এক কুকশিমার নিকট বিদেশীয় শত শত এম্, ডি, লজ্জা পায়।

প্রবন্ধটীর নাম শুনিয়াই এলোপ্যাথি ও হোমিওপ্যাথির ভক্তগণ যে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া উঠিবেন, একথা স্থির জানিয়াও সত্যের অনুরোধে আমরা নিম্নলিখিত রোগবিবরণ না লিখিয়া কোনমতেই থাকিতে পারিলাম না।

এখনও এক মাসের অধিক অতীত হয় নাই, কলিকাতার কোন বিশেষ

সম্ভ্রান্ত জমিদারগৃহে একটী ৩ বৎসর বয়স্ক বালকের সুদারুণ রক্তামাশা রোগ হয়। বর্ত্তমান রীতি অনুসারে প্রথমেই বালকের মাতামহ ছেলেটীর চিকিৎসার ভার একজন উপযুক্ত এলোপ্যাথি ডাক্তারের হাতেই অর্পণ করেন। ডাক্তার বাবু ক্রমান্বয়ে ৭।৮ দিন পর্য্যন্ত নানাবিধ ঔষধ দিয়া কোনই উপকার দর্শাইতে পারেন নাই। অপরন্তু বালকের অবস্থা ক্রমশঃ শোচনীয় হইতে লাগিল এবং ভয়ানক অরুচিও দেখা দিল। সুতরাং গৃহস্থ আর স্থির থাকিতে না পারিয়া একজন ইংরাজ ডাক্তার আনাইয়া তাঁহার সহিত পরামর্শ করাইয়া ঔষধ দেওয়াইলেন। দুঃখের বিষয় তাহাতেও কোন-রূপ উপকার না দর্শিয়া বরঞ্চ দিন দিন বালকটী বড়ই দুর্ব্বল হইয়া পিতা মাতার অন্তরে ভীতিসঞ্চার করিয়া দিল। সুতরাং এ অবস্থায় বালকের পিতা আর চুপ্ করিয়া থাকিতে না পারিয়া অগত্যা এই সহরের একজন সুবিখ্যাত হোমিওপ্যাথ ডাক্তারকে ডাকিলেন। শুনিয়াছি হোমিওপ্যাথ ডাক্তার মহাশয় আসিয়া ও বালকটীকে দেখিয়া তাঁহাদের স্বাভাবিক রীতি অনুসারে বালকের পিতামাতাকে এমন আশা ভরসা দিলেন যে, তখনই যেন বালকটী নিরাময় হইয়া উঠিল। প্রকৃতই ডাক্তার বাবুর বাক্যেই যেন অভিভাবকগণ স্বর্গের চাঁদ হাতে পাইলেন! কেবল তাহাই নহে, ইহাও শুনিলাম যে, হোমিওপ্যাথ ডাক্তার বাবুর দৃঢ়বিশ্বাস ছিল যে, এলোপ্যাথি ঔষধেই সর্ব্বনাশ ঘটাইয়াছে, অন্ততঃ তাহার পাঁচদিন পূর্ব্বে তিনি দেখিলে অতি শীঘ্র ও অতি সহজেই আরাম করিতে পারিতেন বলিয়া তাঁহার ধ্রুববিশ্বাস ছিল। যাহা হউক, এইরূপে তিনি প্রত্যহ ২।৩ বার করিয়া আসিয়া শিশুটীর চিকিৎসা করিতে লাগিলেন। দিনের পর দিন যাইতে লাগিল, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, উপকার দূরে থাকুক্ বরঞ্চ তাহার মৃত্যুসম্ভাবনাই অনেকটা নিশ্চিত হইয়া আসিতে লাগিল। শুনিলাম তখন সে অবস্থাতেও নাকি ডাক্তার বাবু প্রাতে আসিয়া বলেন;—এই ঔষধেই আজিকার দিনের মধ্যেই আরোগ্য লাভ করিবে। আবার বৈকালে আসিয়া বলেন;—আজ রাত্রে নিশ্চয়ই উপকার হইবেই হইবে! ক্ষোভের বিষয় এই যে, রোগ কিন্তু ক্রমান্বয়ে ৬।৭ দিনের মধ্যে ডাক্তার বাবুর কোন কথাই মানিল না, শুনিলাম তখন নাকি ডাক্তার বাবু হোমিওপ্যাথের শিরোমণির সহিত পরমার্শ করিয়া ঔষধ দিতে মনস্থ করিলেন, কিন্তু তাঁহার উপর আর গৃহস্থের আস্থা রহিল না। শিশুটীর একপ্রকার অন্তিম অবস্থা

জানিয়া তখন তাঁহারা একজন উপযুক্ত কবিরাজ ডাকাইয়া তাঁহার উপরেই চিকিৎসার ভারার্পণ করিলেন। শুনিলাম কবিরাজ মহাশয় বালকটীকে দেখিয়াই বলিয়াছিলেন যে, এই শিশুর জীবনের আশা আদৌ নাই। তবে নিতান্ত শিশুর প্রাণ বলিয়া যদি ভগবান্ ইহাকে রক্ষা করেন। আহা! ভগবান্ ঠিক্ তাহাই করিয়াছিলেন। কবিরাজ মহাশয় বালকটীর চিকিৎসা আরম্ভ করিয়া আড়াই দিনের অধিক কিন্তু আর তাঁহার চিকিৎসা করা ঘটিল না। জানিলাম যে বিশেষ কোনও অনিবার্য্য কারণবশতঃ আড়াই দিনের দিন বৈকালে তাঁহাকে ৪ টার সময় কলিকাতা ছাড়িয়া কোন দূরস্থানে গমন করিতে হয়।

ঠিক্ এই দিনেরই বৈকাল ৫৷৷০ টার সময় আমি ঐ শিশুর চিকিৎসার জন্য আহূত হই। শিশুর গৃহে বসিয়া আদ্যোপান্ত যাহা শুনিলাম, সে পরিচয় ত সমস্তই উপরে তন্ন তন্নরূপেই দিলাম, অতঃপর আমি সেখানে গিয়া শিশুর শরীরের অবস্থা যাহা দেখিলাম, তাহাই সংক্ষেপে লিখিতেছি। দেখিলাম—যেন তিন বৎসরের বালকটী ২০।২৫ দিনের পীড়াতে ২ বৎসর বয়স্ক শিশুর আকারের ন্যায় ক্ষুদ্রাকার হইয়া গিয়াছে। প্রথম জিজ্ঞাসায় জানিলাম যে, পীড়ার পূর্ব্বে সে যেন ৪ বৎসরের বালকের ন্যায় হৃষ্ট পুষ্ট ও বলিষ্ঠ ছিল। দেখিলাম—অনবরত চীৎকার করিতেছে, কিন্তু বলের অভাবে সে চীৎকারে তাদৃশ শব্দ কিছুই বাহির হইতেছে না। শরীর অস্থিচর্ম্ম সার, দাস্ত দিবারাত্রের মধ্যে তখনও ১০।১২ বার বা তদধিক বার হইতেছে। কিছুই খায় না, সাগু বার্লি, এরারুট যাহা কিছু মুখে দেওয়া যায়, থু থু করিয়া তৎক্ষণাৎ তাহা ফেলিয়া দেয়। কেবল পুনঃ পুনঃ জলপান করিতে চায়। দাস্তের বর্ণ দেখিলাম ছ্যাক্‌ড়া ছ্যাক্‌ড়া দুধগোলা ও তাহার সহিত তাজা রক্ত। জিজ্ঞাসায় জানিলাম যে, কবিরাজ মহাশয়ের কথায় দুই দিন অবধি তাহাকে ছাগলের দুগ্ধ দেওয়া হইতেছে কিন্তু তাহার পূর্ব্বে দাস্তের মলে নানাবিধ বর্ণ ছিল। যাহা হউক, সে সময় বালকটীর অত্যন্ত কুঁথুঁনি ও হাবভাব দেখিয়া তাহার জীবনের সম্বন্ধে আমার আদৌ বিশ্বাস জন্মিল না। তথাপি ওষধ দেওয়া উচিত, এই মনে করিয়াই আমি একটু ঔষধ দিতে প্রস্তুত হইলাম।

অনুসন্ধানে জানিলাম যে, কবিরাজ মহাশয় বালকটীকে মুথার রস ও মধুসহ প্রাতে মহাগন্ধক, একটু ছাগদুগ্ধসহ বৈকালে কুটজাবলেহ এবং

সন্ধ্যাকালে অন্য আর একটী কি লালবড়ী দাড়িমের কুঁড়ির ও মধুর সহিত সেবন করিতে দিয়াছিলেন এবং সে ঔষধের উপকারিতা গৃহস্থ বুঝিতে না পারিলেও উপকার যে একটু হইয়াছিল, তাহাতে আমার বিশ্বাস জন্মিল; সুতরাং আমিও আর অন্য কোন ঔষধের ব্যবস্থা না করিয়া সেই মহাগন্ধকই দুইবেলা দুইবার মুথার রস ও মধুসহ এবং কুটজাবলেহ দুইবার কুক্‌শিমার পাতার রস ও মধুসহ দিতে ব্যবস্থা করিলাম।

লিখিতে শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে যে, ইতিপূর্ব্বে এতদিন পর্য্যন্ত এলোপ্যাথি ও হোমিওপ্যাথি ঔষধ সেবনে যে বালকের কিছুমাত্রই উপকার দর্শে নাই, সে স্থলে দিবারাত্রমধ্যে এই চারিবার ঔষধ সেবনেই বালকের পীড়ার অর্দ্ধেকেরও অধিক শান্তি হইয়া আসিল! দাস্তের ভাগ ১০। ১২ বার স্থলে ৪। ৫ বার হইল, কুঁথুনি ও ছট্‌পটানি কমিল এবং তৃষ্ণাদি অন্যান্য উপসর্গেরও অনেকটা হ্রাস হইয়া আসিল। বলিতে কি, পরদিন ঔষধ ব্যবহারেই দাস্ত ২। ৩ বার মাত্র হইল। তৃতীয় দিনে রক্তের ভাগ আদৌ রহিল না। এবং মলের রঙও অনেকটা স্বাভাবিক হইয়া আসিল। এইরূপে ৪র্থ, ৫ম ও ৬ষ্ঠ দিনে উত্তরোত্তর বালকটীর অবস্থা অতীব সন্তোষজনক হইয়া উঠিতে লাগিল। ৭ম দিন হইতে কুটজের ঔষধ বন্ধ করিয়া দিয়া কেবল মহাগন্ধকই প্রত্যহ প্রাতে ও সন্ধ্যায় দুইবার দেওয়া হইতে লাগিল। ১০ম দিবসে বালককে অন্নপথ্য দেওয়া হইল এবং ইতিপূর্ব্বে কেবলমাত্র জল বার্লিই দেওয়া হইয়াছিল। ১৩ শ দিবস হইতে ঔষধ সেবন বন্ধ করিয়া দিলাম। ১৫ শ দিনের দিন বালকের চেহারার বেশ পরিবর্ত্তন বোধ হইতে লাগিল। এখন সে বালক সম্পূর্ণই সুস্থ হইয়া উঠিয়াছে।

(মন্তব্য)

এই বালকের এইরূপ অত্যাশ্চর্য্য আরোগ্য সম্বন্ধে দুইটী মাত্র কথা বলিবার আছে। প্রথম কথা—আমার বিশ্বাস যে, যদি বালকটীকে প্রথম অবস্থাতেই অন্য কোন ঔষধ না দিয়া একমাত্র কুক্‌শিমার পাতার রসই প্রত্যহ ২।৩ বার দেওয়া হইত, তাহা হইলে কেবল এই একই ঔষধে বালকটী আরোগ্য লাভ করিতে পারিত। আমার বোধ হয় যে, এরূপ প্রবল রক্তামাশা একমাত্র কুক্‌শিমার পাতার রসেই আরাম হইতে পারে। আর কবিরাজ মহাশয়

যদি প্রথম দিনেই কুকৃশিমার পাতার রসসহ কুটজের ঔষধ দিতেন, তাহা হইলে প্রথম দিনেই বালকের আশানুরূপ উপকার দর্শিত। ফলতঃ এইরূপ অবস্থায় শতশত স্থলে কুকৃশিমার অসাধারণ শক্তির পরিচয় পাইয়াই আজ্ সাধারণের নিকট কুকৃশিমাকে এত অধিক উচ্চাসনে স্থান দান করিতে সাহসী হইলাম।

আর দ্বিতীয় কথা, কিঞ্চিৎ বলিব—আমাদের এ অনুকরণ-প্রিয় পরধর্ম্মাবলম্বী দেশীয়গণের বিশেষতঃ ধনী-মহাত্মাদের আচরণসম্বন্ধে। ঘোরতর জ্বরবিকার হয়, সুদারুণ পৃষ্ঠব্রণ বা উরুস্তম্ভাদিরোগ ঘটে, তাহাতে সেস্থলে ডাক্তারের উপর ডাক্তার ডাকা হয়, ইহা তাদৃশ দুঃখের বিষয় নহে। কেননা দেশের বিশেষতঃ সহরের কবিরাজকুল এখন অনেকটা অথবা একবারেই এ সকল রোগে অনভিজ্ঞ বলিলেই চলে। কিন্তু তাহা বলিয়া একটু রক্তামাশা হইল, কোন শিশুর একটু বা সর্দ্দি কাশি জন্মিল, যে সকল স্থলে হয়ত একটু কুকৃশিমার পাতার রস, নয়ত একটু তুলসীপাতার রস ও মধুসহ দিলে নচেৎ একজন যে সে কবিরাজের সাহায্যেও চট্‌পট্ আরাম হইতে পারে, সেই সেই স্থলে যে এখনকার লোক মহাব্যস্ত হইয়া সর্ব্বাগ্রেই ডাক্তার না ডাকিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারেন না, এ দুঃখ এ কলঙ্ক রাখিবার ত প্রকৃতই স্থান হয় না। এই সকল দৃষ্টান্ত দেখিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে গেলে যথার্থই ক্ষোভে, দুঃখে, রোষে ও তাপে প্রাণ ফাটিয়া যায়, যথার্থই মনে হয়, এস্বজন ও স্বধর্ম্ম-দ্বেষ্টা ভারতবাসীর চরণে প্রণিপাত পূর্ব্বক কোন সুগভীর বিজন অরণ্যে আশ্রয় লইয়া জীবনের অবশিষ্টাংশ অতিবাহিত করি!

সম্পাদক।

ডিজিটেলিস্, (Degitalis.)

অনেক সময়ে দেখা যায়, জ্বরে রোগীর গায়ের তাপ ১০৪° কি ১০৫° ডিগ্রী হইয়াছে, অথচ সর্ব্বাঙ্গ ঘর্ম্মাক্ত; দেখিলে সহসা জ্বরবিচ্ছেদের ঘাম বলিয়া মনে হয়, এই ঘাম উত্তাপ অবস্থায় সময়ে সময়ে হয় এবং বন্ধ হইয়া যায়। সাধারণ লোকে ইহাকে রসের ঘাম বলিয়া থাকে। সুস্থ অবস্থায় আমাদের শরীর অহোরহ ক্ষয় হইতেছে এবং দূষিত পদার্থ সকল নিস্রাব ও প্রস্রাব (Secrition and Excrition.) দ্বারা শরীর হইতে বাহির হইয়া যাইতেছে,

যদি কোন কারণে উহা বাহির হইতে না পারে, তাহা হইলে রক্ত বিষাক্ত হইয়া নানারকম মন্দ লক্ষণ উপস্থিত করে। সুস্থ অবস্থায় শরীর যে পরিমাণে ক্ষয় হয়, জ্বর অবস্থায় তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক পরিমাণে ক্ষয় হইয়া থাকে। ঐ দূষিত পদার্থ বাহির করিবার জন্য স্বভাবতঃ সুস্থাবস্থাপেক্ষা অনেক অধিক পরিমাণে কার্য্য করিয়া থাকে; এজন্য হৃৎপিণ্ড প্রভৃতি শারীরিক যন্ত্রগুলির ক্রিয়া এ অবস্থায় বৃদ্ধি হয়। উত্তাপ অবস্থায় ঐরূপ ঘাম দেখিলে আমরা এই বুঝিয়া থাকি শরীর এত শীঘ্র শীঘ্র এবং অধিক পরিমাণে ধ্বংস হইতেছে যে, স্বভাব বিশেষ চেষ্টা করিয়াও ঐ সকল দূষিত ধ্বস্ত পদার্থ বাহির করিতে পারিতেছে না অর্থাৎ যে পরিমাণে ঐ সকল পদার্থ শরীর হইতে বাহির হইয়া যাইতেছে, তাহা অপেক্ষা ধ্বংশের পরিমাণ অধিক হইতেছে।

এই অবস্থায় ডিজিটেলিস্ (Digitales.) নামক ঔষধ ব্যবহার করিলে বেশ উপকার পাওয়া যায়। আমি অনেক রোগীতে এইরূপ অবস্থায় উক্ত ঔষধের অরিষ্ট (Tincture Digitalis) অন্যান্য ঔষধের সহিত ব্যবহার করিয়া বেশ ফল পাইয়া থাকি, এমন কি ২।৩ মাত্রা সেবনের পর হইতে উপদ্রব গুলি কমিয়া যায় এবং রোগী বেশ স্বচ্ছন্দবোধ করে। অনেক রোগীর ৪। ৫ মাত্রা সেবনের পরেই জ্বর বিচ্ছেদ হইতে দেখা গিয়াছে।

আমার বোধ হয় ডিজিটেলিসের টিশু (Tissue) ধ্বংস নিবারণ করিবার ক্ষমতা আছে। অধিক ক্ষয় নিবারণ করিয়া অবশিষ্ট ধ্বস্ত পদার্থ শরীর হইতে বাহির করিয়া দেয়, এজন্য এত শীঘ্র শীঘ্র ফল পাওয়া যায়। আশাকরি, আমার স্বমব্যবসায়ী ভ্রাতৃগণ এই ঔষধ উপরোক্ত অবস্থায় ব্যবহার করিয়া দেখিবেন।

টাকী দাতব্য-চিকিৎসালয়। } শ্রীবিহারীলাল রায় চৌধুরী।
মেডিকেল অফিসার,

সম্পাদকীয় বক্তব্য।

ডাক্তার বিহারী বাবুর ডিজিটেলিসের ব্যাপার অনেকটা সত্য হইলেও আমরা কিন্তু এসকল ঔষধকে বড়ই ভয় করিয়া থাকি। অনেক স্থলেই দেখিয়াছি, উপকারের অপেক্ষা বরং অপকারই অধিক ঘটিয়া থাকে। বিশেষতঃ কলিকাতার কোন কোন প্রাচীন ডাক্তারেরও যখন এইরূপ বিশ্বাস; তখন ত এদুর্ব্বল বাঙ্গালী দেহে এশ্রেণীর ঔষধ ব্যবহারের প্রশ্রয় দেওয়া কোন ডাক্তারের পক্ষেই কর্ত্তব্য বলিয়া বোধ হয় না। সম্পাদক।

হিমরেজ।

রক্তস্রাব।

হিমরেজ অথবা রক্তস্রাব, চিকিৎসক এবং অস্ত্রচিকিৎসক উভয়েরই চিকিৎসাকার্য্যের অন্তর্গত। রোগী কোন আঘাত প্রাপ্ত হইয়া রক্তস্রাব হইলে সেই রক্তস্রাব বন্ধ করা অস্ত্রচিকিৎসার অন্তর্গত। আর অন্য কারণ-বশতঃ রক্তস্রাব হইলে সে রক্তস্রাব বন্ধ করা সাধারণ চিকিৎসার অন্তর্গত। আঘাত প্রাপ্ত হইলে যে রক্তস্রাব হয়, তাহা কোন শিরা বা ধমনী ছিন্ন হইয়া উপস্থিত হয়। আর ব্যাধিবশত যে রক্তস্রাব হয়, তাহাতে শিরা বা ধমনী প্রায় ছিন্ন হয় না, দৈবাৎ হইলেও হইতে পারে। অনেকে মনে করিতে পারেন যে, দুই প্রকার রক্তস্রাব একই কারণে উৎপন্ন হয়, কিন্তু সে কথাটা তেমন ঠিক্ নহে। ব্যাধিপ্রযুক্ত রক্তস্রাবে বড় বড় শিরা বা ধমনী প্রায়ই ছিন্ন হয় না। এইরূপ রক্তস্রাবে যদিও শিরা ছিন্ন হয়, তবে সে অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিরা বা কৈশিকা।

তবে এই শ্রেণীর রক্তস্রাবের রক্ত কোথা হইতে নির্গত হয়? এ প্রশ্ন সত্যই উপস্থিত হইতে পারে। অধিকাংশস্থলেই দেখিতে পাওয়া যায় যে, রক্ত শিরা বা ধমনীর গাত্র চোঁয়াইয়া বাহির হয়। যেমন চর্ম্ম দিয়া ঘর্ম্ম বাহির হয়, শ্লেষ্মা ঝিল্লি হইতে শ্লেষ্মা নির্গত হয়, এই ধরণের রক্তস্রাবও ঠিক্ সেইরূপে উপস্থিত হয়। যদি বল তাহার প্রমাণ কি? এইরূপ রক্তস্রাবে কোন রোগী মারা পড়িলে তাহার শিরাপ্রভৃতি পরীক্ষা করিলে কোনও স্থানে কোন শিরা ছিন্ন হইতে দেখা যায় না। এমন কি, অণুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়া দেখিলেও কোন স্থানে কোন প্রকার সামান্য ছিদ্র পর্য্যন্ত দেখিতে পাওয়া যায় না। মনে কর একজনের রক্তবমন হইয়া রক্তস্রাব বশতঃ মৃত্যু ঘটিল। এইরূপ ঘটনায় অধিকাংশ স্থলেই পাকস্থলী যন্ত্র প্রভৃতি অতি সতর্কতার সহিত পরীক্ষা করিলেও কোন শিরা ছিন্ন দেখা যায় না। অথবা পাকস্থলীর বা অন্ত্রের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লিতে সামান্য ক্ষত পর্য্যন্ত দেখা যায় না। তবে দেখা যায় কি, না এখানে সেখানে শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির গায়ে লাল লাল দাগ যেন সেই সেই স্থলে রক্তাধিক্য বা কন্-

জেস্‌সন্ হইয়াছে। কখন কখন শ্লেষ্মা ঝিল্লির কোন কোন অংশ একবারে রক্তহীন ও পাণ্ডুবর্ণ বোধ হয়। এইরূপ পাণ্ডুবর্ণ হওয়ার কারণ এই যে, ঐ স্থান হইতে রক্তস্রাব হওয়াতে ঐ স্থানের ধমনী ও শিরাসকল রক্তশূন্য হয়। শ্লেষ্মা ঝিল্লির উপর আঙ্গুলের চাপ প্রদান করিলে দেখা যায়, বালুকা কণার ন্যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাল বর্ণের বিন্দু সকল প্রতীয়মান হইতেছে। এই বিন্দু গুলি রক্তস্রাবের মুখ বলিয়া বোধ হয়।

তবেই এই হইল যে, কোন শিরা বা ধমনী ছিড়িয়া না গিয়াও রক্তস্রাব হইতে পারে। কোন কোন স্থলে এই ঘটনা চর্ম্ম চক্ষেও দেখিতে পাওয়া যায়। অনেক লোকের চর্ম্ম দিয়া টোপে টোপে রক্ত নির্গত হয়, ঠিক্ যেন ঘর্ম্ম বাহির হয়। এক টোপ মুছিয়া দিলে পুনর্ব্বার সেই স্থান হইতে রক্ত নির্গত হয়। অথচ চর্ম্মে কোনরূপ ক্ষত দৃষ্ট হয় না। স্ত্রীলোকের মাসিক রজ হইলে রক্তস্রাব হয়। ঐ রক্ত ও জরায়ুর শ্লেষ্মা ঝিল্লি হইতে টোপে টোপে নির্গত হয়। অথচ শ্লেষ্মা ঝিল্লির বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন দৃষ্ট হয় না। কেবল এই মাত্র দেখা যায় যে, শ্লেষ্মাঝিল্লির গাত্র লালবর্ণ হইয়াছে।

শরীরের যে কোন স্থান হইতে যে কোন স্বাভাবিক স্রাব নির্গত হয়, এই-রূপ রক্তস্রাব সচরাচর সেই সেই স্থান হইতেই রক্ত নির্গত হয়। শ্লেষ্মা ঝিল্লির স্বাভাবিক ক্রিয়া মিউকশ্ বা শ্লেষ্মাস্রাব ঐ শ্লেষ্মা যে সকল রন্ধ্র বা ছিদ্র দিয়া নির্গত হয়, রক্তও সেই সেই ছিদ্র দিয়া স্রাব হয়। আর একটী আশ্চর্য্য কাণ্ড এই যে, শরীরের যে স্থান হইতে যে প্রকার স্বাভাবিক স্রাব নির্গত হয়, রক্তস্রাব হইবার পূর্ব্বে প্রথমত সেই স্রাবমাত্রের বৃদ্ধি হয় এবং রক্তস্রাব বন্ধ হইবার সময় আবার রক্তের পরিবর্ত্তে কেবলমাত্র সেই স্বাভাবিক স্রাব নির্গত হয়। কোন শ্লেষ্মাঝিল্লি হইতে রক্তস্রাব আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে প্রথমতঃ কিছু বেশী বেশী শ্লেষ্মা নির্গত হয়, তারপর ক্রমে রক্তস্রাব হয়, পরে রক্ত বন্ধ হইবার সময় আবার রক্তের পরিবর্ত্তে অল্প অল্প শ্লেষ্মামাত্র নির্গত হয়। অনেক দুর্ব্বল স্ত্রীলোকের মাসিক রজঃস্রাবের সময় জরায়ু হইতে মিউ-কশমাত্র নির্গত হয়। তাহাতে প্রদরের (লিউকোরিয়া) পীড়া আছে বলিয়া ভ্রম হয়।

যে প্রক্রিয়ার দ্বারা এইরূপ শিরা বা ধমনী ছিন্ন না হইয়া রক্তস্রাব হয়, তাহাকে এক্‌জেলেসন্ (Exaletion) বলা যায়।

এনুরিজম্ কাটিয়া গিয়া অথবা শরীরের অভ্যন্তরে কোন স্থানে ক্ষত হইয়া শিরা বা ধমনী ছিন্ন হইয়াও কখন কখন আভ্যন্তরিক রক্তস্রাব হইয়া থাকে। কিন্তু প্রায় অধিকাংশ স্থানেই কোন স্থান ছিন্ন না হইয়াই রক্তস্রাব হয়। অর্থাৎ এক্‌জেলেসন্ দ্বারা হয়।

এইরূপ এক্‌জেলেসন্ দ্বারা রক্তস্রাব নানাপ্রকারের হইতে পারে।

প্রথমতঃ ধর, কোন প্রকার পীড়া না হইয়াও রক্তস্রাব। অনেক লোক এমন দেখা যায়, যাহাদের বিশেষ কোন কারণ না থাকিলেও সুস্থ শরীরে মধ্যে মধ্যে রক্তস্রাব হয়। অনেক লোকের ঠিক্ কোন এক নিয়মিত সময়ে মাঝে মাঝে রক্তস্রাব হয়। এই রক্তস্রাব অধিকাংশস্থানই উপকারক বই অনুপকারক হয় না। অনেক সুস্থ বালকের নাক দিয়া হু হু করিয়া রক্ত পড়ে অথচ তাহাতে বালকের কোন অনিষ্ট হয় না। অনেক লোকের দাঁতের গোড়া দিয়া বা বাহ্যদ্বার দিয়া মধ্যে মধ্যে রক্তস্রাব হয়। যে সকল লোক অত্যন্ত বলিষ্ঠ অর্থাৎ যাহাদের গায়ে খুব বেশী রক্ত, তাহাদের মাঝে মাঝে রক্তস্রাব হয়। এইরূপ রক্তস্রাব না হইলে হয়ত অন্য কোনরূপ সাংঘাতিক পীড়া জন্মাইতে পারিত। দুই একজন বলিষ্ঠ লোকের মাঝে মাঝে কাণ দিয়া রক্তস্রাব হয়, কিন্তু কাণ দিয়া রক্তস্রাব অতি বিরল। এইরূপ নাক দিয়া, গুহ্যদ্বার দিয়া রক্তস্রাব কখন কখন পুরুষানুক্রমে দেখা যায়। অনেক স্থলে পুরুষানুক্রমে ফুস্‌ফুস হইতে রক্ত নির্গত হয়। এইরূপ রক্তস্রাবে যক্ষ্মারোগের প্রথমাবস্থা বলিয়া ভ্রম হইতে পারে। কারণ যক্ষ্মারোগের আরম্ভে প্রায় রক্তকাসের ব্যারাম হয় অর্থাৎ ফুস্‌ফুস দিয়া রক্ত নির্গত হয়। ক্রমশঃ—

শ্রীপুলিনচন্দ্র সান্যাল এম, বি,।

সম্পাদকীয় বক্তব্য।

আন্তরিক যত্ন ও বহুল গবেষণায় সহিত লিখিত ডাক্তার পুলিন বাবুর এপ্রবন্ধে যে বিশেষ গুণপনাই প্রকাশ পাইয়াছে, ইহা সত্য; আর এই রক্তস্রাবের এইরূপ সূক্ষ্ম কারণানুসন্ধানে আধুনিক কবিরাজবৃন্দ যে কতদূর মজবুদ, সে পরিচয়ও সকলেই জানেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, কারণানুসন্ধানে কবিরাজগণের ক্ষমতার অভাব হইলেও কার্য্যধ্বংসে অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকার রক্তস্রাববন্ধের পক্ষে কিন্তু তাঁহারা কোন অংশেই অমজবুদ নহেন। সম্পাদক।

প্রমেহ।

(গণোরিয়া GONORRHOEA)

স্ত্রীলোকদিগের প্রমেহের প্রবল অবস্থায় যোনি বা মূত্রনালী মধ্যে যদি প্রদাহ বর্ত্তমান থাকে, তাহা হইলে কোন প্রকার পিচকারী ব্যবহার করা উচিত নহে। রোগিণীর বাহ্য জননেন্দ্রিয়ে এই ব্যাধি হইলে, ঈষদুষ্ণ বোরাষিক দ্রব দ্বারা(৪ গ্রেণ—১ আং) বারম্বার ধৌত করিলে বিশেষ উপকার হইয়া থাকে। এইরূপ অবস্থায় কোন প্রকার উত্তেজক জল ব্যবহার করা উচিৎ নহে।

মূত্রনালীমধ্যে অত্যধিক উত্তেজনা বর্ত্তমান থাকিলে ও তন্নিবন্ধন বারম্বার লিঙ্গোৎপ্লবন উপস্থিত হইলে ব্রোমাইড অব্ পটাশ ব্যবস্থা করিলে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। ঐ ঔষধ ২০ গ্রেন মাত্রায় প্রত্যহ তিনবার সেবন করাইবেন।

পথ্য।—প্রবল অবস্থায় রোগীর পথ্যের বিষয় বিশেষ মনোযোগী হওয়া উচিৎ। তাহাকে লবণ, তৈল, ঝাল, ইত্যাদি সংযুক্ত সকলপ্রকার আহারীয় বস্তু পান বা ভোজন করিতে নিষেধ করিবেন। দুগ্ধপথ্য অর্থাৎ সাগু, এরারুট, বার্লি, টেপিওকা, করণফ্লাওয়ার ইত্যাদির সহিত দুগ্ধ ব্যবস্থা করিবেন। রোগী অন্ন বা রুটী খাইতে অভিলাষ করিলে দুগ্ধান্ন বা দুগ্ধরুটী খাইতে দিবেন। অল্পপরিমাণে শর্করা খাইতে দেওয়া যাইতে পারে। রোগী মাংস খাইতে ইচ্ছা করিলে কোমল মাংস সিদ্ধ বা তাহার জুস্ অর্থাৎ ঝোল ব্যবস্থা করিবেন। কিন্তু উহাতে ঝাল বা লবণ অথবা কোন প্রকার মসলা দেওয়া উচিৎ নহে। সকল প্রকার অম্লদ্রব্য সেবন সর্ব্বতোভাবে পরিবর্জ্জনীয়। ইহাদ্বারা মূত্রের অম্লত্ব বৃদ্ধি করিয়া মূত্রত্যাগকালে জ্বলনীর আধিক্য সম্পাদন করে। সুরাপান ও সংসর্গক্রিয়া এ অবস্থায় একবারে নিষিদ্ধ। রোগী তাহার গাত্র সতত উষ্ণ বস্ত্রদ্বারা আবৃত করিয়া রাখিবে ও শীতলবায়ু সঞ্চালিত স্থানে শয়ন বা উপবেশন করিবে না। স্নান করিতে হইলে উষ্ণ জলে স্নান করাই বিধেয়; এবং স্নানের অব্যবহিতপরেই সমস্ত গাত্র উষ্ণ বস্ত্রদ্বারা আবৃত করিয়া রাখিবে। ইহাতে ঘর্ম্ম নিঃসৃত হওয়ায় মূত্রের উত্তেজক পদার্থের পরিমাণ হ্রাস হয়। অস্মদ্দেশে কুপ্রথা আছে যে, প্রমেহ পীড়ার প্রবলাবস্থায় রোগীকে অতি

প্রত্যূষে শীতল বিশেষতঃ পুষ্করিণীর জলে অবগাহনদ্বারা স্নানের ব্যবস্থা দেওয়া হয়। কোন কোন মহাপুরুষ আবার উক্ত অবস্থায় রোগীকে জলমধ্যে প্রস্রাব-ত্যাগ করিতে পরামর্শ দিয়া থাকেন; কিন্তু এই সমস্ত উপায়দ্বারা উপকার না হইয়া তৎপরিবর্ত্তে সমূহ অপকার সাধিত হইয়া থাকে।

তৃতীয় অবস্থার চিকিৎসা।—

প্রমেহ পীড়ার প্রবল লক্ষণসমূহ তিরোহিত হইলে অর্থাৎ প্রস্রাবের জ্বলনী, স্রাবের তরলতা ও ন্যূনতা, জ্বরমগ্ন ইত্যাদির লক্ষণ প্রকাশ পাইলে ভিন্ন ভিন্ন প্রণালীতে চিকিৎসা করা উচিত। এই সময়ে গণোরিয়ার স্পেসিফিক অর্থাৎ অমোঘ ঔষধ সমূহদ্বারা বিশেষ উপকার হইয়া থাকে। এ অবস্থায় কোপেবা, কিউবেব, সেণ্টাল অইলদ্বারা যেমন উপকার পাওয়া যায়,তেমন আর কিছুতেই নহে। কোন কোন চিকিৎসক উপরোক্ত তিনটী ঔষধ স্বতন্ত্ররূপে ব্যবহার করেন। কিন্তু আমি উক্ত তিনটী ঔষধ একত্রে মিশ্রিত করিয়া ব্যবহার করতঃ উত্তমরূপ ফল পাইয়াছি। নিম্নে ব্যবস্থাপত্র দেওয়া হইল।

R

অইল কিউবেব	১০ বিন্দু।
অইল সেণ্টাল	১০ বিন্দু।
অইল কোপেবা	১০ বিন্দু।
লাইকার পটাশ	১০ বিন্দু।
টিংচার হায়সায়মাস	১৫ বিন্দু।
স্পিরিট ইথর নাইট্রিক্	৩০ বিন্দু।
মিউসিলেজ একাসিয়া	১ ড্রাম।

একোয়া এনিথাই সমষ্টিতে ১ আং। একত্রে মিশ্রিত করতঃ এক মাত্রা প্রত্যহ তিনবার সেব্য।

স্ত্রীলোকদিগের কেবল মূত্রনালীস্থ প্রমেহ পীড়া হইলেই উপরোক্ত মিশ্র ব্যবহার্য্য।

কোন কোন রোগী কোপেবার গন্ধ সহ্য করিতে পারে না। কেহ বা ঔষধ সেবনের পর বমন করিয়া থাকে, তাহাদিগের জন্য উপরোক্ত মিশ্রে কোপেবা ব্যতীত অপর কয়েকটী ঔষধ ব্যবস্থা করিবেন অথবা কেবল কোপেবা ক্যাপসুল ব্যবহার করাইতে পারেন। উপরোক্ত ঔষধ কয়েকটী সচরাচর মিশ্ররূপে ব্যবহৃত হয়, এইজন্য লণ্ডনস্থ হিউলেট কোম্পানি "লাইকর সেণ্টাল ফেভা কমবকু এট কিউবেব" নাম দিয়া পূর্ব্বোক্ত মিশ্রের প্রকৃতি

অনুযায়ী একপ্রকার ঔষধ প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করিয়া থাকেন। তাহাতে ঐ সমস্ত তৈল দ্রবাবস্থায় অবস্থান করে, তজ্জন্য সেবন করিতে কোন কষ্ট হয় না; উপকারও হইতে দেখা যায়।

মফঃস্বলস্থ সিভিল হস্পিটাল এসিষ্টাণ্টমহোদয়গণ অবগত আছেন যে, দাতব্য চিকিৎসালয় সমূহে দরিদ্র রোগীদিগের জন্য ১৫ গ্রেণ নাইট্রেট অফ্-পটাশ ও ১৫ গ্রেণ কিউবেব চূর্ণ একত্রে মিশ্রিত করিয়া পুরিয়ারূপে ব্যবহৃত হয়। ইহাকে "গণোরিয়া পাউডার" কহা যায়। ইহাদ্বারাও সময় সময় বিশেষ উপকার হইতে দেখা যায়।

বালসম কোপেবা লাইট ম্যাগনিসিয়ার সহিত মিশ্রিত করিয়া বটিকাকারে ব্যবহৃত হয়। উহা ঝিল্লী কাগজদ্বারা আবৃত করিয়া সেবন করিলে কোপেবার গন্ধ অনুভব হয় না।

অইল সেণ্টাল ব্যবহার করিবার জন্য ডাক্তার এরিকসন মহোদয় নিম্নলিখিত ব্যবস্থাপত্র প্রদান করিয়া থাকেন।

R

অইল সেণ্টাল	১ ড্রাম।
পল্‌ব ট্র্যাগাকান্থ	½ ড্রাম।
জল	৮ আং।

একত্রে মিশ্রিত করিয়া এক আউন্স মাত্রায় প্রত্যহ তিনবার সেব্য।

কিউবেব এবং সেণ্টাল অয়েল ক্যাপ্‌সুল, কেবলমাত্র সেণ্টাল অয়েল ক্যাপ্‌সুল এবং প্রমেহপীড়া নিবারণ জন্য অন্যান্য প্রণালীর বহুবিধ ক্যাপ্‌সুল বিক্রয় হয়। ঐ সমস্ত ক্যাপ্‌সুলদ্বারা অল্পাধিক উপকার হইতে দেখা যায়।

পিচকারী প্রয়োগ—প্রমেহ পীড়ার তৃতীয় অবস্থায় পিচকারীদ্বারা ঔষধ ব্যবহার করিলে বিশেষ উপকার হইয়া থাকে। অনেকে বলেন বিনা পিচকারী ব্যবহারে প্রমেহ পীড়া কখনই সম্যক্‌রূপে আরোগ্য হয় না। বাস্তবিক ইহা অত্যুক্তি নহে। যে কোন ঔষধই ব্যবহার করা যাউক না কেন, ইহা স্মরণ রাখা উচিত যে, উহার আবশ্যকীয় পরিমাণ মূত্রনালীমধ্যে প্রবেশ করাইতে হইবে; নামমাত্র পিচকারী ব্যবহার করিলে কোন উপকার হয় না। জনৈক রোগীর প্রমেহ পীড়া আরোগ্য করণাভিলাষে পিচকারী ব্যবহার করা হইলেও চিকিৎসকের আদেশানুসারে প্রত্যহ তিনবার করিয়া কয়েক দিবস পর্য্যন্ত ব্যবহার করিল, কিন্তু তদ্দ্বারা কোন উপকার হইল না।

অনুসন্ধানে জ্ঞাত হওয়া গেল যে, অতি সামান্য অংশ ঔষধ মূত্রনালী মধ্যে প্রবেশ করিত অথবা কিছুমাত্র প্রবেশ করিত না। এরূপ ঘটনা আমার চিকিৎসায় অনেকবার ঘটিয়াছে। অতএব কি প্রণালীতে পিচকারী ব্যবহার করিতে হয়, তাহা রোগীকে বিশেষরূপে বুঝাইয়া দেওয়া উচিত।

গণোরিয়া চিকিৎসার নিমিত্ত অর্দ্ধ আউন্স পরিমাণ একটী কাচনির্ম্মিত পিচকারীর আবশ্যক হয়। উহার নজল অর্থাৎ মুখ এক ইঞ্চ পরিমাণে দীর্ঘ ও মূত্রনালীর ফসা ন্যাভিকুলেরিস্ নামক অংশ মধ্যে যাহাতে উহা প্রবেশ করিতে পারে এত অধিক স্থূল হওয়া উচিত। পিচকারী ব্যবহার করিবার পূর্ব্বে রোগী মূত্রত্যাগ করিবে, পরে সে পিচকারী ঔষধদ্বারা সম্পূর্ণরূপে পরিপূরিত করিয়া উহার নজলের সমস্ত অংশ মূত্রনালী মধ্যে প্রবেশ করাইয়া তন্মধ্যস্থ সমস্ত ঔষধ উক্ত নালী মধ্যে প্রবেশ করাইবে, পরে বামহস্তের তর্জ্জনী ও বৃদ্ধাঙ্গুলীদ্বারা মূত্রনালীর মুখ সঙ্কাপিত করিয়া পিচকারীর প্রবেশিত অংশ বাহির করিয়া লইবে। এমত করিলে মূত্রনালী মধ্যস্থ ঔষধ বাহিরে আসিতে পারিবে না। ২।৩ মিনিট পর ঔষধটী বাহির করিয়া দিবে। প্রত্যেকবার তিন অথবা চারি পিচকারী ঔষধ প্রবেশ করান উচিত। উহার কিয়দংশ মূত্রাশয় মধ্যে প্রবেশিত হইলে মূত্রের সহিত মিশ্রিত হইয়া উহাতে একপ্রকার রাসায়নিক পরিবর্ত্তন উপস্থিত হয়, সুতরাং উহাদ্বারা ঐ যন্ত্রের কোনপ্রকার অনিষ্ট করিতে পারে না। স্রাব অধিক হইলে প্রাতে, মধ্যাহ্নে ও অপরাহ্নে, নচেৎ ২৪ ঘণ্টার মধ্যে দুইবার পিচকারী ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। কিন্তু প্রত্যেকবার পিচকারী প্রয়োগ করিবার পর অন্যূন অর্দ্ধঘণ্টা পর্য্যন্ত প্রস্রাবত্যাগ করা উচিত নহে। এই বিষয়টী সকলের স্মরণ রাখা বিশেষ আবশ্যক।

কোন্ কোন্ ঔষধ পিচকারীদ্বারা ব্যবহার করিতে হইবে, তাহা পরে বর্ণনা করা যাইবে। (ভিষক্‌দর্পণ)

ডাক্তার জহিরুদ্দিন আহম্মদ এল্, এম্, এস্, এফ্, সি, ইউ।

সম্পাদকীয় বক্তব্য।

এপোড়া দেশে এমন লোক খুবুই দেখা যায়, যাঁহার এক আধটু মেহরোগের সহিত সম্পর্ক না আছে। সুতরাং এলোপ্যাথি ভক্ত রোগীদিগের পক্ষে ডাক্তার জহিরুদ্দিন সাহেবের এপ্রবন্ধে অনেকেরই উপকার দর্শিতে পারে। সম্পাদক।

ব্রণ-তত্ত্ব।

প্রথমাধ্যায়।

ব্রণ।

আমরা সচরাচর যাহাকে ঘা বা ক্ষত বলি, সংস্কৃতভাষায় তাহার নাম ব্রণ। ব্রণধাতুর অর্থ গাত্রবিচূর্ণন। ত্বন্মাংস প্রভৃতি গাত্রাবয়ব বিচূর্ণন অর্থাৎ বিধ্বস্ত করে বলিয়া ইহার নাম ব্রণ। ঈর্ম্ম, অরুস প্রভৃতি আরও অনেকগুলি ব্রণার্থক শব্দ আছে, কিন্তু সে গুলি সচরাচর পঠিত হয় না। ব্রণ শব্দটীই সমধিক প্রচলিত।

নানা কারণে শরীরে বিবিধপ্রকার ব্রণ উৎপন্ন হয়। কুপিত দোষ প্রসর্পিত হইয়া গাত্রৈকদেশে ত্বগ্‌রক্তমাংসাদি ব্রণবস্তু আশ্রয় করিলে তৎপ্রদেশ বিচূর্ণনকরতঃ যে বিকার জন্মায়, তাহাকে ব্রণ বলে। অস্ত্র শস্ত্রাদিদ্বারা ছেদ ভেদ প্রভৃতি বিকার ঘটিলে কিম্বা অগ্নিক্ষারাদিদ্বারা প্লুষ্ট হইয়া গেলে, কিম্বা বিষসংযোগে ত্বগাদি বিধ্বস্ত হইলেও ব্রণের উৎপত্তি হয়। প্রথম প্রকার ব্রণের নাম শারীর বা নিজ ব্রণ; দ্বিতীয় প্রকার ব্রণকে আগন্তুক বা অভিঘাতজ ব্রণ বলে। উভয় প্রকার ব্রণকে "প্রাকৃতব্রণ" এই সাধারণ নামে অভিহিত করা যাইতে পারে।

এরূপ কতকগুলি রোগ আছে, যে তাহারা স্বরূপতঃ ব্রণরোগ নহে; পরিণামে ব্রণে পরিণত হয়। এরূপ রোগকে ব্রণপরিণামী পীড়া বলা যায়, তাদৃশ ব্রণ, পরিণাম ব্রণ বলিয়া অভিহিত হইতে পারে। বাতরক্ত প্রভৃতি রোগ এই শ্রেণীর অন্তর্গত।

প্রমেহ প্রভৃতি পীড়ায় রোগারম্ভকদোষের প্রকোপজন্য পীড়কা প্রভৃতি উপদ্রব উপস্থিত হইয়া ব্রণভাবাপন্ন হইলে তাহাকে ঔপসর্গিক ব্রণ বলা যাইতে পারে। সুতরাং জন্মকারণ-বৈচিত্রে ব্রণ ত্রিবিধ,—প্রাকৃত, পরিণাম ও ঔপসর্গিক। এই প্রবন্ধকে তিনভাগে বিভাগ করিয়া এই ত্রিবিধ ব্রণের নিদানাদি তত্ত্ব ও চিকিৎসা প্রকরণ ব্যাখ্যান করিব। চতুর্থ ভাগে ব্রণরোগে প্রযোজ্য ঘৃত তৈলাদি নানাবিধ ঔষধের প্রস্তুতপ্রণালী প্রদর্শিত হইবে। ক্রমশঃ—

মাগুরা। } কবিরাজ শ্রীশীতলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কবিরত্ন।

সম্পাদকীয় বক্তব্য।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, কবিরাজ মহাশয়ের লিখিত ব্রণব্যাপারের সবেমাত্র এই পত্তন। সুতরাং কেবল ভূমিকা পড়িয়া আপাততঃ কোন কথাই বলা কর্ত্তব্য নহে। তবে একথা দৃঢ়নিশ্চিত যে, যদি তিনি বেশ মনোযোগপূর্ব্বক আন্তরিক যত্নের সহিত আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্র আলোড়ন করিয়া ব্রণ ও ক্ষতাদির সম্বন্ধে প্রত্যক্ষফলপ্রদ মুষ্টিযোগ, দৃঢ়ফল ঔষধ ও ঘৃত-তৈলাদির বিবরণ প্রকাশ করেন, তবে তদ্দ্বারা নিশ্চয়ই সাধারণের অশেষবিধ উপকার সাধিত হইবেই হইবে। সম্পাদক।

তরুণবাত।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

তরুণ বাত দুই রকমের আছে; যথাঃ—ফাইব্রস্ এবং সাইনভিয়াল্। ফাইব্রস্ তরুণ বাতে নিজ গ্রন্থির ভিতর কোনও রূপ পরিবর্ত্তন হয় না। গ্রন্থির অব্যবহিত নিকটে যে সকল পেশী থাকে, তাহারাই আক্রান্ত হয় এবং গ্রন্থিতে যে সকল বন্ধনী থাকে, তাহাও আক্রান্ত হয়। এইরূপ তরুণবাতে সর্ব্ব প্রথমে গ্রন্থিতে বেদনা হয়, পরে দিনকতক বেদনা থাকিয়া তদ্দ্বারা ঐ স্থান ঈষৎ স্ফীত ও লালবর্ণ হইয়া উঠে। আর সাইনোভিয়াল্ বাতে প্রথমে গ্রন্থি ফুলিয়া উঠে এবং তদ্‌পরে বেদনা হয়; গ্রন্থির উপর সামান্য লাল হইয়া উঠে। এই প্রকার বাতে গ্রন্থির ভিতর রস জন্মে, তাহাতেই ঐ স্থান ফুলিয়া উঠে। গ্রন্থির ভিতর সাইনভিয়াল মেমব্রেণ বলিয়া একটী পরদা আছে, ঐ পরদার খোলের ভিতর রস জন্মিয়া সাইনোভিয়াল্ বাতের উৎপত্তি হয়। ঐ রস ঐ সাইনোভিয়াল্ মেম্‌ব্রেণ হইতে নিঃসৃত হয়। এই ধরণের বাত প্রায় সর্ব্বদা হাটুতে হইয়া থাকে। ইহাকে "সাইনভাইটিস্" কহে। বেস হইয়া রস জন্মিলে হাঁটুর ভিতর পূজ হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়।

যে শ্রেণীর বাতকে ফাইব্রস্ বলে, ঐ শ্রেণীর বাতরোগে জ্বরের প্রকোপ খুব বেশী হয়; এই জ্বরেই ধাত এত পুষ্ট হয় এবং এই বাতের জ্বরেই মাঝে মাঝে অম্ল ঘর্ম্ম নির্গত হয়।

আর সাইনভিয়াল্ বাতে জ্বরের প্রকোপ খুব কম হয়, বাতরোগে হৃদয় আক্রান্ত হওয়া একটী কুলক্ষণ। ফাইব্রস্ বাতরোগেই এইরূপ হৃদয় আক্রান্ত হইয়া থাকে। তরুণ বাতরোগীর চিকিৎসার সময় সর্ব্বদা রোগীর হৃদয়যন্ত্র পরীক্ষা করা উচিত। তরুণ বাতরোগে হৃদয় আক্রান্ত হইলে যাবজ্জীবনের জন্য হৃদয়ের পীড়া থাকিয়া যায়।

তরুণ হউক, পুরাতন হউক, বাতরোগের প্রধান কারণ শরীরে ঠাণ্ডা লাগা। জলে ভিজা, স্যাৎসেতে গৃহে বাস প্রভৃতি কারণে বাত হইতে পারে। রিউম্যাটিজম্ গরিব লোকেরই বেশী হইয়া থাকে, কারণ কাজ কর্ম্মের অনুরোধে গরিব লোককেই অনাবৃত শরীরে বাহিরে গমনাগমন করিতে হয়।

তরুণবাত যৌবনের আরম্ভ হইতে ৩০,৩৫ বৎসর বয়স পর্য্যন্তই বেশী হইয়া থাকে। ছোট ছোট ছেলেদের অথবা বৃদ্ধ লোকের প্রায় তরুণ বাত হয় না। কিন্তু ছোট ছোট ছেলেদের তরুণ বাত হইলে প্রায় হৃদ্‌যন্ত্র আক্রান্ত হইয়া থাকে।

বাতরোগে মৃত্যুসংখ্যা খুব কম হয়। অতিরিক্ত উত্তাপ বৃদ্ধি হইয়া অথবা হৃদয়ের প্রদাহ হইয়া কখন কখনও মৃত্যু ঘটে, কিন্তু এই সকল দুর্ঘটনা খুব বিরল; প্রায় বাতরোগেই আরাম হয়। তরুণ বাত কখন কখন পুরাতন বাতে পরিণত হয়। যাহাদের একবার তরুণ বাত হইয়াছে, তাহারা মধ্যে মধ্যে পুরাতন বাতদ্বারা আক্রান্ত হয়। আজ এপায়ের গিরেটী ফুলিয়া উঠিল, কাল হাতের গিরেটী ফুলিয়া উঠিল। এক এক জন লোক আছে, তাহারা প্রায় যাবজ্জীবন বৎসর বৎসর পুরাতন বাতরোগদ্বারা আক্রান্ত হয়। পুরাতন বাত বড় ছ্যাঁচ্‌ড়া রোগ। এই পুরাতন বাতে জ্বর হয় না। হাতের বা পায়ের গ্রন্থি সকল ফুলিয়া উঠে। তাহাতে রোগী শয্যাশায়ী হইয়া থাকে। অথবা একটী বা দুইটী মাত্র গাইট ফুলিয়া থাকে, তাহাতে সহজে আরাম হইতে চায় না। অথবা তখনকার মত আরাম হইলেও মাস কতক যাইতে না যাইতে আবার গাইট পূর্ব্বের ন্যায় আক্রান্ত হয়।

ক্রমশঃ—

শ্রীপুলিনচন্দ্র সান্ন্যাল এম্, বি।

সম্পাদকীয় বক্তব্য।

ভদ্রলোক অপেক্ষা যে নীচলোকেরই অধিকরূপে গেঁটেবাত জন্মে, একথা একান্ততঃ স্বীকার করিতে পারি না। যাহা হউক, এলোপ্যাথিই হউক, আর হোমিওপ্যাথিই হউক, রোগনির্ব্বাচনে যাঁহার যাহা ইচ্ছা হয় বলুন, বাতের ঔষধনির্ব্বাচনে কিন্তু বৈদ্যপ্যাথিই

অদ্বিতীয়। কেননা ভাগ্যে বাতরোগে বৈদ্যমতে নানাবিধ তৈল ছিল, তাই এখনও পর্য্যন্ত অনেক বেতোরোগী জীবিত থাকিয়া সুখস্বচ্ছন্দে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া আসিতেছেন। সম্পাদক।

রসায়ন-তত্ত্ব।

যদ্দ্বারা জগতের উৎপত্তি, স্থিতি এবং নিয়ত পরিপুষ্টিসাধিত হইতেছে, যাহা না হইলে প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ড একবারে হীনবীর্য্য হইয়া পড়ে, প্রকৃতি-রূপিণী পার্ব্বতী ভিন্ন আর কেহই যাহা ধারণ করিতে পারেন না, সেই জগতের বীজ শিববীর্য্যকে নমস্কার। যাহা স্বাস্থ্যরক্ষার প্রধান অবলম্বন, যদ্দ্বারা অনায়াসে যোগসিদ্ধি এবং মোক্ষপদ প্রাপ্তি হইয়া থাকে, সেই জরাব্যাধি বিধ্বংসী শঙ্কর-তেজকে নিয়ত স্মরণ করিয়া রসায়ন-শাস্ত্র (Hindu Chemistry) বর্ণনা করিতেছি। শঙ্কর-তেজ ভিন্ন সকলেরই অস্তিত্ব অসম্ভব। সামান্য তৃণ হইতে প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ড পর্য্যন্ত প্রত্যেক বস্তুতেই শঙ্কর-তেজ বিদ্যমান রহিয়াছে। এই শঙ্কর-তেজকে সামান্য ভাষায় পারদ কহে। পারদ এক প্রকার খনিজ পদার্থ। খনি মধ্যে প্রাপ্ত হওয়া যায় বলিয়াই ইহাকে খনিজ পদার্থ বলা যায়। প্রকৃতি সংঘর্ষণে পুরুষদেহ হইতে (অর্থাৎ হরপার্ব্বতীর মহা মৈথুন হইতে) ইহা নিঃসারিত হইয়া থাকে। ইহাই ব্রহ্মাণ্ডের বীজ। আমরা ক্ষীণবুদ্ধি মানব, প্রকৃতি পুরুষের বিষয় কখনও ধারণা করিতে পারি না। তাহা আমাদিগের ইন্দ্রিয়াতীত। কিন্তু পারদকে সর্ব্বদাই প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি। এস্থলে সেই ইন্দ্রিয়াতীত বিষয় উহ্য রাখিয়া প্রত্যক্ষীভূত পারদের বিষয়ই যথাসাধ্য বর্ণনা করিতেছি। পারদের আর একটী নাম রস। যে গ্রন্থে পারদের বিষয় বিস্তারিতরূপে বর্ণিত আছে, তাহাকে রসগ্রন্থ বা রসায়ন-শাস্ত্র কহে। রস ব্যতীত চিকিৎসা-সম্বন্ধীয় কোন কার্য্যই সুসিদ্ধ হয় না। এই রস ভিন্ন ভিন্ন উপায়ে সুসংস্কৃত করিয়া ভিন্ন ভিন্ন রোগে ব্যবহার করা যায়। ধাতুদ্রব্যাদির জারণ মারণ সম্বন্ধেও রস একটী প্রধান উপকরণ। এস্থলে অবধূত সন্ন্যাসীদিগের সহিত আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের মতদ্বৈধ লক্ষিত হয়। আয়ুর্ব্বেদীয় রস গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় যে, স্বর্ণাদি ধাতু সমূহকে ভস্মীভূত

করিয়া ঔষধার্থে ব্যবহৃত করিতে হইলে পারদদ্বারাই তাহা সুসিদ্ধ হইয়া থাকে। কিন্তু অবধূত সন্ন্যাসীগণ তাহা কখনও স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন যে, ধাতুদ্বারা ধাতুসংস্কার করিলে সেই সংস্কৃত ধাতু বীর্য্যহীন হইয়া যায়। সুতরাং তদ্দ্বারা কখনও আশানুযায়ী ফলপ্রাপ্ত হওয়া যায় না। অনেকেই বিলক্ষণ অবগত আছেন যে, যে সকল উৎকট পীড়া যথারীতি চিকিৎসাদ্বারা উপশমিত হয় না। তাহা ও কোন কোন ঔদাসীন সন্ন্যাসীদ্বারা অল্পকাল মধ্যেই সুন্দররূপ প্রতিকৃত হইয়া থাকে। তৎসমুদায় অবলোকন করিলে কখনও সেই ঔষধের উপর অবিশ্বাস করা যায় না। তবে আমরা যেমন ভস্মীভূত ধাতুদ্রব্যাদি দ্বারা চতুর্ম্মুখ, চিন্তামণি প্রভৃতি এক একটী ঔষধ প্রস্তুত করিয়া রাখি, অবধূত সন্ন্যাসীগণ তদ্রূপ ঔষধ প্রস্তুত করিয়া রাখেন না। তাঁহারা রস, উপরস, ধাতু, উপধাতু প্রভৃতি যাবতীয় পদার্থ গুলি পৃথক্ পৃথক্ ভস্ম করিয়া রাখেন। সেই ভস্মই ভিন্ন ভিন্ন মাত্রায় ভিন্ন ভিন্ন রোগে ব্যবহার করিয়া থাকেন। তাঁহাদিগের সেই চিকিৎসাকে অবধূত চিকিৎসা কহে। এস্থলে অবধূত চিকিৎসার বিষয় উল্লেখ করা আমার উদ্দেশ্য নহে। তবে সন্ন্যাসীদিগের নিকট হইতে জারণ মারণ সম্বন্ধে যে সকল সহজ উপায় অবগত হইতে পারিয়াছি, তাহাও এই প্রবন্ধে বর্ণনা করিব। যদি কেহ ইচ্ছা করেন, তবে সেই মতে ভস্মদ্রব্যদ্বারা ঔষধ প্রস্তুত করিয়া ব্যবহার করিতে পারেন। আমি সময় সময় সন্ন্যাসীদ্বারা ধাতুদ্রব্যাদি ভস্ম করাইয়া থাকি এবং তদ্দ্বারা ঔষধপ্রস্তুত করিয়াও ব্যবহার করিয়া থাকি কিন্তু সেই সকল ঔষধের গুণ কোনও অংশে হীন বলিয়া বোধ হয় না। ধাতুদ্রব্যাদির জারণ মারণ সম্বন্ধে যাহা কিছু বক্তব্য তাহা পরে বলা যাইবে। এক্ষণে পারদের বিষয়েই যথাসাধ্য বর্ণন করা যাইতেছে।

অশুদ্ধ পারদ কখনও ঔষধার্থে ব্যবহৃত হয় না। পারদকে যথারীতি সংশোধন করিয়া বিশুদ্ধ গন্ধকযোগে প্রথমে কজ্জলী করিয়া লইতে হয়। সেই কজ্জলী প্রকরণই এক্ষণে কথিত হইতেছে। আবশ্যকমত পারদ ওজন করিয়া প্রথমতঃ লশুনদ্বারা ৪।৫ দণ্ড উত্তমরূপে মর্দ্দন করিবে। তারপর গৃহঝুলদ্বারা কিছুকাল মর্দ্দন করিয়া পরিশেষে ইষ্টকচূর্ণ বা পোড়া মৃত্তিকা তন্মধ্যে নিঃক্ষেপ করিবে। পূর্ব্বোক্ত লশুন গৃহঝুল প্রভৃতি দ্রব্যগুলি পারদের মধ্যেই রাখিয়া দিবে। এই তিন দ্রব্যদ্বারা একসঙ্গে অবিরত মর্দ্দন করিতে করিতে যখন

আঠা আঠা হইয়া আসিবে, তখন পরিস্কৃত বস্ত্রদ্বারা পোট্টলী করিয়া সেই পুট্টলী উত্তমরূপে পীড়ন করিবে। তাহাহইলে বিশুদ্ধ পারদ বস্ত্র হইতে নির্গত হইয়া পড়িবে এবং ইষ্টকচূর্ণ, গৃহঝুল ও লশুনের ছাকাগুলি বস্ত্রমধ্যেই থাকিয়া যাইবে। এই পারদ ওজন করিয়া তৎ পরিমিত বিশুদ্ধ গন্ধকচূর্ণসহ অবিরত খলমধ্যে মর্দ্দন করিতে হইবে। মর্দ্দন করিতে করিতে যখন পারদ-কণা অদৃশ্য হইয়া যাইবে এবং পারদে গন্ধকে একত্রিত হইয়া উৎকৃষ্ট কজ্জলের ন্যায় রঙ্গ ধরিবে, তখনই কজ্জলী সিদ্ধ হইয়াছে জানিতে হইবে। গন্ধক ভিন্ন আর কিছুরই সহিত পারদ মিশ্রিত হয় না। যে প্রকার শুক্রশোণিত একত্রিত হইলে জীবোৎপত্তি হয়, সেই প্রকার পারদ ও গন্ধক সংমিশ্রণে নানা-প্রকার ক্রিয়া সাধিত হইয়া থাকে। গন্ধককে পার্ব্বতীরজঃ কহে। এক্ষণে গন্ধক শোধনের নিয়ম বলা যাইতেছে। লৌহপাত্রে কিঞ্চিৎ ঘৃত লইয়া অগ্নি-সন্তাপে উত্তপ্ত করিবে। এই ঘৃতের কোনও নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ নাই, তবে গন্ধকের পরিমাণ অনুসারে একবারে অল্প বা অধিক না হয়। যখন ঘৃত হইতে ধূম উত্থিত হইতে থাকিবে, তখন সেই ঘৃতমধ্যে গন্ধকচূর্ণ নিক্ষেপ করিয়া লৌহশলাকা দ্বারা আলোড়িত করিবে। যখন দেখিবে নিঃক্ষিপ্ত গন্ধক গলিয়া যাইতেছে, তখন উহা উঠাইয়া অন্যপাত্রস্থিত দুগ্ধমধ্যে ঢালিয়া দিবে। পরে দুগ্ধগুলি ফেলিয়া দিয়া চাপধরা গন্ধক গ্রহণ করিবে এবং জলদ্বারা প্রক্ষালন করিয়া রৌদ্রে কিঞ্চিৎ শুকাইয়া লইবে। গন্ধকের রঙ্গ ঠিক্ থাকিলে তাহাই ঔষধমধ্যে ব্যবহৃত হয়। রঙ্গের পরিবর্ত্তন হইলে তাহার কোনও গুণ থাকে না। ঘৃতের সহিত পাক করিবার সময় গন্ধক গলিয়া গেলেও যদি অধিক কাল অগ্নিসন্তাপ দেওয়া যায়, তাহাহইলে গন্ধক বিদগ্ধ হওয়ায় তাহার রঙ্গের পরিবর্ত্তন হয়। আবার গন্ধক গলিবার পূর্ব্বেই যদি দুগ্ধমধ্যে নিক্ষেপ করা যায়, তবে তাহা চূর্ণের ন্যায়ই থাকিয়া যায়। এই প্রকার গন্ধকের রঙ্গ পরিবর্ত্তিত না হইলেও ইহা ঔষধমধ্যে প্রয়োগ করা যায় না। ক্রমশঃ—

জলপাইগুড়ী
দীনাবাজার। } শ্রীপ্রসন্নচন্দ্র মৈত্রেয় কবিরাজ।

সম্পাদকীয় বক্তব্য।

কবিরাজ মহাশয়ের লিখিত রসায়নতত্ত্ব প্রবন্ধটী সাধারণের উপকারী ও শিক্ষাপ্রদ হইলেও ইতিপূর্ব্বে কবিরাজ শীতলচন্দ্র কবিরত্ন মহাশয় যখন পারদ ও গন্ধকাদিধাতুর

শোধন ও জারণ আদি অতি বিশদরূপেই লিখিয়াছেন, তখন আর তাহার পুনরুক্তি অনাবশ্যক। তবে হাঁ, ইনি যদি উদাসীন বা সন্ন্যাসী আদি হইতে প্রাপ্ত অবধূতগোচের ঔষধের যথাসাধ্য বর্ণনা করিতে পারেন, তাহা হইলে তদ্দ্বারা নিশ্চয়ই সাধারণের উপকার দর্শিতে পারে। অতএব আশা করি, ভবিষ্যতে কবিরাজ মহাশয় তাহাই করিবেন। আর এস্থলে ইহাও বলা আবশ্যক যে, কবিরাজ মহাশয়ের লিখিত এই হরপার্ব্বতীর বীর্য্য ও রজঃ লইয়া আবার বাদপ্রতিবাদের সূত্রপাত না হয়, ইহাই প্রার্থনীয়; কেননা এ সকল কথা অনর্থক কি সার্থক, সে মীমাংসা করা বড় সহজ কথা নহে। সম্পাদক।

তিক্তদ্রব্যমাত্রেই জ্বরঘ্ন ও বলকারক কিনা?

হিন্দু ও পাশ্চাত্য-ভৈষজ্যতত্ত্ব আলোড়নে কতকগুলি ঔষধের জ্বরঘ্নগুণ দেখা যায়, আর কতকগুলি জ্বরঘ্ন ও বলকারক এবং কতকগুলির কেবলমাত্র বলকারক গুণ লক্ষিত হইয়া থাকে। বাটীর কোন ছেলের একটু জ্বর হইলে বৃদ্ধা পিতামহী কিছু "তেতোর" ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। তিক্ত দ্রব্যমাত্রেই কি তবে জ্বরঘ্ন? নচেৎ বৃদ্ধা, জ্বরপীড়িত শিশুর জন্য "তেতোর" ব্যবস্থা কেন করেন?

আমরা কতকগুলি পাঁচনের ব্যবস্থা অবগত আছি, অনেকস্থলে কুইনাইন্ আর্সেনিক প্রভৃতি পুনঃ পুনঃ ও পরিমিত মাত্রায়, উপযুক্ত ব্যবস্থানুসারে প্রযুক্ত হইয়াও জ্বর আরোগ্য না হওয়াতে, দেশীয় সামান্য উদ্ভিজদ্বারা প্রস্তুত সেই পাঁচনে জ্বর আরোগ্য হইতে দেখিয়াছি। যে যে বস্তুতে এই সকল পাঁচন প্রস্তুত, তৎসমস্তের আস্বাদন প্রায়ই তিক্ত। এই তিক্তাস্বাদনযুক্ত পাঁচনে যখন দুর্দ্দম্য জ্বরের শান্তি ও শরীরের বলের সঞ্চার হয়, তখন সেই পাঁচনের উপাদানের তিক্ত বস্তুগুলি নিশ্চয়ই জ্বরঘ্ন ও বলকারক।

গাছগাছড়ার মধ্যে এমত অনেক দ্রব্য দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাহাদের মধ্যে যে কোনটীর জ্বরঘ্নগুণ অনেক সময়ে কুইনাইন্ অপেক্ষাও প্রবল দেখা যায়, অথচ সে গুলি প্রবল তিক্তাস্বাদযুক্ত।

ব্রিটীশ ফার্ম্মাকোপিয়াভুক্ত জ্বরঘ্ন ঔষধগুলি প্রায়ই তিক্তাস্বাদযুক্ত, আর জ্বরঘ্ন ঔষধগুলি প্রায়ই বলকারক বলিয়া বিখ্যাত।

নিম্নে আমরা কতকগুলি দেশীয় উদ্ভিজের নাম করিতেছি, এ গুলি প্রায়ই

জ্বরঘ্ন বলিয়া কোন না কোন প্রকার জ্বরে ব্যবহৃত হইতে আমরা দেখিয়াছি ও অনেক সময়ে অনেকগুলি ব্যবহার করিয়া সুন্দর ফলও পাইয়াছি। যদিও বঙ্গবাসীমাত্রেরই নিকট এ গুলি অপরিচিত নহে, তথাপি কতকগুলির নাম উল্লেখ করিলে বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। অনেক চিকিৎসক হয়তো দেশীয় নাম বলিলে বুঝিতে পারিবেন না অথচ ডাক্তারি নাম বোটানিক্যাল নাম বলিলে চিনিতে পারিবেন, এজন্য যতদূর সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, সে গুলির বোটানিক্যাল্ নাম প্রদত্ত হইল। ইহাদের মধ্যে কোন কোনটী আমাদের বিশেষ পরীক্ষিত, কোন্ কোন্‌টী কি ভাবে ব্যবহার করিয়া কিরূপ ফল পাওয়া গিয়াছে, সে সম্বন্ধেও আমরা সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিতে চেষ্টা করিব। যে নাম গুলি প্রদত্ত হইল তাহা বঙ্গদেশে প্রচলিত, সে গুলির ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন নাম থাকিতে পারে।

দেশী নাম——ডাক্তারী বোটানিক্যাল্ নাম
কুচিলা——ষ্ট্রিক্‌নস্ নক্সভোমিকা।
কালমেঘ——আণ্ড্রোগ্রাফিস্ প্যালকিউলেটা
কাঠবিষ——একোনাইটম্ নেপিলস্ ও ফিরোক্স
ক্ষেৎপাপড়া——ফিউমেরিয়া পার্ভিফ্লোরা
কাকাতোদালি—টোডালিয়া একিউলেটা
করালা উচ্ছে——মোমরডিকা চ্যারানটিয়া
নাটা——সিসালপাইনা বণ্ডুসিল
আতিস——একোনাইটম্ হিটরোফাইলম্
অপাঙ্গ-চিড়চিড়ে—এচিরান্থিস্ য়্যাস্‌পেরা
চিরতা——চিরেটা
ছাতিম——এলষ্টোনিয়া বার্ক
ঝিণ্টী——বালিবিয়া ক্রিস্‌টেটা
কটফল——মিরিকা স্যাপাইডা রেডিক্স
ইশারমূল——এরিষ্টোলোকিয়া ইণ্ডিকা
কুড়——সমরিয়া অরিকিউলেটা
গুলঞ্চ——টাইলস্‌পোরা কর্ডিফোলিয়া
গণিয়ারি——প্রেম্‌না সেরাটিফোলিয়া

কুটজ-কুর্চ্চি——লোলারিনা এণ্টিডিসেণ্ট্রিকা
ভাঁট্——ক্লিরোডেন ড্রন্ ইন্‌ফরচুনেটম্
নিম্ব——য়্যাজডিরেক্‌টা ইণ্ডিকা
নিসিন্দা——ভাইটেকস্ নিগুণ্ডো ও ভাইটেক্‌স্ ট্রিফোলিয়া
পটলপত্র——ট্রিকোসান্থিস্ ডাইয়োইকা ফোলিয়া
বামনহাটী——ক্লিরোডেনড্রন্ সিকোন্যান্‌থস্
শেফালিকা——নিকান্থিস্ আর্ব্বরট্রিস্‌টীস্
শালপানী——ডিস্‌মোডিয়ম্ গ্যান্‌জিটিকস্
রোহিতক——সয়মিডাফেব্রিফিজা
পারুল——ষ্টিরস্‌পার্ম্মম্ সভিয়োলেন্স
আকনাদি-নিমূকা—ষ্টিকানিয়া হারন্যান্‌ডিফোলিয়া
অর্জ্জুন——টার্ম্মিনেলিয়া আর্জ্জুনা কটেন্স
দেবদারু——পাইনস্ ডিওডার
ঘোষালতা——লফা আমারা
চাঁপা——মাইচিলিয়া চম্পাকা

ইত্যাদি

উপরে যে যে উদ্ভিদের নাম লিখিত হইল, উহার অধিকাংশই বঙ্গদেশের আবাল বৃদ্ধ বনিতার নিকট পরিচিত। আমরা যতদূর জানি, উহার প্রত্যেকটীরই আস্বাদন তিক্ত এবং প্রত্যেকটীই জ্বরঘ্নগুণবিশিষ্ট। বঙ্গদেশে যে উদ্ভিদ তিক্ত বলিয়া বিখ্যাত, তাহাই জ্বরঘ্নগুণবিশিষ্ট বলিয়া পরিচিত। সেই জন্য জিজ্ঞাসা করিতেছি, এদেশীয় যে উদ্ভিদ্ তিক্ত, তাহাই কি জ্বরঘ্ন ক্রিয়াবিশিষ্ট? এ প্রশ্নের উত্তর কে দিবে? আমরা যতদূর জানিতে পারিয়াছি, তাহাতে আমাদের ঐ বিশ্বাস দৃঢ়ীভূত হইয়াছে। আমরা যে সিদ্ধান্তে উপনীত, কোন দেশীয় চিকিৎসক কি আমাদের সেই সিদ্ধান্তের ভ্রম দর্শাইবেন?

মোল্লাবেলিয়া, } ডাক্তার শ্রীরজনীকান্ত মুখোপাধ্যায়।

সম্পাদকীয় বক্তব্য।

সত্যের অনুরোধে এস্থলে লিখিতে বাধ্য যে, ডাক্তার রজনীবাবুর এ প্রবন্ধে এমন কোনও বিশেষ গুণপনা প্রকাশ পায় নাই, যাহাতে আমরা বিশেষ কিছু সুখী হইতে পারি। কেননা

তিক্তরসমাত্রেই যে একটী অদ্বিতীয় জ্বরঘ্ন ঔষধ, একথা সকল দেশের সকল চিকিৎসকই বিলক্ষণরূপে অবগত আছেন। ডাক্তারীর কথা বলিতে চাহি না, বলিবার ক্ষমতাও আমাদের নাই, তবে আমাদের নিজেদের কথায় এস্থলে এইমাত্র বলিতে পারি যে, জ্বর-শান্তির জন্য যবাগূ অর্থাৎ আধুনিক বার্লি, তিক্তরস ঔষধ এবং সময় অর্থাৎ কাল-প্রতীক্ষা : এই ত্রিবিধপ্রকার উপায়ই একমাত্র ঔষধ বলিয়া আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্র স্বীকার করিয়াছেন।

সম্পাদক।

আয়ুর্ব্বেদীয় ধাত্রী বিদ্যা।

সপ্তমাধ্যায়।—যোনিকন্দ।

জয়া। হতভাগ্য প্রাণীদিগের দুঃখভোগের জন্য সংসারে কতপ্রকার রোগেরই যে উৎপত্তি হইয়াছে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। এই বিশাল বিশ্বরাজ্যে কাহাকেও সম্পূর্ণ সুখস্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করিতে দেখা যায় না। যখন যে দিকে দৃষ্টি সঞ্চালন করি, সেই দিকেই কোন না কোন একপ্রকার ব্যাধি-যন্ত্রণায় প্রাণীদিগকে সর্ব্বদা জর্জ্জরিত হইতে দেখা যায়। তৎসমুদায় পর্য্যালোচনা করিলে মনোমধ্যে সাতিশয় বৈরাগ্যের উদয় হয়।

বিজয়া। আজ আবার কি দেখিয়া আসিলে?

জয়া। একটী নূতন ব্যারাম দেখিয়া আসিয়াছি, তাহা নিতান্ত লজ্জাজনক।

বিজয়া। শরীরধারণ করা অপেক্ষা সংসারে অধিক লজ্জার বিষয় আর কিছুই নাই। শরীরধারণ করিলেই রোগ হয়, ইহা সকলেই অবগত আছেন। যখন তাহাই হইয়াছে, তখন আর ব্যায়ামের কথা প্রকাশ করিতে লজ্জা কি?

জয়া। হাঁ, রোগের কথা প্রকাশ করিয়া না বলিলে তাহার যে প্রতীকার হইতে পারে না, তাহা স্বীকার করি। কিন্তু তথাপি জাতীয় সংস্কারবশতঃ মনের মধ্যে কেমন যেন একপ্রকার বাধ বাধ হয়। সে যাহা হউক, আজ যাহা দেখিয়া আসিয়াছি, তাহাই এক্ষণে বলিতেছি। একটী রমণী যৌবন অতিক্রম করিতে না করিতেই তাহার যোনিরন্ধ্র হইতে একপ্রকার মাংসপিণ্ড উত্থিত হইয়া সেই দ্বারকে একবারে অবরুদ্ধ করিয়া ফেলিয়াছে। মাংসপিণ্ডটী দেখিতে ডেহুয়া (ক্ষুদ্রপনস) ফলের ন্যায় এবং তাহার বর্ণ পূঁয় মিশ্রিত রক্তের

ন্যায়। কিন্তু রমণী যে প্রকার অবস্থায় সর্ব্বদা অবস্থিতি করে, তাহাতে বিশেষ কোন যন্ত্রণা হয় বলিয়া অনুমান হয় না।

বিজয়া। তুমি যে রোগের কথা কহিলে, উহাকে যোনিকন্দ কহে। দিবা-নিদ্রা, অতিক্রোধ, অধিক ব্যায়াম, অতিরিক্ত মৈথুন এবং নখদন্তাদিদ্বারা যোনিদেশ ক্ষত বিক্ষত হইলে এই রোগের উৎপত্তি হয়। ইহাতেও বাত-পিত্তাদি দোষত্রয়ের প্রকোপ দেখিতে পাওয়া যায়। বাতিককন্দ রুক্ষ, বিবর্ণ ও স্ফুটিত হয়। পৈত্তিককন্দ রক্তাভ ও দাহযুক্ত হয় এবং তাহাতে জ্বর বিদ্য-মান থাকে। শ্লৈষ্মিক-কন্দ ঈষৎ নীলবর্ণ ও কণ্ডু বিশিষ্ট। দোষত্রয়ের সমান প্রকোপ হইলে সকল প্রকার লক্ষণই লক্ষিত হয়। ঔষধদ্বারা সহজেই ইহার প্রতীকার হইয়া থাকে। রমণীগণ আপনা আপনিই ইহার চিকিৎসা করিতে পারেন। সুতরাং ইহা আর অধিক লজ্জার বিষয় নহে। এতদ্ভিন্ন আরও একপ্রকার পীড়া আছে, শাস্ত্রবিশারদ পণ্ডিতদ্বারা তাহা বিচ্ছিন্ন না করিলে কখনও সেই পীড়ার হস্ত হইতে কেহ অব্যাহতি পাইতে পারেন না। তাহা-কেই সমধিক লজ্জার বিষয় বলিতে হইবে।

জয়া। তাহাকে আবার কি রোগ কহে?

বিজয়া। সেই রোগের কথাই আগে কহিতেছি। যাহারা কৃত্রিম উপায় দ্বারা নিয়ত ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করে, তাহাদিগের বায়ু অত্যন্ত কুপিত হইয়া যোনিদেশস্থিত রক্তকে দূষিত করিয়া ফেলে। তাহাতে ভগলিঙ্গ ক্রমশঃ পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকে। ইহাতে যোনিদেশের অত্যন্ত বেদনা হয়। বোধ হয় যেন সমস্ত যোনিমণ্ডল একবারে বিদীর্ণ হইয়া গেল এবং রোগিণী সর্ব্বদাই মাকড়সার ন্যায় নিজ কৃত অপরাধের দণ্ডভোগ করিতে থাকে।

জয়া। এই যে ভগলিঙ্গের কথা কহিলে তাহা আবার কি?

বিজয়া। ভগোষ্ঠদ্বয়ের ঊর্দ্ধস্থিত সন্ধির প্রায় দুই অঙ্গুলি নিম্নে দীর্ঘাকৃতি ঈষৎ স্পন্দনশীল যে অঙ্গ দেখা যায়, তাহাকে ভগলিঙ্গ কহে।

জয়া। তবে এই রোগের প্রতীকারের উপায় কি?

বিজয়া। ইহার প্রতীকার করা বড় সহজ ব্যাপার নহে। প্রথমতঃ রোগিণীকে উগ্র সুরাপান করাইয়া অচৈতন্য করিয়া রাখিবে। পরিশেষে তাহাকে উত্থানভাবে শয়ন করাইয়া মণ্ডলাগ্র শস্ত্রদ্বারা বর্দ্ধিত অংশ ছেদন করিয়া দিবে এবং যাহাতে অধিক পরিমাণে রক্ত নির্গত হইতে না পারে,

তদ্রূপে বন্ধনীদ্বারা বন্ধন করিয়া রাখিবে। এরূপাবস্থায় অম্লদ্রব্য আহার করিতে দেওয়া কর্ত্তব্য নহে।

জয়া। এক্ষণে যোনিকন্দ রোগের ঔষধের কথা শুনিতে ইচ্ছা করি।

বিজয়া। তাহাও তোমাকে বলিতেছি। গেরিমাটী, আমের কুই, বিড়ঙ্গ, হরিদ্রা, সুর্ম্মা ও কটফল এই সকল দ্রব্য চূর্ণ করিয়া সমভাগে মিশ্রিত করিবে। পরে কিঞ্চিৎ মধুর সহিত মর্দ্দন করিয়া যোনিমধ্যে পূরণ করিবে। আর কিয়দংশ মধু ও ত্রিফলার জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করিবে। ইহাতে যোনিকন্দ আরোগ্য হয়। মূষিকের সদ্য মাংস খণ্ড খণ্ড করিয়া তিল তৈল ও তৈলের চতুর্গুণ জলের সহিত পাক করিবে। তৈল মাত্র অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া রাখিবে। এই তৈলে বস্ত্রখণ্ড সিক্ত করিয়া নিরন্তর যোনিতে ধারণ করিবে। ইহাতে যোনিকন্দ উপশমিত হয়।

জলপাইগুড়ী
দীনাবাজার। } শ্রীপ্রসন্নচন্দ্র মৈত্রেয় কবিরাজ।

সম্পাদকীয় বক্তব্য।

কবিরাজ মহাশয়ের এ প্রবন্ধ এইখানেই শেষ হইল কি না তাহা জানি না। জানিতে পারিলে এ প্রবন্ধের উপর আমাদের কিছু বলিবার ইচ্ছা রহিল। সম্পাদক।

চিকিৎসা-রহস্য।

১। পয়সা গেলা।
২। স্ক্রু গেলা।
৩। মাছের কাঁটা গেলা।
৪। বাঁধান দাঁত গেলা।
৫। হাড় গেলা।
(কেবল গেলা নয় এবং আট্‌কান)

১। পয়সা গেলা।

ক্যাম্বেল হস্পিটাল যখন প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়, সেই সময়ে লেখক একদিন মেডিক্যাল কলেজ হস্পিটালে ডিউটী করিতেছেন, এমন সময় একটী যুবা

পুরুষ ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে একটী শিশু ক্রোড়ে করিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া আসিয়া চীৎকার করিয়া বলিল, মহাশয়! আমার ছেলেএকটী পয়সা গিলিয়া ফেলিয়াছে, পয়সাটী গলায় আট্‌কাইয়া আছে; শিয়ালদহ হাস্পাতালের ডাক্তারগণ ঔষধ খাওয়াইয়া পয়সাটী গলাইয়া দিতে, না হয় কাটিয়া পয়সাটী বাহির করিতে যাওয়ায় আমি ছেলে লইয়া দৌড়িয়া পলাইয়া আসিয়াছি। আপনি আমার ছেলের প্রাণদান করুন। শিশুটীর তখন অর্দ্ধমূর্চ্ছিত অবস্থা, তাহার নাড়ী দুর্ব্বল ও শ্বাস দ্রুতগতি, অনুভবে জানিতে পারা গেল যে, পয়সাটী ফেরিংস ও ইসোফেগাসের সন্ধিস্থলে অনুপ্রস্তভাবে আটকাইয়া রহিয়াছে। লেখক তখন পয়সাটীর সম্মুখের অধঃ হইতে ঊর্দ্ধে বাম হস্তের অঙ্গুলিদ্বারা আস্তে আস্তে ঠেলিতে লাগিলেন ও একটী প্রোব্যাং অন্ননালীতে প্রবেশ করাইয়া পয়সাটীর পশ্চাদ্বার অধোদিকে চাপিতে লাগিলেন। এবম্প্রকারে পয়সাটীর পশ্চাদ্ভাগ নামিয়া পড়িল ও সম্মুখ ধার ঊর্দ্ধে উঠিল, অমনি প্রোব্যাংটী পয়সাটীর পশ্চাৎ দিয়া নিম্নে নামিয়া পড়িল ও আস্তে আস্তে টানিতে উহা প্রোব্যাংএর আঁকড়ায় আটকাইয়া গেল, পরে কিঞ্চিৎ জোরে টানিতে উহা উপরে উঠিতে লাগিল। ঠিক এই সময়ে বালকটী বমি করিয়া ফেলিল এবং তৎসহ পয়সাটী উদ্গীরণ করিয়া সুস্থ হইল।

দেখুন পাঠক! চিকিৎসকের সামান্য নিপুণতাতেও সময়ে সময়ে মহৎ উপকার সংসাধিত হইয়া থাকে।

২। স্ক্রু গেলা।

একদা লেখক ও মাননীয় ডাক্তার ম্যাকলাউড মেডিক্যাল কলেজ হস্পিটালের সিঁড়ির নিচে দণ্ডায়মান আছেন, এমন সময় জনৈক ছাত্র ঠনঠনিয়া হইতে একটী শিশু ক্রোড়ে লইয়া অতি দ্রুতপদে সম্মুখে উপস্থিত হইয়া কাতর স্বরে বলিল, "মহাশয়! ছেলেটী এইমাত্র একটী স্ক্রু গিলিয়া ফেলিয়াছে ও আসিতে আসিতে রাস্তায় এমন নীলবর্ণ হইয়া পড়িয়াছে।" পরীক্ষাদ্বারা জানা গেল যে, উহার শ্বাসরুদ্ধ হইয়াছে ও মণিবন্ধে নাড়ী নাই। চিকিৎসকেরা তদ্দণ্ডেই এবং সেই স্থানেই শিশুর মুখব্যাদন করতঃ অঙ্গুলি প্রবেশ করণান্তর জানিতে পারিলেন যে, স্ক্রুটী ফেরিংসে না গিয়া লেরিংসে অনুপ্রস্থভাবে সংলগ্ন থাকিয়া শ্বাসরুদ্ধ করিয়াছে। দুই হস্তের দুই তর্জ্জনী অঙ্গুলিদ্বারা তৎক্ষণাৎ স্ক্রুটী বাহির করা হইল এবং বালকটীরও শ্বাসক্রিয়া পুনরাগত হইল। কিন্তু

স্ক্রুটী বাহির করিবার সময় জানিতে পারা গেল যে, শিশুর লেরিংসের কোমল গঠন কিয়ৎপরিমাণে ছিঁড়িয়া গিয়াছে। লেরিংসকে বিশ্রাম অবস্থায় না রাখিলে নানাপ্রকার বিপদের আশঙ্কা সিদ্ধান্তকরতঃ পরমুহূর্ত্তেই তাহার লেরিঙ্গোটমি করা হইল। প্রায় এক সপ্তাহ পরে রূপার নলটী লেরিংস হইতে খুলিয়া লওয়া হইল এবং উহার ক্ষতটীও শীঘ্র জুড়িয়া গেল এবং শ্বাসপ্রশ্বাস সরলভাবে স্বাভাবিক পথ দিয়া বহিতে লাগিল। মৃতবৎ শিশু সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য লাভ করিল দেখিয়া তাহার অভিভাবকগণ চিকিৎসকদিগকে ধন্যবাদ করিতে করিতে তাহাকে বাটীতে লইয়া গেলেন।

দেখুন পাঠক! চিকিৎসকের প্রত্যুৎপন্নমতিত্বগুণে ও হস্তাঙ্গুলি সুশিক্ষিত থাকা নিবন্ধনেই শিশুর প্রাণ রক্ষা হইল।

৩। মাছের কাঁটা গেলা।

কয়েক বৎসর অতীত হইলে, একটী যুবক আহারের সময় বড় রোহিত মৎস্যের একটী পঞ্জরাস্থি গিলিয়া ফেলিয়াছিল। উহা সম্মুখ পশ্চাদ্দিকে লম্বমান থাকিয়া ফেরিংসের ঊর্দ্ধাংশে সংবদ্ধ ছিল; চিকিৎসক অতি কষ্টে ঐ বিদ্ধ মৎস্য কণ্টকটীকে স্থানচ্যুত করিয়া যেমন বাহিরে আনিলেন, ঠিক সেই সময় রোগী জোরে গলাধঃকরণক্রিয়া করাতে প্রকাণ্ড কণ্টকটী অন্নবহা-নালীতে পড়িয়া গেল ও তাহার কষ্টের অবসান হইল; প্রায় এক মাস পরে যুবক মলদ্বারে ও সরলান্ত্রের অভ্যন্তরে একপ্রকার বেদনা অনুভব করিতে লাগিল। যন্ত্রণা ক্রমে অসহ্য হওয়াতে আবার চিকিৎসকের সাহায্য গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। চিকিৎসক, পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন যে, এবার মৎস্য কণ্টকটী মলদ্বারে বাহ্য স্ফিংটারের কিঞ্চিৎ ঊর্দ্ধে অনুপ্রস্থভাবে উভয় অন্তে দৃঢ়রূপে আবদ্ধ এবং বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করাতেও স্বস্থানচ্যুত না হইয়া বরং রোগীর যন্ত্রণাতিশয্য হইতে লাগিল। চিকিৎসক তখন কাঁচিদ্বারা কণ্টকটীর মধ্যস্থান দ্বিখণ্ডিত করিয়া প্রত্যেক অর্দ্ধখণ্ড চিমটাদ্বারা বাহির করিয়া ফেলিলেন। রোগীও নীরোগ হইল এবং সমস্ত যন্ত্রণা হইতে মুক্তি লাভ করিল।

দেখুন পাঠক! যে কণ্টকটী একবার ফেরিংসের ঊর্দ্ধধারে সম্মুখ পশ্চাতে আবদ্ধ থাকিয়া কত কষ্ট দিয়াছিল, আবার সেই কণ্টকটী একমাস পরে সরলান্ত্রের অধোভাগে অনুপ্রস্থভাবে সংলগ্ন থাকিয়া কত যন্ত্রণার কারণ

হইয়াছিল। যন্ত্রণা যে স্থানে হউক না কেন, চিকিৎসক যদবধি যাতনার কারণ নির্ঘণ্ট করিতে না পারেন, তদবধি তাহার নিশ্চিন্ত থাকা উচিত নহে।

৪। বাধান দাঁত গেলা।

এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের ঊর্দ্ধ মাড়ীর এক দিকের দাঁত বাঁধান ছিল। একদা অতিশয় জ্বরাক্রান্ত হওয়াতে কেমন করিয়া বাঁধান দন্তপাটী স্থানচ্যুত হইয়া গলায় আটকাইয়া গিয়াছিল। যন্ত্রণায় অধীর হইয়া নিকটবর্ত্তী চিকিৎসকের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। চিকিৎসক যাইয়া দেখিলেন যে, যন্ত্রণায় বৃদ্ধের জ্বরত্যাগ হইয়াছে, সর্ব্ব শরীর ঘর্ম্মাক্ত, মুখে কথা নাই এবং যন্ত্রণায় অস্থির হইয়াছেন; পরীক্ষাদ্বারা জানিতে পারিলেন যে, বাঁধান দন্ত পাটিটী ফসেসের পশ্চাতে তীর্য্যক্‌ভাবে একপার্শ্বে আটকাইয়া রহিয়াছে এবং চিমটা দ্বারা বক্রভাব হইতে অনুপ্রস্থভাব করিয়া যেমন সম্মুখে টানিলেন, অমনি উহা বাহিরে আসিল ও বৃদ্ধের যন্ত্রণার ভার একবারে কমিয়া গেল।

এখানে আধার অপেক্ষা পাত্রটী বড় ছিল, কিন্তু তীর্য্যক্‌ভাবে আটকাইয়া ছিল বলিয়াই নিম্নে নামিতে পারে নাই।

৫। হাড় গেলা।

(এবার মানুষের নয়—কুকুরের)

একদা এক সাহেবের একটী প্রিয় কুকুর ছিল, প্রভুর উচ্ছিষ্ট গবস্থিখণ্ড কুকুর যেমন গলাধঃকরণ করিল, অমনি উহা অন্নবহা নালীতে আটকাইয়া গিয়াছিল; কুকুর অনেক চেষ্টা করিয়াও উহা উদ্গীরণ করিতে পারে নাই। কুকুরের অস্থিরতা দেখিয়া সাহেব তৎক্ষণাৎ একজন কর্ম্মক্ষম ডাক্তারকে সেলাম দিয়া পাঠাইলেন। ডাক্তার উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, কুকুরের আর অস্থিরতা নাই, দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে ও কেবল হাঁপাইতেছে। ডাক্তারের সমভিব্যহারে এক অন্তে স্পঞ্জ বাঁধা একখণ্ড লম্বা হোয়েল্‌বোন ছিল এবং সাহেবকে কুকুরের মুখব্যদন করিতে বলিয়া তিনি উহার অন্নবহা নালীতে প্রবেশ করাইয়া দিয়া অনুভব করিলেন যে, হাড়টী অনেক নিম্নে আটকাইয়া আছে। অস্থিখণ্ড বাহির করা দুঃসাধ্য বিবেচনায় ডাক্তার উহা অধোদিকে আস্তে আস্তে ঠেলিয়া পাকাশয়ে নিক্ষেপ করিলেন। কুকুরটীও সুস্থতা লাভ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল এবং প্রভুর কাছে যাইয়া বসিয়া রহিল। চিকিৎ-

সকেরও কিঞ্চিৎ বিশেষ অর্থ পারিতোষিক লাভ হইল। ডাক্তারকে সময়ে সময়ে গো, কুকুর, ছাগলাদিরও চিকিৎসা করিতে হয়।

পাঠক মহোদয়গণ! আপনারা হুয়ানি, সিকি, আধুলি, ছুচ, আলপিন্ প্রোব্যাং প্রভৃতি নানাপ্রকার দ্রব্য গলাধঃকরণ করিতে ও মলের সহিত বাহির হইতে দেখিয়াছেন ও শুনিয়াছেন; কিন্তু উপরোক্ত কেস গুলি পাকাশয় পর্য্যন্ত না পৌঁছিয়া উপরে আটকাইয়া ছিল এবং চিকিৎসকের সাহায্য গ্রহণ করিতে হইয়াছিল বলিয়া এখানে বিবৃত করা হইল। (ভিষকদর্পণ)

ডাক্তার যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ এল্, এম্, এস্।

সম্পাদকীয় বক্তব্য।

গৃহস্থলোকের পক্ষে এ সকল কথা জানা থাকিলে যে, অনেক সময় অনেক উপকার দর্শে, ইহা নিঃসন্দেহ। সম্পাদক।

তৈলপাক ও প্রয়োগপ্রণালী।

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৬৭ পৃষ্ঠার পর)

শ্বাস অর্থাৎ হাঁপানিরোগে তৈলপ্রয়োগ।

কাস ও যক্ষ্মা অর্থাৎ ক্ষয়কাস রোগের কোন্ কোন্ অবস্থায় সাধারণতঃ কি কি তৈল কিরূপ ভাবে ব্যবহার করিতে হয়, তাহা ইতিপূর্ব্বে বিশেষরূপেই বলিয়াছি। ঐ সকল রোগের সজ্বর ও বিজ্বর অবস্থাভেদে তৈলপ্রয়োগের বিধি লিখিতেও ত্রুটী করি নাই। অতঃপর মানবগণের অত্যন্ত কষ্টপ্রদ শ্বাসকাস অর্থাৎ হাঁপানি রোগের কোন্ কোন্ অবস্থায় কি কি তৈল ব্যবহার্য্য, তাহাই বলিতেছি।

কিন্তু আহ্লাদের বিষয় এই যে, শ্বাসরোগের পক্ষে ব্যবহার্য্য নূতন কোন প্রকার তৈলের বিষয়ই এস্থলে বলিবার নাই। যেহেতু কাস ও যক্ষ্মারোগে ইতিপূর্ব্বে যে চন্দনাদ্য ও বাসাচন্দনাদ্য প্রভৃতি তৈলের বিষয় উল্লেখ করিয়াছি, হাঁপানিরোগের শান্তির পক্ষেও সেই সকল তৈলই মহৌষধ বলিয়া জানিবে। যে কোন রকমেরই হাঁপানিরোগ হউক, সেই পূর্ব্বোক্ত চন্দনাদি প্রভৃতি

তৈলই বিধিপূর্ব্বক বুকে ও আবশ্যকমত শরীরের অন্যান্য স্থানে মর্দ্দন করিলে তদ্দ্বারাই আশানুরূপ উপকার দর্শিয়া থাকে। সুতরাং হাঁপানিরোগের শান্তির জন্য এস্থলে আমরা আর কোনরূপ নূতন তৈলের ফর্দ্দ দিয়া পাঠকগণের তৃপ্তিসাধন করিতে পারিলাম না।

তবে এস্থলে সত্যের অনুরোধে এ কথা বলা আবশ্যক যে, হাঁপানিরোগে স্বতন্ত্র বিশেষ কোনরূপ তৈলের বন্দবস্ত না থাকিলেও দেশীয় কবিরাজ মহাশয়েরা কিন্তু হাঁপানিরোগের শান্তির জন্য "শ্বাসকাসমহাচন্দনাদি তৈল" "শ্বাসভৈরব তৈল" ও "শ্বাসকাসে বাসাচন্দনাদি তৈল" ইত্যাদি লম্বা চৌড়া নামে ঐ সেই পূর্ব্বেরই চন্দনাদি তৈলকে অভিহিত করিয়া সাধারণ লোকের চক্ষে ধূলি দিতে বড় একটা ত্রুটি করেন না। বলা বাহুল্য যে, শ্বাসকাসাধিকারে তৈলভাণ্ড প্রায়শঃ একটী বৈ দুইটী থাকে না, অথচ সেই একই ভাণ্ড শত-শতপ্রকার চন্দনাদি তৈল প্রসব করিয়া থাকে! প্রাণে বড়ই ইচ্ছা হয় যে, হাটের মধ্যে এই ভাণ্ড ভাঙ্গিয়া সাধারণকে ভাণ্ডরহস্য বুঝাইয়া দিই, কিন্তু উপস্থিত দেশকালপাত্র বিবেচনায় আবার আপনাপনিই পশ্চাদ্‌পদ হইতে হয়, অথবা যখন সত্যনিষ্কাশনই আমাদের মূলমন্ত্র, তখন ত এ সকল রহস্য প্রকাশ না করিয়া কোনমতেই চুপ করিয়া থাকিতে পারিব না। না পারিলেও তাহা যে কিছু সময়-সাপেক্ষ, ইহা নিঃসন্দেহ। ক্রমশঃ—

কলিকাতা } কবিরাজ শ্রীজগদ্বন্ধু সেনগুপ্ত।

সম্পাদকীয় বক্তব্য।

প্রবন্ধলেখক ভাণ্ডরহস্য দেখাইতে গিয়া আবার পশ্চাদ্‌পদ হইয়া ভয় খাইয়া গেলেন কেন? কেননা এ কথা দৃঢ়নিশ্চিত যে, যতদিন দেশীয় চিকিৎসাশাস্ত্রের এ সকল গূঢ়রহস্য ও নিগূঢ়সত্য সকল সাধারণ্যে প্রকাশিত না হইবে, ততদিন কোনমতেই দেশীয় চিকিৎসা-শাস্ত্রের প্রকৃত উন্নতির আশা করা যাইতে পারিবে না। সম্পাদক।

ঘৃতপাক ও প্রয়োগপ্রণালী।

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৭১ পৃষ্ঠার পর)

(যক্ষ্মারোগে ঘৃতপ্রয়োগ।)

কি চরক কি সুশ্রুত, কি হারীত কি চক্রদত্ত প্রভৃতি পুরাতন ও আধুনিক প্রায় সর্ব্বপ্রকার বৈদ্যক চিকিৎসাগ্রন্থেই কাস ও যক্ষ্মা প্রভৃতি রোগে নানা-প্রকার ঘৃত প্রয়োগের ব্যবস্থা ও তাহাদের অসংখ্য গুণের বিষয় উল্লেখ থাকি-

লেও ভারতবাসীর নিতান্ত দুর্ভাগ্যদোষে কি সূত্রে কেমন করিয়া যে, এ সকল রোগে ঘৃতপ্রয়োগবিধি ভারতবর্ষীয় বৈদ্যগণ পরিত্যাগ করিয়া বসিয়াছেন, তাহা ভগবান্‌ই বলিতে পারেন।

আহা! চরক, তারস্বরে যে শতাবরী বা বাসকসিদ্ধ ঘৃত পানে যক্ষ্মারোগীর সুদারুণ দাহ ও জ্বরের শান্তি হয় বলিয়া ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন, চক্রদত্ত যে জীবন্তিঘৃত, যে পিপ্পলীঘৃত; যে পারাশরঘৃত, যে অজাপঞ্চকঘৃত, যে বলা ও নাগবলা প্রভৃতি নানাবিধ ঘৃতকে যক্ষ্মাশান্তির অমোঘঅস্ত্র বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন, কালবশে বিধির বিড়ম্বনায় এখন সে সকল ঘৃত কেবল পুঁথিগত হইয়াই অবস্থিতি করিতেছে। এদেশে এখন এমন একজন বৈদ্যও দেখি না যে, অভ্রান্ত আর্য্যঋষিগণকর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত এ সকল ঘৃত ব্যবহার করিয়া ঋষি-মাহাত্ম্যের উপলব্ধি করেন।

সেইরূপ কাসরোগেও দশমূলঘৃত, কণ্টকারীঘৃত ও রাস্নাদ্যঘৃত প্রভৃতি নানাবিধ ঘৃতের প্রয়োগবিধি থাকিলেও ভ্রমক্রমে কোন কবিরাজই প্রায় এ সকল ঘৃতের ব্যবহার করিতে ইচ্ছা করেন না। না করার বিশেষ কারণ এই যে, সেই পুরাতন কথা, সেই "জ্বরভুক্ত কাস বা যক্ষ্মাদিতে ঘৃতপ্রয়োগ নিষিদ্ধ-রূপ ভয়ানক কুসংস্কার!" সুতরাং যে কারণেই হউক, এ সকল রোগে যখন ঘৃতপাকের ব্যবস্থা এখনকার দিনে প্রায় কোন কবিরাজই করেন না, তখন আর এ সকলের তালিকা প্রদান করিয়া সম্মিলনীর স্থানপূর্ণ ও আমাদের সময় নষ্ট করিতে চাহি না। অতঃপর আগামীবারে হিক্কাশ্বাস ও স্বরভেদ আদি রোগে ঘৃতপ্রয়োগের বিষয় বর্ণন করিব। ক্রমশঃ—

কলিকাতা } শ্রীপ্যারীমোহন সেন কবিরাজ।

সম্পাদকীয় বক্তব্য।

কাস ও যক্ষ্মারোগে যে ভারতীয় কোন বৈদ্যচিকিৎসক একবারেই কোনরূপ ঘৃত প্রয়োগ করেন না, এ কথা সম্পূর্ণরূপে স্বীকার করিতে পারি কি? সম্পাদক।

দৃষ্টফল ঔষধ ও চিকিৎসা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

(২২) যক্ষ্মারোগীর জ্বরে বুক ভারিবোধ হইলে তাহার আশু ফলপ্রদ প্রলেপ।

পুরাতন ঘৃত——— ৵১০ অর্দ্ধ ছটাক।

আদার রস——— ১ তোলা।
কর্পূর——— ৵০ দুই আনা।

এই কয় দ্রব্য মিশাইয়া গরম করিয়া বুকে মালিস করিলে ও প্রলেপ দিলে বিশেষ উপকার হয়।

(২৩) ঐ পেট কামড়াইলে তাহার প্রলেপ।

আম্‌লা ৪ চারি তোলা ঘৃতে ভাজিয়া ১ এক তোলা আদার রস মিশাইয়া বাটিবে, পরে গরম করিয়া নাভির চতুষ্পার্শে প্রলেপ দিলে আশু যন্ত্রণা নিবারণ হয়।

(২৪) অর্শরোগের ঔষধি।

(ক) ইন্দ্রযব ২ তোলা অর্দ্ধ সের জলে সিদ্ধ করিবে ও শেষ ৵০ পোয়া থাকিতে নামাইয়া উহাতে শুঁঠচূর্ণ ২ দুই মাষা মিশাইয়া সেবন করিলে উপকার হয়। বেলশুঁঠার ক্বাথে শুঁঠ প্রক্ষেপ দিয়া সেবনেও বিশেষ উপকার হয়।

(খ) খোসা তোলা কৃষ্ণতিল ১ তোলা, চারিতোলা নবনীর সহিত; ৪ মাষা নাগেশ্বর চূর্ণ নবনীর সহিত; কিম্বা দধীর সর ঘোলের সহিত প্রত্যহ সেবনে রক্তার্শ ভাল হয়।

(গ) কচি পদ্মপত্র বা কৃষ্ণতিল বাটিয়া চিনি ও ছাগীদুগ্ধের সহিত সেবন করিলে রক্তার্শের রক্তস্রাব নিবারিত হয়।

(ঘ) ছাগীদুগ্ধের সহিত শতমূলীর রস বা দাড়িম্বের রস চিনির সহিত সেবনে রক্তস্রাব বন্ধ হয়।

(ঙ)
হরিতকীর গুঁড়া——— ॥০ তোলা।
নবনী——— ॥০ তোলা।
উত্তম চিনি——— ॥০ তোলা।
পিপুলের দানা চূর্ণ—— ॥০ তোলা।
২ তোলা।

এই কয় দ্রব্য ৵০ অর্দ্ধ পোয়া জলে মিশাইয়া ৭ দিন পর্য্যন্ত প্রত্যহ পূর্ব্বাহ্নে খাইবেক। পথ্য।—বিলজ মৎস্য, লাউ, আতা প্রভৃতি স্নিগ্ধ দ্রব্যাদি।

(চ) ওলটকম্বল গাছের শিকড় ॥০ তোলা ২॥০ আড়াইটী গোলমরিচ সহিত বাটিয়া সমানভাগে ইক্ষুচিনি মিলাইয়া প্রাতে ৭ দিবস খাইলে রক্তস্রাব নিশ্চয়ই বন্ধ হয়।

(ছ) মাখন, মিশ্রী, ঘসাতিল সমভাগে মিলাইয়া নিত্য খাইবেক, ওল, পেঁপে, আঁব আদা ইত্যাদি নিত্য ব্যবহারে বিশেষ উপকার হয়।

বাগবাজার, কলিকাতা। } শ্রীশরচ্চন্দ্র নিয়োগী।

সম্পাদকীয় বক্তব্য।

জমীদার বাবু শরচ্চন্দ্র নিয়োগী মহাশয়ের লিখিত এ সকল মুষ্টিযোগ ঔষধ প্রকৃতই প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ বলিয়া স্বীকার করিতে পারি। সম্পাদক।

দৃষ্টফল মুষ্টিযোগ।

(সম্পাদকীয়)

(১) সর্ব্বপ্রকার প্রদররোগেই নিম্নলিখিত ঔষধে অত্যাশ্চর্য্য উপকার দর্শে যথা—অশোক ছাল ২ তোলা (কাঁচা হইলে একটু অধিক ওজনে লইবে) উত্তমরূপে কুট্টিত করিয়া ⁄৷৷০ অর্দ্ধসের জল ও ৵০ অর্দ্ধপুয়া ছাগদুগ্ধের সহিত একত্রে সিদ্ধ করিয়া দুগ্ধাবশেষ ৵০ অর্দ্ধ পুয়া নামাইয়া প্রাতে পান করিবে।

(ক) প্রত্যহ দুই বেলা কাঁটানটে শাকের মূলের রস ৴১০ অর্দ্ধ ছটাক লইয়া তাহাতে ২ রতি রসাঞ্জন চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলেও প্রদরে বিশেষ উপকার দর্শে।

(খ) দূর্ব্বার রস ৴১০ অর্দ্ধ ছটাক ও যজ্ঞডুমুরের রস অর্দ্ধ ছটাক একত্র করিয়া অল্প মধুর সহিত পান করিলেও বিশেষ ফল দর্শিয়া থাকে। এ অবস্থায় পুরুষ-সহবাস, রাত্রিজাগরণ ও শাক, অম্ল, লঙ্কা প্রভৃতি ভক্ষণ করা সর্ব্বতোভাবেই অকর্ত্তব্য। সম্পাদক।

আমাদের কথা।

প্রস্তাবিত আয়ুর্ব্বেদীয় হাঁসপাতাল।—এই শুভ ও সুমহৎ প্রস্তাব অতি শীঘ্রই কার্য্যে পরিণত করার জন্য কবিরাজগণ কর্ত্তৃক বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের সাহায্যপ্রার্থী হওয়ায় শুনিলাম গবর্ণমেণ্ট না কি হুকুম দিয়াছেন যে, দেশীয় লোকের নিকট হইতে চাঁদার টাকা প্রচুর পরিমাণে উঠিলে তবে তাঁহারা এবিষয়ের কর্ত্তব্যাবধারণ করিবেন। কেননা অল্পস্বল্প টাকায় এতবড় একটা গুরুতর কার্য্যসম্পন্ন হইবে না বলিয়াই গবর্ণমেণ্টের দৃঢ়বিশ্বাস। আমরাও গবর্ণমেণ্টের এবিশ্বাসের প্রতি সম্পূর্ণরূপেই সমর্থন করি। যেহেতু

একার্য্য প্রকৃতই ১০৷২০ হাজারের নহে। অপিচ ১০৷২০ লক্ষ হইলেই ঠিক্ হয়। নেহায়েৎ ২৷৩ লক্ষের কমে ত একার্য্য আরম্ভ হওয়াই উচিত নহে।

উচিত ত নহে, এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, এই ২৷৩ লক্ষ টাকাই বা আপাততঃ আইসে কোথা হইতে? অথবা যে দেশীয় লোকের লক্ষ লক্ষ টাকায় ভারতের নানাস্থানে মেডেকেল কলেজ স্কুল ও হাঁসপাতাল প্রতিষ্ঠিত হইয়া স্বদর্পে বিরাজ করিতেছে, যে দেশীয় লোক তাহাতেও পরিতৃপ্ত না হইয়া মেয়ো ও ইডেন প্রভৃতি আরও নানাবিধ শাখাপ্রশাখা হাঁসপাতালের জন্য ঝুড়ি ঝুড়ি টাকা ঢালিতেও কুণ্ঠিত হন্ নাই। কেবল তাহাই যথেষ্ট নহে, যে দেশের লোক এখনও পর্য্যন্ত একবারেই অকর্ম্মণ্য লেডি ডফরিণফণ্ডে লক্ষ লক্ষ টাকা অকাতরে ব্যয় করিয়া আসিতেছেন, সেই দেশের সেই সব লোকের নিকট হইতে যদি স্বদেশের স্বজাতীয় কার্য্যের জন্য ২৷৫ লক্ষ টাকা উঠিবে, তবে আর এ পোড়া দেশ মহাশ্মশানে পরিণত হইবে কেন? অথবা এই আত্ম-মর্য্যাদা ও আত্ম-জ্ঞানরহিত একবারেই আত্মহারা ভারতবাসীর আত্মজ্ঞান না আসিলে এদেশের আর কোনমতেই কোন রকমেই মঙ্গলের আশা করা যাইতে পারে না।

এই হাঁসপাতালী আন্দোলন ওঠা পর্য্যন্ত অনেকেই আমাদিগকে অনেক রকম প্রশ্ন করিয়া আসিতেছেন। কেহ বলেন,—এমন একটা জাতীয় অতি প্রধান কার্য্য যেরূপে যে ভাবে আন্দোলিত হওয়া উচিত, কৈ তাহার ত কিছুই পরিচয় পাইতেছি না? যেহেতু সংবাদপত্রের মধ্যে দেখি,—একমাত্র বঙ্গবাসীই একটীমাত্র প্রবন্ধ একবার লিখিয়া নিশ্চিন্ত বসিয়া আছেন, কিন্তু আর ত কোন সংবাদপত্রই এসম্বন্ধে এপর্য্যন্ত বাঙ্‌নিষ্পত্তিও করিলেন না? ধনীর মধ্যে দেখি, একমাত্র উত্তরপাড়ার সুবিখ্যাত জমীদারবর্গের মধ্যে অনেকেই চাঁদা স্বাক্ষর করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের মধ্যেও আবার মাননীয় গুণগ্রাহী রাজা প্যারীমোহন বাদ আছেন। কিন্তু এই বিশাল বঙ্গ অথবা ভারতবর্ষে এত অসংখ্য ধনীর মধ্যে আর ত কাহারও স্বাক্ষরিত কোন চাঁদার কথাই এপর্য্যন্ত শুনিতে পাইলাম না? কেহ বলেন যখন সহরের যাবতীয় খ্যাতনামা প্রধান প্রধান কবিরাজের স্বাক্ষরিত দরখাস্তদ্বারা একার্য্যের সূচনা করা হইয়াছে, তখন ত প্রকৃতপক্ষে সকল কবিরাজেরই একমত হইয়া প্রাণপনে একার্য্যে উঠিয়া পড়িয়া লাগাই সর্ব্বথা কর্ত্তব্য। নচেৎ দুই একখানি সংবাদপত্র, ২৷৪ জন কবিরাজ এবং ২৷১০ জন ধনীদ্বারা কি এ সুমহৎ ব্যাপার সম্পাদিত হইতে পারিবে? উত্তর দাতা কে?

চিকিৎসা-সম্মিলনীর পাঠকগণ বোধ হয় বিস্মৃত হন্ নাই যে, কিছুদিন পূর্ব্বে মাননীয় প্রবীণ কবিরাজ শ্রীযুক্ত গঙ্গাপ্রসাদ সেন মহোদয়ের দৌহিত্র শ্রীযুক্ত রাজমোহন সেনগুপ্ত কবিরাজই সর্ব্ব প্রথমে এই মহৎ কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন। শুধু ফাঁকা অনুষ্ঠান নহে, আমরা বিলক্ষণরূপেই জানি যে, তিনি এ কার্য্যে তাঁহার অবস্থাতিরিক্ত বিস্তর টাকা ব্যয় করিয়া ফেলিয়াছেন; নিজের কার্য্য ক্ষতি করিয়া নানাস্থানে নানা ব্যক্তির নিকট গমন, গভর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন ও সংবাদপত্রে আন্দোলন প্রভৃতি কার্য্যে তিনি প্রকৃতপক্ষেই প্রচুর অর্থব্যয় করিয়া বসিয়াছেন। তবে নাকি এ মরুভূমিতে বীজবপন করিয়া ফললাভ করা বড় একটা সহজ ও যে সে কথা নহে, তাই তাঁহার সেই অধ্যবসায় ও প্রচুর অর্থব্যয়েও বিশেষ কোনরূপ ফল ফলে নাই। না ফলিলেও ভগবানের কৃপায় কখনও যদি এসুমহৎ কার্য্যের সূত্রপাত হয়, তবে কবিরাজ রাজমোহনকেই এবিষয়ের অগ্রণী বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। প্রকৃতপক্ষেই ভারতের ইতিহাসে তাঁহার নামই একার্য্যে সর্ব্বপ্রথম স্থান অধিকার লাভ করিবে। যেহেতু তিনিই এ ব্রতের প্রথম ও সর্ব্বপ্রধান উদ্‌যোগী।

বৃথা কলঙ্কারোপ।—কোন কোন ব্যক্তির বিশ্বাস যে, চিকিৎসা-সম্মিলনী সম্পাদক কবিরাজ অবিনাশচন্দ্র কবিরত্ন নাকি প্রস্তাবিত আয়ুর্ব্বেদীয় হাঁসপাতালের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া যাহাতে একার্য্যটা পণ্ড হইয়া যায়, তজ্জন্য বিধিমতেই উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন!! এই ত গুজব, এখন কথা এই যে, প্রকৃতপক্ষে একার্য্যের সম্পাদনবিষয়ে আমাদের অন্তর সর্ব্বদাই ব্যগ্র, কি পণ্ডের জন্যই লালায়িত, সে কথা এখন কি বলিয়া কাহাকে কিরূপে বুঝাইব? তবে ইহা যথার্থ যে, অন্তরের যথার্থভাব কেহ চিরদিন গোপন করিয়া রাখিতে পারে না। সদসদিচ্ছার পরিচয় অল্প সময়েই সাধারণে পাইয়া থাকে। সুতরাং একটু সময়ের অপেক্ষা করিয়া আমাদের প্রতি এদুরপনেয় কলঙ্কের আরোপ করিলেই ভাল হইত না কি? তবে হাঁ একথা অতি সত্য যে, প্রস্তাবিত আয়ুর্ব্বেদীয় হাঁসপাতাল যদি কোনও ব্যক্তি বিশেষের কোনরূপ গূঢ় উদ্দেশ্য-সিদ্ধির জন্যই কল্পিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে ইহা দৃঢ়নিশ্চিত যে, তখন কিন্তু আমাদের লেখনী কোনমতেই পশ্চাদ্‌পদ হইবে না।

সম্পাদক।

৯ম বৎসর ৯ম খণ্ড ৫ম সংখ্যা।

চিকিৎসা-সম্মিলনী।

চিকিৎসা-বিষয়ক মাসিকপত্রিকা।

(টাকীর বিখ্যাত ও সুশিক্ষিত জমীদার)

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম, এ, বি, এল,

মহাশয়ের বিশেষ উদ্যোগে ও সাহায্যে

আয়ুর্ব্বেদীয় চরক ও সুশ্রুতের সংস্কৃত, বাঙ্গালা, ইংরাজী ও হিন্দী

অনুবাদক এবং প্রকাশক

কবিরাজ শ্রীঅবিনাশচন্দ্র কবিরত্ন

কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

কলিকাতা কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্ ২০০ নং বাটী হইতে সম্পাদক কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

কলিকাতা।

৫ নং সিম্‌লাষ্ট্রীট্ জ্যোতিষপ্রকাশ যন্ত্রালয়ে

শ্রীগোপালচন্দ্র ঘোষাল দ্বারা

মুদ্রিত।

প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ।৵০ আনা মাত্র।

সূচীপত্র।

বিষয়			পৃষ্ঠা।
দেশীয় স্বাস্থ্যবিজ্ঞানে কৃষিজন্য ধনই শ্রেষ্ঠ ধন			১৪৯
ঐ ভোজনানুসারে সত্ত্বাদিগুণভেদ	...		১৫৪
সম্ভবতঃ সর্ব্বদা অধিক রোগাক্রান্ত হয় কাহারা?			১৫৭
শিশুর সর্দ্দিকাশির পক্ষে তুলসীর ন্যায় মহৌষধ আর দ্বিতীয় নাই	...		১৫৯
নাসিকা বিষয়ে নূতন তত্ত্ব (ডাক্তারী)	...		১৬২
অবলা-বান্ধব	...	...	১৬৬
পদ্য মেটিরিয়া মেডিকা (হোমিওপ্যাথি	...		১৭১
দৃষ্টফল ঔষধ ও চিকিৎসা	...		১৭৫
জ্বরের মুষ্টিযোগ (কবিরাজী)	...		১৭৭
দৃষ্টফল মুষ্টিযোগ	...	...	১৮০
আমাদের কথা	...		অতিরিক্তপত্রে।

গ্রাহকগণের প্রতি।

যাহারা বরাবর পূজার পূর্ব্বে অগ্রিম মূল্য
পাঠাইয়া আমাদিগের উপকার করিয়া
আসিতেছেন, আশা করি যে,
এবারেও সেইরূপ করিয়া
উপকৃত ও বাধিত
করিবেন। ম্যানাজার।

দেশীয়-স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান।

প্রাণের পর চাই ধন।

কৃষিজন্য-ধনই শ্রেষ্ঠ ধন।

যেমন আধুনিক এম্, এ, বি, এল, পাশ করিয়া মাসিক দুই একশত, পাঁচশত বা সহস্রাধিক টাকা উপার্জ্জন করা যায়, যেমন যে সেরূপে একটা বার বিলাত ঘুরিয়া বারিষ্টার বা ডাক্তার হইয়া আসিতে পারিলে টাকা রাখিবার স্থান সঙ্কুলান হয় না, যেমন নিতান্তপক্ষে ডেপুটীগিরী বা পুলিশের দারোগাগিরী করিয়া খাইলেও বেশ নবাবীভাবে দিন কাটিয়া যায়; অধিক কি, নেহায়েৎপক্ষে বৎসর তিনেক নর্ম্মাল বা মেডিক্যাল স্কুলে পড়িয়া একটা পণ্ডিতি বা ডাক্তারী করিয়া খাইলেও যেমন কষ্টে সৃষ্টে অন্নবস্ত্রের বড় একটা অভাব হয় না; সেইরূপ কৃষিকার্য্যের মধ্যে এমন কি বিশেষ সুবিধা আছে, যদ্দ্বারা মাসিক ১০।২০৲ বা ২।৪ শত কিম্বা সহস্রাধিক টাকার উপার্জ্জন হইতে পারে? ইহা একটা যথার্থই জানিবার বিষয় বটে; কিন্তু এ প্রশ্নের প্রকৃত মীমাংসা করিতে হইলে কেবল মাঠের দিকে সেই দরিদ্রকৃষকগণের প্রতি তাকাইলে চলিবে না। সেই পর্ণকুটির-বাসী অজ্ঞান কৃষকদিগের দৃষ্টান্ত ধরিয়া এ প্রশ্নের যথার্থ মীমাংসা কোনমতেই হওয়া উচিত নহে। সুতরাং ইহার প্রকৃত মীমাংসার জন্য পৃথিবীর সকল দেশের সকল দিকেই দৃষ্টিপাত করিতে হইবে। বিশেষ মনঃসংযোগপূর্ব্বক বুঝিতে হইবে যে, কৃষি-জন্য ধন, পশুপালন, বাণিজ্য বা চাকুরী জন্য ধনের সমকক্ষ উপার্জ্জিত হইতে পারে কি না; অর্থাৎ একজন তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি ১০।১২ বৎসর পর্য্যন্ত কঠোর পরিশ্রমে আধুনিক বিদ্যাশিক্ষা করিয়া সে যেমন তাহার পর মাসে ২।৪ হাজার, ২।৫ শত কিম্বা নিতান্তপক্ষে ২০।২৫ টাকা অনায়াসেই উপার্জ্জন করিয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারে, সে তুলনায় কৃষি বা বাণিজ্যাদি কার্য্যে সেইরূপ অর্থ উপার্জ্জিত হইতে পারার সম্ভাবনা আছে কি না, ইহা একটা প্রকৃতই জিজ্ঞাসার বিষয় বটে। অথবা বাণিজ্যাদি কার্য্যে সে সম্ভাবনা আছে কি না, সে দৃষ্টান্ত আমাদের বণিক ইংরাজ রাজ হইতেই চূড়ান্তরূপে পাওয়া যাইতে পারে, নচেৎ পাকা বণিক না

হইলে তাঁহারা কি সাত সমুদ্র তের নদী পারে আসিয়া এই প্রকাণ্ড ভারতের রাজা হইতে পারিতেন? অথবা এত অধিকদূর গিয়া এ দৃষ্টান্তও যাঁহাদের বুঝিবার পক্ষে অসুবিধা-জনক হইবে, তাঁহারা এই কলিকাতা সহরেরই আমাদের বর্ত্তমান ধনকুবের লাহা মহারাজা দুর্গাচরণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেও অতিসহজেই বেশ বুঝিতে পারিবেন যে, চাকুরী ও বাণিজ্যগত ধনের আধিক্য কতদূর প্রভেদ? বলা বাহুল্য যে, ভারতের সর্ব্বপ্রধান চাকুরী হাই-কোর্টের জজিয়তী ৫।৭ বৎসর পর্য্যন্ত করিয়াও যে অর্থের আগম অসম্ভব, আমাদের লাহা মহারাজা হয়ত বাণিজ্য-ব্যাপারে একমাসেই তদপেক্ষাও অনেকগুণে অধিক অর্থের অধিকারী হইয়া থাকেন! অথবা কৃষিকার্য্য ও পশুপালনের কথা শেষ না করিয়া এখন বাণিজ্যের কথা তুলিব না। এক্ষণে দেখা যাউক, কৃষিব্যাপারে এরূপ প্রভূত অর্থের আগম হইতে পারে কি না? অতএব একজন বিদেশীয় লোকের দৃষ্টান্তদ্বারাই অগ্রে কৃষিজন্য ধনের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন করিতেছি। সুদূর আমেরিকা মহাদেশের সুবিখ্যাত কালিফোর্ণিয়া নামক নগরে কোলম্যান্ নামক আমাদের একজন পরম হিতৈষী বন্ধু আছেন, তিনি বিদ্যায় বৃহস্পতি, ধনে কুবের সদৃশ এবং পরোপকারে আর্য্যঋষির সদৃশ বলিয়া পরিগণিত। সর্ব্বদেশের সকল শাস্ত্রের প্রতি অনুরাগ আছে, সর্ব্বদেশের সকল মনুষ্যের উপকারের জন্য আন্তরিক সহানুভূতি আছে, ফলতঃ একজন অসাধারণ জ্ঞানশালী অথচ সম্ভ্রান্ত উচ্চদরের প্রভূত ধনী ব্যক্তির যে যে গুণ থাকিতে পারে, তাঁহাতে তাহার কিছুরই অভাব লক্ষিত হয় না। কিন্তু এহেন ধনকুবের কৃতবিদ্য ও দেবতাসদৃশ কোলম্যানের ধনোপার্জ্জন পন্থার কথা শুনিলে হয়ত পাঠকগণ হোহো করিয়া না হাসিয়াই থাকিতে পারিবেন না। অথবা কেহ হয় ত আমাদের এ কথায় আদৌ বিশ্বাসই স্থাপন করিতে সাহসী হইবেন না। বিশ্বাস না করিলে তাহাতে আমাদের ক্ষতি বা দুঃখ নাই, তথাপি আমরা বলিতেছি যে, আমাদের পরিচিত বন্ধু কোলম্যানের স্থানীয় রাজদরবারে মন্ত্রিত্ব বা লাটসাহেবী অথবা তৎসদৃশ কোনরূপ উচ্চতম চাকুরী নাই, বাণিজ্য ও পশুপালন আদি ধনোপার্জ্জনের অন্যান্য পথের পথিকও তিনি নন্; তবে তিনি ধনকুবের কিসে? শুনিয়া সকলে বিস্ময়াবিষ্ট হইবেন যে, ন্যূনাধিক ৫০।৬০ হাজার লেবুগাছই তাঁহার এ সকল বৈভবের মূলকারণ! শত শত লোক খাটাইয়া সহস্র সহস্র লেবুগাছে অসংখ্য লেবু উৎপাদন

করাইয়া তদ্দ্বারাই তিনি বার্ষিক লক্ষাধিক টাকার অধিকারী হইয়া এখন ধনকুবের হইয়া বসিয়াছেন। পশুপালনে মড়কের ভয় নাই, বাণিজ্যজন্য জাহাজ ডুবির ত্রাস তাঁহার মনেও কখন স্থান পায় নাই। আর চাকুরী বা অধীনতা-জন্য অন্তরে যে কি একরূপ অনির্ব্বচনীয় ক্ষুদ্রতা জন্মে, তাহা তাঁহার কল্পনাতেও কখন আসে নাই; বিশেষতঃ আধুনিক উপসর্গ সি, আই প্রভৃতি আধি ব্যাধিতেও তাঁহাকে কখন পাগল করিয়া তুলে নাই। সুতরাং এহেন কোলম্যানকে যদি প্রকৃত পক্ষে যথার্থ সুখী না বলিব, তবে আর এ জগতে প্রকৃত সুখী কে?

কিন্তু কেবল বিদেশীয় দৃষ্টান্ত দিলে চলিবে না, কেননা দেশের লোকের নিকট দেশীয় দৃষ্টান্তই সমধিক কার্য্যকর হইয়া থাকে। সুতরাং বিদেশ ছাড়িয়া দিয়া দেশের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেও দেখা যায় যে, এক এক সাহেব মহাত্মা চা ও নীলের কৃষিকার্য্য করিয়া বাৎসরিক ২।৩ লক্ষ বা তদপেক্ষাও অনেক অধিক টাকা উপার্জ্জন করিয়া থাকেন। আর দশ বিশ হাজার যে এই ভারতে এইবিষয়ে কত সাহেবেই উপার্জ্জন করিয়া থাকেন, তাহার ত আর ইয়ত্তাই নাই। আবার সাহেবদিগকে বাদ দিলেও দেখা যায় যে, অনেক এদেশীয় লোকেও এই চা ও নীলের আবাদ করিয়া বাৎসরিক বিলক্ষণরূপেই উপার্জ্জন করিয়া নির্ব্বিঘ্নে দিনযাপন করিয়া থাকেন। তাহা ছাড়া পাট, তামাক ও ধান্য প্রভৃতির চাসের দ্বারাও বিস্তর ভদ্রলোকে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। কিন্তু সুবর্ণ-প্রসবিনী ভারতের এহেন অসাধারণ উর্ব্বরাক্ষেত্রে প্রকৃত বিজ্ঞ বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ আন্তরিক যত্ন ও চেষ্টাদ্বারা কৃষিকার্য্যের যেরূপ অত্যাশ্চর্য্য ও অসাধারণ উন্নতি দর্শাইতে পারেন, আমি দৃঢ়রূপেই বলিতে পারি যে, সে হিসাবে বর্ত্তমান সময়ে ষোল আনার এক আনাও কৃষিকার্য্য ভারতে সুচারুরূপে সম্পন্ন হয় কি না সন্দেহস্থল।

কেন যে সন্দেহ স্থল, তাহাও বলি;—মনে করুন, কোনও একটী যৎসামান্য পল্লীগ্রামের অন্ততঃ সহস্র বিঘা ভূমিতে ২০।২৫ ঘর ব্রাহ্মণ কায়স্থ ভদ্রলোক এবং মুসলমান ও চণ্ডালাদি প্রায় ৪।৫ শত ঘর কৃষকের বসবাস আছে। বলা বাহুল্য যে, এই সহস্র বিঘা জমীর অধিকাংশেরই মালিক কিন্তু ভদ্রলোকেরাই। এই ভদ্রলোকদিগের মধ্যে যাঁহাদিগের অন্ততঃ কষ্টসৃষ্টেও বিষয়ের আয়দ্বারা সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ হয়, তাঁহারা ত দ্বিতীয় নবাব সিরাজুদ্দৌলার ন্যায় কেবল

অহোরহ যড়িন্দ্রেয়েরই সেবা করিয়া থাকেন। সুতরাং তাঁহাদিগকে বাদ দিয়া অবশিষ্ট যাহাদের অন্নবস্ত্রের সংস্থানে কষ্ট উপস্থিত হয়, কেবল সেই কয়েক জন লোকেই ধনোপার্জ্জনের জন্য আজীবনটাই দাসত্বে আত্মসমর্পণ করিয়া টা টা করিয়া দেশ বিদেশ ভ্রমণ করিরয়া থাকেন! বড়ই দুঃখের বিষয় এই যে, এক এক পল্লীগ্রামে সহস্র সহস্র বিঘা উর্ব্বরা জমি শ্মশানবৎ পতিত থাকিয়া বনজঙ্গলে পরিপূর্ণ রহিয়াছে, যে সকল ভূমির অন্ততঃ ৮।১০ বিঘা জমি লইয়া বুদ্ধির সহিত যথাবিধি চাষকারকিৎ করিতে পারিলে হয়ত একটা বড় সংসার অনায়াসেই স্বচ্ছন্দে চলিতে পারে, সেই গ্রামেরই অধিকাংশ লোক কি না পেটের দায়ে কত কত দূরতম দেশে গিয়া ৮।১০টী বা ১০।১৫টী টাকার নিমিত্ত পরাধীনতার কত অসহ্য যন্ত্রণাই না সহ্য করিতেছেন!

বলিতে চক্ষু দিয়া শতধারে জল আইসে যে, মাসিক যে ৮।১০টী বা ১০।১৫টী টাকা উপার্জ্জনের জন্য সাধারণতঃ অধিকাংশ ভদ্রলোকেই স্বদেশ ও স্ত্রী-পুত্রপরিবারাদি আত্মীয় বন্ধুবান্ধব সমস্তকে ছাড়িয়া সুদূরদেশে দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকিয়া অহোরহ যেরূপ মর্ম্মান্তিক যন্ত্রণা অনুভব করে, সে স্থলে দেশের লোক দেশে থাকিয়া সেই ১০।১৫টা টাকা যে সামান্য ২।১০ বিঘা জমিতে শাক কচু জন্মাইয়া খাইলেও অনায়াসেই লাভ করিতে পারে, একথা কেহ একবার ভাবিয়া দেখিয়াছেন কি? অথবা ভাবিলে কি হইবে? সে জ্ঞান অনেকের থাকিলেও এপোড়া সমাজ সে পথে চলিতে দেয় কৈ? দাসত্ব করিয়া স্ত্রী-পুত্রপরিবারবর্গকে অন্ন দিতে না পারে, সে ও ভাল, তথাপি দাসত্ব করুক, অন্ততঃ পূজার সময় লম্বাকোঁচা দোলাইয়া একজোড়া চক্‌চকে চীনের বাড়ীর জুতা পায়ে দিয়া অস্থি-চর্ম্মসার গোপাল আমার বাড়ী আসিয়া সকলকে দেখায়, সেও শ্লাঘার কথা, তবুও কিন্তু বাড়ীতে থাকিয়া কৃষিকার্য্যদ্বারা রাজার ন্যায় সুখে স্বচ্ছন্দে ও নিশ্চিন্তভাবে থাকাও এ হতভাগা সমাজের অভিপ্রেত নহে! ধিক্ সমাজ তোমাকে! শত ধিক্ তোমার অজ্ঞানতাকে!

অতি সহজদৃষ্টিতেই যখন প্রত্যক্ষ দেখা যাইতেছে যে, একজন ভদ্রসন্তান যদি কোন বিদেশে থাকিয়া যৎসামান্য বেতনে চাকুরী করে, তবে তাহার সকল দিকেই দুর্দ্দশা। যথাসময়ে পেট ভরিয়া আহার জুটে না, যাহাও মোটা আহার জুটে, তাহাও হয়ত হজম হয় না, ইচ্ছামত বস্ত্র মিলে না, দাসত্বের

তাড়নায় সুনিদ্রার ব্যাঘাত হয়, কোনরূপ শারীরিক অসুখ ঘটিলে ত ভয়ে ও চিন্তাতেই প্রাণ উড়িয়া যায়, আর পরাধীনতাজন্য যে কতরকম অশান্তি অহোরহ ভোগ করিতে হয়, তাহা সে বেচারীই জানে, আর অন্তর্য্যামী ভগবান্‌ই জানেন; কিন্তু সমধিক অশ্চর্য্য ও যারপরনাই দুঃখের বিষয় এই যে, এত বিড়ম্বনাতেও কিন্তু এ পোড়া সমাজের দোষে সেই দাসত্বই বড় মিষ্ট লাগে। পক্ষান্তরে এই ব্যক্তিই যদি চাকুরীর দিকে না গিয়া স্বদেশে বসিয়া খাজানা করিয়া লইয়াও যদি ২।১ জন লোকদ্বারা ৫।৭ বিঘা জমিতে সময়োপযোগী নানাবিধ তরিতরকারী প্রভৃতির চাষ করে, তাহা হইলে কে না বলিবে যে, তাহার সেই সামান্য বেতনে চাকুরীর অপেক্ষা এরূপ কৃষিকার্য্যে নিশ্চয়ই অধিক অর্থলাভ হওয়ার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা? কে অস্বীকার করিবে যে, এ অবস্থায় তাহার ক্ষুধাতৃষ্ণা যথারীতি হইবে, শাকভাত যাহা হউক, যথাসময় উদরে যাইবে, সুনিদ্রা হইবে, শরীর বলিষ্ঠ ও সম্যক্ সুস্থ থাকিবে এবং প্রকৃতই সে ব্যক্তি দীর্ঘজীবী হইয়া সুখে স্বচ্ছন্দে দিনযাপন করিবে।

বলা বাহুল্য যে, এ সকল কথা বেদবাক্যের ন্যায় দৃঢ়সত্য হইলেও ভারতবাসীর দুর্ভাগ্যদোষে সকল বিষয় এমনই উল্টাইয়া গিয়াছে যে, বর্ত্তমান ভারতের যাহা লইয়া ভাবিবে, তাহাতেই এইরূপ বৈপরিত্য দেখিয়া পদে পদে অবাক্ হইয়া যাইতে হইবে। যদি তাহাই না হইবে, তবে যে কৃষিকার্য্য-জন্য ধনকে স্বর্গের অমৃতসদৃশ বলিয়া ঋষিগণ স্থির করিয়া গিয়াছেন, এবং স্থিরচিত্তে বিচার করিয়া দেখিলে প্রকৃতই যে কৃষি-জন্য ধনের ফল যথার্থই অপরিসীম শান্তিময়, যে ধনের সহিত অন্য আর কোন ধনেরই তুলনা হইতে পারে না, সেই কৃষিজন্য ধনই এখন সর্ব্বাপেক্ষা হেয়! সেই কৃষকগণই এ সমাজে এখন সর্ব্ব নিকৃষ্ট! পক্ষান্তরে যে দাসত্বজন্য ধনকে ঋষিগণ সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট ধনের মধ্যে গণ্য করিয়া চরম অশান্তির আকর বলিয়া বর্ণন করিয়া গিয়াছেন এবং আমরাও প্রতিনিয়ত যে চাকুরীজন্য ধনের ভয়ানক অসুখের বিষয় অনুভব করিয়া আসিতেছি, আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এখনকার কালে সেই চাকুরীজন্য ধনই সর্ব্বোৎকৃষ্ট! চাকুরে ব্যক্তিই আজকালিকার দিনে সকলের অপেক্ষা অধিক মাননীয়! হা ভগবন্! কতকাল তুমি আর ভারতবাসীকে এ মোহ নিদ্রায় নিদ্রিত করিয়া রাখিবে?

ক্রমশঃ—

সম্পাদক।

দেশীয়-স্বাস্থ্যবিজ্ঞানে ভোজনানুসারে সত্বাদি গুণভেদ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, মানবমাত্রেতেই প্রায় সত্বাদি একটী না একটী গুণের স্বভাবতঃ আধিক্য থাকে। অর্থাৎ কোন কোন ব্যক্তি স্বভাবতই সাত্বিক, রাজসিক বা তামসিকগুণবিশিষ্ট হইয়া থাকে। এবং এই ত্রিবিধ ব্যক্তিরই পক্ষে সেইরূপ ভোজ্যদ্রব্যসম্বন্ধেও পার্থক্য দেখা গিয়া থাকে। অর্থাৎ সাত্বিক ব্যক্তির পক্ষে দুগ্ধ, ঘৃত, মাখন, ছানা, সর, মুগ ও ছোলার ডাউল প্রভৃতি স্বভাবতঃ প্রীতিকর হইয়া থাকে; রাজসিক ব্যক্তির পক্ষে অতিশয় কটু (লঙ্কা আদি) অতিশয় অম্ল, অতিশয় লবণ, অত্যুষ্ণ, চাউল, কলাই মটর প্রভৃতি রুক্ষ ভাজাদ্রব্য ও সর্ষপাদি শাক প্রভৃতি দ্রব্য স্বভাবতঃ বড়ই প্রীতিকর হইয়া থাকে। আর তামসিক ব্যক্তির পক্ষে অত্যন্ত শীতলদ্রব্য, পচা মাংস ও মৎস্যাদি, বাসি খাদ্যাদি, উচ্ছিষ্ট অন্নাদি এবং অপবিত্র নানা-প্রকার খাদ্যদ্রব্য স্বভাবতঃ বড়ই প্রীতিকর হইয়া থাকে।

সার্ব্বাঙ্গীন হিন্দুধর্ম্মের বিলোপের সঙ্গে সঙ্গে বর্ত্তমান সময়ে এই খাদ্যাদির বিচার বিতর্কও একপ্রকার লোপ পাইয়া গিয়াছে। ভক্ষ্যদ্রব্যসমূহের সাত্বিক, রাজসিক ও তামসিক বিভাগ করিয়া ভোজন করা দূরের কথা, কোন্ কোন্ আহারীয় দ্রব্যে সত্বাদিগুণত্রয়ের হ্রাস বা বৃদ্ধির সম্ভাবনা, এ জ্ঞানই এখনকার দিনে আর নাই বলিলেই চলে। যদি তাহাই থাকিবে, তবে দেশের আবাল বৃদ্ধবনিতা প্রায় সকলেই মূর্ত্তিমান্ তামসিকভাবগ্রস্ত হইয়া উঠিবেন কেন? সে যাহা হউক, ভোজনের সহিত এই সত্বাদিগুণত্রয়ের যে কি অত্যাশ্চর্য্য ও অনির্ব্বচনীয় সম্বন্ধ আছে, তাহা ধীরভাবে চিন্তা করিলে অপার আনন্দ ও যারপর নাই বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন হইতে হয়; কেবল তাহাই নহে, সাত্বিকে সাত্বিকে, রাজসিকে রাজসিকে ও তামসিকে তামসিকে, পরস্পর পরস্পরের সহিত ব্যক্তিগত মিলনভাব দেখিলেও একবারে অবাক্ হইয়া যাইতে হয়।

মনে করুন সত্বগুণের কার্য্য।—সর্ব্বজীবে দয়া, নিজের ক্ষতিস্বীকার করিয়াও পরোপকারে প্রবৃত্তি, ঘৃত দুগ্ধাদি সাত্বিক আহারে প্রীতি, দ্বেষ, হিংসা ও অভিমানাদি দোষ হইতে রহিত ও পরনিন্দায় অনাস্থা প্রদর্শন আদি স্বর্গীয়ভাব সকল সাত্বিক ব্যক্তিতে লক্ষিত হয়। রজোগুণের কার্য্য;—আমি সকলের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইব, সকলে আমাকে মান্য করিয়া চলিবে, সকলেই আমার অধীনতা স্বীকার করিবে, সুন্দর সুন্দর অট্টালিকা প্রস্তুত করিব, আমার পুত্র কন্যা তাহাতে বাস করিবে ইত্যাদি আমিত্বমূলক অর্থাৎ হাম্‌বড়ী গোচের যাহা কিছু, তৎসমস্তই রাজসিক ব্যক্তিতে লক্ষিত হইয়া থাকে। আর তমোগুণের কার্য্য;—খুব্ মদ্য, মাংস ও মৎস্যভোজন, সুবিধা পাইলেই নিদ্রা-ভোগ ও স্ত্রীতে অত্যন্ত আসক্তি প্রভৃতি তামসিক ব্যক্তিতে লক্ষিত হইয়া থাকে।

যেমন পারদধাতু সহস্র চেষ্টাতেও আর কোন দ্রব্যের সহিতই মিশ্রিত হয় না, অথচ গন্ধকের সহিত সংযোগমাত্রেই তৎক্ষণাৎ উভয়ে এক হইয়া যায়, সেইরূপ এ সংসারে সহস্র চেষ্টাতেও সাত্বিকে রাজসিকে বা তামসিকে সাত্বিকে কোনপ্রকারেই মিল হইতে পারে না। অথচ সমানসত্ব হইলে তৎক্ষণাৎই মিলিয়া যায়। আহা! যেমন গুলিখোর গুলিখোরের সহিত, মাতাল মাতালের সহিত, গাঁজাখোর গাঁজাখোরের সহিত, চোর চোরের সহিত, পরিচয়মাত্রেই তৎক্ষণাৎ মিশিয়া যায়। তেমনি এ সংসারে সাত্বিকের সহিত সাত্বিক ব্যক্তি, রাজসিকের সহিত রাজসিক ব্যক্তি এবং তামসিকের সহিত তামসিক ব্যক্তি দর্শন ও আলাপমাত্রেই তৎক্ষণাৎ পরস্পর পরস্পরের সহিত মিল হইয়া থাকে।

বিষয়টা আরও একটু খোলসা করিয়া বুঝাইতেছি। মনে করুন এই কলিকাতার সহরে ত সকল শ্রেণীরই লোক আছেন, ব্রাহ্মণ আছেন, পণ্ডিত আছেন, রাজা আছেন, জমীদার আছেন, ব্যবসায়ী আছেন, দোকানী আছেন, চাকুরে আছেন, ডাক্তার আছেন, কবিরাজ আছেন, সম্পাদক আছেন, প্রীণ্টার আছেন, মেথর আছেন, হাড়ী আছেন, ফলতঃ না আছেন, এমন লোকই তুমি দেখাইতে পারিবে না। বলা বাহুল্য যে, সমস্ত লোকেই কিন্তু স্বভাবসিদ্ধ, সত্ব, রজ ও তম এই গুণত্রয়ের কোন না কোনটীর সম্পূর্ণ অধীন। অর্থাৎ কেহ সাত্বিক কেহ বা রাজসিক ইত্যাদি। সুতরাং একজন রাজাধিরাজ হয় ত রাজসিক বা তামসিকের চূড়ামণী, পক্ষান্তরে একজন

যৎসামান্য ইতর জাতিও হয় ত সে তুলনায় সত্বগুণাবলম্বী অর্থাৎ একজন রাজা বা তৎসদৃশ ব্যক্তির শরীরে তুমি যে পরিমাণে দয়া দাক্ষিণ্য ও পরোপকারে প্রবৃত্তি আদি সাত্বিকগুণ খুঁজিয়া না পাইবে, হয়ত তদপেক্ষা অধিক পরিমাণে ঐ সমস্ত গুণ একজন যৎসামান্য লোকের শরীরেও লক্ষিত হইয়া থাকে।

কেবল তাহাই নহে, ইহার মধ্যে আরও একটা বড়ই আশ্চর্য্যের কথা এই যে, একজন রাজা বা তৎসদৃশ ব্যক্তি যদি সত্বগুণপ্রধান হয়, তাহাহইলে তিনি সাত্বিক দীনদুঃখীকে দেখিয়াও পরম সমাদরে স্থানদান করিয়া থাকেন। পক্ষান্তরে তিনি যদি ঘোর তামসিক বা রাজসিক হন, তবে কোন সাত্বিক ব্যক্তিই তাঁহার নিকট আদরণীয় হইতে পারে না।

যাঁহারা এই গুণত্রয়ের উপর লক্ষ্য রাখিয়া ইহাদের মাহাত্ম্যের বিষয় চিন্তা ও পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, কেবল তাঁহারাই জানেন যে, সত্বাদি তুল্যগুণের সহিত সত্বগুণের কেমন আশ্চর্য্য মিলন হইয়া থাকে। দেখিয়াছি—রাজা নিজে সাত্বিক হইলে তাঁহার সম্বন্ধীয় যত লোক সভাসদ হইতে দাস দাসী দ্বারবান্ পর্য্যন্ত এমন কি সে বাড়ীর টীক্‌টিকাটী পর্য্যন্ত যেন সত্বগুণের অবতার হয়; পরন্তু যে রাজা রজ বা তমোগুণে পরিপূর্ণ, তাঁহার সম্পর্কীয় সমস্ত লোকই যেন জ্বলন্ত রজ বা তমোগুণবিশিষ্ট। বলা বাহুল্য যে, এ সমস্ত ধনীগণের যে কোন লোকের সহিত সংস্রব, তাঁহারাও সকলেই প্রায় সেই রাজারই গুণানুসারে গঠিত। কেননা সত্বাদি অসমান গুণাবলম্বী ব্যক্তি ত সে স্থানে ক্ষণকালও তিষ্ঠিতে পারে না। সুতরাং ধনীসম্প্রদায়ই বল, আর সম্পাদকাদি ব্যবসায় সম্প্রদায়ই বল, গুণের সামঞ্জস্য ভিন্ন যে কোনমতেই পরস্পর মিলন হইতে পারে না, ইহা সর্ব্ববাদীসম্মত।

আরও দেখা যায় যে, প্রকৃত সাত্বিক ব্যক্তিকে রাজসিক বা তামসিক ব্যক্তিরা যেন একটা বন্য জন্তুর ন্যায় মনে করিয়া উপেক্ষা করে; এরূপ স্থলে তাহারা নির্লোভ, শান্তচিত্ত ও দেবতাসদৃশ সাত্বিক ব্যক্তির হাবভাবের সহিত নিজেদের অন্তরের ভাবের তুলনা করিয়া নিশ্চয়ই ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া থাকে। তাই প্রথমেই বলিয়াছি যে, সত্ব, রজ ও তমোগুণের সামঞ্জস্য ভিন্ন কখনও কোন ব্যক্তির সহিত কোন ব্যক্তির আন্তরিক প্রেম সংস্থাপিত হইতে পারে না।

ক্রমশঃ—

সম্পাদক।

সম্ভবতঃ সর্ব্বদা অধিক রোগাক্রান্ত হয় কাহারা?

রোগ, শোক, জরা ও মৃত্যুর হাত হইতে যে এ সংসারে কাহারও কোনমতেই অব্যাহতি নাই, এ কথা বলাই বাহুল্য। কিন্তু তাহা হইলেও এ কথাও অতিসত্য যে, এই রোগশোকাদি কিন্তু সাধারণের উপর সমানভাবে আধিপত্য স্থাপন করিতে পারে না। কেননা দেখা যায়, কোন কোন ব্যক্তি যেন কেবল রোগযন্ত্রণা ভোগ করিবার জন্যই এ পাপসংসারে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, সে সমস্ত লোক আজীবনের মধ্যেই প্রকৃত স্বাস্থ্যসুখ কি, তাহা যেন আদৌ উপলব্ধিই করিতে সমর্থ হয় না। আবার কোন কোন ব্যক্তি বা চিরকালটা শোকাতুর অবস্থাতেই দিন যাপন করে। যেন ভগবান্ তাহাদিগকে শোকের বোঝা মাথায় দিয়াই ভূমণ্ডলে পাঠাইয়া দিয়া থাকেন। কোন্ কোন লোক আবার এমনই হতভাগ্য যে, যেন নবযৌবনেই তাহাদের বার্দ্ধক্য আসিয়া পড়ে অর্থাৎ পান ভোজন, আচার, ব্যবহার, ভ্রমণ ও মৈথুনাদি স্বাভাবিক ক্রিয়াগুলি যেন নবযৌবনেই অশীতিপর বৃদ্ধের ন্যায় ভয়ে জড়সড় হইয়া নির্ব্বাহ করিতে হয়। অবশিষ্ট মৃত্যুর কথা ত আর এস্থলে অধিক কিছুই বলিবার নাই। কেননা শোক ও জরামৃত্যু প্রভৃতির বিষয় এ প্রবন্ধে আলোচ্য নহে। সুতরাং সাধারণতঃ কোন্ কোন্ ব্যক্তি সর্ব্বদা অধিক পীড়াভোগ করে, তাহাই নিম্নে সংক্ষেপে বলিতেছি; চরক বলেন;—

"সদাতুরাঃ শ্রোত্রিয়রাজসেবকা-
স্তথৈব বেশ্যাঃ সহ পণ্যজীবিভিঃ।"

অর্থাৎ শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ (যে সকল ব্রাহ্মণ অর্থলোভে সর্ব্বদা ব্রতাহ্নিক ও যাজ্যক্রিয়াদি করিয়া বেড়ায়), রাজসেবক (যাহারা রাজার সেবা অর্থাৎ রাজসংস্রবে চাকুরী করিয়া জীবন ধারণ করে। আর রাজা ভিন্ন জমীদার বা অন্য ব্যবসায়ী বা মহাজনদিগের সেবকেরা ত বটেনই), বেশ্যা এবং পণ্যজীবী (যাহারা ক্রয়বিক্রয়াদি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে অর্থাৎ দোকানদারগণ) এই সমস্ত ব্যক্তি প্রায় সর্ব্বদাই ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া থাকে।

কস্মাৎ ? কিন্তু কেন ?

কিজন্য ঐ সকল ব্যক্তিই অধিক রোগাক্রান্ত হয় ? উত্তরে চরক বলিতেছেন ;—

দ্বিজো হি শিষ্যাধ্যয়নব্রতাহ্নিক-
ক্রিয়াদিভির্দ্দেহহিতং ন চেষ্টতে।
নৃপোপসেবী নৃপচিত্তরক্ষণাৎ
পরানুরোধাদ্বহুচিন্তনাদ্ভয়াৎ ॥
নৃচিত্তবর্ত্তিন্যুপচিত্ততৎপরা
মৃজা বিভূয়া নিরতা পরাঙ্গনা।
সদাসনাদর্থনুবন্ধবিক্রয়-
ক্রয়াদিলোভাদপি পণ্যজীবিনঃ ॥

অর্থাৎ ঐ সমস্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণগণ সর্ব্বদা শিষ্যগণকে অধ্যয়ন এবং ব্রতাহ্নিকক্রিয়াকলাপে ব্যস্ত থাকায় স্বীয় শরীরের কিছুমাত্র মঙ্গলচেষ্টা করেন না। আর যাঁহারা সর্ব্বদা রাজসেবা কিংবা কোন জমীদার বা যে কোন ব্যক্তিরই হউক সেরা অর্থাৎ চাকুরীতে নিযুক্ত থাকেন, তাঁহারা সর্ব্বদাই রাজার কিংবা স্বস্ব প্রভুর মনস্তুষ্টির জন্য বিশেষতঃ অন্যান্য ব্যক্তির অনুরোধে এবং অতিশয় চিন্তা ও ভয়বশতঃ স্বকীয় শরীরের প্রতি যত্ন করিতে কোনমতেই প্রায় সমর্থ হন্ না। অপর বেশ্যারা সর্ব্বদাই পরপুরুষের চিত্তানুবর্ত্তিনী হইয়া যাহতে পুরুষগণ সন্তুষ্ট থাকে, সেই জন্য সর্ব্বতোভাবেই যত্নবতী থাকে এবং সর্ব্বদা গাত্রমার্জ্জন ও বেশভূষাসম্পাদনে নিযুক্ত থাকে বলিয়া তাহারাও স্বস্ব শরীরের প্রতি তাদৃশ যত্ন করিতে পারে না। সেইরূপ ব্যবসায়ী লোকগণ অর্থাৎ দোকানদারগণ অর্থের জন্য ক্রয়বিক্রয়াদির লোভে পড়িয়া সময়মত আহারাদি করিতে পারে না, সুতরাং শরীরের প্রতিও যত্ন করিতে সমর্থ হয় না। যেহেতু চরক বলেন ;—

সদৈব তে হ্যাগতবেগনিগ্রহং
সমাদিকালে চ ন কালভোজনং।

অকালনির্হারবিহারসেবিনো
ভবন্তি যেন্যেঽপি সদাতুরাশ্চ তে ॥

অর্থাৎ ঐ সমস্ত ব্যক্তি পূর্ব্বোক্ত কারণবশতঃ মলমূত্রাদির উপস্থিত বেগরোধ করে এবং যথাসময়ে স্নানভোজনাদি করিতে পারে না বলিয়া সর্ব্বদাই ব্যাধিগ্রস্ত হয়। অপর অন্যান্য যে সমস্ত ব্যক্তি অসময়ে আহারবিহারাদি করে, তাহারাও সর্ব্বদা ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া থাকে।

চরকের এই শেষোক্ত উক্তিতে দেখা যায় যে, এ সংসারে যে সমস্ত লোক যতই অধিক পরিমাণে আহারবিহারাদির অত্যাচার করিয়া চলে, তাহারাই ততই অধিকপরিমাণে রোগভোগ করিয়া শীঘ্র শীঘ্র মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া থাকে। এ সকল স্থলে কোন কোন অজ্ঞ লোক আপত্তি তুলিয়া থাকে যে, অমুক ব্যক্তি এত অধিক অত্যাচারী হইয়াও বেশ সুস্থ আছে, অথচ অমুক ব্যক্তি অতি সাবধান সন্তর্পণে থাকিয়াও সর্ব্বদা পীড়িত হইয়া থাকে। বলা বাহুল্য যে, এ যুক্তি কোন কার্য্যেরই নহে, ইহা নিতান্তই বালকের কথা। তবে আপাতদৃষ্টিতে যাহা ভাল বলিয়া নির্ব্বোধেরা বিবেচনা করে, তাহা নিশ্চয়ই ক্ষণস্থায়ী, অচিরাৎই তাহার ফল নিশ্চিতই মন্দ হইয়া পড়ে।

সে যাহা হউক, সদাচার, সৎস্বভাব ও পরিমিতাহারের বশবর্ত্তী হইয়া চলিলেই যে অপেক্ষাকৃত অনেকাংশে নীরোগ অবস্থায় দীর্ঘজীবী হওয়া যায়, ইহাতে আর কিছুমাত্রও সন্দেহ নাই। চরক সেই জন্যই গাহিয়াছেন ;—

"তস্মাদ্ধিতাচারমূলং হি জীবনং"

অর্থাৎ হিতাচার-মূলই জীবন। আহা কি জলন্ত সত্যকথা! ক্রমশঃ—

সম্পাদক।

শিশুর সর্দ্দিকাসির পক্ষে তুলসীর ন্যায় মহৌষধ আর দ্বিতীয় নাই।

এদেশের অবস্থা দিন দিন ভিতর ভিতর যে কি অনির্ব্বচনীয় শোচনীয়ভাবে পরিণত হইতেছে, তাহা ভাবিতে গেলে যথার্থই প্রাণ ওষ্ঠাগত হইয়া আসে। প্রকৃতই এক একটা তুচ্ছাতুতুচ্ছ ঘটনা লইয়া এক আধটা যৎসামান্য দৃষ্টান্ত

দেখিয়া সময় সময় মন এতই খারাপ হইয়া পড়ে, প্রাণের ব্যাকুলতা এতই অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি হইয়া উঠে, যেন অগত্যা যথার্থই মৃতুকে পর্য্যন্ত আলিঙ্গন করিতে ইচ্ছা হয়।

অথবা কি উপলক্ষে কেন এ স্থলে আজ এসকল কথা তুলিয়া নিতান্তই বালকের ন্যায় প্রলাপ বকিতেছি, তাহাই অগ্রে বলি; চক্ষে আঙুল দিয়া দেখাইয়া দিই যে, এরূপ স্থলে একজন অতি নির্ব্বোধ ব্যক্তিও যদি একটু চিন্তা করিয়া দেখে, তবে তাহারও ক্ষোভে দুঃখে ক্রোধে বুক ফাটিয়া যাওয়া উচিত কিনা? এখনও ১০।১২ দিনের অধিক অতীত হয় নাই, একদিন রাত্রি ৮ টার সময় আমি বাহির হইতে বাটীতে প্রত্যাগমন করিয়া দেখিলাম আমার একজন বিশেষ পরিচিত নিতান্ত ভালমানুষ গোবেচারীগোচের বন্ধু কিছু বিমর্শভাবে আমাদের বাহিরের ঘরে বসিয়া আছেন। বিমর্শভাব দেখিয়া জিজ্ঞাসায় জানিলাম যে, তাঁহার ৬ দিনমাত্র বয়স্ক একমাত্র পুত্র সন্তানটীর বুকে সর্দ্দিবসিয়া যাওয়াতেই তিনি ভীত ও শশব্যস্ত হইয়া তাঁহার খালপারের বাড়ীতে একজন উপযুক্ত হোমিওপ্যাথ ডাক্তারকে তৎক্ষণাৎ লইয়া যাওয়ার জন্যই এখানে আসিয়াছেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় ডাক্তার বাবু বাহিরে যাওয়াতে তাঁহার সহিত দেখা না হওয়াতেই তিনি অগত্যা আমাদের বাসায় বসিয়া তামাক খাইতেছেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম ছেলেটী মাত্র ৬ দিন জন্মিয়াছে, সুতরাং সর্দ্দিটা জন্মের দিন হইতেই হইয়াছে, না পরে হইয়াছে? উত্তরে তিনি বলিলেন যে, তিন দিনের দিন হইতে অল্প সর্দ্দি আরম্ভ হইয়া আজ বুকে সর্দ্দি বসিয়া শিশুটী এমন হাস্‌পাঁস করিতেছে, বিশেষতঃ তাহার এমন দম আটকাইয়া যাইতেছে যে, তাহার আর জীবনের আশা নাই বলিলেই চলে। এই বলিয়া তিনি কাঁদিয়া ফেলিলেন।

সন্তানসন্ততির মায়াজালে যাঁহারা রীতিমত জড়িত, তাঁহাদিগকে বোধ হয় আর শিশুর পিতার উপস্থিত অবস্থা বুঝাইয়া দিতে হইবে না। যাহা হউক, অবস্থা বুঝিয়া আমি তাঁহাকে বলিলাম যে, রাত্রি প্রায় ৯৷৷০ টারও অধিক হইয়াছে, বিশেষতঃ এতরাত্রে ডাক্তার বাবু ৮৲ টাকা দর্শনী ও অন্ততঃ ২৲ টাকা গাড়ীভাড়া ভিন্ন কখনই খালপারে যাইতে সম্মত হইবেন না। ইহা ছাড়া ঔষধের মূল্য ত আছেই। অতএব ৬ দিনের ছেলের জন্য আমার বিবেচনায় এত হাঙ্গামা করার কোন প্রয়োজনই নাই। বাঁচিবার হয় ভগবান্ বাঁচাইবেন,

অন্যথা অদ্যই মরিবার হইলে ডাক্তারের পিতামহ গিয়াও রক্ষা করিতে পারিবেন না। এই বলিয়া আমি আমার সাধ্যমত নানাপ্রকারে তাঁহাকে বুঝাইয়া ডাক্তার লইয়া যাওয়া সম্বন্ধে অমত করিবার চেষ্টা করিলাম। কিন্তু তিনি তাহা না শুনিয়া পুনর্ব্বার সেই ডাক্তার বাবুর বাটীতে গেলেন, কিন্তু তিনি তখনও বাটীতে আসেন নাই এবং খুব্ শীঘ্রই যে আসিবেন, সে সম্ভাবনাও নাই দেখিয়া অগত্যা আমার নিকট ফিরিয়া আসিয়া আমাকেই লইয়া যাইবার জন্য জেদ করিতে লাগিলেন। কিন্তু ঠিক্ এরূপ অবস্থায় অর্থাৎ একজনের উপর বিশ্বাস ও ভক্তি থাকা সত্ত্বেও বিশ্বাসের ও ভক্তির অপনোদন করিয়া সে স্থলে যে কোন চিকিৎসকেরই যাওয়া কর্ত্তব্য নহে, ইহা ভাবিয়া আমি কোনমতেই যাইতে সম্মত হইলাম না। বিশেষরূপ পীড়াপীড়ি করিলেও আমি যখন স্বীকার করিলাম না, তখন অগত্যা তিনি বলিলেন যে, যদি একান্তই যাওয়া না হয়, তাহা হইলে এমন একটা ঔষধ বা মুষ্টিযোগের বিষয় বলিয়া দাও, যাহাতে কিছু উপকার হইতে পারে। আমিও আহ্লাদের সহিত এ প্রস্তাবে সম্মত হইয়া বলিয়া দিলাম যে, কেবল তুলসীপাতার রস অর্দ্ধঝিনুক ও ১০ ফোটা আন্দাজ উৎকৃষ্ট মধু একত্রে মিশ্রিত করিয়া শিশুটীকে প্রত্যেক এক ঘণ্টান্তর খাওয়াইতে থাকিবে। আর যদি বুকে সর্দ্দিবসার জন্য টান অর্থাৎ হাঁপানির ন্যায় বোধ হয়, তাহা হইলে অত্যল্প পুরাতন ঘৃত বুকে আস্তে আস্তে মালিশ করিয়া দিবে। এবং বাঁচিয়া থাকিলে আগামী কল্যপ্রাতে সংবাদ দিবে। এই বলিয়া তাঁহাকে বিদায় করিলাম।

পরদিন প্রাতে ৮ টার সময় তিনি আমার নিকট আসিয়া যে সংবাদ দিলেন, তাহা শুনিয়া সকলেই বেশ বুঝিতে পারিবেন যে, দেশের অবস্থা প্রকৃতপক্ষেই কতদূর শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছে। সাধারণের সংস্কার যথার্থই কি ভয়ানকরূপেই বিগড়াইয়া গিয়াছে। গৃহস্থিত মণিকাঞ্চন রাশিকে আমরা প্রতিনিয়তই পদাঘাত করিয়া বোকার ন্যায় কিরূপে কাচরাশিকে আলিঙ্গন করিতে শিখিয়াছি! শিশুর পিতা বলিলেন; আপনার ব্যবস্থিত উভয় ঔষধের অর্থাৎ তুলসীপাতার রস এবং মধু এবং বুকে পুরাতন ঘৃত মালিশের মধ্যে আমি বাটীতে গিয়া পুরাতন ঘৃত না পাওয়ায় প্রথমে তুলসীপাতার রস অর্দ্ধঝিনুক ও মধু অল্পসহ সেবন করিতে দিলাম। যেন প্রথমবার একপান সেবনেই কিছু

উপকার বোঝা গেল অর্থাৎ শিশুটী যেরূপ হাঁস্‌পাঁস্‌ করিতেছিল, তদপেক্ষা যেন কিছু নরম পড়িল। তারপর একঘণ্টা বাদে আর একপান ঔষধ সেবন করান হইল। কিন্তু ১০ মিনিট পরেই সে ঔষধ বমি করিয়া ফেলিল, তৎক্ষণাৎ আবার একপান দেওয়া গেল। এবারে ঔষধ দেওয়ামাত্রেই কতকটা শ্লেষ্মার সহিত এমন বমি করিল যে, বমনের পরেই দেখা গেল, শিশুটী অনেকাংশে সুস্থ হইয়াছে। সে হাঁস্‌পাঁস্‌ভাব ও হাঁপানিভাব প্রায় একবারেই কমিয়া আসিল। রাত্রে আর তাহাকে কোন ঔষধই দেওয়া হয় নাই। সে অনেকটা নির্ব্বিঘ্নে ঘুমাইয়াছে এবং এখন দেখিয়া আসিলাম যে, সে একরকম সম্পূর্ণই সুস্থতা লাভ করিয়াছে। অবশেষে আমাকে আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে বাটী চলিয়া গেলেন।

তিনি ত পুত্রের আরোগ্যজন্য মহান্ আনন্দেই গৃহাভিমুখে চলিলেন, আর এরূপ স্থলে এরূপ অভাবনীয় আরোগ্যসংবাদে আমাদেরও অবশ্য যথোচিত আনন্দিত হওয়াই উচিত। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, এ সকল ক্ষেত্রে এরূপ অসাধারণ ও অভাবনীয় আরোগ্যসংবাদে আমাদের ভাগ্যে সুখ বা আনন্দের পরিবর্ত্তে প্রায়শ গভীর দুঃখ ও অসীম নিরানন্দভাবই ঘটিয়া থাকে। কেননা আরোগ্যজন্য যৎকিঞ্চিৎ আনন্দের তুলনায় যখন একটু তুলসীপাতার রস ও মধুর সহিত ডাক্তারের ৮৲ টাকা দর্শনী আদির কথা ভাবিলাম, তখন আমাদের অন্তঃকরণ সত্যসত্যই যে কিরূপ উদ্বেলিত হইয়াছিল, স্বদেশ-প্রেমিক সুধীর পাঠকের নিকট সে পরিচয় আর না দেওয়াই সঙ্গত।

সম্পাদক।

নাসিকা বিষয়ে নূতন তত্ত্ব।

নাসিকাদ্বারা দুই রকম কার্য্য নির্ব্বাহ হয়। নাসিকা ঘ্রাণেন্দ্রিয় অর্থাৎ নাসিকাদ্বারা আমরা সর্ব্বপ্রকার গন্ধ টের পাইয়া থাকি। দ্বিতীয়তঃ, নাসিকা বায়ু গমনের পথ; নাসিকারদ্বারা বাহ্যিক বায়ু গ্রহণ করিয়া আমরা শরীরের ভিতরে গ্রহণ করি। নাসিকার ঘ্রাণ গ্রহণশক্তির উপকারিতা সম্বন্ধে এই বলা যাইতে পারে যে, কোনও প্রকার অনিষ্টকারী দুর্গন্ধ বাষ্প নাসিকাপথ দিয়া শরীরের ভিতর প্রবেশ করিতে গেলেই আমরা টের পাইয়া থাকি এবং

তন্নিবারণে যত্নবান্ হই। যেমন খাদ্যের সহিত জিহ্বার সম্বন্ধ, সেইরূপ বায়ুর সহিত নাসিকার সম্বন্ধ। মুখের দ্বারে জিহ্বা রহিয়াছে—খাদ্য পরীক্ষার জন্য, আর বায়ুপথের দ্বারে রহিয়াছে নাসিকা—বায়ু পরীক্ষার জন্য। যাই কোন বিষাক্ত বা অনিষ্টকারী দ্রব্য আহার করিতে যাই, অমনি জিহ্বা বলিয়া দেয় উহা খাইও না—খাইলে তুমি কষ্ট পাইবে। আর যাই আমরা শরীরের পক্ষে অহিতকারী কোনও বাষ্প বায়ুর সহিত গ্রহণ করিতে যাই, নাসিকা অমনি বলিয়া দেয়, ঐ বায়ু তোমার ফুস্‌ফুসে গ্রহণ করিও না—করিলে পীড়াদায়ক হইবে। এইত গেল নাসিকার এক কায—বায়ু পরীক্ষা করা। তারপর খাদ্যের সম্বন্ধে যেমন দাঁত, বায়ুর সম্বন্ধে তেমনি নাসিকা। দাঁতে খাদ্য দ্রব্যকে পরিপাকের উপযোগী করিয়া লয়, কঠিন খাদ্য দ্রব্যকে নরম করে—খাদ্য দ্রব্যকে গুঁড়া করিয়া নূতন করিয়া প্রস্তুত করে। নাসিকা সেইরূপ বায়ুকে পরিষ্কার করিয়া শরীরের উপযোগী করিয়া লয়—বায়ুকে নূতন করিয়া তৈয়ার করিয়া লয়। অতএব আমাদের পক্ষে নাক দিয়া ভাত খাওয়া যেমন অস্বাভাবিক, নাক বন্ধ করিয়া মুখ দিয়া শ্বাসগ্রহণ করাও তেমনি অস্বাভাবিক অনেকেই কিন্তু এ কথাগুলি ভাবিয়া দেখেন না।

নাসিকা যন্ত্র বহির্ব্বায়ুকে তিন রকমে প্রস্তুত করে। ১ম, বায়ুকে উষ্ণ করে; ২য়, শুষ্ক বায়ুকে আর্দ্র করে; ৩য়, অপরিষ্কার বায়ুকে ছাঁকিয়া (ফিল্টার করিয়া) পরিষ্কার করিয়া লয়। আশেন ব্রানট নামক একজন জর্ম্মণি পণ্ডিত পরীক্ষাদ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন যে, নাসিকার এই সকল গুণ আছে। তিনি কতকটা বায়ু লইয়া কৌশলক্রমে এক নাক দিয়া পূরিয়া অপর নাক দিয়া বাহির করিয়াছিলেন। অবশ্য, শ্বাসনলীতে ঐ বায়ু প্রবিষ্ট হইবার পূর্ব্বেই ঐ বায়ুকে ধরা হইয়াছিল। তারপর ঐ বায়ুকে পরীক্ষা করিয়া দেখা যায় যে, উহার তাপ বৃদ্ধি হইয়াছে। এই তাপবৃদ্ধি নিতান্ত অল্প নহে। যদি বহির্ব্বায়ুর তাপ ৪৩° হয়, তবে ঐ বায়ু নাসিকায় প্রবিষ্ট হইয়া বাহির হইলে উহার তাপ পরিমাণ ৮৬° হয় অর্থাৎ দ্বিগুণ বৃদ্ধি হয়। এইরূপে বায়ু নাসিকার ভিতর উষ্ণ হইয়া পরে শ্বাসনলীতে প্রবেশ করে। পুনশ্চ কতকটা শুষ্ক বায়ু লইয়া ঐরূপ ভাবে নাসিকার ভিতর দিয়া পরীক্ষা করিলে জানা যায় যে, প্রতিদিন ২৪ ঘণ্টায় মনুষ্য যত পরিমাণ বায়ু শরীরে গ্রহণ করে, ঐ পরিমাণ বায়ুতে প্রায় আধ সের পরিমাণ জলীয়ভাগ বৃদ্ধি হয়। দেহতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতেরা

এতদিন শিখাইয়া আসিতেছেন যে, শ্বাস পরিত্যক্ত বায়ুর আর্দ্রতা সমস্তই ফুস্‌ফুস্ হইতে গৃহীত, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। বহির্ব্বায়ু অপেক্ষা শ্বাস পরিত্যক্ত বায়ুতে বেশী জলীয়ভাগ থাকে, ইহা সকলেই জানেন, কিন্তু এই জলীয়ভাগের অধিকাংশই নাসিকা হইতে গৃহীত, ফুস্‌ফুস্ হইতে নহে। ফুস্‌ফুস্ হইতে বায়ু আর্দ্র হইলে আর একটা অপকার হইত। যখন ফুস্‌ফুস্‌স্থ বায়ু ফুস্‌ফুসের রক্ত হইতে জলীয়ভাগ গ্রহণ করিয়া আর্দ্র হয়, সেই সময়ে ঐ জলীয় ভাগ বাষ্পাকারে বায়ুর সহিত মিশ্রিত হয়। কিন্তু জলীয়ভাগ বাষ্পাকার ধারণ করিবার সময় ফুস্‌ফুসের রক্ত হইতে অনেক পরিমাণে উত্তাপ কমিয়া যায়। যেমন ঘাম নির্গত হইলে শরীর ঠাণ্ডা হয়, এও সেইরূপ। এইরূপ রক্ত হইতে উত্তাপ চলিয়া যাওয়ায় ফুস্‌ফুসের রক্ত ঠাণ্ডা হয়। ফুস্‌ফুসের রক্ত ঠাণ্ডা হইতে গেলেই, ঐ ঠাণ্ডা রক্ত সংস্পর্শে ফুস্‌ফুসের পাতলা বায়ুকোষের সূক্ষ্ম পরদাগুলি শীতল হইয়া তাহাদের পীড়া হয়—অর্থাৎ সর্দ্দি হয়। তাহা হইলেই হয় ব্রংকাইটিস্ না হয় নিউমোনিয়া রোগ উপস্থিত হয়।

নাসিকার লোমগুলি অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম পরমাণু সকল আটক করিতে পারে না; কিন্তু বায়ু মধ্যে সূক্ষ্ম ধূলিকণা মিশ্রিত থাকিলে ঐ সকল আটক পড়ে—ফুস্‌ফুসে প্রবেশ করিতে পারে না। রসায়নবেত্তা টিন্‌ডাল (Tyndall) পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, ফুস্‌ফুসের খুব ভিতরকার বায়ুতে প্রায় ধূলিকণা থাকে না। অপেক্ষাকৃত বড় বড় শ্বাসনলীগুলিতে যে বায়ু থাকে, তাহাতে ধূলিকণা থাকে। অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম পরমাণু নাসিকাপথ দিয়া যে ফুস্‌ফুসে প্রবেশ করিতে পারে, তাহার প্রমাণ আছে। যাহারা পাথুরিয়া কয়লার খনিতে কায করে, তাহাদের ফুস্‌ফুসের বায়ুকোষের ভিতর সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কয়লার গুড়া প্রবিষ্ট হইয়া একরূপ পীড়া উৎপন্ন করে। ঐরূপ লোকের পুস্‌ফুসে কাল কাল কয়লার দাগ দেখা যায়। কিন্তু এইরূপ কয়লার গুড়া সঞ্চয় বহুকালে হয়।

অধুনা অনেক চিকিৎসকের মত এই যে, হাম বসন্ত প্রভৃতির সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বীজ সকল বায়ুর সহিত শরীরে প্রবেশ করিয়া ঐ সকল রোগ উৎপন্ন করে। অনেকে ইহাও বিশ্বাস করেন যে, রক্তের শ্বেত কণিকা সকল ঐ সকল সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম রোগ বীজকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া গিলিয়া ফেলে। পাঠক যেন এমন মনে না করেন যে, রক্তের শ্বেত কণিকা সকল সত্য সত্যই ঐ সকল রোগবীজের সহিত হাতাহাতী লাঠালাঠী যুদ্ধ করে। মূল কথা এই যে, ঐ সকল

রক্তের শ্বেতকণিকা রোগবীজ সকলকে যে কোনও প্রকারে হউক নষ্ট করে। কিন্তু যদি শ্বেতকণিকা সকল অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল হয়, তাহা হইলে রোগবীজ সকলই যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া শ্বেত কণিকা নষ্ট করে। এখন যাহারা নাক দিয়া নিশ্বাস না লইয়া মুখ দিয়া লয়, তাহাদের পক্ষে কি ঘটিতে পারে দেখ। যে ব্যক্তি মুখ দিয়া নিশ্বাস লয়, তাহার বাতাস অবশ্যই শুষ্ক থাকে—শুষ্ক বায়ু ফুস্‌ফুসে গ্রহণ করে। ঐ শুষ্ক বায়ু ফুস্‌ফুসে প্রবেশ করাতে ঐ বায়ুকে আর্দ্র করিবার জন্য ফুস্‌ফুসের রক্তের জলীয় ভাগ যে সময় বাষ্পাকার হয়, সেই সময়ে ফুস্‌ফুসের রক্ত ঠাণ্ডা হয়। আবার আরও দেখ, নাসিকার ভিতর দিয়া বায়ু গমন করিতে না পারাতে বাহিরে বাতাস যেমন ঠাণ্ডা ছিল, সেইরূপ ঠাণ্ডা অবস্থাতেই ফুস্‌ফুসে গমন করে; ঐ শীতল বাতাস সংস্পর্শেও ফুস্‌ফুসের রক্ত ঠাণ্ডা হয়। ফুস্‌ফুসের রক্ত অস্বাভাবিকরূপে শীতল হইলেই রক্তের শ্বেতকণিকা সকলের প্রাণ লইয়া টানাটানি হয়—তাহারা নির্জীব হইয়া পড়ে। এইরূপ নির্জীব হইলেই রোগবীজ সকলই যুদ্ধে জয়ী হয় এবং শ্বেত কণিকা সকলকে গিলিয়া ফেলে। মনেকর একজন লোক নাক দিয়া নিশ্বাস লয়, আর একজন মুখ দিয়া নিশ্বাস লয়। এই দুইজনে একজন হাম রোগগ্রস্ত রোগীর শুশ্রূষায় প্রবৃত্ত হইল। হাম ছোঁয়াচে রোগ। এখন ঐ রোগীর সংস্পর্শে কাহার হাম হইবার সম্ভাবনা বেশী? যে ব্যক্তি মুখ দিয়া নিশ্বাস লয়, তাহারই বেশী। এই সিদ্ধান্ত অনুসারে যে বাড়ীতে কোনও ছেলের হাম হয়, সে বাড়ীতে যে সকল ছেলের পূর্ব্ব হইতেই সর্দ্দি হইয়া নাক বুজিয়া আছে বা যাহাদের নাক দিয়া সর্ব্বদাই শ্লেষ্মা পড়িতেছে, সেই সকল ছেলেরাই সর্ব্বাগ্রে হামদ্বারা আক্রান্ত হইবে। কারণ তাহারা নাক বন্ধ হওয়ায় মুখ দিয়া শ্বাস গ্রহণ করে। ভিষক্‌দর্পণ।

ডাক্তার শ্রীপুলিনচন্দ্র সান্ন্যাল, এম্, বি।

সম্পাদকীয় বক্তব্য।

ডাক্তার পুলিনবাবুর লিখিত এ সকল বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের উপর কোনরূপ মন্তব্য প্রকাশ করি, এমন ক্ষমতা আমাদের নাই; কেননা আমরা নেটিব্ চিকিৎসকগণ যে একবারেই বিজ্ঞানব্যাপার হইতে দূরে অবস্থিতি করিয়া থাকি, তাহা বোধহয় সকলেই অবগত আছেন।

সম্পাদক।

অবলা-বান্ধব।

অষ্টমাধ্যায়।—যোষাপস্মার।

জয়া। আর বাঁচি না। এমন করিয়া দিবারাত্রি পরিশ্রম করিলে কি শরীর টেকে?. না মনেরই কিছু শান্তি জন্মে?

বিজয়া। কেন বোন! আজ তুমি এরূপ কথা বলিতেছ কেন? সংসারে কর্ম্ম ভিন্ন যে আর কিছুই নাই, কর্ম্মের জন্যই জন্মগ্রহণ—কর্ম্মের জন্যই জীবন ধারণ। কর্ম্ম না করিলে যে ক্ষণকালের জন্যও শান্তি লাভ হয় না, তাহা আর কেমন করিয়া তোমাকে বুঝাইয়া দিব?

জয়া। তাই বলিয়া কি এত পরিশ্রম করা যায়? তাও আবার পরের জন্য?

বিজয়া। কে আত্মীয়? কে পর? তাহা কি তুমি নিশ্চয়রূপে বলিতে পার?

জয়া। কেন স্বামী ভিন্ন স্ত্রীলোকের পক্ষে আর কে আত্মীয় হইতে পারে? তবে পুত্রকন্যা ও পিতা মাতাকেও আত্মীয় বলা যায়।

বিজয়া। তুমি নিতান্ত ভ্রান্ত। এতকাল পর্য্যন্ত সংসারের কার্য্যাদি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া আজও যে তোমার আত্মপর জ্ঞান হয় নাই, ইহা নিতান্তই দুঃখের বিষয়। কীটপতঙ্গাদি নিকৃষ্ট প্রাণীগণ কেবল আপনাপন শরীরকেই সর্ব্বদা আপন বলিয়া মনে করে। তদ্ভিন্ন জগতের প্রত্যেক বস্তুই তাহাদিগের নিকট পর। তাহাদিগের স্বামীর কোনও স্থিরতা নাই, যখন যাহাকে পায়, তখন তাহার সঙ্গে ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করে। সন্তানগণ যত দিনপর্য্যন্ত গর্ভ মধ্যে অবস্থিতি করে, কেবল ততদিনই তাহাদিগকে আত্মীয়ভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করিতে থাকে, যেই গর্ভ হইতে বিনিষ্ক্রান্ত হয় হয়, অমনি তাহারাও পর হইয়া দাঁড়ায়। আবার পশুপক্ষীদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত কর, তাহাদিগের আবার ব্যবহারও প্রায় এইরূপ দেখিবে! তবে প্রভেদের মধ্যে এই যে, তাহাদিগের সন্তান সন্ততিগণ যতদিনপর্য্যন্ত আপন আপন ইচ্ছানুসারে গমনাগমন বা আহার অন্বেষণ করিতে না পারে, ততদিনও তাহারা সন্তানগগকে আত্মীয় বলিয়া মনে করে। অসভ্য মানবগণ আবার এতদপেক্ষা কিঞ্চিৎ উন্নত। কিন্তু এই

বলিয়া তাহাদিগের সামাজিক রীতিনীতি এবং পারিবারিক নিয়মাদি কিছুই প্রসংশনীয় নহে। যে সমস্ত মানব ক্রমশঃ সভ্যতার দিক্ অগ্রসর হইতেছে, তাহাদিগের সমাজিক রীতি নীতি এবং পারিবারিক নিয়মাদির বিষয় পর্য্যালোচনা করিলে কেবল পতিপত্নীর মধ্যেই পরাপর আত্মীয়ভাব উপলব্ধি হয়। তদ্ভিন্ন অন্যান্য বিষয়ে কীটপতঙ্গ প্রভৃতি পশুপক্ষী অপেক্ষা বেশী কিছু লক্ষিত হয় না। আজ সংক্ষেপে তোমার নিকট পারিবারিক বিষয় বর্ণনা করিতেছি। তত্ত্বদর্শী পণ্ডিগণ মীমাংসা করিয়াছেন যে, একমাত্র ভগবান্ বাসুদেবই সকলের পরমাত্মীয় কিন্তু তিনি দর্শনেন্দ্রিয়ের অতীত। কেহই তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিতে পারে না, সুতরাং তাঁহার প্রতি আত্মীয়ভাব প্রতীয়মান হওয়া বড়ই দুঃসাধ্য। প্রথমে সর্ব্বভূতে আত্মীয়বোধ (সমজ্ঞান) না হইলে কখনই সেই বাসুদেবকে আত্মীয়ভাবে ভাবিতে পারা যায় না। সর্ব্বভূতে সমভাবও সহজে সুসিদ্ধ হয় না। ক্রমশঃ অভ্যাসদ্বারা তাহা শিক্ষা করিতে হয়। স্থাবর জঙ্গমাত্মক নিখিল জগৎ সেই বাসুদেব হইতে সমদ্ভূত হইয়াছে। তিনি সকলেরই বীজ। নানা স্থানে নানাপ্রকারভাবে সেই বীজ অঙ্কুরিত হইয়া নানাপ্রকার ফলোৎপাদন করিতেছে। সুতরাং পার্থিব সকলকার সহিতই সকলের অতি নৈকট্য সম্বন্ধ রহিয়াছে। সামান্য তৃণ হইতে সর্ব্বনিয়ন্তা বাসুদেব পর্য্যন্ত সকলকেই পরমাত্মীয় বলিয়া মনে করা কর্ত্তব্য। এইরূপ সর্ব্বভূতে সমজ্ঞান যে যে প্রকারে উৎপন্ন হয়, এক্ষণে তাহাই বলা যাইতেছে। যাঁহাদিগের অনুগ্রহে জন্মগ্রহণ এবং নিরাপদে জীবন ধারণ হইয়া থাকে, নিজ শরীরের ন্যায় সেই পরমাত্মীয় পিতা মাতার শরীরের প্রতি দৃষ্টি রাখা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। তাঁহাদিগের চিত্তবিনোদনের জন্য প্রাণপণে সর্ব্বদা যত্ন করিবে। পিতা মাতারুষ্ট হইলে ত্রিলোকপিতাও রুষ্ট হইয়া থাকেন। তাহার পর পতি—পতি ভিন্ন স্ত্রীলোকের আর গতি নাই। যাহাতে সর্ব্বদা পতির মনোরঞ্জন হয়, যাহাতে ক্ষণকালের জন্য ও পতির অন্তঃকরণে অশান্তি উপলব্ধি না হয়, যাহাতে পতিপ্রেমে আদরিণী হইয়া সর্ব্বদা কালাতিপাত করিতে পারা যায়, তদ্বিষয়ে কায়মনোবাক্যে যত্ন করিবে। নতুবা সেই বিশ্বপতির অতুল প্রেমে বঞ্চিতা হইতে হয়। অনন্তর পুত্রকন্যা জ্ঞাতি কুটুম্ব প্রভৃতি সকলের সহিতই সৌহার্দ্দ্য স্থাপন এবং সকলকেই প্রেমচক্ষে পরিদর্শন করিবে। এই পর্য্যন্তই সংসারের সীমা। তারপর যিনি যত অধিক জ্ঞান লাভ করিতে পারেন, তিনি ততই সকলকে একতা সূত্রে

আবদ্ধ করিয়া সকলের প্রণয়ভাজন হইয়া থাকেন। এইরূপে ক্রমে ক্রমে গ্রামবাসী, দেশবাসী এবং সমগ্রমানবমণ্ডলীর প্রণয়পাত্র হইতে পারিলে পরিশেষে সর্ব্বভূতে সমভাব আসিয়া উপস্থিত হয়। ইহাই ব্রহ্মানন্দলাভের প্রথম সোপান। যাঁহারা পিতামাতা, পতিপুত্র প্রভৃতি আত্মীয় স্বজনের প্রেমলাভে সম্পূর্ণ অক্ষম, তাঁহাদিগের দ্বারা দেশের কোনও উপকার হইতে পারে না। আবার তাহা না হইলে ভগবদ্ভক্তিরও উদয় হয় না। সুতরাং ভগবানের প্রেমলাভও সম্পূর্ণ অসম্ভব। অন্তরে কুটিল ভাব গোপন করিয়া মুখে মাত্র দিবারাত্রি হরি হরি বলিলে কখনও হরির (ব্রহ্মার) স্নেহাস্পদ হওয়া যায় না। সংসারে যাহা কিছু দেখিবে, তৎসমস্তই সেই বাসুদেবের অংশ। পতিপুত্র প্রভৃতি আত্মীয় স্বজনের সহিত অথবা চেতনাচেতন যাবতীয় পদার্থের সহিত যখন যে প্রকার ব্যবহার করা যায়, তৎসমস্তই সেই বাসুদেবে অর্পিত হয়। সেই এক হইতেই সকলের উৎপত্তি; সুতরাং সকলকেই পরস্পর আত্মীয় বলা যায়। সংসারে কাহাকেও পর বলিয়া মনে করা উচিত নহে। এই সকল কথা মনে করিয়া সকলের জন্যই প্রাণপণে পরিশ্রম করা কর্ত্তব্য। আরও বিবেচনা করিয়া দেখ, ভগবান্ বাসুদেবই জগতের একমাত্র পতি। সেই পতির প্রেম লাভ করা ব্যক্তিমাত্রেরই একান্ত কর্ত্তব্য। অবলাগণ স্বভাবতঃ অত্যন্ত দুর্ব্বলা। তাহাদিগের মনের বল এবং শরীরের বল পুরুষ অপেক্ষা অত্যধিক প্রবল নহে। তাহারা এক বিষয়ে অনেকক্ষণ মনস্থির করিয়া থাকিতে পারে না। অল্প কারণেই তাহাদিগের মন সহসা বিচলিত হইয়া পড়ে। সুতরাং শরীরের রক্ষণাবেক্ষণ ও ভরণপোষণাদি যথাসময় সুসম্পন্ন করিয়া তাহারা কখনও ভগবদ্ভক্তি লাভ করিতে বা ভগবানের প্রণয়পাত্রী হইতে পারে না। এই সকল কার্য্য সুসম্পাদনের জন্য প্রত্যেক রমণীকেই এক এক জন পুরুষের পাণিগ্রহণ করিতে হয়। এই পাণিগৃহীত পুরুষকে পতি বলে। পতিই রমণীদিগের পরমা গতি। দুস্তর সংসারসমুদ্রে এই পতিপদই রমণীগণের একমাত্র ভেলক। যাঁহাকে একবার পতি বলিয়া গ্রহণ করা যায়, তিনি ভাল হউন আর মন্দই হউন—সুরূপ অথবা কুরূপই হউন, সপ্তর্ষিমণ্ডলস্থিত ধ্রুব নক্ষত্রের ন্যায় আজীবন তাঁহার কুলে অটল থাকা রমণীগণের একান্ত কর্ত্তব্য। আজ একজনকে পতিপদে বরণ করিয়া দুই দিন পরে আবার পত্যন্তর গ্রহণ অথবা অন্য পুরুষে প্রসক্তিস্থাপন কোন মতেই যুক্তিসিদ্ধ হইতে পারে না।

যে হতভাগিনী সর্ব্বদা প্রত্যক্ষীভূত একমাত্র পতিতে অনুরক্তা নহে; সে আবার কেমন করিয়া দর্শনেন্দ্রিয়ের অতীত বিশ্বপতির প্রতি চিত্তের একাগ্রতা প্রদর্শন করিবে? যে দুশ্চারিণী পাণিগৃহীত পতির মনস্তুষ্টি সাধনে অক্ষম, সে আবার কেমন করিয়া জগৎপতির চিত্তাকর্ষণ করিবে? কিঞ্চিৎ ধীরভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্টতঃ হৃদয়ঙ্গম হইবে যে, এই পতির প্রেমে বঞ্চিতা হইলে কখনও সেই বিশ্বপতির পূর্ণপ্রেমের অধিকারিণী হওয়া যায় না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি পার্থিব সকল পদার্থই সেই বাসুদেবের অংশ। সুতরাং সংসারে যাঁহাকে পতি বলিয়া গ্রহণ করা যায়, তিনি তাঁহার অংশ ভিন্ন অন্য কিছুই নহেন। এই পতির প্রতি সর্ব্বদা যে প্রকার ব্যবহার করা যায়, তাহাও সেই জগৎপতির প্রতিই অর্পিত হয়।

জয়া। তবে কি বিধবাদিগের গতিমুক্তির কোনও উপায় নাই?

বিজয়া। তা থাকিবে না কেন; বিধবাগণও অন্য উপায়ে ভগবদ্ভক্তিলাভ করিয়া অভীষ্টসাধন করিতে পারে।

জয়া। এই যে বলিলে, প্রতিপ্রেমে বঞ্চিতা হইলে কখনও সেই জগৎপতির অতুল প্রেমের অধিকারিণী হওয়া যায় না। তবেকি বিধবাদিগকে পত্যান্তর গ্রহণ করিতে হইবে?

বিজয়া। আজ দেখিতেছি, নিতান্তই তোমার বুদ্ধি বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে। নতুবা এরূপ প্রলাপোক্তি করিবে কেন? একবার একজনকে প্রতিপদে বরণ করিয়া, একবার একজনকে হৃদন মন সমর্পণ করিয়া, পুনর্ব্বার পত্যন্তর গ্রহণ কিছুতেই যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে না। তাহা হইলে ভক্তি, বিশ্বাস এবং চিত্তের একাগ্রতার কোনও পরিচয় পাওয়া যায় না। যদি এই পতিকেই আজীবন ভক্তিকরা না গেল, যদি এই পতির প্রতিই যথোচিত বিশ্বাস স্থাপন না হইল, তবে জগৎপতির প্রতিই বা আস্থা জন্মিবে কেন? তাহা হইলে ঐকান্তিক ভক্তি ও মনের একাগ্রতাই বা জন্মিবে কি প্রকারে? আত্মার সহিত আত্মা এবং মনের সহিত মন সর্ব্বতোভাবে মিশ্রিত হইয়া না গেলে কখনও কেহ পতিপদবাচ্য হইতে পারে না। বিবাহের পর প্রত্যেক স্ত্রীকেই পতির আত্মার সহিত আপনার আত্মা এবং পতির মনের সহিত আপনার মনকে মিশাইয়া দিতে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। এইরূপ আত্মায় আত্মা এবং মনে মন যদি সর্ব্বতোভাবে মিশাইয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে পতি নিকটেই থাকুন

অথবা দূরেই থাকুন, ইহলোকে বা পরলোকেই বাস করুন, কিছুতেই সেই মিশ্রিত অংশ পৃথক্ হইতে পারে না। সুতরাং অন্য পুরুষকেও পতিরূপে গ্রহণ করা যায় না। পতিবিয়োগের সঙ্গেই যে পত্নীরও প্রাণান্ত হয়, তাহা অনেক সময় দৃষ্টিগোচর হইয়াছে। আত্মায় আত্মা সর্ব্বতোভাবে মিশ্রিত হইয়া না গেলে এইরূপ ঘটনা কখনও হইতে পারে না। আরও বিবেচনা করিয়া দেখ, আত্মা অবিনাশী কিছুতেই তাহার ধ্বংস নাই। মধ্যে মধ্যে শরীরের রূপান্তর হইলেও আত্মা অবিকৃত ভাবেই চিরকাল অবস্থিতি করে। আত্মা যখন অন্য শরীর গ্রহণ করে অথবা আত্মার সমষ্টি বাসুদেবে সংযুক্ত হয় (লোকে যাহাকে মৃত্যু বলে) তখন স্ত্রীর অন্তরাত্মাও সেই দিকে আকর্ষিত হইতে থাকে। স্বামী বিয়োগের পর প্রত্যেক স্ত্রীর অন্তঃকরণেই বৈরাগ্যের উদয় হয়। তখন তাহাদিগের শরীর যেন শূন্য শূন্য বলিয়া বোধ হয়। দেহাভ্যন্তরে যেন কোন প্রয়োজনীয় পদার্থের অভাব হইয়াছে, ইহাই প্রতীয়মান হয়। সেই অভাব আর কিছুতেই পূরণ হইবার নহে। তখন অন্য স্বামী গ্রহণ করিলেও পূর্ব্বের ন্যায় আর শান্তিলাভ করা যায় না। যদি সেই সময় পতিমূর্ত্তি হৃদয়ে স্থাপন করিয়া অথবা মানলোপচারে জগৎপতির প্রতিমূর্ত্তি সংগঠন করিয়া মনপ্রাণ তাঁহাতে সমর্পণ করা যায়, সর্ব্বদা তাঁহার অনুধ্যান করা যায়, তবেই অন্তঃকরণ ক্রমশ প্রশান্ত হইতে থাকে। এইজন্যই পতিবিয়োগবিধুরা কুলবালাদিগকে ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান করিতে করিতে ভগবদ্ভক্তি লাভ করিয়া ভগবানের প্রিয়পাত্রী হইতে হইলে ইহাই বিধবাগণের পক্ষে একমাত্র প্রশস্ত উপায়। শরীরের সুখ দুঃখ শরীরের সঙ্গেই লয়প্রাপ্ত হয়। তাহাতে আত্মার কিছুই হয় না, আত্মা যেমন অবিনাশী, তেমন অবিনাশী সুখের প্রত্যাশা করাই একান্ত কর্ত্তব্য।

জয়া। তবে স্ত্রীবিয়োগের পর পতিও ত পুনর্ব্বার বিবাহ করিতে পারেন না? পতিই বা তাহা করেন কেন?

বিজয়া। দাম্পত্যধর্ম্ম এবং পরমার্থতত্ত্ব সম্বন্ধে বিচার করিলে পুরুষের পক্ষেও তাহা অন্যায় বটে কিন্তু প্রজাবৃদ্ধি বা বংশরক্ষার জন্য পুরুষদিগের ভার্য্যান্তর গ্রহণে অধিকার আছে। আরও বিবেচনা করিয়া দেখিলে স্ত্রীলোক অপেক্ষা পুরুষের ক্ষমতাও অনেকাংশে অধিক বলিয়া প্রতীয়মান হয়। পুরুষগণ ইচ্ছা করিলে প্রতিদিন এক একটী সন্তানোৎপাদন করিতে পারেন।

কিন্তু স্ত্রীলোকগণ তিনবৎসরে দুইটী ভিন্ন সন্তান প্রসব করিতে পারেন না। এই সকল বিষয় সমালোচনা করিয়া পুরুষের সহিত স্ত্রীলোকদিগের সকল অবস্থায় তুলনা করা উচিত নহে।

নাকালিয়া,
পাবনা। } কবিরাজ শ্রীপ্রসন্নচন্দ্র মৈত্রেয়।

সম্পাদকীয় বক্তব্য।

সম্মিলনী সম্পাদকের লিখিত অধিকাংশ প্রবন্ধই চিকিৎসাশাস্ত্রের অন্তর্গত নয় বলিয়া অনেক পাঠকই সে গুলিকে বাজে লেখা মনে করিয়া বিরক্তি প্রকাশ করিয়া থাকেন, সুতরাং ইহার উপর যদি লেখক মহাশয়দিগের এইরূপ ভাবের প্রবন্ধও পাঠকগণের পক্ষে বিরক্তিজনক হয়, তাহা হইলে ত সম্মিলনীর স্থায়ীত্ব সম্বন্ধেই সন্দিহান হইতে হইবে। অতএব আশা করি, লেখক মহাশয় এ সম্বন্ধে বিবেচনা করিয়া সুখী করিবেন। সম্পাদক।

পদ্যমেটিরিয়া মেডিকা। *

৩১। ককিউলাস।

স্নায়বীয় সবমন শিরঃপীড়া হ'লে,
মস্তিষ্কমূলক কোন বমনের কালে।
শকট অথবা নৌকা আরোহণ তরে,
হয় যদি বমি, কিম্বা বিবমিষা ধরে।
শয্যায় বসিলে উঠি, (বা) শকটারোহণে,
বাড়ে যদি মাথাঘোরা এসব কারণে।
মাথা মুখ উষ্ণবোধ পা দুখানি হিম,

* এই প্রবন্ধ ইতিপূর্ব্বে ডাক্তার জগদীশ বাবুর সম্পাদিত "হোমিওপ্যাথিচিকিৎসক" পত্রিকায় প্রকাশিত হইতেছিল। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্যবশতঃ গ্রাহকগণের অযত্নে পত্রিকাখানি আত্মসম্বরণ করিলেন. শুনিয়া প্রবন্ধের পরবর্ত্তী বিষয়গুলি এই সর্ব্বজনপ্রশংসিত চিকিৎসাসম্মিলনীতে প্রকাশ করিতে বাধ্য হইলাম। ভরসা করি, সম্মিলনীসম্পাদক মহাশয় পত্রিকার কোন পার্শ্বে এ ক্ষুদ্র প্রবন্ধের স্থান দিয়া বাধিত করিবেন। ইহার পূর্ব্বাংশানুসন্ধিৎসুগণ প্রাগুক্ত হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক পত্রিকায় অন্বেষণ করিবেন।

অল্প সঞ্চালনে মাথা করে ঝিম ঝিম।
বেদনা, অবশ, সন্ধি কড় কড় করে,
এমন অর্দ্ধাঙ্গ যদি বামপার্শ্ব ধরে।
গুল্মবায়ু জন্য যদি হয় পক্ষাঘাত,
হিউজের মতে এতে নাশে অচিরাৎ।
এতই দুর্ব্বল রোগী দাঁড়াতে না পারে,
বড় কথা ক'লে আরো সমধিক বাড়ে।
পানাহার কিম্বা কথা কহিবার পর,
কিছুকাল তরে হয় বড়ই কাতর।
হেন খোঁচা খোঁচা বাধে তলপেট মাঝে,
ধারালু প্রস্তরে যেন ঘর্ষিত হতেছে।
পেটফাপা, বিবমিষা, মূর্চ্ছা, মাথাঘোরা,
সে সঙ্গে বাধকে নারী পাগলিনী পারা।
গর্ভ-অবস্থায় কিম্বা ঋতুর সময়,
নিম্ন প্রত্যঙ্গের যদি দুর্ব্বলতা হয়।
বিবমিষা কিম্বা বমি স্ফূর্ত্তিহীন মনে,
বৃদ্ধি-গর্ভাবস্থা, দোলা, শকটারোহণে।
অতি কষ্টে শক্ত মল এক দিন পরে,
এসব কঠিন পীড়া ককুলাসে সারে। †

† "বিজ্ঞানশাস্ত্র পদ্যে রচিত হইলে যদি তাহার একটিমাত্র গুণ থাকে, দোষ কিন্তু বিস্তর।" এই বলিয়া হোমিপপ্যাথিক চিকিৎসকসম্পাদক ডাক্তার শ্রীযুক্ত বাবু জগদীশচন্দ্র লাহিড়ী মহাশয় এই প্রবন্ধের প্রথমেই এক খোঁচা মারিয়া দিয়াছেন, তদ্দর্শনে চিকিৎসা-সম্মিলনীর সম্পাদক শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র কবিরত্ন কবিরাজ মহাশয় স্বীয় সম্মিলনী পত্রিকায় লিখিয়াছেন যে "* * * ডাক্তার জগদীশচন্দ্র লাহিড়ী মহাশয় এই পদ্য প্রবন্ধ উপলক্ষে যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, আমরা অনেক চেষ্টা করিয়াও তাহার অর্থ গ্রহণ

করিতে পারিলাম না। তিনি লিখিয়াছেন যে, "বিজ্ঞানশাস্ত্র পদ্যে রচিত হইলে যদি তাহার একটিমাত্র গুণ থাকে, দোষ কিন্তু বিস্তর।" এ কেমন কথা? তবে কি আমাদের চরক-সুশ্রুতাদি সার বৈজ্ঞানিক বৈদ্যক গ্রন্থগুলির অনেকস্থল পদ্যে রচিত হওয়াতে প্রকৃতপক্ষে অসুবিধারই কারণ হইয়াছে? প্রকৃতপক্ষে কিন্তু তাহা নহে। বরঞ্চ গদ্য অপেক্ষা পদ্যই অভ্যস্ত রাখার পক্ষে সহস্রগুণেই শ্রেয়স্কর। তাই বলিতেছিলাম যে ডাক্তার জগদীশ বাবুর লিখিত কথার প্রকৃত মর্ম্ম আমরা বুঝিতে পারি নাই। এখন কথা এই যে, তিনি কি অনুগ্রহপূর্ব্বক এ সম্বন্ধে আমাদিগকে ভালরূপে বুঝাইয়া দিয়া বাধিত করিবেন?"

যদ্দিও বৃহতে বৃহতে যুদ্ধ হইয়া জগদীশ বাবু নিরস্তই রহিয়াছেন, তথাপি এ ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র "পদ্যমেটিরিয়ামেডিকার" মস্তকে জগদীশ বাবু যে ষ্টার চিহ্নের খোঁচা মারিয়া রাখিয়াছেন, তাহা কিন্তু আর উঠিল না!!

যদিও আমরা প্রবন্ধের মুখবন্ধেই অবিনাশ বাবুর মতের সমর্থন করিয়া রাখিয়াছি, তথাপি অবিনাশ বাবু যে আমাদের হইয়া দুইটা কথা বলিতে অগ্রসর হইয়াছেন, এজন্য তাঁহাকে অবশ্যই ধন্যবাদ দিতেছি। তবে জগদীশ বাবু অবশ্যই সংস্কৃত ভাষার পদ্য অপেক্ষা ইংরাজী ও ল্যাটিন শব্দযুক্ত বাঙ্গলাভাষার পদ্যকে সহস্রগুণে নিকৃষ্ট বলিতে পারেন স্বীকার করি। কিন্তু বিজ্ঞানশাস্ত্র পদ্যে রচিত হইলেই যে তাহার একটিমাত্র গুণ থাকিয়া সার্ব্বাঙ্গীন দোষের আকর কেন হইয়া উঠে, তাহা আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে বুঝিতে পারি না বলিয়াই স্বীকারও করি না। আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি যে, জটিল পদ্য ডাক্তারীশাস্ত্রের সুধু আংশিকভাব ভিন্ন পুরাপুরি একটি লাইনও কাহারও মনে থাকে না। বিশেষতঃ হোমিওপ্যাথিক শাস্ত্রের ত কথায় কথায় বৈ না দেখিলেই চলে না। আমরা দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারি যে, এমন হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার কেহ নাই, যাহার দুই দশটি ভিন্ন ঔষধের সমস্ত লক্ষণ মনে থাকে। নচেৎ কথায় কথায় পুঁথি দেখিতে হইবে কেন? অনেক স্থলে দেখা যায় যে, রোগী এখন তখন যায় যায় অথচ ডাক্তার বাবু আসিয়া বৈ খুলিয়া লক্ষণ মিলাইতে বসিলেন, রোগ অবসরক্রমে উত্তর উত্তর বর্দ্ধিত হইয়া কষ্ট দিতে থাকিল বা সময় পাইলে এমন কি দফাই রফা করিয়া ফেলিল। এই কারণেই অনেকে "হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারের পুঁথিগত বিদ্যা" বলিয়া ঘৃণা করিয়া থাকেন। চিকিৎসাশাস্ত্র অঙ্ক, জ্যোতিষ প্রভৃতির ন্যায় বাহিরের শাস্ত্র নহে। ইহা প্রাণের শাস্ত্র, প্রাণের সহিত ইহার ঘনিষ্ট সম্বন্ধ, বাহিরের শাস্ত্রে পণ্ডিত ব্যক্তি যদি ধীরহস্ত হন বা কোন ভ্রম প্রমাদে পড়েন, তাহা হইলে তাহার সংশোধনের উপায় আছে এবং তাহাতে বিশেষ কিছু যায় আসে না, কিন্তু চিকিৎসক ধীরহস্ত হইলে রোগীর যন্ত্রণাভোগ দূর এবং তাঁহার ভ্রমপ্রমাদে একটি প্রাণ বিনাশ হইয়া থাকে। ইহার আর সংশোধনের বা নিবারণের কিছুমাত্র উপায় নাই। সুতরাং চিকিৎসাশাস্ত্রে যে কোন উপায়ে যত কণ্ঠস্থ রাখা যায়, ততই রোগী এবং চিকিৎসক উভয়ের মঙ্গল। এই জন্যই আর্য্যগণ চিকিৎসা, অঙ্ক, জ্যোতিষ প্রভৃতি নিত্য প্রয়োজনীয় শাস্ত্র সকল পদ্যে রচনা করিয়া গিয়াছেন। তা আজ কাল ত আর্য্যনীতিকে প্রাচীন বলিয়া ঘৃণা করাই আমাদের প্রধানব্রত

হইয়াছে। নচেৎ বিজ্ঞানশাস্ত্রের ন্যায় অপরিবর্ত্তনীয় স্থির শাস্ত্রের পদ্যেই অশেষ দোষ ও গদ্যেই অশেষ গুণ মনে করিব কেন? ইহা কে না স্বীকার করিবেন যে, কণ্ঠস্থ রাখিবার জন্য পদ্যই অদ্বিতীয়? চিকিৎসাশাস্ত্র যদি কেবল কণ্ঠস্থের বিষয় না হইত, তবে যথেচ্ছা নাটক নভেলের ছন্দই সুখপাঠ্য হইতে পারিত। তবে হোমিওপ্যাথিক শাস্ত্রের জটিল গদ্যছন্দ জন্য যে অসুবিধা চলিয়া আসিতেছে, সে অভাব যে আমাদের এই ক্ষুদ্রতম পদ্য-মেটিরিয়ামেডিকার পূরণ করিবে আমরা তাহা বলিতেছি না। তবে ইহাদ্বারা যদি কিছু-মাত্রও উপকার হয়, তাহা হইলেই আমরা কৃতার্থ হইব। আর আমাদের নূতন প্রবর্ত্তিত প্রণালীটি বড় বড় চক্ষে পড়িয়া অর্থাৎ খ্যাতনামা পণ্ডিতগণের মনে এই অভাবের বোধ হইয়া সংস্কৃত ও ভাল বাঙ্গলা এবং ইংরাজী প্রভৃতি ভাষায় ভাল ভাল পদ্য রচিত হইলেও আমরা পরমানন্দিত হইব। এবং আশা করি হোমিওপ্যাথিক শাস্ত্র চরম উন্নত হইয়া ভগবান্ প্রেরিত পবিত্র চিত্তে মহাত্মা হানিমানের নাম অক্ষয় হইবে। ফলতঃ শাস্ত্রের অধিকাংশ ভাগ কণ্ঠস্থ রাখিবার উপায় যত সত্বর না হইবে, ততই হোমিওপ্যাথির উন্নতির কাল বিলম্ব হইবেই হইবে।

জেলা যশোর হইতে কয়েকটি সহৃদয় পাঠক (বোধ হয় ইহাঁরা ডাক্তার) আমাদিগকে এইরূপ একখানি পত্র লিখিয়াছেন—

পরম শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু নলিনীনাথ মজুমদার

ডাক্তার মহাশয় পরম ভক্তিভাজনেষু—

মহাশয়! হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক পত্রিকায় আপনার লিখিত পদ্যমেটিরিয়ামেডিকা পাঠ করিয়া আমরা পরম সন্তোষলাভ করিয়াছি। এবং উহার সম্পাদক শ্রদ্ধেয় জগদীশ বাবুকেও বলিয়াছি যে, তিনি উহা নিয়মিত প্রকাশ করিলে তাঁহার পত্রিকার গৌরব-বৃদ্ধি পাইবে। মহাশয়কেও বলি আপনি উহা পুস্তকাকারে প্রকাশ করিয়া সাধারণের দুরূহ ভৈষজ্যতত্ত্বকে সুখায়ত্ব করিয়া দিয়া ভারতবাসীর চিরকৃতজ্ঞতার পাত্র হউন। * *।

বশম্বদ—

শ্রীরজনীকান্ত নন্দী শ্রীঅক্ষয়কুমার বিশ্বাস
শ্রীভবশঙ্কর ব্রহ্ম শ্রীতারকচন্দ্র বড়াল

উল্লিখিত মহোদয়গণ সম্ভবতঃ এই ব্যবসাক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া এইরূপ ভৈষজ্যতত্ত্বের অভাব বুঝিয়াছেন। তাই এরূপ প্রবন্ধে পরম প্রীত হইয়া আনন্দপ্রকাশ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। আমরাও এই জটিল শাস্ত্র অধ্যয়নকালে অনেক লক্ষণ পদ্য করিয়া লইয়া মুখস্ত করিতাম। এবং সেই সময় হইতেই আমাদের এই অভাবটি মনে জাগিতেছে। আমাদের বিশ্বাস যে হোমিওপ্যাথিক স্কুলের অল্পবয়স্ক ছাত্রদিগের সুকোমল মর্ম্মে এই

সকল পদ্য একবার লাগাইয়া উহার মর্ম্ম বুঝাইয়া দিলে তাহা তাহাদের আজীবন স্থায়ী হইয়া কণ্টকাকীর্ণ চিকিৎসাক্ষেত্রের পথ পরিষ্কার করিয়া দিবে।

পুটিয়া, রাজসাহী। } শ্রীনলিনীনাথ মজুমদার, হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার।

সম্পাদকীয় বক্তব্য।

ডাক্তার মহাশয়ের এ গদ্যপদ্য-ব্যাপারে এত কথা বলার অপেক্ষা এ সকল কথার স্থানে আরও খানিকটা পদ্যমেটিরিয়া মেডিকাপ্রবন্ধই মুদ্রিত করিলে ভাল হইত না কি? আশা করি, অতঃপর তাহাই করিবেন। সম্পাদক।

দৃষ্টফল ঔষধ ও চিকিৎসা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

(২৫) আমরক্ত পীড়ার ঔষধ।

ক। কুরচির ছাল ২ তোলা ১ পোয়া জলে সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধ পোয়া থাকিতে নামাইয়া প্রাতে ও অপরাহ্নে এক ছটাক পরিমাণে পান করিলে আমরক্ত ভাল হয়। ৫ বৎসরের শিশুকে অর্দ্ধ তোলা ১ পোয়া জলে সিদ্ধ করিয়া পান করাইবে। ৯ হইতে ১২ বৎসর পর্য্যন্ত এক পোয়া জলে ১ তোলা। ১৫ হইতে ৬০ পর্য্যন্ত ২ তোলা ১ পোয়া জলে সিদ্ধ করিবে। মাত্রা ১ ছটাক। এবং ৬০ বৎসরের ঊর্দ্ধ হইলে রোগীর দুর্ব্বলতা বিবেচনা-পূর্ব্বক ক্রমশঃ মাত্রা কমাইতে হইবেক।

খ। কুরচির ছাল /১ একসের /৪ চারি সের জলে সিদ্ধ করিয়া /১ এক সের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া ঐ ক্বাথ পুনর্ব্বার পাক করিবে। লেহবৎ ঘন হইলে নামাইয়া ইহার এক ২ তোলা ১ রতি জায়ফল চূর্ণের সহিত মিশ্রিত করিয়া দিবসে ৩।৪ বার সেবন করাইবে।

গ। কুরচির ছাল ১ তোলা, দাড়িম্বের ছাল বা খোসা ১ তোলা ইহাদের ক্বাথ সেবনীয়।

ঘ। শুশুনিশাক বাটিয়া ব্রহ্মতালুতে প্রলেপ দিয়া রাখিবে। একবার ৬।৭ ঘণ্টা পর্য্যন্ত। ইহাতে যেরূপ আমাশয় হউক, আশু উপকার হইবে।

ঙ। ম্যাঙ্গোষ্টিন (Garcina Mangostana) নামক এক প্রকার গাব জাতীয় ফলের শুষ্ক খোলা এই উৎকট রোগে অত্যন্ত উপকারী। ইহা জাবা, ও তন্নিকটবর্ত্তী দ্বীপপুঞ্জে প্রচুর জন্মে ও কলিকাতায় আনীত হইয়া বিক্রয় হয়। ইহার ভিতরকার শাঁস অতি উপাদেয়। ইহা পৃথিবীর মধ্যে উৎকৃষ্ট ফল বলিয়া ইংরাজদিগের দ্বারা কথিত হয়। এই ফলের উপরকার মোটা আবরণ বা খোলা কিঞ্চিৎ শীতল জলে বাটীয়া দিবসে ২।১ বার অল্প চিনিসহ সেবন করিলে আমাশয় রোগের আশু প্রতীকার হয়। আমরা ইহা বহুবার পরীক্ষা দেখিয়াছি। আজকাল কলিকাতার প্রসিদ্ধ ঔষধ বিক্রেতা ব্যাথগেট কোং Syrup of Mangosteen rind নামক উহার শর্করা মিশ্রিত সার প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করিতেছেন। নিম্নলিখিত নিয়মে ম্যাঙ্গোষ্টীন ব্যবহার করিলেও বিশেষ উপকার হয়।

শুষ্ক ম্যাঙ্গোষ্টীনের খোসা—/০ এক ছটাক।
উত্তম ধনিয়া————॥০ অর্দ্ধ ছটাক।
ঐ জিরা————॥০ অর্দ্ধ তোলা।

এক কয় দ্রব্য /১ এক সের জলে মৃদু অগ্নি সন্তাপে সিদ্ধ করিয়া /॥০ অর্দ্ধ সের থাকিতে নামাইবে।

মাত্রা।——/০ অর্দ্ধ পোয়া পরিমাণে দিবসে ২ বার সেবনীয়।

চ। একটী ভাল নেওয়াপাতি নারিকেল সিদ্ধ করিয়া তাহার জল শীতল হইলে পান করিবে। ইহাতে অতি উৎকট আমাশায়গ্রস্ত রোগীও ত্বরায় আরোগ্য লাভ করে।

(২৬) উদরাময়ে ভেদের সহিত অন্ন নির্গত হইলে ধারক ঔষধ।

খদির ২।০ আড়াই ড্রাম (৵/০ আনা ওজনে)
দারুচিনি ॥০ অর্দ্ধ ড্রাম।
মিছরির রস, ১ এক ঔন্স। (১০ অর্দ্ধ ছটাক)

/১০ সাড়ে তিন ছটাক উষ্ণ জলে দারুচিনি ও খদির দুই ঘণ্টা ভিজাইয়া রাখিয়া সেই জল ছাঁকিয়া তাহাতে মিছরির রস মিশাইবেক। এক কাঁচ্চা

হইতে অর্দ্ধ ছটাক পর্য্যন্ত দুই ঘণ্টা অন্তরে খাওয়াইবেক। ইহাতে উদরাময়ে ভেদের সহিত অন্ন নির্গত হইলে ধারক হয়।

(২৭) ক্যাটিকু মিক্শ্চার (Cutechu Minture)

খদিরচূর্ণ এক কাঁচ্চা, দারুচিনি-চূর্ণ ১০ কুঁচ, জায়ফল চূর্ণ ১০ কুঁচ, ।/০ পাঁচ ছটাক জলে মিশাইয়া মিছরির রস ১০ অর্দ্ধ ছটাক, আর অহিফেণ ভিজান জল ৫০ ফোটা মিশাইয়া ঘুঁটিবেক। ইহা অত্যন্ত ধারক। মাত্রা—১ কাঁচ্চা হইতে অর্দ্ধ ছটাক পর্য্যন্ত দুই ঘণ্টা অন্তরে। এই জলে কবল করিলে গলার ঘা অথবা লাল হইয়া ফুলিলে ভাল হয়। পান্না জন্য দন্তে রক্ত পড়া, দন্ত নড়িলে, মেড়ে ফুলিলে, মুখ ফুলিলে ইহার কবলে ভাল হয়। রসাদি নির্গত ঘায়ে এই জলে ধৌত হইলে ভাল হয়। ক্রমশঃ—

বাগবাজার
কলিকাতা। } শ্রীশরচ্চন্দ্র নিয়োগী।

সম্পাদকীয় বক্তব্য।

জমীদার শ্রীযুক্ত শরৎবাবুর লিখিত এ সকল মুষ্টিযোগ ঔষধের মধ্যে প্রথমোক্ত কুরচি-ঘটিত ২।৩টী ভিন্ন অপর মুষ্টিযোগের গুণাগুণের বিষয় আমরা অবগত নহি। না থাকিলেও সাধারণে এ সকল মুষ্টিযোগের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়া ইহার ফলাফল অকুতোভয়ে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন। সম্পাদক।

জ্বরের মুষ্টিযোগ।

১। সবিরাম বা ছাড়াছাড়া জ্বর।

১। * ধ'নে ও পটলপাতার ক্বাথ বিজ্বরে দিবসে দুইবার খাইবে।
২। * ভাঁটির পাতাচূর্ণ এক আনা মাত্রায় বিজ্বরে দুই তিনবার।
৩। * চাঁপার ছাল চূর্ণ ৫ রতি; নাটার বীজের শাঁশ দুইরতি; নিমছাল-চূর্ণ ৫ রতি একত্র ভালরূপ মিশাইয়া একপূরিয়া এইরূপ দিবসে তিন পুরিয়া খাইবে।

৪। * ক্ষেৎপাপড়া, গুলঞ্চ, রক্তচন্দন, চিরতা ও বেনার মূল এই কয়েক দ্রব্যের ক্বাথমধ্যে একরতি জারিত লৌহ, অভাবে হিরাকশ দিয়া দিবসে দুইবার খাইবে। ইহাতে উৎকট জ্বর সকল নাশ হইয়া রক্তবৃদ্ধি হয়।

২। স্বল্পবিরাম বা লাগাজ্বর।

১। * পূর্ব্বকথিত ধ'নে ও পটলপাতের ক্বাথ।

২। * বালকদিগের জ্বরে প্রায়ই সর্দ্দি, কাশি, নাকমুখ দিয়া জল পড়া, অক্ষুধা, খেন খেন করা বা অচেতনভাব সর্ব্বদাই বর্ত্তমান থাকে। এ অবস্থায় দণ্ডকলসের (দ্রোণবৃক্ষের) শিকড় ভালরূপ ধৌত করিয়া এক চাকা আদার সহিত বিনাজলে রসকরতঃ আদতোলা মাত্রায় দিবসে দুইবার সেবন করাইলে ঘাম হইয়া জ্বর যায়। বিজ্বরকালে সবিরামজ্বরের লিখিত দ্বিতীয় ঔষধটি বিবেচনামত মাত্রায় ব্যবহার করিবে।

(জ্বরের পরিশিষ্ট)

১। বাতজ্বরে, কিরাতাদিপাঁচন। ২। পিত্তজ্বরে কলিঙ্গাদি পাচন। ৩। কফজ্বরে নিম্বাদি পাচন। কষ্টসাধ্যজ্বরে গুড়ূচ্যাদি পাচন বা দাস্যাদি পাচন। ৫। সন্নিপাতজ্বরে দশমূলপাচন। ৬। জীর্ণজ্বরে ভার্গ্যাদিপাচন। ধাতুগতজ্বরে বৃহৎভার্গ্যাদি পাচন বা পঞ্চমূল্যাদি পাচন ব্যবস্থা করিবে।

৩। সকলপ্রকার পালাজ্বর।

১। * আসসেওড়ার পাতা ৮ টি, খণ্ড খণ্ড করিয়া জ্বর আসিবার এক ঘণ্টা পূর্ব্ব হইতে তিন চারিঘণ্টা পর্য্যন্ত আঘ্রাণ হইলে, নিশ্চয় জ্বর বন্ধ হয়।

২। শনি মঙ্গলবারে অতি প্রত্যূষে অর্থাৎ কাকগণ বাসাছাড়া হইবার পূর্ব্বে আড়াইটি পান্তভাত (ভিজাভাত) খাইলে একদিনেই জ্বর বন্ধ হয়।

৩। * প্রাতে মুখ ধুইয়াই একটা পানের সহিত দুইটি থালকুনীগাছের মূল চিবাইয়া খাইলে নিশ্চয়ই জ্বর বন্ধ। ইহাতে শুদ্ধ পালাজ্বর কেন অনেক রকম জ্বর বন্ধ হয়।

৪। * এইরূপ পানের সহিত ভাঁটির পাতার কুড়ি খাইলে এবং শনি মঙ্গল বারে পালার দিবস ঐ কুড়ি ও পাতা থেতলাইয়া আঘ্রাণ লইলে জ্বর বন্ধ হয়।

৫। জ্বর আসিবার দিবস অন্যকোন কাজে নিপুণ থাকিতে পারিলে অর্থাৎ কোনরূপে জ্বরের কথা ভুলিতে পারিলেও জ্বর বন্ধ হইতে দেখা যায়!

৬। * তেলাকুচার পাতা হাতে রুগড়াইয়া জ্বর আসিবার পূর্ব্বহইতে আঘ্রাণ লইলে জ্বর বন্ধ হয়।

৭। * চাঁপার ছাল চূর্ণ এক আনা মাত্রায় জ্বরত্যাগ হইবার পর হইতে আসিবার সময় পর্য্যন্ত দুই ঘণ্টা অন্তর এক এক বার খাইলে জ্বর বন্ধ হয়।

৪। বিষম জ্বর।

১। * পদ্মফুলের গাছের শিকড় মস্তকে বাঁধিয়া রাখিলে রাত্রিকালের বিষমজ্বর আরাম হয়।

২। * অপাঙ্গের শিকড় কমরে বাঁধিয়া রাখিলে সর্ব্বপ্রকার পালাজ্বর ও বিষমজ্বর আরোগ্য হয়।

৩। * কালজিরাচূর্ণ আদ তোলা, সমভাগে পুরাতন গুড়ের সহিত দুই-বেলা সেবন করিলে জ্বর আরোগ্য হয়।

৪। * সেফালিকার পাতার রস দুইতোলা, মধু প্রক্ষেপ (প্রক্ষেপ = আদ তোলা পরে প্রদান) দিয়া দিবসে দুইবার সেবনে উৎকট বিষমজ্বর ভাল হয়।

৫। * চিরতা, গুলঞ্চ- চক্তচন্দন, শুঁঠ এই চারি দ্রব্যের ক্বাথ, দিবসে দুই বার খাইলে ঐকাহিক জ্বর ভাল হয়।

৬। * গুলঞ্চ, আমলকী, মুথা, একত্রে ক্বাথ করিয়া দুইবেলা সেবনে চাতুর্থক জ্বর ভাল হয়।

৭। * লালচিতার মূল ১ রতি মর্ত্তমানকলায় পুরিয়া সেবনে দ্ব্যাহিকজ্বর ও ত্র্যাহিকজ্বর আরাম হয়।

৮। * দধি, চিনি, ঘৃত সমভাগে মোট তিনতোলা জ্বর আসিবার পূর্ব্বে একবার খাইবে। তিনদিন খাইলে উৎকট জ্বর নিবারণ হয়।

পুটিয়া, রাজসাহী। } শ্রীনলিনীনাথ মজুমদার, হোঃ ডাক্তার।

সম্পাদকীয় বক্তব্য।

এ সকল ঔষধের অধিকাংশেরই গুণাগুণের বিষয় আমরা অবগত নহি। সুতরাং অজ্ঞাতগুণ-ঔষধের সম্বন্ধে আমাদের কিছু না বলাই ভাল। সম্পাদক।

দৃষ্টফল-মুষ্টিযোগ।

(কোন সুযোগ্য কবিরাজ কর্ত্তৃক লিখিত।)

নাসাজ্বর অথবা কেবল নাসারোগে যাঁহারা সময় সময় কষ্টভোগ করিয়া থাকেন, তাঁহারা নিম্নলিখিত মুষ্টিযোগ ঔষধের কোন না কোনটী ব্যবহার করিলে বিশেষরূপ উপকার প্রাপ্ত হইতে পারিবেন।

(ক) লাউফুলের রসের নস্য প্রত্যহ ৪।৫ বার লইলে নাসা ভাল হয়।

(খ) দারচিনি, দূর্ব্বা, আতপচাউল, ডালিমফুল ও আমলকী, সমভাগে জলসহ বাটীয়া কপালে প্রলেপ দিলে নাসা-জন্য কপাল বেদনা ও যন্ত্রণার উপশম হয়।

(গ) নাসাজন্য নাসিকা হইতে রক্তস্রাব হইলে অথবা অন্য কোনও কারণে নাক দিয়া রক্ত পড়িলে ৪ রতি ফট্‌কিরী, অর্দ্ধ ছটাক গোলাপজল অভাবে শীতলজলে মিশাইয়া নস্য লইলে সবিশেষ উপকার হয়। অথবা গাঁদাফুলের পাতার রস ও ডালিমফুলের রস একত্রে মিশ্রিত করিয়া তাহার নস্য লইলেও রক্তপড়া বন্ধ হয়।

(ঘ) নাক দিয়া রক্তপড়া বন্ধের পক্ষে যত মুষ্টিযোগ প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা দূর্ব্বার রসের নস্যই অধিকতম উপকারী বলিয়া বোধ হয়।

এতদ্ভিন্ন নাসারোগে শরীর ভার ও বেদনাযুক্ত ও জ্বরভাব হইলে প্রাতে এবং সন্ধ্যাকালে ১০ অর্দ্ধ ছটাক আদার রস এবং অর্দ্ধছটাক বেলপাতার রস একত্রে একটু মধুর সহিত পান করিলেও বড়ই উপকার দর্শে। স্পষ্ট জ্বর হইলে ২। ৪ দিন উপবাসেই নাসাজ্বরের শান্তি হইয়া থাকে। জ্বরের শান্তি এবং শরীরের বেদনা ও ভারের শান্তি হইলে তার পর গরমজলে স্নান করা বিধেয়।

সুপ্রসিদ্ধ মাননীয় করিবাজ শ্রীযুক্ত গঙ্গাপ্রসাদ সেন মহোদয় অন্ত্রবৃদ্ধির শান্তির পক্ষে নিম্নলিখিত মুষ্টিযোগ ঔষধটী বড়ই উপকারী বলিয়া মনে করেন, যথা ;—একপুয়া পুরাতন গব্যঘৃত, এক ছটাক ভেড়ার লোম এবং এক ছটাক সৈন্ধবলবণ একত্রে একখানি তাম্রপাত্রে রাখিয়া প্রত্যহ রৌদ্রে দিবে এবং সেই লোমগুলি ও সৈন্ধবলবণ উক্ত ঘৃতের সহিত তাম্রপাত্রে ঘসিতে থাকিবে। এই-রূপে ২১ দিন পর্য্যন্ত ঘসা হইলে লোমগুলি ছাকিয়া ফেলিয়া উক্তঘৃত প্রত্যহ প্রাতে ও সন্ধ্যাকালে অন্ত্রবৃদ্ধি স্থানে উত্তমরূপে অনেকক্ষণপর্য্যন্ত মর্দ্দন করিবে। বৃদ্ধের সম্বন্ধে না হউক, কিন্তু যুবক বা বালকের পক্ষে এই ঔষধ ব্যবহার করিলে বিশেষরূপ ফললাভের সম্ভাবনা।

চিকিৎসা-দর্পণী।

চিকিৎসা-বিষয়ক মাসিকপত্রিকা।

(ঢাকার বিখ্যাত ও সুশিক্ষিত জমীদার)

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম, এ, বি, এল,

মহাশয়ের বিশেষ উদ্যোগে ও সাহায্যে

আয়ুর্ব্বেদীয় চরক ও সুশ্রুতের সংস্কৃত, বাঙ্গালা, ইংরাজী ও হিন্দী

অনুবাদক এবং প্রকাশক

কবিরাজ শ্রীঅবিনাশচন্দ্র কবিরত্ন

কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

কলিকাতা কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্ ২০০ নং বাটী হইতে সম্পাদক কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

কলিকাতা।

৫ নং সিমলাষ্ট্রীট্ জ্যোতিষপ্রকাশ যন্ত্রালয়ে

শ্রীগোপালচন্দ্র ঘোষাল দ্বারা

মুদ্রিত।

সূচীপত্র।

বিষয়	পৃষ্ঠা।
উন্নতি কি অবনতি ? (বৈদ্যশাস্ত্র) ...	১৮২
ভুল মূলে নয়, তবে শাখাপ্রশাখায় বটে ...	১৮৪
দেশীয় স্বাস্থ্যবিজ্ঞানে কৃষিজন্য ধনেই সুখ অধিক	১৮৮
হিমরেজ বা রক্তস্রাব (ডাক্তারী) ...	১৯০
দেশীয় চিকিৎসায় অভেদত্ব	১৯৪
উপদংশ (ডাক্তারী)	১৯৮
হস্তমৈথুনে বালক ও নবযুবকগণ	২০৫
তৈলপাক ও প্রয়োগপ্রণালী	২০৭
দেশীয় স্বাস্থ্যবিজ্ঞানে ভোজনানুসারে সত্ত্বাদিগুণভেদ	২১০
বৈদ্যক পাঁচনের ন্যায় ঔষধ আর দ্বিতীয় নাই ...	২১১
আমাদের কথা	অতিরিক্ত পত্রে

বিজ্ঞাপন।

কেবল ২য় বর্ষের ভিন্ন আপাততঃ চিকিৎসা-সম্মিলনীর ১ম হইতে সমস্ত খণ্ডই বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। মূল্য সম্বন্ধে বিশেষ সুবিধা। ২য় বর্ষের পত্রিকাও পরে পাওয়া যাইবে। আমার নিকট পত্র লিখিবেন।

২০০ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্ কলিকাতা। } শ্রীপ্যারীমোহন সেন কবিরাজ। ম্যানেজার।

কলিকাতা-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা।

উন্নতি কি অবনতি ?

(বৈদ্যশাস্ত্র)

সাধারণ কথায় বলে "নহ্যমূলা জনশ্রুতিঃ" অর্থাৎ পরম্পর জনশ্রুতিদ্বারা যে সংবাদ সাধারণ্যে বিস্তৃত হইয়া পড়ে, তাহা মিথ্যা নহে। এই প্রবাদ-বচনটী অনেক স্থলে সত্য হইলেও অধিকাংশ স্থলেই আবার সম্পূর্ণ মিথ্যা হইয়া পড়ে। কেন মিথ্যা হয়, তাহাই একে একে বলিতেছি।

অনেকেরই ধারণা, অধিকাংশেরই বিশ্বাস, যেন মৃতপ্রায় জড়বৎ অবস্থায় অবস্থিত ভারতের আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসাশাস্ত্র, মধ্যে কিছু দিন মরণাপন্ন-দশায় উপনীত হইয়াও আবার ধীরে ধীরে সজীব হওয়ার উপক্রম করিতেছে। ঠিক্ যেন নির্ব্বাণোন্মুখ দীপ, তৈলের সাহায্যে আবার পূর্ব্বের ন্যায় প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল বলিয়াই সাধারণ লোকে মনে করিতেছে। এরূপ মনে করার কারণও বিস্তর আছে। কেহ বলেন ;—২৫।৩০ বৎসরের পূর্ব্বে মুর্শিদাবাদের ৺গঙ্গাধর কবিরাজের ন্যায় ২।৪ জন কবিরাজ ভিন্ন চরক সুশ্রুত গ্রন্থ দেশীয় কবিরাজগণ চক্ষেও দেখিতে পাইতেন না, আর এই অল্পসময়ের মধ্যে এতই আশ্চর্য্য উন্নতি ঘটিয়াছে যে, সেই অমূল্য চরকগ্রন্থ খানি প্রায় আজকাল অধিকাংশ সুশিক্ষিত কবিরাজেরই আয়ত্ত হইয়া পড়িয়াছে! বাস্তবিক আমরাও দেখিতে পাই যে, এখনকার দিনে যেন সকল কবিরাজেই চরকসুশ্রুতে দিগ্‌গজ পণ্ডিত! কেহ সাইন্‌বোর্ডে লিখিতেছেন "চরক ও সুশ্রুত মতের কবিরাজ" কেহ বা মহান্ আড়ম্বরের সহিত বিজ্ঞাপন দিতেছেন "চরক ও সুশ্রুতমতের যাবতীয় ঔষধ আমার নিকট প্রস্তুত আছে" ইত্যাদি। আর লেখকের ন্যায় কবিরাজের হস্তে চরকের রীতিমত শ্রাদ্ধ যে অনেক দিন পূর্ব্বেই শেষ হইয়া গিয়াছে এবং এখনও কতকটা হইতেছে, সে কথা বলাই বাহুল্যমাত্র। ইহা ছাড়া গত কয়েক-বৎসর হইতে চরক চরক করিয়া যে একটা মহান্ হৈ চৈ শব্দ প্রায় পৃথিবীময় ব্যাপ্ত হইয়া পড়িতেছে, একমাত্র সেই শব্দটাও সাধারণের চক্ষে এমনই মজার ধাঁ ধাঁ লাগাইয়াছে, যেন আয়ুর্ব্বেদের উন্নতির আর বড় একটা কালবিলম্ব নাই! কেননা মোক্ষমূলার সাহেব যখন লিখিয়াছেন "চরক খুব্ ভাল গ্রন্থ" যখন বিলাতী সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ডাক্তারগণ তারস্বরে বলিতেছেন যে, "চরকের ন্যায় উৎকৃষ্ট

চিকিৎসা-গ্রন্থ আর পৃথিবীর কোথাও নাই” তখন ত বৈদ্যচিকিৎসার প্রকৃত উন্নতির আর বাঁকী নাই বলিলেই চলে।

অথবা কেবল চরক চরক বলিয়াও নহে; হাটে, ঘাটে বা সভাসমিতিতে সুশিক্ষিত, অর্দ্ধশিক্ষিত বা অশিক্ষিত যে কোন ব্যক্তিকেই জিজ্ঞাসা করিবে, তিনি তৎক্ষণাৎই সটান বড়ই খুসির সহিত বলিবেন যে, “হাঁ দেশের বৈদ্য-শাস্ত্রটা যেমন মধ্যে একবারেই মাটী বা নির্ব্বাণপ্রায় হইয়া যাইবার যো হইয়াছিল, ভগবানের কৃপায় ও কতকগুলি সুশিক্ষিত কবিরাজের উদ্‌যোগে আজ্‌কাল তেমনই উন্নতির দিকে ধাবিত হইয়াছে, এমন কি, উন্নতিটা যেরূপ খরবেগে হইতেছে, তাহাতে অচিরাৎই আবার দেশীয় বৈদ্যশাস্ত্র সর্ব্বাঙ্গসুন্দর বলিয়া সাধারণের নিকট প্রতীয়মান হইবেক।

আর প্রকৃতপক্ষে আমরাও প্রতিনিয়ত চক্ষের উপর যাহা যাহা দেখিতেছি, তাহা ত যথার্থই উন্নতির লক্ষণ ভিন্ন স্বপ্নেও কখন অবনতি বলিয়া কল্পনাতেও স্থান দিতে পারি নাই। কেননা যে কলিকাতা সহরে আগে ২।১০ টী উপযুক্ত কবিরাজ পাওয়া দুষ্কর হইত, সেই সহরেই এখন কি না সহস্রাধিক কবিরাজ সদর্পে বিরাজ করিতেছেন। ২০।২৫ বৎসর পূর্ব্বে যে কলিকাতা সহরে ২।৪ কবিরাজ অতি কষ্টেসৃষ্টে মাসিক বড় জোর ২।৩ শত টাকা রোজগার করিয়া একখানি পালকীতে চড়িয়া টুক্ টুক্ করিয়া যাতায়াত করিতেন, আজ সেই কলিকাতার সহরেই দেখ শত শত কবিরাজের কেহ মাসিক আড়াই বা তিন হাজার, কেহ বা ২ হাজার, কেহ হাজার, অনেকেই ৪।৫ শত এবং ২।৩ শত বহুসংখ্যক কবিরাজেই রোজগার করিয়া প্রকাণ্ড জুড়ী, কেহবা ফিটান, কেহ ব্রুহাম এবং অনেকেই পালকী গাড়ী রাখিয়া মনের সাধে অর্থোপার্জ্জন ও ব্যয় করিয়া সাধারণের নিকট চূড়ান্ত বাহাদুরী দেখাইতেছেন। আবার সহর ছাড়িয়া পল্লীগ্রামের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেও দেখা যাইবে যে, অনেক গ্রামেই অনেক কবিরাজ বেশ সুখ্যাতির সহিত রোগমোচন ও বিলক্ষণ দশ টাকা উপার্জ্জন করিয়া উপরোক্ত সাধারণ-সংস্কারের বর্দ্ধন করিয়া দিতেছেন।

সুতরাং এত জাঁকজমকে, এত ধূম ধামে, এমন প্রত্যক্ষ দর্শনেও যদি বর্ত্তমান সময়ে বৈদ্য-চিকিৎসার উন্নতি না বলিব, ইহাতেও যদি উন্নতিপক্ষে অন্তরে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ আনিব, তবে আর মাথামুণ্ডু উন্নতি শব্দের যথার্থ

ব্যবহার করিব কোথায়? বলা বাহুল্য যে, সাধারণের ন্যায় প্রবন্ধ-লেখকও এই অতীব অমূলক সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া গত কয়েক বৎসর হইতে উন্নতি উন্নতি করিয়া বৃথা চীৎকার করিয়া আসিতেছেন। বাস্তবিক লেখকেরও দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, সত্য সত্যই ভারতের মৃতপ্রায় আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্র কালবশে ক্রমশঃ উন্নতির পথেই অগ্রসর হইতেছে। এ পর্য্যন্ত জীবনে এক দিন স্বপ্নেও মনে ভাবি নাই যে, এরূপ বাহ্য-চাকচিক্যশালী উন্নতির ভিতরে অতি সূক্ষ্মাণু-সূক্ষ্মভাবে কিন্তু প্রকৃত অবনতিরই আভাস পাওয়া যায়। আর কেমন করিয়াই বা বুঝিব? দশ জনেই যখন উন্নতি উন্নতি করিয়া আহ্লাদে আটখান হইয়া পড়িতেছে, তখন ত সে স্থলে আমাদের ন্যায় বুদ্ধিমানের পক্ষে সেই সার্ব্বজনিক উন্নতির মধ্য হইতে অবনতির অংশ বাছিয়া লওয়া কোনমতেই সম্ভব নহে। তাই প্রথমেই বলিয়াছি যে, “জনশ্রুতি যে অমূলক নহে” ইহা ঠিক কথা নহে। কেন না জনশ্রুতি সর্ব্বত্র ঠিক হইলে বর্ত্তমান মৃতপ্রায় বৈদ্যশাস্ত্রের উন্নতি-বিষয়ক একটা অতি জলন্ত মিথ্যা শব্দ সাধারণের মধ্যে এত প্রতিপত্তি লাভ করিতে পারিবে কেন? বস্তুতঃ জগৎটা বড়ই অন্ধ, জন সাধারণে যেন যথার্থই বোকার চূড়ামণি; সত্যই হউক, আর মিথ্যাই হউক, যেন তেন প্রকারে একটা রব একবার তুলিয়া দিতে পারিলেই হইল। ভালই হউক, আর মন্দই হউক, উপকারীই হউক, আর অপকারীই হউক, একটা বার কষ্টেসৃষ্টে কোন একটা সংস্কার সমাজে বদ্ধমূল করিয়া দিতে পারিলেই হইল; বশ, তারপর তুমি চক্ষু মুদ্রিত করিয়া নিশ্চিন্ত বসিয়া থাক বা নিদ্রাই যাও, দেখিবে তোমার কল ঠিক্ সেইরূপই চলিতেছে।

ঠিক্ এইরূপ নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া পৃথিবীর কত শত দেশে কত সহস্র সহস্র কুসংস্কার যে, আবহমান সদর্পে চলিয়া আসিতেছে, তাহার আর ইয়ত্তা নাই। সমধিক আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সেই সেই দেশে কতশত সুপণ্ডিত ব্যক্তিও কিন্তু এই কুসংস্কার-রূপ রাক্ষসের করাল-বদন হইতে কোন মতেই আপনাকে রক্ষা করিতে সমর্থ হন্ না। বস্তুতঃ মানবগণের সংস্কারের বিষয় ধীরভাবে ভাবিতে গেলে প্রকৃতই পদে পদে বিস্ময়াবিষ্ট হইতে হয়; কিন্তু সে কথা ভাবিবার অবসর আমাদের নাই। সময় নাই বলিয়াই আমরাও অন্ধের ন্যায় এ পর্য্যন্ত আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসাশাস্ত্রের উন্নতিস্রোতে ভাসমান হইয়া আসিতেছি।

কিন্তু আর নহে, এত দিন পরে ভগবানের কৃপায় আমাদের চক্ষু ফুটীয়াছে। যাহা অমৃত বলিয়া ধারণা ছিল, তাহা প্রকৃতই গরল; মণিমুক্তাজ্ঞানে যে সংস্কারকে এত দিন ধারণ ও পোষণ করিয়া আসিতেছিলাম, এখন দেখিতেছি যে, তাহা প্রকৃতই জঞ্জালরাশি। বাস্তবিকই আমাদের দেশীয় আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রের দিন দিন আংশিক উন্নতি হওয়াও দূরে থাকুক, বরঞ্চ সর্ব্বপ্রকারে অধঃগতিরই চরমসীমায় উঠিতেছে। এমন কি, কোন কোন জ্ঞানীর বিশ্বাস যে, এ অবনতির স্রোত এমনভাবে আরও দীর্ঘকাল বহিলে হয় ত বৈদ্য-চিকিৎসার নাম পর্য্যন্তই ভারত হইতে কালে লোপ পাইবার সম্ভাবনা। তবে অবশ্য কতকগুলি বণিক্‌বৃত্তি ব্যবসায়-পটু কবিরাজের উপার্জ্জনের পক্ষে বিশেষ সুবিধা হইতেছে ও ভবিষ্যতে আরও হইবে।

কি সর্ব্বনাশ! কথাটা ভাবিলে বিশেষতঃ একটু ভিতরে প্রবেশ পূর্ব্বক চিন্তা করিয়া দেখিলে প্রাণ যে প্রকৃতই ভয়ে জড় সড় হইয়া শিহরিয়া উঠে! সত্য সত্যই মনে হয়, যে যেন আর্য্যঋষিগণের বহু তপস্যালব্ধ অমূল্য আয়ুর্ব্বেদ-ধনের যাহাও কিঞ্চিৎ অবশেষ ছিল, তাহাও বুঝি কালে আর থাকিবে না। কথাটা চিন্তা করিবার বিষয় ত বটেই; অধিকন্তু দুইটা আলোচনা এমন কি আন্দোলন করিবারও বিষয় বটে।

ক্রমশঃ—

সম্পাদক।

ভুল মূলে নয়, তবে শাখাপ্রশাখায় বটে।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে অসীম প্রতাপশালী, ঘোরতম চাকচিক্য-বিশিষ্ট, আপাতরম্য ও আশু-সুখদায়ক ভারত-ব্যাপ্ত বর্ত্তমান বৈদেশিক চিকিৎসা-প্রণালীর একান্ত ভক্ত ও সর্ব্বথা অনুরক্ত ব্যক্তিগণের নিকট এখনকার প্রচলিত অসম্পূর্ণ বৈদ্য-চিকিৎসার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করিতে যাওয়া যে কতদূর সঙ্গত, সে বিবেচনা পাঠকগণই করিবেন।

কিন্তু আংশিক অবস্থায় অবস্থিত বর্ত্তমান বৈদ্যচিকিৎসাশাস্ত্র কিম্বা অতীব প্রবঞ্চনাপূর্ণ আধুনিক চিকিৎসাপ্রণালীর উপর আমাদের কোন

কথাই বলিবার নাই। কেননা এখনকার বৈদ্যগণ যে ষোল আনা বৈদ্য শাস্ত্রের দুই আনা অংশও উত্তমরূপে অবগত নন্, কিম্বা ষোল আনা চিকিৎসা-প্রণালীর যে এক আনার উপরও তাঁহাদের অধিকার নাই, অথবা কোন কোন বৈদ্যের সে অধিকার কথঞ্চিৎ থাকিলেও দেশকাল পাত্রানুসারে সে অধিকারে যে চলিতে সমর্থ নন্, একথা অনেক জ্ঞানবান্ ব্যক্তিই অবগত আছেন। সুতরাং আধুনিক কেবল শাখাপ্রশাখা বৈদ্যব্যাপারের কোন অংশের উপরেই আমাদের কোন কথা বলিবার নাই।

তবে বলিব এই শাস্ত্রের মূল লইয়া। যেহেতু মূলই আমাদের প্রধানতঃ লক্ষ্যস্থানীয়। শাখাপ্রশাখার পক্ষপাতী আমরা কোনকালেই নহি। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে, কেবল আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্র বলিয়া নহে, অপিচ মূলের প্রতি তাচ্ছিল্য ও শাখাপ্রশাখার উপর যত্ন লইয়া ভারতীয় সকল শাস্ত্রেরই দুর্দ্দশার একশেষ হইয়া উঠিয়াছে। ধর্ম্মশাস্ত্রই বল, আর আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রই বল, শিল্পশাস্ত্রই বল, আর অন্য যে কোন শাস্ত্রই বল, মূল ও শাখাপ্রশাখায় এতই পার্থক্য ঘটিয়াছে যে, অগ্রে শাখাপ্রশাখা দেখিয়া পরে মূলের অনুসন্ধান লইলে একবারেই অবাক্ হইয়া যাইতে হয়।

কিন্তু মূলের পরিচয়ে কেবল আমরাই একা অবাক্ হইয়া য'ই নাই। আজ্ এই মূলের আভাসমাত্র প্রাপ্ত হইয়া ইয়ুরোপ আমেরিকার জীবন্ত জাতিও অবাক্ এবং স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছেন। পাঠক! বর্ত্তমান সময়ে ধনে, মানে ও অর্থগৌরবে আমেরিকান্‌দিগের ন্যায় শ্রেষ্ঠ জাতি পৃথিবীর আর কোথায়ও নাই; দেখুন:—সেই আমেরিকা মহাদেশের অন্তর্গত ফিলাডেলফিয়া নগরের প্রাচীন, বহুদর্শী, সুনিপুণ, খ্যাতনামা ডাক্তার জর্জ্জ এইচ্ ক্লার্ক এম্, এ, এম্, ডি, মহোদয় আমাদের ইংরাজী চরকসংহিতার সামান্য মাত্র অংশ পাঠ করিয়া ঋষিগণের বহুতপস্যালব্ধ জ্ঞান ও অশেষ গবেষণা দ্বারা উপার্জ্জিত শক্তির পরিচয় পাইয়া আনন্দে গদগদ হইয়া কি বলিতেছেন। তিনি ইতি মধ্যে স্বহস্তে আমাকে লিখিয়াছেন:—

Dear Doctor, Philadelphia
America.

"as I go over each fasciculus I always arrive at one conclusion and that is this :—

If the Physicians of the present day would droff from the Pharmacopia all the modern drugs and chemicals, and treat their patients according to the methods of "Charaka" there would be less work for the und er-takers, and fewer chronic invealids in the world.

I look forward with pleasure to the completion of the work, for 1 am anxions to have it all."

Sinciarely yours
Geo. H. Clark.
M. A. M. D.

প্রিয় কবিরাজ,

আপনার পত্র সমেত চরকের ইংরাজী অনুবাদের ৬ষ্ঠ খণ্ড পাইয়াছি।

প্রত্যেক খণ্ড পাঠ করিয়া আমি একই সিদ্ধান্তে উপনীত হই। সেই সিদ্ধান্ত এই ঃ—

যদি বর্ত্তমান কালের চিকিৎসকেরা তাঁহাদিগের ঔষধের তালিকা হইতে আধুনিক যাবতীয় ঔষধ ও রাসায়নিক পাক প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়া রোগীকে চরকের মতানুসারে চিকিৎসা করেন, তাহা হইলে শববাহকের কার্য্য অনেক হ্রাস হইয়া আসিবে। এবং পৃথিবীতে চিররোগীর সংখ্যা কম হইবে। "!!!"

আমি পরম আহ্লাদের সহিত এই গ্রন্থের সমাপ্তির প্রতীক্ষা করিতেছি। যেহেতু আমি সমগ্র গ্রন্থ প্রাপ্ত হওয়ার জন্য সমুৎসুক হইয়াছি।

অকপট হৃদয়ে আপনার
জর্জ্জ এইচ, ক্লার্ক, এম, এ, এম্, ডি,

ধন্য ক্লার্ক! শতসহস্র ধন্য তোমার এরূপ অসাধারণ গুণগ্রাহিণীশক্তিকে! তুমি যথার্থই আর্য্য ঋষি-স্থলাভিষিক্ত দেবতাস্বরূপ! তুমি সুদূর-প্রদেশী বিভিন্নধর্ম্মাবলম্বী অনার্য্য হইলেও আমাদের ন্যায় কৃত্রিম আর্য্য হইতে যে সহস্রাংশেই পূজার্হ, তাহাতে আর অনুমাত্রও সন্দেহ নাই।

অনেকেই বলিতেছেন—ভাবুক ক্লার্ক সমগ্র চরক পাঠ না করিয়া কেবল ভাব-প্রণোদিত হইয়াই এরূপ বাড়াবাড়িভাবে হটাৎ পত্রখানি লিখিয়াছেন, কেহ কেহ বা মনে করিবেন, ক্লার্ক সাহেব যে একজন খুব্ বড়দরের বিজ্ঞ বিচক্ষণ সুপণ্ডিত ডাক্তার, সে কথারই বা প্রমাণ কি? কিন্তু একথা যেন কেহ স্বপ্নেও মনে না করেন। কেননা গত দশবৎসরেরও অধিককাল হইতে আমরাও ঠিক্ ক্লার্কসাহেবের লিখিত দুইটী কথাই অহরহ চিন্তা করিয়া আসিতেছি। সর্ব্বদাই মনে ভাবি যে, আমাদের ন্যায় নির্ব্বোধ জাতি ত এজগতে আর কুত্রাপিও দৃষ্টিগোচর হয় না। যেহেতু আমাদের আর্য্যঋষিগণ প্রকাশিত চিকিৎসাশাস্ত্রের মতানুসারে চলিলে যে রোগ ও মৃত্যুসংখ্যা কম হয়, একথা কখন মুখে আনিলেও সাধারণে পাগল বলিয়া উপহাস করে। যাহা হউক, প্রকৃতই যে, চরকের লিখিত উপদেশানুসারে চলিলে এ জগতে মৃত্যু ও চিররোগীর সংখ্যা অনেক হ্রাস হইয়া আইসে, ইহা অন্তরে দৃঢ়বিশ্বাস থাকিলেও দুঃখের বিষয় এ শ্মশানভূমিতে এমন লোক বোধ হয় একজনও নাই, যিনি ক্লার্কের একথার উপর দৃঢ়বিশ্বাস ও নির্ভর করিতে পারেন। যদি তাহাই থাকিবে, তবে এ সুবিশাল সুবর্ণপুরি মহাশ্মশানভূমিতে পরিণত হইবে কেন?

আর দ্বিতীয় কথা, ক্লার্ক যে একজন যে সে ডাক্তার নহেন, সে সম্বন্ধেও এস্থলে কিঞ্চিৎ বলিতেছি। কেননা অনেকের ন্যায় আমাদেরও কতকটা ধারণা ছিল যে, বুঝিবা ইয়ুরোপ আমেরিকার যে সে ডাক্তারেই আমাদিগকে এইরূপ পত্রাদি লিখিয়া থাকেন। কিন্তু সে ধারণা গিয়াছে, কলিকাতার বিখ্যাত হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার প্রতাপচন্দ্র মজুমদার কয়েকমাস পূর্ব্বে যখন আমেরিকায় গমন করেন, তখন তিনি এই ক্লার্কসাহেবের বাটীতে কয়েক দিন আতিথ্যসৎকার গ্রহণ করিয়াছিলেন। আমরা তাঁহারই মুখ হইতে শুনিয়াছি যে, ক্লার্কসাহেবের ন্যায় সুপণ্ডিত ডাক্তার তিনি অতি কমই দেখিয়াছেন। সুতরাং এ কথায় আদৌ অবিশ্বাস স্থাপন করা যাইতে পারে না। তবেই ব্যাপারখানা কি? দেশের লোক যে এলোপ্যাথি, হোমিওপ্যাথির নামেই

গলিয়া যান্, আর সেই এলো ও হোমিওপ্যাথির জন্মদাতারা কিন্তু এদেশীয় চিকিৎসা-প্রণালীর এরূপ ভক্ত। সুতরাং ইহাও একটা বিশেষ ভাবিবার কথা বটে।

সম্পাদক

দেশীয় স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান।

প্রাণের পর চাই ধন।

কৃষি-জন্য ধনেই সুখ অধিক।

সুখ যদি কেবল গাড়ী পালকী চড়ার উপরেই নির্ভর করে; কেবল তাকিয়া ঠেস্ দিয়া ভুঁড়ি উচু করিয়া দ্বিতল ত্রিতল প্রাসাদোপরি সুখ-জনক উপবেশনই যদি চূড়ান্ত সুখের হয়, শুধু পশুবৎ অহরহ ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করাই যদি মানবগণের যথার্থ শান্তির কারণ হয়, তবে অবশ্যই সাধারণে আমাদের লিখিত এসকল কথা পাগলের প্রলাপোক্তি বলিয়া মনে করিতে পারেন। কেননা আজি কালিকার দিনে যাঁহারা পাকা দাসত্বাবলম্বী, যাঁহারা বাণিজ্য ব্যাপারে অতি নিপুণ, তাঁহারাই প্রকৃতপক্ষে ঐ সকল সুখের এক চেটিয়া অধিকারী। কিন্তু আসল কথা যথার্থ সুখ সুনিদ্রা, যথাকালে ক্ষুধাতৃষ্ণার উদ্রেক ও অন্তরের নির্ম্মল শান্তির (দুশ্চিন্তাশূন্যতা) উপরেই সম্যক্ নির্ভর করে। যদি তাহাই ঠিক্ হয়, তবে কৃষিজন্য ধনের অপেক্ষা অন্য আর কোন ধনেই মানবকে প্রকৃত শান্তি প্রদান করিতে পারে না।

গভীর দুঃখের বিষয় এই যে, ভারতবাসীর দুর্ভাগ্য দোষে ধনোপার্জ্জনের এমন সর্ব্বোৎকৃষ্ট ও সহজ পন্থা বর্ত্তমান থাকিতেও এখনকার কালে কেহ স্বপ্নেও একবার এসকল বিষয় চিন্তা করিয়া দেখেন না। পিতা মাতা পুত্রোৎপাদনের পূর্ব্বেই হয়ত সঙ্কল্প আটিয়া বসেন যে, পুত্র জন্মিলেই তাহাকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দাসত্ব ডেপুটী গিরি চাকুরী যাহাতে হয়, তজ্জন্য সর্ব্বস্ব ব্যয় করিয়াও লেখা পড়া শিক্ষা দিতে হইবে; আর ভাগ্যক্রমে সেই পুত্রই কিনা সেই ডিপুটী হইয়া শেষটা পেন্‌সন ভোগ করিতে করিতে অন্তিমকালেও দাসত্বের ভাবনা ভাবিতে ভাবিতে অকালে প্রাণত্যাগ করিয়া থাকেন।

সত্যবটে সকল দেশে সকল সময়েই জ্ঞানবান্ ও মূর্খ, এই দুই শ্রেণীরই লোক দেখা গিয়া থাকে, আর জ্ঞানবানের অপেক্ষা মূর্খের সংখ্যাই যে সকল দেশে সহস্রগুণেই অধিক হইয়া থাকে, ইহাও যথার্থ; কিন্তু এমন দেশ এ পৃথিবীতে বোধ হয় নাই বলিলেই চলে, যেখানে আগাগোড়াই নিরেট মূর্খের দলে বোঝাই। বিধির বিড়ম্বনায় ভারত মহাদেশ সে অভাব পূর্ণ করিয়াছে। পোড়া দেশের যেন রাজা মহারাজা হইতে আরম্ভ করিয়া টিকটিকিটীপর্য্যন্ত অজ্ঞানের অধম; যদি তাহাই না হইবে, তবে এদেশীয় লোকদিগের মধ্যে কৃষিকার্য্য, পশুপালন ও বাণিজ্যব্যবসায়ের এতাদৃশ শোচনীয় অবস্থা উপস্থিত হইয়া নিকৃষ্টাধম দাসত্ববৃত্তির এত অধিক গৌরব বৃদ্ধি হইবে কেন?

বাস্তবিক কি ইহা একটা ভাবিবার বিষয় নহে, যে এতবড় একটা ভারত সাম্রাজ্যে এই ২৫।৩০ কোটী মনুষ্যের মধ্যে যাহারা একটু মনুষ্যপদবাচ্য, তাহাদের মতিই দাসত্বের দিকে। যিনি লক্ষ লক্ষপতি রাজা মহারাজা, তিনি ভাবিতেছেন, শালাসম্বন্ধী বা অন্যান্য আত্মীয়বর্গকে কেমন করিয়া একটা উচু ডেপুটী বা তৎসদৃশ চাকুরীতে ভর্ত্তি করিয়া দিব। যিনি জমীদার, তিনি ত নিজেই একটা বড় চাকুরী পাইলে আপনাকে কৃতকৃতার্থ মনে করেন। আর বড় বড় দাল মহাশয়দিগের সন্তানসন্ততির সম্বন্ধে ত কোন কথাই নাই, কেননা দাসের সন্তান যে, দাসত্ববৃত্তিকেই শ্লাঘ্য মনে করিয়া তাহার জন্য লালায়িত হইবে, ইহার আর বিচিত্রতা কি? কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, সকলেই যদি কোমর বাঁধিয়া দাসত্বের দিকেই ছুটিবে, তবে চাউল ডাউল প্রভৃতি শস্যাদির সংবাদ লয় কে? গো মহিষাদি নিত্য প্রয়োজনীয় পশুগণের খবরই বা রাখে কে? দেশের কোন্ স্থানের কোন্ জমীতে কিরূপ ধান্য ভালরূপ জন্মিতে পারে, কোন্ ডাউল কোন্ ঋতুতে কিরূপে চাষ করিলে তাহা সর্ব্বাঙ্গসুন্দররূপে উৎপন্ন হইতে পারে, কোন্ কোন্ পশুর প্রতিপালন কিরূপ ভাবে করিলে পশুকুলের যথার্থ উন্নতি সাধিত হইতে পারে, কোন সুশিক্ষিত ব্যক্তিই যেন এ ভাবনাটা একবার স্বপ্নেও ভাবিতে চাহিবেন না। ভাবনা কেবল সেই অতি সুমিষ্ট দাসত্ববৃত্তিরদিকে। ধিক্ ভারতবাসীর বুদ্ধিকে! শতধিক তোমাদের কর্ত্তব্য জ্ঞানকে!

সে যাহা হউক, দেশের সুশিক্ষিত ব্যক্তিগণ যখন আধুনিক দাসত্বের মুচ্ছদ্দিগিরীর ন্যায় শত সজস্র কৃষকের কাণ্ডারী হইয়া তাহাদিগকে চালিত

করিবেন, যখন এই সকল ব্যক্তিই পশুপালনের ভার স্বহস্তে লইতে শিখিবেন, তখনই এদেশের ভাগ্য আবার সুপ্রসন্ন হইতে আরম্ভ হইবে। তবেই এদেশীয়-গণের শিক্ষা, যথার্থ শিক্ষা বলিয়া পরিগণিত হইবে; নচেৎ দেশের ওঁছা মহা-মূর্খ লোক গুলার প্রতি কৃষিকার্য্যের ভার দিয়া, দুগ্ধপোষ্য অজ্ঞান রাখালগণের অথবা অনাথিনী দুঃখিনী রাঁড়ীবাল্‌তীর প্রতি পশ্বাদির পালন ও রক্ষণকার্য্য ন্যস্ত রাখিয়া দুই দশজন দোকানদার গোচের অবোধের উপর বাণিজ্যব্যাপার নির্ভর করিয়া অবশিষ্ট যাবতীয় সুশিক্ষিত লোক দিবারাত্রি চাকুরী চাকুরী করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইলে অথবা চাকুরীদ্বারা অতুল ঐশ্বর্য্যবান্ হইলেও এদেশের যথার্থ মঙ্গল কোন কালেও সাধিত হইবে না।

ক্রমশঃ—

সম্পাদক।

হিমরেজ বা রক্তস্রাব।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

এইরূপ স্বাভাবিক রক্তস্রাব ঠিক্ নিয়মিত সময়ে হয়। এইরূপে রক্তস্রাব সচরাচর গুহ্যদ্বার এবং নাক দিয়া হয়। এইরূপে রক্ত অনেক সময় পুরুষানু-ক্রমে হয়।

অনেক লোক আছে, তাহাদিগের ঠিক্ সময়ে রক্তস্রাব হয়। স্ত্রীলোকের ঋতু যেমন মাসে মাসে নিয়মমত হয়, এই সকল রক্তস্রাব সেইরূপ ভাবেই হইয়া থাকে। মিঃ এম, গল যিনি ক্রির্ণলজি শাস্ত্র আবিষ্কার করিয়াছেন, তাঁহার মত যে, অনেক পুরুষেরও স্ত্রীলোকের ন্যায় ঋতু হইয়া থাকে। এই দুই বিষয়ে যে বেশ মিল আছে, তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে।

রজঃস্রাবের ন্যায় এই সকল রক্তস্রাব যাবজ্জীবন হয় না। যেমন রজঃস্রাব যৌবনের পূর্ব্বে হয় না, সেইরূপ এই সকল রক্তস্রাবও যৌবনের পূর্ব্বে দেখা দেয় না। তারপর রজস্রাবের ন্যায় যৌবন বয়সে এই রকম রক্তস্রাব আরম্ভ হইয়া বৃদ্ধবয়স পর্য্যন্ত স্থায়ী হয়। এইরূপ রক্তস্রাব ঠিক রজঃস্রাবের ন্যায় পালাক্রমে হয়, প্রতিবারে একই যায়গা হইতে নির্গত হয় এবং সেই পরিমাণ রক্ত নির্গত হয়। রজঃস্রাবের ন্যায় এই রক্তস্রাব বন্ধ হইলে নানা অসুখ

উপস্থিত হয়। এরূপ রক্তস্রাব অধিক হইলে অতিরিক্ত রজঃস্রাবের ন্যায় পীড়া বলিয়া গণ্য হয়।

স্ত্রীলোকের পক্ষে অনেক সময়ে রজঃস্রাবের পরিবর্ত্তে অন্যান্য স্থান দিয়া রক্ত নির্গত হয়। এইরূপ রক্তস্রাবকে ভাইকেরিয়স্ হিমরেজ বলে। এই সকল স্ত্রীলোকের রজঃস্রাব বন্ধ হইয়া গুহ্যদ্বার, পাকস্থলী বা ফুষফুষ দিয়া রক্ত-স্রাব হয়। কাহারও বা চর্ম্ম দিয়া রক্ত নির্গত হয়। যাহার যে স্থান দিয়া একবার নির্গত হয়, প্রতিবারেই সেই স্থান দিয়াই নির্গত হয়। দৈবাৎ স্থান-পরিবর্ত্তন করে। ভাইকেরিয়স্ হিমরেজ পীড়া বলিয়া গণ্য।

আরও একরূপ রক্তস্রাব আছে, তাহাকে ইডিওপেথিক বলে। কোন পীড়া ব্যতীত আপনা আপনি রক্তস্রাব হইলে তাহাকেই ইডিওপ্যাথিক বলে। ডাক্তারেরা যে সকল রোগের কারণ খুজিয়া পান না, তাহাকেই ইডিওপ্যাথিক বলেন। আমিও এইরূপ বুঝিয়াছি। আর যে সকল ঔষধের ক্রিয়ার বিষয় তাঁহারা অন্ধকারে বিচরণ করিতেছেন, তাহাদের নাম দেন "অল্টারেটীভ" (পরিবর্ত্তক)। এই পরিবর্ত্তক কথাটি আরও হাস্যকর। এই পরিবর্ত্তক শব্দে যে কি মাথামুণ্ড বুঝায়, তাহা যাঁহারা অনুবাদ করিয়াছেন, তাঁহারাও বলিতে পারেন না।

এই ইডিওপ্যাথিক হিমরেজ দুই রকমে আছে। (১) একটীভ্ (ধামনীক) (২) প্যাসিভ্ (শৈরিক)।

রক্তস্রাব হইবার পূর্ব্বে যে যন্ত্র দিয়া রক্তস্রাব হয়, সেই যন্ত্রের ধামনিক রক্তা-ধিক্য হইলে সেইরূপ রক্তস্রাবকে ধামনিক বা একটিভ্ রক্তস্রাব বলে।

আর কোন যন্ত্রের কন্‌জেস্‌সন না হইয়া রক্তস্রাব হইলে তাহাকেই শৈরিক বা প্যাসিভ্ রক্তস্রাব বলে।

ধামনিক রক্তস্রাব যুবা এবং বলবান্ ব্যক্তিদিগের হয়। যে সকল লোক ভাল খায়, পরিশ্রম কম করে, যাহাদের গায়ে বেশী রক্ত তাহাদেরই ধামনিক রক্তস্রাব হয়। এইরূপ ধরণের রক্তস্রাবের কখন কখন কতকগুলি উত্তেজক কারণ থাকে। যথা, রৌদ্রেভ্রমণ, ক্রোধের উদয় বা অন্য কোন মানসিক উদ্বেগ, উৎকট ব্যায়াম প্রভৃতি। এই সকল প্রকৃতির লোকের রক্তস্রাব হইবার পূর্ব্বে নাড়ী স্থূল এবং বেগবতী হয়। যে স্থান দিয়া রক্ত পড়িবে, সে স্থান লালবর্ণ হয় এবং সে স্থানে ভার ভার বোধ হয়। তারপর ঐ স্থান দিয়া খুব

জোরে রক্ত নির্গত হয়। রক্তের বর্ণ গাঢ় লাল, একই যায়গা হইতে নির্গত হয় এবং ঐ রক্ত অতি শীঘ্রই জমিয়া যায়। যত রক্তস্রাব হয়, ততই ক্রমে ক্রমে স্থানীয় রক্তাধিক্য কমিয়া যায় অর্থাৎ যে স্থান হইতে রক্তস্রাব হয়, সে স্থান পাতলা বোধ হয় এবং রোগীও বেশ একটু সুস্থতানুভব করে। পূর্ব্বাপেক্ষা শরীর বরং ভালই বোধ হয়, পূর্ব্বে শরীর ভার ভার বোধ ছিল, এখন বেশ পাতলা বোধ হয়। এইরূপ রক্তস্রাব থামাইতে আর ঔষধের প্রয়োজন হয় না। ইহা নিজেই একরূপ ঔষধস্বরূপ। এইরূপ স্থলে রক্তস্রাব না হইলে হয় ত অন্য কোন উৎকট রোগ হইত। এই রক্তস্রাব শেষটায় আপনা আপনিই থামিয়া যায়। তবে কখন কখন এই রক্তস্রাব অতিরিক্ত হইয়া রোগীকে দুর্ব্বল করিয়া ফেলে। এরূপ হইলে অবশ্যই চিকিৎসার দরকার।

এইরূপ রক্তস্রাবের পূর্ব্বে একটিভ্ কন্‌জেস্‌সন্ হয়। কোন যন্ত্রের প্রদাহ হইবার পূর্ব্বেও ঐ যন্ত্রে একটিভ্ কন্‌জেস্‌সন্ হয়। একটিভ্ কন্‌জেস্‌সন্ প্রদাহের প্রথম অবস্থা। অতএব এইরূপ রক্তস্রাব হইয়া সেই সেই যন্ত্রের বা স্থানের প্রদাহ নিবারণ হয় মাত্র। কোন স্থানে কন্‌জেস্‌সন্ হইয়া প্রদাহের লক্ষণ দেখা দিলে আমরা জোঁক লাগাইয়া রক্তমোক্ষণ করিলে উপকার প্রাপ্ত হই। রক্তমোক্ষণ প্রদাহদমনকারক। এই সকল বিবেচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই, একটিভ্ হিমরেজ (ধামনিক রক্তস্রাব) রোগীর উপকারের জন্যই হইয়া থাকে। অনেক লোকের নাক দিয়া রক্তস্রাব হইবার পূর্ব্বে মাথা বেদনা করে ও মাথা ভার বোধ হয়। অর্থাৎ মস্তিষ্কের কন্‌জেস্‌সন্ হয়। তার পর রক্তস্রাব হইয়া মাথা পাতলা বোধ হয়, শরীরও পাতলা বোধ হয়। যদি এইরূপ রক্তস্রাব না হইত, তবে হয় ত মস্তিষ্কের কন্‌জেস্‌সন্ (রক্তাধিক্য) বৃদ্ধি হইত এবং রোগীর জ্বর ও অতি দুরূহ শিরঃপীড়া উপস্থিত হইত। সুতরাং রক্তস্রাব জোঁকের কায করিল।

যেমন ধামনিক (একটিভ্) রক্তস্রাব সবল শরীরে হয়, সেইরূপ শৈরিক রক্তস্রাব (প্যাসিভ্ হিমরেজ) দুর্ব্বল শরীরে হয়। অপর্য্যাপ্ত আহার, দীর্ঘকাল রোগভোগ, দুশ্চিন্তা প্রভৃতি কারণে যে সকল লোক দুর্ব্বল হইয়াছে, তাহাদেরই শৈরিক রক্তস্রাব হয়। শৈরিক রক্তস্রাবের রক্ত কতকটা কাল রংএর হয় এবং উহা ভাল হইয়া জমাট বাঁধে না। একটিভ্ রক্তস্রাব এক যায়গা হইতে রক্তস্রাব হয়, কিন্তু প্যাসিভ্ রক্তস্রাব শরীরের নানা স্থান হইতে

রক্তস্রাব হয়। এইরূপ রক্তস্রাব দুর্ব্বল শরীরে হয়, সুতরাং রক্তস্রাব হইলে রোগী আরও দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। এই প্যাসিভ্ হিমরেজ হইবার পূর্ব্বে কোনরূপ লক্ষণ উপস্থিত হয় না। একটিভ্ হিমরেজ হইলে যেমন খানিকটা রক্ত পড়িয়া আপনা আপনি থামিয়া যায়, প্যাসিভ্ রক্তস্রাব সেরূপ প্রায়ই আপনা আপনি থামিয়া যায় না। এই রক্তস্রাব বন্ধ করিতে অনেক কাট্ খড়ির দরকার।

এই দুইপ্রকার রক্তস্রাব (একটিভ্ এবং প্যাসিভ্) পূর্ব্বে কোনরূপ পীড়া না হইয়াও আপনা আপনি হইতে পারে। অর্থাৎ বিনা কারণে এরূপ ঘটনা হইতে পারে। কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই এই সকল রক্তস্রাব পীড়াবিশেষের লক্ষণরূপে প্রকাশ পায়। যথা ফুস্‌ফুসে টুবার্কল (গুটিকা) সঞ্চিত হইলে ফুস্‌ফুসের কন্‌জেস্‌সন হইয়া ফুস্‌ফুস হইতে রক্তস্রাব হয়। এখানে রক্তস্রাব যক্ষ্মারোগের লক্ষণমাত্র। সেইরূপ হৃদয়ের পীড়া (হার্টডিজিজ) হইলে ফুস্‌ফুস যকৃৎ প্রভৃতি নানা স্থানে প্যাসিভ্ কন্‌জেস্‌সন্ হয়, সুতরাং প্যাসিভ্ রক্তস্রাব হয়। এই জন্য হৃদয়ের পীড়া হইলে ফুস্‌ফুসের প্যাসিভ্ কন্‌জেস্‌সন্ হইয়া রক্তকাশ হয় (কাশির সঙ্গে রক্ত উঠে) এবং যকৃতের প্যাসিভ্ কন্‌জেস্‌সন্ হইয়া রক্ত বমন হয়।

ক্রমশঃ—

শ্রীপুলিনচন্দ্র সান্ন্যাল এম্, বি,

দ্রষ্টব্য—এই প্রবন্ধ কেহ কোন পত্রিকায় উদ্ধৃত না করেন। শ্রী পু, চ, সা।

সম্পাদকীয় বক্তব্য।

ডাক্তার পুলিন বাবুর লিখিত এ হিমরেজ বা রক্তস্রাবের প্রবন্ধে বাস্তবিকই অতীব গুণপনা প্রকাশ পাইয়াছে। ইহার প্রত্যেক পংক্তিই আমরা অতিশয় আনন্দের সহিত পাঠ করিয়াছি। তবে কথা এই যে, বিদেশীয় চিকিৎসকগণ মানবদেহের রক্তসঞ্চালন, স্থিতি ও স্রাবাদির বিষয়ে যেরূপ অত্যাশ্চর্য্য চিন্তাশক্তির পরিচয় দিয়াছেন, সমধিক আহ্লাদ ও আমাদের পক্ষে সম্পূর্ণ শ্লাঘার বিষয় এই যে, আর্য্য ঋষিগণ এই রক্ত ধাতুর সম্বন্ধে বরং তদপেক্ষা অধিক চিন্তা শক্তির পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। বিশেষতঃ সর্ব্বপ্রকার রক্তস্রাবের চিকিৎসা সম্বন্ধে তাঁহারা যে কিরূপ অসাধারণ ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন, তাহা এখনও রক্তপিত্ত ও অর্শাদি রোগের রক্তস্রাবের চিকিৎসার প্রতি লক্ষ্য করিলেই সম্যক্‌রূপে অবগত হইতে পারা যায়। তবেই আসল কথা এই যে, ঘরের খবর আমরা কিছুমাত্রই না রাখিয়া

আপাতদৃষ্টিতে বিদেশীয় যে কোন জ্ঞানেরই পরিচয় পাই, দুগ্ধপোষ্য বালকের ন্যায় তৎক্ষণাৎ তাহাতেই মুগ্ধ হইয়া থাকি। কেমন কথাটা ঠিক্ নয় কি? সম্পাদক।

দেশীয় চিকিৎসায় অভ্র-ভস্ম।

দীর্ঘকাল ধরিয়া আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা বৈজ্ঞানিক বলিয়া পরিচিত হইয়া আসিলেও বর্ত্তমান ঊনবিংশ শতাব্দীর অনেক নব্য বাবুদের নিকট সর্ব্বদাই উহা অতি অকর্ম্মণ্য ও অবৈজ্ঞানিক বলিয়া শুনিতে পাই। আমাদের ন্যায়, সেই অবৈজ্ঞানিক আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা-প্রণালীর চিরসেবকের যে ঐ সকল বিষয়ে কোন কথা বলিবার ক্ষমতাই নাই, তাহা বোধ সহৃদয় পাঠক মাত্রকেই আর বলিয়া দিতে হইবে না। কিন্তু আমাদের জিজ্ঞাস্য যে, অবৈজ্ঞানিক আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসাপ্রণালীতে সেই হাতুড়ে কবিরাজ দ্বারা চিকিৎসিত হইয়া বড় বড় দুঃসাধ্য রোগ আরোগ্য হয় কেন? ঔষধ প্রয়োগ করিয়া ব্যাধি নিবারণ করা যে একটি বৈজ্ঞানিক কার্য্য, তাহা বোধ হয় সর্ব্ব-বাদি-সম্মত, অন্যথা সকল চিকিৎসাশাস্ত্রই যে অবৈজ্ঞানিক হইয়া পড়িবে। যদি তাহাই সিদ্ধান্ত হইল, তবে আর আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসাবিজ্ঞানকে অকর্ম্মণ্য ও চিকিৎসকদিগকে হাতুড়ে ইত্যাদি বিশেষণ দেওয়া হয় না, প্রত্যুত প্রতিদিন অন্যান্য চিকিৎসা-প্রণালীর অসাধ্য রোগ সকল আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা-প্রণালীতে আরোগ্য হইতে দেখিয়া এই প্রণালীকেই অধিকতর বৈজ্ঞানিক ও ইহার সেবক দিগকে বিজ্ঞানবিদ্ বলিয়া স্থির করা উচিত বলিয়া স্থির হয় না কেন?

যাহা হউক, আমাদের দুঃখের কপাল, চিরকাল বৃথা দুঃখ করিয়া কি করিব? অভ্র-ভস্মের উপকারিতা লিখিতে যাইয়া বাজে কথা লেখা উদ্দেশ্য না থাকিলেও মনের বেগে লিখিতে হইল।

সম্মিলনীর ন্যায় বাস্তবিক দেশহিতৈষিণী পত্রিকার কলেবর, বাজে কথায় পরিপূর্ণ করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। সম্মিলনীর উদ্দেশ্য, চিকিৎসা-বিজ্ঞানের গূঢ়তত্ত্ব সকল, অনুসন্ধান করিয়া সাধারণ সমাজে প্রকাশ করা। আমাদেরও উচিত কার্য্য যে, বাস্তবিকতত্ত্বকথা ও যাঁহার যতটুকু বহুদর্শিতায় ফল থাকে, তদ্দ্বারা সম্মিলনীর সহায়তা করা। সত্য কখনও লুকায়িত থাকে না। যাহা বাস্তবিক সত্য, তাহা অবশ্যই অক্ষুণ্ণ থাকিয়া অপ্রতিহতরূপে কার্য্য করিবে। তজ্জন্য অপর লোকের সাহায্যের প্রয়োজন হইবে না।

অভ্র-ভস্ম আয়ুর্ব্বেদোক্ত ঔষধের একটি সুপরিচিত ঔষধ হইলেও প্রায়শই এই মহোপকারি ঔষধটি অন্যান্য মিশ্র ঔষধের অবয়বরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কখনও বা সামান্য সামান্য সর্দ্দি কাসিতে কেবল মাত্র অভ্রভস্ম ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এইরূপ ব্যবহার এতই অল্প যে প্রায়শঃ দেখিতে পাওয়া যায় না বলিলেই অত্যুক্তি হয় না।

অপরাপর ঔষধের ন্যায় এই দ্রব্যটিরও উপকারিতার ইতর বিশেষ, প্রয়োগ ও প্রস্তুতপ্রণালীর উপর নির্ভর করিলেও ঐ সকল বিষয় বলা এপ্রস্তাবের উদ্দেশ্য নহে। এই প্রবন্ধে সামান্য অভ্র-ভস্মের উপকারিতার চমৎকারিত্ব যাহা আমরা অনুভব করিয়াছি, তাহাই সত্যের অনুরোধে প্রকাশ করিব। প্রয়োগ ও প্রস্তুতপ্রণালী আবশ্যক বোধ করিলে, সম্মিলনীর উক্ত বিষয়ক প্রবন্ধে দেখিবেন।

যদিও শাস্ত্রকার বলিয়াছেন,

"নিশ্চিন্দ্রমারিতং ব্যোম রূপবীর্য্যং দৃঢ়ং তনুং।
কুরুতে নাশয়েন্মৃত্যুং জরারোগকদম্বকং॥"

তথাপি কালমাহাত্ম্যে আমাদিগকে আবার হাতে ধরিয়া দেখাইয়া দিতে হইতেছে।

বর্ত্তমান ঊনবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানে (Scienie এর) বাজারে, বৈজ্ঞানিকরূপে (Scientifically) প্রস্তুত বিদেশাগত সর্ব্বজনসমাহৃত সর্ব্বত্র পরিচিত কর্ডলিভারের তুলনায়, সেকেলে হাতুড়ে কবিরাজগণ কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত সামান্য অভ্র-ভস্ম, বর্ত্তমান কালের হাতুড়ে কবিরাজদের দ্বারা ব্যবহৃত হইয়া, কি প্রকার কার্য্য করিয়া থাকে, তাহারই একটি মাত্র উদাহরণ সম্মিলনীর সহৃদয় পাঠকদিগকে উপহার দিব।

ভাগলপুরের নিকটবর্ত্তী মাণিকপুরের হীরালাল মুন্সী ভাগলপুরের কমিশনার আফিসে কার্য্য করেন। তাঁহার এক বৎসর বয়স্ক একটি দৌহিত্রের চিকিৎসা করণার্থে আমি আহূত হইয়া তাঁহার বাড়ী যাইলাম।

রোগীর শারীরিক অবস্থা দেখিয়াই আমি বিস্মিত হইলাম। তাহার সেই সময়কার চেহারা দেখিলে বোধ হয় মনুষ্যমাত্রেরই বালকটি জীবিত কি না, সন্দেহত উপস্থিত হইতই, তাহা ছাড়া এরূপ কদর্য্য চেহারা মানুষের হইতে পারে না বলিয়াও ভ্রম হইত।

বালকটির পীড়ার আমূল বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করাতে হীরালাল বাবু যাহা বলিলেন তাহা এইরূপ।

এই বালকটির ছয়মাস বয়সের সময় সর্দ্দি লাগিয়া সামান্য কাস উৎপন্ন হয়, তদবধি কিছুদিন ধরিয়া ডাক্তারীমতে নানাবিধ কাসঘ্ন ঔষধ সেবন করান হয়। তাহাতে বিশেষ উপকার না হওয়াতে "কর্ডলিভার" ব্যবস্থা করা হয়, কিছুদিন ধরিয়া কর্ডলিভার ব্যবহার করিয়াও মূল ব্যাধির উপকার না হইয়া উদরাময়ের সৃষ্টি হইল; সঙ্গে সঙ্গে কাসিও বৃদ্ধি হইতে লাগিল, "কর্ডলিভার অইল" সেবন চলিতে লাগিল। পরিশেষে সাধারণ উদরাময় রক্তামাশয়ে পরিণত হইলে "কর্ডলিভার অইল" ব্যবহার বন্ধ হইল।

বর্ত্তমান অবস্থা অবিশ্রান্ত জ্বর, দিবারাত্রিতে দাস্ত প্রায় ৩০।৪০ বার হয়, কাসি অতিশয় প্রবল, শারীরিক অবস্থাতো দেখিতেছেন, এতদ্ব্যতীত যাহা আহার করে, অপরিণতরূপে তাহাই প্রায় মলদ্বার দিয়া নির্গত হয়। বমিও মাঝে মাঝে হইয়া থাকে।

পীড়ার আদ্যোপান্ত বিবরণ শুনিয়া মনে মনে স্থির করিলাম ইহার পীড়ার একমাত্র কারণ অনুপযুক্তরূপে প্রযুক্ত উষ্ণ বীর্য্য বিলাতি ঔষধের সঙ্গে সঙ্গে সেই দুষ্পাচ্য "কর্ডলিভার অইল" ৬।৭ মাস বয়স্ক স্তন্যপায়ী শিশুর পক্ষে যে এতবড় গুরুপাক মৎস্যের তৈল পরিপাক করা কি ব্যাপার, তাহা বোধ হয় সকলেই অনায়াসে বুঝিতে পারিতেছেন।

যাহা হউক, কবিরাজীমতে কোন ঔষধ ব্যবহার করান হইয়াছে কি না, যদি হইয়া থাকে, তাহা হইলে কোন্ কোন্ ঔষধ ব্যবহার করান হইয়াছে, ইত্যাদি বিষয় জানিবার জন্য হীরালাল বাবুকে কবিরাজী চিকিৎসার কথা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, কবিরাজীমতে বালকদের পীড়ার কোন ঔষধ নাই বলিয়া সকলের বিশ্বাস, কাজেই ডাক্তারী ঔষধ দেওয়া হইতেছিল, পরিশেষে পীড়ার এইরূপ অবস্থা দেখিয়া কবিরাজীমতে চিকিৎসা করান স্থির হওয়াতে আপনাকে আনান হইয়াছে।

কিছুক্ষণ ভাবিয়া চিন্তিয়া মনে মনে সিদ্ধান্ত করিলাম, ইহার যেরূপ অবস্থা দেখিতেছি, কাসরোগের কোনরূপ উষ্ণবীর্য্য ঔষধ সহ্য করিতে পারিবে না; অধিক গরম ঔষধ ব্যবহার করিলে উদরাময় বৃদ্ধি হইয়া হিতে অহিত ঘটিয়া উঠিবে। হঠাৎ উদরাময় বন্ধ করিতে যাইলে কাসি আরও বৃদ্ধি পাইবে।

এই অবস্থাতে কাসরোগের জন্য একমাত্র অভ্র-ভস্মের আশ্রয় লইয়া উদরাময়ের জন্য মহাগন্ধকের আশ্রয় লইলাম। অভ্রভস্মের অনুপান আতপচাউলের জল মধু ও মহাগন্ধকের অনুপান পিপ্পলীচূর্ণ মধু, স্থির করিয়া দিবসে ২ বার করিয়া সেবন করাইতে দিলাম। অল্পদিন পরেই পীড়ার অনেক লাঘব হইল, ক্রমশঃ মহাগন্ধক সেবন করান বন্ধ করিয়া একমাত্র অভ্রভস্মই ব্যবহার করিতে দেওয়া হইল। আশ্চর্য্যের বিষয় একমাত্র অভ্রভস্মই পরিশেষে জ্বর প্রভৃতি সকল প্রকার ব্যাধি দূর করিয়া তাদৃশ রুগ্ন বালকের দৈহিক পুষ্টিসাধন পর্য্যন্ত করিয়া দিল। অন্য কোন ঔষধের আবশ্যক হইল না।

আমাদের বিশ্বাস হীরালাল বাবু যদি প্রথমতঃ বিলাতি ঔষধ ব্যবহার না করিয়া কোন দেশীয় চিকিৎসক ডাকাইয়া বালকটীকে দেখাইতেন, তাহা হইলে বোধ হয় একমাত্র তুলসীপাতার রসদ্বারাই অভীষ্ট সিদ্ধ হইত, অত খরচ পত্রও করিতে হইত না এবং শেষকালে প্রাণ লইয়া টানাটানিও করিতে হইত না।

আমরা ভরসা করি, সম্মিলনীর সুযোগ্য পাঠকগণ এই পরমোপকারী ঔষধের সুযোগমত ব্যবহার করিতে আলস্য করিবেন না।

এই প্রকার কত শত সামান্য ঔষধের আশ্চর্য্যজনক ফল চিকিৎসকগণ অনুভব করিয়া থাকেন, দুঃখের বিষয় তাঁহারা আপন আপন অভিজ্ঞতার ফল অন্য লোকের নিকট প্রকাশ না করিয়া যে জগতের অনিষ্ট সাধন করিয়া থাকেন, তাহা তাঁহারা বুঝেন না।

নং ১৭১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্।
কলিকাতা। } কবিরাজ শ্রীমণিমোহন সেন গুপ্ত।

সম্পাদকীয় বক্তব্য।

মুর্শিদাবাদের ৺গঙ্গাধর কবিরাজ মহাশয়ের অন্যতম ছাত্র সুযোগ্য ও কৃতবিদ্য কবিরাজ শ্রীযুক্ত গোবিন্দ চন্দ্র সেনগুপ্ত মহাশয়ের নাম বোধ হয় অনেকেই অবগত আছেন। যেহেতু তিনি এখন বহরমপুর অঞ্চলের মধ্যে একজন মান্যগণ্য ও খ্যাতনামা চিকিৎসক। প্রবন্ধ-লেখক শ্রীযুক্ত মণিমোহন সেনগুপ্ত, সেই গোবিন্দ কবিরাজ মহাশয়েরই অন্যতম সহোদর। কবিরাজ মণিমোহন অল্প দিন হইল, পশ্চিম ভাগলপুর প্রদেশ হইতে এই কলিকাতা সহরে আসিয়া যোগ্যতার সহিত চিকিৎসা কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন। শান্তপ্রকৃতি, সুপণ্ডিত, সরলহৃদয়, সত্যপ্রিয় ও চিকিৎসা-কুশল মণিমোহনের লিখিত একটীমাত্র প্রবন্ধ পাঠ করিয়াই যে আজ, আমরা শতমুখে তাঁহার গুণগান করিতেছি, একথা যেন কেহ আদৌ মনে স্থান না

দেন। কেননা তাঁহার লিখিত এপ্রবন্ধ ভাল কি মন্দ, সুপাঠ্য কি অপাঠ্য, সে বিচার আমরা একটীমাত্র প্রবন্ধের উপর কিছুই করিব না, তবে তাঁহার ন্যায় একজন সদাশয়, সত্যব্রত ও গুণগ্রাহী সহযোগীকে যে আমাদের প্রতিবেশীরূপে প্রাপ্ত হইয়াছি, ইহাই আমাদের পক্ষে পরম আনন্দ ও সৌভাগ্যের বিষয় বলিতে হইবে। কেননা আমাদের ন্যায় বর্ত্তমান কবিরাজকুল যেরূপ সরল ও সত্যপ্রিয়, তাহা ত অনেকেরই কতকটা জানাই আছে, সুতরাং এরূপ স্থলে কবিরাজ মণিমোহনের ন্যায় কৃতবিদ্য ও সত্যবাদী দেশীয় চিকিৎসকের নিকট অনেক পীড়িত ব্যক্তিই যে ভয়ানক কবিরাজী বঞ্চনা হইতে অব্যাহতি পাইয়া অল্পব্যয়ে আরোগ্য লাভ করিতে পারিবেন, সে বিষয়ে আমাদের দৃঢ়বিশ্বাস আছে।

প্রবন্ধশেষে কবিরাজ মহাশয় অতি সত্য কথাই বলিয়াছেন, তিনি লিখিয়াছেন।—"এই প্রকার কতশত সামান্য ঔষধের আশ্চর্য্যজনক ফল চিকিৎসকগণ অনুভব করিয়া থাকেন। দুঃখের বিষয় তাঁহারা আপন আপন অভিজ্ঞতার ফল অন্য লোকের নিকট প্রকাশ না করিয়া যে জগতের অনিষ্টসাধন করিয়া থাকেন, তাহা তাঁহারা বুঝেন না"। বাস্তবিকও দেশীয় বৈদ্যচিকিৎসকগণ যে কেবলমাত্র অর্থলোভী হইয়া যথার্থ সত্য গোপন সুতরাং বঞ্চনা করিয়াই আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার এহেন শোচনীয় দশা উপস্থিত করিয়াছেন, ইহাতে আর কিছুমাত্রও সন্দেহ নাই। আহা! যে আর্য্য ঋষিগণ জগতের একমাত্র কল্যাণ-কামনায় পূর্ণ সত্যজ্ঞান সাধারণ্যে প্রচার করিয়া অমরত্বলাভ করিয়া গিয়াছেন, আমরা কিনা, সামান্য অর্থলোভের বশবর্ত্তী হইয়া সেই নির্ম্মল জ্ঞানের গোপনজন্যই সাধ্যমত যত্ন করিয়া আসিতেছি। সুতরাং বলুন দেখি পাঠক! আমরা কিরূপ অপরূপ বুদ্ধিমান্ জীব?

সম্পাদক।

উপদংশ।

(SYPHILIS.)

ইতিবৃত্ত।

জগতে কত প্রাচীন কাল হইতে যে উপদংশ পীড়া মানব সমাজে প্রচলিত আছে, তাহা নির্ণয় করা সুদূর-পরাহত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না; কেননা যে দেশের মানবমণ্ডলী যত পূর্ব্বে সভ্যতাসোপানে আরোহণ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের লিখিত গ্রন্থাদিতে তত পুরাতন কালেও উপদংশের বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়। বর্ত্তমান সময়ে ইউরোপবাসী মহোদয়গণ সভ্যতায় ভূমণ্ডলের শীর্ষস্থানীয়, তাঁহাদিগের লিখিত পুরাতন গ্রন্থসমূহে উপদংশ পীড়ার বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। ১৪৯৫ খৃঃ অব্দে ইউরোপখণ্ডে উপদংশ

পীড়াদ্বারা বহুসংখ্যক ব্যক্তি আক্রান্ত হইয়াছিল এবং ঐ পীড়া সংক্রামকরূপে সমস্ত ইউরোপ ভূখণ্ডে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল। অনেকে বলেন যে, এই ঘটনার পূর্ব্বেও ঐ পীড়া তদ্দেশে বর্ত্তমান ছিল। ১৪৯৪ খৃঃ অব্দে কেবল উহা সংক্রামকরূপে ইউরোপের সকল দেশে বিস্তৃত হইয়া পড়ে। কিন্তু অপরাপর লেখকদিগের মত এই যে, ইউরোপে উক্ত বৎসরে উপদংশ পীড়া সর্ব্ব প্রথমে আরম্ভ হয়। ফলতঃ ১৪৯৫ খৃঃ অব্দের পূর্ব্বে উল্লিখিত মহাদেশে উপদংশ পীড়া বর্ত্তমান ছিল কি না, এ বিষয় বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত উত্তমরূপে মীমাংসিত হয় নাই।

১৪৯৫ খৃঃ অব্দের বহুকাল পূর্ব্ব হইতেই যে জগতের অপরাপর দেশে উপদংশ পীড়া বর্ত্তমান ছিল তাহার ভূরিভূরি প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। চীনদেশীয় চিকিৎসাশাস্ত্র সম্বন্ধীয় যে সমস্ত গ্রন্থ খৃষ্টাব্দের দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে লিখিত বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে, তদ্রূপ পুরাতন গ্রন্থাদিতেও এই পীড়ার বিষয় বর্ণিত আছে। আরোও লিখিত আছে যে, জনন্দ্রিয়ের উপর ক্ষতোৎপন্ন হইয়া তাহার কিছুকাল পরে মুখগহ্বর, গলকোষ, নাসিকারন্ধ্র ও শরীরের অপরাপর স্থান ক্ষতদ্বারা আক্রান্ত হয়। এতদ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, জননেন্দ্রিয়ের উল্লিখিত ক্ষত এবং শরীরে অন্যান্য স্থানস্থিত ক্ষত সমূহ উপদংশজনিত ক্ষত ছিল। প্রায় দুই শত বৎসর পূর্ব্বে কয়েকজন জেসুট ধর্ম্ম প্রচারক বর্ণনা করিয়াছেন যে, চীনদেশস্থ পিকিন নগরবাসীদিগের মধ্যে উপদংশ রোগ সংক্রামকরূপে বর্ত্তমান ছিল। ভারতবর্ষেও যে অতি প্রাচীনকাল হইতে উপদংশ পীড়া বর্ত্তমান ছিল, তাহার বহু প্রমাণ সংগৃহীত হইতে পারে। প্রায় ষোলশত বৎসর পূর্ব্বে সুবিখ্যাত অস্ত্রচিকিৎসক সুশ্রুত মহাশয় তাহার স্বপ্রণীত গ্রন্থে লিখিয়াছেন। *

সপঞ্চবিধস্ত্রিভির্দ্দোষৈঃ পৃথক্ক্রমস্তৈরসৃজা চৈকঃ।
তত্র বাতিকে পারুষ্যং ত্বক্‌পরিপুটনং স্তব্ধমেঢ্রতা পরুষশোফতা বিবিধাশ্চ বাতবেদনাঃ।

---

* ঠিক্ ষোলশত কি ষোলসহস্র বৎসর পূর্ব্বে সুশ্রুতগ্রন্থ লিখিত বা প্রচারিত হইয়াছিল, একথা লেখক ডাক্তার সাহেব কোথা হইতে শুনিলেন? বলাবাহুল্য যে, আমর প্রায় পঁচিশ বৎসরেরও অধিক কাল হইতে আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রের আন্দোলন আলোচনা করিয়াও চরকসুশ্রুতের ঠিক্ অথবা আদৌ সময় নির্দ্দেশ করিতে সমর্থ হই নাই। চি, স, সম্পাদক।

পৈত্তিকে জ্বরঃ শ্বয়থুঃ পক্কোডুম্বরসঙ্কাশস্তীব্রদাহঃ ক্ষিপ্রপাকঃ পিত্তবেদনাশ্চ।

শ্লৈষ্মিকে শ্বয়থু কণ্ডুমান্ কঠিনঃ স্নিগ্ধঃ শ্লেষ্মবেদনাশ্চ।

রক্তজে কৃষ্ণস্ফোটপ্রাদুর্ভাবোঽত্যর্থমস্রকপ্রবৃত্তিঃ পিত্তলিঙ্গান্যত্যর্থং জ্বরদাহো শোষশ্চ যাপ্যশ্চৈব কদাচিৎ।

সর্ব্বজে সর্ব্বলিঙ্গদর্শনমবদরণং শেফসঃ কৃমিপ্রাদুর্ভাবো মরণং চেতি।

(সুশ্রুত, নিদানস্থান দ্বাদশ অধ্যায়॥

চিকিৎসার ত্রুটীতে কি প্রকার অশুভ ফলপ্রদ হইয়া থাকে, আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে তদ্বিষয়েও পরিষ্কাররূপে নির্দ্দেশিত হইয়াছে—

বিশীর্ণমাংসং ক্রিমিভিঃ প্রজগ্ধং,
মুষ্কাবশেষং পরিবর্জ্জয়েচ্চ।
সংজাতমাত্রে ন করোতি মূঢ়ঃ,
ক্রিয়াং নরো যো বিষয়ে প্রসক্তঃ।
কালেন শোথ ক্রিমিদাহপাকৈঃ,
বিশীর্ণশিশ্নো ম্রিয়তে স তেন।

(অথোপদংশনিদানম্)

আবার দেখুন উপদংশসম্ভূত আচিল (ওয়ার্টস) ইত্যাদির কেমন বর্ণনা প্রকটিত হইয়াছে।

অঙ্কুরৈরিব সংঘাতৈরুপর্য্যুপরিসংস্থিতৈঃ।
ক্রমেণ জায়তে বর্ত্তিস্তাম্রচূড়শিখোপমা॥
কোষস্যাভ্যন্তরে সন্ধৌ পর্ব্বসন্ধি গতাপি বা।
সবেদনা পিচ্ছিলা চ দুশ্চিকিৎসা ত্রিদোষজা॥
লিঙ্গবর্ত্তিরভিখ্যাতা লিঙ্গার্শ ইতি চাপরে।

(ইতি ভাবপ্রকাশঃ।)

উপরোক্ত শ্লোক সমূহ পাঠ করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, আয়ুর্ব্বেদ যে পীড়ার উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন, তাহা উপদংশ ব্যতীত অপর কিছুই নহে। অধিকন্তু সুশ্রুত যে কেবলমাত্র জননেন্দ্রিয় স্থানিক ক্ষতমাত্রই বর্ণনা করিয়া বিরত হইয়াছেন তাহা নহে। উক্ত পীড়ার গৌণফল—আঁচিল (ওয়ার্টস্) বিবিধ প্রকার চক্ষুর রোগ, কর্ণের এবং নাসিকার নানাপ্রকার ব্যাধি এবং অস্থ্যাবরক ঝিল্লীপ্রদাহ বর্ণনায় তাঁহার গভীর জ্ঞানের পরিচয় দিয়াছেন। তিনি আরও লিখিয়াছেন যে, ঐ সমস্ত পীড়া উৎপত্তির মূলীভূত কারণ কেবলমাত্র জননেন্দ্রিয়ের উপদংশ ক্ষত।

পুরাতন গ্রীস এবং রোমনগরস্থ চিকিৎসাসম্বন্ধীয় এবং অপরবিধ গ্রন্থ সমূহে জননেন্দ্রিয়ের বিবিধ ব্যাধির বিবরণ বিস্তৃতরূপে লিখিত আছে। সুবিখ্যাত চিকিৎসক হিপক্রিটিস্ মহোদয় কর্ত্তৃক লিখিত পুস্তকে মুখাভ্যন্তরের ক্ষতরোগ, জননেন্দ্রিয়ের উপরিস্থ ফংগাস্ গ্রোথ, চক্ষের বিবিধ পীড়া এবং ত্বকের নানাপ্রকার ব্যাধির বিষয় উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। ডাক্তার শেলসাস্ মহোদয় নিজ গ্রন্থের একটী সম্পূর্ণ অধ্যায় কেবলমাত্র জননেন্দ্রিয়ের পীড়া বিষয়ক প্রস্তাবে শেষ করিয়াছেন। তিনি উক্ত স্থানের যাবতীয় ক্ষত রোগকে দুই প্রধান শ্রেণীতে বিভাগ করিয়াছেন। প্রথমশ্রেণীস্থ ক্ষত পরিষ্কার, সুস্থ এবং দ্বিতীয়শ্রেণীস্থ ঐ রোগ আর্দ্র ও পূযযুক্ত। তিনি আরও লিখিয়াছেন যে, শিশ্নোপরিস্থ ক্ষত সমূহদ্বারা কখন কখন মুদারোগ উৎপন্ন হয়। উক্ত ক্ষতসমূহ উত্তমরূপে পরীক্ষা করিবার জন্য প্রিপিউজকে পশ্চাদ্দিকে সরাইয়া দিতে পরামর্শ দিয়াছেন। শিশ্নের উপরিস্থ ক্ষয়কারী ক্ষত মুখাভ্যন্তরস্থ ও টনসিলের উপরিস্থ ক্ষত ও কয়েকপ্রকার চর্ম্মরোগের বিষয়েও বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। এরিটীয়স নামক অপর একজন ল্যাটিন গ্রন্থকার ইউভিউলার, হার্ড প্যালেট এবং তন্নিকটস্থ অন্যান্য গঠনাবলীর একপ্রকার ক্ষয়কারী ক্ষতরোগের বিষয় লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। সুবিখ্যাত মার্সিয়ান্, জুভিনাল এবং হোরেশ প্রভৃতি ল্যাটিন্ কবিগণ তাঁহাদের লিখিত কাব্যসমূহে স্থানে স্থানে শৃঙ্গারজনিত ব্যাধিসমূহের বিষয় উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। পূর্ব্বলিখিত হিপক্রেটিস্, শেল্সাস্ ও অপরাপর লেখকগণ ১৪৯৫ খৃঃ অব্দের বহুকাল পূর্ব্বেই জন্মপরিগ্রহ করিয়াছিলেন। এতদ্দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে, উক্ত খৃষ্টাব্দের বহুদিবস পূর্ব্ব হইতেই উপদংশ পীড়া ইউরোপে বর্ত্তমান ছিল।

প্রাচীন ইহুদি সমাজে উপদংশ পীড়া পরিজ্ঞাত ছিল কি না, তাহা পুরাতন বাইবেল দৃষ্টে প্রণিধান করা না গেলেও (ওলডটেষ্টমণ্ট) একপ্রকার কুষ্ঠরোগের বিষয় বর্ণিত আছে, তাহার প্রধান লক্ষণ গলকোষের ক্ষত, নাসিকা বিনষ্ট এবং কেশপতন, ইহা যে গৌণ উপদংশের লক্ষণ, তাহা সহজে প্রণিধান করা যাইতে পারে।

ইতিহাস পাঠে অবগত হওয়া যায় যে ১৪৯৪ খৃঃ অব্দে ফরাসী রাজা অষ্টম চার্লস্, ইটালী আক্রমণ করিয়া নেপেলস্ দখল করেন। উক্ত বৎসরে মে মাসের শেষভাগে তাঁহার সৈন্যের কিয়দংশ তথায় রাখিয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন। এই ঘটনার কয়েক মাস পরে নেপল্‌সবাসীগণ সৈন্যদিগকে তথা হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলে পর তাহারা যখন স্বদেশে প্রত্যাগমন করে, তখন হইতে ক্রমান্বয় দুই বৎসর পর্য্যন্ত সমস্ত ফরাসী দেশে উপদংশ পীড়া সংক্রামকরূপে বিস্তৃত হইয়া পড়ে। এই ঘটনা দৃষ্টে অনেকে অনুমান করেন যে; ইউরোপে ১৪৯৪ খৃঃ অব্দে উপদংশ পীড়া প্রথমে আরম্ভ হয়।

কলম্বস্ ১৪৯৩ খৃঃ অব্দে আমেরিকা মহাদেশ আবিষ্কার করতঃ স্পেনদেশে ফিরিয়া আইসেন, তখন তাহার সৈন্যদিগের মধ্যে দুইশত ব্যক্তি উপদংশ পীড়াগ্রস্ত হইয়াছিল। তাহারা আমেরিকার হিস্‌প্যানেওলা নামক দ্বীপ ও তন্নিকটস্থ অপর কয়েকটী দ্বীপেতে উক্ত পীড়ার দ্বারা আক্রান্ত হয়। ঐ সৈন্যগণ স্বদেশে প্রত্যাগমন করার অল্পদিন পরেই উপদংশ পীড়া স্পেনদেশে সর্ব্বস্থানেই বিস্তৃত হইয়া পড়ে।

এই সময়ে স্পেনদেশে উপদংশ পীড়ার চিকিৎসা বিষয়ে সকলেই অনভিজ্ঞ ছিল। তজ্জন্য একজন চিকিৎসক উপরোক্ত দ্বীপে গমন করত উপদংশ রোগের ঔষধ শিক্ষা করিয়া আসিয়া স্বদেশের অনেক রোগী আরোগ্য করেন। ১৫০৮ খ্রীঃ অব্দে সর্ব্ব প্রথমে ইউরোপে ইহার চিকিৎসা প্রচারিত হয়। এই ঔষধ গোয়েকম। ভিষক্‌দর্পণ।

ডাক্তার জহিরুদ্দিন আহমদ এল, এম, এস, এফ্, সি, ইউ।

সম্পাদকীয় বক্তব্য।

পাঠকগণের বোধ হয় স্মরণ থাকিতে পারে যে, ইতিপূর্ব্বে আমরা অস্ত্রবিদ্যা বিশারদ ডাক্তার জহিরুদ্দিন্ সাহেবের লিখিত প্রমেহ বা গণোরিয়ার প্রবন্ধ পাঠ করিয়া তাঁহাকে বর্ত্তমান দেশব্যাপী উপদংশ ও বাঘী প্রভৃতি ব্যাধির সুচিকিৎসাসম্বন্ধে তাঁহার দৃষ্টফল

অভিজ্ঞতার বিষয় সাধারণ্যে প্রচার করিতে অনুরোধ করিয়াছিলাম। সুযোগ্য ডাক্তার সাহেবের নিকট আমাদের সে অনুরোধ উপেক্ষিত হয় নাই দেখিয়া আমরা প্রকৃতই আন্তরিক আহ্লাদিত হইলাম। আমাদের আরও অধিকতর আনন্দের কারণ এই যে, তিনি আমাদের সুশ্রুতগ্রন্থ হইতে উপদংশের কারণ ও লক্ষণাদি উদ্ধৃত করিয়া সুশ্রুতের কথাগুলি শিরোধার্য্য করিয়াছেন।

সত্য বটে বর্ত্তমান ম্যালেরিয়া জ্বর ও ওলাউঠা আদি রোগের আক্রমণে পৃথিবীতে প্রত্যহ সহস্র সহস্র লোক অকালে কালকবলে পরিণত হইতেছে, আর সে তুলনায় উপদংশ রোগ সেরূপ আশু জীবন সংহারক না হইলেও এই ভীষণও পরিণামে ঘোরতর অশুভদায়ক উপদংশ রোগের বিষয় যাঁহারা ধীরভাবে চিন্তা করিয়া দেখিয়াছেন, কেবল তাঁহারাই জানেন যে, এরোগ আশু জীবননাশক না হইলেও ইহার পরিণামফল বড়ই বিভীষিকাময়। ওলাউঠাদি রোগ একটী জীবনের ধ্বংস করিয়া সাংসারিক জ্বালাযন্ত্রণার অবসান করে, আর উপদংশ একটী লোককে আশ্রয় করিয়া তাহার চৌদ্দপুরুষকে পর্য্যন্ত যমযন্ত্রণা ভোগ করাইয়া থাকে।

উপদংশের এইরূপ আধিপত্য দেখিয়া বহুকাল হইতেই পৃথিবীর প্রায় সকল দেশের পণ্ডিতগণই ইহার প্রশমনের চিন্তা করিয়া আসিতেছেন। ডাক্তারগণ ত আছেনই, অপরন্তু অন্যান্য অধ্যাপকগণও এবিষয়ে ক্ষান্ত নহেন। সংপ্রতি জর্ম্মানদেশের সুপ্রসিদ্ধ রাজ-অধ্যাপক সুপণ্ডিত জেকবিসাহেব, উপদংশ ব্যাপার জানিবার জন্য কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া আমাদিগকে যে পত্রখানি লিখিয়াছেন, পাঠকগণের দর্শনার্থে নিম্নে বঙ্গানুবাদসহ আমরা অবিকল সেই পত্রখাতি উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। পাঠকগণ পড়িলেই বুঝিতে পারিবেন যে, উপদংশ ব্যাপার লইয়া কেবল আমরাই ব্যতিব্যস্ত নহি। সম্পাদক।

Bonn 17—11—93.

Dear sir,

As you kindly send me your translation of the Charaka Sanhita, I make bold to ask you a question on a point in medical history which has occasioned discussion among some of our savants. Some of them maintain that constitutional syphiles or syphilis run into the blood had occurred in the old world from the remotest times. Others try to prove that this disease was imported from America as it certainly became epedemic in Europe shortly after the discovery of America. I have been asked about its occurrence in India in ancient times, and from what

I know I inferred that it was not known in India say some 500 years ago. 'Now with your intimate knowledge of Susruta and Charaka you will be best able to decide the question at issue. Is the disease known and described in the aucient Sastras ; are the symptoms described and have they been traced to the source and origin of the disease ? You would much oblige me by stating accurately the facts to be elicited from the samhitas.

I am, dear sir,
Yours sincerely
Professor H. Jacobi
Bonn, Germany
29 a Niebahr strasse.

বন, ১৭—১১—৯৩

প্রিয় মহাশয়,

আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক আপনার চরকসংহিতা আমাকে প্রেরণ করিয়া থাকেন। সুতরাং আমি সাহসী হইয়া আপনাকে একটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিব। প্রশ্নটী আয়ুর্ব্বেদীয় ইতিবৃত্ত সংক্রান্ত এবং উহা লইয়া এক্ষণে অস্মদ্দেশের মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতদিগের মধ্যে বাদানুবাদ চলিতেছে। তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ এই মতের সমর্থন করেন যে, দোষজ উপদংশ (সিফিলিস্) যাহা রক্তানুগত বলা যায়, এসিয়া, ইয়ুরোপ ও আফ্রিকাখণ্ডে বহুকাল পূর্ব্বে হইতেই আছে। অপর পক্ষ ইহাই সাব্যস্ত করিতে চেষ্টা করেন যে, উক্ত রোগ আমেরিকা হইতেই আমদানী করা হইয়াছে। যেহেতু আমেরিকা আবিষ্কারের অব্যবহিত পরেই উহা ইয়ুরোপখণ্ডে সংক্রামকভাবেই প্রচলিত হইয়াছিল। প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে এই রোগের অস্তিত্ব বিষয়ে আমি জিজ্ঞাসিত হইয়াছি। আমার যতদূর জানা ছিল, তাহা হইতে আমি এরূপ সিদ্ধান্ত করি যে, ইহা ভারতবর্ষে ৫০০ পাঁচশত বৎসর পূর্ব্বে অজ্ঞাত ছিল। আপনি সুশ্রুত ও চরক পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিজ্ঞাত আছেন। সুতরাং যে বিবাদ চলিতেছে, তাহার সুমীমাংসা করিতে আপনিই সম্পূর্ণ সক্ষম। প্রাচীনশাস্ত্রে এই রোগ বর্ণিত আছে, কি না, ইহার লক্ষণাদিও বর্ণিত আছে কি না এবং

এই রোগের ঐতিহাসিক মূলসম্বন্ধে কোন কথা আছে কি না ? সংহিতাদি হইতে যে সমস্ত বিষয় পাওয়া যায়, তাহা পরিস্কার রূপে লিখিয়া পাঠাইলে আমি আপনার নিকট নিতান্তই বাধ্য হই, ইতি।

আপনার আত্মীয়
অধ্যাপক এইচ্, জেকবি,
বন, জারমাণি।

উপদংশরোগের সম্বন্ধে ডাক্তার জহিরুদ্দীন্‌সাহেবের লিখিত প্রবন্ধটী পাঠ করিতেছি, ঠিক্ সেই সময়েই বিলাতীমেলে জর্ম্মাণি হইতে সুপ্রসিদ্ধ অধ্যাপক জেকবি সাহেবের পত্রখানি প্রাপ্ত হই, তাই আগ্রহের সহিত তাঁহার পত্রখানিও এস্থলে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম ; এজন্য পাঠকগণের নিকট হাম্‌বড়ী দোষ হইতে অব্যাহতি পাইলেই সুখী হইব। সম্পাদক।

হস্তমৈথুনে বালক ও নবযুবকগণ।

একটি নয়, দুইটী নয়, দশটী নয়, বিশটী নয় ; শত সহস্র নধর যুবক বা আসন্নযৌবন বালকগণের পক্ষে হস্তমৈথুনরূপ মহান্ শত্রু যেরূপে ইহ পরকালের মাথা খাইয়া বসে, তাহা যথার্থই ভাবিবার বিষয় বটে। অনেকেই হয় ত এপ্রবন্ধের নাম শুনিয়াই অথবা প্রবন্ধস্থিত শব্দ বিশেষের অশ্লীলতা মনে করিয়া আমাদিগকে অসভ্য বা তদধিক বিশেষণে বিশেষিত করিবেন ; তা করুন, তাহাতে আমাদের দুঃখ নাই, সুতরাং আমরা অকুতোভয়ে আজ্ সম্মিলনীর পাঠকগণকে হস্তমৈথুনজন্য ভয়ানক অনিষ্টের বিষয় নিম্নে অবগত করাইতেছি।

যে উপায়ে প্রথমতঃ এই কুপ্রবৃত্তিতে বালকগণ অভ্যস্ত হয়।

প্রকৃতির এমনই অসাধারণ শক্তি যে, সে আপনা হইতে কাহাকেও কুপথে লইয়া যাইতে চাহে না। সুতরাং কোন বালকই আপনাপনি কখন একদভ্যাসে অভ্যস্ত হইতে পারে না। যেমন ওলাউঠা বা বসন্তের বীজ, এক হইতে অন্য ব্যক্তিতে সঞ্চালিত হইয়া থাকে, তেমনি এ পাপকার্য্যও একটী বালক হইতে বালকান্তরে সঞ্চালিত হইয়া থাকে। অনুসন্ধানে জানা গিয়াছে, একটী সম্ভ্রান্ত গৃহস্থের বাটীতে ৮।১০টী বালকের মধ্যে প্রথমতঃ একজনও এ কুকার্য্যের নামও কখন জানে নাই। কিন্তু যেমন সে বাটীতে বাহিরের এই

কার্য্যে সম্পূর্ণ দক্ষ কোনও দুষ্ট বালক প্রবেশ করিল, অমনি দেখা গেল, অচিরাৎই বাটীস্থ প্রায় সকল বালকই পূর্ণমাত্রায় হস্তমৈথুনের দাস হইয়া ভবিষ্যৎ উন্নতির পথে জলাঞ্জলি দিয়া বসিল। ফলতঃ এস্থলে আমি ইহাই বলিতে চাহি যে, কোন বালকই আপনা হইতে প্রায়শঃ এ পাপকার্য্যে রত হয় না, অপিচ প্রায়ই অসৎ বালকের নিকট হইতেই শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া থাকে।

যে কারণেই হউক, ব্যাপারটা আপাততঃ শুনিতে অশ্লীল বোধ এবং অনেকের নিকট সামান্য জ্ঞানে উপেক্ষিত হইলেও আমরা কিন্তু সে কথায় কোনমতেই সম্মতি দিতে সমর্থ নহি। কেন যে নহি, তাহাই নিম্নে একে একে বলিতেছি। হস্তমৈথুন হইতে সম্ভবতঃ বালকগণেব সচরাচর নিম্নলিখিত শারীরিক ও মানসিক প্রভূত অনিষ্ট সকল ঘটিয়া থাকে। যথা,—

যে বালক ১০ বৎসর বয়সে হীরার টুকরার ন্যায় সর্ব্ববিষয়েই দীপ্তিমান্ বলিয়া বোধ হইত, দ্বাদশ বা ত্রয়োদশ বৎসরে হস্তমৈথুন আরম্ভ করিয়া ১৫ বৎসরে দেখ, সেই বালকটী লৌহধাতুর অপেক্ষাও হীনপ্রভ হইয়া পড়িয়াছে। তাহার সে অদম্য উৎসাহ আর নাই, পাঠাদি অভ্যাসে সে অসাধারণ মুখস্থ শক্তি কোথায় চলিয়া গিয়াছে, নয়নযুগলের সে বিদ্যুৎসম আভা আর নাই বলিলেই চলে, স্বভাবের সে মৃদুভাব এখন খিট্‌খিটেতে পূর্ণ, আহারশক্তি কমিয়া গিয়াছে, স্কুলের শ্রেণীবিভাগে ১ম বা ২য় মধ্যে এখন ১০ম বা বিংশেতে গিয়া নামিয়াছে।

কেবল ইহাই যথেষ্ট লক্ষণ নহে, হস্তমৈথুনকারী বালকগণের মধ্যে অনেকেরই দেখা যায়, শুক্রধাতু তরল ও নিস্তেজ হইয়া যায়, স্ত্রীসংসর্গে ধারণাশক্তি কিছুমাত্রই থাকে না, অর্থাৎ কোন স্ত্রীলোককে স্পর্শমাত্রেই এমন কি স্ত্রীলোকের বিষয় স্মরণমাত্রেই বীর্য্য স্খলিত হইয়া যায়, পুংঅঙ্গ স্বাভাবিক আকার হইতে এতই ক্ষুদ্র হইয়া যায় যে, ২০।২৫ বৎসরের নধর যুবকের পুংঅঙ্গ, ঠিক্ যেন ৫ বৎসরের শিশুর পুংঅঙ্গের ন্যায় বোধ হয়। তদ্ভিন্ন কাহারও পুংঅঙ্গ, দক্ষিণ বা বামপার্শ্বে হেলিয়া গিয়া বিষম বিভ্রাট ঘটিয়া থাকে।

শেষফল।

উপরোক্ত সমস্ত লক্ষণই প্রায় একে একে আসিয়া অনন্তর তাহার সহিত প্রত্যহ বৈকালে অত্যল্প পরিমাণে মজ্জাগত জ্বর, হাত পা ও চক্ষুর জ্বালা, স্ত্রীসংসর্গের শক্তি একবারেই লোপ পাইয়া সম্পূর্ণ ধ্বজভঙ্গ, অক্ষুধা ও

অজীর্ণ ইত্যাদি নানাবিধ অসুখ আসিয়া সে বালক যেন একটা পূর্ণমাত্রায় অশান্তির মধ্যেই অহোরহ অবস্থিতি করিতে থাকে।

হস্তমৈথুনরূপ মহাপাপের ঠিক্ প্রায়শ্চিত্ত এইখানেই শেষ হইল না, কেননা আমরা অনেকস্থলেই দেখিয়াছি যে, কোন কোন বালকের ঠিক্ ঐ সকলঅবস্থা হইতেই ক্রমশঃ তৎসঙ্গে সর্দ্দি, কাসি ও বুকবেদনা ইত্যাদি লক্ষণ আসিয়া অচিরাৎই যক্ষ্মাগ্রস্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া থাকে। দুঃখের বিষয় অধিকাংশ বালকগণের পক্ষে হস্তমৈথুন ব্যাপার এমন সর্ব্বনাশজনক হইলেও বিষয়টার মধ্যে একটু অশ্লীলতার আভাস আছে বলিয়া দেশের বর্ত্তমান সুশিক্ষিত মহাশয়েরা এ সকল কথার আন্দোলন আলোচনার আদৌ পক্ষপাতী নহেন। নাই হউন, আমরা কিন্তু এ দুরন্ত রাক্ষসসদৃশ এমন কি সাক্ষাত যমোপম হস্তমৈথুনের বিষয় আলোচনা করিতে ক্ষান্ত থাকিব না। সুতরাং আগামীবারে এ সম্বন্ধে আরও আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

ক্রমশঃ—

কলিকাতা, } শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত কবিরাজ।

সম্পাদকীয় বক্তব্য।

কবিরাজ মহাশয়ের জানা উচিত যে, চিকিৎসা-শাস্ত্র বিষয়ক কোন প্রবন্ধই শ্লীল বা অশ্লীলতার দিকে লক্ষ্য রাখিতে সমর্থ নহে। সুতরাং এপ্রবন্ধে তিনি যাহা ইচ্ছা লিখিতে পারেন। সম্পাদক।

তৈলপাক ও প্রয়োগপ্রণালী।

পূর্ব্বপ্রকাশিত ১৪৩ পৃষ্ঠার পর।

গতবারে সম্পাদক মহাশয় আমার লিখিত এই তৈলপাক ও প্রয়োগপ্রণালী প্রবন্ধের মন্তব্যে লিখিয়াছিলেন যে, আমি ভাণ্ডরহস্য দেখাইতে গিয়া আবার ভয় খাইয়া পশ্চাদ্‌পদ হইয়াছি কেন? কেন যে পশ্চাদ্‌পদ হইয়াছি, তাহা ত আমার প্রবন্ধে একরকম খোলসা করিয়াই লিখিয়াছি। অর্থাৎ বর্ত্তমান দেশপ্রচলিত আয়ুর্ব্বেদীয় তৈল, ঔষধ ও ঘৃতাদি সম্বন্ধে এমন সমস্ত রহস্য, এমন সকল রাশি রাশ গলদ এমন আশ্চর্য্যভাবে লুক্কায়িত আছে যে, আমার বোধ হয় সে সকল কথা একদিনে খোলসাপূর্ব্বক লিখিলে হয়ত আমাকেই সাধারণে পাগল বলিয়া মনে করিবেন, কেবল যে আমিই পাগল

বলিয়া উপেক্ষিত হইব, তাহাও নহে; হয়ত সে সমস্ত কথা শুনিয়া জনসাধারণে অজ্ঞানাধম জড়পদার্থবৎ বর্ত্তমান দেশীয় বৈদ্যচিকিৎসক সম্পাদায়ের উপর ভয়ানক, বীতশ্রদ্ধ হইয়া উঠিবেন, কাজেই অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া আপাততঃ আমাকে এ সকল গূঢ়রহস্য ধীরে ধীরেই ব্যক্ত করিতে হইবে, ধৈর্য্যশীল রহস্যানুসন্ধিৎসু পাঠক, অপেক্ষা করুন, কখনই বিমুখ হইবেন না।

শ্বাস অর্থাৎ হাঁপানিরোগে তৈলপ্রয়োগ।

শ্বাসরোগে কি কি তৈল কিরূপভাবে প্রয়োগ করিতে হয়, সে সকল কথা ইতিপূর্ব্বে বিশেষরূপেই লিখিয়াছি এবং শ্বাসাধিকারোক্ত তৈলপ্রয়োগ ও পাকে যে সকল গূঢ়রহস্য আছে, তাহাও বিশদরূপে বুঝাইয়াছি। সুতরাং আর এ সকল কথার পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন, অতঃপর স্বরভেদ ও অরোচকাদি অন্যান্য রোগে তৈলপ্রয়োগ ও প্রণালীর বিষয় লিখিতেছি।

স্বরভেদে তৈলপ্রয়োগ।

স্বরভেদ বা স্বরভঙ্গরোগে তৈলপ্রয়োগের কথা শুনিয়া কেহ যেন বিস্মিত না হন্। যদিও আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে এই রোগাধিকারে বিশেষ কোনও তৈলের উল্লেখ আমরা কোথায়ও দেখিতে পাই না। কিন্তু দেখিয়াছি, বিজ্ঞ বিচক্ষণ কবিরাজ মহাশয়েরা স্বরভঙ্গের শান্তির জন্য সারচন্দনাদি তৈলের ব্যবহার করেন ও তদ্দ্বারা প্রভূত উপকারও দর্শে। আমি নিজেও অনেক স্থলে অনেক রোগীকে সারচন্দনাদি তৈল ব্যবহার করিতে দিয়া প্রচুর ফল প্রাপ্ত হইতে দেখিয়াছি। আমার বোধহয় যে, সাধারণতঃ স্বরভঙ্গে কফের সংস্রব অধিক থাকে এবং সারচন্দনাদি তৈল বিশেষরূপ কফনিবারক, এজন্যই এই তৈলদ্বারা উপকার দর্শিয়া থাকে। অতএব আশা করি, পাঠকগণ স্বরভঙ্গরোগে ঔষধ ও ঘৃতাদিপ্রয়োগের সহিত চন্দনাদিতৈল ব্যবহার করিতে ঔদাস্য করিবেন না। বলা আবশ্যক যে, জ্বরবিকার বা ওলাউঠাদিরোগের উপসর্গরূপে স্বরভঙ্গ হইলে সেস্থলে তৈল ব্যবহার্য্য নহে।

অরোচকরোগে তৈলপ্রয়োগ।

এই রোগে আমি কখনও কোন কবিরাজকে তৈলপ্রয়োগ করিতে দেখি নাই এবং আমাদের শাস্ত্রেও কোনরূপ তৈলের উল্লেখ নাই। তবে প্রায় ৩ তিন বৎসর পূর্ব্বে আমি একটী স্ত্রীলোকের অত্যন্ত পিত্তবৃদ্ধিজন্য হাতপা

জ্বালার সহিত অত্যন্ত অরুচি হওয়াতে তাঁহাকে গুড়ূচ্যাদিতৈল মাখিতে দিই। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, গুড়ূচ্যাদিতৈল ব্যবহার করাতেই রোগীর হাতপা জ্বালার সহিত অরুচিরও শান্তি হয়। ইহা ব্যতীত আমি আর কোনও অরুচিগ্রস্ত রোগীকে কখন তৈল মাখিতে পরামর্শ দিই নাই। সুতরাং এ সম্বন্ধে আমার আর কিছুই লিখিবার নাই। তবে এস্থলে এ কথা বলা আবশ্যক যে, জ্বর বা পেটের দোষবশতঃ রোগী দুর্ব্বল হইয়া অরুচিগ্রস্ত হইলে সে স্থলে কোনরূপ তৈলপ্রয়োগ করা বিধেয় নহে। যেহেতু দুর্ব্বল শরীরে তৈলপ্রয়োগ বা স্নান উভয়ই সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ।

ছর্দ্দি বা বমিরোগে তৈলপ্রয়োগ।

বলা আবশ্যক যে, এ রোগ অনেক সময়েই অম্লপিত্তাদি রোগের উপসর্গরূপেই উপস্থিত হইয়া থাকে। সুতরাং এ রোগেও কোনরূপ তৈলের উল্লেখ শাস্ত্রে নাই। না থাকিলেও অনেক চিকিৎসকই এ রোগের শান্তির জন্য মধ্যমনারায়ণ ও মহানারায়ণ আদি শীতবীর্য্য তৈল পেটে ও বুকে মালিশ করিতে দিয়া সবিশেষ ফললাভ করিয়া থাকেন। আমিও বহুলস্থানে ঐ সকল অবস্থায় উক্ত তৈল প্রয়োগ করিয়া উপকার পাইয়া থাকি; তবে অবশ্য তৎসঙ্গে কোনরূপ সেবনীয় ঔষধও থাকা চাই। জ্বরাদিরোগের উপসর্গরূপে ছর্দ্দি উপস্থিত হইলে তৈলমর্দ্দন প্রশস্ত নহে।

তৃষ্ণারোগে তৈলপ্রয়োগ।

জ্বর ও অতীসারাদিরোগের উপসর্গ ভিন্ন ক্বচিৎ কখনও এমন কি সহস্র রোগীর মধ্যে হয়ত একজনের মাত্র স্বতন্ত্র তৃষ্ণারোগ জন্মিয়া থাকে। শাস্ত্রে এই রোগের শান্তির জন্য কোন তৈলেরই ব্যবস্থা নাই। অপরন্তু জ্বরাদি-রোগের উপসর্গরূপে যখন তৃষ্ণা জন্মে, তখন ত তৈলপ্রয়োগের নামমাত্রও করা উচিত নহে, সুতরাং যদি কখনও স্বতন্ত্ররূপে তৃষ্ণারোগ জন্মে, সে স্থলে হয়ত শীতবীর্য্য তৈলাদি মর্দ্দনে উপকার দর্শিতে পারে, আমি কিন্তু কোন তৃষ্ণার্ত্ত ব্যক্তিকেই তৈলমর্দ্দন করিতে দিই নাই এবং কখনও কাহাকেও তৈল-মর্দ্দনের ব্যবস্থা দিতেও দেখি নাই। ক্রমশঃ—

কলিকাতা। } কবিরাজ শ্রীজগদ্বন্ধু সেন গুপ্ত।

সম্পাদকীয় বক্তব্য।

কবিরাজ মহাশয়ের লিখিত এ প্রবন্ধের উপরে আমাদের কোন কথাই বলিবার নাই।

সম্পাদক।

দেশীয়-স্বাস্থ্যবিজ্ঞানে ভোজনানুসারে সত্ত্বাদিগুণভেদ।

চিকিৎসা-সম্মিলনীতে লিখিত এই সত্ত্বাদিগুণঘটিত প্রবন্ধ পাঠ করিয়া আমাদের কোনও মাননীয় সুশিক্ষিত সম্ভ্রান্ত বন্ধু বলেন যে, "সত্ত্ব, রজ ও তম এই ত্রিবিধ গুণত্রয় ব্যাপারটা কি, এবং ভোজনের সহিতই বা ইহাদের আবার সম্বন্ধটাই কিরূপ, তাহা ত কিছুই মাথামুণ্ডু বুঝিতে পারি না।" কথাটা যদি একজন যে সে লোকের হইত, তবে আমরা আর ইহার উত্তরে কোন কথাই লিখিতাম না। কিন্তু যখন একজন বিজ্ঞ বিচক্ষণ ব্যক্তির মুখ হইতে এরূপ অবোধের ন্যায় কথা বাহির হইয়াছে, তখন ত এ সম্বন্ধে কিছু না বলিয়াই পারিতেছি না।

অথবা বলিব কি? যিনি কামক্রোধাদি রিপু কি, তাহা বিলক্ষণই বোঝেন, যাঁহার দয়া দাক্ষিণ্যাদি সদ্‌গুণ অথবা ক্রূরতা দাম্ভিকতা ইত্যাদি অসদ্‌গুণনিচয় বুঝিতেও কিছুমাত্রই ক্লেশবোধ হয় না, তখন সেরূপ লোকের সম্বন্ধে যে, দেহের স্বাভাবিক সত্ত্বাদিগুণ বুঝিবার পক্ষে বাধা জন্মে, ইহা বড়ই আশ্চর্য্য ও দুঃখের বিষয় বলিতে হইবেক।

আসল কথা কাম-ক্রোধাদি রিপুগণের বা দয়া দাক্ষিণ্যাদি সদ্‌গুণ সকলের কিম্বা ক্রূরতা দাম্ভিকতা ইত্যাদি অসদ্‌গুণসমূহের যেমন দুইটা হাত বা পা কিংবা একটা লেজও নাই, অর্থাৎ ইহাদের কতকগুলি লক্ষণ বা কার্য্যদ্বারা যেমন ইহাদিগের নামের নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, সেইরূপ সত্ত্বাদি গুণত্রয়েরও একটা প্রকাণ্ড মস্তক কিংবা দশহাত বুকের ছাতি আদি কিছুই নাই, অর্থাৎ কাম-ক্রোধাদি রিপুগণ যেমন দেহস্থ একটা আকৃতিহীন স্বাভাবিক শক্তি, সত্ত্বাদি গুণত্রয়কেও ঠিক্ সেইরূপ আকারপ্রকার রহিত দেহের স্বাভাবিক একটী শক্তি বলিয়া বুঝিতে হইবেক। যেমন প্রতিনিয়ত ঘৃত দুগ্ধ মাখম ডাউল ইত্যাদি ভক্ষণ ও সজ্জনের সহিত সংসর্গ করিলে

দেহের ক্রোধাদি রিপু ক্রমশঃ দমিত হইয়া দয়া দাক্ষিণ্যাদি সদ্‌গুণের বিকাশও বৃদ্ধি হইতে থাকে; যেমন প্রতিনিয়ত মদ্য মাংসাদি ও পলাণ্ডু রসুনাদি ভক্ষণে দেহের স্বাভাবিক দয়া প্রভৃতি সদ্‌গুণের হ্রাস হইয়া ক্রমশঃ হিংসা আদি পাশব বৃত্তির বৃদ্ধি পাইতে থাকে, সেইরূপ দেহস্থ সত্ত্বাদি গুণত্রয় ও পূর্ব্বের ন্যায় আহার এবং সজ্জন আদি সহবাসের সহিত ইতরবিশেষ বা হ্রাস বা বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। বলা অধিকন্তু যে, ইহাপেক্ষা দেহস্থ সত্ত্বাদি গুণত্রয়কে সংক্ষেপে বুঝাইবার পক্ষে আমাদের আর কোন ক্ষমতাই নাই। অতএব আশা করি, আমাদের মাননীয় সুপণ্ডিত বাবু মহাশয়, আমাদের লিখিত এ সকল কথা একবার অনুগ্রহপূর্ব্বক চিন্তা করিয়া দেখিবেন। সত্ত্বাদি গুণত্রয়ের সম্বন্ধে আমাদের আরও বিস্তর কথা বলিবার আছে।

ক্রমশঃ—

সম্পাদক।

বৈদ্যক পাঁচনের ন্যায় ঔষধ আর দ্বিতীয় নাই।

বঙ্গ-সাহিত্য-সংসারে সুপরিচিত মানবতত্ত্বাদি গ্রন্থপ্রণেতা শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর পাঁড়ে মহাশয়ের প্রায় ১৭।১৮ বৎসর বয়স্ক তৃতীয় পুত্রের প্রথমত দেশে থাকিয়া আধুনিক উপসর্গ ম্যালেরিয়া গোচের জ্বর ও শরীর দুর্ব্বল হইয়া কলিকাতায় আসেন। তারপর এখানে আসিয়া আধুনিক আর এক উপসর্গ সুধাবন্ধু বা সুধাসিন্ধু নামক ঔষধ সেবন আরম্ভ করেন। এই ঔষধ ২।৪ দিন সেবন করাতেই জ্বর ত সারিল না, অপরন্তু এহেন দুর্ব্বল অবস্থায় প্রবল আম ও রক্তাতিসার আসিয়া উপস্থিত হইল। এমন কি, দিবারাত্রে ২৫।৩০ বারের অধিক দাস্ত হইতে লাগিল। ঠিক্ এই অবস্থাতেই আমাকে লইয়া রোগীকে দেখান হইল।

আমি বেশ ধীরভাবে রোগীর জ্বর, মলমূত্র ও জিহ্বা আদি পরীক্ষা করিয়া বুঝিলাম যে, ব্যাপার বড় সহজ নহে। সহজ না হইলেও সহসা রোগীর জীবনের প্রতি হতাশ হওয়ারও কোনই কারণ দেখিতে পাইলাম না। অর্থাৎ সুচিকিৎসায় আরোগ্য লাভ করিতে পারিবে বলিয়াই আমার ধারণা জন্মিল। রোগীর পিতা আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কেমন দেখিলেন মহাশয়? অবশ্য

আমি সরলভাবেই বলিলাম যে, রোগ বিশেষ কঠিন হইয়াছে। অমনি তিনি বলিলেন যে, দেখুন, যদি অসাধ্য মনে করেন, তবে আমি ডাক্তার আনাই। উত্তরে আমি স্পষ্টই বলিলাম যে, রোগ বিশেষ কঠিন হইলেও আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, যদি রোগী বাঁচিবার হয়, তবে বৈদ্যক ঔষধেই বাঁচিবে, যদি উপকার হওয়ার হয়, তবে নিশ্চয়ই এলোপ্যাথি বা হোমিওপ্যাথি অপেক্ষা কবিরাজী ঔষধেই শীঘ্র শীঘ্র উপকার দর্শিবে। কেননা যে বাঁচিবে না, তাহার পক্ষে ত ঔষধই নাই। সুতরাং অন্ততঃ ২।৩ দিন আমার চিকিৎসার প্রতি নির্ভর করিতে পারেন। আমার সাহস দেখিয়া বিশেষতঃ বৈদ্যক ঔষধেই তাঁহার আন্তরিক শ্রদ্ধাভক্তি থাকাতে তিনি আমার প্রতিই চিকিৎসার ভার দিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন।

আমি প্রথম দিন রোগীকে অর্দ্ধবড়ী কস্তূরীভূষণের সহিত একটু মকরধ্বজ মিশ্রিত করিয়া তিন মোড়া তিনবার অর্থাৎ প্রাতে বৈকালে ও সন্ধ্যাকালে প্রত্যেক বারে মুথার রস ৫১০ অর্দ্ধছটাক ও অল্প মধুর সহিত সেবন করিতে দিলাম এবং নিম্নলিখিত পাঁচনটাও দুইবার সেবন করিতে দিলাম যথা——

গুলঞ্চ———।০	কুটজছাল———।০
আতিষ———৵০	রক্তচন্দন———।০
ধনে———।০	বেণারমূল———।০
শুঁঠ———৵০	ধাইফুল———।০
বেলশুঁঠ———।০	লোধ———।০
মুথা———।০	ইন্দ্রযব———।০
বালা———।০	পদ্মকাষ্ঠ———।০
আকনদ———৵০	চিরতা———।০

প্রত্যেক দ্রব্য এইরূপ ওজনে লইয়া এক পুরিয়া উত্তমরূপে কুটিয়া তিনপোয়া জলে সিদ্ধ করিয়া ৵০ অর্দ্ধপোয়া শেষ থাকিতে নামাইয়া শীতল হইলে তাহার ৴০ একছটাক প্রাতে ও ৴০ একছটাক বৈকালে সেবন করিতে দিলাম। *

* পাচনটীর ফর্দ্দ দেখিয়াই অনেকে নূতন ধরণের বলিয়া বিবেচনা করিবেন, বিশেষতঃ ইহার মাত্রা দেখিয়া আরও বিস্মিত হইবেন, যেহেতু এরূপ ফর্দ্দ কোনও গ্রন্থে নাই। সুতরাং বলা আবশ্যক যে, চক্রদত্তের জ্বরাতীসারোক্ত গুড়ূচ্যাদি ও উশীরাদি এই উভয়বিধ পাঁচন অবলম্বন করিয়াই আমরা নিজে কল্পনা করিয়া এ পাঁচনের ব্যবস্থা করিয়া থাকি। তবে জ্বরাতীসারী রোগীর আমদোষ বা রক্তের ভাগ অধিক থাকিলে এ সকল দ্রব্যের ইতরবিশেষ বিবেচনা করিয়া দিতে হয়। পাঠকগণ সমর্থ হন, তাহাই করিবেন; অন্যথা চক্রদত্তলিখিত পাঁচনই যথাযথ ব্যবহার করিবেন।

(সম্মিলনীর অতিরিক্তপত্র।)

লিখিতে শরীর রোমাঞ্চিত উঠে যে, এই একদিনের পাঁচন ঔষধেই রোগীর তেমন প্রবল জ্বর, তৃষ্ণা ও গাত্রদাহ আদি উপসর্গ এবং দিবারাত্রের ৩০।৪০ বার ভেদের যেন অর্দ্ধেকেরও অধিক উপশম হইয়া আসিল। পথ্যের মধ্যে কেবল বেদানাররস, পাণিফলের চূর্ণ, জল ও মিশ্রীসহ রন্ধন করিয়া তাহাই অল্প অল্প দেওয়া হইয়াছিল। পরদিবস ঔষধ সেবনে রোগীর সর্ব্বপ্রকার অসুখেরই প্রায় অর্দ্ধেকেরও অধিক উপশম হইয়া আসিল। তৃতীয় দিনে অসুখের ভাগ অতি অল্পই রহিল। ৪র্থ, ৫ম ও ৬ষ্ঠ দিন ঔষধ সেবনেই রোগী নির্দ্দোষ আরোগ্যলাভ করিল, ৭ম দিবসে অন্নপথ্য করিয়া এখন রোগী সম্পূর্ণ ভাল হইয়াছে।

এস্থলে সত্যের অনুরোধে বলা আবশ্যক যে, যদিও আমি রোগীকে পাঁচনের সহিত মকরধ্বজমিশ্রিত কস্তূরীভূষণ বড়ী সেবন করিতে দিয়াছিলাম, কিন্তু আমার দৃঢ়বিশ্বাস যে, এ রোগীকে তাহা না দিলেও চলিত, অর্থাৎ একমাত্র এই পাঁচনদ্বারাই রোগী আরোগ্যলাভ করিতে পারিত। সম্পাদক।

আমাদের কথা।

প্রস্তাবিত আয়ুর্ব্বেদীয় হাঁসপাতাল।—এ অগ্নি প্রায়ই নির্ব্বাণ হইয়া আসিয়াছে। তবে এখনও একবারেই শীতল হইয়া যায় নাই। একটু আধটু ধূম নির্গমন দেখিয়া এখনও মনে হয়, বুঝিবা আগুণ জ্বলিতেও পারে। অথবা ভগবান্‌ই বলিতে পারেন। তবে শুনিয়া ছিলাম যে, পূজার পরেই নাকি এবিষয় লইয়া একটা বৈঠক বসিবে। সুতরাং আপাততঃ এ সম্বন্ধে আমাদের আর কোন কথাই বলিবার নাই।

তত্ত্ববোধ;—তত্ত্ববোধ দিনদিন তত্ত্বকথারই প্রচার করিতেছেন! পাঠকগণ একটু নমুনা পড়ুন;—"বাবু অক্ষয়কুমার দত্ত একজন যথার্থ দেশহিতৈষী ছিলেন, কিন্তু সমীপ-দর্শন-শক্তি-রহিত ও দূরদর্শন-সমর্থ ব্যক্তির ন্যায় তাঁহার চক্ষে ভারতের প্রায় সকলই হেয় ও অবজ্ঞেয় এবং ইয়ুরোপের প্রায় সমস্তই আদরণীয় ছিল।" তাত বটেই, এমন না হইলে কি আর তত্ত্ববোধের মতে প্রকৃত দেশহিতৈষী বলিয়া গণ্য হইতে পারে? এস্থলে এই সঙ্গে একটা বাড়্তি কথা বলা আবশ্যক যে, কিছু দিন পূর্ব্বে আমরা কোনও সম্ভ্রান্ত বন্ধুর

নিকট একজন বিলাত ফেরত দেশীলোককে বড়ই উদারচেতা ও স্বদেশহিতৈষী বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা পাওয়ায় তিনি তৎক্ষণাৎই প্রত্যুত্তরে বলেন যে, যিনি অল্পদিনের জন্য বিদেশে অবস্থিতি করিয়া আসিয়া বিদেশীয় লোকের হাঁচি ও কাশি টুকুর পর্য্যন্ত অনুকরণ করিয়া চলেন, তিনি ত নিশ্চয়ই স্বদেশহিতৈষীই বটেন! বলাবাহুল্য যে, আমরা তৎক্ষণাৎই নিরুত্তর হইয়াছিলাম। সে যাহা হউক, সম্পাদক পণ্ডিত গুরুনাথের তত্ত্ববোধের সম্বন্ধে আমরা যতদূর আশা করিয়াছিলাম, বুঝি বা আমাদের ভাগ্যে তাহার বিপরীত ফলই লাভ হইবে।

মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত ;—শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ বসু প্রণীত, দেওঘর হইতে প্রকাশিত। অনেক দিন পরে বঙ্গসাহিত্য-বৃক্ষে এমন একটা ফল ফলিয়াছে, যাহার আস্বাদ লাভের জন্য বাঙ্গালী ব্যগ্র হইতে পারেন। বাস্তবিকই বঙ্গের শ্রেষ্ঠ কবি মধুসূদনের মধুমাখা লেখনীপ্রসূত কাব্যাংশ ছাড়িয়া দিয়াও আজকার দিনে কেহ যদি কেবল মধুসূদন মধুসূদন করিয়াই কোনও কিছু লেখেন, তবে তাহাতেও যেন কর্ণকুহরে মধু ঢালিয়া দেয়। সুতরাং যোগেন্দ্র বাবু যখন সেই মধুসূদনকে অবম্বলন করিয়া তাঁহার আদ্যোপান্ত জীবনী প্রকাশ করিয়াছেন, তখন ত সে গ্রন্থ নিশ্চয়ই বঙ্গবাসীর আদরেব সহিত পাঠ করা উচিত। কেবল তাহাই নহে, তাঁহার লিখিত ভাষার সরলতা ও পারিপাট্য এবং গ্রন্থের কাগজ ও মুদ্রণাদি সর্ব্বাংশেই অতীব আনন্দদায়ক হইয়াছে।

এত আনন্দ স্থলেও আমাদের এ পোড়া অন্তরে কিন্তু মধুসূদনের জীবন-চরিত বিষাদের কালিমা ঢালিয়া দিয়াছে। যেমন কলসীপূর্ণ দুগ্ধে বিন্দুমাত্র গোমূত্র প্রক্ষিপ্ত হইলেই সমুদায় দুগ্ধই বিকৃত হইয়া যায়, তেমনই মধুসূদনের জীবনচরিতামৃতে তাঁহার কতগুলি রাজা মহারাজা ও হাকিম হুকুম গোচের প্রাণের বন্ধুগণের মায় প্রতিকৃতি সহ পত্রগুলি মুদ্রিত করিয়া যেন অমৃতভাণ্ড গরলভাণ্ডে পরিণত করা হইয়াছে। কেননা এ হেন ধনকুবের রাজা মহারাজা ও হাকিম হুকুমগণ যে মধুসূদনের প্রাণের বন্ধু ছিলেন, সেই বঙ্গের শ্রেষ্ঠ কবি অমর মধুসূদনের শেষ জীবন সাধারণ দাতব্য চিকিৎসালয়ে অতিবাহিত হইয়াছিল, একথা এখন মনে করিলেও দুঃখে চক্ষু দিয়া শতধারে জল আইসে এবং ক্ষোভে রোষে হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়। তবে নাকি এ শ্মশানক্ষেত্রে সমস্তই শোভা পায়, তাই গ্রন্থ খানিতে এমন একটা আকাশ পাতাল ও স্বর্গ নরকের ন্যায় বিসদৃশ দৃশ্য বর্ত্তমান থাকিলেও তথাপি গ্রন্থ খানি মহান্ ধূমধাম ও আদরের সহিত সাধারণের নিকট পরিগৃহীত হইল। নচেৎ সত্য বলিতে পারি, যাঁহার একটু আত্মজ্ঞান আছে, যিনি কথঞ্চিৎও হৃদয়বান্, তাঁহার পক্ষে ত নিশ্চয়ই এ গ্রন্থ পাঠে এরূপ অসাধারণ বিসদৃশতার পরিচয়ে তৃপ্তিলাভের পরিবর্ত্তে একটা ভয়ানক মনোবেদনা লাভ ভিন্ন আর কিছুই সম্ভবে না। সম্পাদক।

৯ম বৎসর, ৯ম খণ্ড, ৭ম সংখ্যা।

চিকিৎসা-সম্মিলনী।

চিকিৎসা-বিষয়ক মাসিকপত্রিকা।

(টাকীর বিখ্যাত ও সুশিক্ষিত জমীদার)

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম, এ, বি, এল,

মহাশয়ের বিশেষ উদ্যোগে ও সাহায্যে

আয়ুর্ব্বেদীয় চরক ও সুশ্রুতের সংস্কৃত, বাঙ্গালা, ইংরাজী ও হিন্দী

অনুবাদক এবং প্রকাশক

কবিরাজ শ্রীঅবিনাশচন্দ্র কবিরত্ন

কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

কলিকাতা কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্ ২০০ নং বাটী হইতে সম্পাদক কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

কলিকাতা।

৫ নং সিম্‌লাষ্ট্রীট্ জ্যোতিষপ্রকাশ যন্ত্রালয়ে

শ্রীগোপালচন্দ্র ঘোষাল দ্বারা

মুদ্রিত।

প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ।৵০ আনা মাত্র।

সূচীপত্র।

বিষয়		পৃষ্ঠা।
দেশীয় স্বাস্থ্যবিজ্ঞানে ভোজনানুসারে সত্ত্বাদিগুণভেদ	...	২১৫
পিপাসায় গরমজল (এলোপ্যাথি)	...	২১৮
হোমিওপ্যাথি ও এলোপ্যাথির দর্পচূর্ণ (কবিরাজী)		২২৪
ওলাউঠা চিকিৎসা	(ঐ)	২২৯
উপদংশ	(ডাক্তারী) ...	২৩২
তৈলপাক ও প্রয়োগপ্রণালী	...	২৩৬
নূতন ঔষধ (এলোপ্যাথি)	...	২৩৮
কতকগুলি প্রশ্ন	...	২৩৯
এইটা কি নূতনরোগ ?	...	২৪১
প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ মুষ্টিযোগ	...	২৪৪
আমাদের কথা	...	২৪৪

বিজ্ঞাপন।

ওলাউঠারোগের মহৌষধ।

আজ্ অহঙ্কারের সহিত বলা যাইতেছে যে, উপযুক্ত সময়ে এই সকল ঔষধ সেবন করাইতে পারিলে ওলাউঠা রোগাক্রান্ত কোন ব্যক্তিরই মৃত্যু হইবে না। বিলাতপ্রিয় ব্যক্তিগণ একবার পরীক্ষা করিয়া দেখেন, ইহাই একমাত্র প্রার্থনা। পঞ্চদশ বৎসর পর্য্যন্ত পরীক্ষা করিয়া আজ্ সাধারণের উপকারের জন্য প্রচার করা যাইতেছে।

ঔষধের নাম		মাত্রা	মূল্য
বিসর্পণ চূর্ণ	..	৭	॥০
বমনারি বটী	...	৭	৵০
কালান্তক রস	...	„	১৲
ত্রিদোষ দাবানল	...	„	২৲
ডাকমাশুল প্যাকিং	...		৵০
			৪৲

জলপাইগুড়ি
দীনাবাজার। }

শ্রীপ্রসন্নচন্দ্র মৈত্রেয় কবিরাজ।

দেশীয় স্বাস্থ্যবিজ্ঞানে ভোজনানুসারে সত্ত্বাদিগুণভেদ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

গতবারে দেহের স্বাভাবিক সত্ত্বাদি গুণত্রয় ব্যাপার খানা কি, তাহা যথাসাধ্যই বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছি। পুঙ্খানুপুঙ্খরূপেই দেখাইয়াছি যে, সত্ত্বরজ বা তমগুণ একটা হাত পা ওয়ালা জানোয়ারবিশেষ নহে। তবে দেহের কতকগুলি স্বাভাবিক ধর্ম্ম লইয়াই উহাদের এক একটী নামকরণ হইয়াছে এইমাত্র। যেমন দেহস্থ স্বাভাবিক বায়ু পিত্ত কফ * মানব চক্ষুর অতীত; যেমন কাম ক্রোধাদি রিপুনিচয় ও দয়াদাক্ষিণ্যাদি গুণ সকল এবং দ্বেষ হিংসাদি দোষ সকল মনুষ্যগণের জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই জন্মিয়া থাকে এবং মনুষ্যভেদে ইহাদের মাত্রারও হ্রাস বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হইয়া থাকে; তেমনই সত্ত্বাদি গুণনিচয়ও মানবের জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই আসিয়া থাকে এবং ব্যক্তিভেদে এই গুণত্রয়েরও অল্পবিস্তর ভেদ লক্ষিত হইয়া থাকে। যেমন দেহস্থ বায়ু পিত্ত কফ শারীরিক দোষত্রয়ের এবং রসরক্তাদি দূষ্য সকলের হ্রাস বা বৃদ্ধি হইলেই রোগ উৎপন্ন হয় এবং তৎক্ষণাৎ উপযুক্ত চিকিৎসা না করিলেই প্রাণ লইয়া টানাটানি পড়ে, তেমনি দেহস্থ সত্ত্বাদি গুণত্রয়ের হ্রাসবৃদ্ধি হইলেই মানসিক রোগ আসিয়া উপস্থিত হয় এবং তৎক্ষণাৎই সুচিকিৎসা না হইলে মহাপ্রলয় উপস্থিত হয়। † যেমন

---

* অনেকেই হয় ত এস্থলে অন্ততঃ মনে মনে আপত্তি তুলিবেন যে, বাপুহে! বুঝিবার পক্ষে তোমার সত্ত্বাদি গুণত্রয়ও যাহা, বায়ু পিত্ত কফও তথৈব চ। এপিট, না হয় ওপিট, এই মাত্র প্রভেদ! বলা আবশ্যক যে, বায়ু পিত্ত কফের নামমাত্রেই বুঝিবার পক্ষে এমন একটা সার্ব্বজনিক ধারণা হইলেও কার্য্যতঃ বুঝিবার পক্ষে কিন্তু ইহারা তাদৃশ নহে। সুতরাং আমরা অতি শীঘ্রই এই বায়ু পিত্ত কফকে বুঝাইতে চেষ্টা করিব।

† সত্ত্বাদির হ্রাস বৃদ্ধিতে কিরূপে মানসিক রোগ উৎপন্ন হইয়া মহাপ্রলয় ঘটায়, এ কথাটাও বুঝিবার পক্ষে বড় একটা যে সে কথা নহে। কেননা না হয় মানিলামই যে, কফের বৃদ্ধিতে তৎক্ষণাৎ বুকে ঘড় ঘড়ি জাতিয়া জীবন বহির্গত হইতে পারে। কিন্তু সত্ত্বাদি গুণের হ্রাস বা বৃদ্ধিতে এমন কি রোগ উৎপত্তির সম্ভব, যাহাতে বিশেষ কোনও ইষ্টানিষ্ট ঘটিতে পারে? বলা বাহুল্য যে, এ সকল প্রশ্ন যাঁহাদের মনে উদয় হইবে, তাঁহারা যেন দয়া করিয়া

দেহস্থ বায়ু পিত্ত কফের হ্রাস বৃদ্ধি জন্য রোগ উপস্থিত হইলে তখন সুচিকিৎসক, উত্তম ঔষধ ও সুপথ্যাদি এবং উপযুক্ত পরিচারক অর্থাৎ সুশ্রুষাকারীর আবশ্যক ও রোগীকে বিশেষরূপ বিবেচক ও সাবধান হইতে হয় এবং তাহা না হইলে অর্থাৎ উক্ত চতুর্ব্বিধের মধ্যে কোনটীরও কিছুমাত্র গলদ থাকিলে সেখানে যেমন আরোগ্যের আশা কম হইয়া পড়ে, তেমনি দেহস্থ স্বাভাবিক সত্ত্বাদি গুণত্রয়ের বিকৃতি অর্থাৎ হ্রাস বা বৃদ্ধি জন্য মানসিক রোগ উপস্থিত হইলেও ঐরূপ সুচিকিৎসক অর্থাৎ যথার্থ জ্ঞানবানের সহিত সংসর্গ, উত্তম ঔষধ ও সুপথ্যাদি অর্থাৎ ঘৃত দুগ্ধ, মদ্য, মৎস্য ও মাংসাদি, উপযুক্ত পরিচারক অর্থাৎ যাহাদিগকে লইয়া সর্ব্বদা কার্য্যাদি ও বাক্যালাপাদি করিতে হয়, তাহাদিগের প্রকৃত্যাদি গুণের প্রতি দৃষ্টি করিতে হইবে এবং নিজকেও একটু বিবেচনাদিশক্তি সম্পন্ন করিয়া লইতে হইবে। যেহেতু তাহা না হইলে অর্থাৎ উপযুক্ত জ্ঞানবানের সহিত সংসর্গ ও সত্ত্বাদি গুণবর্দ্ধক পথ্যের সেবা না করিলে এবং পরিচারকগণের অর্থাৎ আমলা ও সহচরাদির (মোসাহেব প্রভৃতির) প্রকৃতি গত গুণের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া তুমি নিজে সাত্ত্বিক হইয়া বা সহস্র চেষ্টা করিয়াও নিজের মানসিক রোগের শান্তি করিতে পারিবে না, পক্ষান্তরে উপরোক্ত দিকেও যদি তোমার সর্ব্বাঙ্গসুন্দর দৃষ্টি থাকিয়া নিজে তুমি একজন অবুঝ জানোয়ার সদৃশ হও, তবে ত সে স্থলে তোমার মানসিক রোগের কোন চিকিৎসাই চলিতে পারে না। কেননা রোগী নিজে ঘোর লোভী ও অত্যাচারী হইলে পৃথিবীস্থ কোন চিকিৎসক ও সুপথ্যাদিই যে তাঁহাকে বাঁচাইতে সমর্থ নহেন, সে কথা বলাই বাহুল্য মাত্র।

যেমন দেহস্থ বায়ুপিত্ত কফাদির বিকৃতিজন্য জ্বরাদি রোগ উপস্থিত হইলে তাহার শান্তির জন্য পোলাও কালিয়া আদি অপথ্য বর্জ্জন করিয়া সুপথ্য খৈ বাতসা বা আধুনিক সাগু প্রভৃতির প্রয়োজন হয় এবং সে স্থলে যেমন এ সকল লঘু পথ্যের প্রতি তাচ্ছিল্য করিলে কোনমতেই আরোগ্যের আশা করা যায় না, তেমনই দেহস্থ সত্ত্বাদিগুণত্রয়ের বিকৃতিজন্য কামক্রোধাদি

চিকিৎসা-সম্মিলনীর অন্ততঃ এ শ্রেণীর প্রবন্ধগুলি পাঠ না করেন। কেননা সত্ত্বগুণের কার্য্য দয়া দাক্ষিণ্যাদি ও রজগুণের কার্য্য যে কামক্রোধাদি, এ কথা প্রথমেই বুঝাইয়াছি। সুতরাং কাম ক্রোধ বা লোভাদির একটার একটু আক্রমণেই যে তৎক্ষণাৎ জীবন লইয়া টান পড়িতে পারে, একথা কি আর বারবার বুঝাইতে হইবে?

মানসিক রোগ উপস্থিত হইলেও মৎস্য মাংসাদি ও মদ্যাদি কতকগুলি অপথ্যের বর্জ্জন করিয়া ঘৃত দুগ্ধাদি সুপথ্যের স্বতই প্রয়োজন হইয়া থাকে এবং সে স্থলেও এইরূপ ঘৃতদুগ্ধাদি সুপথ্যের আশ্রয় না হইলে কোনমতেই মানসিক রোগের সম্যক্ শান্তির আশা করা যাইতে পারে না। বলা অনাবশ্যক যে, ঠিক্ এই হিসাব ধরিয়াই হিন্দুগণের মধ্যে কালবশে ভোজ্যদ্রব্যের সহিত ধর্ম্মাধর্ম্মের এত বাঁধাবাঁধি সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছিল এবং এইজন্যই আমরাও ভোজনানুসারে সত্ত্বাদিগুণত্রয়ের যে অত্যাশ্চর্য্যরূপ হ্রাস বৃদ্ধি ঘটিতে পারে, তাহাই দেখাইবার জন্য এই প্রবন্ধের অবতারণা করিয়াছি। এই জন্যই হিন্দুসমাজের কতকগুলি লোক, হা নিরামিষ ভোজন, হা সাত্ত্বিকভোজন করিয়া মহান্ ব্যস্ত এমন কি পাগল হইয়া থাকেন। এইজন্যই অনেক লোক মদ্যমাংসাদি রাজসিক ভোজনের নামেই নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া অগ্নিশর্ম্মা হইয়া উঠেন। এই জন্যই গোমাংসের ন্যায় অধম মাংস সকল আর্য্যঋষিগণের মধ্যে ভক্ষণবিধি প্রচলিত থাকিলেও কালবশে তাহা নিবারিত হইয়াছে। এই জন্যই এখনকার দিনে গোমাংসের নামেই লোকে শিহরিয়া উঠেন। এইজন্যই বর্ত্তমান সমাজের কোনও স্থানে নিরামিষ ভোজনের ব্যবস্থা প্রচলিত হওয়ার জন্য সভাসমিতি বসিতেছে।

পাঠক! স্মরণ রাখিবেন যে, এ সকল হাঙ্গামার প্রধানতঃ মূল উদ্দেশ্য কিন্তু সেই এক ভিন্ন দুই নহে, সেই রজ ও তমগুণকে পরাভব করিয়া বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণের উদ্রেকের ইচ্ছা ভিন্ন আর কিছুই নহে। ভোজনের সহিত প্রকৃতই সত্ত্বাদি গুণত্রয়ের যে কি অত্যাশ্চর্য্য সম্বন্ধ, তাহা চিন্তা করিলে অন্তঃকরণ স্বতই আনন্দে অবসন্ন হইয়া পড়ে, কিন্তু আপাততঃ এ সকল সম্বন্ধ সম্মিলনীর ন্যায় ক্ষুদ্রপত্রিকায় তন্ন তন্নরূপে বুঝাইয়া দিই, সে অবসর আমাদের নাই; না থাকিলেও ক্রমশঃ যে আমরা এ ব্যাপার বুঝাইতে চেষ্টা করিব না, ইহা যেন কেহ মনেও স্থান না দেন। তবে আমাদের ইচ্ছা যে, সত্ত্বাদিগুণত্রয় ব্যাপারটা কি, তাহা লইয়াই অগ্রে আরও কিছু লিখিয়া পরে এ সম্বন্ধে লিখিতে চেষ্টা করিব।

কিন্তু সত্ত্বাদিগুণত্রয় বুঝাইবার পক্ষেও এস্থলে আমাদের আর নূতন কোন কথাই বলিবার নাই। যেহেতু পূর্ব্বেই বার বার বলিয়াছি যে, সত্ত্বাদিগুণ দেহের স্বাভাবিক কতকগুলি কার্য্য লইয়া একটা নামমাত্রে গঠিত, অত-

এব সেই কার্য্যগুলিরই পুনর্ব্বার আর একটু উল্লেখ করিয়া ইহাদিগকে বুঝাইবার পক্ষে চেষ্টা করিতেছি ;—যেমন দেখা যায় কোন ব্যক্তি ভয়ানক পিত্তপ্রধান, কেহ বাতপ্রধান এবং কেহ বা শ্লেষ্মপ্রধান হইয়া, থাকে, সেইরূপ কোন কোন ব্যক্তি জন্ম হইতেই ভয়ানক ক্রোধী, কেহ বা লোভী, কেহ বা কামুক, কেহ দয়ালু, কেহ দাতা, কেহ কৃপণ এবং কেহ বা জন্ম হইতেই নিষ্ঠুরের চূড়ামণি হইয়া থাকে। সেইরূপ সত্বরজ গুণও মনুষ্যের জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই জন্মিয়া বয়সের সহিত উহাদের বিকাশ বা বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

কামক্রোধাদিরিপু, বায়ুপিত্তকফাদি এবং সত্বরজতম অথবা দয়াদাক্ষিণ্যাদি দেহস্থ স্বাভাবিক গুণ বা দোষ সকলের বিষয় যিনি চিন্তা করিয়া দেখিয়াছেন, তিনিই বুঝিয়াছেন যে, মানবগণের উপর ইহাদিগের শক্তি কতদূর অসীম এবং ইহাদিগকে শাসনে অর্থাৎ স্বপথে ঠিক্ রাখা সাধারণের পক্ষে কতদূর কষ্টকর। কেননা ধনীর ভ্রুকুটিতে ইহারা চমকিত হয় না, রাজার শতসহস্র সুতীক্ষ্ণ শাণিত তরবারী বা গোলাগুলিসহ বন্দুক কামানাদির অসীম প্রতাপকেও ইহারা গ্রাহ্য করে না। তবে ইহাদের যথার্থ শাসনকর্ত্তা কে? উত্তরে নিশ্চয়ই বলিতে পার যে, সুনির্ম্মল জ্ঞানই ইহাদিগের একমাত্র শাসনকর্ত্তা। তাই কবিও তার-স্বরে গাহিয়াছেন :—

"মনোধাবতি সর্ব্বত্র মদোন্মত্ত গজেন্দ্রবৎ।
জ্ঞানাঙ্কুশপ্রহারেণ পুনঃ পন্থানমানয়েৎ" ॥

পিপাসায় গরম জল।

(এলোপ্যাথি।)

জ্বর ও কলেরা প্রভৃতি পীড়াতে রোগীর বিজাতীয় পিপাসা হয়। আমাদিগের দেশে ম্যালেরিয়া জ্বরে অত্যন্ত বমন এবং তৎসঙ্গে ঘোরতর পিপাসা থাকে। রোগী পিপাসার দায়ে যেমন জল খায়, অমনই তুলিয়া ফেলে। এইরূপ জ্বরে জল পিপাসা হইলে ডাক্তার মহাশয়েরা নানাবিধ শীতল পানীয় ব্যবস্থা করেন, যেমন লেমনেড ও বরফ জল। ডাক্তারদিগের একটী অতি প্রিয় পিপাসানিবারক ঔষধ হচ্ছে, সাইট্রিক এসিড এবং ক্লোরেট্ অফ্ পোটাসিয়ম্ মিশ্রিত জল। কিন্তু এই সকল শীতল পানীয় প্রয়োগে তেমন পিপাসা

ও মুখশোষ নিবারণ হয় না। যতই শীতল পানীয় দেওয়া যায়, রোগী ততই শীতল পানীয় পান করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করে। "হবিষা কৃষ্ণবর্ত্তেব ভূয়ো এবাভিবর্দ্ধতে।" বিশেষতঃ যেখানে বমির বেগ বর্ত্তমান থাকে এবং রোগী ঘন ঘন পিত্ত বমন করিতে থাক, সেখানে শীতল পানীয় সকল প্রদান করা বিড়ম্বনা মাত্র। কারণ রোগী যেমন জল খায়, অমনই তুলিয়া ফেলে। এই সকল ক্ষেত্রে কবিরাজ মহাশয়দিগের চিকিৎসা ডাক্তারদিগের ঠিক বিপরীত, কারণ কবিরাজ মহাশয়েরা জ্বর রোগীকে উষ্ণ জলমাত্র পান করিতে দিয়া থাকেন। কবিরাজী আমলে এইরূপ গরম জল মাত্র পান এতদূর প্রবল ছিল যে, আজিও পল্লিগ্রামে প্রায় রোগীই ডাক্তারের কাছে ঔষধ লইয়া যাইবার সময় জিজ্ঞাসা করে, "মহাশয়! গরম জল দিয়া খাওয়াইব, না শীতল জল দিয়া খাওয়াইব এবং রোগীকে কাঁচা জল পান করাইব, না ঠাণ্ডা জল দিব।" ফলতঃ জ্বরচিকিৎসায় কবিরাজদিগের একমাত্র গরম জল পানই ব্যবস্থা। ডাক্তারেরা গরমজলে একবারে চটা। তাঁহাদের ব্যবস্থা হচ্ছে আন লেমনেড্, দেও বরফ!

কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে পরীক্ষায় দেখিতে পাওয়া যায়, জ্বররোগীর পিপাসায় গরম জলে যেমন পিপাসা ও মুখশোষের নিবৃত্তি করে, ঠাণ্ডাজলে তেমন করে না। রোগীর যখন বমন ও পিপাসা দুইই বর্ত্তমান থাকে, তখন যদি রোগীকে অর্দ্ধ বা এক পোয়া মাত্রায় গরমজল পান করান যায়, তবে ঐ গরমজলে আশ্চর্য্য উপকার করে। এত যে বমন ও পিপাসা, সমস্তই ভাল হইয়া যায় এবং রোগী সুস্থ হইয়া ঘুমাইয়া পড়ে। অনেকে মনে করিতে পারেন, হয় ত এইরূপ গরম জল পানে বমন বৃদ্ধি হইবে, কিন্তু কার্য্যে ঠিক বিপরীত। ম্যালেরিয়া জ্বরে যখন ঘন ঘন পিত্ত বমন হইতে থাকে, তখন এইরূপ গরমজল পানে সমূহ উপকার হয়। এই ব্যাপারটী আমি পুনঃপুনঃ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি। জ্বরে অত্যন্ত মুখ শুখাইয়া গেলে খুব উষ্ণ উষ্ণ জল একটু একটু করিয়া খাইলে যেমন পিপাসা ও মুখশোষের নিবৃত্তি হয়, প্রচুর বরফ জল পানে তেমন হয় না।

কলেরা রোগীতে জল ও বরফ দিবামাত্র রোগী বমন করিয়া তুলিয়া ফেলে, তখন একটু কড়া রকমের গরমজল দুই এক চামচ্ করিয়া দিলে ঐ জল পেটে থাকে। আর বড় একটা বমি হয় না। এই ব্যাপারটী অনেক স্থানে পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে। কিছুকাল গত হইল, একটী পঞ্চম

বৎসরের ছেলের ভেদ ও বমন হইয়াছিল। পরে ভেদ বন্ধ হইয়া গেল, কিন্তু ভয়ানক বমন থাকিল। বিন্দু মাত্র জল পেটে দাঁড়ায় না, ঔষধ ত দূরের কথা। এক বিন্দু হাইড্রোসায়ানিক এসিড্ পর্য্যন্ত সহ্য হইল না। এইরূপ অবস্থায় মাঝে মাঝে খুব একটু একটু করিয়া গরম জল পান করিতে দেওয়া গেল, সে জল আর উঠিয়া পড়িল না। তৎপরে ক্রমে রোগী আরাম হইয়া গেল। অতি অল্প দিন হইল, একটী রোগীর কলেরা হইয়াছিল। তাহারও বিজাতীয় পিপাসা ও বমন ছিল। কত বরফ, শীতল জল, ডাবের জল ও ঔষধ গেল কিছুতেই আর বমন নিবারণ হয় না। শেষটায় সমস্ত ঔষধ বন্ধ করিয়া কেবলমাত্র ঘণ্টায় ঘণ্টায় এক এক চামচ মাত্র গরমজল পান করিতে দেওয়া গেল, তাহাতে ঐ জল আর বমন হইয়া বড় একটা উঠিল না। কেবলমাত্র কাঠ উকি হইতে লাগিল। ক্রমে একটু একটু পথ্য করায় ঐ কাঠ উকি ভাল হইয়া গেল।* কলেরার রোগীতে অল্প লবণ মিশ্রিত গরম জলে (৫ গ্রেণ—জল ১ আং) বিলক্ষণ উপকার করে। লবণ একটা কলেরার খুব ভাল ঔষধ। উইলিয়ম ষ্টীভেন নামক একজন ডাক্তার কলেরা রোগীতে লবণ জল খাওয়াইয়া বিলক্ষণ উপকার পাইয়াছিলেন। উক্ত ডাক্তারের ব্যবস্থা দেখিয়া আমি অনেকগুলি কলেরা রোগীতে লবণ মিশ্রিত জল খাওয়াইয়াছি, তাহাতে প্রায় রোগীরই উপকার হইয়াছে। কিন্তু উক্ত ডাক্তার গরম জল দিতেন না। শীতল জলে লবণ ও সোডা মিশাইয়া রোগীকে পান করিতে দিতেন। গরমজল মিশাইয়া লবণ খাইতে দিলে বমন কম হয় এবং উপকার বেশী হয়।

জ্বররোগীতে বমন হইবার প্রধান কারণ পাকস্থলীর কন্‌জেসসন্ বা রক্তাধিক্য। কলেরার রোগীরও সম্ভবতঃ সেই কারণে উৎপন্ন হয়। সুতরাং এই সকল অবস্থায় গরমজল পান করিলে পাকস্থলীর শ্লেষ্মা ঝিল্লীতে গরম জলের ফোমেণ্ট করার কাজ হয়, তাহাতে পাকাশয়ের কন্‌জেস্‌সন কমিয়া যায়। দেখা গিয়াছে বহির্দ্দেশে কোন স্থানে রক্তাধিক্য হইলে গরমজলের ফোমেণ্ট করিলে যেমন শীঘ্র শীঘ্র উপকার হয়, কেবলমাত্র শীতল জল প্রয়োগে তেমন তত শীঘ্র উপকার হয় না। তবে শীতল জলের সহিত সঙ্কোচক ঔষধ মিশ্রিত

---

* এলোপ্যাথি ও হোমিওপ্যাথির ভক্ত দেশের ডাক্তার কবিরাজ মহাশয়েরা এ সকল কথার উত্তরে কি বলিতে চাহেন? চি, স, স।

করিয়া দিলে অবশ্য খুব শীঘ্রই উপকার হয়। কোন বাহিরের অঙ্গে রক্তাধিক্য হইলে যেমন গরম জলের স্বেদে উপকার হয়, আভ্যন্তরিক যন্ত্রে রক্তাধিক্য হইলেও সেইরূপ গরম জলের স্বেদে উপকার করিতে পারে। পাকস্থলীর শ্লেষ্মা ঝিল্লীতে রক্তাধিক্য হইয়া বমন হইলে গরম জল পানই সুতরাং উৎকৃষ্ট চিকিৎসা। গরমজল পানে পাকস্থলীর শ্লেষ্মাঝিল্লীতে ফোমেণ্ট করা হয়। কেবল ইহাই নহে, গরম জল পান উত্তেজনক। ইহাতে হৃদয়কে সবল করে। গরম গরম দুধ ও গরম গরম চা খাইলে বেশ একটু স্ফূর্ত্তি হয় এবং ক্লান্তি দূর হয়। চা পান করিলে যে ক্লান্তি দূর হয় এবং শরীরের জড়তা দূর হয়, তাহার অর্দ্ধেক গুণ আমার মতে এই গরম জলের। পাঠকগণ শীতল চা এবং গরম চা পান করিয়া ইতর বিশেষ পরীক্ষা করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন। গরমজল হৃদয়ের উত্তেজক। কোন একটা পুস্তকে পড়িয়াছি ধাতছাড়া রোগীর গুহ্যদ্বারে গরম জলের পিচকারী দিলে রোগীর ধাত আইসে। তবে এবিষয় পরীক্ষা করিয়া দেখি নাই। ডাক্তার ওয়াট্‌সন্ বলেন, কলেরার কোলাপ্স অবস্থায় ভেইন চিরিয়া কয়েক আউন্স গরমজল রক্তের স্রোতের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দিলে মৃতপ্রায় রোগীও বিছানায় উঠিয়া বসে।

কাশ রোগ থাকিলে বা জ্বরের সঙ্গে নিউমোনিয়া, ব্রংকাইটীস্ প্রভৃতি থাকিলে ঠাণ্ডা জল পানে কাশের বৃদ্ধি হয় এবং গরম জলপানে কাশির উপশম হয়, ইহা পুনঃ পুনঃ পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে। ডাক্তারি চিকিৎসায় পানীয় সম্বন্ধে বড় একটা ইতর বিশেষ নাই। ডাক্তার বাবুর সকল ক্ষেত্রেই সেই এক ঘেয়ে ব্যবস্থা—ঠাণ্ডাজল পান। বড় বড় ডাক্তারি পুস্তকে এই সকল বিষয়ের বড় একটা উল্লেখ দেখা যায় না। ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জার চিকিৎসায় ডাক্তার রবার্টস্ বলেন, রোগীকে লেমনেড্ ও বরফ জল পান করিতে দিবে। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে দেখা যায়, কাশ রোগগ্রস্ত রোগীকে শীতল জল পান করিতে দিলে কাশের খুব বৃদ্ধি হয়। উপসর্গবিহীন জ্বরে এই শীতকালের রাত্রে রোগী ক্রমাগত ঠাণ্ডা জল পান করাতে তাহার ব্রংকাইটিস হইতে দেখিয়াছি। জ্বরিতাবস্থায় জল পিপাসায় শীতকালের রাত্রে ঠাণ্ডা জল পান করিতে দিলে কাশ রোগ টানিয়া আনে। বিনা সর্দ্দিতে সর্দ্দি আনে, সর্দ্দি ব্রংকাইটীসে পরিণত হয় এবং ব্রংকাইটীসে শীতল জল পানে ব্রংকোনিউমোনিয়া হয়। কাশ রোগে ক্রমাগতঃ গলা খুকি থাকিলে শীতল জলপানে ঐ খুকি সমধিক

বৃদ্ধি হয়। রোগী যতই ঠাণ্ডা জল পান করে, ততই গলা খুকিতে থাকে। অধিক দৃষ্টান্ত নিষ্প্রয়োজন। অতি অল্প দিন হইল, একটী কঠিন আকারের রিমিটেণ্টফিভারগ্রস্ত রোগীর চিকিৎসা করিয়াছিলাম। এই কার্ত্তিক মাসের রাত্রে ঠাণ্ডা জল খাইতে দেওয়ায় তাহার ব্রংকাইটিস দেখা দিল। রাত্রে বিষম কাশির বেগ দিতে লাগিল, তাহাতে রোগী অস্থির হইল। অবশেষে গরম জল পান করিতে দেওয়ায় ক্রমে কাশির বেগ কমিয়া গেল। বুকে ঠাণ্ডা লাগা কফ কাশীর একটা কারণ। দুর্ব্বলাবস্থায় শীতল জল পানে রোগীর বুকে ঠাণ্ডা লাগে তাহাতেই কাশির বৃদ্ধি হয়। জ্বরিতাবস্থায় রোগী খুব দুর্ব্বল থাকে। সুতরাং ঐ অবস্থায় প্রচুর শীতল জল পানে ট্রেকিয়া, লেরিংস এবং শ্বাসনালীতে ঠাণ্ডা লাগে, তাহাতেই কাশীর উৎপত্তি হয়। পক্ষান্তরে উষ্ণ জল পানে গলা, লেরিংস, ট্রেকিয়া প্রভৃতিতে ফোমেণ্ট করার ফল হয়। তাহাতে ঐ সকল স্থানের কন্‌জেস্‌সন্ দূর হয় এবং কাশির নিবৃত্তি হয়। যক্ষ্মা রোগে যখন গলা ভাঙ্গিয়া যায় এবং ঘন ঘন কাশির বেগ আনে, তখন গরম জল পানের ব্যবস্থা দিলে ক্রমে কাশির বেগ কমিয়া আসে এবং স্বরভঙ্গ ভাল হইয়া যায়। পক্ষান্তরে শীতল জল পানের ব্যবস্থা দিলে কাশি ও স্বরভঙ্গ বাড়িয়া চলে। ডাক্তারের মধ্যে কেবল দেখিয়াছি কলিকাতা মেডিকেল কলেজের ভূতপূর্ব্ব মেটিরিয়ামেডিকার অধ্যাপক ডাক্তার রাজেন্দ্রচন্দ্র চন্দ্র যক্ষ্মা রোগীকে গরম জল পানের ব্যবস্থা দিতেন। তিনি কহিতেন, যতই ঠাণ্ডা জল পান করিতে দিবে, ততই তোমার রোগী কাশিতে থাকিবে এবং যত কাশিবে, ততই কাশের সঙ্গে রক্ত উঠিবে। এতদ্দেশে কাশ ও শ্বাসগ্রস্ত রোগীরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া চিকিৎসকের বিনা উপদেশে গরম জল পান করিয়া থাকে। অনুমান করি, এটা সাবেক সেই কবিরাজী চিকিৎসার কীর্ত্তিকলাপের ধ্বংসাবশেষ মাত্র। কিন্তু ডাক্তারী চিকিৎসার প্রাদুর্ভাবে এই সকল সুপ্রথার ক্রমে তিরোভাব ঘটিতে চলিল। আমাদিগের আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থ হইতে ডাক্তারগণ যে অনেক উপদেশ লাভ করিতে পারেন, তাহার অনুমাত্র সন্দেহ নাই। আমাদিগের স্বদেশী ডাক্তার ভায়াদিগের একটা দোষ এই যে, তাঁহারা ইংরাজি পুস্তকে যাহা পড়েন, তাহাই দিক্‌বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইয়া রোগীর পক্ষে প্রয়োগ করেন। এটী আমার মতে অত্যধিক অনুকরণপ্রিয়তার ফলমাত্র। পড় তাতে ক্ষতি নাই; কিন্তু ঐ সকল ইউরোপীয় চিকিৎসাপদ্ধিতি একটু ভাঙ্গিয়া

চুরিয়া আমাদিগের দেশীয় লোকের প্রকৃতির উপযোগী করিয়া লইলে যে অমৃতের ন্যায় ফল হয়, তাহার আর সন্দেহ নাই।

ইংরেজী পুস্তকে যে সকল ঔষধ, যে সকল মাত্রায় প্রয়োগ করিবার কথা আছে, তাহা অনেক স্থানে দেশীয়দিগের পক্ষে অধিক হয়। আর ইংরেজী ডাক্তারী পুস্তকে যে সকল ইংরেজি ধরণের পথ্য প্রয়োগ আছে, সেগুলি একটু দেশীয় ধরণের করিয়া লইলে আমাদিগের অধিকতর উপকার হয় এবং রোগীরাও পছন্দ করে। ব্রথের দরকার হইলে মুরগীর ব্রথই দিতে হইবে, এমন কথা নাই, ডিম্ব দিতে হইলে সেই মুরগীর ডিম্বই দিতে হইবে, এমনও কোন কথা নাই। সাগু ও বার্লির পরিবর্ত্তে খয়ের মণ্ডেও কায চলিতে পারে। যাক এ সকল ফাজিল কথায় আর কায নাই। ভিষক্‌দর্পণ।

শ্রীপুলিনচন্দ্র সান্ন্যাল এম্, বি।

সম্পাদকীয় বক্তব্য।

ডাক্তার পুলিন বাবুর লিখিত এ গরমজলের কাহিনী পাঠ করিয়া আমরা প্রকৃতই আশাতীত আনন্দলাভ করিয়াছি। যেহেতু ঠিক্ এইরূপ ধরণের প্রবন্ধই চিকিৎসা-সম্মিলনীর মূলমন্ত্র, এইরূপ দেশী বিদেশীর তুল্য তুলনা করিয়া দেখানই এই পত্রিকার মুখ্য উদ্দেশ্য। কেবল তাহাই নহে, প্রবন্ধটীর প্রত্যেক কথাতেই এমন সকল জ্বলন্ত সত্য নিহিত হইয়াছে যে, যাহার জন্য তাঁহাকে অন্তরের সহিত বার বার ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারি না।

বস্তুতঃ পুলিন বাবু ডাক্তার হইয়া যে এইরূপ বৈদ্যচিকিৎসার ব্যবস্থিত পিপাসায় গরমজলের ব্যবস্থায় তুষ্ট হইয়াছেন, আর গুণগ্রাহী সম্পাদক মৌলভিসাহেবও যে এই প্রবন্ধটীকে সর্ব্বপ্রথমে স্থানদান করিয়াছেন, ইহাতে আমরা আরও সুখী হইয়াছি; কিন্তু কেবল গরম জল বলিয়া নহে, এমন অসংখ্য পানীয়, পথ্য ও ঔষধ, বৈদ্যকশাস্ত্রে ও মূল বৈদ্যশাস্ত্র হইতে উৎপন্ন হাকিমীচিকিৎসাশাস্ত্রেও আছে, যাহার সহিত এলোপ্যাথির বা হোমিওপ্যাথির তুলনাই হইতে পারে না। কেন মৌলভিসাহেব কি জানেন যে, তাঁহার স্বজাতীয় হাকিমীমতের চিকিৎসাতে এমন সকল উৎকৃষ্ট বাদসাই জোলাপের ঔষধ আছে, যাহা এলোপ্যাথির রেড়ীর বা জোলেফাফলের সহিত তুলনা করিতে গেলে গায়ে জ্বর আইসে। তবে কিনা আসল কথা এই যে, জানেন সকলেই, মৌলভিসাহেবের ন্যায় এলোপ্যাথি ডাক্তারগণও বোঝেন সকলই এবং ডাক্তার রামধনের ন্যায় হোমিওপ্যাথিওয়ালাদেরও বোধ হয় বুঝিতে আর কোন কথাই বাঁকী থাকে না; তবে উপার্জ্জন-স্পৃহা যে মানুষকে একবারেই বুদ্ধিহীন ও অমানুষ করিয়া বসে, সে কথাটী বলেই বা কে এবং বোঝেই বা কে?

কিন্তু আর না বুঝিলে চলিতেছে না। কতকগুলি অর্থ-লোলুপ স্বদেশদ্রোহী চিকিৎসকের আপাতসুখের প্রতি দৃষ্টিজন্য ভারতের যে দুর্দ্দশা ঘটিবার তাহা চূড়ান্তই ঘটিয়াছে, কিন্তু আর কেন? এখনও সময় আছে, এখনও সাবধান হইলে দেশের মঙ্গল আছে। তুচ্ছ অর্থের পরিণাম ত অনেকেরই জানাই আছে। তাই বলিতেছি যে, ডাক্তার মৌলভিসাহেবের ন্যায় ডাক্তারগণ একবার মৃত ডাক্তার রায়বাহাদুর রামনারায়ণ প্রভৃতির দিকে দৃষ্টি নিঃক্ষেপ করুন, করিলেই বেশ বুঝিবেন, যে, অন্ধের ন্যায় স্বদেশ ও স্বজন ভুলিয়া গিয়া কেবল অর্থং দেহি, অর্থং দেহি করিয়া ঝুড়ি ঝুড়ি অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারিলেই এ সংসারে ঐহিক পারত্রিক সুখের চূড়ান্ত হয় না। কেননা অর্থোপার্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গে যাঁহাদের কর্ত্তব্য কার্য্যে দৃষ্টি না থাকে, তাঁহাদের সেই উপার্জ্জিত অর্থ যে, অধিকাংশ স্থলেই কুফল প্রসব করিয়া থাকে, সে বিষয়ে কি আর সন্দেহ মাত্র আছে? সম্পাদক।

হোমিওপ্যাথি ও এলোপ্যাথির দর্প চূর্ণ।

আজ অহঙ্কারে বুক ফুলাইয়া গুটিকয়েক কথা বলিব। যাঁহারা বৈদেশিক বিজ্ঞানের উজ্জ্বল আলোকে বিলক্ষণ আলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন, এলোপ্যাথির বহ্বাড়ম্বরে আত্মবিস্মৃত হইয়া গিয়াছেন এবং হোমিপ্যাথির বিন্দুপানে একবারে উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছেন, সেই সকল বাবুদিগের নিকট ইহা নিতান্তই অসম্ভব এবং বিরক্তিকর বলিয়া বোধ হইবে। বৈদেশিক চিকিৎসার অসম্পন্নতার বিষয় অথবা বৈদেশিক ঔষধের বীর্য্যহীনতার কথা শ্রবণ করিলে সত্য সত্যই যে বাবুদিগের অন্তঃকরণে দারুণ ব্যথা লাগিবে, তাহা জানিয়াও আজ্ সত্যের অনুরোধে এবং সমগ্র মানবমণ্ডলীর মঙ্গলের প্রত্যাশায় কিছু না বলিয়া থাকিতে পারিতেছি না। কিন্তু আমাদিগের ন্যায় দুই চারি জন আয়ুর্ব্বেদ-ব্যবসায়ী চেষ্টা করিয়া যে আর কতদূর ফললাভ করিবে, তাহাও বলিতে পারি না। আমরা ত আর এখন আয়ুরক্ষার কর্ত্তা নহি! আমরা এখন হতভাগ্যনেটিভ্ ফিজিসিয়ান্ হইয়া গিয়াছি। নেটিভ্ ফিজিসিয়ান্ বলিলে একপ্রকার ঘৃণার পাত্র বুঝায়। সুতরাং সেই ঘৃণার পাত্রের কথা আর কে কর্ণগোচর করিবে? আজ কাল সকলেই বিজ্ঞান শিক্ষা করিয়াছেন। সকলের মুখেই দুই চারিটী করিয়া কথা শুনিতে পাওয়া যায়। যাহা নূতন তাহাই বিজ্ঞান, পুরাতন কিছুই বিজ্ঞান নহে। আমরা সেই পুরাতন মতালম্বী; সুতরাং আমাদিগের অবৈজ্ঞানিক কথা শুনিয়া কে বিষমপাপ-পঙ্কে লিপ্ত হইবে?

সংসারে কেহই কালের গতিরোধ করিতে পারে না, কালই সর্ব্বাপেক্ষা বলবান্, ইহা অসভ্য আর্য্যগণ বলিয়া গিয়াছেন। পক্ষোদ্গত পিপীলিকা সমূহ যখন প্রজ্জ্বলিত হুতাশনে আত্মবিসর্জ্জন করিবার জন্য ধাবিত হয়, তখন কে তাহাদিগের গতিরোধ করিতে পারে? কাল কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াই তাহারা আত্মাহুতি দিয়া থাকে। এই যে বিজ্ঞানরূপ পক্ষ উদ্গত হওয়ায় ব্যাধিরূপ হুতাশনে মানবগণ অবিরত আত্মাহুতি প্রদান করিতেছে, ইহাও সেই দুরন্ত কালের প্রভাব ভিন্ন আর কিছুই নয়। আজকাল সকলের মুখেই শুনিতে পাই যে কবিরাজি শাস্ত্রে ওলাউঠার কোনও প্রতীকার নাই। এই দুরন্ত রোগের যদি কোন প্রতীকার থাকে, তবে ডাক্তারী হোমিওপ্যাথি মতেই তাহা আছে। এক্ষণে সেই হোমিওপ্যাথিমতে কতদূর পর্য্যন্ত এই রোগের শান্তি হয়, প্রথমে তাহাই বলিয়া লইতেছি। গ্রামের মধ্যে কাহারও ভেদ বমন আরম্ভ হইলে সকলের মুখেই একটা হৈ হৈ রব উঠিয়া পড়ে। ডাক্তার ডাক্তার বলিয়া সকলেই ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া উঠেন। দেখিতে দেখিতে হ্যাট্‌কোট্ মণ্ডিত, জামাজোড়া ভূষিত বহুতর প্রতিমূর্ত্তির আবির্ভাব হইতে থাকে। সেই সকল প্রতিমূর্ত্তির দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া স্ত্রীলোকগণ সহসা চমকিতা হইয়া উঠেন। তখন ডাক্তারদিগের মধ্যে কেহ বা এসিয়েটিক্ কলেরা, কেহ বা ডায়েরিয়া বলিয়া রোগীর আত্মীয় স্বজনকে সান্ত্বনা করিতে থাকেন। আবার কেহ বা ওলাউঠার বিষ হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য সাবান লইয়া হস্ত প্রক্ষালন করিতে বসেন। পাছে সাবান মিশ্রিত রোগ-বীজ শরীরে অন্য স্থানে সংলগ্ন হইয়া তাঁহাকেও বিপদগ্রস্ত করে, এতদাশঙ্কায় উপুড় হইয়া পদ হইতে ২।৩ হস্ত দূরে হাত বাড়াইয়া অবিরত জল ঢালিতে থাকেন। বলা বহুল্য যে, রোগ দেখিতে এক মিনিট্ সময় লাগিলে হস্ত প্রক্ষালনেই ৩০ মিনিট্ অতীত হইয়া যায়, তাহার পর ঔষধ সেবন করাইতে করাইতে রোগীও আবার অন্য অবস্থা প্রাপ্ত হয়। কিন্তু হোমিওপ্যাথি ঔষধের কি আশ্চর্য্য শক্তি! বলিতে কি, ২।৩ ডোজ ঔষধ সেবন করাইতে না করাইতেই রোগীর সকল যন্ত্রনা বিদূরিত হয়! ক্ষণকাল পরে আর তাহাকে ইহলোকে দেখিতে পাওয়া যায় না! কেহ বা ৫।৭ দিন অথবা ততোধিককাল ভুগিতে ভুগিতে পরিশেষে কালক্রোড়ে শয়ন করে, কেহ বা বহু ভাগ্যবলে আরোগ্যও লাভ করিয়া থাকে, কিন্তু গণনা করিয়া দেখিলে আরোগ্যের সংখ্যা শতকরা ১৫।১৬ টীর

অধিক কখনও হয় না। যাহারা নিতান্ত দীনহীন কাঙ্গাল, তাহারা কখনও এম, বি ও এল, এম, এস্, উপাধিধারী মহাত্মাগণকে একত্রে সমাবেশ করিতে পারে না। তাহাদিগকে বিনা চিকিৎসাতেই থাকিতে হয় কিন্তু তাই বলিয়া তাহাদিগের মধ্যেও যে আরোগ্যের সংখ্যা কম হয়, এমন নয়। তবে চিকিৎসা ও অচিকিৎসার যে কতদূর প্রভেদ, তাহা বলিতে পারি না। রোগীর মৃত্যু হইলেই ডাক্তারগণ বলিয়া থাকেন, অসময়ে চেষ্টা করিলে আর কি হইবে? যদি আরো এক ঘণ্টা পূর্ব্বে ঔষধ প্রয়োগ করা যাইত, তাহা হইলে কখনও রোগীর মৃত্যু হইত না। কিন্তু এক ঘণ্টা পূর্ব্বেও অনেককে ঔষধ দেওয়া হয়, তাহারও এইরূপ পরিণামই হইতে দেখা যায়। এক্ষণে পশ্চাত্য বিজ্ঞানের উন্নতির একটী উৎকৃষ্ট উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে।

বিগত দুর্গোৎসবের অব্যবহিত পর হইতেই সৃষ্টিসংহারিণী ওলাদেবী যে প্রকার নূতন সজ্জায় সজ্জিতা হইয়া সমগ্র পূর্ব্ববঙ্গে বিচরণ করিতেছিলেন, অব্যর্থ শরসন্ধানে অধিকাংশ জনপদকেই যে প্রকার মহাশ্মাশানে পরিণত করিয়াছেন, তাহা আর কাহারও অবিদিত নাই। অন্যান্য গ্রামের কথা না বলিয়া আমি আমাদিগের বশতগ্রামে এবং তন্নিকটবর্ত্তী কয়েকটী জনপদের কথাই উল্লেখ করিতেছি। পাবনা জেলার অন্তঃর্গত উমারপুর আমার বাসস্থান। বিগত পূজার সময় আমি বাটী গিয়াছিলাম, তাই স্বচক্ষে সমস্ত পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছি। লক্ষ্মীপূর্ণিমা হইতে চতুর্থী পর্য্যন্ত পাঁচ দিনের মধ্যে ২১ জন মুসলমান প্রথমতঃ এতদ্দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছিল। তাহারা সকলেই দুর্ভিক্ষের কঠিন উৎপীড়নে নিতান্ত জীর্ণ শীর্ণ হইয়া কেবলমাত্র জীবন সহকারে অবস্থিতি করিতেছিল। তাহার উপরও আবার ওলাউঠার দৃষ্টি পড়িল। অর্থাভাবে তাহারা কোনও চিকিৎসার আশ্রয় লইতে পারে নাই। তন্মধ্যে ৫টী মাত্র লোক ১০।১২ দিন পর্য্যন্ত ভুগিয়া ভুগিয়া অবশেষে ক্রমশঃ সুস্থ হইয়া উঠিল। অবশিষ্ট ১৬ টী লোকের মধ্যে কেহ বা ৪ ঘণ্টা, কেহ বা ৫ ঘণ্টা, কেহ কেহ বা ২।৩ দিন পরেও মানবলীলা সম্বরণ করিল। এই ত অচিকিৎসিত লোকদিগের কথা। ইহার পর আবার চিকিৎসিত লোকদিগের কথা মনে হইলে কাণে হাত দিতে হয়। পঞ্চমীর দিন হিন্দুপল্লীর মধ্যে এই রোগের আবির্ভাব হইতে দেখা গিয়াছিল। অতিপ্রত্যুষে যখন একজন স্ত্রীলোক এই পীড়ায় আক্রান্ত হইয়াছিল, তখন নব্য বাবুদিগের মধ্যে

সকলেই ডাক্তার—ডাক্তার—হোমিওপ্যাথি ডাক্তার রবে একটা মহাগণ্ডগোল উঠাইয়া দিল। বেলা ৮ টার সময়েই হতভাগিনীকে চিতানলে ভস্মীভূত হইতে হইল। পরদিন প্রাতঃকালে আবার শুনা গেল, ছেলে মেয়ে প্রভৃতিতে ১২ জন একযোগে শয্যাশায়ী হইয়াছে. হোমিওপ্যাথিমতে উপযুক্তরূপ তাহাদিগেরও চিকিৎসা হইতেছে। কিন্তু হোমিওপ্যাথি ঔষধের উপর বোধহয় জগদীশ্বরের কিঞ্চিৎ আক্রোশ জন্মিয়াছিল, তাই রুগ্ন ব্যক্তিদিগের মধ্যে কাহাকেও বাঁচিয়া উঠিতে দেখা গেল না। এইরূপে যাঁহাকে যতই উপযুক্ত সময়ে উপযুক্তরূপ চিকিৎসা করা গেল, তিনি ততই শীঘ্র শীঘ্র ভবের খেলা সাঙ্গ করিতে লাগিলেন। এইপ্রকার ৭।৮ দিনের মধ্যে উন্নত বিজ্ঞানের উন্নতিশীল চিকিৎসায় কতই যে জীবহত্যা হইয়া গেল, আমি তাহা গণনা করিয়া দেখিবার অবসর পাই নাই। তবে এইমাত্র বলিতে পারি যে, যাহাদিগের প্রাণান্ত হইবার কোনই সম্ভাবনা ছিল না, সামান্য মাত্র চেষ্টা করিলেই যাহারা অনায়াসে রোগমুক্ত হইতে পারিত, তাহারাও অকালে কালগ্রাসে পতিত হইয়াছে। যখন গ্রামের শোচনীয় অবস্থা দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল, দিবানিশি পক্ষীদিগের কলরব—পশু সমুহের বিকট শব্দ এবং আবাল বৃদ্ধ, স্ত্রী পুরুষ সকলেরই আর্ত্তনাদ অবিরত কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইয়া যখন মনকে একবারে আকুলিত করিয়া তুলিল, যখন দিবাভাগেও ঘরের বাহির হইতে মনোমধ্যে সাতিশয় ভীতিসঞ্চার হইতে লাগিল, তখন আর আমি নীরবে থাকিতে পারিলাম না। সেই সময় গ্রামস্থ সকলকে বলিতে লাগিলাম,—"মহাশয়গণ! আপনারা এমন করিয়া আর কতটী জীবহত্যা করিবেন? উৎকৃষ্ট চিকিৎসার যে উৎকৃষ্ট ফল, তাহা আপনারা হাতে হাতেই ভোগ করিতেছেন। তথাপি কি আপনাদের জ্ঞানোদয় হইল না? দেশীয় ঔষধ উদরস্থ হইলে কি আপনাদের চৌদ্দপুরুষ নরকস্থ হইবে মনে করেন? যদি মৃত্যুই স্থির সিদ্ধান্ত হয়, তাহা হইলে দেশীয় ঔষধ খাইয়া প্রাণত্যাগ করাই আমার বিবেচনায় কর্ত্তব্য। মৃত্যু সময় দেশীয় ঔষধ খাইলে বোধ হয় বিলাতি শাস্ত্র বা বিলাতি ঔষধের অবমাননা হইবে না।" তখন সকলেই আমার কথায় কর্ণপাত করিলেন। আমিও একান্ত আগ্রহ সহকারে জেদ করিয়া প্রত্যেকের বাড়ীতে যাইয়া ঔষধ বিতরণ করিতে আরম্ভ করিলাম। বাবুদিগের প্রবৃত্তি ও ব্যবহারের কথা মনে করিলে আর তদ্রূপ পারিতাম না। কেবল

নিজের মঙ্গল এবং আত্মীয় স্বজনের জীবনের জন্যই তদ্রূপ করিয়াছিলাম। কিন্তু আশ্চর্য্য ও বিস্ময়ের বিষয় এই যে, হতভাগ্য নেটিভ্ ঔষধ যত জনের উদরস্থ হইয়াছিল, তাহার মধ্যে একজনেরও জীবনান্ত হয় নাই। সকলেই ক্রমে ক্রমে সুন্দররূপ আরোগ্যলাভ করিয়াছে। ইহা কি হিন্দু চিকিৎসাশাস্ত্রের গৌরবের বিষয় নহে? ইহাতেও কি মহর্ষিদিগের চিন্তাশীলতার পরিচয় পাইতে বাকী থাকে? যেরূপ অবস্থায় বিলাতি ঔষধ কোনও ক্রিয়া প্রকাশ করিতে পারে না, সেইরূপ অবস্থায় বা তদপেক্ষা আরও সাংঘাতিক অবস্থায় যে দেশীয় সামান্য ঔষধেই বিলক্ষণ ক্ষমতা প্রদর্শন করে এবং মৃত্যু মুখ হইতে রোগীকে রক্ষা করিতে পারে, ইহা অল্প আনন্দের বিষয় নহে। আমরা নরাধম বলিয়াই সেই আনন্দ অনুভব করিতে পারি না। যে হোমিওপ্যাথি ঔষধ ওলাউঠার জন্যই বিখ্যাত বলিয়া সর্ব্বদা সকলে ঘোষণা করিয়া থাকেন, সেই হোমিও-প্যাথি ঔষধের গর্ব্ব ভূতপূর্ব্ব ওলাউঠায় একবারে খর্ব্ব হইয়া গিয়াছে। এলো-প্যাথি ঔষধদ্বারাও যে ওলাউঠার কোনও প্রতীকার হয় না, তাহাও অনেক সময় দেখা গিয়াছে। তথাপি যে বাবুদিগের চৈতন্য নাই, ইহাই নিতান্ত দুঃখের বিষয়। নিজের ঘরে রাশি রাশি সামগ্রী থাকিতে যে বাবুগণ সর্ব্বদা পরমুখ প্রত্যাশী হইয়া থাকেন, ইহাই নিতান্ত আশ্চর্য্য ও বিস্ময়ের বিষয়। এক্ষণে যে সকল ঔষধদ্বারা ওলাউঠাক্রান্ত বহুতর রোগীর জীবন রক্ষা হইয়াছে এবং যে প্রকার প্রণালী অনুসারে ইহার চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য, তাহাই বিস্তৃতরূপে বর্ণন করা যাইতেছে। কিন্তু আপাততঃ ঔষধগুলি প্রস্তুত করিবার নিয়ম লিপিবদ্ধ করিলাম না। *

* যদি কেহ ওলাউঠারোগের এই সকল প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ ঔষধ পরীক্ষা করিয়া দেখিতে ইচ্ছা করেন, তাহাহইলে ডাকমাশুল পাঠাইয়া দিলেই ঔষধ প্রেরিত হইবে। অথবা লিখিলে ব্যারিং ডাকেও পাঠান যাইতে পারে। কিন্তু প্যাকিং বাবদ অগ্রিম ৵০ আনা সকলেরই দেয়। একবারের অধিক কোন গ্রামেই বিনামূল্যে ঔষধ দেওয়া যাইবে না।

সম্পাদকীয় বক্তব্য।

কবিরাজ মহাশয়ের জানা উচিত যে, ঋষিগণ কোন স্থানেই জ্ঞানকে গোপন করেন নাই এবং গোপন করিতে পরামর্শও দেন নাই, বরং সততপরত কিরূপে সর্ব্বপ্রকার জ্ঞান সকলে লাভ করিয়া সুখী হইতে পারে, এজন্য তাঁহারা জ্ঞানবিস্তারের জন্য তারস্বরে চীৎকার করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং সেই আর্য্য-ঋষিসন্তান কবিরাজ মহাশয়ের পক্ষে এস্থলে সঙ্গে সঙ্গে ঔষধের তালিকা ও প্রস্তুত-প্রণালী না দেওয়া সঙ্গত হইয়াছে কি? চি, স, সম্পাদক।

ওলাউঠা-চিকিৎসা।

প্রসঙ্গক্রমে একটী পুরাতন ঘটনার বিষয় সাধারণের শ্রুতিগোচর করা যাইতেছে। প্রায় পঞ্চদশবৎসর অতীত হইল, একদা আমি গ্রামান্তরে গমন করিতেছিলাম, পথিমধ্যে নদীতীরস্থিত কোন অশ্বত্থবৃক্ষতলে দুইজন নগ্নবেশী উদাসীনের সহিত সাক্ষাৎ হইল। তাঁহাদিগের মধ্যে একজন সামান্য পদ্মাসনে উপবিষ্ট হইয়া পরমাত্মার ধ্যান করিতেছিলেন, অপরটী ধূলি সমক্ষে উপবেশন করিয়া করতলে গাঁজাপ্রস্তুত করিতেছিলেন। তাঁহাদিগের সৌম্যমূর্ত্তি সন্দর্শন করিয়া আমার মনোমধ্যে সাতিশয় ভক্তির উদয় হইয়াছিল। তাই কিছুকালের জন্য আমি তাঁহাদের সমক্ষে দণ্ডায়মান ছিলাম। সেই সময় শেষোক্ত সন্ন্যাসী কি যেন আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কিন্তু আমি তাঁহার কোনও ভাবগ্রহণ করিতে পারিলাম না। পরিশেষে সংস্কৃতভাষায় আলাপ হইতে লাগিল। সেই সময় উক্ত প্রদেশে অত্যন্ত মারীভয় আরম্ভ হইয়াছিল। সন্ন্যাসীদ্বয় ১০।১২ দিন পর্য্যন্ত ঐ স্থানে অবস্থিতি করায় আমি অধিকাংশ সময় তাঁহাদিগের নিকট যাইয়া মধ্যে মধ্যে শাস্ত্রালোচনা করিতাম। অবশেষে তাঁহারা দেশের দুরাবস্থা ও মারীভয়ের কথা অবগত হইলে একদিন একখানা হস্তলিখিত পুস্তক বাহির করিয়া কয়েকটী ঔষধ দেখাইয়া দিলেন এবং কহিলেন, যদি নিয়মিতরূপে এই ঔষধ প্রস্তুত করিয়া উপযুক্ত সময় কাহাকে সেবন করাইতে পারা যায়, তাহা হইলে কিছুতেই রোগীর জীবন নষ্ট হইবে না। তখন আমি পুস্তক খানি হস্তে লইয়া দেখিলাম, তাহার নাম আদিত্য-সংহিতা। ঐ নামের কোনও পুস্তক আমি আর কখনও দেখিতে পাই নাই। পুস্তক মধ্যে সন্ন্যাসীদিগের জ্ঞাতব্য অনেক বিষয় লিপিবদ্ধ আছে। তন্মধ্যে শরীর-তত্ত্ব এবং চিকিৎসা-প্রকরণ বিস্তারিতরূপে বর্ণিত আছে। সন্ন্যাসীদিগের প্রদর্শিত ঔষধ সমূহের যথেষ্ট গুণ বর্ণনা দেখিয়া আমি প্রথমতঃ স্বয়ং সমক্ষে থাকিয়া তাঁহাদিগের দ্বারাই ঔষধ প্রস্তুত করাইয়া লইয়াছিলাম। তাহার পর যখন প্রয়োজন হইয়াছে, তখন আমি নিজেই ঔষধ প্রস্তুত করিয়া লইয়াছি। আজ ১৫ বৎসর পর্য্যন্ত আমি ক্রমাগত এই ঔষধের গুণ পরীক্ষা করিয়া আসিতেছি। এই ঔষধ সেবন করিযা কোন ওলাউঠার রোগীই এ পর্য্যন্ত জীবনত্যাগ করে নাই। ভূতপূর্ব্ব মহামারীর সময় ৫০ জন রোগীকে এই ঔষধ সেবন করাইয়াছিলাম, তাহার মধ্যে একজনেরও জীবনান্ত হয় নাই।

তাই সাহস করিয়া ঔষধের কথা প্রকাশ করিতেছি। প্রথমতঃ ঔষধগুলির নাম বলা যাইতেছে, যথা—

১। বিসর্পণ চূর্ণ।
২। বমনারিবটী।
৩। কালান্তকরস।
৪। ত্রিদোষ দাবানলরস।

ওলাউঠা রোগে যখন যে প্রকার লক্ষণ উপস্থিত হইলে যে নিয়মে এই সকল ঔষধ সেবন করিতে দেওয়া যায়, এক্ষণে তাহাই বলা যাইতেছে এবং উপস্থিত ক্ষেত্রে আমি আবার যে সকল উপায় অবলম্বন করিয়া থাকি, তাহাও যথাস্থানে বিবৃত হইতেছে।

ওলাউঠারোগে মল, জল, কুমড়া পচা জল এবং জলের সঙ্গে কুমড়া বাঁটার ন্যায় একপ্রকার পদার্থ অবিরত ভেদ হইতে থাকে। কাহারও বা পূর্ব্ব হইতেই বমন আরম্ভ হয়, কাহারও বা অনেক বিলম্বে বমনোদ্রেক হয়। যাহার যত শীঘ্র বমন আরম্ভ হয়, তাহার তত শীঘ্রই ধাত বসিয়া যায় এবং পীড়াও নিতান্ত সাংঘাতিক আকার ধারণ করিয়া থাকে। কিন্তু বিলম্বে বমনোদ্রেক হইলে চিকিৎসার অনেক সময় পাওয়া যায়। দাস্ত, বমি, অঙ্গ-বিশেষের খালিধরা, ঘর্ম্ম এবং শিরঃশূল প্রভৃতি যে প্রকার লক্ষণই কেন উপস্থিত না হউক, তজ্জন্য বিশেষ কোন চেষ্টা না করিয়া প্রথমতঃ ওলাউঠার দোষ শান্তির জন্যই যত্ন করা কর্ত্তব্য। মণিবন্ধে নাড়ীর স্পন্দন বিদ্যমান থাকিতে যদি বিসর্পণচূর্ণ সেবন করাইতে পারা যায়, তাহা হইলে আর কিছুতেই ধাতু বসিয়া যায় না এবং সহজেই দোষের শান্তি হইয়া থাকে। সিকি পরিমাণ অপামার্গমূল (আপাঙ্গ, কোন কোন স্থানে বিলাই আচড়াও কহে) উত্তমরূপে ধৌত করিয়া শিলায় পেষণ করিবে, তাহার পর অর্দ্ধযব পরিমিত বিসর্পণচূর্ণ তৎসঙ্গে মিশাইয়া শীতল জলের সহিত সেবন করিতে দিবে। প্রস্ফুটিত ধুতুরাফুলের মধ্যে যে ৫টা শিশ থাকে, তাহা ২॥ টা গোলমরিচের সহিত বাঁটিয়া শীতল জলে গুলিয়া অনুপান করাইবে। ক্রমশঃ—

জলপাইগুড়ি,
দীনাবাজার।

শ্রীপ্রসন্নচন্দ্র মৈত্রেয় কবিরাজ।

সম্পাদকীয় বক্তব্য।

ব্রাহ্মণ কবিরাজ মহাশয় একেই ত মফঃস্বলের লোক, তাতে থাকেন জলপাইগুড়ির

জেলায়; সুতরাং এহেন কবিরাজ মহাশয়ের লিখিত "ওলাউঠা চিকিৎসায় এলো ও হোমিওপ্যাথিচিকিৎসা অপেক্ষা দেশী চিকিৎসাই উৎকৃষ্ট" এ সকল কথা পাগলের প্রলাপোক্তি ভিন্ন একটা সারবান্ বাক্য বলিয়া সাধারণে মনে করিতে পারিবেন কি? আমরা কিন্তু খুব্ সাহস করিয়াই বলিতে পারি যে, তাঁহার এ সকল কথার একটীমাত্র বর্ণও মিথ্যা বা অতিরঞ্জিত নহে। নিশ্চিতই তিনি এ সকল ঘটনা স্বচক্ষে দর্শন ও তন্ন তন্নরূপে বিচার এবং পদে পদেই দেশী বিদেশী চিকিৎসা-শক্তির তুলনা করিয়া ও অন্তরে দারুণ ব্যথিত হইয়াই নির্ভয়ে এ সকল প্রাণের জ্বলন্ত সত্য কথাগুলির প্রচার করিয়াছেন।

কিন্তু তাঁহার জানা উচিত এবং আমাদেরও বোঝা উচিত যে, আমাদের ন্যায় কবিরাজের কোন কথাই এ ঘোর অনুকরণ-প্রিয়, পরপদ-লেহী, ধামাধরা ও অতীব হতভাগা বর্ত্তমান শিক্ষিতগণের নিকট শ্রদ্ধেয় সুতরাং গ্রাহ্যই হইতে পারে না। কিন্তু দেখুন দেখি, তাঁহাদের সেই বিলাতী এম্ ডি, গুরু সংপ্রতি এই ওলাউঠারোগের দেশী বিদেশী চিকিৎসার তুল্য তুলনা করিয়া আমাদিগকে কি লিখিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন:—

"ওলাউঠা এবং এই শ্রেণীর রোগের প্রাচীন ও বর্ত্তমান মতের চিকিৎসায় যেরূপ জীবননাশ হইয়া থাকে, এতদুভয়ের তুলনা করিয়া দেখিলে বর্ত্তমান চিকিৎসার ফলের জন্য তুলনাকারীকে লজ্জিত হইতে হইবেক।"

বিলাতী গুরুর এ কথায় আমাদের দেশী এলোপ্যাথি দাদা বিশেষতঃ হোমিওপ্যাথি ভায়ারা কি বলিতে চাহেন? ইহার উত্তরে এলোপ্যাথি দাদা যাহাই বলুন, কিন্তু হোমিওপ্যাথি ভায়া তবুও নিশ্চয়ই বলিবেন যে, "ওলাউঠার চিকিৎসায় হোমিওপ্যাথিই এ জগতে একমাত্র চিকিৎসা"। তা ত বটেই; কিন্তু ভায়ার শুনিয়া রাখা উচিত যে, উপরে ঐ বড় বড় অক্ষরে লিখিত বেদবাক্য সদৃশ বাক্যগুলি তোমাদের বর্ত্তমান হোমিওপ্যাথির গুরু সেই এম্, এ, এম্, ডি, ক্লার্কসাহেবেরই। আমরা অচিরাৎ ক্লার্কসাহেবের সমস্ত পত্রখানি ছাপিয়া গ্রাহকগণকে সুখী করিব। কিন্তু কথা এই যে, পেটের দায়ে এবং উপার্জ্জনস্পৃহার বশবর্ত্তী হইয়া হোমিওপ্যাথেরা যাহা ইচ্ছা বলিয়া আপনাদের পশারবৃদ্ধি ও রক্ষার চেষ্টা করিতে পারেন, কেননা অর্থোপার্জ্জনের জন্য অবোধেরা না করিতে পারে, এমন অকার্য্যই এ জগতে নাই, তবে যে ঘরের খবর না রাখিয়া দেশের সাধারণ লোকেই ইহার দিকে ধায়, ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা ঘৃণা ও লজ্জার বিষয় বলিতে হইবে। সম্পাদক।

উপদংশ।

SYPHILIS.

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

কলম্বসের সঙ্গীসমূহ আমেরিকা হইতে যে উপদংশ পীড়া ইউরোপে লইয়া আইসে, তাহা অত্যন্ত ভয়ঙ্কর প্রকৃতির কিম্বা তৎসময়ের অবস্থানুসারে ঐ ব্যাধি অতি শীঘ্র শীঘ্র বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল। নেপলস্‌বাসী ও স্পেন দেশস্থ সৈন্যদিগের মধ্যে যাহারা সেই সময়ে ফরাসীদিগের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত ছিল, তাহাদিগের মধ্যে অনেকেই ১৪৯৩ খৃঃ অব্দে কলম্বসের সহিত স্পেনে ফিরিয়া আইসে। এই প্রত্যাগতদিগের মধ্যে বহুসংখ্যক সেনা উপদংশ রোগগ্রস্ত ছিল। তাহারা নেপেল্‌সে গমন করিলে তত্রস্থ বারাঙ্গণাগণ উপদংশ পীড়াক্রান্তা হয় এবং তাহাদিগের নিকট হইতে ফরাসী সৈন্যগণ ঐ পীড়াদ্বারা সংক্রামিত হইয়াছিল। নেপেল্‌সে ক্রমান্বয়ে যুদ্ধ দুই বৎসরকাল পর্য্যন্ত অবস্থিতি করে। এই সময় মধ্যে যে বহুসংখ্যক ফরাসীসৈন্য উপদংশ রোগগ্রস্ত হইবে, তাহার আর বিচিত্র কি? উল্লিখিত ফরাসী ও স্পেনিস্ সৈন্যগণ স্ব স্ব দেশে ফিরিয়া আসিলে পর উপদংশ পীড়া অল্প সময় মধ্যেই পশ্চিম ইউরোপে বিস্তৃত হইয়া পড়ে। নেপলস্‌বাসীগণ দ্বারা ঐ পীড়া পূর্ব্ব ইউরোপে ব্যাপৃত হয়। পর্টুগালদেশে তৎকালে উপদংশকে স্প্যানিস্ ডিজিজেস (Spanish disease) অর্থাৎ স্পেনদেশীয় পীড়া নামে উক্ত হইত। ফরাসীদেশ হইতে উপদংশ পীড়া ইংলণ্ডে গমন করে। তজ্জন্য ইংরাজগণ এই ব্যাধিকে ফ্রেঞ্চ ডিজিজস্ (French diease) অর্থাৎ ফরাসীদেশীয় পীড়া বলিয়া উল্লেখ করিত।

আমেরিকা আবিষ্কার হইবার কয়েক বৎসর পরে স্পেনদেশস্থ গ্রীনেডা নামক স্থান—উক্ত দেশীয় রাজা ফারডিন্যাণ্ড ও রাণী ইসাবেলা কর্ত্তৃক অধিকৃত হইলে তত্রস্থ ও স্পেনের অপরাপর স্থানের মুসলমান ও য়িহুদিদিগকে তাঁহারা তথা হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেন, ঐ বহিষ্কৃত মুসলমান ও য়িহুদিগণের মধ্যে অনেকে উপদংশরোগাক্রান্ত ছিল। তাহারা আফ্রিকায় পলায়ন করিলে পর তত্রস্থ অধিবাসীদিগের মধ্যে কিছুদিন পরে ঐ পীড়া বিস্তৃত হইয়া পড়ে।

অপর কতকগুলি মুসলমান ও য়িহুদি স্পেন ত্যাগ করিয়া মেডিটার্‌রেনিয়ন-সাগরের উপকূলে পলায়ন করিয়াছিল, তাহাদিগের দ্বারা তত্রস্থ বন্দরসমূহে উপদংশ বিস্তৃত হয়। এই সময়ে উপদংশ পীড়া ইউরোপ ও উত্তর আফ্রিকার সকল স্থানে সংক্রামকরূপে বর্ত্তমান ছিল। তাহার অল্পদিন পরেই বহুসংখ্যক ব্যক্তি উপদংশ রোগজনিত অস্থিপীড়া এবং আঁচিলদ্বারা আক্রান্ত হয়। ১৫৩৪ খৃঃ অব্দে জনৈক ইউরোপীয় চিকিৎসক সর্ব্বপ্রথমে উপদংশ রোগজনিত বাঘী ও কেশপতন সম্বন্ধে একটী প্রবন্ধ লেখেন, উক্ত প্রবন্ধে তিনি আরও উল্লেখ করিয়াছিলেন যে, বাঘী পরিপক্ক হইয়া তন্মধ্যস্থ পূয় নিঃসৃত হইতে থাকিলে শিশ্নোপরিস্থ ক্ষত ও তাহার আনুষঙ্গিক পীড়া সমূহ;—যথা—তালু, আলজিহ্বা, গলকোষ ও নাসারন্ধ্রস্থ ক্ষত, রাত্রিকালের গায়ের বেদনা, গমেটা ত্বকোপরিস্থ পূয়যুক্ত ব্রণ এবং মামড়ী সমূহ আরোগ্য হইয়া যায়।

১৫৫০ খৃঃ অব্দে ভয়ঙ্করপ্রকৃতির প্রমেহ পীড়া ইউরোপের সর্ব্বত্র বিস্তৃত হইয়া পড়ে কিন্তু তৎকালের চিকিৎসকগণ উহাকেও উপদংশ পীড়ার একটী লক্ষণ বলিয়া পরিগণিত করিয়াছিলেন। ১৬০০ খৃঃ অব্দের শেষ ভাগে উপদংশ পীড়ার ব্যাপকত্ব ক্রমে ক্রমে হ্রাস পাইয়াছিল। অষ্টাদশ খৃঃ অব্দের শেষভাগে এডিনবরা নগরস্থ চিকিৎসক বালকর এবং বেঞ্জামিন বেল মহোদয়গণ প্রমেহ যে একটী স্বতন্ত্র পীড়া, তাহা অবধারণ করেন কিন্তু তৎকালীয় সুবিখ্যাত চিকিৎসক জন হাণ্টার মহোদয় ঐ মতের বিরুদ্ধে ছিলেন, তিনি তখনও বলিতেন যে, উপদংশ এবং প্রমেহ একই পীড়া। তাঁহার এই মত প্রমাণিত করিবার জন্য তিনি ১৭৬৭ খৃঃ অব্দে মে মাসে জনৈক রোগীর মূত্রনালীমধ্যস্থ স্রাব লইয়া নিজ শরীরে ত্বকনিম্নে ইনকুলেট (টিকা) প্রয়োগ করেন। ত্বকের ঐ স্থানে কয়েক দিবস পরে কেবল যে একটী ক্ষতোৎপন্ন হইয়াছিল এমত নহে, হাণ্টার সাহেবের শরীরে গৌণ উপদংশের লক্ষণ সমূহও—যেমন গলকোষের ব্যাধি, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লালবর্ণের কণ্ডু প্রভৃতি প্রকাশ পাইয়াছিল। তদ্দৃষ্টে উক্ত মহোদয় এডিনবরা নগরস্থ চিকিৎসকদিগকে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন যে উপদংশ এবং প্রমেহ একই পীড়া; কিন্তু উল্লিখিত বালকর এবং বেঞ্জামিন বেল মহোদয়গণ হাণ্টার সাহেবের এই পরিদর্শন ফলে সন্তুষ্ট না হইয়া যে রোগীর মূত্রনালী হইতে বীজ সংগৃহীত হইয়াছিল, তাহার পরীক্ষা করেন, পরীক্ষায় প্রমাণিত হয় যে, তাহার মূত্রনলীমধ্যে একটী ক্ষুদ্র উপদংশ ক্ষত এবং শরীরে গৌণ উপ-

দংশ পীড়ার লক্ষণ বর্ত্তমান রহিয়াছে। তদ্দৃষ্টে তাঁহারা চিকিৎসকমণ্ডলীকে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন যে, হাণ্টার মহোদয় যে পূয় লইয়া নিজ শরীরে টিকা দিয়াছিলেন, তাহা উপদংশের পুয়, প্রমেহের পুয় নহে কিন্তু তাঁহাদিগের এই বক্তৃতায় চিকিৎসকগণ সন্তুষ্ট হন নাই। এই ঘটনার অতিঅল্প সময় পরে ডাক্তার রেকর্ড নামক জনৈক চিকিৎসক শত শত লোককে প্রমেহ পীড়ার পূয় দ্বারা টিকা দেন কিন্তু কাহারও শরীরে উপদংশ রোগের কোন লক্ষণ প্রকাশ পায় না, তদ্দৃষ্টে চিকিৎসকগণ বিশ্বাস করিয়াছিলেন যে, বেলকার এবং বেঞ্জামিন বেল সাহেবদিগের মত সত্য, অর্থাৎ প্রমেহ এবং উপদংশ উভয়ে উভয়ে স্বতন্ত্র পীড়া ও একটীর বীজ হইতে অপরটী উৎপন্ন হইতে পারে না। ১৮২৯ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত লণ্ডনের যাবতীয় চিকিৎসালয়ে প্রমেহ পীড়ার প্রতিকার পারদ ঘটিত ঔষধদ্বারা সম্পাদন করা হইত কিন্তু উক্ত বৎসর সুবিখ্যাত অস্ত্রচিকিৎসক সার এস্‌লী কুপার মহোদয় সর্ব্বপ্রথমে ঐ চিকিৎসাপ্রণালী পরিত্যাগ করেন এবং অপরাপর চিকিৎসকগণকেও তদ্রূপ পরামর্শ দেন। ১৮৫২ খৃঃ ব্যাসারু নামক জনৈক চিকিৎসক উপদংশের প্রাথমিক ক্ষত সমূহকে প্রধান দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করেন, অর্থাৎ কোমল ক্ষত ও কঠিন ক্ষত। আধুনিক চিকিৎসকগণ এই ব্যাধির যেরূপ শ্রেণীবিভাগ করিয়াছেন, তাহা পরে লিখিত হইবে।

উপদংশ পীড়ার ভৌগোলিক বিস্তার।

বর্ত্তমান সময়ে জগতের সকল স্থানেই উপদংশ পীড়া বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে; কিন্তু অনুসন্ধানে অবগত হওয়া যায় যে, সকল দেশে এই ব্যাধির প্রকোপ এক প্রকার নহে, কোন কোন দেশে উপদংশ পীড়াগ্রস্ত লোকের সংখ্যা অন্যান্য দেশ অপেক্ষা অধিক কিম্বা অল্প। আবার কোন কোন দেশে ঐ পীড়ার লক্ষণ সমূহের প্রবলতা অপরাপর দেশ অপেক্ষা অল্প প্রবল বা মৃদুতর।

উত্তর ইউরোপে ডেনমার্ক, সুইডেন ও উত্তর জারমনী দেশ সমূহে উপদংশের প্রাদুর্ভাব সকল স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু রুসিয়ার অধিকাংশে এই পীড়া তদ্রূপ বিস্তৃত নহে। ১৮৭৪ খৃঃ অব্দে জনৈক ইংরেজ ডাক্তার শেষোক্ত দেশের প্রধান নগর সেণ্টপিটার্সবর্গ রাজধানীতে গমন করিয়াছিলেন, তিনি তত্রস্থ লক্ হস্পিটাল অর্থাৎ উপদংশ পীড়াগ্রস্তদিগের চিকিৎসালয়

দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন। সেণ্টপিটার্সবর্গ একটী বৃহৎ নগর, অধিবাসীর সংখ্যাও অধিক, কিন্তু উক্ত লক হস্পিটালে রোগিণীদিগের সংখ্যা অতি অল্প ছিল এবং তত্রস্থ উপদংশ পীড়ার লক্ষণসমূহও তত প্রবল নহে। তথাকার বারাঙ্গনাদিগকে নির্দ্দিষ্ট সময় পর পর পুলিশদ্বারা উক্ত হস্পিটালে আনীতা ও তাহার পর পরীক্ষা করা হয় এবং তন্মধ্যে কাহারও উপদংশ পীড়া বর্ত্তমান থাকিলে সম্পূর্ণ আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত তথায় আবদ্ধ রাখা হয়। এইরূপ আইন প্রচলিত থাকা বিধায় সেণ্ট পিটার্স্‌বর্গ নগরে উপদংশ পীড়ার প্রাদুর্ভাব এত অল্প।

আইস্‌ল্যাণ্ড নামক দ্বীপে উপদংশ পীড়া আদৌ দেখিতে পাওয়া যায় না; কিন্তু রুসিয়ার উত্তর প্রদেশে বলটিক সাগরের সন্নিকটস্থ দেশসমূহে ও ফিন্‌ল্যাণ্ড, সুইডেন ও নরোওয়ে দেশসমূহে কেবল উপদংশ পীড়ার প্রাদুর্ভাব দেখিতে পাওয়া যায় এমত নহে, পরন্তু তাহা অত্যন্ত মন্দ প্রকৃতির। ইংলণ্ড, স্কটলণ্ড, ওয়েলস্ ও আয়রলণ্ডে উপদংশ পীড়া অধিকতর বিস্তৃতরূপে বর্ত্তমান রহিয়াছে। ইউরোপের অপর সকল দেশ অপেক্ষা ইংলণ্ডেই যে এই পীড়ার প্রাদুর্ভাব অধিকতর ব্যাপৃত, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ১৮৮২ খৃঃ অব্দে তত্রস্থ পার্লিয়ামেণ্টদ্বারা সংক্রামক পীড়া নিবারক আইন রহিত হওয়াই উপদংশ বিস্তৃত হওয়ার একটী প্রধান কারণ। অপর একটী কারণ এই যে, ঐ দেশের নগর সমূহের সকল স্থানেই বারাঙ্গনাগণ বসবাস এবং স্বীয় বৃত্তি অবলম্বন করিতে পারে।

মধ্য ইউরোপ ফরাসী, জারমনী ও বেলজিয়ম দেশের স্থানে স্থানে উপদংশ পীড়ার প্রাদুর্ভাব, আবার স্থানে স্থানে অল্প সংখ্যায় ঐ পীড়াগ্রস্ত লোক দেখিতে পাওয়া যায়। ইউরোপীয় উত্তর অংশ অপেক্ষা দক্ষিণ অংশে বিশেষতঃ রোম নগরে উপদংশ পীড়ার প্রাদুর্ভাব অধিক। গ্যালিসিয়ার য়িহুদিদিগের মধ্যে অনেকেই উপদংশজনিত মস্তকোপরিস্থ ক্ষতদ্বারা আক্রান্ত। কৌলিক উপদংশের প্রাদুর্ভাবও তাহাদিগের মধ্যে সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়। ভিষক্‌দর্পণ।

ক্রমশঃ—

ডাক্তার মৌলভী জহিরুদ্দিন্ আহ্‌মদ এল্, এম্, এস্ ইত্যাদি।

সম্পাদকীয় বক্তব্য।

ডাক্তার মৌলভীসাহেব আমাদের কথা এক আধটু রাখেন বলিয়াই আমরা বলিতে

সাহস করিতেছি যে, উপদংশপীড়ার ভৌগোলিক ব্যাপারে আর অধিক অগ্রসর না হইয়া অতঃপর তাঁহার হাতে কলমের জ্ঞান অর্থাৎ কেমন করিয়া এ দেশের লোকেরা সহসা এ রোগে আক্রান্ত হয়, রোগাক্রান্ত ব্যক্তি বুঝিবার দোষে হাতুড়ে চিকিৎসকের শরণাগত হইয়া পারদাদি ব্যবহারে কি রূপেই বা একবারেই অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে, এবং সেই সেই অবস্থায় কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যই বা কি, ইত্যাদি অতিপ্রয়োজনীয় কথাগুলি সংক্ষেপে লিখিয়া প্রবন্ধ শেষ করিলেই আমাদের বিবেচনায় খুব ভাল হইতে পারে। অতএব সঙ্গতবোধ করিলে অতঃপর ডাক্তার সাহেব তাহাই করিয়া সুখী করিবেন, অন্যথা তাঁহার যাহা ভাল বিবেচনা হয়, তাহাই করিবেন। সম্পাদক।

তৈলপাক ও প্রয়োগপ্রণালী।

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ২০৯ পৃষ্ঠার পর।)

গতবারে স্বরভেদ ও তৃষ্ণাপ্রভৃতি কতকগুলি রোগে সংক্ষেপে তৈলপ্রয়োগের বিষয় বলিয়াছি, অতঃপর মূর্চ্ছাদি অন্যান্য রোগে তৈলপ্রয়োগের বিষয় বলিতেছি।

মূর্চ্ছারোগে তৈলপ্রয়োগ।

এই রোগে তৈলপ্রস্তুত ও প্রয়োগপ্রণালী লিখিবার পূর্ব্বে সাধারণের ইহা জানা আবশ্যক যে, আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে এমন অনেকগুলি তৈল ঔষধ ও ঘৃত মোদকাদি আছে, যাহা এক রোগাধিকারে উক্ত হইয়া অন্য অনেকানেক রোগে প্রয়োগ করা হয় এবং তদ্দ্বারা আশানুরূপ উপকারও দর্শে। এস্থলে দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা উচিত যে, যক্ষ্মাধিকারোক্ত চ্যবনপ্রাশ দ্বারা কাস, শ্বাস ও স্বরভেদাদি অনেক রোগেই অত্যাশ্চর্য্য ফল দর্শিয়া থাকে। গ্রহণীরোগোক্ত কামেশ্বরমোদক, অজীর্ণাদিরোগ বিশেষতঃ ধাতুদৌর্ব্বল্য ও ধ্বজভঙ্গাদি অনেকানেক রোগেরই শান্তি করিতে দেখা যায়। এক বৃহদ্ গুড়ূচ্যাদি তৈল যে, কত কত রোগে (কতশত নামে অভিহিত হইয়া) কিরূপ আশাতীত ফল দর্শায়, তাহা ভাবিতে গেলে বিস্ময়াবিষ্ট হইতে হয়। এইরূপ আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রোক্ত এক রোগাধিকারোক্ত এক একটী ঔষধ বা তৈল অপরাপর রোগে যেরূপে যে যে উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়, তাহার আদ্যোপান্ত রহস্য পাঠকবর্গকে বুঝাইতে হইলে একখানি প্রকাণ্ড পুস্তক লিখিবার আবশ্যক হয় কিন্তু আপাততঃ আমরা সে সকল রহস্য বুঝাইতে সমর্থ নহি। তবে ইচ্ছা আছে, তৈলপাক প্রবন্ধ শেষ হইলে এসম্বন্ধ একটা স্বতন্ত্র সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ লিখিয়া পাঠকগণের কৌতূহল নিবারণ করিতে প্রয়াস পাইব। তথাপি এস্থলে এইমাত্র বলা আবশ্যক যে, এইরূপ এক অধিকারোক্ত তৈলই নানারোগে ব্যবহারে অত্যাশ্চর্য্য উপকার দর্শে বলিয়াই বর্ত্তমান কবিরাজ মহাশয়দিগের এতই সুবিধা। এই জন্যই প্রায়শঃ কবিরাজ মহাশয়েরা একই গুড়ূচ্যাদি তৈলের ভাণ্ড হইতে গুড়ূচ্যাদি, বৃহদ্গুড়ূচ্যাদি, মধ্যমনারায়ণ, মহানারায়ণ ও প্রমেহমিহির আদি অসংখ্য তৈল প্রসব করাইবার এতই সুযোগ পাইয়া থাকেন। এই নিমিত্তই একই চন্দনাদি তৈল একই ভাণ্ডে থাকিয়া শ্বাস, কাস ও স্বরভঙ্গাদি নানা রোগে নানাবিধ নাম ধারণ করিয়া সেই এক ভাণ্ড হইতেই বাহির হইয়া থাকে। ফলতঃ এ সকল ভাণ্ডরহস্যের মধ্যে যে কি অনির্ব্বচনীয় মজাদার রগড়ের কথা সকল আছে, তাহা শুনিলে পাঠকগণ একবারেই চমৎকৃত হইয়া যাইবেন। কিন্তু পূর্ব্বেই ত বলিয়াছি যে, এত মজা পাইতে হইলে একটু ধৈর্য্যধারণপূর্ব্বক অপেক্ষা করিতে হইবে।

সে যাহা হউক, মূর্চ্ছারোগাধিকারে আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে এমন কোনও বিশিষ্ট তৈলের ব্যবস্থা নাই। তবে কোন কোন গ্রন্থে যাহা দুই একটা তৈলের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, সেই তৈল ত আমি কোন কবিরাজকেই কখন প্রয়োগ করিতে দেখি নাই এবং নিজেও কখন ব্যবহার করি নাই। সুতরাং সাধারণতঃ মূর্চ্ছারোগে যে যে তৈল সচরাচর ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তাহাই ক্রমশঃ লিখিতেছি। ইহা বোধ হয় সকলেই জানেন যে, মূর্চ্ছারোগে প্রায়শঃ বায়ুরই প্রাধান্য থাকে। মূর্চ্ছারোগমাত্রেই বায়ুপ্রধান বলিয়া ইহাতে বাতব্যাধি অধিকারোক্ত বিষ্ণুতৈল, মধ্যমনারায়ণতৈল, মহানারায়ণতৈল আদি শীতবীর্য্য তৈলদ্বারা অত্যাশ্চর্য্য ফল দর্শিয়া থাকে। একমাত্র এই সকল তৈলপ্রয়োগ করিয়াই অনেক স্থলে আমরা মূর্চ্ছার শান্তি হইতে দেখিয়াছি। অপরন্তু যে মূর্চ্ছারোগে পিত্তের অনুবন্ধ থাকে এবং তজ্জন্য রোগীর হাত পা চক্ষুজ্বালা, মাথাঘোরা ও অনিদ্রা আদি উপসর্গ থাকে, সে সকল স্থলেও এই সমস্ত তৈলদ্বারা উপকার দর্শে। কিন্তু যে মূর্চ্ছারোগে বায়ুর সহিত কফের সংস্রব থাকে, দেখা যায়, সে সকল স্থলে আবার এই সমস্ত তৈলপ্রয়োগে উপকার না হইয়া বরং রোগীর সর্ব্বাঙ্গ ভার ও বেদনা ইত্যাদি উপসর্গ আসিয়া কষ্টপ্রদান করে।

সুতরাং সে স্থলেও এই বাতব্যাধি অধিকারোক্ত পুষ্পরাজপ্রসারণী ও সপ্তশতিকাপ্রসারণী আদি তৈল ব্যবহারেই আশানুরূপ ফল পাওয়া যায়। অতএব আশা করি, পাঠকগণও মূর্চ্ছারোগ শান্তির জন্য অবস্থাবিশেষে বাতব্যাধি অধিকারোক্ত উপরোক্ত তৈল সকল ব্যবহার করিয়া আশানুরূপ উপকার প্রাপ্ত হইতে পারিবেন। এ সকল তৈলের প্রস্তুত ও প্রয়োগপ্রণালী ইহার পর বাতব্যাধি অধিকারে সম্যক্‌রূপেই দেওয়া যাইবে, এজন্য আমরা আর এস্থলে ইহাদের স্বতন্ত্ররূপ প্রস্তুত ও প্রয়োগ-প্রণালী লিখিলাম না। ক্রমশঃ—

কলিকাতা। } শ্রীজগদ্বন্ধু সেন কবিরাজ।

সম্পাদকীয় বক্তব্য।

কবিরাজ মহাশয়ের লিখিত এ সকল কথা, ঠিক্ যেন আমাদেরই অন্তরের কথা।

সম্পাদক।

নূতন ঔষধ।

(এলোপ্যাথিমতে।)

(১) পুরাতন উপদংশ রোগে নিম্নলিখিত ঔষধ উপকারী, এই ঔষধ উপদংশ পীড়া দেখা দিবার দেড়বৎসর পরে যে সকল লক্ষণ দেখা দেয়, তাহাতেই উপকারী।

R.	পটাসি আইওডাইড্—		২ ড্রাম
	করোসিভ্ সব্‌লিমেট্—		½ গ্রেণ
	সিরপ অর্য্যান্‌সাই—		১ আং
	একোয়া ডিষ্টিলেটা	ad	২ আং

মিশ্রিত করিয়া ১ ড্রাম মাত্রায় দিন ৩ বার সেবন।

(২) ছোট ছোট ছেলেদের পক্ষে জোলাপের ঔষধ।—

R.	গ্লিসেরিণ	—	১ ড্রাম
	অয়েল সিনামন—		৬ ফোটা
	ক্যাষ্টর অয়েল	—	১ আং

মিশ্রিত কর। মাত্রা ১ ড্রাম

(৩) কোষ্ঠবদ্ধতা রোগে—

R.	ষ্ট্রীক্‌নিয়া সল্‌ফ—		১/৪০ গ্রেণ
	পল্‌ভ ইপিকাক—		
	এক্সট্রাক্ট বেলেডনা—		
	এক্সট্রাক্ট কলোসিন্থ কো—		
	প্রত্যেকে		½ গ্রেণ

মিশ্রিত করিয়া ১ টী বড়ী তৈয়ার কর।

প্রত্যহ ২ দুই বা ৩ তিনটী বড়ী সেবন করিবে।

নর্থ কেরোলিনা মেডিকেল জর্‌নাল

অক্টোবর ১৮৯৩।

শ্রীপুলিনচন্দ্র সান্ন্যাল এম্, বি।

সম্পাদকীয় বক্তব্য।

স্বর্গ ও নরকে যত তফাৎ, আকাশ ও পাতালে যত পার্থক্য, এলোপ্যাথি ও বৈদ্যক জোলাপের ঔষধে পরস্পর গুণগত ঠিক্ সেইরূপ পার্থক্য দেখা যায়। তবুও যে দেশের লোক কি জন্য দেশী ছাড়িয়া বিলাতী জোলাপের ঔষধ ব্যবহার করেন, তাহা আমাদের বুদ্ধির অগম্য।

সম্পাদক।

কতকগুলি প্রশ্ন।

মান্যবর শ্রীযুক্ত "চিকিৎসা-সম্মিলনী" সম্পাদক

মহাশয় সমীপেষু

মহাশয়,

১। ওলাউঠা (Asiatic cholera) এ দেশের পীড়া, তাহার সন্তোষজনক প্রমাণ পাওয়া যায় কি না?

২। আয়ুর্ব্বেদে অর্থাৎ চরক ও সুশ্রুতমতে ওলাউঠার প্রকৃতপক্ষে চিকিৎসার কথা লিখিয়াছেন কি না?

৩। এসিয়াটিক্ কলেরা ও বিসূচিকা একই রোগ কি না?

আমার অল্পবুদ্ধিতে বোধ হয়, এসিয়াটিক ওলাউঠা বিসূচিকা নহে, অজীর্ণ রোগে সূচিকাবিদ্ধের ন্যায় সর্ব্বাঙ্গে বেদনা উৎপাদন করে বলিয়া তাহাকে

এসিয়াটিক্ কলেরা কহা যাইতে পারে না। বিখ্যাত হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার ও চন্দ্রশিখর কালি অনেক কলেরা রোগীর চিকিৎসা করিয়াছেন; কিন্তু কেহ সূচিকা বিদ্ধের ন্যায় সর্ব্বাঙ্গে বেদনা উৎপাদন হইতে এসিয়াটিক কলেরারোগীকে দেখেন নাই। অতিসার ও বমন এবং সূচিকাবিদ্ধের ন্যায় বেদনা কোন রোগীর হইলে এসিয়াটিক্ কলেরা বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। বিসূচিকা রোগে আয়ুর্ব্বেদে কোলাপ্সয়ের (Collapse) কথা নাই। এসিয়াটিক্ কলেরার কোলাপ্স প্রধান লক্ষণ ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায়। ওলাউঠা ৪০০। ৫০০ বৎসরের অধিক কালীন পীড়া নহে। ১৫০৫ খৃঃ অব্দে কালিকটে (Calicut) হয়, পরে ১৮১৮ যশোরে, ১৮২৩ রুসে (Rusia) ১৮৩৩ খৃঃ অব্দে উত্তর আমেরিকায় (North America) দেখা দেয়। মহাত্মা হানিমান স্বচক্ষে একটিও এসিয়াটিক্ কলেরা দেখেন নাই। এই সকল কারণে বিবেচনা হয়, এ রোগ পূর্ব্বে ছিল না। তাহা হইলে চরক ও সুশ্রুতে উল্লেখ থাকা সম্ভব নহে—সম্পাদক মহাশয় আপনার কি মত?

কলিকাতা
নং ৫১, গড়পাড়।

একান্ত বশম্বদ
শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায়,
হোমিওপ্যাথিক—চিকিৎসক।

সম্পাদকীয় উত্তর ;—

কেবল কলেরা বলিয়া কেন? আধুনিক জ্বর, যক্ষ্মা, অর্শ, ভগন্দর, বাঘী ও উপদংশাদি এমন একটী রোগেরও বোধহয় নামোল্লেখ করা যায় না, যাহা শতবর্ষ পূর্ব্বে ভারতবর্ষে ঠিক্ বর্ত্তমান সময়ের ন্যায় বাড়াবাড়িরূপে প্রচলিত ছিল; এমন কি ২০।২৫ বৎসর পূর্ব্বেও এদেশে অনেকগুলি রোগের এত অধিক পরিমাণে আক্রমণ ছিল না এবং রোগের অবস্থাও ঠিক্ এখনকার ন্যায় হইত না।

কিন্তু কেবল রোগের কথা বলিলে চলিবে না, কেননা যে রোগ মানুষের হয়, আগে সেই মানুষের কথাই তোলা উচিত। দেখা উচিত যে, বর্ত্তমান সময়ে আমরা যেরূপ প্রকৃতির লোক, ইহার আগেকার লোকগুলিও ঠিক্ এইরূপ প্রকৃতির ছিলেন কি না? উত্তরে বোধহয় কেহই বলিবেন না, যে আমাদের পিতা পিতামহাদি সেকেলে লোক যেমন হৃষ্ট, পুষ্ট ও বলিষ্ঠ; যেমন সরল, সত্যবাদী ও পরোপকারী; যেমন দয়ালু, নির্ভীক ও কষ্টসহিষ্ণু ছিলেন, ইংরাজী আলোকপ্রাপ্ত বর্ত্তমান আমরা তদপেক্ষা কিছু অধিক গুণের অধিকারী হইয়াছি। সকলকে ইহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেই হইবে যে, দুর্ব্বলতা, ক্রূরতা, দাম্ভিকতা, ফাজ্‌লুমী, জ্যাঠামী ও ন্যাকামী প্রভৃতি যাহা কিছু মানবজাতির দোষ বা পাপ বলিয়া গণ্য হইতে পারে, তৎসমস্তই ধু ধু করিয়া বৃদ্ধি পাইতেছে। সুতরাং যদি তাহাই ঠিক্ হয়, তবে সাধুর অপেক্ষা অসাধুর বা পাপীর শরীরে রোগমাত্রেরই বলবিক্রমাদি যে অধিকমাত্রায় প্রকাশ পাইবে, এ কথায় আদৌ অবিশ্বাস স্থাপন করা যাইতে পারে না। সুতরাং ঋষিগণের পদানুসরণ করিয়া আমরা এ প্রশ্নের উত্তরে ইহাই বলিতে চাহি যে, বর্ত্তমান ভারতে রোগের নূতনত্ব কিছুই বৃদ্ধি পায় নাই, তবে পূর্ব্বতন রোগসমূহেরই মাত্রায় বৃদ্ধি পাইয়াছে এই মাত্র।

সম্পাদক।

এইটা কি নূতন রোগ?

২০।২২ বৎসর বয়স্ক একটি যুবক টোলের ছাত্র কবিরাজী অধ্যয়ন করেন। জাতি বৈদ্য, বর্ণ শ্যাম, দেখিতে মোটা মোটাও নহে, নিতান্ত রুগ্নও নহে। টোলের ছাত্রদের ব্যাকরণ পড়িবার সময় যে সুখ, তাহা বোধ হয় কবিরাজ মহাশয়ের মধ্যে কাহারই অগোচর নাই। তাহার পরে আবার কবিরাজ মহাশয়দের বাড়ীতে থাকিয়া কবিরাজী পড়া। অগ্নির উত্তাপ কবিরাজের মিষ্ট বচন, অযথাসময়ে অযথারকম স্নান, আহার ইত্যাদি, অধিকাংশ কবিরাজের অদৃষ্টেই ছাত্রাবস্থায় যাহা ঘটিয়া থাকে, এবেচারিও তন্মধ্যে কোনটির হস্ত হইতেই অব্যাহতি পায় নাই। প্রায় দুই বৎসর পূর্ব্বে সর্দ্দি লাগিয়া যুবকটীর কাসরোগের সৃষ্টি হয়। কালমাহাত্ম্যানুসারে প্রথমতঃ ডাক্তারী চিকিৎসা করান হয়, দৈববিড়ম্বনাতে কোন বিশেষ উপকার হয় না। পরে কবিরাজী মতে অন্যান্য ঔষধ সেবন করিয়া কোন ফল না পাওয়াতে সোমপ্রাশ নামক ঔষধ সেবন করা ব্যবস্থা হয়। উক্ত ঔষধ ক্রমশঃ /২ দুইসের পরিমাণ সেবন করায়, পরে কাসরোগের অনেকটা উপশম হইল বটে কিন্তু একটি নূতন রোগের প্রাদুর্ভাব হইল। সেই রোগের নাম অনেকেই অনেক রকম বলিতে লাগিল। কেহ বলে মূর্চ্ছা, কেহ বা অপস্মার ইত্যাদি। তদনুসারেই মধ্যমনারায়ণ ও সারচন্দনাদিতৈল, বৃহচ্ছাগলাদিঘৃত প্রভৃতি ব্যবস্থাপিত হইয়া ব্যবহৃত হইতে লাগিল, ফল কিছুতেই হইল না; অতিরিক্ত স্নিগ্ধক্রিয়া করাতে পুনর্ব্বার একটু সর্দ্দি দেখা দিল।

কিছুদিন কবিরাজী চিকিৎসার উপকার না হওয়াতে অন্যান্য চিকিৎসা করিবার পরামর্শ হইয়া হোমিওপ্যাথিমতে চিকিৎসা করান স্থির হইল। ঈশ্বর-

ইচ্ছায় ইতিমধ্যে একদিন পীড়াটি অতিশয় বৃদ্ধি হওয়াতে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসাই আরম্ভ করা হইল। কলিকাতার কোন প্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথি ডাক্তারকেও ডাকা হইয়াছিল। তিনি আসিয়াতো প্রথমতঃ খুব সাহস করিয়া বলিলেন যে, একমাত্রা ঔষধ সেবনেই ব্যাধি দূর হইবে। কিন্তু গরিব বেচারির অদৃষ্টে একমাত্রার পরিবর্ত্তে ১০।২০ মাত্রাতেও কিছুই ফল হইল না। কোনরূপ ফল না হওয়ায় ডাক্তার বাবু নাকি বলিয়া গেলেন যে, আমার ঔষধে যখন উপকার হইল না, তখন ইহার কোন ব্যায়ারামই নহে, কেবল চালাকিমাত্র। বাস্তবিক তাহা নহে, সত্য সত্যই পীড়া।

এতক্ষণ ধরিয়া অনেক কথা বলা হইল, কিন্তু ব্যারামটা কি কিছুই বলা হইল না। একবার মাঝখানে ব্যারামের পূর্ব্বরূপ ও রূপগুলিন বলিয়া রাখি। কারণ তো একপ্রকার বলা হইল। পীড়াটি প্রকাশ হইবার ১০।১৫ মিনিট পূর্ব্বে হটাৎ শরীর অতিশয় দুর্ব্বল বোধ হয়। মস্তিষ্কের মধ্যে কোন একটা পদার্থ চক্রবৎ ভ্রমণ করিতেছে বলিয়া অনুভব হয়। বক্ষঃস্থল "ধড়াস ধড়াস" করে। শ্বাসটি ক্রমশঃ ঊর্দ্ধগতিবিশিষ্ট হয়। সেই সময় রোগী আপনা হইতেই শয়ন করে, নিশ্বাস ক্রমে ক্রমে অতিশয় বেগের সহিত হইতে আরম্ভ করে। কখনও বা খুব্ শব্দের সহিত দীর্ঘকাল নির্গত হয়, কখনও বা রুদ্ধ হইয়া আসে, কখনও কিঞ্চিৎ রোগের জন্য রুদ্ধ হইয়া যায়। সেই সময় রোগীর অবস্থা দেখিলে বোধহয় এই ব্যক্তি ইচ্ছাপূর্ব্বক তামাসা করিতেছে। পীড়াকালীন জ্ঞানের কিছুমাত্র হ্রাস হয় না। কেবলমাত্র হস্তপদাদির দুর্ব্বলতা ও শৈত্য অনুভব করে। কিন্তু ইচ্ছা করিলে হস্তপদাদির ইচ্ছানুরূপ চালনা করিতে পারে। সময় সময় আবশ্যকমত লিখিতেও পারে। বস্তুতঃ শ্বাসক্রিয়ার যন্ত্রণা ব্যতীত অন্যকোন যন্ত্রণাই অনুভব করে না। অতিরিক্ত রকম উক্ত পীড়ায় আক্রমণ হইলে বক্ষঃস্থলে কিঞ্চিৎ বেদনা অনুভব করে মাত্র। কখনও বা শ্বাসক্রিয়ার অবরোধজনিত মৃত্যুবৎ যন্ত্রণা অনুভূত হয়, হস্ত, পদ, ঝিন্ ঝিন্ করে। শ্বাস বিকৃতি দূর হইলে কিছুমাত্র গ্লানি থাকে না, তৎক্ষণাৎ উঠিয়া সমস্ত কার্য্য স্বচ্ছন্দে করিতে পারে।

পীড়াটি আবির্ভাব হইবার বিশেষ কোন কারণ নিরূপণ নাই। কখনও ২।৪ মাস নির্ব্ব্যাধির ন্যায় থাকে, কখনও বা প্রত্যহ হইতে ২০।২৫ বার ও দিবসে পীড়ার আবির্ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। অবস্থিতির কালও অনি-

য়ত, কিন্তু পীড়ার আক্রমণ ও স্থায়িত্ব ক্রমশঃই বৃদ্ধি হইতে থাকে। শীতল জলে অতিরিক্ত স্নান করিলে কখনও শান্তি হইয়া থাকে।

রোগী কলিকাতা অপেক্ষা গ্রাম্যস্থানে আপনাকে সুস্থ মনে করে। প্রস্রাবের কোন গ্লানি নাই। দাস্ত হইবার নিয়ম নাই, পীড়ার প্রাদুর্ভাবের পূর্ব্বে ক্ষুধার উদ্রেক বিলক্ষণ হইয়া থাকে; গা বমি বমি করা, শারীরিক দুর্ব্বলতা অনুভূত হয়। ব্যারামটি ত অনেকেই অনেক রকম নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। নিম্নলিখিত বচনের সহিত পীড়াটির লক্ষণ মিলে না কি?

"ক্ষয়াৎ সন্ধারণাৎ রৌক্ষাৎ ব্যায়ামাৎ ক্ষুধিতস্য চ।
প্রাণবাহীনি দূষ্যন্তি স্রোতাংস্যন্যৈশ্চ দারুণৈঃ॥"
তত্র প্রাণবহানাং স্রোতসাং হৃদয়ং মূলং মহাস্রোতশ্চ।
প্রদুষ্টানান্তু খল্বেষামিদং বিশেষবিজ্ঞানং ভবতি।
তদ্যথা অতিসৃষ্টং প্রতিবদ্ধং প্রকুপিতং অল্পোঽল্পং অভীক্ষ্ণং বা সশব্দশূলং উচ্ছ্বসন্তং দৃষ্ট্বা প্রাণবহানি স্রোতাংস্যস্য প্রদুষ্টানীতিবিদ্যাৎ॥" চরকবিমান স্থান—

বর্ত্তমান অবস্থায় যে যে ক্রিয়া হইতেছে এবং তাহার ফলাফল ক্রমশঃ পাঠকগণ জানিতে পারিবেন। আমাদের এ প্রবন্ধ লিখিবার উদ্দেশ্যএই যে, সম্মিলনীর পাঠকবর্গের মধ্যে যে কেহ এরূপ পীড়ার বিষয়ে আপন আপন অভিজ্ঞতার ফল চিকিৎসাসম্মিলনীতে প্রকাশ করিবেন, তাহাই সাদরে গৃহীত হইবে এবং প্রেরকের নাম করিয়া শিক্ষার্থিদিগকে উক্ত বিষয়ের উপদেশ করা হইবে।

কলিকাতা। } কবিরাজ শ্রীমণিমোহন সেন গুপ্ত।

সম্পাদকীয় বক্তব্য।

কবিরাজ মহাশয়ের লিখিত এ প্রবন্ধে এমন কোনও গুণপনা প্রকাশ পায় নাই, যাহা লইয়া আপাততঃ আমরা কিছু লিখিতে পারি। সুতরাং আমাদিগকেও ভবিষ্যতের আশায় আশ্বাসিত হইয়া অপেক্ষা করিয়া থাকিতে হইল। সম্পাদক।

প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ মুষ্টিযোগ।

পুরুষের যেমন প্রমেহ বা ধাতের পীড়া, স্ত্রীজাতির তেমনি শ্বেত বা রক্ত-প্রদররোগ জন্মিয়া থাকে। দুই জাতির এই দুই রোগই যারপর নাই কষ্টসাধ্য। আমাদের কোনও বিশেষ পরিচিত ব্যক্তি বলেন যে, নিম্নলিখিত সামান্য মুষ্টি-যোগ ঔষধের প্রয়োগে উক্ত উভয় রোগেরই নাকি অতি শীঘ্র আশ্চর্য্যরূপে শান্তি হইতে পারে। যথা—একটী গাব কুচি কুচি করিয়া কাটীয়া পূর্ব্বদিবস রাত্রিতে ৵০ অর্দ্ধপুয়া আন্দাজ জলের সহিত ভিজাইয়া রাখিতে হইবে। অনন্তর প্রাতে সেই জল ছাকিয়া তাহার সহিত কাঁটানটে শাকের মূল ।০ চারি আনা উত্তমরূপে বাটীয়া একটু মধুর সহিত সেবন করিতে হইবে। রোগের প্রবলতা থাকিলে এইরূপ নিয়মে প্রত্যহ দুইবার সেবন করিতে দিবে, নচেৎ একবার সেবন করিলেই চলিবে।

মন্তব্য।

ঔষধের উপাদান দেখিয়া আমাদের বিশ্বাস হয় যে, এই ঔষধটী দ্বারা আশানুরূপ ফল দর্শিতে পারে। গাব পাওয়া গেলে আমরা কতকগুলি রোগীকে এই ঔষধ ব্যবহার করাইয়া ইহার ফলাফল পাঠকবর্গকে জানাইতে ইচ্ছুক থাকিলাম।

সম্পাদক।

আমাদের কথা।

শোকসংবাদ ;—রইস্ রাইয়তের সুপণ্ডিত সম্পাদক শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের মৃত্যুতে আমরা বড়ই ব্যথিত হইয়াছি। ইংরাজীশাস্ত্রে সুশিক্ষিত লোক বর্ত্তমান ভারতে অনেক থাকিতে পারেন ; কিন্তু শম্ভুবাবুর ন্যায় এমন অসাধারণ ওয়াকিবহাল লোক, ভারতের লক্ষ লক্ষের মধ্যে অতি কমই দেখিতে পাওয়া যায়।

প্রস্তাবিত আয়ুর্ব্বেদীয় হাঁসপাতাল ;—এ আগুণ একবারেই নিবিয়াছে, এমন কি ছাইতে পর্য্যন্ত পরিণত হইয়াছে। সুতরাং এখন একটু বৃষ্টি বা বাতাস হইলেই ইহার চিহ্ন পর্য্যন্ত লোপ পায়। তা ত হইল, কিন্তু

এই যে, ত্রিশকোটী ভারতবাসী, এমন একটা জাতীয় সুমহৎ অনুষ্ঠানের সূত্রপাত হইবে শুনিয়া আনন্দে মাতোয়ারা হইয়া এতদিন পর্য্যন্ত একটা দুরন্ত দুরাশাকে সযতনে হৃদয়ে ধারণ করিয়া আবার হতাশ সাগরে নিমজ্জিত হইল, জিজ্ঞাসা করি, ইহার জন্য প্রকৃতপক্ষে দায়ী কে ?

কি জন্য কি সূত্র ধরিয়া সহসা দেশ-মধ্যে এমন একটা মহান্ আন্দোলন উপস্থিত হইল, কি নিমিত্তই বা শীঘ্র শীঘ্র সে আন্দোলন সম্যক্ নির্ব্বাপিত হইয়া গেল, কাহার কি গূঢ় অভিসন্ধিতেই বা প্রথমে এ মহৎ ব্যাপার কল্পিত হইয়াছিল এবং কি সূক্ষ্মকারণেই বা সে সকল কল্পনা কেবল কল্পনাতেই পর্য্যবসিত হইল, এ সমস্ত নিগূঢ় তত্ত্বকথা কি কাহারও জানিতে ইচ্ছা হয় না ? সর্ব্বপ্রথমের কল্পনাকারী কি এ সব কথার উত্তর দিতে প্রকৃতই বাধ্য নহেন ? এবারে এই পর্য্যন্ত।

মিথ্যাধারণা ;—অনেকেই মনে করেন, বর্ত্তমান কবিরাজ মহাশয়েরা যখন প্রচুর অর্থোপার্জ্জন করিতেছেন, এমন কি, দৈনিক ২।৩ শত টাকা পর্য্যন্ত উপার্জ্জন করিয়া যখন বড় বড় এম্, ডি, ডাক্তারের সহিত সমকক্ষতা দেখাইতেছেন, তখন ত নিশ্চয়ই ভারতবর্ষে কবিরাজী চিকিৎসার উন্নতি ধু ধু করিয়াই বৃদ্ধি পাইতেছে। কিন্তু সাধারণের এরূপ ধারণা একবারেই ভ্রম-পরিপূর্ণ, যেহেতু যে শাস্ত্রের পরিপোষণ নাই, অথচ দিনদিনই ক্ষয় পাইতেছে, উন্নতি দূরে থাকুক, বরং আসলেরই অস্তিত্ব বজায় থাকা ভার হইয়া উঠিয়াছে, অথবা ষোল আনার দুই আনামাত্র অংশও আছে কি না সন্দেহ, সে শাস্ত্রের সম্বন্ধে উন্নতি উন্নতি করিয়া একটা মহান্ হৈচৈ শব্দকরা যে কতদূর অজ্ঞানের কার্য্য, তাহা ত সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। তবে অবশ্য কাল-মাহাত্ম্যে কতকগুলি সুচতুর দোকানদার কবিরাজ যে এই হিড়িকে বেশ দুপয়সা উপার্জ্জন করিয়া ক্ষণিক সুখের অধিকারী হইতেছেন, এ কথা সহস্রবারই স্বীকার করিব।

এত আনন্দের ভিতরেও কিন্তু প্রগাঢ় বিষাদের কালিমা লুক্কাইত আছে ;—মিথ্যা নয়, সত্য গল্প,—একজন ভদ্রলোক, একটী নূতন ইংরাজী মাইনর স্কুলের স্থাপন করিয়া মাসিক বিংশতি মুদ্রা বেতনে

একজন বি, এ, ফেল হেড্‌মাষ্টার পাইয়া আপনাকে বড়ই ভাগ্যবান্ ভাবিয়া শ্লাঘার সহিত পরিচয় দিয়াছিলেন। দেওয়ারই ত কথা। কেননা ৫ম বর্ষের শিশু হইতে হাতে খড়ি দিয়া এ, বি, সি, ডি, আরম্ভ করিয়া ক্রমান্বয়ে ২২।২৩ বা ২৫।২৬ কিম্বা ৩০ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত কত দুরন্ত ক্লেশ, প্রবাসজন্য অনাহার বা ইচ্ছার বিরুদ্ধে অতৃপ্তিকর আহারবিহার নিমিত্ত শরীর ও মনের ক্ষয় প্রভৃতি সুদারুণ কষ্ট, কেবল তাহাই যথেষ্ট নহে, মাতার কণ্ঠহার কিংবা স্ত্রীর সুবর্ণবলয় বন্ধক বা বিক্রয়দ্বারা সাধারণতঃ মাসিক ২০।২৫৲ টাকারও অধিক ব্যয় করিয়া যে বি, এ, ক্লাশ পর্য্যন্ত পড়িতে হয় এবং যাহার ফলের মূল্য শেষটা এতদূর কম অর্থাৎ মাসে ২০৲ টাকা ? সেই ফল লইয়া আবার আনন্দের সহিত বীজবপন করিতে যাওয়া যে কতদূর বুদ্ধিমানের কার্য্য, তাহা পাঠকগণই বিচার করিয়া দেখিবেন। বলা বাহুল্য যে, এইরূপ বুদ্ধিমানের দ্বারাই কিন্তু বর্ত্তমান ভারত পরিব্যাপ্ত।

একটা বড়ই মজার অথচ সত্য কথা ;—কলিকাতার কোনও প্রসিদ্ধ উকীল, একজন বিখ্যাত কবিরাজকে ডাকেন। রোগী দেখার পর উকীল বাবু, কবিরাজ মহাশয়ের হাতে ৪৲ টী মুদ্রা দর্শনীস্বরূপ দিতে যাওয়ায় কবিরাজ মহাশয় একটু মাথা চুলকাইয়া বলেন, সে কি মহাশয়, আপনার নিকট হইতে কি দর্শনী লইতে পারি ? তৎক্ষণাৎ উকীল বাবু বলপূর্ব্বক কবিরাজের হাতে টাকা চারিটী গুঁজিয়া দিয়া বলিলেন, "কবিরাজ মহাশয়, দয়া করিয়া ক্ষমা করিবেন, ৫১৲ একান্ন টাকার কমে আমি কোন আদালতেই পদার্পণ করি না"। একেই না বলে শেয়ানে শেয়ানে কোলাকুলি ?

কলিকাতার স্পষ্টবক্তা দৈনিকের কথা শুনুন ;— "কুইনাইনের ছড়াছড়ি। বিলাতী কুইনাইন আজ্ কাল খুবই শস্তা ; দ্বারভিলিঙ্গের কুইনাইনও সুতরাং ভারি শস্তা। ছোট লাট যত পোষ্ট আফিশে কুইনাইন বেচার ব্যবস্থা করিয়াছেন। পয়সা পয়সা মোড়ক। কেপিটাল বলেন, "বঙ্গের যত পোষ্ট আপিশে ১৮৯৩ সালে ১৪ লক্ষ ৪৬ হাজার মোড়া কুইনাইন উঠিয়াছে। প্রায় ২৩ হাজার টাকার মাল কাটিয়াছে। ক্রমেই বাড়িবে ; আর কুইনীনে দেশ ক্রমে আচ্ছন্ন হইবে"। বঙ্গবাসী কুইনাইনের ছড়াছড়ি

ভালবাসেন না. কিন্তু ডাক্তার যদুনাথ মুখোপাধ্যায়ের কুইনীন-ঢালা জ্বরচিকিৎসার প্রশংসা করিয়া থাকেন"।

দৈনিক যদি বঙ্গবাসীর ঘরের লোক হইয়াও বঙ্গবাসীর এরূপ অসামঞ্জস্য দেখাইয়া টিট্‌কারী দিতে পারেন, তবে বাহিরের লোক কেননা বলিবে যে, হিন্দুপ্রাণ বঙ্গবাসীর পক্ষে উপহার উপলক্ষে ডাক্তার বিপিনবিহারী মৈত্র কর্ত্তৃক লিখিত জ্বরচিকিৎসা নামক বিজাতীয় চিকিৎসা পুস্তক খানি বঙ্গের ঘরে ঘরে প্রবেশ করাইতে চেষ্টা করা ত কোন মতেই কর্ত্তব্য নহে। আর দৈনিকও যে সময় সময় হোমিওপ্যাথির নামে গলিয়া না যান এমন নহে। সুতরাং দৈনিকের লিখিত বঙ্গবাসীর পক্ষে কুইনাইনঢালা জ্বরচিকিৎসার গুণগানও যে কথা, আর দৈনিকের পক্ষে সময় সময় রক্‌সটক্‌সবোঝাই ওলাউঠা চিকিৎসার গুণগ্রাম লইয়া ঢাকবাজানও ঠিক্ তথৈব চ নয় কি ?। যাহা হউক, তথাপি দৈনিকের লিখিত "কুইনাইনঢালা" বিশেষণটী পড়িয়া আমরা বড়ই খুসী হইয়াছি।

ঐ দেখুন, দৈনিক তাহার পরের দিনেই কি বলিতেছেন ;—

"রাজার দান। মাতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে রাজা সৌরীন্দ্রমোহন হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসালয়ের জন্য বার্ষিক ২০০০৲ টাকা আয়ের জমিদারী দিয়াছেন। * * * * * * * রাজাবাহাদুরের মঙ্গল হউক"।

দৈনিক সম্পাদক, রাজাবাহাদুরের কেবলমাত্রই মঙ্গলকামনা করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছেন। কিন্তু আমরা বলি যে, ভগবান্ করুন, রাজাবাহাদুর সর্ব্বপ্রকারে সকল দিকেই শান্তিলাভ করুন। তবে আমাদের কথা এই যে, বঙ্গবাসীর লিখিত "কুইনাইনঢালা" জ্বরচিকিৎসার উপর দোষ দিয়া পরক্ষণেই আবার জলবিন্দুর গুণগান করা প্রবীণ দৈনিক সম্পাদকের উপযুক্ত কার্য্য হইয়াছে কি ? কেননা আসল হিন্দুর প্রাণে, প্রকৃত হিন্দুর পক্ষে "কুইনাইনঢালা" জ্বরচিকিৎসা ও রসটক্‌সের জলবিন্দু, এই উভয় পদার্থের মধ্যে এপিট না হয় ওপিট, এইমাত্র প্রভেদ নয় কি ?

সঞ্জীবনী সম্পাদকীয় স্তম্ভে বলিতেছেন ;—

"রাজা সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর।"

"মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ও শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের মাতার মৃত্যু হইয়াছে। মহারাজা মাতার শ্রাদ্ধোপলক্ষে কি সৎকার্য্য করিয়াছেন, তাহা জানি না ; কিন্তু তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা রাজা শৌরীন্দ্রমোহন তাঁহার মাতার নামে প্রতিষ্ঠিত দাতব্য হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসালয় চিরস্থায়ী করিবার জন্য বাঁকুড়া জেলার ১০৫ খানি গ্রাম দান করিয়াছেন। এই সকল গ্রামের মূল্য ৫০ হাজার টাকা

এবং বার্ষিক আয় ২ হাজার। দুই জন বেতনভোগী ডাক্তার এই চিকিৎসালয়ে থাকিয়া রোগী দেখিবেন—ডাক্তার প্রতাপচন্দ্র মজুমদার তাঁহাদের তত্ত্বাবধারণ করিবেন। রাজা তাঁহার পাথুরিয়াঘাটা ষ্ট্রীটের একটী দ্বিতল বাটী চিকিৎসালয়ের জন্য দান করিয়াছেন। রাজার এই সাধুকার্য্য সকলেরই প্রশংসনীয়। * * * * * * * ।"

আমাদের কথা;—মাতৃশ্রাদ্ধোপলক্ষে বিদেশীয় হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার উন্নতির জন্য দেশীয় রাজা বাহাদুরের একদমে পঞ্চাশ হাজার টাকা দান, উদারহৃদয় ও সাম্যবাদী সঞ্জীবনীর মতে প্রকৃত সদনুষ্ঠান হইলেও আমাদিগের ন্যায় নীচহৃদয় গোঁড়া হিন্দুর নিকট কিন্তু এ শ্রেণীর দান যেন কেমন কেমন লাগে। ভাল না লাগিবার কারণও বিস্তর আছে। অনেক কারণের মধ্যে সংক্ষেপে এস্থলে এক আধটা কারণের উল্লেখ করিয়া বলা যাইতে পারে যে, যাহারা দরিদ্র, যাহাদের নিজেদের ঘর ভয়ানক বিশৃঙ্খল, মোট কথা যে জাতীর সকল দিকেই সমান অভাব, সে জাতীয় লোকেরা যদি বিদেশীয় লোকের ভরণ পোষণে ব্যস্ত ও বিশৃঙ্খলতা মোচনে যত্নবান্ হইয়া অন্যের অভাব দূর করিতে প্রয়াস পায়, তবে সে স্থলে কি সে সমস্ত লোক প্রকৃতই সদনুষ্ঠানকারী বলিয়া সাধারণ্যে গণ্য হইতে পারে? বোধ হয় কখনই নহে। যদি তাহাই ঠিক্ হয়, তবে ভারতবাসীর জীবনস্বরূপ অমৃতময় আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রকে মৃতপ্রায় ও সাধারণের নিকট পদদলিত ও হেয় অবস্থায় পতিত হইতে দেখিয়াও কি কেহ ডফারিন্ ফণ্ড অথবা হোমিওপ্যাথিকাণ্ডে দান করিতে অগ্রসর হইতে পারেন? আমার বোধ হয়, এক বর্ত্তমান ভারত ছাড়া পৃথিবীর আর কোন দেশের কোন ব্যক্তিই দানবিষয়ে এমন অলৌকিক ও অত্যাশ্চর্য্য দানের পরিচয় কখনই দিতে পারেন নাই। তবে হাঁ, আজ্ যদি নিজেদের গৃহ এরূপ অভাবনীয় অভাবে শূন্য হইয়া না পড়িত, ভারতবাসীর প্রাণস্বরূপ ভারতীয় পবিত্র আর্য্য-আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রের এহেন শোচনীয় দশা না ঘটিয়া পূর্ণাবয়বে বিরাজমান থাকিত এবং তখন যদি দেশের লোক বিদেশের দিকে দৃষ্টিপাত করিতেন, তাহা হইলেই আমরা এরূপ দাতাগণের চরণধূলি মস্তকে লইয়া আজ্ আনন্দে নৃত্য করিতে পারিতাম।

মনে করুন নাই কেন, আজ যদি কোনও ইংরাজ, পিতামাতার পারলৌকিক ক্রিয়ার উপলক্ষে মুক্তহস্ত হইতেন, তবে কি তিনি ভারতের বৈদশাস্ত্রের উদ্ধারকল্পে কথঞ্চিৎও দান করিতে ইচ্ছুক হইতে পারিতেন? বলা বাহুল্য যে, কোন ফরাসী, কোন জাপানী; কোন চিনেম্যান, কোন দিনেমার; কোন রুসিয়ান, কোন তুরস্কান্ অথবা পৃথিবীর কোন জাতিই কখন এরূপ দানের পরিচয় এ

আবহমান জগতে কখনও দিয়া যাইতে পারেন নাই; তবে দেখা যায়, কেবল একমাত্র ভারতবাসীই সময় সময় এরূপ দানে অসীম বাহাদুরী দেখাইয়া থাকেন। অথবা যে দেশে কলুটোলার ৺সাগরদত্ত মৃত্যুকালে শুকচরের বাগানে এলোপ্যাথি হাঁসপাতালের জন্য রোক আট লাক টাকা দান করিয়া গিয়াছেন, তখন সে দেশে রাজা বাহাদুরের এই হোমিওপ্যাথি কাণ্ডে পঞ্চাশ হাজার টাকা দানের কথা তুলিতে যাওয়া আমাদের পক্ষে নেহায়ৎই ঝক্‌মারী ভিন্ন আর কি বলিতে পারি?

বিলাতের কোন ইংরাজ কবি একটা বড়ই পাকা কথা বলিয়া গিয়াছেন;—কথাটা এই—

"ইলণ্ড! তুমি সকল দোষের আকর হইলেও আমি কিন্তু তোমাকে বড়ই ভাল বাসি"।

আর ভারতীয় বর্ত্তমান ভারতছাড়া কবিগণ কি বলিতেছেন, তাহাও ভাবুন;—

ভারতবর্ষ! তুমি সকল গুণের আকর এবং জ্ঞানবিষয়ে জগতের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় হইলেও আমরা কিন্তু তোমাকে বড়ই ঘৃণার চক্ষে দেখি!!!

আহা! এরূপ জ্বলন্ত স্বদেশপ্রেম না থাকিলে কি আজ ৫০।৬০ হাজার লোক ২৫।৩০ কোটী লোকের বুকে হাঁটু দিয়া বসিয়া থাকিতে পারিতেন?

উহু! ভারতবাসী এমন স্বদেশদ্রোহী ও বোকার চূড়ামণী না হইলে কি আজ্ এমন অভাবনীয় শোচনীয় দশায় আসিয়া উপস্থিত হইতেন?

প্রত্যহ হাজার টাকা দর্শনী;—সংবাদপত্রে প্রকাশ কলিকাতার সুবিখ্যাত ডাক্তার জগবন্ধু বসু মহাশয়, প্রত্যহ হাজার টাকা দর্শনী লইয়া ময়মনসিংহ টাঙ্গাইলে শ্রীমতী জাহ্নবী চৌধুরাণীর বাটীতে চিকিৎসার্থ গমন করিয়াছেন। নূতন কথা বটে!

মূর্ত্তি ও কীর্ত্তি;—দৈনিকের এই মূর্ত্তি ও কীর্ত্তি প্রবন্ধে বড়ই রোকা রোকা ও ছাঁকা ছাঁকা কথা পাঠ করিয়া আমরা যারপর নাই সুখী হইয়াছি। নিম্নে একটু নমুনা দিলাম। "কিন্তু ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারকে শেষদশায় সকল কাজেই এংলোইণ্ডিয়ানের তুষ্টিসাধনে ব্যস্ত হইতে দেখিয়া, আমাদিগকে বড়ই দুঃখিত হইতে হয়। মেকাই মুষ্টিযোগে ইনি যে কারণে সাহায্য করিয়া

ছিলেন, শেষে সেই কারণেই মূর্ত্তিপ্রতিষ্ঠায় যোগ দিয়াছেন। আমাদের মনে হয়, বিজ্ঞানসভাই ডাক্তার সরকারকে অজ্ঞান করিয়া ফেলিয়াছে"।

দৈনিক বলেন কি? তবে কি সত্যসত্যই ডাক্তার সরকার মহাশয়ের বিজ্ঞান সভাটা কিছুই নহে?

ভূদেব বাবু ও ব্রাহ্মণ রক্ষা;—সংবাদপত্রে প্রকাশ, দেশের ব্রাহ্মণকুল বজায় করিবার জন্য শ্রীযুক্ত ভূদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় C. I. E. (ভূত-পূর্ব্ব স্কুলইনেস্‌পেক্‌টার) মহাশয় রোক দেড়লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন। অবশ্য ভূদেব বাবুর পক্ষে এরূপ দান যে সাধারণের মধ্যে একটা বড়ই বিস্ময়ের কথা, তাহাতে কিছুমাত্রও সন্দেহ নাই। তবে কথা এই যে, ভারতের জীবন-স্বরূপ ক্ষত্রিয়বংশের নিধন হওয়াতেই যে মস্তকস্বরূপ ব্রাহ্মণকুলের ক্ষয় হইয়াছে, আর হৃদয়ে প্রাণসঞ্চার না হইলে যে আর কোনমতেই মস্তক উঠিতে পারে না, এ কথাটা কি একবার ভূদেব বাবু চিন্তা করিয়া দেখিয়াছেন? নাই করুন, ফল নাই ফলুক, তথাপি কিন্তু তাঁহাকে এ বীজবপনে সাহসী দেখিয়া আমরা নিরতিশয় সুখী ও আশ্চর্য্য হইয়াছি।

সেই সাতপুকুরের ফুলমেলা;—প্রতি বর্ষের ন্যায় এবারেও আমরা এ ফুলমেলা বা বাবুবিবিদের ফুলখেলা দেখিবার জন্য সাতপুকুর পর্য্যন্ত ছুটিয়াছিলাম; কিন্তু অভাগার সুখ বৈকুণ্ঠেও নাই। নচেৎ এমন বড় বড় গোলাপের তোড়া, এমন বিলাতী রকমারি লতাপাতার বাহার দেখিয়াও আমাদের এ পোড়া অন্তরে সুখের পরিবর্ত্তে বিষাদের কালিমা ঢালিয়া দিল কেন?

নবাব সাহেব ও বিদ্যাসাগর ফণ্ড;—বোধহয় সকলেই জানেন, পরলোক গত বিদ্যাসাগর ও নবাব আব্‌দুল লতিফের স্মরণ চিহ্নজন্য দুইটী ফণ্ড স্থাপিত হইয়াছে। তন্মধ্যে সংবাদপত্র পাঠে জানা যায়, এপর্য্যন্ত নবাবসাহেবের ফণ্ডে মোট——এত টাকা উঠিয়াছে, এখনও উঠিতেছে এবং ক্রমশঃ উঠিবে।

তন্মধ্যে—

রাজা শ্রী—	২০০০৲
নবাব শ্রী—	১০০৲
বাবু শ্রী—	৫০৲
বিচারক শ্রী—	২০৲
ইত্যাদি ইত্যাদি	১০০০৲
মোট	

আর বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ফণ্ডে—

মহারাজা শ্রী—	আতব তণ্ডুল	১ মুষ্টি
রাজা শ্রী—	কাঁচকলা	৩ টা
বাবু শ্রী—	থানের গামছা	১ খানা
ইত্যাদি		ইত্যাদি।

কিমাশ্চর্য্যমতঃ পরং?

৯ম বৎসর, ৯ম খণ্ড, ৮ম সংখ্যা।

চিকিৎসা-সম্মিলনী।

চিকিৎসা-বিষয়ক মাসিকপত্রিকা।

(টাকীর বিখ্যাত ও সুশিক্ষিত জমীদার)

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম, এ, বি, এল,

মহাশয়ের বিশেষ উদ্যোগে ও সাহায্যে

আয়ুর্ব্বেদীয় চরক ও সুশ্রুতের সংস্কৃত, বাঙ্গালা, ইংরাজী ও হিন্দী

অনুবাদক এবং প্রকাশক

কবিরাজ শ্রীঅবিনাশচন্দ্র কবিরত্ন

কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

কলিকাতা কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্ ২০০ নং বাটী হইতে সম্পাদক কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

কলিকাতা।

৫ নং সিম্‌লাষ্ট্রীট্, জ্যোতিষপ্রকাশ যন্ত্রালয়ে

শ্রীগোপালচন্দ্র ঘোষাল দ্বারা

মুদ্রিত।

প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ।৵০ আনা মাত্র।

সূচীপত্র।

বিষয়			পৃষ্ঠা
দেশীয় স্বাস্থ্যবিজ্ঞানে সত্ত্বাদি গুণভেদে নূতন কথা	...	...	২৫১
ডাক্তার পুলিনবাবু ও পিপাসায় গরমজল			২৬০
এক অমৃতাদি পাঁচনের অসীম ক্ষমতা দেখুন			২৬৪
ভৈষজ্য-তত্ত্ব	...	...	২৬৭
অবলাবান্ধব	...	...	২৭৬
উপদংশ	...	...	২৮০
তৈলপাক ও প্রয়োগ-প্রণালী		...	২৮১
প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ মুষ্টিযোগ		...	২৮৭
ঐ সম্পাদকীয়	...	...	২৮৮
আমাদের কথা	...	...	২৮৮

বিজ্ঞাপন।

ওলাউঠারোগের মহৌষধ।

আজ্ অহঙ্কারের সহিত বলা যাইতেছে যে, উপযুক্ত সময়ে এই সকল ঔষধ সেবন করাইতে পারিলে ওলাউঠা রোগাক্রান্ত কোন ব্যক্তিরই মৃত্যু হইবে না। বিলাতী-প্রিয় ব্যক্তিগণ একবার পরীক্ষা করিয়া দেখেন, ইহাই একমাত্র প্রার্থনা। পঞ্চদশ বৎসর পর্য্যন্ত পরীক্ষা করিয়া আজ্ সাধারণের উপকারের জন্য প্রচার করা যাইতেছে।

ঔষধের নাম		মাত্রা	মূল্য
বিসর্পন চূর্ণ	...	৭	॥০
বমনারি বটী	...	৭	৵০
কালান্তক রস	...	,,	১৲
ত্রিদোষ দাবানল	...	,,	২৲
ডাকমাশুল প্যাকিং	...		৵০
			৪৲

জলপাইগুড়ি দীনাবাজার। } শ্রীপ্রসন্নচন্দ্র মৈত্রেয় কবিরাজ।

দেশীয় স্বাস্থ্যবিজ্ঞানে ভোজনানুসারে সত্ত্বাদিগুণ-ভেদ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

নূতন কথা।

সত্ত্ব, রজ ও তমগুণ সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে অনেক কথা বলিয়াছি। ঘৃত, দুগ্ধ ও মৎস্য মাংসাদি ভোজ্য পদার্থের সহিত ইহাদের যেরূপ গূঢ় সম্বন্ধ, তাহাও সংক্ষেপে বলিতে ক্রটী করি নাই। ফলকথা, ইহাদের সম্বন্ধে সংক্ষেপে যাহা কিছু বলিবার, তাহা সমস্তই বলিয়াছি। অতঃপর আজ্ এই সত্ত্বাদিগুণত্রয় উপলক্ষে কিছু নূতন কথা বলিব। নূতন কথা শুনিয়াই কেহ যেন অনুগ্রহপূর্ব্বক একথা মনে না করেন যে, আমরাই নিজের কল্পনাশক্তিতে এই সত্ত্বাদি গুণত্রয়কে সাধারণের সমক্ষে নূতনভাবে ধরিব। আসল কথা কিন্তু তাহা নহে, আমাদের ন্যায় ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র ব্যক্তির এমন কোনও শক্তি সামর্থ্য নাই, যাহাতে একটীমাত্রও শব্দ নূতন বলিয়া প্রকাশ করা দূরের কথা, কল্পনাতেও কখন আনিতে পারি। সুতরাং সেই প্রাতঃস্মরণীয় ও জগন্মান্য আর্য্য ঋষিগণকর্ত্তৃক প্রকাশিত বেদবেদান্ত উপনিষদ ও দর্শনাদিশাস্ত্রের আশ্রয় লইয়াই আজ্ এসম্বন্ধে যাহা কিছু লিখিব; অথবা বেদাদি অনেক শাস্ত্রে এই সত্ত্বাদি গুণত্রয়ের অশেষবিধ ভেদের উল্লেখ থাকিলেও আমরা যখন আর্য্য আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রেরই একান্ত ভক্ত ও অনুগত, তখন সেই আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের শীর্ষস্থানীয় একমাত্র চরকসংহিতা অবলম্বনেই এস্থলে কিছু বলিব।

এই যে সংসারে পঙ্গপালের ন্যায় কোটী কোটী মনুষ্যগণ বিচরণ করিয়া বেড়াইতেছে, মনুষ্যাকৃতি বলিয়া কি ইহারা সকলেই মানব? এই যে, রাজা মহারাজা, জমীদার তালুকদার, পণ্ডিত মূর্খ, ধনী নির্ধন ও মুটে মজুর আদি সহস্র সহস্র রকমের মনুষ্য মানবজনোচিত নানাবিধ বেশ ভূষায় সজ্জিত হইয়া অহরহ বিচরণ করিতেছে, ইহারা কি প্রকৃতপক্ষে সকলেই মানব? না কখনই নহে। তবে মনুষ্যের ন্যায় আকৃতিশালী হইয়াও এজীব গুলি কি? পাঠকগণ এ প্রশ্নের উত্তরে নিশ্চয়ই বলিবেন যে, মানবগণ মানব না হইয়া

আর কি হইতে পারে? আমরা কিন্তু বলিব, মানবাকৃতি হইলেই সকলে প্রকৃত মনুষ্যপদবাচ্য হইতে পারে না। কেননা দেখা যায়, মনুষ্যের আকৃতি ধারণ করিয়াও এই মানুষই সাক্ষাত ব্রহ্ম, ঋষি, ইন্দ্র, কুবের, দৈত্য রাক্ষস, সিংহ, ব্যাঘ্র, গণ্ডার, ভল্লুক, গো, গর্দ্দভ, শৃগাল, শকুনি ও মৎস্য সর্প আদি দেব ও জন্তুগণের ভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কাহারও বহির্দ্দিকে দৃষ্টিপাত কর, দেখিবে;—দিব্য তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভ সুপুরুষ প্রচুর ধনশালী; কিন্তু ভিতরে প্রবেশ কর, দেখিবে হয় সিংহ নয় ব্যাঘ্র, হয় শৃগাল নয় শকুনি, হয় মৎস্য নয় সর্প, অথবা হয় গো নচেৎ গর্দ্দভের চূড়ামণী। পক্ষান্তরে অন্য কাহারও দিকে দৃষ্টিপাত কর, দেখিবে ভয়ানক কদাকার, বচনে আড়ম্বর নাই, কার্য্যে গুরু লঘু জ্ঞান নাই, অর্থে এক কপর্দ্দকও হয়ত হাতে নাই, অথচ ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখ, যেন স্বয়ং ভগবান্ তাঁহার অন্তরে অবস্থিতি করিতেছেন।

একই মানবজাতির কার্য্য দেখিয়া যেমন জনসাধারণে কাহাকেও ক্রোধী, কাহাকেও লোভী, কাহাকেও কামুক, কাহাকেও বা মোহগ্রস্ত ইত্যাদি বলিয়া সংজ্ঞাপ্রদান করে; সেইরূপ আর্য্যঋষিগণও এই একই মানবজাতির অবস্থা বিশেষের কার্য্যদ্বারা কাহাকেও সাত্ত্বিক, কাহাকেও রাজসিক এবং কাহাকেও বা তামসিক, এই ত্রিবিধভেদে বিভক্ত করিয়া গিয়াছেন। আর তাঁহারাই এই সত্ত্বকে শুদ্ধ, রাজস ও তামস এই ত্রিবিধভেদে বিভক্ত করিয়া এই তিন প্রকার সত্ত্বের অপরিসংখ্যেয় ভেদের নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। অর্থাৎ ব্রহ্ম ঋষি হইতে গো গর্দ্দভাদি এমন কি, কীট পতঙ্গ পর্য্যন্ত যে যে জীবের কার্য্যাদি-গত লক্ষণসমূহ যে যে মনুষ্যতে যতদূর অধিক বর্ত্তায়, সেই সেই মনুষ্যকে তত্তৎ জীব-ধর্ম্মাক্রান্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন।

চলিত কথায় লোকেও বলে "ব্যাটা বড়মানুষ হইলেও যেন গাধা"। "আহা লোকটা জাতিতে চণ্ডাল বা চামার হইলেও ব্যবহারে যেন দেবতাসদৃশ"। কিন্তু বাস্তবিকই কি সে লোকটা গাধা? যথার্থই কি সে ব্যক্তি দেবতা? না, তাহা কখনই নহে। তাহারা উভয়েই মানুষ হইলেও একমাত্র তাহাদের কার্য্যা-কার্য্যভেদেই তত্ত্বৎস্থলে লোকে ঐরূপ সংজ্ঞা দিয়া থাকে। ঋষিগণও সত্ত্বত্রয়েরর বিভাগ করিয়া, ঠিক্ এইরূপ রীতিরই প্রচলন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারাও দেখাইয়াছেন যে, রাজাই হউন, আর মহারাজাই হউন, কোটীপতিই হউন, আর লক্ষপতিই হউন, ন্যায়বাগীশই হউন, আর বিদ্যাবাগীশই হউন, দুঃখীই

হউন, আর ভিখারীই হউন, মানুষ কিন্তু সকলে নন। প্রায়ই গরু, প্রায়ই গাধা, প্রায়ই সিংহ, প্রায়ই ব্যাঘ্র, প্রায়ই শৃগাল, প্রায়ই শকুনি, প্রায়ই পাঁটা, প্রায়ই মেড়া; অধিকাংশই এরূপ; তবে অত্যল্প সংখ্যক যথার্থ মানুষ এসংসারে বিচ-রণ করিয়া থাকেন। ঋষিগণ এই সকল কথা স্পষ্টরূপে বুঝাইবার জন্যই ব্রহ্মসত্ত্ব, ঋষিসত্ত্ব, ইন্দ্রসত্ত্ব, যমসত্ত্ব, রাক্ষসসত্ত্ব, ও শাকুনিসত্ত্ব প্রভৃতি অনেকগুলি সত্ত্বের নাম নির্দ্দেশ করিয়া তাহাদের পরিষ্কার লক্ষণ বিবৃত করিয়া গিয়াছেন। আমা-দের ইচ্ছা ছিল, এই প্রবন্ধেই সেগুলি সংস্কৃতবচন ও বঙ্গানুবাদসহ উদ্ধৃত করি, কিন্তু এবারে আমরা কোনরূপেই পাঠকগণকে সে সকল ঋষিবাক্য উপহার দিয়া সন্তুষ্ট করিতে পারিলাম না।

ঋষিবাক্য ত এবারে উদ্ধৃত করা হইল না, কিন্তু মানুষ যে অমানুষের একশেষ অর্থাৎ পশুর অধম হইতে পারে, রাজা মহারাজাও যে, চামারের অপেক্ষা নিকৃষ্ট হয়, পক্ষান্তরে চামারও যে দেবতাসদৃশ হইতে পারে, এ সম্বন্ধে ত এস্থলে এই বারেই কিছু না বলিয়াই পারিতেছি না। সুতরাং এই উপলক্ষ করিয়া আমরা এবারে এস্থলে একটা বাজে গল্প তুলিয়া পাঠকগণকে কিঞ্চিৎ বিরক্ত করিতে চাহি। গল্পটী যে একবারেই বাজে ও গাঁজাখুরীবিশেষ, একথা সহস্রবার স্বীকার করিলেও মানবচরিত্রাভিজ্ঞ সুরসিক পাঠক, ইহার ভিতর স্তরে স্তরে এমন যুক্তিসঙ্গত, এমন মর্ম্মস্পর্শী, এমন হৃদয়ভেদী ভাবনিচয় প্রাপ্ত হইবেন, যে ভাবের তুলনা অত্যল্প স্থানেই পাওয়া যাইতে পারে। অথবা যাঁহার যাহা ইচ্ছা, তিনি সেই ভাবেই গ্রহণ করিবেন, আমরা কিন্তু এরূপ অভাবনীয় ভাবপূর্ণ গল্প, আর কোথাও কখন শুনিয়াছি কি না, তাহা বলিতে পারি না।

গল্পটী এই;—

একটী গরিব ভদ্রসন্তান বাল্যকাল হইতেই অশেষবিধ ক্লেশসহ্য করিয়াও যথারীতি বিদ্যাভ্যাস করেন; কিন্তু সুশিক্ষিত হইয়াও ভাগ্যফলে তাঁহার উদ-রান্নের পর্য্যন্ত সংস্থান হওয়া ক্রমশঃ দায় হইয়া উঠিল। ক্রমে কৃতী ও শক্তিমান্ আত্মীয়স্বজন ও বন্ধু বান্ধব, সকলেরই দ্বারস্থ হইয়া জানিলেন, গরিবের পক্ষে এজগতে কেহই অনুকূল নহেন। অগত্যা উপায়ান্তর না দেখিয়া মনে করিলেন যে, বর্ত্তমান সময়ে ধনে মানে ঐশ্বর্য্যে গৌরবে সকলদিকেই দিল্লীর সহর শ্রেষ্ঠতম; এই ভাবিয়া স্বদেশ ছাড়িয়া পদব্রজে অনাহারে চলিতে চলিতে কতকদিনের পর সুবিস্তৃত দিল্লীর সহরে গিয়া পৌঁছিলেন।

দেখিলেন ;—সহরের চতুর্দ্দিকে প্রকাণ্ড তোরণ। উত্তর দ্বার দিয়া প্রবেশ করিয়া দেখিলেন ;—[redacted] সহস্র সহস্র সুসজ্জিত অট্টালিকা সদর্পে অবস্থিতি করিয়া প্রভুগণের অতুল বৈভবের পরিচয় দিতেছে। দেখিলেন ;—লক্ষ লক্ষ বিপুলধনশালী যুবক যুবতি সেই সকল মনোহর সুরম্য অট্টালিকায় বাস করিতেছেন। দেখিলেন সহস্র সহস্র স্বর্গীয় অপ্সরার ন্যায় পরমরূপলাবণ্যবতী কুলযুবতিগণ বহুমূল্য মণিমুক্তা-খচিত অলঙ্কারে অলঙ্কৃতা হইয়া নগরের অতুলনীয় শোভাবর্দ্ধন করিতেছেন। দেখিলেন কত রাজা মহারাজা, কত নবাব বাদসাহা, কত রায়বাহাদুর, কত সি, আই, ই, কত মহামহোপাধ্যায় সহরের স্থানে স্থানে গগণভেদী সুরম্য অট্টালিকা ও তদুপযুক্ত দাস দাসী দ্বারবান্ ও অশ্বরথাদিদ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া বিলাসিতার ক্রোড়ে থাকিয়া মহান্ আনন্দে কালযাপন করিতেছেন। দেখিয়া ভাবিলেন, এইবার আমার দুঃখের অবসান হইবে, বুঝিলেন দুমুটা অন্ন বিনা আর ক্লেশ পাইতে হইবে না ; কেননা যে সহরে এত অসংখ্য ধনীর কেবল বিলাসিতাতেই রাশি রাশি ধন ব্যয়িত হয়, অধিকাংশ ধনীর আবর্জ্জনা রাশির সহিত নর্দ্দমা দিয়াও অন্ততঃ প্রত্যহ ১০।২০ জনের উপযুক্ত খাদ্য ভাসিয়া যায়, সেই সহরে সেই সকল ধনীর আশ্রয়ে আসিয়া তাঁহার ন্যায় একজন সুশিক্ষিত ব্যক্তির যে অন্ন বিনা প্রাণ যাইবে, ইহা তিনি কল্পনাতেও স্থান দান করেন নাই। ভাবিলেন, এহেন প্রকাণ্ড থামওয়ালা বাটীর যিনি অধিকারী, যাঁহার ৫০টা ঘোড়া ও ৮০ জন সহিস কোচ্‌ম্যান, যাঁহার ৫ খানা বাগান ও ২৫ জন মালী, যাঁহার স্ত্রীর গায়ে ৫০ হাজার এবং কন্যার গায়ে ১০ হাজার টাকার কেবল অলঙ্কার, যাঁহার নিজের আঙ্গুলে পনের হাজার টাকার হীরকাঙ্গুরী ও যাঁহার পুত্রের হাতে ৫।৭ হাজার টাকার হীরকবলয় শোভা সম্বর্দ্ধন করিতেছে, এহেন ধনকুবেরগণের নিকট আমার ন্যায় একজন শিক্ষিত ভদ্রলোকের যে নির্ব্বিঘ্নেই অন্নবস্ত্রের সংস্থান হইবে, ইহাতে ত আর কোন সন্দেহই নাই।

যুবক মনে মনে এইরূপ জল্পনা কল্পনা করিতে করিতে আশাতে বুক বাঁধিয়া ক্রমশঃ অভিলষিত বিষয়ের জন্য গমন করিতে লাগিলেন। সম্মুখেই দেখিলেন ;—একটী প্রকাণ্ড ত্রিতল প্রাসাদ, চতুর্দ্দিকে বহুস্থান ব্যাপী রেলবসান বাগান, মধ্যস্থলে একটী অত্যুষ্টকৃষ্ট গোল বৈটকখানায় মধ্যে তপ্তকাঞ্চনাভ দিব্য পুরুষ তাকিয়া ঠেস্ দিয়া সুবর্ণনির্ম্মিত আলবোলায় তাম্রকূট পান করিতেছেন।

দূর হইতে রেলের ফাঁক দিয়া এই দৃশ্য দেখিয়া ভাবিলেন এখানেই কার্য্য সিদ্ধি হইবেক। কিন্তু ক্ষণপরেই আশা নির্ম্মূল হইল। সদর দরজায় প্রবেশ করিতে গিয়া বুঝিলেন, ব্যাপার বড় সহজ নহে। মনে মনে এতক্ষণ ধরিয়া যাহা ভাবিতেছিলেন, কার্য্য কালে বুঝিলেন যে, তাহা কিছুই নহে, কেবলমাত্রই আশার মরীচিকামাত্র। কেননা সদর দরজার সম্মুখীন হওয়ামাত্রেই দ্বারবান্ গম্ভীর স্বরে কহিল, "তুম্ কোন্ হ্যায়, ক্যাওয়াস্তে কাঁহা যাওগে ?" এই সুমধুর বাক্য শুনিবামাত্রেই বৈটকখানা পর্য্যন্ত যাওয়া ত দূরের কথা, ভয়ে জড়সড় হইয়া কি যে তিনি উত্তর করিবেন, তাহা কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। কেননা যাচকব্যক্তির অন্তঃকরণ স্বভাবতই যে কিরূপ দুর্ব্বল, তাহা যিনি কখন নিজ জীবনে একবারও যাচ্ঞা করিয়া দেখিয়াছেন, তিনি ভিন্ন আর কাহারও বুঝিবার সামর্থ্য নাই। অনন্তর অতিকষ্টে তিনি যে দুই একটী কথা বলিয়া তৎক্ষণাৎ সে স্থান হইতে চলিয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন, সে কথা আর এস্থলে না তোলাই সঙ্গত।

আশা কোন অবস্থাতেই মনুষ্যকে পরিত্যাগ করে না, সুতরাং তিনি সেই আশাকে অবলম্বন করিয়া পুনর্ব্বার আর একটী ভবনে প্রবেশ করিলেন। বোধহয় দ্বারবান্ তখন নিজের আহার্য্য লইয়াই ব্যস্ত ছিল, অথবা যে কারণেই হউক, এবারে তিনি বরাবর বাবুর বৈটকখানায় গিয়া উপস্থিত হইলেন। ভাবিলেন, যখন বাবুর সম্মুখীন হইতে পারিলাম, তখন এই বারেই অব্যর্থ কার্য্যসিদ্ধি হইবেক। দেখিলেন, বাবু আহারান্তে বসিয়া নানাবিধ সুগন্ধিদ্রব্যসংযুক্ত তাম্বুল চর্ব্বণ করিতে করিতে আলবোলা টানিতেছেন। বাবু দেখিয়াই বলিলেন, কি চাও বাপু তুমি ? উত্তর—আজ্ঞে, ভদ্রলোকের ছেলে কিঞ্চিৎ লেখা পড়া শিখিয়াও অন্নবস্ত্রের অভাবে বড়ই ক্লেশ পাইতেছি, তাই আপনাদের ন্যায় সম্ভ্রান্ত মহানুভব উদারচেতা ব্যক্তিগণের শরাপন্ন হইয়াছি। বাবু, বাপুহে ! এই আহার করিয়া একটু বিশ্রাম করিতেছি, অতএব কেন এখন অনর্থক জ্বালাতন কর, বিদায় হও।

এইরূপে ঘরে ঘরে সারাদিন অথবা সারাদিন কেন ক্রমান্বয়ে অনাহারে কয়েক দিন পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিয়াও যখন দেখিলেন, চাকুরী বা অন্য কোনরূপ সুবিধা হওয়া দূরের কথা, অনাহারে প্রাণগেলেও এ সহরে কেহ ডাকিয়াও জিজ্ঞাসা করে না, অথবা কাহারও নিকট গিয়া জানাইলে সে তৎক্ষণাৎ

হাঁকাইয়া তাড়াইয়া দেয়। যখন বুঝিলেন যে, জীবনরক্ষার আর কোন উপায়ই নাই, তখন নিজ অদৃষ্টকে ধিক্কার দিয়া ভাবিলেন যে, এ পাপজীবন আর না রাখাই শ্রেয়ঃ। অথবা আহারাভাবে যখন প্রাণবায়ু আপনা হইতেই বহির্গত হইবে, তখন আর এ পাপীলোকের সংসর্গে থাকিয়া মৃত্যুও শ্রেয়ঃ নহে। এই ভাবিয়া তিনি সহরের দক্ষিণদিকে অনতিদূরেই সদর রাস্তার পার্শ্বে একটী অশ্বত্থবৃক্ষমূলে উপবেশন করিলেন। কেবল উপবেশন নহে, আহারাভাব, তৃষ্ণার্ত্ত ও অনবরত পর্য্যটনে তাঁহার শরীর এমনই অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল যে, তিনি তৎক্ষণাৎ সেই মৃত্তিকার উপর বাহুকে উপাধান করিয়া শয়ন ও এ জগতের ব্যক্তিগত কাণ্ডকারখানার বিষয় ভাবিতে ভাবিতে নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়িলেন এবং নিদ্রা আসার পূর্ব্বে ইহাও ভাবিলেন, যেন ইহাই আমার চিরনিদ্রায় পরিণত হয়। কেননা এ সংসারে অন্নবস্ত্র-হীনের পক্ষে চিরানিদ্রাই যথার্থ শান্তিদাত্রী। কিন্তু মানবের ত কোন কার্য্যই ইচ্ছায়ত্ত নহে, যে মৃত্যুকামনা করে, তাহার মরণ যেন হইতেই চায় না, যাহার কিছুদিন এ ভবে বাঁচিবার সাধ, যম যেন তাহাকে আগেই লইয়া বসিয়াছে, যে ধনকাঙ্গাল, অর্থ তাহার নিকটেও যাইতে চাহে না; যে ধনরাশিকে পদাঘাত করিয়া ব্যয় করে," দেখা যায়, তাহার ভাণ্ডার ক্ষণকালের জন্যও শূন্য হইতে চাহে না।

যাহাহউক, ইত্যবসরে একজন বিষয়-বিতৃষ্ণ যোগী আসিয়া সহসা সেখানে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, বৃক্ষমূলে মৃতের ন্যায় একজন যুবক প্রগাঢ় নিদ্রায় অভিভূত আছে। তত্ত্বদর্শী দেখিয়াই বুঝিলেন, এ ব্যক্তি মৃত নহে, তবে অনাহারে জীবন্মৃতের ন্যায় অনুমীত হইতেছে। তিনি যোগবলে তৎক্ষণাৎ তাহার নিদ্রাভঙ্গ ও উপবেশন করাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন বৎস! কিজন্য কি গূঢ়কারণে এহেন নবীনবয়সে তুমি আত্মহনন কামনায় বৃক্ষমূলে পতিত রহিয়াছ? যুবক সন্ন্যাসীর এই সকল কথায় কোনও উত্তর না দিয়া বিনীতভাবে কহিলেন ভগবন্! আপনার আকারপ্রকার দেখিয়া বিশেষতঃ সুমধুর সুধাময়বাক্য শ্রবণ করিয়া আপনাকে অসাধারণ লোক বলিয়াই আমার বিশ্বাস জন্মিয়াছে। অতএব যদি এ অধমের প্রতি কৃপা করিয়া আমার উপস্থিত দুঃখরাশির উপায় বলিয়া দিতে পারেন, তবে তাহাই বলুন, অন্যথা আমার প্রাণবায়ু এখনই নির্গত হওয়াই আমার পক্ষে সর্ব্বথা শ্রেয়ঃ। অন্তর্য্যামী পূর্ব্ব হইতেই সমস্তই

জানেন, সুতরাং আর অধিক বাক্যব্যয় না করিয়া কহিলেন। বৎস! সুশিক্ষিত হইয়াও স্বকীয় উদরান্নের সংস্থান না করিতে পারিয়া আজ তুমি জীবন ধ্বংস করিতে অভিলাষী হইয়াছ, কিন্তু তোমার নিকট আমার একটীমাত্র কথা জিজ্ঞাস্য এই যে, তুমি এইরূপ ক্লেশে ক্লেশিত অবস্থায় এপর্য্যন্ত কোনও যথার্থ মনুষ্যের নিকট গমন করিয়াছ কি না? যুবক সহরের যে সমস্ত বাড়ীতে যে যে মনুষ্যগণের নিকট গিয়াছিলেন, তাহার আদ্যোপান্ত বিবরণ বলিলেন। যতী ইহা শুনিয়া আর বাক্যব্যয় না করিয়া স্বীয় পদ্মহস্ত যুবকের নয়নযুগলে অর্পণ করিয়া কহিলেন বৎস! "তোমার নিকট আমার এইমাত্র অনুরোধ যে, তুমি আর একবার এই সহরের মধ্যে গমন করিয়া যাহাকে মানুষ্যাকৃতি দেখিবে, তাঁহার নিকট গমন করিবে, তাহাহইলেই তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে। প্রকৃত মনুষ্যই তোমার সকল অভাবের পূরণ করিয়া দিবেন। কিন্তু দেখিও, ব্যাঘ্র, ভল্লুক, সিংহ, রাক্ষস, সর্প, বানর ইত্যাদি আকৃতিশালী অথচ মানব নামধারী কাহারও নিকট যাইবে না," এই বলিয়া তিনি তথা হইতে অন্তর্হিত হইলেন।

যে যুবক ক্ষুধাতৃষ্ণায় আকুল হইয়া মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন, সন্ন্যাসীর পদ্মহস্তের স্পর্শে তাঁহার এখন আর সে ক্লেশ নাই, তাঁহার শরীর মুহূর্ত্তমধ্যে যেন কেমন এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দরসে আপ্লুত হইয়া নবীন জীবনের সঞ্চার হইল, তাঁহার সেই চক্ষুযুগল এখন দেব অর্থাৎ জ্ঞানচক্ষুতে পরিণত হইল। তিনি আনন্দোৎফুল্লে অবিলম্বে বৃক্ষতল হইতে সদর রাস্তার দিকে গমন করিলেন। রাস্তার ধারে গিয়া দেখিলেন; ইতিপূর্ব্বে যে রাস্তা দিয়া ঝাঁকে ঝাঁকে লোক সকল গমন করিতেছিল, এখন সেই রাস্তা দিয়াই শত শত জন্তু সকল গমন করিতেছে। তন্মধ্যে কেহ গর্দ্দভ, কেহ উষ্ট্র, কেহ মেষ, কেহ গরু, কেহ সিংহ, কেহ ব্যাঘ্র, কেহ সর্প, কেহ সরীসৃপ, কেহ পক্ষী, কেহ পতঙ্গ ইত্যাদি। দেখিলেন;—পূর্ব্বের ন্যায় সেইরূপই ফিটান, ব্রুহাম প্রভৃতি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অশ্বযোজিত রথ সকল জন্তুদ্বারা বোঝাই হইয়া চলিতেছে। দেখিলেন;—একখানি খোলা ফিটানগাড়ির পশ্চাদ্‌ভাগে একটী সিংহ ও একটী ব্যাঘ্র এবং সম্মুখভাগে দুইটী গর্দ্দভ বসিয়া আছে। দেখিলেন;—একখানি ব্রুহামগাড়ীর মধ্যে রাক্ষসযুগল বসিয়া আনন্দে কোলাহল করিতেছে; দেখিলেন;—একখানি পালকী গাড়ীতে কতকগুলি বানর বোঝাই।

এইরূপে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত রাস্তার ধারে দাঁড়াইয়া অভাবনীয় ও অত্যাশ্চর্য্য আনন্দ উপভোগ করিয়া যুবকের আশা মিটিল না। তিনি তৎক্ষণাৎ নগরে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন;—পূর্ব্বে যে সকল বৈটকখানায় কমনীয় কান্তিশালী ধনীগণ নানাবিধ রত্নাভরণে ভূষিত হইয়া দীপ্তিমান্ সূর্য্যের ন্যায় বিরাজ করিতেছিলেন, এখন সেই সকল বৈটকখানা গাধার দলে বোঝাই। দেখিলেন;—যে সকল রাজা মহারাজা বা নবাব বাদসাহাগণ সাক্ষাত ধর্ম্মাবতারের ন্যায় বোধ হইয়াছিল, এখন তাহারা এক একটী প্রকাণ্ড সিংহ ব্যাঘ্র বা শূকর মহিষাদির ন্যায়। দেখিলেন;—যে সকল কুলযুবতিগণকে ইতিপূর্ব্বে স্বর্গের অপ্সরার ন্যায় বোধ হইয়াছিল, এখন তাহারা কেহ রাক্ষসী, কেহ দানবী, কেহ মায়াবিনী কেহ বা পিশাচীর ন্যায় অবস্থিতি করিতেছে। দেখিলেন;—যে সকল সুশিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ সাধারণ্যে অতি কৃতবিদ্য ও মহাত্মা বলিয়া পরিগণিত; এখন তাহারা এক একটী পাঁঠা ও মেড়ার সদৃশ আকৃতিবিশিষ্ট। দেখিলেন;—যে সকল ব্যবসায়ী বা বণিক সম্প্রদায় পরমসাধু ও ভক্ত বলিয়া সমাজে পরিগণিত, এখন তাহারা উল্লুক ও পেচকের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট। দেখিলেন;—যে সকল সংবাদপত্র-সম্পাদক সাধারণের নিকট অতি সদাশয়, পরমদেশহিতৈষী ও সর্ব্বথা পরোপকারী বলিয়া পরিগণিত, এখন তাহারা ধূর্ত্ত কাক ও শৃগাল শকুনি সদৃশ। দেখিলেন;—আমাদের ন্যায় যে সকল চিকিৎসক, সমাজমধ্যে বেশ দয়ালু, সুপণ্ডিত ও সদনুষ্ঠানকারী বলিয়া পরিচিত, এখন তাহারা যারপর নাই নীচাশয় কুকুর বিড়াল সদৃশ আকৃতিবিশিষ্ট।

এইরূপে তিনি নূতন নূতন দৃশ্য দর্শনে অভূতপূর্ব্ব আনন্দে আনন্দিত হইয়া ক্রমশই সমস্ত নগর তন্ন তন্নরূপে পরিভ্রমণ করিলেন; কি এতবড় প্রকাণ্ডনগরে এত লক্ষ লক্ষ লোকের মধ্যে যোগি-জনোপদিষ্ট একজন মানুষও দেখিতে পাইলেন না।

অনন্তর যুবক ধীরে ধীরে আনন্দের সহিত রাস্তার দুইপার্শ্বে পূর্ব্ববৎ শৃগাল, কুক্কুর, সিংহ, ব্যাঘ্র, ভল্লুক, গণ্ডার সকল দেখিতে দেখিতে সহসা দেখিলেন;—রাস্তার একপার্শ্বে একখানি ক্ষুদ্র কুটীরে একজন যথার্থ মনুষ্যাকৃতিবিশিষ্ট মানুষ বসিয়া জুতাসেলাই করিতেছেন! অনেকক্ষণ বহুপরিশ্রমের পর তিনি একজন চর্ম্মকার অথচ যথার্থ মনুষ্যকে জুতাসেলাই কার্য্যে ব্যাপৃত দেখিয়া যারপর নাই

বিস্ময়ের সহিত ত্বরিতগমনে তাঁহার সম্মুখীন হইবামাত্র চর্ম্মকার সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান করিয়া যুবককে যথোচিত অভিবাদন ও আসন প্রদানপূর্ব্বক কহিলেন মহাশয়! বসিতে আজ্ঞা হউক, কি মনে করিয়া এ অধম নীচজাতি চর্ম্মকারের কুটীরে পদার্পণ করিয়াছেন? আপনার আকার প্রকারে আপনাকে একজন বেশ সুশিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি বলিয়া বোধ হইতেছে। আহা! মুখখানি শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। বোধ হয় অদ্য আহার করেন নাই, অতএব যদি অনুমতি হয়, তবে হস্তপদ প্রক্ষালনের জন্য জল আনিয়া দিই এবং আমার ন্যায় চর্ম্মকার-জনোচিত যাহা ফলমূলাদি আপনাকে দিবার অধিকারী, তাহাও আনিয়া দিই। যুবক, চর্ম্মকারের এবম্বিধ অভাবনীয় শিষ্টাচার দর্শনে (যাহার কণামাত্র শিষ্টাচারও তিনি সমস্ত সহর ভ্রমণ করিয়া ইতিপূর্ব্বে দেখিতে পান নাই) যারপর নাই বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া কহিলেন ভদ্র! আপনার এই অসামান্য অথিতিসৎকার দেখিয়া আমি যে কি পর্য্যন্ত আহ্লাদিত হইয়াছি, তাহা আর বলিতে পারি না। অতএব আপনি চর্ম্মকার নহেন, আপনিই এ সংসারে যথার্থ মনুষ্য, আপনি মনুষ্য নহেন, আপনিই দেবতা; সুতরাং আমার বিশ্বাস আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হইলেই আমার সকল দুঃখ দূর হয়। চর্ম্মকার এ সকল কথায় তখন আদৌ কর্ণপাত না করিয়া যথাসাধ্য যত্নের সহিত তাঁহার আহারের বন্দবস্ত করিয়া দিলেন।

জাতিতে চর্ম্মকার ও ব্যবসায়ে জুতাপ্রস্তুতকারক হইলেও তাঁহার অন্তঃকরণ কিন্তু ভাটপাড়া ও নবদ্বীপের গুরুঠাকুরগণের অপেক্ষাও মহৎ ছিল। তিনি প্রকৃতই বিষয়বিতৃষ্ণ ছিলেন বলিয়া উক্ত সহরের মধ্যে একজন প্রধান কারিকর হইয়াও সে সকল উপার্জ্জন পন্থায় না গিয়া কেবলমাত্র জুতাসেলাইদ্বারা যৎকিঞ্চিৎ যাহা কিছু পাইতেন, তদ্দ্বারা দৈনিক ব্যয় মহান্ আনন্দের সহিত নির্ব্বাহ করিয়া সুখী থাকিতেন। কিন্তু যুবকের অবস্থিতির দিন হইতে তাঁহার খাটুনীর বৃদ্ধি হইল। তিনি নিজের ও নবাগত অতিথির গ্রাসাচ্ছাদনজন্য প্রাণপনে পরিশ্রম করিতে আরম্ভ করিলেন। অপরন্তু সুশিক্ষিত ভদ্রলোকটীকে কেমন করিয়া রাজদরবারে কোন একটী চাকুরীতে নিযুক্ত করিয়া দিতে পারিবেন, ইহাই তাঁহার জপমালা হইল। অনেক বিবেচনার পর বুঝিলেন যে, কোনরূপে একবার রাজমন্ত্রীর সহিত এই যুবকের পরিচয় করাইয়া দিতে পারিলেই বোধ হয় কার্য্যসিদ্ধি হইতে পারে, কিন্তু

তাঁহার ন্যায় ব্যক্তির রাজদরবারে প্রবেশ করা বিশেষতঃ প্রবেশ করিয়া রাজানুগ্রহ লাভ করা ত বড় সোজা কথা নহে। এই ভাবিয়া তিনি সেই দিন হইতে যথাসাধ্য পরিশ্রম করিয়া একজোড়া অত্যুৎকৃষ্ট জুতা প্রস্তুত করিয়া রাজমন্ত্রীর সহিত সাক্ষাত করিলেন। রাজমন্ত্রী, চর্ম্মকার প্রদত্ত অসাধারণ কারুকার্য্যসম্পন্ন বিনামাযুগল দর্শনে পরম সন্তুষ্ট ও যারপর নাই প্রসন্ন হইয়া কহিলেন, তোমার প্রদত্ত উপহারের বিনিময়ে কোন্ দ্রব্য প্রাপ্ত হইলে তুমি আপনাকে সুখী বোধ করিতে পার? তখন দেবহৃদয় চর্ম্মকার অবসর বুঝিয়া তাঁহার কুটীরস্থিত সুশিক্ষিত গরিব যুবকের বিষয় আদ্যোপান্ত নিবেদন করিয়া রাজদরবারে একটী চাকুরীর প্রার্থনা করিলেন। রাজমন্ত্রী তথাস্তু বলিয়া সেই দিনেই ভদ্রলোকটীকে একটী যোগ্যপদে নিযুক্ত ও সাত্ত্বিক চর্ম্মকারের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিয়া দিয়া সত্বগুণের সম্মান রক্ষা করিলেন।

গল্পটীর এই খানেই উপসংহার করিলাম। কিন্তু সত্বাদিগুণত্রয়ের সম্বন্ধে এখনও আমাদের বিস্তর কথা বলিবার আছে। অতএব আশা করি, পাঠকগণও ধৈর্য্যধারণপূর্ব্বক সত্বাদি গুণকাহিনী শুনিবার জন্য উৎকণ্ঠিত থাকিবেন।

ক্রমশঃ—

সম্পাদক।

ডাক্তার পুলিন বাবু ও পিপাসায় গরমজল।

মাননীয় ডাক্তার শ্রীযুক্ত জগদ্বন্ধু বাবু তাঁহার লিখিত "ভৈজষ্যতত্ত্ব" নামক প্রবন্ধে বড় দুঃখেই বলিয়াছেন "উপস্থিত ক্ষেত্রে ইয়ুরোপীয়েরা যে বিষয়ে শিক্ষা না দিবেন, সে বিষয়ের জ্ঞান অধঃপতিত পরপদ-দলিত, মনুষ্যত্ব-বর্জ্জিত বঙ্গবাসীর নিকট আশা করা দুরাশামাত্র"। ডাক্তার জগদ্বন্ধু বাবুর লিখিত একথার উপর আমাদের অনেক কথা বলিবার থাকিলেও আজ্ কিন্তু একটী মাত্র কথা তুলিয়া তাঁহার এ সকল বাক্যের সত্যতা প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিব।

সকলেই জানেন এলোপ্যাথই হউন, আর হোমিওপ্যাথই হউন, জ্বর-বিকার বা ওলাউঠা আদি রোগে রোগীর বিজাতীয় তৃষ্ণা উপস্থিত হইলে তত্তৎস্থলে তৃষ্ণা শান্তির নিমিত্ত উক্ত উভয় সম্প্রদায়ের চিকিৎসকই ক্রমাগত

বরফজল অথবা তদভাবে শীতল জল পান করিতে দিয়া থাকেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, দেশীয় বৈদ্যপ্যাথ কিন্তু এ নিয়মের সম্পূর্ণ বিরোধী, অর্থাৎ তাঁহারা উক্ত উভয়বিধ স্থলে যতই অধিক তৃষ্ণাদ্বারা রোগী অভিভূত হইবেক, ততই রোগীকে রকমারী করিয়া উষ্ণজল পানেরই ব্যবস্থা দিয়া থাকেন। সুতরাং কোথায় বরফের ন্যায় ঠাণ্ডা জলের ব্যবস্থা, আর কোথায় কড়া উষ্ণ পানীয়ের ব্যবস্থা।

এখন কথা এই যে, এই উভয়বিধ ব্যবস্থাই কাহারও স্বকপোলকল্পিত নহে। সকলেই অবশ্য স্ব স্ব মূলশাস্ত্রের দোহাই দিয়া এরূপ ব্যবস্থায় অনুমোদন করিয়া থাকেন। তন্মধ্যে এলোপ্যাথ ও হোমিওপ্যাথ আদি বৈদেশিক মহাত্মারা কিরূপ বিজ্ঞানবলে এরূপ শীতলজল প্রদান করেন, তাহা আমরা জানি না, তবে দেশীয় বৈদ্য মহাশয়েরা কি যুক্তিতে ঐ ঐ অবস্থায় উষ্ণপানীয়ের ব্যবস্থা করেন, তাহাই এস্থলে অগ্রে সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ লিখিতেছি, চরক বলেন;——

"প্রায়ই আমাশয়-সমুত্থ জ্বর ও অজীর্ণাদি রোগ এবং তাহাদের তৃষ্ণাদি উপসর্গ শান্তির পক্ষে আবশ্যকানুসারে প্রভূত অথবা অত্যল্প উষ্ণজল পান করিতে দেওয়া সর্ব্বথা আবশ্যক। যেহেতু অধিকাংশ আমাশয় সমুত্থ রোগে উষ্ণজল দোষপরিপাচনে একান্ত সমর্থ। অপিচ অধিক পরিমাণে উষ্ণ পানীয় এই অবস্থায় বায়ুর অনুলোমকারক; অগ্নি দীপ্তিজনক, ভুক্ত বস্তুর পরিপাচক এবং শ্লেষ্মার পরিশোষক হইয়া থাকে। অপরন্তু অল্প পরিমাণে উষ্ণ পানীয় কেবলমাত্র তৃষ্ণার উপশম করিয়া থাকে।"

চরকের এই কথা শুনিয়া পাছে সর্ব্বপ্রকার জ্বরেই চিকিৎসকেরা উষ্ণজল পানের ব্যবস্থা করেন, এই ভয়ে পর ক্ষণেই আবার সাধারণকে সাবধান করার জন্যই চরক বলিতেছেন;——

"উষ্ণজল জ্বরাদি রোগে এহেন উপকারী হইলেও দাহ, ভ্রম ও প্রলাপযুক্ত অত্যন্ত প্রকুপিত পিত্তজ্বরে উষ্ণজল পান করিতে দিলে ঐ প্রলাপাদি উপসর্গের বরং বৃদ্ধিই হইয়া থাকে। কিন্তু শীতলজল পানে উক্ত উপসর্গ সকলের শান্তি হইয়া থাকে।"

"উষ্ণেন হি দাহভ্রমপ্রলাপাতিসারা ভূয়োঽভিবর্দ্ধন্তে শীতেনোপশাম্যন্তীতি।" চরকবিমানস্থান।

তৃষ্ণায় উষ্ণজলপান সম্বন্ধে চরক এই কথা বলিয়াই নিশ্চিন্ত হন্ নাই। তিনি এই শীতোষ্ণ পানীয় সম্বন্ধে আরও অনেক কথা বলিয়াছেন, সাধারণের অবগতির জন্য আমরা নিম্নে সংক্ষেপে আরও একটু উল্লেখ করিতেছি যথা ;—

অম্লপিত্ত, দাহ, মূর্চ্ছা, চক্ষুতে অন্ধকার দর্শন, ক্লান্তি, মদাত্যয়, রক্তপিত্ত, বিষ ও পিত্তদোষে স্বাভাবিক শীতল জলপান প্রশস্ত। সন্নিপাতরোগে শৃত-শীতলজল (ঔষধাদি সংযোগে সিদ্ধ জলের নাম শৃত শীতলজল) এবং হিক্কা, শ্বাস, নবজ্বর, নাসারোগ, ঘৃত পানের পর, পার্শ্ববেদনা, কফ ও বাতব্যাধি কৃত সর্ব্বপ্রকার ব্যাধি এবং যে সমস্ত ব্যক্তির বমন বা বিরেচক ঔষধ সেবনে উক্ত উভয় ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়াছে, তাহাদের সকলেরই পক্ষে উষ্ণজল পান প্রশস্ত।

এই ত শীতল ও উষ্ণজল ব্যবহারের সংক্ষেপ বিধি উক্ত হইল, আবার কোন্ কোন্ রোগে (কি শীতল কি উষ্ণ) একবারেই জলপান একান্ত অহিতকর সুতরাং নিষিদ্ধ, তাহাও চরক তারস্বরে ঘোষণা করিতে বিরত হন্ নাই।

যে সকলরোগে জলপান অত্যন্ত অহিতকর।

"পাণ্ডুশোথোদরপীনস মেহগুল্মমন্দানলাতিসারেষু
প্লীহ্নি চ ন তোয়ং হিতং কামমশক্যে পিবেদল্পং॥"

"অর্থাৎ পাণ্ডু, শোথ, উদর, পীনস, মেহ, গুল্ম, মন্দাগ্নি, অতীসার ও প্লীহা এই সমুদায় রোগে জলপান অত্যন্ত অহিতকর, কিন্তু নিতান্ত অসহ্য হইলে অল্পমাত্রায় পান করিবে।"

কেননা পরক্ষণেই চরক বলিতেছেন ;—

"রোগাক্রান্ত দীনব্যক্তি তৃষ্ণাভিভূত হইয়া জল চাহিয়া যদি না পায়, তবে তাহার শীঘ্রই মরণ অথবা দীর্ঘকালস্থায়ী রোগের উৎপত্তি হইয়া থাকে"।

আমাদের কথা।

জ্ঞানবান্ পাঠক বিচার করুন, চরকের এই সংক্ষিপ্ত উপদেশগুলি কত-দূর মূল্যবান্। এমন কি, ইহার এক একটী বাক্যের ন্যায় মূল্যবান্ বাক্য এ জগতের আর কোন দেশে কোন ব্যক্তির দ্বারাও প্রকাশিত হইয়াছে কি না, তাহা আমাদের বুদ্ধির অগম্য। কেবল পিপাসায় গরম জল বলিয়া নহে, উপরে যে সকল রোগভেদে শীতল ও উষ্ণ জলপানের ব্যবস্থা উল্লিখিত হইল, উহার একটীমাত্র বাক্যও নিরর্থক নহে। বিশেষতঃ পাণ্ডু, শোথ ও উদরাদি-

রোগে জলপান একবারেই নিষিদ্ধ, এই শেষোক্ত বাক্যগুলির বিষয় যিনি এক-বার ধীরভাবে চিন্তা করিয়া দেখিয়াছেন, তিনিই বেশ বুঝিতে পারিয়াছেন যে, ঋষিবাক্য কিরূপ অভ্রান্ত ও অত্যাশ্চর্য্য গুণদায়ক। বলিতে কি, যে তৃষ্ণার শান্তি তোমার বৈদেশিক বিশমোন বরফ জলে কিছুই হইতেছে না, সাহস করিয়া বলিতে পারি যে, দেশীব্যাপারের খানিকটা তীব্র উষ্ণজলে কয়েকটা ধনে বা মৌরীদ্বারা পুটুলি করিয়া তাহাই সেই উষ্ণজলে ফেলিয়া বারকয়েক চুষিতে দিলেই তৎক্ষণাৎ সে তৃষ্ণার নিবারণ হইতে পারে। শত শত এলোপ্যাথ ও হোমিওপ্যাথ ডাক্তার যে পাণ্ডু, শোথ বা উদর অথবা গ্রহণী আদি অজীর্ণরোগের দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত চিকিৎসা করিয়াও কিছুই করিতে পারিতেছেন না, এখনও এ হতভাগ্য দেশের একজন নগণ্য ছেঁড়া বদ্দি নিশ্চয়ই সেই সেই স্থলে সেই রোগীর কেবলমাত্র জলপান বন্ধ করিয়া যাহা কিছু একটা ঔষধ দিয়া ৫।৭ দিনেই সাক্ষাত ধন্বন্তরির ন্যায় সেই রোগীর রোগ মোচন করিয়া দিতেছেন।

আহা! ডাক্তার পুলিনবাবু বড় কথাই বলিয়াছেন, তিনি গতসংখ্যক সম্মিলনীতে "পিপাসায় গরম জল" প্রবন্ধে লিখিয়াছেন ;—"ডাক্তারেরা গরম জলে একবারেই চটা, তাঁহাদের ব্যবস্থা হচ্ছে আন লেমনেড দেও বরফ"। তিনি আরও বেশ যুক্তিপ্রদর্শন করিয়া লিখিয়াছেন ;—"আমি পুনঃ পুনঃ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি যে, জ্বরের বা ওলাউঠার দারুণ পিপাসায় অথবা বমিতে গরমজল মহৌষধ"। এই বলিয়া তিনি নানাবিধ দৃষ্টান্ত দিয়া ইহার সত্যতা প্রতিপাদন করিয়াছেন।

এখন কথা এই যে, ডাক্তার পুলিনবাবু একজন যে সে ডাক্তার নহেন, হাতুড়ে নন, নব্য নন্, মূর্খ নন অথচ এম্, বি, পাশওয়ালা, তাঁহাতে পাণ্ডিত্য আছে, পশার প্রতিপত্তিও যথেষ্ট আছে, আবার বয়সেও প্রবীণত্ব আছে। অথচ তাঁহার চরকের সঙ্গেও কোন সম্পর্কই নাই, সুতরাং এহেন ডাক্তার পুলিনবাবু আজ্ একজন উচ্চশ্রেণীর এলোপ্যাথি ডাক্তার হইয়াও নিজেদের শীতলজল ব্যবহারকে নিন্দনীয় বলিয়া ঘোষণা করিয়া বদ্দিমতের উষ্ণজল ব্যবহারের সুখ্যাতি করিতেছেন, সুতরাং ইহা কি একটী ভাবিবার বিশেষতঃ আন্দোলন আলোচনা করিবার কথা নহে? আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এদেশ এমনই শ্মশানে পরিণত হইয়াছে যে, এমন একটী বৈজ্ঞানিক অথচ সর্ব্বসাধারণের

যারপর নাই হিতকর কথাটা সাধারণের নিকট একবার খবরেই আসিল না। কথাটা ঋষিবাক্য বলিয়া খবরে না আসাতে আমরা কিছুমাত্রই দুঃখিত নহি, কেননা ভারতের ষোল আনা ঋষিবাক্যই যে, বহুকাল হইতেই ভূগর্ভে নিহিত হইয়া পড়িয়াছে, তাহা আমরা বিলক্ষণই জানি; তবে আমাদের দুঃখ এই যে, আধুনিক ইংরাজী দীক্ষায় দীক্ষিত ডাক্তার পুলিনবাবুর ন্যায় সুবিজ্ঞ ব্যক্তির এ কথায় সাধারণে মনঃসংযোগ না করেন কেন? অথবা এই প্রবন্ধের সর্ব্বপ্রথমেই ত ডাক্তার জগদ্বন্ধুবাবুর উক্তি উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছি যে, ইয়ুরোপীয়েরা যে বিষয়ের শিক্ষা না দিবেন, সে জ্ঞান জ্ঞানই নহে, সে শিক্ষা শিক্ষার মধ্যেই গণ্য নহে; সে সত্য, প্রগাঢ় সত্য হইলেও ইংরাজী মিথ্যা হইতেও অতীব ঘৃণার্হ, সুতরাং অবিশ্বাস্য; সে বিজ্ঞান বিজ্ঞানশাস্ত্রের শীর্ষস্থানীয় হইলেও অবিজ্ঞানের চূড়ামণী! সুতরাং চিকিৎসা-সম্মিলনী সম্পাদক সম্মিলনীই লিখুন, আর ডাক্তার পুলিনবাবু গরম জলের ব্যবস্থাই দিউন, কিম্বা ডাক্তার-কুলতিলক জগদ্বন্ধুবাবু দেশী ঔষধ কুকৃশিমা বা আয়াপানের অসাধারণ বাহাদুরীই দেখান, ভবী কিন্তু কোনমতেই ভুলিবার নহে, প্রগাঢ় নিদ্রায় মৃতবৎ নিদ্রিত ভারতবাসীর চৈতন্য কিন্তু কিছুতেই হইবার নহে! তবে হয়, আজ্ যদি শ্বেতমুখ দিয়া এই সকল কথা উচ্চারিত হয়, ইংরাজেরা আজ্ যদি প্রাণ খুলিয়া বলেন যে, গ্রীষ্মপ্রধান দেশীয় দুর্ব্বল ভারতবাসীর পক্ষে ভারতীয় মৃদু-বীর্য্য গাছগাছড়া ঔষধই সর্ব্বতোভাবে প্রশস্ত ও গুণদায়ক, তবেই দেখ, দেশীয় ঔষধের গুণগরিমায় আজ্ জগৎ প্রতিধ্বনিত হয়। কিন্তু এমন মহাত্মা ইংরাজ ডাক্তার এ ভারতে একজনও আছেন কি?

সম্পাদক।

এক অমৃতাদি পাঁচনের অসীম ক্ষমতা দেখুন।

এলোপ্যাথই হউন, আর হোমিওপ্যাথই হউন, মৃতপ্রায় বৈদ্যশাস্ত্রের সর্ব্বপ্রকার গুণপনার কথা ছাড়িয়া দিয়াও এখনও ২।৪টা পাঁচনের যেরূপ অত্যাশ্চর্য্য ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাতে সময় সময় উক্ত উভয় সম্প্রদায়ের ডাক্তার বাবুরা মস্তক অবনত না করিয়া থাকিতে পারেন না। নিম্নে একটী সত্য ঘটনার উল্লেখ করিয়া এই কথার সত্যতা প্রতিপাদন করিতেছি।

প্রায় একমাস অতীত হইতে চলিল, সুপ্রসিদ্ধ জনাঞীগ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত

বাবু রামচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় (যিনি এখন শিবপুরে থাকেন ও কলিকাতা শিমলার ট্রেনিংএকাডমির স্বত্বাধিকারী) মহাশয়ের সরকার অথচ নিকট আত্মীয় কোন ভদ্রলোকের একটী ৭।৮ বৎসরের কন্যার ঠিক্ জানি না এবং বুঝিতেও পারি নাই, যে কি কারণে পায়ের নখ হইতে মস্তকের তালুপর্য্যন্ত সর্ব্বাঙ্গে এক একটী টাকা ও আধুলীর ন্যায় এমন ভয়ানক চক্রাকার চিহ্ন সকল বাহির হইয়াছিল, যাহা দেখিয়া আমাদিগকে ভীত হইতে হইয়াছিল। এমন কি, যখন সেই কন্যাটীকে আনিয়া আমাদের নিকট উপস্থিত করিলেন, তখন অনেকগুলি রোগী লইয়া আমরা বড়ই ব্যতিব্যস্ত ছিলাম, কিন্তু কন্যাটী আসিবামাত্রেই আমরা সকলেই অবাক্ হইয়া একদৃষ্টিতে তাহাকে দেখিতে লাগিলাম। কন্যাটী আসিয়া বিছানার যে স্থানে বসিল, অনতিবিলম্বে সেই স্থানটী কন্যাটীর গায়ের সেই সকল চক্রাকার হইতে এত খোস উঠিতে লাগিল যে, তাহা দেখিয়া সকলে আরও বিস্মিত হইয়া গেলেন।

প্রথমে দেখিয়াই সন্দেহ হইল যে, পাছে পারার দোষেই বা এরূপ হইয়াছে, কিন্তু জিজ্ঞাসা করিয়া সে সন্দেহ সম্যক্ দূর হইল, অগত্যা শীতপিত্ত ও বিসর্প বিস্ফোটকাদি রোগ নির্ব্বাচন করিয়াই লইতে হইল, কিন্তু যখন রোগীর অভিভাবকের নিকট হইতে শুনিলাম যে, প্রায় ৬ মাসেরও অধিককাল হইতে এই সহরস্থ উপযুক্ত এলোপ্যাথি হোমিওপ্যাথি চিকিৎসকদ্বারা যথারীতি চিকিৎসা করাইয়াও এপর্য্যন্ত কিছুমাত্রই উপকার দর্শে নাই, তখন ত মনে মনে প্রকৃতপক্ষে একবারেই হতাশ হইয়া পড়িলাম। কেন না একেই ত রোগ নির্ব্বাচনে বিষম সন্দেহ, তার উপর ৬ মাসকাল উপযুক্ত এলোপ্যাথও হোমিওপ্যাথ ডাক্তারে দেখিয়াও কোনই উপকার দর্শে নাই, ইহা শুনিয়া প্রকৃতই কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলাম।

যাহা হউক, অবশেষে আমাদের যেমন বাঁধাবাঁধি একটা নিয়ম আছে, ঠিক্ সেই নিয়মেরই বশবর্ত্তী হইয়া রোগীকে একটা নগণ্য বটীকা দুই বেলা গুলঞ্চের রস ও মধুসহ এবং অমৃতাদি পাঁচন দুই বেলা সেবনের জন্য লিখিয়া দিয়া তখনকার মত বিদায় করিয়া দিলাম। পাঠকমহাশয়গণ! শুনিয়া স্তম্ভিত হইবেন যে, ঠিক্ তিন দিনের পরেই পুনর্ব্বার কন্যাটীকে সঙ্গে লইয়া আশাতে আমরা প্রথমতঃ তাহাকে দেখিয়া চিনিয়াই উঠিতে পারি নাই। সে ভয়ানক বড় বড় চক্রাকার তাহার শরীরে আর নাই, সে গুঁড়া গুঁড়া তাহার শরীর হইতে যাহা সর্ব্বদা পড়িত, তাহাও তখন আর পড়ে না, কন্যার অভিভাবক, উচ্চৈঃস্বরে বার বার বলিতে লাগিলেন, কবিরাজ মহাশয়! আপনিই ধন্বন্তরি! কিন্তু আমি মনে মনে ভাবিলাম যে, আমি যেরূপ ধন্বন্তরি, তাহা আমিই জানি, তবে অবশ্য জগন্মান্য ঋষিগণই এস্থানে নিশ্চয়ই ধন্বন্তরি। কেননা যাঁহাদের আবিষ্কৃত পাঁচনদ্বারাই এস্থলে এরূপ অভাবনীয় উপকার দর্শিয়াছে।

কিন্তু কেবল কি, এই একটীমাত্র স্থলেই অমৃতাদিপাঁচনের দ্বারা এরূপ অভাবনীয় ফল দর্শিতে দেখিলাম? তাত নয়, এইরূপ কত শত বালক বালিকা যুবক ও বৃদ্ধগণের গায়ের চুলকনা ও চক্রাকার ইত্যাদির শান্তি যে দেশীয় কবিরাজ মহাশয়েরা এই অমৃতাদি পাঁচনদ্বারা করিয়া থাকেন, তাহার আর ইয়ত্তা নাই। আক্ষেপের বিষয় এই যে, এ সকল দেশী ব্যাপার বলিয়া প্রায় কেহই এ সকল ব্যাপারে একবার ভ্রমেও দৃষ্টিপাত করেন না। যদি তাহাই দেশের লোকের বিশ্বাস থাকিবে, তবে তাঁহারা গৃহস্থিত এমন মণিমুক্তা-সমূহকে পদাঘাত করিয়া বৈদেশিক আবর্জ্জনারাশি মস্তকে ও কণ্ঠে ধারণ করিবেন কেন? যাহাহউক, নিম্নে অমৃতাদিপাঁচনের তালিকা প্রদান করি-তেছি যথা;—

গুলঞ্চ—
বাকসমূলের ছাল—
পল্‌তা—
মুথা—
ছাতিমছাল—
খদির কাষ্ঠ—
*অসিতবেত্র— *(পাওয়া যায় না, সুতরাং ইহার পরিবর্ত্তে আমরা একভাগ গুলঞ্চ দিয়া থাকি।)*
নিমপাতা—
হরিদ্রা—
দারুহরিদ্রা—

ঐ সমুদায় দ্রব্যের মোট ওজন ১৷০ তোলা লইতে হইবে। কাঁচা দ্রব্যগুলি ওজনে একটু বেশী লইলেও ক্ষতি নাই। এক তোড়া ভিজা /৷০ অর্দ্ধসের জলে সিদ্ধ করিয়া ৵০ অর্দ্ধপোয়া শেষ নামাইয়া প্রাতে সেবন করিতে দিবে।

এই ত শাস্ত্রীয় কথা, আমরা কিন্তু অনেকস্থলেই শাস্ত্রছাড়া নিজের মত-লবেই চলিয়া থাকি। সুতরাং আমরা এই অমৃতাদিপাচনটী অনেকস্থলেই বর্দ্ধিত আকারে ব্যবহার করিয়া থাকি। যথাঃ—উপরোক্ত গুলঞ্চ প্রভৃতি দ্রব্য ছাড়া উহার সহিত হরীতকী, বহেড়া, আমলকী, রক্তচন্দন, চিরতা, ক্ষেৎপাপড়া এবং দাস্ত পরিষ্কার না থাকিলে কট্‌কী অতিরিক্ত দিয়া থাকি। দ্রব্যের সংখ্যা ১৫। ১৬ বা ১৭ যাহাই হউক, প্রত্যেক।০ চারি আনা ওজনে লইয়া৸০ তিনপুয়া জলে জ্বাল দিয়া ৶০ তিন ছটাক শেষ নামাইয়া তাহার অর্দ্ধেক প্রাতে ও অর্দ্ধেক বৈকালে পান করিতে দিয়া থাকি। বালক বালি-কার পক্ষে অবশ্য দ্রব্যের ওজন অর্দ্ধেক সুতরাং জলও অর্দ্ধেক লওয়া আবশ্যক। আর রোগীর দাস্ত স্বাভাবিক পরিষ্কার থাকিলে সে স্থলে কট্‌কী দেওয়া বিধেয় নহে। সম্পাদক।

——

ভৈষজ্য-তত্ত্ব।

লেখক—শ্রীযুক্ত ডাক্তার জগদ্বন্ধু বসু, এম্, ডি, এফ, সি, ইউ।

সুলভ রক্তরোধক।

সাধারণতঃ শোণিতস্রাব নিবারণ উদ্দেশে আমরা সচরাচর যে সমস্ত ইউ-রোপীয় ঔষধ-ব্যবস্থা করিয়া থাকি; তৎসমস্তই যে সর্ব্বত্র কার্য্যকারী হয়, তাহা নহে। অনেক সময়ে ঐ সমস্ত ঔষধের উপকার আদৌ অনুভব করিতে পারা যায় না। ঐরূপ শক্তিবিশিষ্ট ঔষধ আমাদের আশেপাশেও বিস্তর বর্ত্ত-মান রহিয়াছে। আমরা কেবল অজ্ঞতাবশতঃ তদ্রূপ সুলভ ঔষধসমূহ ব্যবহার করিতে পারিতেছি না। আমাদিগের পাঠক মহাশয়গণ যদ্যপি অনুগ্রহপূর্ব্বক তদ্রূপ সুলভ ঔষধসমূহের বিস্তারিত বিবরণ এবং তৎসহ স্বীয় অভিজ্ঞতার ফল প্রকাশ করেন, তাহা হইলে অনভিজ্ঞ পাঠকবর্গের এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসাবিজ্ঞান ও চিকিৎসাব্যবসায়ের যথেষ্ট উপকার সাধিত হইতে পারে।

চিকিৎসাবিষয়ক দুইটী বিভাগ, একটী চিকিৎসাবিজ্ঞান, অপরটী চিকিৎসা-ব্যবসা। প্রথমটী কেবলমাত্র সুশিক্ষিত সম্প্রদায়ের উপরে ন্যস্ত। দ্বিতীয়টী লইয়া সাধারণ চিকিৎসকগণ দু পয়সা উপার্জ্জন করিয়া থাকেন। ইহাঁরা কেবল মাত্র চিকিৎসাবিজ্ঞানের ফলশ্রুতি শিক্ষা করেন, কি ঔষধ প্রয়োগে কোন্ পীড়া আরোগ্য হয়, ইহাই একমাত্র শেষোক্ত সম্প্রদায়ের শিক্ষা। ঐ ঔষধ প্রয়োগে ঐ পীড়া বা লক্ষণ কেন যে আরোগ্য হইল, তাহা চিকিৎসা-বিজ্ঞানবিৎ ব্যতীত চিকিৎসাব্যবসায়ীর তেমন বিশেষ আবশ্যক করে না। এই কারণবশতঃ আমাদের বর্ত্তমান অবস্থায় সুলভ ঔষধের ফলশ্রুতি প্রচার ব্যতীত বৈজ্ঞানিক শক্তি যথাতথ প্রচার করা সম্ভবপর নহে।

বিশল্যকরণী।

বিশল্যকরণী বল্যা ব্রণসন্ধানকারিণী।
বারয়েচ্ছোণিতস্রাবং রক্তাতিসারমুল্বনং॥

আত্রেয়সংহিতা।

অপর সংজ্ঞা—আয়াপান, বিশল্যকরলী।

কম্পোজিসি জাতীয় গাছ।

স্বরূপ—ইহা লতা বা গুল্মজাতীয় গাছ। সরস স্থানে জন্মে। বঙ্গ-

দেশের সর্ব্বত্রই স্বভাবজাতরূপে যথেষ্ট উৎপন্ন হয়। বর্ষাসময়ে গাছ সতেজ এবং সম্পূর্ণ বর্দ্ধিত হয়। সাধারণতঃ অর্দ্ধ হস্ত হইতে এক গজ পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত হয়। ডাঁটা সচরাচর এক যব পরিমাণ স্থূল। এক গ্রন্থি হইতে অপর গ্রন্থির বিস্তার ½—৪ ইঞ্চ, প্রত্যেক গ্রন্থির পরস্পর বিপরীতদিক হইতে দুইটী পত্র নির্গত হয়। পত্রের আকৃতি বল্লম বা লাঙ্গলের ফালের সদৃশ। তৎসঙ্গে বিভিন্নতা এই যে, ঐ যন্ত্রের কটিদেশ সহসা অত্যন্ত ক্ষীণ হয়; কিন্তু বিশল্যকরণীর পত্রের কটিদেশ তদপেক্ষা অল্প ক্ষীণ। প্রত্যেক পত্রের এবং ডাঁটার সংযোগস্থল হইতে শাখা নির্গত হয়। পত্রের দৈর্ঘ্য ২—৬ এবং বিস্তার ½—১½ ইঞ্চ। ডাঁটার সহিত পত্রের সংযোগস্থলে উভয়দিগের পত্রের কিনারা পরস্পর একত্রে মিলিত হইয়া থাকে। পত্রের ঊর্দ্ধ এবং অধঃপ্রদেশ কয়েকটী শিরাদ্বারা চিহ্নিত। ঊর্দ্ধদেশের শিরাসমূহ ঈষৎ লাল এবং অধঃদেশের শিরাসমূহ অল্প হরিতবর্ণবিশিষ্ট। পত্রের ঊর্দ্ধদেশ গাঢ় সবুজ এবং অধোদেশ তদপেক্ষা অল্প সাদাভাবযুক্ত। ডাঁটার বর্ণ লাল।

রামায়ণে গাছের বর্ণনায় লিখিত আছে।—

আর শৃঙ্গে আছে তার খরতর নদী।
নদীর দুকুলে আছে মৃত্যুর ঔষধি॥
নীলবর্ণ ফল ফুল পিঙ্গলবর্ণ পাতা।
রাঙ্গাবর্ণ ডাঁটা তার স্বর্ণবর্ণ লতা॥
আনহ ঔষধ হেন বিশল্যকরণী।
* * * *॥

কীর্ত্তিবাস।

এই বর্ণনায় যে কতকটা সত্য আছে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

পত্র চর্ব্বণ বা অঙ্গুলিদ্বারা ঘর্ষণ করিলে ঈষৎ উগ্র সৎগন্ধ নির্গত হয়। বিশেষ একরূপ আস্বাদনবিশিষ্ট।

গাছের ডাঁটা কাটিয়া রোপণ করিলেই ইহার সংখ্যা বৃদ্ধি করা যাইতে পারে। এই গাছকে অমর বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। জলের মধ্যে বা সরস স্থানে এমনি ফেলিয়া রাখিলেও দীর্ঘকাল তাজা থাকে।

সতর্কতা।—বিষকাঁটালু নামে এই শ্রেণীর এক জাতীয় গুল্ম

আছে, তাহাও বঙ্গের সর্ব্বত্র সুলভ। গাছ এবং পাতার গঠন ইত্যাদি কতকাংশে সাদৃশ্যও আছে। কিন্তু ইহার পত্রের যে একটী কটিদেশ আছে, তাহার তাহা নাই, এই বিভিন্নতা। আয়াপানার সদ্গন্ধই তাহার বিশেষত্ব। অধিকন্তু কেবল বিশেষ প্রকৃতি ক্ষত শুষ্ক করা ভিন্ন তাহার অপর কোন ক্রিয়ার সহিত ইহাত সমতা আছে কি না অবগত নহি।

ঔষধীয় পদার্থ।—ইহা ঘর্ষণ করিলে ঈষৎ উগ্র এবং বিশেষ একরূপ সদ্গন্ধ নির্গত হয়। সম্ভবতঃ তাহা এক প্রকার বায়ী তৈল, ঐ পদার্থই ঔষধীয় ধর্ম্মাত্মক। কিন্তু যথারীতি রাসায়ণিক প্রণালীতে তাহা পরীক্ষা করা হয় নাই, সুতরাং তদ্বিষয় অনিশ্চিত।

ক্রিয়া।—প্রবল রক্তরোধক, ক্ষত শুষ্ককারক, স্নায়বীয় ধৈর্য্যসম্পাদক, ধারক, স্নিগ্ধকারক।

বিশল্যকরণী প্রবল রক্তরোধক। ইহার এই ক্রিয়ার সহিত অপর কোন ঔষধের তুলনা হইতে পারে না। আমি অনেক রক্তরোধক ঔষধ ব্যবহার করিয়াছি, কিন্তু ইহার সমতুল্য স্থির-বিশ্বাসী এবং নিশ্চিত কার্য্যকারী ঔষধ একটীও দেখি নাই। ইহার অপর একটী বিশেষ গুণ এই যে, সকল প্রকার শোণিতস্রাবে অর্থাৎ ধামনিক শৈরিক বা কৈশিক যে কোন প্রকার শোণিতস্রাব হউক না কেন, উপকার পাওয়া যায় এবং স্বয়ম্ভূত ও আভিঘাতিক উভয়বিধ শোণিতস্রাবেই প্রয়োগ করা যাইতে পারে। অপিচ আভ্যন্তরিক যন্ত্রাদি হইতে শোণিতস্রাবেও যেমন উপকারী, চর্ম্মাদি বাহ্য ইন্দ্রিয়সমূহের শোণিতস্রাবেও তদ্রূপ উপকারী। অধিকন্তু আভ্যন্তরিক এবং স্থানিক উভয়তই ঔষধ ব্যবস্থা করা যাইতে পারে।

আয়াপান শোণিতস্রাব নিবারণ করে সত্য, কিন্তু কিরূপে শোণিতস্রাব নিবারণ করে, তাহা আমরা কখনও উত্তমরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি নাই। শোণিতস্রাবিকা ধমনী বা শিরার অন্ত কুঞ্চিত কিম্বা শোণিতবাহিকার অন্তস্থিত শেষ শোণিত সংযত করতঃ শোণিতস্রাব নিবারণ করে। অথবা হৃদ্‌পিণ্ড এবং স্নায়ুমণ্ডলের ধৈর্য্যসম্পন্ন করিয়াও কার্য্য করিতে পারে। স্নায়ুকেন্দ্র, স্নায়ুঅন্ত, পৈশিকশক্তি, আক্রান্ত-বিধান এবং রক্তবাহিকার স্নায়ুসমূহের উপর কার্য্য করিতে পারে, কোন্ বিধানোপদানে কিরূপে কার্য্য করিয়া শোণিতস্রাব নিবারণ করে? এ প্রশ্নের যথাতথ উত্তরপ্রদানে আমরা বর্ত্তমান সময়ে

সম্পূর্ণ অক্ষম। উপস্থিত ক্ষেত্রে ইউরোপীয়েরা যে বিষয়ে শিক্ষা না দিবেন, সে বিষয়ের জ্ঞান অধঃপতিত, পরপদ-দলিত, মনুষ্যত্ব-বর্জ্জিত বঙ্গবাসীর নিকট আশা করা দুরাশা মাত্র। সুতরাং বিশল্যকরণীর বৈজ্ঞানিকভাগ সম্পূর্ণরূপে পরিজ্ঞাত হওয়া অসম্ভব।

আময়িক প্রয়োগ।—বিবিধপ্রকার শোণিতস্রাব রোধার্থেই আয়াপান বিস্তৃতরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সার্ব্বাঙ্গিক শোণিতস্রাব; রক্তোৎকাশ; রক্তবমন; রক্ত প্রস্রাব; রক্তভেদ; নাসিকা, কর্ণ এবং মুখগহ্বর হইতে রক্তস্রাব; জরায়ু এবং যোনি হইতে নানাকারণসম্ভূত শোণিতস্রাব ও কোন স্থান কর্ত্তিত হওয়ার জন্য রক্তস্রাব এবং চর্ম্ম হইতে আপনা হইতে শোণিতস্রাব হইলেও আয়াপানা সেবনে তাহা নিবারণ হয়। সদ্যোৎপন্ন ক্ষতাদি হইতে শোণিতস্রাব নিবারণ এবং তাহা শীঘ্র শুষ্ক হওয়ার জন্য আয়াপান ব্যবহৃত হইয়া থাকে। রক্তামাশায় পীড়ার স্থলবিশেষে প্রয়োজিত হইয়া থাকে।

পাঠক মহাশয়দিগের অবগতির জন্য আমরা এক একটী পীড়ায় এক একটী উদাহরণ প্রদর্শন করিব।

(১) আন্ত্রিক শোণিতস্রাব।—কলিকাতায় আমি স্বয়ং ক্রমে ক্রমে তিনবার ম্যালিনা রোগাক্রান্ত হই। প্রথমে প্রচলিত মতে বিস্তর ঔষধি সেবন করিয়াছিলাম; কিন্তু কিছুতেই পীড়া আরোগ্য হয় না। শেষে বিশল্যকরণী সেবন করিয়া আরোগ্য লাভ করিয়াছি। তদবধি বিশল্যকরণীর শতমুখে প্রশংসা করিয়া আসিতেছি।

(২) অর্শের শোণিতস্রাব।—কলিকাতা মহানগরের সুবিখ্যাত শ্রীযুক্ত প্যারিমোহন কবিরাজ মহাশয় দীর্ঘকাল যাবৎ অর্শের পীড়ায় কষ্ট পাইতেছেন। এক বার অর্শ হইতে অত্যন্ত শোণিতস্রাব হইতে আরম্ভ হয়, নানাবিধ প্রচলিত ঔষধে শোণিতস্রাব নিবারণ করিতে পারে নাই, শেষে কিন্তু বিশল্যকরণীই তাঁহার তদ্রূপ ভয়ানক শোণিতস্রাব নিবারণ করে। এক দিন কথাপ্রসঙ্গে আমার নিকট এই বিষয় প্রকাশ করিয়াছিলেন।

(৩) রক্তপ্রস্রাব।—কলিকাতার অন্তর্গত টেরেটী বাজারের শ্রীযুক্ত বাবু অমুল্যচরণ ঘোষ মহাশয় একবার রক্তপ্রস্রাব পীড়ায় আক্রান্ত হন। রক্তস্রাবের কারণ নির্ণয় করা কঠিন হইয়া উঠে। তিনি বিশল্যকরণী সেবন করিয়া সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য লাভ করিয়াছেন।

(৪) রক্তভেদ।—অঃ রায় নামক একটী বিদ্যালয়ের বালক রক্তভেদ পীড়াদ্বারা আক্রান্ত হন, তাঁহাকে সর্ব্বপ্রথমেই বিশল্যকরণী ব্যবস্থা করিয়াছিলাম। দুই দিবস মধ্যে রক্তস্রাব নিবারণ হইয়া তিনি আরোগ্য হইয়াছেন।

(৫) জরায়ুর শোণিতস্রাব।—একটী বিশেষ সম্ভ্রান্তবংশীয়া মধ্যবয়স্কা স্ত্রীলোকের পঞ্চম মাসের গর্ভস্রাব হওয়ায় অত্যন্ত শোণিতস্রাব হইতে থাকে। প্রথম কয়েক দিবস প্রচলিত নিয়মানুসারে ঔষধি ব্যবস্থা করা হয়, কিন্তু তাহাতে উপকার না হওয়ায় বিশল্যকরণী ব্যবস্থা করিয়া বিশেষ উপকার পাওয়া গিয়াছিল।

রোহিণী রোগাক্রান্তা কয়েকটী স্ত্রীলোকের বাটীতে বিশল্যকরণীর গাছ দেখিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করায় জানিতে পারিয়াছি যে, যখন তাহাদের পীড়া উপস্থিত হয়, তখনি বিশল্যকরণী সেবন করিলে উপশম হয়, দেখিয়া তাহারা স্ব স্ব বাটীতে গাছ রোপণ করিয়া রাখিয়াছে।

(৬) রক্তোৎকাশ।—কলিকাতার উপনগর বালিয়াঘাটা থানার মাণিক খোনকার নামক একজন কনেষ্টবল জ্বরাক্রান্ত হইয়া কলিকাতা পুলিশ হস্পিটালে ভর্ত্তি হয়। কয়েক দিবস লাগ্নিক জ্বর থাকিয়া শেষে রক্তোৎকাশ আরম্ভ হয়। প্রত্যহ প্রায় দেড়সের শোণিত নির্গত হইত। রক্তস্রাব নিবারণের জন্য আর্গট, গ্যালিক এসিড, সালফিউরিক এসিড, অহিফেন, তারপিন প্রভৃতি অসংখ্য ঔষধ ক্রমে ক্রমে ব্যবস্থা করা হইতেছিল, তাহাতে কিছুমাত্র উপকার না হওয়ায় শেষে সার্জন মেজর ডাক্তার গিবনস্ মহোদয়ের অনুমতিক্রমে বিশল্যকরণী ব্যবস্থা করি। আশ্চর্য্য এই যে, ৩ মাত্রা ঔষধ সেবনের পর রোগী দশবার দিবসের পর গভীর নিদ্রাভিভূত হইয়া ক্রমাগত ১২ ঘণ্টা কাল নিদ্রা গিয়াছিল। দ্বিতীয় দিবস ঔষধ সেবনের পর শোণিতস্রাব বন্ধ হইল; কিন্তু এই রোগীর শেষে মধ্যে মধ্যে অল্পপরিমাণে শোণিতস্রাব হইত।

এতদ্দ্বারাই পাঠকগণ বিলক্ষণ বিবেচনা করিতে পারিবেন যে, বিশল্যকরণী সকল প্রকার শোণিতস্রাবেই প্রয়োজিত হইতে পারে; সুতরাং অতিরিক্ত উদাহরণ দেওয়া নিষ্প্রয়োজন।

মুখগহ্বর হইতে শোণিতস্রাব হইলে বিশল্যকরণীর ডগা পাতা চর্ব্বণ করিয়া রস পান করিলে কেবল যে শোণিতস্রাব নিবারণ হয় এমত নহে,

অধিকন্তু তৎসঙ্গে সঙ্গে মুখে বিলক্ষণ সুগন্ধ অনুভূত হয় এবং দন্তমাড়ী দৃঢ় হয়।

রক্ত আমাশয়ের জন্য ব্রহ্মদেশে ইহা বিস্তৃতরূপে প্রয়োজিত হইয়া থাকে। আমাদের দেশেও অনেক চিকিৎসক ব্যবস্থা করিতেছেন।

দুই এক স্থলে প্রথমে উৎকৃষ্ট ফল পাওয়া যায়; কিন্তু শেষে আর উপকার হয় না। তজ্জন্য কেহ কেহ মনে করেন যে, ইহার ক্রিয়া অল্প সময়ের জন্য প্রকাশ পাইয়া উপস্থিত লক্ষণ নিবারণ করে। নতুবা স্থায়ীরূপে পীড়া আরোগ্য করিতে পারে না।

রক্তোৎকাশ ও অর্শের শোণিতস্রাব নিবারণ জন্য অসংখ্য রোগীতে ব্যবস্থা করিয়াছি এবং সর্ব্বত্রই আশ্চর্য্য ফল পাইয়াছি।

প্রয়োগরূপ।—সদ্যপ্রস্তুত রস ভিন্ন অপর কোন প্রয়োগরূপ ব্যবহৃত হয় নাই। কিন্তু ইউরোপীয় প্রণালীতে ইহার বহুবিধ প্রয়োগরূপ ব্যবহৃত হইতে পারে।

ক্ষতাদিতে প্রয়োগ জন্য ডগাপাতা বাঁটিয়া তাহার প্রলেপ দিতে হয়।

মাত্রা।—ডগাপাতার নিষ্পীড়িত সদ্য প্রস্তুত রসের মাত্রা ২—৮ ড্রাম। এই রস অপর ঔষধের সহ পান বা অনুপানরূপে ব্যবস্থা করিলে উৎকৃষ্ট ফল পাওয়া যায়।

কুকুন্দর, কুকসিম।

অপর সংজ্ঞা।—কুকুরমুতা, কুকুরসোঁকা, বোনমূলা ইত্যাদি।

এই গাছের প্রকৃতি অনেক অংশে মূলা বা সর্ষপ গাছের ন্যায়। কিন্তু ইহার একরূপ বিশেষ দুর্গন্ধের জন্য সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ; সুতরাং গাছের বর্ণনা করা নিষ্প্রয়োজন।

ক্রিয়া।—রক্তরোধক, জরায়ুসঙ্কোচক, সিগ্ধকারক, কফনিঃসারক এবং সঙ্কোচক।

আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে কুকসিম সম্বন্ধে লিখিত আছে।—

কুকুন্দরঃ পীতপুষ্পঃ কুক্কুরভ্রূর্মৃদুচ্ছদঃ।
কুকন্দরঃ কটুস্তিক্তো জ্বররক্তকফাপহঃ॥
রক্তপিত্তমতিসারং দাহং ঘোরং নিহন্তি চ॥

আময়িক প্রয়োগ।—রক্তাতিসার এবং রক্ত আমাশয় পীড়ায় রক্তস্রাব নিবারণ করার জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এক এক সময়ে বিলক্ষণ

উপকার পাওয়া যায়। কেহ কেহ বলেন যে, রক্ত আমাশয়ের পীড়ার পক্ষে কুকসিম একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ।

প্রসবান্তে ফুল নির্গত হওয়ার বিলম্ব হইলে কুকসিম সেবন করাইলে জরায়ুর উপর বিশেষ সঙ্কোচন ক্রিয়া প্রকাশ করতঃ ফুল নির্গত হওয়ার সহায়তা করে। এই উদ্দেশে গবাদি পশুতে সচরাচর প্রয়োজিত হইয়া থাকে।

ছোট ছোট বালকদিগের সর্দ্দিতেও প্রয়োগ হয়। কুকুরে কামড়াইলে ক্ষত স্থানে কুকসিমের ডগাপাতা বাঁটিয়া পুল্‌টিস্ দিলে বিষ নষ্ট হয় এবং শীঘ্র ক্ষত শুষ্ক হয় এরূপ প্রবাদ প্রচলিত আছে।

অর্শঃপীড়া নিবারণ জন্য কুকসিমার মূল শুষ্ক করতঃ চূর্ণ করিয়া এতৎসহ গোলমরিচ চূর্ণ মিশ্রিত করতঃ ১—২ ড্রাম মাত্রায় প্রত্যহ তিনবার সেবন করিলে উপকার হয়। পুলিশ হস্পিটালের একজন পশ্চিম দেশীয় কনষ্টবল ইহা সেবন করিয়া উপকার পাইয়াছিল, এমত প্রকাশ করিয়াছে।

অপর কোনরূপ আময়িক প্রয়োগ আমি অবগত নহি।

প্রয়োগরূপ।—মূলের সদ্য প্রস্তুত রস ব্যবস্থেয়। শুষ্ক মূলের চূর্ণও অর্শঃরোগে প্রয়োগ করিতে দেখিয়াছি।

মাত্রা।—এক ড্রাম হইতে চারি ড্রাম। *

রক্তোৎপল।

রক্তোৎপল একটী উৎকৃষ্ট রক্তরোধক ঔষধ। ইহার মূল এবং শুষ্ক পুষ্পচূর্ণ উভয়েই ঔষধার্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সাধারণতঃ জরায়ু হইতে শোণিতস্রাব নিবারণ জন্য বিস্তর ব্যবহৃত হয়। অপরবিধ রক্তস্রাব রোধার্থেও যে ব্যবহৃত না হয়, তাহা নহে। রক্তোৎপলের গুণ সম্বন্ধে আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে লিখিত আছে—

মূলং রক্তোৎপলস্য স্যাদ্রজোরোধাস্র পিত্তনুৎ।
শীতবীর্য্যং প্রমেহঘ্নং বাতপিত্তপ্রনাশনম্॥

---

* কুকুন্দরস্তাম্রচূড়ঃ সূক্ষ্মপত্রো মৃদুচ্ছদঃ।
কুকুন্দরঃ কটুস্তিক্তো জ্বররক্তকফাপহঃ।
তন্মূলমার্দ্রং নিক্ষিপ্তং বদনে মুখশোষহৃৎ। ইতি ভাবপ্রকাশঃ।

আল্‌তা।

আল্‌তাও একটী উৎকৃষ্ট রক্তরোধক ঔষধ। বালকদিগের রক্ত আমাশায় পীড়ার উপকারক। একটী বালকের রক্ত আমাশয় পীড়ায় বহুবিধ ঔষধে উপকার না হওয়ায় শেষে আল্‌তা প্রয়োগ করায় আরোগ্য হইতে দেখিয়াছি। আল্‌তার মধ্যে কৃত্রিমতা আছে। প্রকৃত আল্‌তা না হইলে কোন উপকার হয় না। আল্‌তা ভিজাইয়া তাহার রস দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত করিয়া ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য।

যজ্ঞডুম্বর, সাধারণ ডুম্বরের মূলের নির্য্যাস, রক্তবাকস, বেত, অশোক, লালপুনর্নবা, রক্তচন্দন, কুসুমফুল, কুড়ুচি, গাঁদার পাতার রস, দুর্ব্বা, আশ্যাওড়া, কাঁটানটে এবং মুশুর দাইলের জল ইত্যাদি অসংখ্য সুলভ রক্তরোধক ঔষধ আমাদের আশে-পাশে বর্ত্তমান রহিয়াছে। পীড়ার প্রকৃতি এবং তৎসমস্তের গুণাগুণ নির্ণয় করিয়া ব্যবস্থা করিলে সময় সময় আশ্চর্য্য ফল পাওয়া যায়। এই সমস্ত ঔষধের যথাযথ ব্যবহার জ্ঞান থাকিলে অনেক সময়ে বৈদেশিক ঔষধ ব্যবহার অতি অল্পই আবশ্যক হইতে পারে।

এইরূপ ঔষধ প্রয়োগে সাধারণতঃ দুইটী উপকার পাওয়া যায়। প্রথম—অনর্থক খরচান্ত হইতে রক্ষা; দ্বিতীয়—সুলভ ঔষধের ক্রমোন্নতি এবং বহুল প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসাবিজ্ঞানের উন্নতি।

আমি উদাহরণ স্বরূপ কেবলমাত্র সুলভ রক্তরোধক শ্রেণীর বিষয় উল্লেখ করিলাম। পাঠক মহোদয়গণ সাধারণের মঙ্গলোদ্দেশে স্বতঃ প্রণোদিত হইয়া অপরাপর সুলভ ঔষধ শ্রেণীর বিবরণ প্রকাশের জন্য ভিষক্-দর্পণে প্রেরণ করিলে অত্যন্ত উপকৃত হইব। ভরসা করি, আমার প্রার্থনা বিফল হইবে না। ভিষক্‌দর্পণ।

সম্পাদকীয় বক্তব্য।

এ প্রবন্ধের উপরে আমরা আর অধিক কি বলিব? কেননা সুবিজ্ঞ, প্রাচীন ও বহুদর্শী এলোপ্যাথি ডাক্তার-কুলচূড়ামণী জগদ্বন্ধু বাবুই যখন বলিতেছেন;—"সর্ব্বপ্রকার রক্তস্রাবের চিকিৎসায় ইয়ুরোপীয় ঔষধ সর্ব্বত্র কার্য্যকারী হয় না, অথচ এরূপ শক্তিবিশিষ্ট ঔষধ আমাদের আশেপাশেও বিস্তর বর্ত্তমান রহিয়াছে। আমরা কেবল অজ্ঞতাবশতঃ তদ্রূপ সুলভ ঔষধ সমূহ ব্যবহার করিতে পারিতেছি না"।

তখন প্রকৃতই আমাদের আর অধিক কিছুই বলিবার নাই। সাধে কি আমরা গত ১০।১২ বৎসর হইতে দেশীয় ঔষধ, দেশীয় ঔষধ করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে অন্ধত্বে উপনীত হইবার উপক্রম করিয়াছি? সত্য সত্যই কি আমরা এতই নির্ব্বোধ যে, সাধারণের চক্ষে ধূলি দিয়া সত্যকে মিথ্যা অর্থাৎ বিদেশীয় ঔষধের শ্রেষ্ঠত্ব-সত্ত্বেও তাহা স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হইব? না, তাহা কোনমতেই নহে। আমাদের হৃদয় কখনই এত নীচ নহে যে, যথার্থ গুণের পূজা করিতে আমরা কোথায়ও বিরত হই। প্রকৃত উপকারীর প্রতি কৃতজ্ঞতা দেখাইতে আমরা কখনও নিরস্ত নহি। তবে অসঙ্গত ভালবাসা, অন্যায় ভক্তি বা অযথা কৃতজ্ঞতা, আমরা কোন স্থলেই দেখাইতে সমর্থ নহি, এই যা আমাদের মহৎ দোষ।

অথবা যখন অহরহ প্রত্যক্ষই দেখিতেছি যে, শরীরের যে কোন দ্বার দিয়া যেরূপেই কেন রক্তস্রাব না হউক, ক্রমাগত এলোপ্যাথি ও হোমিওপ্যাথি ঔষধ ব্যবহার করিয়াও যে ফল না দর্শে, সেই সেই স্থলে হয় আয়াপান, নয় কুকৃশিমা; হয় দূর্ব্বা, নয় যজ্ঞডুমুর; হয় অশোক, নয় নাগেশ্বর; হয় কাঁটানটে, নয় কুড়চি; হয় গাঁদাপাতা, নয়ত উৎপলদ্বারা প্রায়-শই উপকার দর্শেই দর্শে এবং সেই উপকারের বিষয় যখন বিদেশীয় ঔষধের ভক্ত মহাশয়েরাও আজ তারস্বরে কীর্ত্তন করিতেছেন, তখন দেশীয় লোকের আর উদাসীন থাকা ত কোন মতেই কর্ত্তব্য নহে।

কিন্তু কেবল কি একমাত্র সর্ব্বপ্রকার রক্তস্রাবের পক্ষেই দেশীয় সুলভ ঔষধ প্রশস্ত? তা ত নয়; রক্তস্রাব বা বমিস্রাব, ধাতুস্রাব বা কফস্রাব, বিষ্ঠাস্রাব বা মূত্রস্রাব অথবা যে কোনও রূপ স্রাব, যে কোনও রূপ বন্ধ কিম্বা যাহা কিছু শারীরিক বিকৃতি, দেশীয় সুলভ অথচ সহজ প্রাপ্য ঔষধে তাহাদের শান্তি যেরূপ আশ্চর্য্যভাবে হইতে পারে, এমন বিদেশীয় কোন ঔষধেই নহে। অনেকেই বলিবেন, এই খানেই আমরা গোঁড়া, এই খানেই আমরা একদেশদর্শী, নচেৎ কেন আমরা সর্ব্বপ্রকার রোগের চিকিৎসাতেই দেশীয় ঔষধ শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াস পাইতেছি? আসল কথা কিন্তু তা নয়, কাটাছেঁড়া, আঘাত অপঘাত, ইত্যাদি অনেকস্থলেই যে বর্ত্তমান দেশীয়প্যাথি অপেক্ষা বিদেশীয় প্যাথিতে অধিক ফল দর্শে, ইহা ত আর অস্বীকার করিতে পারি না।

শেষে জগদ্বন্ধু বাবু মর্ম্মান্তিক দুঃখে বলিয়াছেন;—"উপস্থিত ক্ষেত্রে ইয়ুরোপীয়েরা যে বিষয়ে শিক্ষা না দিবেন, সে বিষয়ে জ্ঞান অধঃপতিত, পরপদ-দলিত, মনুষ্যত্ব-বর্জ্জিত বঙ্গ-বাসীর নিকট আশা করা দুরাশা মাত্র।" পাঠক! মনে রাখিবেন যে, দেশে আর মানুষ নাই বলিয়া কেবল আমরাই একেলা চীৎকার করি না। ডাক্তার জগদ্বন্ধুর ন্যায় যাঁহারা বর্ত্তমান সমাজে যথার্থ মনুষ্য বলিয়াই পরিগণিত, সেই মানুষ জগদ্বন্ধু বাবুই বলিতেছেন "বঙ্গবাসী মনুষ্যত্ব-বর্জ্জিত।" সুতরাং আমাদের ন্যায় অমানুষের চক্ষে যে বর্ত্তমান সমস্ত ভারতবাসীই শৃগাল শকুনি বলিয়া বিবেচিত হইবে, ইহাতে আর বিস্ময়ের বিষয় কি আছে?

সে যাহা হউক, ডাক্তার জগদ্বন্ধু বাবুর লিখিত যথার্থ নিরপেক্ষভাবে দেশীয় ঔষধের

গুণকাহিনী পাঠ করিয়া আমরা অতীব আহ্লাদিত হইয়াছি এবং অতি আনন্দেতেই আজ তাঁহার কথার উপর এত গুলি অতিরিক্ত অনর্থক কথা লিখিতেছি। এখন কথা এই যে, আমাদের দেশীয় অন্যান্য ডাক্তার মহোদয়েরা ডাক্তার জগদ্বন্ধু বাবুর এ দৃষ্টান্তের অনুসরণপূর্ব্বক চলিবেন কি? কেননা দেখা যায়, বরং বড় বড় রাজা মহারাজা বা খোদ লাট-সাহেবের সহিত দেখা করিয়া আলাপ করা অতীব সহজ কথা, দেখা যায়, বড় বড় আসল জমীদার অথবা কমিসনার, ম্যাজিষ্ট্রেট্ বা ডেপুটীগণের নিকট গিয়া অতি সহজেই কার্য্য সম্পন্ন করা যায়, কিন্তু একজন ছেঁড়া জমীদার অথবা দারোগা মশাই বিশেষতঃ চাপ্‌রাসি বা পাহারাওয়ালা ভায়াদের নিকট ত অগ্রসরই হওয়া যায় না। সেইরূপ দেখা যায়, এদেশীয় ডাক্তারগণের মধ্যে যাঁহারা যথার্থ কৃতবিদ্য, যাঁহারা প্রাচীন ও বহুদর্শী, যাঁহারা প্রকৃতই অনেক দেখিয়া শুনিয়া, অনেক ঠেকিয়া ঠকিয়া, অনেক ভুগিয়া ভোগাইয়া দেশী ও বিদেশী চিকিৎসার পরস্পর তুলনা করিয়া দেখিয়াছেন, তাঁহারাই শেষটা কিন্তু দেশী চিকিৎসারই পক্ষপাতী হইয়া পড়িয়াছেন। দেখা যায়, কেবল চিকিৎসা-ব্যাপার বলিয়াও নহে, যেখানেই অভিজ্ঞতা অধিক, যেখানে দূরগত দৃষ্টি, যেখানেই পরিণামচিন্তা, সেই সেই স্থলেই দেশীয় সকল বিষয়েই ভক্তির ভাগ অধিক। আর যাহারা আন্‌কোরা, যাহারা আভাঙা, যাহারা নির্ব্বোধ, যাহারা প্রকৃতই একদেশদর্শী, সেই সমস্ত লোকই সর্ব্বপ্রকার বিদেশীয় ব্যাপারের নিতান্তই পক্ষপাতী। বলা বাহুল্য যে, বর্ত্তমান ভারতে এই শেষোক্ত শ্রেণীর সংখ্যাই দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। যাহা হউক, এলোপ্যাথিই হউন, আর হোমিওপ্যাথিই হউন, চরম জ্ঞানে যিনি যতই উঠিবেন, তাঁহাকে ততই দেশীয়প্যাথির অনুরাগী হইয়া পড়িতেই হইবে।

পরিশেষে ডাক্তার জগদ্বন্ধুর অনুরোধে আমরা লিখিতেছি যে, রক্তরোধক ঔষধের মধ্যে অর্শের রক্তবন্ধের জন্য নাগেশ্বর ফুলের রেণুর অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ঔষধ আর দ্বিতীয় নাই।

সম্পাদক।

অবলা-বান্ধব।

নবম অধ্যায়।—রজলোপ।

জয়া। কয়েক দিন হইল, অষ্টাদশবর্ষীয় কোন যুবতীর কথা শুনিয়া মনোমধ্যে বড়ই বিস্ময় জন্মিয়াছে। দিবারাত্রি চিন্তা করিয়া কোন কারণ অবধারণ করিতে পারিতেছি না।

বিজয়া। আজ্ আবার কি শুনিয়া আসিলে?

জয়া। আহা! পূর্ণ যুবতী—রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সংসারে কিছুরই অভাব নাই, যখন যাহা ইচ্ছা করিতেছে, তখন তাহাই সম্পাদিত হইতেছে। এদিকে শরীরটীও বেশ সুস্থ, ক্ষণকালের

জন্যও কোন ব্যায়রামের লক্ষণ উপলব্ধি হয় না। তথাপি হতভাগিনীর কেন এমন দশা হইল? ইহার কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না।

বিজয়া। কি, হইয়াছে কি? তাহা শুনিতে কি কোন দোষ আছে?

জয়া। তা থাকিলে আর তোমার নিকট আসিব কেন? সেই সব কথা বলিবার জন্যই আজ তোমার নিকট আসিয়াছি। আজ্‌কাল যেরূপ কাল পড়িয়াছে, তাহাতে দশম বৎসরেই বালিকাদিগের যৌবনকাল উপস্থিত হইতে দেখা যায়। কেহ বা দ্বাদশ বৎসরেই অনায়াসে সন্তানের জননী হইয়া পড়ে। কিন্তু আমি যে কামিনীর কথা বলিতেছি, তাহার বয়ঃক্রম অষ্টাদশ বৎসরেরও কিঞ্চিৎ অধিক হইয়াছে। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় যে, এপর্য্যন্তও তাহার স্ত্রীলক্ষণ কিছুই প্রকাশ পায় নাই। এমন কি ঋতুস্নান কাহাকে বলে, তাহাও সে অবগত নহে। কেবল বক্ষঃস্থলে দৃষ্টিপাত করিলে কমল-কোরকের ন্যায় পয়োধরদ্বয় নয়নগোচর হয় মাত্র। কিন্তু তাহাও শুনিলাম, দুই তিন বৎসর হইল হইয়াছে। ভাল, এ আবার কি ব্যায়ারাম? ইহার কি কোনও প্রতীকার নাই?

বিজয়া। তা থাকিবে না কেন? কিন্তু যে রোগ সহজ অর্থাৎ জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই যাহার উৎপত্তি হয়, তদ্ভিন্ন আর সকল প্রকার রোগেরই প্রতীকার আছে। তুমি যে অবস্থার কথা কহিলে, রজঃপ্রবৃত্তের অভাব হইলেই তদ্রূপ হইয়া থাকে। দ্বাদশ বা একাদশ বৎসরের সময় হইতেই স্ত্রীলোকদিগের আর্ত্তবসঞ্চার আরম্ভ হয়। কিন্তু শারীরিক দুর্ব্বলতা, জরায়ুর ক্রিয়াভাব বা অন্য কোন প্রবল রোগবশতঃ কাহারও কাহারও অধিক বয়স পর্য্যন্ত আর্ত্তবসঞ্চার অর্থাৎ ঋতুপ্রবৃত্তি হইতে পারে না। ইহাকে রজোঽভাব বা রজোলোপ কহে। জরায়ুর স্বাভাবিক নির্ম্মাণ বিকার জন্য যে রজোঽভাব, তাহা অপ্রতিকার্য্য। এক্ষণে ইহার ঔষধের বিষয় বলা যাইতেছে। শারীরিক দুর্ব্বলতা-জন্য রোগের উৎপত্তি হইলে বলকারক এবং স্বাস্থ্য-সম্পাদক ঔষধাদির ব্যবস্থা করিবে। অন্য কোন বিশেষ রোগবশতঃ যদি ঐরূপ ঘটনা হয়, তাহা হইলে প্রথমে সেই রোগেরই প্রতীকার করিবে।

১। উল্টাকম্বল, রিটা, ঈষলাঙ্গলা, রেণুক, মুসব্বর, হিঙ্গ এবং সোহাগা, ইহাদিগের যথাপ্রাপ্ত চূর্ণ সমভাগে মিশ্রিত করিয়া ৩।৪ রতি মাত্রায় দিবসে ২।৩ বার জলের সহিত সেবন করিলে ঋতুস্রাব হয়।

২। শুল্‌ফা, নাটাকরঞ্জের ছাল, দেবদারু, বামনহাটী ও পিপুল একত্রে বাঁটিয়া ৵০ মাত্রায়, তিলের ক্বাথের সহিত সেবন করিলে রমণীদিগের ঋতু-প্রবৃত্তি হয়।

৩। পুরাতন গুড়, পিপুল, মরিচ, শুঁঠ, হিঙ্গু ও বামনহাটী পূর্ব্ববৎ বাঁটিয়া তিলের ক্বাথের সহিত সেবন করিলেও অভীষ্টসিদ্ধি হয়।

৪। মধুর সহিত পারাবতের বিষ্ঠা গুলিয়া সেবন করিলে রমণীগণ নিশ্চয় রজঃস্বলা হয়।

৫। জ্যোতিষ্মতী লতার (লতাফট্‌কী) কোমল পত্র ঈষৎ ভাজিয়া একটী জবাফুলের সহিত পেষণ করিবে এবং শীতল জলে গুলিয়া ৩।৪ দিন সেবন করিবে। ইহাতে নিশ্চয়ই রজঃপ্রবৃত্তি হয়।

৬। দূর্ব্বাদল ও আতপতণ্ডুল সমভাগে পেষণ করিয়া পিষ্টক প্রস্তুত করিবে। সেই পিষ্টক দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে রজোলোপ দূর হয়। ইহা দীর্ঘকাল সেবন করা কর্ত্তব্য।

প্রত্যহ প্রাতঃকালে ২ তোলা পরিমিত ঘৃতকুমারীর রসের সহিত একটী করিয়া চতুর্ম্মুখ রস সেবন করিলে শারীরিক দৌর্ব্বল্য দূর হইতে পারে।

সুধাকর তৈল।—হরিদ্রা ৪ তোলা, মঞ্জিষ্ঠা ১৬ তোলা, লোধ, মুতা, নালুকা, আমলকী, হরীতকী, বহেড়া, কেয়ার মূল, বালা প্রত্যেকে ৪ তোলা এবং জল ১৬ সের। এই সকল দ্রব্যদ্বারা ৪ সের তিলতৈলের মূর্চ্ছা-পাক দিয়া কিছু দিন পরে ছাকিয়া লইবে। অনন্তর আমলকী, ধনিয়া, মুতা, কাকলী, ক্ষীরকাকলী, জীবক, ঋষভক, সুঁদিমূল, অশ্বগন্ধা, বংশলোচন, শিলা-জতু, রসোত, যষ্টিমধু, মঞ্জিষ্ঠা, একাঙ্গী, জটামাংসী ও দুরালভা প্রত্যেকে ৪ তোলা ওজনে অর্দ্ধকুট্টিত করিয়া তৈলে প্রদান করিবে এবং বেড়েলা, কেশু-রিয়া, দূর্ব্বা, ধাওয়া, পালিধাপত্র ও পদ্মপত্র, ইহাদের প্রত্যেকের ৪ সের রসে পৃথক্ পৃথক্ পাক করিয়া কিঞ্চিৎ রস অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া তদবস্থায় কিছু দিন রাখিয়া দিবে। তাহার পর তৈলগুলি ছাকিয়া লইয়া দধির মাত, তণ্ডুলজল, লাক্ষার জল ও কাঁজি প্রত্যেকে ৪ সের ওজনে ঐ তৈল মধ্যে নিঃক্ষেপ করিয়া পুনরায় পাক করিবে। সমুদায় রস নিঃশেষ হইলে গন্ধদ্রব্য দ্বারা পাক সমাধা করিবে। এক্ষণে গন্ধপাকের বিষয় বলা যাইতেছে। ছোট এলাইচ, শ্বেতচন্দন, কুঙ্কুম, অগুরু, মুরামাংসী, কাকলী, জটামাংসী, শটী,

সরলকাষ্ঠ, তেজপত্র, গেঁটেলা, কর্পূর, শৈলজ, বেণার মূল, মৃগনাভি, নখী, খাটাশী, শিলারস, মুতা, মেথী, লবঙ্গ, ইহাদিগকে গন্ধদ্রব্য কহে। গন্ধদ্রব্যের পরিমাণ কল্কসমষ্টির অর্দ্ধেক অর্থাৎ সুধাকর তৈলে ইহাদের পরিমাণ মিলিত ৩৪ তোলা। প্রথমতঃ অগুরু, মুরামাংসী, কাকলী, জটামাংসী, শটী, সরল-কাষ্ঠ, তেজপত্র, গেঁটেলা, শৈলজ, বেণার মূল, খাটাশী, মুতা, মেথী, এই সকল দ্রব্য অর্দ্ধকুট্টিত করিয়া তৈলের দ্বিগুণ অর্থাৎ ৮ সের জলে পাক করিবে। যখন জল নিঃশেষিত হইয়া যাইবে তখন চুল্লী হইতে নামাইয়া তৈলগুলি ছাকিয়া লইবে এবং অবশিষ্ট দ্রব্যগুলি উত্তমরূপ চূর্ণ করিয়া তৈলের সহিত মিশাইয়া লইবে। এই সুবাসিত সুধাকর তৈল সমস্ত শরীরে মর্দ্দন করা কর্ত্তব্য। এতদ্দ্বারা সকল যোনিরোগ উপশমিত হইয়া অসাধারণ রূপলাবণ্য-সম্পন্ন হয়। ইহা অত্যন্ত বলকর, রসায়ন, আয়ুর্ব্বর্দ্ধক, আর্ত্তবপ্রবর্ত্তক এবং কামোদ্দীপক।

রত্নপ্রভাবটী।—সকলপ্রকার স্ত্রীরোগসম্বন্ধে ইহা অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। দীর্ঘকাল সেবন করিলে বলবীর্য্যাদিসম্পন্ন হইয়া থাকে। অনুপান বেড়েলার রস, বল্কা দুগ্ধ অথবা কেশুরিয়ার রস। স্বর্ণ, মুক্তা, অভ্র, সিসা, রঙ্গ, পিত্তল, স্বর্ণমাক্ষিক, রৌপ্য, হীরক, লৌহ, হরিতাল ভস্ম এবং খর্পর, এই দ্বাদশটী দ্রব্য সমভাগে লইয়া কদলীমূল, কাকমাচী, বাসকছাল, সুঁদিমূল ও জয়ন্তিপত্র রসে পৃথক্ পৃথক্ সাত বার করিয়া ভাবনা দিয়া অহোরাত্র অনবরতঃ মর্দ্দন করিবে। পরিশেষে ১ রতি প্রমাণ বটী বাঁধিয়া প্রয়োগ করিতে থাকিবে।

ক্রমশঃ—

জলপাইগুড়ি, দীনবাজার। } শ্রীপ্রসন্নচন্দ্র মৈত্রেয় কবিরাজ।

সম্পাদকীয় বক্তব্য।

কবিরাজ মহাশয়ের লিখিত মুষ্টিযোগ ঔষধগুলি স্ত্রীজাতীর রজঃপ্রবৃত্তির পক্ষে উপকারী বলিয়া আমাদেরও সম্যক্ বিশ্বাস আছে, যেহেতু ইহাদের মধ্যে অনেকগুলি ঔষধ আমরা সচরাচর ব্যবহার করিয়া বিশেষরূপ উপকার প্রাপ্ত হইয়া থাকি। আশা করি, পাঠকগণও তাহাতে বঞ্চিত হইবেন না।

সম্পাদক।

উপদংশ।

(Syphilis.)

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

* * * * * * * *

আমি ইং ১৮৭১ সাল হইতে ১৮৭৩ সাল পর্য্যন্ত বর্দ্ধমান জেলার অন্তঃপাতী কোন একটী গ্রামে থাকিয়া চিকিৎসা কার্য্য করিয়াছিলাম। তথায় প্রত্যহ গড়ে তিনশত গ্রাম্যে রোগী আমার ডিস্পেন্সারীতে চিকিৎসার্থে আসিত। উহাদিগের মধ্যে উপদংশ বা তাহার আনুসঙ্গিক পীড়াগ্রস্ত ব্যক্তির সংখ্যা এত অল্প ছিল যে, তাহা পরিগণিত হইতে পারে না। গ্রাম্য চিকিৎসক মহাশয়গণ দেখিয়াছেন যে, তাঁহাদিগের চিকিৎসাধীনে উপদংশগ্রস্ত রোগীর সংখ্যা অতি অল্প। যাহারা কলিকাতায় বা অন্যান্য নগরীতে কার্য্যবশতঃ যাতায়াত করে, আমি তাহাদিগের কথা কহিতেছি না, যাহারা প্রকৃত গ্রামবাসী, তাহাদিগের মধ্যে যে উপদংশ পীড়ার প্রাদুর্ভাব অতি সামান্য, ইহা গ্রাম্যচিকিৎসক মাত্রেই স্বীকার করিবেন। ভারতবর্ষের যে সকল স্থানে বাণিজ্যের আতিশয্য বর্ত্তমান ও যথায় সৈন্যগণ অবস্থিতি করে, সেই সমুদয় স্থানেই উপদংশের প্রকোপ অধিক। কলিকাতা মহানগরীতে যেমন ভারতবর্ষের রাজধানী, তদ্রূপ উহা ভারতীয় উপদংশ রাজারও রাজধানী। ধনে, মানে বিদ্যায় ও বুদ্ধিতে যেমন এই নগরবাসীগণ উত্তরোত্তর উন্নতিসোপানে আরোহণ করিতেছেন, তদ্রূপ উপদংশ পীড়াও তাঁহাদিগের সঙ্গে সঙ্গে উচ্চতর সোপানে পদ বিক্ষেপ করিয়া চলিতেছে, ইহা অত্যন্ত আক্ষেপের বিষয়। কি ধনী, কি দরিদ্র, কি বিদ্বান্, কি মূর্খ, কি হিন্দু, কি মুসলমান, সকলের মধ্যেই উপদংশ বিস্তৃতরূপে স্থান অধিকার করিয়া বসিতেছে। এই মহানগরীতে কয়েকটী বৃহৎ চিকিৎসালয় আছে, তন্মধ্যে শিবাদহস্থ ক্যাম্বেল হাঁসপাতাল একটী প্রধান চিকিৎসাস্থল। ঐ স্থানে বিগত ইং ১৮৯২ সালে ১৩৭৭ জন উপদংশগ্রস্ত ব্যক্তি এবং ১৮৯৩ সালে ১৫২৭ জন ঐ পীড়াক্রান্ত ব্যক্তিগণের চিকিৎসা করা হইয়াছে। অন্যান্য চিকিৎসালয়ের উপদংশ পীড়ার সংখ্যার সহিত উপরের লিখিত সংখ্যা যোগ করিলে যে একটী লোমাঞ্চিত সংখ্যা

বাহির হইবে, ইহার আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই। কেবল দরিদ্র ও সহায়হীন ব্যক্তিগণই উপদংশ রোগের চিকিৎসার্থ হাঁসপাতালে গমন করে। যাহারা ডাক্তারের ভিজিট ও ঔষধের মূল্য দিতে সক্ষম হয়, তাহারা নিজ বাটীতেই ঐ রোগের প্রতীকার করায়। এই অবস্থায় কত লোক যে প্রতি বৎসর উপদংশ দ্বারা আক্রান্ত হয়, তাহা আমি বলিতে পারি না। ইং ১৮৯০ সালের জন সংখ্যা গণনায় (Census) অবগত হওয়া গিয়াছে যে, এই কলিকাতা মহা নগরে বিংশতি সহস্র স্ত্রীলোক প্রকাশ্যরূপে বেশ্যাবৃত্তি করিয়া থাকে। ইহা ব্যতীত অপ্রকাশ্যরূপে যে সমুদায় রমণীগণ উক্ত বৃত্তি অবলম্বন করে, তাহাদিগের সংখ্যা যে কত সহস্র হইবে তাহা আমি বলিতে পারি না। যেস্থানে এত অধিক সংখ্যক বারাঙ্গনা বাস করে, তথায় যে সহস্র সহস্র ব্যক্তি উপদংশ পীড়াক্রান্ত হইবে, তাহার বিচিত্র কি ? যে কয়েক বৎসর এই নগরে স্পর্শাক্রামক ব্যাধি নিবারণকারী আইন (Act XIV) প্রচলিত ছিল, সেই সময়ের মধ্যে উপদংশের প্রাদুর্ভাব অনেকাংশে ন্যূন হইয়াছিল, কিন্তু উক্ত আইন উঠিয়া যাইবার পর হইতেই পুনরায় উপদংশের প্রাদুর্ভাব দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে।

এই স্থলে আমি আর একটী কথা না বলিয়া নিরস্ত হইতে পারিলাম না। সম্প্রতি কলিকাতাস্থ ছাত্রদিগের মধ্যেও উপদংশ পীড়ার প্রাদুর্ভাব দেখিতে পাওয়া যাইতেছে; বিশেষতঃ যাহারা মফঃস্বল হইতে আসিয়া কলিকাতায় বাস করিয়া থাকে, তাহাদিগের মধ্যেই এই পীড়ার প্রকোপ অধিক। যে সকল ছাত্র হোষ্টেলে অবস্থান করে, তাহারা অনেকাংশে নিরাপদ থাকিতে পারে, কিন্তু দুঃখের এই যে, এই মহানগরে বর্ত্তমান সময়ে কেবলমাত্র দুইটী হোষ্টেল আছে; তন্মধ্যে একটীর নাম "ইডেন হিন্দু হোষ্টেল"। ইহা গবর্ণমেণ্টের উদ্যোগে ও তত্ত্বাবধানে সংস্থাপিত। অপরটী "ভিক্টোরিয়া হোষ্টেল"। এই শেষোক্তটী অতি অল্প দিন হইল কতিপয় সুশিক্ষিত এবং স্বদেশহিতৈষী মহোদয়দিগের দ্বারা হেরিসন্ রোডে সংস্থাপিত হইয়াছে। উক্ত উভয় হোষ্টেলের নিয়মাবলী উৎকৃষ্ট এবং তথা হইতে ছাত্রগণ স্বইচ্ছায়, সকল সময়, বিশেষতঃ রাত্রিকালে বাহিরে যাইতে পারে না; তজ্জন্য হোষ্টেল নিবাসী ছাত্রগণ অপেক্ষাকৃত নিরাপদ থাকার সম্ভাবনা। কিন্তু যে নগরে সহস্র সহস্র মফঃস্বলবাসী ছাত্রের অবস্থান, তথায় কেবলমাত্র দুইটী হোষ্টেলে কিরূপে

সঙ্কুলান হইতে পারে? অধিকাংশ ছাত্র এক একটী স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র বাসা ভাড়া করিয়া ১০।১৫।২০ বা তদধিক সংখ্যক ছাত্র একত্রে অবস্থান করে। ইহাকে সাধারণতঃ ষ্টুডেণ্ট মেস (Student mess) বলে। মেস্ সমূহে বিশেষ কোন নিয়মাবলী নাই এবং তত্রস্থ ছাত্রগণ স্বেচ্ছাক্রমে সকল সময়েই যদৃচ্ছা গমনাগমন করিয়া থাকে। ইহাই উহাদিগের উপদংশপীড়া হইবার একটী প্রধান কারণ। অপর একটী কারণ আছে। তাহাও আমি এই স্থানে উল্লেখ করিতে বাধ্য হইলাম। প্রত্যেক মেসে এক বা দুইটী ঝি (চাক্‌রাণী) থাকে, ইহাদিগের মধ্যে অনেকেই অপ্রকাশ্য বেশ্যা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইহাদিগের দ্বারাও অনেক ছাত্র উপদংশাক্রান্ত হইয়া থাকে। আমি কয়েকজন উপদংশ রোগগ্রস্ত ছাত্রের চিকিৎসাকালীন অনুসন্ধানে অবগত হইয়াছি যে, তাহারা শেষোল্লিখিত কারণে ঐ পীড়াগ্রস্ত হইয়াছিল।

উপরোক্ত ভৌগোলিক বৃত্তান্ত পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই বর্ত্তমানকালে উপদংশরোগ বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে, কিন্তু কোন কোন স্থানে উহার প্রকোপ অধিক এবং কোন কোন স্থানে অল্প। কোথাও বা পীড়ার লক্ষণ সমস্ত উগ্র প্রকৃতির এবং কোথাও বা উহা সামান্যরূপে প্রকাশ পাইতেছে। সভ্যতার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে উপদংশ রোগগ্রস্ত লোকের সংখ্যাও বৃদ্ধি পাইতেছে। যে সমস্ত নগর বা উপনগরে বাণিজ্যবশতঃ নানা জাতীয় লোক যাতায়াত করে, সেই সমুদায় স্থানেই এই পীড়ার প্রাদুর্ভাব অত্যধিক পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। সভ্যজাতি ও সহবাসীদিগের মধ্যে উপদংশ পীড়াগ্রস্ত রোগীদিগের সংখ্যা অধিক তদ্রূপ অসভ্য ও গ্রামবাসীদিগের মধ্যে উক্ত রোগীর সংখ্যা অতি অল্প, এমন কি কোন কোন স্থানে আদৌ দেখিতে পাওয়া যায় না। সকল সম্প্রদায়ের লোক অপেক্ষা যাহারা বাণিজ্য কার্য্যদ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করে, তাহারাই উপদংশ পীড়া দ্বারা অধিক পরিমাণে ও প্রবলরূপে আক্রান্ত হয়। অর্থ উপার্জ্জন, প্রবাস, অপরিমিতাচার, শীতল ও আর্দ্র বায়ুসঞ্চালিত স্থানে বাস, শরীরের অপরিষ্কারতা এবং উপদংশ রোগগ্রস্ত হইবার অমনোযোগিতা ও অসাবধানতা ইত্যাদি উল্লিখিত সম্প্রদায় মধ্যে উক্ত পীড়ার প্রাদুর্ভাব হইবার প্রধান কারণ।

উপদংশের গতি ও লক্ষণ।

নির্ব্বাচন। উপদংশ একটী বহুদিনস্থায়ী ও স্পর্শাক্রামক ব্যাধি। একটী

বিশেষ বিষাক্ত পদার্থই উহার উৎপত্তির কারণ। ঐ বিষ কোন প্রকারে ত্বক্ বা শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর মধ্যে প্রবেশ করিলে উহা শোষিত হইয়া রক্তের সহিত মিশ্রিত হয়। উক্ত দূষিত রক্ত শরীরমধ্যে সঞ্চালিত হইবার কিছুকাল পরে নানা প্রকার ব্যাধির লক্ষণ সমূহ প্রকাশ পায়। ঐ লক্ষণাবলী একে একে ও নিয়মানুসারে আবির্ভূত হইয়া থাকে। পীড়িত ব্যক্তির শরীরস্থ ক্ষত হইতে যে পূয় নির্গত হয়, তাহাও বিষাক্ত এবং উহা কোন সুস্থ শরীরের দেহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলে শেষোল্লিখিত ব্যক্তিও ঐ পীড়াগ্রস্ত হয়, এমন কি পীড়িত ব্যক্তির স্বাভাবিক স্রাবও বিষাক্ত হইয়া থাকে। বহুসংখ্যক উপদংশগ্রস্ত লোকের ঔরসজাত বা গর্ভজাত সন্তানগণও এই ব্যাধির দ্বারা আক্রান্ত হয়। এইরূপে পুরুষানুক্রমে এই ব্যাধির স্রোত চালিত হয়।

সিফিলিস্ শব্দের উৎপত্তির কারণ।—কোথা হইতে এবং কখন যে এই শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা নিশ্চিতরূপে বলা যায় না, কিন্তু ইউরোপ ও আমেরিকার চিকিৎসাসম্বন্ধীয় সকল পুস্তকেই সিফিলিস্ শব্দ ব্যবহার হইতেছে। কেহ কেহ বলেন যে পুরাতন গ্রীসদেশস্থ এল্‌কিথাস্ নামক রাজার একজন মেষপালক সর্ব্বপ্রথমে উপদংশ দ্বারা আক্রান্ত হয়। তাহার নাম সিফিলাস্ ছিল, তাহা হইতেই উপদংশের নাম সিফিলিস্ হইয়াছে। কাহার কাহার মত যে সিপ্ অর্থাৎ শূকর এবং হিলিস্ অর্থাৎ ভালবাসা। আবার কেহ কেহ বলেন যে, সিফিলিস্ শব্দের প্রকৃত অর্থ ইম্‌পোটেন্সি অর্থাৎ ধ্বজভঙ্গ। ভিষক্‌দর্পণ।

ক্রমশঃ—

ডাক্তার মৌলভী জহিরুদ্দিন্ আহমদ এল্,এম্,এস্ ইত্যাদি।

সম্পাদকীয় বক্তব্য।

পূর্ব্বেও বলিয়াছি এবং এখনও বলিতেছি যে, ভৌগলিক-ব্যাপারে আর অগ্রসর না হইয়া ডাক্তার সাহেবের আসল কথায় হাত দেওয়াই কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচনা করি।

চি, স, সম্পাদক।

তৈলপাক ও প্রয়োগ-প্রণালী।

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ২৩৮ পৃষ্ঠার পর।)

গতবারে মূর্চ্ছারোগে তৈল প্রয়োগের বিষয় লিখিয়াছি এবং ইহাও বলিয়াছি যে, সাধারণতঃ মূর্চ্ছারোগেই বাতব্যাধি অধিকারোক্ত মধ্যমনারায়ণ আদি তৈল ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সুতরাং সে সকল তৈলের প্রয়োগ

বিশেষতঃ প্রস্তুতপ্রণালী বাতব্যাধি অধিকারেই বিশেষরূপে উক্ত হইবে। ভ্রম ও সন্ন্যাস, এই উভয় রোগও মূর্চ্ছারোগেরই অন্তর্গত। ইহার মধ্যে ভ্রমরোগে (অর্থাৎ যাহাতে রোগী সহসা ঘুরিয়া পড়ে) মধ্যমনারায়ণ ও বিষ্ণু-তৈল আদি শীতবীর্য্য তৈল ব্যবহারে অতি আশ্চর্য্যরূপ উপকার দর্শিয়া থাকে। অনেক স্থলেই পরীক্ষাদ্বারা দেখা গিয়াছে যে, এলোপ্যাথি ও হোমিওপ্যাথি চিকিৎসাদ্বারা যে ভ্রমরোগের ৩।৪ মাসে বিন্দুমাত্রও উপকার দর্শে নাই, সেই সেই স্থলে বৈদ্যক মধ্যমনারারণ তৈল প্রয়োগে ২।৪ দিনেই আশাতীত উপকার দর্শিয়াছে।

একটী দৃষ্টান্ত।

প্রায় ৩ বৎসরের কথা হইবে, কলিকাতার সুবর্ণবণিক জাতীয়া একটী ৩৪।৩৫ বৎসর বয়স্কা স্ত্রীলোকের পুত্রশোকজন্য এমন ঘুরণী রোগ জন্মে যে, স্ত্রীলোকটী উঠিয়া দাঁড়াইলেই তৎক্ষণাৎ ঘুড়িয়া পড়িত। প্রথম প্রথম তাঁহার স্বামী বিশেষ কোনও ঔষধের সাহায্য না লইয়া মিশ্রীর জল, ডাবের জল ও বাদাম তৈল আদি ব্যবহার করাইয়াছিলেন, কিন্তু তদ্দ্বারা যৎকিঞ্চিৎ উপকার ভিন্ন বিশেষ কোনও ফল দর্শে নাই। তাহার পর এই সহরের একজন বিখ্যাত এলোপ্যাথি ডাক্তারের চিকিৎসাধীনে প্রায় দুই মাসেরও অধিককাল রাখা হয়। ডাক্তার মহাশয় কত রকম পটাশাদি দেন্, কিন্তু অদৃষ্ট গুণে নির্দ্দোষ আরাম হইল না, তবে ঔষধ সেবনে অবশ্য অনেকটা ভাল থাকেন এইমাত্র। শেষে একজন সুদক্ষ হোমিওপ্যাথির হাতে দেওয়া হয়। তিনিও প্রায় এক মাস ঔষধ দেন, কোন উপকারই দর্শে না। শেষটা কবিরাজী চিকিৎসায় মধ্যমনারায়ণ তৈল মস্তকে মর্দ্দন ও বৃহচ্চিন্তামণী বড়ী শতমূলীর রস ও ইক্ষু চিনি দিয়া সেবন করিতে দেওয়ায় ২।৩ দিনেই যেন অর্দ্ধেকেরও উপর রোগের শান্তি হইয়া আসিল এবং একমাসের মধ্যে রোগীর আর কোন অসুখই রহিল না।

আর অধিক দৃষ্টান্ত দিয়া প্রবন্ধ বিস্তৃত করিতে চাহি না। তবে এইমাত্র বলিতে চাহি যে, শত সহস্র স্থলে অহরহ তৈলপ্রয়োগ করিয়া আমরা যেরূপ অভাবনীয় ফল লাভ করিয়া থাকি, তাহাতে যে ঋষিগণ, এই তৈল প্রস্তুত ও প্রয়োগ-প্রণালীর উপায় উদ্ভাবন করিয়া গিয়াছেন, সেই প্রাতঃস্মরণীয় মহাত্মা ঋষিগণের চরণে কোটী কোটী প্রণাম করি।

সন্ন্যাসরোগ, মূর্চ্ছারোগেরই অন্তর্গত। দেখা যায়, অধিকাংশ স্থলেই চিকিৎসার ত্রুটিতে এই রোগে জীবননাশ হইয়া থাকে। সুতরাং প্রথমবার সন্ন্যাসরোগেই যাহাদের জীবন বিনষ্ট হইয়া যায়, সে স্থলে ত আর কোন কথাই বলিবার নাই। তবে যে সকল সন্ন্যাসরোগ একবারের অধিক রোগীকে আক্রমণ করে, সেই সমস্ত রোগীর পক্ষে নিয়মিত মধ্যমনারায়ণ আদি শীতবীর্য্য তৈল ব্যবহারে বিশেষ ফল দর্শিতে পারে বলিয়া আশা করা যাইতে পারে। তদ্ভিন্ন সন্ন্যাসাক্রান্ত ব্যক্তি যখন অচৈতন্যাবস্থায় মৃতবৎ পড়িয়া থাকে। আমার বোধ হয় যে, নস্য ও সূচীবেধন ক্রিয়াদি ভিন্ন পুরাতন ঘৃতের ন্যায় মধ্যমনারায়ণ তৈল তাহার বক্ষঃস্থলে তখন উত্তমরূপে মালিশ করিলেও বায়ুর শান্তিদ্বারা অপেক্ষাকৃত ফল দর্শিতে পারে। আমি কিন্তু সন্ন্যাসরোগের এরূপ অবস্থায় কখনও কোনরূপ তৈল মালিশ করিতে দেখি নাই এবং শুনিও নাই। অতঃপর মদাত্যয় ও দাহাদিরোগে তৈল প্রয়োগের বিষয় লিখিতেছি।

মদাত্যয়রোগে তৈলপ্রয়োগ।

অযথা-মদ্যপান জন্য রোগের নাম মদাত্যয়রোগ। পরমদ, পানাজীর্ণ ও পানবিভ্রমরোগও এই অযথা মদ্যপাননিমিত্ত জন্মিয়া থাকে। প্রায়ই দেখা যায়, সর্ব্বপ্রকার মদাত্যয় বা পানাজীর্ণাদিরোগেই রোগীর বায়ুর বা পিত্তের লক্ষণ অধিকাংশরূপে প্রকাশ পায়। সুতরাং যে যে স্থলে বায়ুর লক্ষণ অধিক প্রকাশ পায়, সে সে স্থলে মধ্যমনারায়ণ এবং যে যে স্থলে পিত্তের ভাগ অধিক লক্ষিত হয়, সে সে স্থলে গুড়ূচ্যাদি ও বৃহদ্‌গুড়ূচ্যাদি তৈল প্রয়োগে অতি আশ্চর্য্য উপকার দর্শিয়া থাকে। দেশের প্রায় সকল কবিরাজ মহাশয়েরাই এ সকল রোগে বায়ু বা পিত্তের বিশেষ অনুবন্ধ থাকিলে ঠিক্ এই হিসাবে তৈলপ্রয়োগ করিয়া উপকার দর্শাইয়া থাকেন। অমরাও অনেক স্থলেই এরূপ উপকার দর্শিতে দেখিয়াছি। কিন্তু যেখানে অত্যন্ত কফের অনুবন্ধ থাকে, অর্থাৎ মস্তকভার ও বেদনাযুক্ত, নাসিকা দিয়া কফস্রাব, সর্ব্বাঙ্গে বেদনা ও জ্বরভাব ইত্যাদি লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে, সেস্থলে কিন্তু এ সকল তৈলপ্রয়োগে উপকার না হইয়া বরং অপকারই দর্শে, সুতরাং এরূপ স্থলে কোনরূপ তৈলপ্রয়োগ না করাই সঙ্গত। আমি এরূপ অবস্থায় কখনও কোন কবিরাজকে তৈলপ্রয়োগ করিতে দেখি নাই এবং নিজেও করি নাই।

দাহরোগে তৈলপ্রয়োগ।

দাহ নিজেই এক প্রধান রোগ, প্রায়ই পিত্তের বৃদ্ধিজন্য ইহার উৎপত্তি হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন জ্বর, অতীসার ও অম্লপিত্তাদি অধিকাংশ রোগেই পিত্তের প্রকোপ থাকিলে অত্যন্ত দাহ উপস্থিত হইয়া থাকে। ফলতঃ যেখানেই গায়ের জ্বালা, হাত পায়ের জ্বালা, পেটজ্বালা বা মাথাজ্বালা উপস্থিত হয়, সেইখানেই পিত্তজন্য দাহ বুঝিতে হইবেক। এই দাহরোগের শান্তির জন্য তৈল যে একটী কিরূপ অসাধারণ ও অমোঘ ঔষধ, তাহা চিকিৎসা-সম্মিলনীর কবিরাজ পাঠকগণের নিকট প্রকাশ করিতে যাওয়া আমার পক্ষে ধৃষ্টতামাত্র। তথাপি যাঁহারা দাহরোগে তৈলপ্রয়োগের বিষয় জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের জন্য নিম্নে দাহরোগে তৈলপ্রয়োগের বিষয় লিখিতেছি।

দাহরোগে অর্থাৎ শরীরের জ্বলন অবস্থায় তৈলপ্রয়োগ প্রশস্ত হইলেও জানা উচিত যে, নূতন জ্বরে বা জ্বরবিকারে কিংবা অতীসার বা ওলাউঠায় রোগী যখন গাত্রদাহে ছট্‌ফট্ করিতে থাকে, তখন সে অবস্থায় কিন্তু কোনরূপ তৈলপ্রয়োগ করাই কর্ত্তব্য নহে। অধিকাংশ পুরাতন জ্বরেও তৈলপ্রয়োগে জ্বরের বৃদ্ধি বিশেষতঃ ঠাণ্ডা হইয়া কাসি উপস্থিত হইতে দেখা যায়, তবে দেখা যায়, কোন কোন পৈত্তিক পুরাতন জ্বরে গুড়ূচ্যাদি তৈল কিংবা জ্বর-ভৈরব বা কিরাতাদি তৈল মর্দ্দনে বেশ দাহের শান্তি হইয়া থাকে। কিন্তু এ সকল কথা আমরা জ্বরাধিকারে ও গ্রহণী আদি অধিকারে তৈলপ্রয়োগের বিধি লিখিবার সময় সবিশেষ লিখিয়াছি। সুতরাং এস্থলে আর তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। অতঃপর কেবল দাহরোগে তৈলপ্রয়োগের বিষয় লিখিতেছি।

অম্লপিত্ত, শূল বা অন্যান্য রোগের উপসর্গরূপে কিংবা অন্যান্য রোগের উপসর্গরূপে না জন্মিয়া কেবলমাত্র নিজেই দাহ হউক, এই সর্ব্বপ্রকার দাহরোগের শান্তির পক্ষে বাতরক্তাধিকারোক্ত গুড়ূচ্যাদি ও বৃহদ্‌গুড়ূচ্যাদি তৈলই প্রায় ধন্বন্তরির ন্যায় উপকার দর্শায়। যাহাদের হাত ও পায়ের তালু ভয়ানক্ গরম, এমন কি অগ্নিশিখার ন্যায় অনুভূত হয়, যাহাদের মাথা ভয়ানক গরম, যাহারা শরীরের জ্বালার জন্য ছট্ ফট্ করিতে থাকে, সেই সকল অবস্থাতেই উপরোক্ত গুড়ূচ্যাদি তৈল প্রায়শঃ ব্রহ্মাস্ত্রের ন্যায় কার্য্য

করে। হাত পা জ্বালার যন্ত্রণায় যে সকল রোগী বিশেষতঃ স্ত্রীলোকেরা অস্থির হইয়া নানাপ্রকার এলোপ্যাথি ও হোমিওপ্যাথি ঔষধ দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত ব্যবহার করিয়াও কোন ফল পায় নাই, দেখা যায়, তাহাদের সেই জ্বালার শান্তি গুড়ূচ্যাদি তৈলে সপ্তাহ মধ্যে করিয়াছে। দেখা গিয়াছে, যে মাথার উষ্ণতা ও জ্বালার শান্তি কোন ঔষধেই হয় নাই, উক্ত তৈলমর্দ্দনে ২।৩ দিনের মধ্যেই তাহার শান্তি হইয়াছে।

কেবল যে গুড়ূচ্যাদি বা বৃহদ্‌গুড়ূচ্যাদি তৈলেই দাহরোগের শান্তি হয়, তাহা নহে, এমনও অনেক স্থলে দেখা যায়, গুড়ূচ্যাদি তৈলে দাহের কোনই উপকার হয় নাই, অথচ সেই স্থলে বিষ্ণুতৈলে উপকার দর্শে, বিষ্ণুতৈলে হয় ত উপকার হইল না, কিন্তু মধ্যমনারায়ণ তৈলে আশ্চর্য্য উপকার দর্শিল। ফলতঃ একথা নিশ্চিত যে, যে তৈলেই হউক, সর্ব্বপ্রকার দাহরোগের শান্তির পক্ষে দেশীয় তৈল মর্দ্দনের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ উপায় এজগতের আর কোনও স্থানেই যে অদ্যাপিও উদ্ভাবিত হয় নাই, ইহা সত্য সত্যই দৃঢ়রূপে বলিতে পারি। গুড়ূচ্যাদি ও বৃহদ্‌গুড়ূচ্যাদি তৈল ইহার পর বাত রক্তাধিকারে এবং বিষ্ণু ও মধ্যমনারায়ণ আদি তৈল বাতব্যাধি অধিকারে সবিশেষ উক্ত হইবে। সুতরাং এস্থলে আর ইহাদের স্বতন্ত্র প্রস্তুতপ্রণালী লিখিলাম না। ক্রমশঃ—

কলিকাতা। } কবিরাজ শ্রীজগদ্বন্ধু সেনগুপ্ত।

সম্পাদকীয় বক্তব্য।

বৈদ্যক তৈলপাক ও প্রয়োগপ্রণালী যাঁহারা জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের পক্ষে এসকল কথা যে, কতদূর উপযোগী, তাহা তাঁহারাই বিবেচনা করিবেন। চি, স, সম্পাদক।

প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ-মুষ্টিযোগ।

শিরোরোগে মুষ্টিযোগ।

একজন সুশিক্ষিত কবিরাজের মতে নিম্নলিখিত মুষ্টিযোগ ঔষধ গুলি শিরোরোগ শান্তির পক্ষে বিশেষ উপযোগী যথা—

১। নিশাদল ও কলিচূর্ণ একত্রে মিশাইয়া তাহার গন্ধ নাকে শুঁকিলে শিরোবেদনা নষ্ট হয়।

২। রক্তচন্দন ধুতুরাপাতার রসে ঘসিয়া কর্দ্দমের মত হইলে তাহাতে

একটু আফিং মিশাইয়া কপালের যে দিকে বেদনা ধরে, সেই দিকে ২।৩ বার প্রলেপ দিলেই আধকপালে মাথা ধরার শান্তি হয়।

৩। শুঁঠ বাটীয়া দুগ্ধের সহিত নস্য লইলে নানা দোষোৎপন্ন দারুণ শিরঃপীড়া সত্বর নিবৃত্ত হয়।

৪। কুলপাতার পৃষ্ঠ ভাগে কলিচূর্ণ মিশাইয়া কপালের উভয় পার্শ্বস্থ শিরার উপর বসাইয়া দিলে মাথা ধরা ভাল হয়।

৫। বাদামের তৈল মাথায় মাখিলে মাথাঘোরা ও শিরঃপীড়ার নিবারণ হয়।

৬। শ্বেতচন্দন জলের সহিত ঘসিয়া কপালে লেপ দিলে মস্তকবেদনা বিনষ্ট হয়।

প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ মুষ্টিযোগ।

(সম্পাদকীয়)

১। একশিরার মহৌষধ—ভেড়ার লোম ও কার্পাস তুলার বীচি সমান অংশে লইয়া একত্রে হামাম দিস্তায় উত্তমরূপে কুটিতে কুটিতে রুটীর মত হইয়া আসিলে তদ্দ্বারা বর্দ্ধিত কোষ জড়াইয়া উপরের দিকে টানিয়া বাঁধিয়া রাখিতে হইবেক। ৫।৭ দিন বাঁধিলেই একশিরার টাটানি বা যন্ত্রনা এবং ফুলার শান্তি হইবে।

২। হংসডিম্বের ভিতরকার হরিদ্রাবর্ণ কুসুম লইয়া প্রত্যহ ৫।৭ বার কোষের উপর প্রলেপ দিলেও অতি শীঘ্রই একশিরার শান্তি হইতে পারে।

বায়ু জন্য অনিদ্রার মহৌষধ,—যাঁহাদের বায়ুজন্য অনিদ্রা রোগ জন্মে, তাঁহাদের পক্ষে প্রত্যহ প্রাতে ২।৩ টী পাতি লেবুর রস সৈন্ধব লবণের সহিত পান করিলে ২।৩ দিনেই বায়ুর শান্তি হইয়া সুনিদ্রা আসিতে পারে। প্রত্যক্ষ দেখা গিয়াছে, অনেক সময় অনেক স্থলে বৈদ্যক মধ্যমনারায়ণ আদি শীতবীর্য্য তৈল ও চিন্তামণী মকরধ্বজ আদি ঔষধ সেবনে যে ফল না দর্শিয়াছে, সেই সেই স্থলে একমাত্র পাতিলেবুর রস পানে তদপেক্ষা অধিক উপকার দর্শিয়াছে। সুতরাং এহেন অসাধারণ গুণদায়ক পাতিলেবুর ব্যবহার করিয়া দেখা সকলেরই পক্ষে কর্ত্তব্য।

সম্পাদক।

আমাদের কথা।

প্রস্তাবিত আয়ুর্ব্বেদীয় হাঁসপাতাল ;—(শেষকথা) অনেকেই বলেন ;—"কবিরাজ বিশেষের কোনও দুরপনেয় কলঙ্ক বিমোচনের

জন্যই এ বৃথা হুজুগের সৃষ্টি হইয়াছিল।" কিন্তু আমরা বলি ;—যে গূঢ় কারণে যে সূত্র ধরিয়া ব্যক্তিবিশেষের যে উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য এই মহৎ ব্যাপার কল্পিত হইয়াছিল এবং শেষটা যে জন্য কেবল প্রকাণ্ড হুজুগেই পর্য্যবসিত হইল, সেই সকল কথা খুলিয়া বলিতে গেলে আমাদিগকেই লোকে নীচ বলিয়া ঘৃণা করিবে। অদূরদর্শী লোকে সত্যের মহিমা বুঝিবে না, পরিণাম চিন্তা করিবে না, কেবল বাহ্যাড়ম্বরে মুগ্ধ হইয়া বাহ্য চাকচিক্যের সেবা করিয়া থাকে। সুতরাং এরূপ ক্ষেত্রে ফল উল্টা হইবে বলিয়াই আমরা আর আপাততঃ সে সকল নিগূঢ় কথার ব্যক্ত করিতে পারিলাম না। তথাপি একটা কথা কিন্তু বলিয়া রাখি যে, এ জগতে যথার্থ সার্ব্বজনিক হিতকর কার্য্য সম্পাদন করা বড় সোজা কথা নহে, বিশেষতঃ যে সে লোকেরও কার্য্য নহে। যাহার অন্তর একতালার স্থলে দুই তোলা, এক খানির স্থলে দুই খানি, মাসিক পাঁচ শতের স্থলে পাঁচ সহস্র, ইত্যাকার নশ্বর ও ইন্দ্রিয়গত ক্ষণ সুখদায়ক বৈষয়িক সুখের জন্য অহরহ লালায়তি, সেই সমস্ত লোকের দ্বারা যে, সাধারণের বিশেষ হিতকর কোন কার্য্যই এ জগতে কখন সম্পাদিত হয় নাই, বা হইতেও পারে না, ইহা সর্ব্ববাদী সম্মত। তবে হাঁ যাঁহার প্রাণ অহরহ পরের জন্য লালায়িত, দেশের জন্য উদ্বিগ্ন, এক তালা কি দুই তালায় থাকেন, ইহা যাঁহার মনেও উদয় হয় না, মাসিক পাঁচশত পান কি তিন শত পান, ইহা যাঁহার কল্পনাতেও আসে না, সেই ত্যাগী, সেই সংযমী, সেই নিরভিমানী, সেই দেবহৃদয় মহাত্মা ব্যক্তিরাই চেষ্টা করিলে একদিন এ শ্রেণীর মহৎ কার্য্যের সমাধা করিতে পারেন। দুঃখের বিষয় ভারতবাসীর মধ্যে এ শ্রেণীর লোকের অস্তিত্ব অনেক দিন পূর্ব্বেই লোপ পাইয়াছে! নচেৎ তাহা না হইলে ভারতের কপাল এত অধিক পরিমাণে পুড়িবে কেন ?

সঞ্জীবনী—আফিং কমিশনের উপলক্ষ করিয়া লিখিয়াছেন ;—"যুগ যুগান্ত দাসত্ব করিতে করিতে এদেশের লোকের মনুষ্যত্ব লোপ পাইয়াছে,—তাহাদের পক্ষে সত্য কথা বলা সহজ নহে।"

আবার ডাক্তার জগদ্বন্ধুর ন্যায় ব্যক্তিও লিখিয়াছেন "বঙ্গবাসী মনুষ্যত্ব-বর্জ্জিত" সুতরাং পাঠকগণ মনে রাখিবেন যে, দেশীয় লোককে কেবল আমরাই একেলা সিংহ ব্যাঘ্র বা গো-গর্দ্দভ কিংবা শৃগাল শকুনির আকার বিশিষ্ট দেখিতে পাই না। অপিচ যাঁহারা একটু তলিয়া দেখিবেন, দেখিলেই

বুঝিবেন যে, মনুষ্যত্ব লোপ পাইয়া ভারতবাসীগণ যথার্থই গো গর্দ্দভ ও শৃগাল শকুনিতে পর্য্যবসিত হইয়াছে।

সঞ্জীবনী ;—লিখিতেছেন "এ দেশের লোকের মনুষ্যত্ব লোপ পাইয়াছে সুতরাং তাহাদের পক্ষে সত্য কথা বলা সহজ নহে"।—

আর সুলভ দৈনিক লিখিতেছেন ;—

"লর্ড রিপণের স্মৃতিচিহ্ন।—লর্ড রিপণের স্মৃতিচিহ্ন স্থাপনের জন্য সঞ্জীবনী প্রধান উদ্যোগী হইয়াছেন—ইংলিসম্যান ও পাইওনিয়র ইহাতে বিশেষ বিদ্রূপ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন ; দেশের লোক কার্য্য দেখাইয়া এরূপ বিদ্রূপের হাত হইতে আপনাদিগকে রক্ষা করিতে পারিবেন কি ?"

এদেশ যে, ভেড়ীর দলে বোঝাই, আমাদের ন্যায় বাক্যবীর মিথ্যাবাদী-গণের কথা যে প্রায়ই কার্য্যে পরিণত হয় না, একথা ইংলিশম্যান আদি সংবাদ পত্রের জন্মের পূর্ব্ব হইতেই তাঁহারা উত্তমরূপে অবগত আছেন। সুতরাং তাঁহা-দিগের ন্যায় কার্য্যকুশল জাতির পক্ষে এরূপ বিদ্রূপোক্তি শোভা পায় না কি ?

পাস্তুর স্কুল ;—ভারতে ডফরীন ফণ্ড ইত্যাদি অশেষ উপসর্গের ন্যায় সংপ্রতি আর একটী নূতন গোচের উপসর্গ আসিয়া পৌঁছিয়াছে। সুতরাং ইহার সম্বন্ধে আমাদিগের বিস্তর কথা বলিবার আছে। আজ্ এস্থলে কিন্তু সংক্ষেপে একটা কথা না বলিয়াই থাকিতে পারিলাম না। উদ্‌যোগী-গণের হেড পাণ্ডা ডাক্তার—সাহেব বিজ্ঞাপনদ্বারা টাকা আদায়ের জন্য বলিতেছেন ;—" Some fifty institutes have already been established in other nations, bnt India ought not to be behind other nations ?

"অর্থাৎ (জর্ম্মাণ ফ্রান্স, রুসিয়া তুরস্ক ও ইংলণ্ড ইটালি আদি) অন্যান্য জাতির মধ্যে প্রায় ৫০ টা পাস্তুর স্কুল স্থাপিত হইয়াছে ; কিন্তু ভারতবাসী কি, সেই সকল জাতির পশ্চাদপদ হইয়া থাকিবেন ?"

আহা তাত বটেই ! এমন হিতৈষী ভারতের সুহৃৎ ত আর দেখাই যায় না ! গুলি গোলা, বন্দুক কামান, স্বাধীনতা আদি সর্ব্বপ্রকার সুখেই ভারতবাসী ইংলণ্ড আদি দেশের সমকক্ষতা দেখাইতেছেন, সুতরাং পাস্তুর স্কুলের সময় কি এরূপ নিশ্চিন্ত থাকিলে ভাল দেখায় ? বলা বাহুল্য যে, ডাক্তার সাহেবের এ মিষ্টি বোলে ভারতের অনেক হুজুগপ্রিয় মহাত্মাই কিন্তু ভিজিয়া গিয়া সাধ্যমত অর্থ দিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

৯ম বৎসর, ৯ম খণ্ড, ৯ম সংখ্যা।

চিকিৎসা-সম্মিলনী।

চিকিৎসা-বিষয়ক মাসিকপত্রিকা।

(টাকীর বিখ্যাত ও সুশিক্ষিত জমীদার)

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম, এ, বি, এল,

মহাশয়ের বিশেষ উদ্যোগে ও সাহায্যে

আয়ুর্ব্বেদীয় চরক ও সুশ্রুতের সংস্কৃত, বাঙ্গালা, ইংরাজী ও হিন্দী

অনুবাদক এবং প্রকাশক

কবিরাজ শ্রীঅবিনাশচন্দ্র কবিরত্ন

কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

কলিকাতা কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্ ২০০ নং বাটী হইতে সম্পাদক কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

কলিকাতা।

৫ নং সিমলাষ্ট্রীট, জ্যোতিষপ্রকাশ যন্ত্রালয়ে শ্রীগোপালচন্দ্র ঘোষাল দ্বারা মুদ্রিত।

প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য।৵০ আনা মাত্র।

সূচীপত্র।

বিষয়			পৃষ্ঠা
দেশীয় স্বাস্থ্যবিজ্ঞানে ভোজনানুসারে	...		
স্বত্বাদি গুণভেদ (নূতন কথা)	...		২৯১
ঐ প্রাণের পর চাই ধন	...		২৯৯
উপদংশ (ডাক্তারী) ...	...		৩০১
অবলা-বান্ধব (কবিরাজী) ...	...		৩০৭
উপদংশ সম্বন্ধে দুই একটী কথা	...		৩১১
তৈলপাক ও প্রয়োগপ্রণালী	...		৩১৬
দেশীয় চ্যবনপ্রাশ ও বিলাতী কড্‌লিবার	...		৩১৮
প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ মুষ্টিযোগ	...		৩২০
মূল্যপ্রাপ্তি	...	...	৩২২

বিজ্ঞাপন।

হিন্দু-পত্রিকা।

ধর্ম্মবিষয়ক-মাসিকপত্রিকা।

বার্ষিক মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।

দুই খণ্ডের নগদমূল্য ।০ আনা।

লাহোর ট্রাইবিউনের ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক

শ্রীযদুনাথ মজুমদার এম এ, বি এল, উকীল

কর্ত্তৃক

সম্পাদিত ও যশোহরে প্রকাশিত।

বৈশাখ ও জৈষ্ঠ সংখ্যা ঃ—ঋগ্বেদ পুরুষসূক্ত। যজুর্ব্বেদ শান্তি প্রকরণ। ভৃগুমুনির গৃহস্থের প্রতি উপদেশ। গোভিলের ব্রহ্মচারীর প্রতি উপদেশ ইত্যাদি সারগর্ভ প্রবন্ধ আছে। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত পণ্ডিত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন সি, আই, ই, হিন্দুপত্রিকা পাঠ করিয়া কি লিখিয়াছেন, তাহা পড়ুন ঃ——

"হিন্দু-পত্রিকার প্রবন্ধগুলি অতিসরলভাষায় লিখিত হইয়াছে। বক্তব্য বিষয়গুলি যুক্তি ও উপপত্তিদ্বারা সমর্থন করা হইয়াছে বলিয়া আমার বিশ্বাস।"

দেশীয় স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানে ভোজনানুসারে সত্ত্বাদিগুণ-ভেদ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

নূতন কথা।

এক সত্ত্ব, রজ ও তমগুণের উপলক্ষ করিয়া যথেচ্ছাভাবে কত কথাই না লিখিয়াছি। সুদুর্লভ মানবজাতিকে সিংহ ব্যাঘ্র ও গো গর্দ্দভাদি এবং শৃগাল শকুনি প্রভৃতি সাধারণ জন্তুগণের শ্রেণীভুক্ত করিয়া না জানি আমাদের পাঠকগণের নিকট কতদূর অমার্জ্জনীয় অপরাধই করিয়াছি, কিন্তু এ সকল কথা যে, আমাদের কল্পনা-প্রসূত নহে, আমরা যে সেই পুণ্যকর্ম্মা আর্য্য ঋষিগণেরই আশ্রয় লইয়া সাহসে বুক বাঁধিয়া এতদূর বাড়াবাড়িরূপে লিখিয়াছি, সে কথা পূর্ব্বেই নিবেদন করিয়াছি।

ইতর ভদ্র, পণ্ডিত মূর্খ, সকলেই জানেন যে, মানবশরীরে কামক্রোধাদি কতকগুলি রিপু বড়ই আধিপত্য প্রকাশ করিয়া থাকে। ব্যক্তিবিশেষের শরীরে এই কামাদিরিপুর আধিপত্যের ইতরবিশেষদ্বারাই এসংসারে কেহ কামুক, কেহ ক্রোধী এবং কেহ বা লোভী সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত হয়। কিন্তু এই কামাদি রিপুর ন্যায় সত্ত্ব, রজ, তম এই গুণত্রয়ও যে মানবের উপর স্ব স্ব প্রভুত্ব দেখাইতে সম্পূর্ণ সমর্থ, ইহা অতি অল্পলোকেই অবগত আছেন! আবার এই সত্ত্বই যে শুদ্ধ, রাজস ও তামসভেদে অসংখ্য ভেদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে, ইহা প্রকৃতই খুব্ কম লোকেই জানেন। অনেকেই জানেন না বলিয়াই আমরা এ প্রবন্ধটী "নূতন কথা" বলিয়া সাধারণের নিকট প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হই নাই। যাহা হউক্, নিম্নে ত্রিবিধসত্ত্বের সংক্ষেপতঃ ভেদাংশ দেখান যাইতেছে।

চরক বলেন ;—

শুদ্ধস্য সত্ত্বস্য সপ্তবিধং ভেদাংশং বিদ্যাৎ কল্যাণাংশত্বাৎ তৎ সংযোগাত্ ব্রাহ্ম্যমত্যন্তশুদ্ধং ব্যবস্যেৎ।

অর্থাৎ শুদ্ধ সত্ত্বের সপ্তপ্রকার ভেদ জানিবে। তন্মধ্যে ব্রাহ্ম্যসত্ত্ব শুভকারী

ও অত্যন্ত শুদ্ধ বলিয়া জানিবে। নিম্নে শুদ্ধসত্ত্বের সপ্তপ্রকার ভেদ ও লক্ষণ বলা যাইতেছে।

শুচিং সত্যাভিসন্ধং জিতাত্মানং সংবিভাগিনং জ্ঞানবিজ্ঞানবচনপ্রতিবচনসম্পন্নং স্মৃতিমন্তং কামক্রোধলোভমানমোহের্ষ্যামর্ষাপেতং সমং সর্ব্বভূতেষু ব্রাহ্ম্যং বিদ্যাৎ।

অর্থাৎ যিনি শুচি, সত্যসন্ধ, জিতেন্দ্রিয়, যাঁহার কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিভাগকরণে উৎকৃষ্ট বুদ্ধি বিদ্যমান থাকে, যিনি জ্ঞান, বিজ্ঞান, বচন ও প্রতিবচন বিষয়ে উৎকৃষ্ট শক্তিসম্পন্ন, স্মরণশক্তিবিশিষ্ট, যিনি কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, ঈর্ষ্যা এবং অমর্ষ প্রভৃতি দোষে দূষিত নহেন এবং যাঁহার সর্ব্বভূতেই সমান জ্ঞান, তাঁহাকে ব্রাহ্ম্য বলিয়া জানিবে।

ইজ্যাধ্যয়নব্রতহোমব্রহ্মচর্য্যমতিথিব্রতমুপশান্তমদমানরাগদ্বেষমোহলোভরোষং প্রতিবচনবিজ্ঞানোপধারণশক্তিসম্পন্নমার্ষং বিদ্যাৎ।

অর্থাৎ যিনি যজন, অধ্যয়ন, হোম এবং ব্রহ্মচর্য্যায় সতত অনুরক্ত, যিনি উৎকৃষ্টরূপে অতিথিসৎকার করেন এবং যাঁহার আসক্তি, দ্বেষ, লোভ, মোহ এবং রোষপ্রভৃতির উপশম হইয়াছে, যিনি প্রতিভাসম্পন্ন এবং বচন, বিজ্ঞান ও ধারণাশক্তিসম্পন্ন, তাঁহাকে আর্ষ অর্থাৎ ঋষিসত্ত্ব বলিয়া জানিবে।

ঐশ্বর্য্যবন্তমাদেয়বাক্যং যজ্বানং শূরমোজস্বিনং তেজসোপেতমক্লিষ্টকর্ম্মাণং দীর্ঘদর্শিনং ধর্ম্মার্থকামাভিরতমৈন্দ্রং বিদ্যাৎ।

অর্থাৎ যিনি ঐশ্বর্য্যশালী, যাঁহার বাক্য লোকে গ্রাহ্য করে, যিনি যাগশীল, বিক্রমশালী, ওজস্বী ও তেজস্বী, আর যিনি কোন কষ্টকর কর্ম্ম না করেন, যিনি দূরদর্শী এবং অর্থ, ধর্ম্ম ও কামনায় যাঁহার অত্যন্ত অনুরাগ, তাঁহাকে ঐন্দ্র অর্থাৎ ইন্দ্রসত্ত্ব বলিয়া জানিবে।

লেখাস্থবৃত্তং প্রাপ্তকারিণমসংহার্য্যমুত্থানবন্তং স্মৃতিমন্তমৈশ্বর্য্যালম্বিনং ব্যপগতরাগদ্বেষমোহং যাম্যং বিদ্যাৎ।

অর্থাৎ যাঁহার কর্ত্তব্য ও অকর্ত্তব্যবিষয়ে ব্যবস্থা নির্দ্দিষ্ট থাকে, যিনি অসঙ্কুচী, সামর্থ্যবান্, স্মৃতিমান্, ঐশ্বর্য্যশালী এবং যাঁহার বিষয়াসক্তি, দ্বেষ, ঈর্ষা ও মোহ না থাকে, তাঁহাকে যাম্য অর্থাৎ যমসত্ত্ব পুরুষ বলিয়া জানিবে।

শূরং শুচিমশুচিদ্বেষিণং যজ্বানমম্ভোবিহাররতিমক্লিষ্টকর্ম্মাণং স্থানকোপপ্রসাদং বারুণং বিদ্যাৎ।

অর্থাৎ যিনি বিক্রমশালী, শুদ্ধাচারী, অশুচিদ্বেষী, যাগকারী, জলবিহারে

রত, অক্লিষ্টকর্ম্মা, আর যিনি যথাযোগ্য স্থলে কোপ ও অনুগ্রহ করিয়া থাকেন, তাঁহাকে বারুণ অর্থাৎ বরুণসত্ত্ব বলিয়া জানিবে।

স্থানমানোপভোগং পরিবারসম্পন্নং সুখবিহারং ধর্ম্মার্থকামনিত্যং শুচিং ব্যক্তকোপপ্রসাদং কৌবেরং বিদ্যাৎ।

অর্থাৎ যিনি যথাস্থানে মান ও উপভোগ করেন, আর যিনি পরিবারসম্পন্ন, সুখবিহারী, ধর্ম্ম, অর্থ ও কামনাতে স্থিরমতি, শুচি এবং যাঁহার কোপ ও অনুগ্রহ ব্যক্ত, তাঁহাকে কৌবের অর্থাৎ কুবেরসত্ত্ব বলিয়া জানিবে।

প্রিয়নৃত্যগীতবাদিত্রোল্লাপকং শ্লোকাখ্যায়িকেতিহাসপুরাণেষু কুশলং গন্ধমাল্যানুলেপনবস্ত্রস্ত্রীবিহারকামনিত্যমনসূয়কং গান্ধর্ব্বং বিদ্যাৎ।

অর্থাৎ যিনি গীত, বাদ্য, নৃত্য এবং উল্লাপকপ্রিয়, আর যিনি শ্লোক, আখ্যায়িকা, ও ইতিহাস প্রভৃতির আলোচনায় অত্যন্ত নিপুণ, যাঁহার গন্ধ, মাল্য, অনুলেপন, বস্ত্র এবং স্ত্রী ইত্যাদিতে অত্যন্ত অভিলাষ ও যিনি অসূয়াশূন্য, তাঁহাকে গান্ধর্ব্ব অর্থাৎ গন্ধর্ব্বসত্ত্ব বলিয়া জানিবে।

সেইরূপ রোষাংশ বলিয়া রাজসসত্ত্ব ছয়প্রকার। নিম্নে তাহাদের লক্ষণ বিবৃত হইতেছে।

শূরচণ্ডমসূয়কমৈশ্বর্য্যবন্তমৌদরিকং রৌদ্রমনুক্রোশকং আত্মপূজকমাসুরং বিদ্যাৎ।

অর্থাৎ যে অত্যন্ত বিক্রমশালী, চণ্ড, অসূয়াপরতন্ত্র, ঐশ্বর্য্যশালী, ঔদরিক, উগ্র, নির্দ্দয় এবং আত্মম্ভরি, তাহাকে আসুর অর্থাৎ অসুরসত্ত্ব বলিয়া জানিবে।

অমর্ষিণমনুবন্ধকোপচ্ছিদ্রপ্রহারিণং ক্রূরমাহারাতিমাত্ররুচিমামিষপ্রিয়তমং স্বপ্নায়াসবহুলমীর্ষ্যুং রাক্ষসং বিদ্যাৎ।

অর্থাৎ যে অত্যন্ত অমর্ষণ (অপমানাসহিষ্ণু), একবার কুপিত হইলে অনেক দিবস পর্য্যন্ত কুপিত থাকে, অল্প অপরাধেই প্রহার করে, অত্যন্ত ক্রূর, আর যাহার আহারে অত্যন্ত রুচি এবং যৎপরোনাস্তি মাংসপ্রিয়, নিদ্রাপরতন্ত্র, অত্যন্ত পরিশ্রমী ও ঈর্ষাবান্, তাহাকে রাক্ষস অর্থাৎ রাক্ষসসত্ত্ব বলিয়া জানিবে।

মহালসং স্ত্রৈণং স্ত্রীরহস্কামং অশুচিং শুচিদ্বেষিণীরুস্তীষয়িতারং বিকৃতিবিহারাহারশীলং পৈশাচং বিদ্যাৎ।

অর্থাৎ যে অত্যন্ত অলস, স্ত্রৈণ, স্ত্রীবিহারী, অশুচি, শুচিদ্বেষী, ভীরু, ভয়ঙ্কর

এবং বিকৃত আহারবিহারশীল ব্যক্তিকে পৈশাচ অর্থাৎ পিশাচসত্ত্ব বলিয়া জানিবে।

ক্রুদ্ধং শূরং প্রকৃচ্ছ্রভীরুস্তীক্ষ্ণমায়াসবহুলং মন্ত্রগুগোচরমাহারবিহারপরং সার্পং বিদ্যাৎ।

অর্থাৎ যে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ, বিক্রমশালী, ভীরু, তীক্ষ্ণপরিশ্রমী, যে অল্পেতেই মন্ত্রণা বুঝিতে পারে এবং যে সর্ব্বদা আহার ও বিহারাসক্ত, তাহাকে সার্প অর্থাৎ সর্পসত্ত্ব বলিয়া জানিবে।

আহারকামমতিদুঃখশীলাচারোপচারমসূয়কমসংবিভাগিনমতিলোলুপমকর্ম্মশীলঞ্চ প্রৈতং বিদ্যাৎ।

অর্থাৎ যাহার আহারে সর্ব্বদা অত্যন্ত অভিলাষ, আচার ও উপচার দুঃখ-জনক, যে অসূয়াপরতন্ত্র, অসংবিভাগী (কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যবিধায়ক বুদ্ধিশূন্য) লোভী এবং অকর্ম্মণ্য, তাহাকে প্রৈত অর্থাৎ প্রেতসত্ত্ব বলিয়া জানিবে।

অনুষক্তকামমজস্রমাহারবিহারপরং অনবস্থিতমমর্ষিণমসঞ্চয়ং শাকুনং বিদ্যাৎ।

অর্থাৎ যাহার মনে সর্ব্বদা কামনা বিদ্যমান থাকে, আর যে সর্ব্বদা আহার ও বিহারাসক্ত, অনবস্থিত, অমর্ষণশীল এবং অসঞ্চয়ী, তাহাকে শাকুন অর্থাৎ শকুনসত্ত্ব বলিয়া জানিবে।

সেইরূপ মোহাংশ বলিয়া তামসসত্ত্ব ত্রিবিধভেদে বিভক্ত, যথা—

নিরাকরিষ্ণুমধমবেশমজুগুপ্সিতারং আহারবিহারমৈথুনপরং স্বপ্নশীলং পাশবং বিদ্যাৎ।

অর্থাৎ যে কেবল সর্ব্বদা নিরাকরণ করিয়া থাকে, যাহার নীচবেশ, যে নিয়ত নিন্দনীয় আহার, বিহার ও মৈথুনাসক্ত এবং নিদ্রাপরতন্ত্র, তাহাকে পাশব অর্থাৎ পশুসত্ত্ব বলিয়া জানিবে।

ভীরুমবুধমাহারলুব্ধমনবস্থিতমনুষক্তকামক্রোধং সরণশীলস্তোয়কামং মাৎস্যং বিদ্যাৎ।

অর্থাৎ যে ভীরু, মূর্খ, আহারলোভী, অনবস্থিত এবং সর্ব্বদা কাম ও ক্রোধের দ্বারা অভিভূত, গমনশীল ও সর্ব্বদা জলকামী, তাহাকে মাৎস্য অর্থাৎ মৎস্যসত্ত্ব বলিয়া জানিবে।

অলসং কেবলমভিনিবিষ্টমাহারে সর্ব্ববুদ্ধ্যঙ্গহীনং বানস্পত্যং বিদ্যাৎ।

অর্থাৎ যে অত্যন্ত অলস, যাহার কেবল আহার ও বিহারবিষয়ে সর্ব্বদা অভিনিবেশ এবং আর আর বিষয়ে বুদ্ধিহীন, তাহাকে বানস্পত্য অর্থাৎ বনস্পতিসত্ত্ব বলিয়া জানিবে।

ইত্যপরিসংখ্যেয়ভেদানাং খলু ত্রয়াণামপি সত্ত্বানাং ভেদৈকদেশো ব্যাখ্যাতঃ।

অর্থাৎ তিনপ্রকার সত্ত্বের অপরিসংখ্যেয় ভেদ হইলেও আমরা কিন্তু সেই সত্ত্বের ভেদবিষয়ে একদেশ মাত্র ব্যাখ্যা করিলাম।

তবেই দেখুন, কেবল ব্রহ্ম, ইন্দ্র এবং পিশাচ, শকুনি ও রাক্ষস প্রভৃতির প্রকৃতির সহিত মানবপ্রকৃতির তুলনা করিয়াই ঋষিগণ ক্ষান্ত হন্ নাই। অপিচ মশা, মাছি, কীট, পতঙ্গ আদি জীবগণের প্রকৃতির সহিতও মানব-প্রকৃতির সাদৃশ্য আছে বলিয়া ঋষিবাক্যের আভাসে বুঝিয়া লইতে হইবেক। কেননা দেখা যায়, যেমন মাছিগুলা বিনাস্বার্থে দলে দলে মানবশরীরে বসিয়া অনর্থক জ্বালাতন করে, তেমনই কতকগুলি লোকের প্রকৃতিই এই যে, প্রয়োজন না থাকিলেও অনর্থক এ ব্যক্তি সে ব্যক্তির নিকট গিয়া জ্বালাতন করিয়া থাকে। যেমন দেখা যায়, মশাগুলা রক্তপানের সঙ্গে সঙ্গে একটা শব্দ করিয়া মনুষ্যকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলে, তেমনি এ সংসারে এমন লোক অনেক আছে; যাহারা কিঞ্চিৎ লওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাক্যাড়ম্বরের জ্বালায় জ্বালাতন করিয়া তুলে। যেমন দেখা যায়, ছারপোকাগুলিন যাহার আশ্রয়ে থাকিয়া প্রতিপালিত হয়, সেই আশ্রয়-দাতাকেই দিবারাত্র বিরক্ত করিয়া থাকে, সেইরূপ মানবজাতির মধ্যে এমন লোকেরও অভাব নাই, যাহারা কোনও ব্যক্তির আশ্রয়ে থাকিয়া সতত পরত দিবারাত্র আশ্রয়দাতাকে বিরক্ত ও ব্যতিব্যস্ত করিতে কুণ্ঠিত হয় না। সুতরাং প্রকৃতিগত তুলনা করিয়া দেখিলে এমন বোধ হয় কোন জীবই দেখিতে পাইবে না, যাহার প্রকৃতির সহিত কোন না কোন মনুষ্যের প্রকৃতির তুলনা করা যাইতে পারে। সর্ব্ব-প্রকার জীবের প্রকৃতিগত সাদৃশ্য মানবজাতিতে দেখিতে পাওয়া যায় বলিয়াই ঋষিগণ পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ সত্ত্বের অপরিসংখ্যেয় ভেদের নির্দ্দেশ করিয়া প্রধানতঃ কয়েকটীমাত্র ভেদ প্রদর্শন করিয়া দিয়াছেন।

সে যাহা হউক, মনুষ্যাকৃতি বলিয়া এ সংসারের সকলেই যে প্রকৃত মনুষ্য-পদবাচ্য নহে, আর অধিকাংশই যে শৃগাল, শকুনি বা প্রেত ও রাক্ষসসদৃশ, তাহা উপরোক্ত ঋষি বাক্যদ্বারা সম্যক্‌রূপেই প্রতিপন্ন হইল। অতঃপর দেখা যাউক, বর্ত্তমান ভারতের রাজা মহারাজা হইতে ভিখারীপর্য্যন্ত মনুষ্যগুলি পূর্ব্বোক্ত ব্রাহ্ম্য ও রাক্ষস আদি সত্ত্বের মধ্যে কোন্ কোন্ সত্ত্বের অন্তর্গত বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। অতএব নিম্নে একে একে তাহারই সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা আবশ্যক। তন্মধ্যে সাতপ্রকার শুদ্ধসত্ত্বের মধ্যে

প্রথমও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্ম্যসত্ত্ব ;—শুচি, সত্যপ্রতিজ্ঞ, জিতেন্দ্রিয় বিশেষতঃ সর্ব্বভূতেই সমান জ্ঞান ইত্যাদি প্রকৃত ব্রাহ্ম্যভাব যে বর্ত্তমান ভারতে কয়জনের মধ্যে আছে, তাহা সুধীর পাঠক বিশেষতঃ বর্ত্তমান ব্রাহ্মনামধারী মহাত্মারাই স্ব স্বপ্রকৃতির প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বিচার করিয়া দেখিবেন।

দ্বিতীয় ঋষিসত্ত্ব ;—যাঁহার আসক্তি, দ্বেষ, লোভ, মোহ এবং রোষ প্রভৃতির উপশম হইয়াছে, ইত্যাদি শক্তিবিশিষ্ট ব্যক্তিগণই ঋষি বলিয়া পরিগণিত। এই সুবিশাল ভারতে যুগযুগান্তর পূর্ব্বে এক সময়ে যে কয়েকজন ঋষি জন্মগ্রহণ করিয়া যেরূপ অলৌকিক শক্তির পরিচয় দিয়া গিয়া জগৎশুদ্ধ লোককে স্তম্ভিত করিয়া গিয়াছেন ; বেদ, বেদান্ত, ন্যায়, উপনিষৎ, রামায়ণ, মহাভারত ও চরক সুশ্রুত আদি যে কোন আর্ষগ্রন্থের আজও পর্য্যন্ত মহিমা কীর্ত্তিত হইতেছে, সেই ঋষি বর্ত্তমান ভারতে আর একজনও আছেন কি না, তাহা বর্ত্তমান সময়ে আর্য্য ঋষিসন্তানগণই একবার ভাবিয়া দেখিবেন। বস্তুতঃ ব্রাহ্ম বা ঋষি বহু শতাব্দী পূর্ব্ব হইতেই ভারতে লোপ পাইয়া গিয়াছে। কেননা অন্ততঃ ব্রাহ্ম ও ঋষিস্থানীয় দশজন ব্রাহ্মণ বর্ত্তমান থাকিলেও ভারতের আজ্ এহেন শোচনীয় দশা উপস্থিত হইতে পারিত না বলিয়া আমাদের দৃঢ়বিশ্বাস।

তৃতীয় ইন্দ্রসত্ত্ব ;—যিনি ঐশ্বর্য্যশালী, যিনি বিক্রমশালী, যিনি যশস্বিতা ও তেজস্বিতা প্রভৃতি গুণে বিভূষিত, সেই ক্ষত্রিয় ধর্ম্মাক্রান্ত প্রকৃত বীরপুরুষই ইন্দ্রসত্ত্ব বলিয়া অভিহিত। কিন্তু বর্ত্তমান ভারতে এরূপ বিক্রমশালী বীরপুরুষ ক্ষত্রিয়জাতি আর একজনও আছেন কি না, তাহা বেলিয়াঘাটার মহারাজেরাই বিচার করিয়া দেখিবেন। ৪র্থ, ৫ম, ৬ষ্ঠ,—যমসত্ত্ব, বরুণসত্ত্ব ও কুবের সত্ত্বশালী লোকও যে ভারতে আর নাই, তাহা এই সমস্ত সত্ত্বের লক্ষণের সহিত তুলনা করিয়া দেখিলেই স্পষ্টতঃ উপলব্ধি করা যায়। তারপর ৭ম গন্ধর্ব্বসত্ত্ব—গীতবাদ্য, নৃত্য ও আনন্দপ্রিয়, শ্লোক, আখ্যায়িকা ও ইতিহাস পুরাণাদির আলোচনায় অত্যন্ত নিপুণাদি গন্ধর্ব্বসত্ত্বের লোকও আর এখনকার দিনে নাই। যেমন প্রকাণ্ড সুগভীর জলাশয় কালবশে ক্রমেই শুষ্ক হইয়া আসিতে থাকে এবং শেষটা মৃত্তিকাতেই পরিণত হয়, যেমন স্তূপাকার অগ্নিরাশি ক্রমশঃ নিবিতে নিবিতে ভস্মরাশিতে পরিণত হয়, তেমনই পূর্ব্বোক্ত ব্রাহ্ম, ঋষি আদি শুদ্ধসত্ত্বের ক্রমশঃ ক্ষয় পাইতে পাইতে শেষে তাহাদের অস্তিত্বপর্য্যন্ত একবারেই লোপ হইয়া গিয়াছে। সপ্তবিধ শুদ্ধসত্ত্বের যে আর একটীরও চিহ্নপর্য্যন্তও

আর নাই, তাহা শেষোক্ত গন্ধর্ব্বসত্ত্বের লক্ষণ দ্বারাই অনায়াসে প্রতিপন্ন করা যায়। কেন যায় তাহাই বলি ;—

ব্রহ্ম, ঋষি, ইন্দ্র, যম, বরুণ বা কুবেরাদিসত্ত্বের চিহ্নপর্য্যন্ত যে বহুশতাব্দী পূর্ব্বেই ভারত হইতে লোপ পাইয়াছে, তাহা উপরোক্ত সত্ত্বের স্বস্ব লক্ষণের বিষয় একটু চিন্তা করিয়া বর্ত্তমান মনুষ্য চরিত্রের লক্ষণের সহিত মিলাইয়া দেখিলেই স্পষ্টতঃ উপলব্ধি করা যায়। তবে অন্ততঃ শতাধিকবর্ষ পূর্ব্বে ভারতে শেষোক্ত গন্ধর্ব্বসত্ত্বের কতকটা লক্ষণ প্রচলিত ছিল বলিয়াই অনুমান করা যায়। কেননা ভারচ্চন্দ্র ও রামপ্রসাদাদি কবিগণের সময়ে যে ভারতের অধিকাংশ ব্যক্তিই গীতবাদ্য, নৃত্য, আনন্দ, শ্লোক, আখ্যায়িকা ও ইতিহাস পুরাণাদির আলোচনায় অত্যন্ত নিপুণ থাকিয়া আপনাকে আনন্দিত বোধ করিতেন এবং গন্ধ, মাল্য, বস্ত্র ও স্ত্রী আদিতে অত্যন্ত অভিলাষী থাকিতেন বিশেষতঃ অসূয়াশূন্য ছিলেন, এবিষয়ে আর কোন সন্দেহই নাই। কিন্তু কালবশে কয়েক বৎসরের মধ্যেই সে গন্ধর্ব্বসত্ত্বও ভারত ছাড়িয়া পলায়ন করিয়াছে।

সত্য বটে, আধুনিক ব্যক্তিগণের মধ্যে ক্বচিৎ কাহারও বৈটকখানায় কদাচিৎ অসার গীতবাদ্যাদির আভাস পাওয়া গিয়া থাকে, কিন্তু শ্লোক আখ্যায়িকা ও ইতিহাসাদির আলোচনার নামমাত্রও যে আর নাই, এ কথা সহস্রবারই স্বীকার করিতে হইবেক। কেননা নদীয়াধিপতি রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের ন্যায় যে সমস্ত সত্যপ্রিয় ধনশালীরা সে দিনও শ্লোক ও গল্পাদি শ্রবণ করিয়া অপার আনন্দ উপভোগ করিতেন এবং বক্তাকে প্রচুর পুরস্কার উপহার দিতেন। আর আজ্ সেই ভারতে এমন একজন লোকও নাই, যিনি ধীরভাবে মনঃসংযোগপূর্ব্বক দুইদণ্ড বসিয়া শ্লোক বা গল্প শুনিয়া আত্মাকে পরিতৃপ্ত করেন। অপিচ সময় সময় গল্প বা শ্লোক বক্তাকে যে অনেক স্থলেই প্রহারপর্য্যন্ত ভোগ করিতে হয়, তাহাও বোধহয় অনেকেই অবগত আছেন। যদিও দুই এক স্থানে অদ্যাপিও ২।১০ জন টীকিধারী কৃত্রিম ব্রাহ্মণ-কর্ত্তৃক ২।১টা শ্লোকাদির বর্ণনা শোনা গিয়া থাকে, কিন্তু শ্রোতার অন্তর যে সময় ঘুঘুডাঙ্গা বা সাতপুকুরের কোন্ বাগানে অবস্থিতি করে, তাহা বর্ত্তমান ধনীসম্প্রদায়ের নিকট সর্ব্বদা যাতায়াতকারী সুচতুর ব্যক্তিরাই বেশ অনুভব করিয়া থাকেন।

তাই প্রথমেই বলিয়াছি যে, সত্ত্বপ্রকার শুদ্ধসত্ত্বের আর চিহ্নপর্য্যন্তও ভারতে নাই। প্রকৃত সাত্ত্বিক লোক আর যথার্থই ভারতে খুজিয়া পাওয়া যায় না। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নির্দ্দিষ্ট গীতোক্ত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়াদি চতুর্ব্বিধ জাতির মধ্যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন জাতির চিহ্নপর্য্যন্তও আর ভারতে নাই। তবে আছে কি? বলা বাহুল্য যে, সেই অধম শূদ্র অর্থাৎ অজ্ঞান জাতিতেই ভারত পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। সেই ঋষিনির্দ্দিষ্ট রাজস ও তামসসত্ত্বের অন্তর্গত রাক্ষস, প্রেত, শাকুন, পাশব ও পিশাচসত্ত্বের দ্বারাই ভারত পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। যথার্থই এখন ভারতে প্রেতকুল, পিশাচকুল ও রাক্ষসকুল নৃত্য করিয়া বেড়াইতেছে। কেননা বর্ত্তমান ভারতের যাহার দিকেই দৃষ্টিপাত করিবে, তাহাকেই হয় ঐশ্বর্য্যশালী অথচ ঔদরিক, নির্দ্দয়, আত্মম্ভরি ও অসূয়াপরতন্ত্র; নয় ত অত্যন্ত ক্রূর, যৎপরোনাস্তি মাংসপ্রিয়, নিদ্রাপরতন্ত্র ও ঈর্ষাবান্; হয় স্ত্রৈণ, ভীরু, ভয়ঙ্কর; নয় ত ক্রুদ্ধ, সর্ব্বদা আহার বিহারাসক্ত; হয় লোভী, নীচবেশ, মৈথুনাসক্ত, মূর্খ, অনবস্থিতচিত্ত, মিথ্যা-বাদী কামক্রোধাদিদ্বারা অভিভূত; নয় ত অলস, বুদ্ধিহীন আদি রাক্ষস, পিশাচ, সর্প, প্রেত ও পশুগণের ধর্ম্মাক্রান্ত দেখিতে পাইবেই পাইবে।

তাই ঋষিবাক্যের আশ্রয় লইয়া তাই ঋষিপদের শরণ লইয়া সাহসে বুক বাঁধিয়া প্রথমেই গাহিয়াছিলাম যে, বর্ত্তমান ভারতে মানুষ আর নাই। তাই জোর করিয়া এখনও বলিতেছি যে, এখনকার লোকগুলিন হয় রাক্ষস, নয় ত প্রেত, হয় গো নচেৎ গর্দ্দভ, হয় শকুনি নচেৎ পিশাচ, হয় মশা নয়ত মাছি ভিন্ন যথার্থ মানুষ আর এ ভারতে আদৌ নাই। অথবা যদি তাহাই থাকিবে, তবে ত্রিশকোটী লোকের বুকের উপর হাঁটু দিয়া ২০।২৫ বা ৩০।৪০ সহস্র লোক বসিয়া থাকিয়া অহরহ পাদুকাঘাত করিতে পারিতেন কি?

শেষ নিবেদন।

ব্রাহ্মণপণ্ডিত, রাজামহারাজা, হাকিমহুকুম, উকীলমোক্তার ও ডাক্তার কবিরাজ আদি প্রায় সকল সম্প্রদায়ের লোকই চিকিৎসা-সম্মিলনীর পাঠক আছেন। অতএব আশাকরি, এই ঋষিনির্দ্দিষ্ট সত্ত্বের লক্ষণের সহিত সকলেই স্ব স্ব প্রকৃতিগত লক্ষণের মিল করিয়া দেখিয়া এ প্রেতসত্ত্ব প্রবন্ধ লেখককে সুখী ও অনুগৃহীত করিবেন।

ক্রমশঃ—

সম্পাদক।

দেশীয় স্বাস্থ্যবিজ্ঞানে প্রাণের পর চাই ধন।

(পশুপালন-জন্য ধন, বাণিজ্য ও দাসত্ব-জন্য ধন হইতে শ্রেষ্ঠ।)

কৃষি, পশুপালন, বাণিজ্য ও দাসত্ব, এই চতুর্ব্বিধ ধনোপার্জ্জন পন্থার মধ্যে কৃষিজন্য ধনই যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক নিরাপদ ও যথার্থ শান্তিদাতা সুতরাং শ্রেষ্ঠ, ইহা পূর্ব্ব পূর্ব্ববারে বিধিমতেই প্রতিপন্ন করিয়াছি; সুতরাং কৃষিজন্য ধনের বিষয় আর কিছুই বলিবার নাই। এখন বলিব পশুপালনজন্য ধনের বিষয়। কিন্তু পূর্ব্বেই ত বলিয়াছি;—"বহুবিধ জ্ঞানে জ্ঞানবান্, অশেষ শাস্ত্রে শাস্ত্রবান্, অশেষ বুদ্ধিতে বুদ্ধিমান্, বিবিধ নৈপুণ্যে নিপুণ ব্যক্তিকেই কৃষক হইতে হইবে। এই শ্রেণীর লোককেই সহস্র সহস্র গো গর্দ্দভাদি পশু-পালনের ভার লইতে হইবে, তাহা হইলেই এ দেশের অবস্থা আবার ফিরিতে আরম্ভ করিবে, প্রকৃতই সুপণ্ডিতগণ যখন চাষা হইবেন, অসাধারণ কৃতীসন্তান-গণ যখন দেশের পশুপালন রক্ষণ ও বর্দ্ধনের ভার লইবেন, যথার্থ কৃতবিদ্যগণ যখন কোমর বাঁধিয়া প্রাণপর্য্যন্ত পণে বাণিজ্য কার্য্যে অগ্রসর হইবেন, তখনই এ অধঃপতিত দেশ আবার প্রকৃতই উন্নতির চরমসীমায় উঠিবেই উঠিবে, নচেৎ যতদিন কেবল দাসত্বের বোঝা মস্তকে বহন করিবার জন্য বিদ্যাশিক্ষা করিয়া দেশের সমস্ত মাথাল ও চোখল লোকগুলি দাসত্বের দিকে ধাইবেন, ততদিন এ দেশের উন্নতির আর কোন আশাই করা যাইতে পারিবে না।"

সংপ্রতি সঞ্জীবনী সংবাদপত্রিকায় দেশের শীর্ষস্থানীয় লোকের পশুপালনদ্বারা ধনাগমের কথা পাঠ করিয়া ও সঙ্গে সঙ্গে আমাদের আর্য্য ঋষিগণের উপরোক্ত উক্তির সার্থকতা অনুভব করিয়া আমরা যে কিপর্য্যন্ত সুখী হইয়াছি, তাহা আর বলিতে পারি না। গত ২৩শে বৈশাখের সঞ্জীবনী লিখিয়াছেন।—

"প্রিন্স বিস্মার্ক এক সময়ে জর্ম্মণীর প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। তাঁহার মত ক্ষমতাশালী লোক ইউরোপে নাই। ইনি এখন মদ তৈয়ারী ব্যবসায় করিয়া ও হাঁস মুরগী পুষিয়া বৎসরে প্রায় ৩ লক্ষ টাকা উপার্জ্জন করেন, তাহাতেই

সংসার চলে। প্রিন্স বিস্‌মার্ক, হাঁস ও মুরগী বেচিতে লজ্জাবোধ করেন না, ইহা আমাদের দেশের লোকের নিকট বিস্ময়ের বিষয়!”

কিন্তু কেবল কি বিসমার্কই হাঁস, মুরগীর ব্যবসা করিয়া প্রচুর ধন উপার্জ্জন করিতেছেন? তা'ত নয়; এমন সহস্র সহস্র, লক্ষ লক্ষ ইংরাজ, ফরাসী ও জর্ম্মান, আমেরিকান্ ঐরূপ হাঁস, মুরগী ও গো, গর্দ্দভ এবং মেষ, ছাগাদির ব্যবসায় দ্বারা প্রচুর ধনশালী হইয়া পরম সুখে দিনযাপন করিতেছেন। তবে অবশ্য বিস্‌মার্কের ন্যায় এহেন ব্যক্তির পক্ষে এরূপ হাঁসমুরগীর ব্যবসায় বাস্তবিকই সবিশেষ বিস্ময়ের কথাই বটে!

এই ত গেল বর্ত্তমান সুসভ্য ইয়ুরোপ আমেরিকাদি দেশের কথা, কিন্তু একবার এ অধঃপতিত ভারতের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখ দেখি, পশুপক্ষিগণের পালন ও বর্দ্ধনাদি সম্বন্ধে কাহার কতদূর যত্ন দেখিতে পাওয়া যায়? বলা বাহুল্য যে, মল্লিক রাজা মহাশয়ের ও ২।১০ জন রাজা মহারাজার সখের চিড়িয়াখানা ভিন্ন এমন একটামাত্র গৃহস্থ বা রাজা মহারাজা এ ভারতে দেখিতে পাওয়া যায় না, যাঁহার অন্তর সখ ভিন্ন যথার্থই পশু বা পক্ষিগুলির উন্নতির জন্য আন্তরিক যত্ন লইয়া থাকেন।

বলিতে হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায় যে, নিতান্ত জলাজঙ্গলবাসী বাগ্দী ও চণ্ডালাদি ২।৫ জন নিতান্ত অজ্ঞ ইতর শ্রেণীর মধ্যে ২।১০টা হাঁস, অনাথিনী চাকরাণী প্রভৃতি নিতান্ত রাঁড়ীবাল্‌তী গোচের ২।১০ জন স্ত্রীলোকের কর্ত্তৃত্বাধীনে ১০।২০ টা মুরগী বা ২।৪ টা ছাগল; আর অনাহারে কণ্ঠাগত প্রাণ যাহাদের, এমন গোচের গোপ, মুসলমান ও চামার আদি কতকগুলি লোকেরাই এখনকার দিনে গো গর্দ্দভাদি পশুগণের পালন ও রক্ষণের ভার লইয়া থাকে। সুতরাং পাঠক বিচার করুন দেখি, কোথায় বিস্‌মার্কের ন্যায় ব্যক্তি যে দেশে হাঁস মুরগীর পালন ও রক্ষণকর্ত্তা, আর কোথায় ক অক্ষর শূন্য অজ্ঞানাধম রামামুচি সেই সকল হংসাদির পালনকর্ত্তা! কিন্তু কেবল পশুপালনের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে চলিবে না। বর্ত্তমান ভারতে একমাত্র দাসত্ব ভিন্ন কৃষি, পশুপালন ও বাণিজ্যাদি যাহা কিছু অর্থোপায়ের পন্থা, তৎসকলেতেই দেখিবেন নিতান্ত অজ্ঞ লোকেরাই কাণ্ডারী, আর

যেখানেই দাসত্ব, সেই খানেই দেখুন এম্ এ, বি এ, ও মহামহোপাধ্যায়গোচের পণ্ডিতমণ্ডলী গিয়া উপস্থিত!

কিন্তু কেন এমন হইল? আমাদেরই আর্য্যঋষিগণ ধনোপার্জ্জন পন্থাসমূহের মধ্যে যে কৃষি, পশুপালন ও বাণিজ্য ব্যাপারকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া ঘোষিত করিয়া গিয়াছেন, সেই ঋষিগণই যে দাসত্বকে ধনোপার্জ্জনের সর্ব্বনিকৃষ্ট পন্থা বলিয়া স্থির করিয়া গিয়াছেন, বর্ত্তমান সময়ে সেই ঘৃণিত দাসত্ববৃত্তিই ভারতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করিল কেন? কারণ আর কিছুই নহে, একমাত্র কারণই আমাদের অজ্ঞানতা। আমরা সত্য সত্যই যারপর মূর্খাধম জাতিতে পরিণত হইয়াছি বলিয়াই অহরহ মণিমুক্তারাশিকে পদাঘাত করিয়া নিরন্তর কাচরাশির সেবা করিতে আরম্ভ করিয়াছি। আর্য্যঋষিগণের সেই উপদেশ বুঝিবার সামর্থ্য আমাদের আর নাই। আর্য্যসন্তান হইয়া আমরা এখন প্রকৃতই অনার্য্যে পরিণত হইয়া পড়িয়াছি। আর হে বর্ত্তমানভারতের কৃত্রিম আর্য্যসন্তানগণ! তোমরা যাহাদিগকে ম্লেচ্ছ ও অনার্য্য বলিয়া মনে কর, সেই ইয়ুরোপ ও আমেরিকাদেশীয় তোমাদের মতের অনার্য্য ও ম্লেচ্ছ সন্তানগণই এখন সম্পূর্ণরূপে অকৃত্রিম আর্য্যঋষিগণের স্থলাভিষিক্ত হইয়া উঠিয়াছেন। নচেৎ বিস্‌মার্কের ন্যায় মন্ত্রীপ্রবর দাসত্বে পদাঘাত করিয়া আজ হাঁস মুরগীর ব্যবসায়ে জীবন উৎসর্গ করিয়া ভারতীয় আর্য্যঋষিগণের অমোঘ সত্যের সম্মানরক্ষা করিতে পারিতেন কি?

ক্রমশঃ—

সম্পাদক।

উপদংশ।

(SYPHILIS.)

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

পুরাকালে স্যাঙ্কার ও সিফিলিস, এই উভয়বিধ ব্যাধিকে লেখকগণ একত্রে বর্ণনা করিতেন। তাঁহারা বলিতেন যে, স্যাঙ্কার কেবল সিফিলিসের প্রথমাবস্থামাত্র; কিন্তু আধুনিক চিকিৎসাশাস্ত্র-বিশারদ পণ্ডিতগণদ্বারা সপ্রমাণিত হইয়াছে যে, এই দুইটী স্বতন্ত্র ব্যাধি। স্যাঙ্কার (Chancre) বা লোক্যাল

কণ্টেজিয়াস্ সোর (Local cotageous sore) অর্থাৎ স্থানিক স্পর্শাক্রামক ক্ষত। ইহাতে জননেন্দ্রিয় বা শরীরের অন্যান্য স্থানে যে ক্ষত উৎপন্ন হয়, তাহার স্পর্শাক্রামক গুণ আছে অর্থাৎ তত্রস্থ রসাদি অপর ব্যক্তির শরীরে লাগিলে তাহার ঐ স্থানে উক্ত প্রকার ক্ষত উৎপন্ন হয়। ক্ষতের উত্তেজনা প্রযুক্ত কখন কখন নিকটস্থ রসগ্রন্থি স্ফীত ও প্রদাহিত হইয়া থাকে, কিন্তু স্যাঙ্কারের পূয় কখনই শোষিত হইয়া রক্তের সহিত মিশ্রিত ও তন্নিবন্ধন শরীরের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বিবিধপ্রকার ব্যাধির উৎপত্তি হয় না। এই জন্যই স্যাঙ্কারকে সিফিলিসের সহিত পরিগণিত করা যাইতে পারে না।

সিফিলিস অর্থাৎ প্রকৃত উপদংশ একটী সার্ব্বাঙ্গিক পীড়া। ইহাতে সর্ব্ব-প্রথমে ঐ ব্যাধির বিষ ত্বকের, বিদারিত বা ঘর্ষিত স্থান অথবা শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর উপর সংশ্লিষ্ট হইয়া তথায় একটী ক্ষুদ্রাকার লালবর্ণযুক্ত ব্রণ বা গুটিকা উৎপন্ন হয়। বিষস্পর্শ হইবার দিবস হইতে চারি সপ্তাহের পর উল্লিখিত ব্রণ বা গুটিকা উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। টিকা দিবার ন্যায় যদি ঐ বিষ সুস্থ ত্বকের নিম্নে প্রবেশ করান যায়, তাহা হইলে প্রথমে ঐ স্থান লালবর্ণ ধারণ করে; কিন্তু উক্ত লোহিতবর্ণ অল্প সময় পরে অন্তর্হিত হয়। তাহার পর আর কোন চিহ্নই দেখিতে পাওয়া যায় না। একমাস কাল অতিবাহিত হইলে পর যে স্থানে টিকা দেওয়া হইয়াছিল, তথায় একটি ক্ষুদ্রাকার গুটিকা বা ব্রণ উৎপন্ন হয়, উহার বর্ণ লাল। ঐ ব্রণের আকার ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হয়; উপরিস্থ কিউটিকেল (Cuticle) অর্থাৎ নুনছাল উঠিয়া যায় এবং তথায় একটী ক্ষত উৎপন্ন হয়। ঐ ক্ষত অতি সত্বরে শোষিত ও শুষ্ক হইয়া যায় এবং তাহার আর কোন চিহ্ন মাত্র থাকে না। সাধারণ কারণ যেমন স্ত্রীসংসর্গ ইত্যাদি দ্বারা উপদংশের বিষ ত্বক্‌নিম্নে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে উহা অন্যান্য ক্ষরণের সহিত মিশ্রিত হয়, তজ্জন্য উদ্গত ক্ষত উত্তেজিত হইতে থাকে ও তথায় রক্তাধিক্য হয়। তন্নিবন্ধন ক্ষতস্থান কঠিন হইয়া যায়। এই কাঠিন্য প্রকৃত উপদংশ ক্ষতের একটী বিশেষ লক্ষণ। অনেক সময় আদৌ ক্ষত উৎপন্ন হয় না, কিন্তু উল্লিখিত কাঠিন্য বর্ত্তমান থাকে। কোন বারাঙ্গনা বা দূষিত স্ত্রীসংসর্গের চারি সপ্তাহ পর জননেন্দ্রিয়ের উপর যদি একটী ব্রণ উদ্গত হয় ও উহার চতুঃপার্শ্ব এবং তলদেশ অত্যন্ত কঠিন থাকে, তাহাহইলে একপ্রকার নিশ্চিত-রূপে অবধারণ করিতে পারা যায় যে, সঙ্গমকারী ব্যক্তি প্রকৃত উপদংশ রোগ-

গ্রস্ত হইয়াছে। উল্লিখিত গুটিকা বহুদিবস পর্য্যন্ত ঐরূপ অবস্থায় থাকিয়া পরিশেষে ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হইয়া যায়। কখন কখন ঐরূপ না হইয়া উহা ক্ষতে পরিণত হয়। ঐ ক্ষত অতি সত্বরে বিস্তৃত হইতে ও গঠনাবলী ধ্বংস করিতে থাকে। কেহ কেহ বলেন যে, উল্লিখিত ক্ষত অনেক সময়ে ফ্যাজি-ডেনিক সোরে (Phagedaenic) পরিগণিত হয়।

উল্লিখিত গুটিকা উদ্গত ও তাহার আকার পরিবর্দ্ধিত হইবার কয়েক দিবস পর নিকটস্থ অগভীর রসগ্রন্থি নিচয়ের আকার বৃদ্ধি এবং তাহারা কঠিন হয়, কিন্তু তাহাতে বেদনা থাকে না। এমন কি অঙ্গুলি সঞ্চাপনেও তথায় বেদনা অনুভূত হয় না। গ্রন্থি সমূহ অল্প অল্প করিয়া বর্দ্ধিত হয়। উহাদিগের আকার গোল বা ডিম্বাকৃতি এবং এককালে কয়েকটী গ্রন্থি আক্রান্ত হইয়া থাকে, উহাতে কদাচ পূয় উৎপন্ন হয়। কখন কখন তত্রস্থ রসনালী স্ফীত ও কঠিন হইয়া রজ্জুবৎ আকার ধারণ করে।

যে সময়ে রসগ্রন্থি এবং রসনালী সমূহের উপরি উক্ত পরিবর্ত্তন উপস্থিত হয়, তখন রোগীর সার্ব্বাঙ্গিক স্বাস্থ্যও যে সেই সঙ্গে সঙ্গে আক্রান্ত হইতেছে এ বিষয়ে রোগী কিছুই জানিতে পারে না। রসগ্রন্থি সমূহ বর্দ্ধিত হইবার অল্প সময় পরে সার্ব্বাঙ্গিক পীড়ার লক্ষণসমূহ একে একে প্রকাশ হইতে থাকে। রোগীর দেহের চর্ম্ম পাংশুবর্ণ ধারণ করে। সে নানাপ্রকার অসুখ অনুভব করে, তাহার শিরঃপীড়া ও অঙ্গশাখাসমূহে বেদনা হয়। তৎসঙ্গে সঙ্গে জ্বরের লক্ষণ সমূহ প্রকাশ পায়। ইহার কিছুকাল পরে ত্বগুপরি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দানা বা কণ্ডু সমূহ উদ্গত ও গ্রীবামধ্যে বেদনা হয়। এই সমুদায় লক্ষণ প্রকাশ পাইলে অবগত হওয়া যায় যে, উপদংশের বিষ শরীরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়াছে।

পূর্ব্ববর্ণিত লক্ষণসমূহ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া আমরা জানিতে পারি যে, উপ-দংশের প্রারম্ভে দুইটী গুপ্তাবস্থা উপস্থিত হয়। ১ম—বিষ ত্বক্‌নিম্নে প্রবেশ করার সময় হইতে গুটিকা উদ্গত ও তাহা কঠিন হওয়া। ২য়—গুটিকা কঠিন হওয়ার পর হইতে ত্বগুপরি কণ্ডু উদ্গত ও গ্রীবামধ্যে বেদনা হওয়া।

গাত্রকণ্ডু সমূহের মধ্যে রোজিওয়াস্ রাস (Roseolous Rash) সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়। এই শ্রেণীস্থ কণ্ডু তাম্রবর্ণ হামের দানার ন্যায় আয়-তন বিশিষ্ট। সাধারণতঃ বিষ ত্বক্‌নিম্নে প্রবেশ করার আট সপ্তাহ পর কণ্ডু

নির্গত হয়। যথানিয়মে চিকিৎসা করিলে এই শ্রেণীর দানা সমূহ অল্প সময় মধ্যে অন্তর্হিত হয়। কখন কখন বিনা চিকিৎসাতেও ঐরূপ হইয়া থাকে। পূর্ব্বোক্ত দানার পরিবর্ত্তে কোন কোন সময় অপর এক শ্রেণীর দানা নির্গত হইতে দেখা যায়। ইহাকে প্যাপিউলা কহা যায়। এই শ্রেণীস্থ কণ্ডু সকল কঠিন প্রকৃতির। উহারা শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর উপরে এবং যে স্থানে ঐ ঝিল্লী ত্বকের সহিত সংযুক্ত হয়, সেই স্থানোপরি উদ্গত হইয়া থাকে। উহারা দেখিতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পূর্ণ-গর্ভ গুটিকা সদৃশ, চিকিৎসাদ্বারা শীঘ্র আরোগ্য হয় না। একদল অন্তর্দ্ধান হইতে না হইতে অপর একদল নূতন গুটিকা উৎপন্ন হয়। এইরূপে কয়েকমাস কাল অতিবাহিত হয়। কখন কখন উল্লিখিত গুটিকা-সমূহ ক্ষতে পরিণত হইয়া যায়। সেই সময় রোগীর মস্তকোপরিস্থ কেশসমূহ পাতলা হইয়া পতিত হইতে থাকে। অঙ্গুলির নখ শুষ্ক ও ভঙ্গপ্রবণ হয়। রাত্রিযোগে টিবিয়া ও ক্ল্যাভিকেল অস্থিসমূহে বেদনা অনুভব করে। চক্ষের আইরিস নামক গঠনের ও রেটিনার প্রদাহ উৎপন্ন হয়।

যৎকালে উপরোক্ত লক্ষণসমূহ আবির্ভূত হইতে থাকে, সেই সময় শরীরস্থ যাবতীয় রসগ্রন্থি (বিশেষতঃ যে কয়েকটীকে হস্তসঞ্চাপনে পরীক্ষা করিতে পারা যায়) বিবর্দ্ধিত ও কঠিন হয়। যে স্থানে উপদংশের বিষ সর্ব্বপ্রথমে ত্বক্‌নিম্নে প্রবেশ করে, সেই স্থানের নিকটবর্ত্তী রসগ্রন্থিসমূহ সর্ব্বপ্রথমে আক্রান্ত হয়, পরে শরীরস্থ অপরাপর রসগ্রন্থি নিচয় একে একে আক্রমিত হইতে থাকে। অপরাপর স্থান অপেক্ষা কুঁচকী, কক্ষ, সব্ ম্যাক্‌জিলারী, সব্ অক্সিপট এবং গ্রীবাপ্রদেশস্থ রসগ্রন্থি সমূহই সচরাচর আক্রান্ত হয়। যেহেতু অধিক সময় উক্ত বিষ জননেন্দ্রিয়ের ত্বক্‌নিম্নে প্রবেশ করে, তজ্জন্য কুঁচকীস্থ গ্রন্থিসমূহই সর্ব্বপ্রথমে আক্রান্ত হয়। আভ্যন্তরিক গ্রন্থিসমূহের মধ্যে ব্রংকিয়েল এবং পেলভিক গ্রন্থিনিচয় পীড়াগ্রস্ত হইতে থাকে। বর্দ্ধিত গ্রন্থিসমূহ বহুকালপর্য্যন্ত ঐ অবস্থায় থাকে, তাহাতে কদাচ পূয়োৎপত্তি হয়। রোগী গণ্ডমালা ধাতুগ্রস্ত হইলে তাহার পীড়িত গ্রন্থির আকার অত্যন্ত বৃহৎ ও উহা বেদনাযুক্ত হয় এবং পরিশেষে উহাতে পূয়োৎপন্ন হয়। গ্রীবাদেশস্থ গ্রন্থিসমূহেতেই এইরূপ হইতে দেখা যায়।

কোন ব্যক্তির শরীরে উপরি লিখিত লক্ষণসমূহ প্রকাশ পাইলে অবগত হওয়া যায় যে, সে ব্যক্তি সেকেণ্ডারী সিফিলিস (Secondary Syphilis)

অর্থাৎ দ্বৈবারিক উপদংশদ্বারা আক্রান্ত হইয়াছে। উহার লক্ষণসমূহ অতি শীঘ্র শীঘ্র আবির্ভূত হয়। উহারা নম্র প্রকৃতির এবং শরীরস্থ অগভীর গঠনেই প্রকাশ পায় ও উপযুক্ত চিকিৎসার দ্বারা সত্বর আরোগ্য হয়। শরীরের উভয়-পার্শ্ব এককালে পীড়াগ্রস্ত হয়, যথা—বাম ও দক্ষিণ হস্ত এক সময়, বাম ও দক্ষিণ পদ একই সময়ে আক্রান্ত হয়। টার্সিয়ারী (Tertiary) সিফিলিস অর্থাৎ ত্রৈবারিক উপদংশের লক্ষণসমূহ তদ্রূপ নহে। ঐ লক্ষণসমূহ সচরাচর স্থানিক এবং শরীরের উভয়পার্শ্বে এক সময়ে প্রকাশ পায় না। উপদংশের এই অবস্থায় অস্থিসমূহ কঠিন পীড়া ও আভ্যন্তরিক যন্ত্র সমূহের বিবিধ পীড়া প্রকাশ পায়।

উপদংশের লক্ষণসমূহের প্রকৃতি সকল সময়ে এবং সকল শরীরে সমভাবে প্রকাশ পায় না। রোগীর সার্ব্বাঙ্গিক স্বাস্থ্য, ধাতুপ্রকৃতি, স্বভাব, বয়স এবং জলবায়ুর বিভিন্নতানুসারে লক্ষণসমূহেরও বিভিন্নতা উপস্থিত হয়। ৪০ বৎসর বয়ঃক্রমের কোন ব্যক্তির উপদংশ পীড়া হইলে উহার লক্ষণসমূহ প্রবলরূপে প্রকাশ পায়। যুবা অপেক্ষা বৃদ্ধদিগের শরীরে উপদংশ শীঘ্র ত্রৈবারিক অবস্থায় পরিণত হয়। উপদংশের গুপ্তাবস্থা শেষোল্লিখিত বয়সে অল্পদিন স্থায়ী হয়। ৪০ বৎসর বয়সের পর উপদংশ পীড়া হইলে কোন প্রকার চিকিৎসাদ্বারা উহা কদাচিৎ সম্যক্‌রূপে আরোগ্য হইয়া থাকে। অত্যধিক মদ্যপায়ীর শরীরে উপদংশের লক্ষণ শীঘ্র শীঘ্র প্রকাশ পায়।

উপদংশ পীড়ার আক্রমণকালে আর একপ্রকার ব্যাধি উৎপন্ন হয়। উহা একরূপ স্থানিক বর্দ্ধন, উহাকে গমেটাস টিউমার (Gummatus Tumour) বা গমেটা কহা যায়। ঐ পীড়া শরীরের সকল যন্ত্রেই উৎপন্ন হয়। কখন সসীম এবং কখন বা বিস্তৃতরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকে। গমেটা সকল যন্ত্রে উৎপন্ন হইলেও সাধারণতঃ যকৃৎমধ্যে সচরাচর উৎপন্ন হইয়া থাকে। ত্বক্ ও তন্নিম্নস্থ কৌষিক বিধানোপাদানে যে গমেটা উৎপন্ন হয়, তাহা প্রায়শঃ বিগলিত হইয়া তত্রস্থ গঠনাবলী বিনষ্ট করিয়া ক্ষতোৎপন্ন করে। কোন আভ্যন্তরিক যন্ত্রের এইরূপ অবস্থা সংঘটিত হইলে উহা রোগীর পক্ষে অত্যন্ত ভয়ানক হইয়া উঠে। মস্তিকোপরিস্থ গমেটা দ্বারা ঐরূপ সাংঘাতিক ফল উৎপন্ন হয়। অস্থি ও তদাবরক ঝিল্লীতে গমেটা হইলে পীড়িত স্থান শীঘ্র শীঘ্র কেরিজ বা নিক্রোসিসে পরিণত হয়। মূত্রপিণ্ডে হইলে ঐ যন্ত্র অল্প সময়

মধ্যে নিকৃষ্ট গঠনে (অপকৃষ্টতা) পরিণত হয়। রোগীর প্রস্রাবের সহিত প্রচুর পরিমাণে অণ্ডলালিক পদার্থ নিঃসৃত হইতে থাকে। অল্প সময় পরে তাহার শোথের লক্ষণ উপস্থিত হয়। পরিশেষে উরিমিয়ার দ্বারা প্রাণত্যাগ করে। ফুস্‌ফুস্, হৃদপিণ্ড, যকৃৎ ও মস্তিষ্কের গমেটা হইলে রোগীর প্রাণ বিনষ্ট হয়। উপরোক্ত লক্ষণসমূহ সচরাচর উপদংশ পীড়া আরম্ভ হইবার প্রায় দুই বৎসর পর প্রকাশ হইতে দেখা যায়। কখন কখন ঐ সময়ের পূর্ব্বেও আবির্ভূত হইয়া থাকে।

উপদংশ রোগের চরম অবস্থাতেই গমেটা সমূহ উৎপন্ন হইয়া থাকে। প্রথমে ত্বক্ ও তন্নিম্নস্থ কৌষিক বিধানোপাদানে আরম্ভ হইয়া পরে টেণ্ডন, পেশী, অন্যান্য সৌত্রিক গঠন এবং অস্থি আক্রান্ত হয়। পরিশেষে আভ্যন্তরিক যন্ত্রে গমেটা আবির্ভূত হইতে দেখা যায়। শেষোক্ত দুই অবস্থা উপস্থিত হইলে তাহাকে টার্সিয়ারী অর্থাৎ ত্রৈবারিক উপদংশ কহা যায়।

উপদংশ পীড়ায় আক্রান্ত হইলে সাধারণতঃ নিম্নলিখিত ব্যাধিবশতঃ রোগীর মৃত্যু সংঘটিত হয়। বিস্তৃত শ্লফিং, গ্যাংগ্রিণ, করোটীর অস্থির নিক্রোসিসবশতঃ ভেনাস সাইনাস্ বিদীর্ণ, উপদংশসম্ভূত স্বরযন্ত্র-প্রদাহ, মস্তিষ্কের ধমনীর পীড়া, মস্তিষ্কোপরি গমেটা ও আভ্যন্তরিক যন্ত্রসমূহের বিবিধ ব্যাধি এবং কখন কখন মেরুমজ্জা আক্রান্ত হইয়াও মৃত্যু সংঘটিত হয়।

কোন এক বৎসর ভিয়ানা নগরের হস্পিটালে ১০৯৭ জন প্রকৃত সার্ব্বাঙ্গিক উপদংশ পীড়ার জন্য চিকিৎসিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে ৬৬৭ জন পুরুষ এবং ৪৩০ জন স্ত্রীলোক। উহাদিগের মধ্যে ৬ জন পুরুষ ও ২ জন স্ত্রীলোকের মৃত্যু হয় অর্থাৎ শতকরা ৭টীর এই কারণে মৃত্যু সংঘটিত হইয়াছিল। ক্রমশঃ—

(ভিষক্‌দর্পণ।)

ডাক্তার জহিরুদ্দীন্ অহম্মদ এল, এম, এস, এফ, সি, ইউ।

সম্পাদকীয় বক্তব্য।

অস্ত্রবিদ্যাবিশারদ ডাক্তার মৌলভী সাহেবের এ উপদংশকাহিনী পাঠ করিয়া চিকিৎসক, অচিকিৎসক, সকলেই যে পরিতুষ্ট হইবেন, সে বিশ্বাস আমাদের বিলক্ষণই আছে।

সম্পাদক।

অবলা-বান্ধব।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)।

নিভৃতকক্ষে উপবেশন করিয়া জয়া বিজয়া এইরূপ কথোপকথন করিতেছিলেন। এদিকে ভগবান্ কমলিনী-নায়ক কমলাসন পরিত্যাগ করিয়াছেন। কিন্তু অন্ধকার আসিয়া তখনও সম্পূর্ণ আধিপত্য বিস্তার করিতে পারে নাই। কেবল বিহঙ্গকুল চতুর্দ্দিক্ হইতে অবিরত কলরব করিতেছে। সেই সঙ্গে আরও একটী ভয়ানক চীৎকারধ্বনি শ্রুতিগোচর হইল। দলে দলে স্ত্রীলোকগণ নিকটস্থ কোন গৃহস্থের অন্তঃপুরে সহসা প্রবেশ করিতে লাগিল। তদ্দর্শনে জয়া বিজয়াও নিতান্ত আলুথালু বেশে তথায় গমন করিলেন। তাঁহারা দেখিলেন, প্রায় অষ্টাদশবর্ষীয়া কোন যুবতী এলোকেশে অর্দ্ধ উলঙ্গিনী হইয়া ভূতলে শয়ান রহিয়াছে। তাহার হস্ত পদ অবিরত কম্পিত হইতেছে এবং মধ্যে মধ্যে আছাড়ি পিছাড়ি করিতেছে। নিকটস্থ স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে কেহ বলিতেছে—"সাঁজের সময় ধরিয়াছে, আজ আর রক্ষা নাই; কেহ বলিতেছে, আমি তখনই ঘাটে যাইতে নিষেধ করিয়াছিলাম; কেহবা নদীতীরস্থ তালগাছ কেহবা তিন্তিড়ি গাছের প্রতি দোষারোপ করিয়া পরস্পর কানাকানি করিতেছে।" সেই সময় দেখা গেল, ভূতল-শায়িনী যুবতী ঊর্দ্ধদৃষ্টে অনুক্ষণ কি যেন নিরীক্ষণ করিতেছে। ঘন ঘন শ্বাস প্রশ্বাস করিতে করিতে ক্ষণকালের জন্য আবার শ্বাস অবরুদ্ধ হইয়া থাকিতেছে। মধ্যে মধ্যে এক একবার দীর্ঘ নিশ্বাস নির্গত হইতেছে। তখন বিজয়া যুবতীকে সুকোমল শয্যোপরি শয়ন করাইয়া ধীরে ধীরে নাড়ী পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন, নাড়ী এতদূর দ্রুতবেগে স্পন্দিত হইতেছে যে, তাহাতে ভাল করিয়া কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। আবার মুখমণ্ডলে হস্তার্পণ করিয়া দেখিলেন যুবতীর দাঁতকপাটি লাগিয়াছে এবং তাহার জ্ঞানেরও বৈলক্ষণ্য ঘটিয়াছে। তখন মুখমণ্ডলে শীতল জলের ছিটা এবং মস্তকে শীতল জলের ধারা দিয়া কিছুকাল নাসিকা ধরিয়া শ্বাসরুদ্ধ করায় একবারমাত্র দাঁত ছাড়িল বটে, কিন্তু মুহূর্ত্ত পরেই আবার যেরূপ সেইরূপই হইল। সেই সময় নিশাদল ও কলিচুণ সমভাগে মর্দ্দন করিয়া উহা নাসিকার নিকট ধরায় শীঘ্রই মূর্চ্ছাভঙ্গ হইল এবং দাঁতও ছাড়িয়া দিল।

তখন রোগিণীকে তদবস্থায় রাখিয়া সকলেই আপন আপন গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। পথিমধ্যে জয়া কহিলেন, ভাল বোন্! এইরূপ ঘটনা ত আর কখনও নয়নগোচর হয় নাই। ইহা কি সত্যসত্যই ভূতের দৃষ্টি, না অন্য কোন ব্যায়রাম?

বিজয়া কহিলেন, পঞ্চভূতাত্মক দেহে যখন যে রোগের উৎপত্তি হয়, তাহাকেই ভূতাবেশ বলিয়া মনে করা যায়। ইহাকেই বা ভূতাবেশ না বলিব কেন?

জয়া। তবে কি কি জন্য এই রোগের উৎপত্তি হয়?

বিজয়া। রক্তের অল্পতা বা আধিক্য, অজীর্ণদোষ, কোষ্ঠরোধ, মনোভঙ্গ, চিত্তের উদ্বিগ্নতা, চিন্তা, ভয়, শোক, বৈধব্যজন্য মনঃপীড়া, স্বামীর নিষ্ঠুরাচরণ ও ইন্দ্রিয় তুষ্টিসাধনে অক্ষমতা প্রভৃতি কারণে এই পীড়ার উৎপত্তি হয়। জরায়ুর ক্রিয়ারোধ, রজোলোপ বা রজোপ্রবৃত্তির অভাব হইলেও এতদ্দ্বারা রমণীগণ আক্রান্ত হইয়া থাকে। উল্লিখিত কারণে হৃদয়স্থিত দোষ সকল অত্যন্ত কুপিত হইয়া স্মৃতির অপধ্বংস অর্থাৎ ভ্রান্তি উৎপাদন করে বলিয়া ইহাকে অপস্মার কহে। আবার জরায়ু ও রজঃপ্রবৃত্তির সহিত ইহার সংস্রব আছে বলিয়া এই পীড়া কখনও পুরুষদিগের হইতে পারে না। কেবল যোষা অর্থাৎ স্ত্রীলোকদিগেরই হয়, তজ্জন্য ইহাকে যোষাপাস্মার বলা যায়। যৌবন-কালই এই পীড়ার প্রকৃত সময়। যৌবন অতীত হইলে আর কেহ এতদ্দ্বারা আক্রান্ত হয় না। দ্বাদশ বৎসর বয়ঃক্রম হইতে পঞ্চাশ বৎসর পর্য্যন্ত এই পীড়ায় আক্রমণ করিতে পারে। কিন্তু অধুনা ত্রিশ বৎসরের পর কাহাকেও ইহার আক্রমণ সহ্য করিতে দেখা যায় না।

জয়া। এক্ষণে ইহার লক্ষণাদির বিষয়ও শুনিতে ইচ্ছা করি।

বিজয়া। পীড়ায় আক্রমণ করিবার পূর্ব্বে প্রথমতঃ বক্ষঃস্থলের বেদনা, ঘন ঘন হাই, শারীরিক এবং মানসিক নানাপ্রকার গ্লানি ও জ্ঞানের অল্পতা হইয়া পরে মূর্চ্ছা উপস্থিত হয়। মূর্চ্ছাবস্থায় যে প্রকার লক্ষণ দৃষ্টিগোচর হয়, তাহা এখনই প্রত্যক্ষ করিয়াছ। সুতরাং তদ্বিষয় আর বেশী কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু পীড়ার আক্রমণ সময়ে সকলেরই যে উল্লিখিত রূপ অচৈতন্য উপস্থিত হয় এমন নহে, অনেকের চিত্তবিকৃতি ও বুদ্ধিবিপর্য্যয় ঘটিয়া থাকে। অকারণ হাস্য, ক্রন্দন, চীৎকার, অসম্বদ্ধ বাক্য কথন, আত্মীয়গণের

প্রতি বৃথা দোষারোপ এবং কখনও বা আপনাকে দোষী মনে করিয়া আত্মীয় নিকটস্থ ব্যক্তিগণের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা ইত্যাদি নানাপ্রকার ভ্রান্তিলক্ষণ দৃষ্ট হয়। কখন কখন এরূপ ভয়ানক লক্ষণ সকল উপস্থিত হয় যে, তদ্দর্শনে অজ্ঞলোকে রোগিণীকে ভূতাবিষ্টা বলিয়া মনে করে এবং ভয়ে তাহার নিকট কেহই যাইতে চায় না। এইরূপ অবস্থা ১ দণ্ড হইতে ১০।১২ দণ্ড পর্য্যন্ত স্থায়ী হইতে পারে। এই অবস্থা অতীত হইলে রোগিণীকে কখনও জাগিয়া থাকিতে দেখা যায় না। তখন ঘোর নিদ্রায় অভিভূতা হইয়া পড়ে।

জয়া। আচ্ছা, এইরূপ অবস্থায় কি প্রকার উপায় অবলম্বন করিলে শীঘ্র উপকার হইবার সম্ভাবনা?

বিজয়া। মূর্চ্ছিতাবস্থায় যাহা কর্ত্তব্য, তাহা উপস্থিত ক্ষেত্রে স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিয়াছ। তদ্ভিন্ন সেই সময় যদি বিড়ালের মূত্র পাওয়া যায়, তাহা হইলে সেই মূত্র নাসিকার মধ্যে ঢালিয়া দিলে অথবা তদ্দ্বারা তুলা ভিজাইয়া সেই তুলা নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করাইয়া দিলে, তৎক্ষণাৎ পীড়ার বেগ হ্রাস হয়। হিক্কা শ্বাসাধিকারে শ্বাসকুঠার রস নামক যে এক প্রকার ঔষধ আছে, তাহার একটী বটী চূর্ণ করিয়া নস্য প্রদান করিলেও রোগিণীর চৈতন্য লাভ হইতে পারে। এইরূপে রোগিণীর চেতনাসঞ্চার হইলে পরিশেষে রীতিমত চিকিৎসার প্রয়োজন।

জয়া। পীড়ার বিরামকালে কি প্রকার অবস্থা হইয়া থাকে? এবং তখন ইহার চিকিৎসারই বা প্রণালী কি রূপ?

বিজয়া। এক্ষণে তাহাও বিশেষ করিয়া বলিতেছি। এই পীড়ায় আক্রান্ত হইলে কেহই কোন বিষয়ে মনঃ স্থির করিয়া রাখিতে পারে না। কখন অতি সামান্য বিষয়ে মনোঽভিনিবেশ, কখন বা অতি প্রয়োজনীয় বিষয়ে ও একান্ত ঔদাসিন্য প্রকাশ করে। কখন কখন বোধ করে যে, তাহার উদরের অধো-ভাগ হইতে কোন গোলাকার পদার্থ ঊর্দ্ধদিকে উঠিতেছে। এই রোগে স্পর্শেন্দ্রিয়ের অত্যন্ত শক্তি বৃদ্ধি পায় এবং দেহের কোন না কোন একস্থানে সর্ব্বদাই কিছু কিছু বেদনা থাকে। কখন কোন কোন সন্ধিতে অত্যন্ত বেদনা উপস্থিত হয়। উজ্জ্বল আলোক দর্শন এবং উচ্চ শব্দ শ্রবণ করিলে রোগিণী সহসা ভীতা ও চকিতা হইয়া উঠে। এই পীড়ায় জরায়ু ও পাকযন্ত্রের ক্রিয়ার প্রায় সর্ব্বদাই ভাবান্তর লক্ষিত হয় এবং পুরুষ সংসর্গের বাসনা অত্যন্ত বল-

বতী হইতে দেখা যায়। পুষ্টিকারক ও কোষ্ঠ বিশোধক ঔষধাদি সর্ব্বদা ইহাতে প্রয়োগ করা যায়। হাঁচিকারক নস্য ব্যবহারেও অনেক সময় উপকার লাভ হয়। যাহাতে রোগিণীর মন সর্ব্বদা প্রফুল্ল থাকে, তদনুযায়ী কার্য্যাদির অনুষ্ঠান করা নিতান্ত কর্ত্তব্য। তাহার প্রতি সর্ব্বদা শান্ত ব্যবহার ও তাহাকে প্রিয় দ্রব্যাদি অর্পণ করা কর্ত্তব্য। মূর্চ্ছা ও অপস্মার রোগাধিকারে যে সকল ঔষধের কথা উল্লেখ আছে, ইহাতেও বিবেচনাপূর্ব্বক সেই সকল ঔষধ প্রয়োগ করিবে। প্রত্যহ প্রাতঃকালে পুরাতন কুষ্মাণ্ডের জল সহ এক আনা পরিমিত বচ চূর্ণ সেবন করিলে যথেষ্ট উপকার হইতে দেখা যায়। রজঃস্রাবের অল্পতা নিবারণার্থ রজোলোপাধিকারে যে সকল ঔষধের বিষয় বর্ণিত আছে, তাহাই প্রয়োগ করিবে। জলের সহিত আমাদিগের রজঃপ্রবর্ত্তিনী বড়ী সেবন করিলে উপযুক্ত রূপ রজঃস্রাব হইয়া যায় এবং জরায়ুর ক্রিয়াও সংশোধিত হইয়া থাকে। মকরধ্বজ, চতুর্ম্মুখ ও রসরাজ রস প্রভৃতি ঔষধ ত্রিফলার জল অথবা চিনি ও শতমূলীর রস সহ সেবন করিতে দিবে। মহাচৈতসঘৃত এবং ক্ষীরকল্যাণঘৃত এই রোগের উৎকৃষ্ট ঔষধ। রোগিণীর বলাবলানুসারে মাত্রা স্থির করিয়া কিঞ্চিৎ উষ্ণ দুগ্ধের সহিত দিবে। বিষ্ণু, মধ্যম নারায়ণ এবং পুষ্পরাজ প্রসারণী প্রভৃতি তৈল মর্দ্দন করিলে এই রোগে যথেষ্ট উপকার হইয়া থাকে।

জয়া। আচ্ছা, এই পীড়ায় আহার বিহারেরই বা নিয়ম কি?

বিজয়া। ইহাতে পুষ্টিকর ও সুখপাচ্য দ্রব্যাদি আহার করাই কর্ত্তব্য। প্রত্যহ বিশুদ্ধ বায়ুসেবন, সামান্য রূপ অঙ্গসঞ্চালন, কিয়ৎক্ষণ আমোদ প্রমোদ সম্ভোগ ইত্যাদি ক্রিয়াদ্বারা শরীর ও মন প্রফুল্ল থাকে। রাত্রি জাগরণ, অধিক পরিশ্রম, অগ্নি সন্তাপ ও রৌদ্র সেবা প্রভৃতি নিষিদ্ধ। প্রত্যহ স্রোতঃশালিনী নদী ও প্রশস্ত সরোবরের জলে স্নান করিলেও অনেক স্থলে সবিশেষ উপার দর্শে।

ক্রমশঃ—

জলপাইগুড়ী,
দীনাবাজার। } কবিরাজ শ্রীপ্রসন্নচন্দ্র মৈত্রেয়।

সম্পাদকীয় বক্তব্য।

সাধারণতঃ মূর্চ্ছা ও অপস্মারাদিরোগে আশুচৈতন্যকারক উপায়ের মধ্যে যতপ্রকার উপায় প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে তীক্ষ্ণ নস্য প্রয়োগই সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপায় বলিয়া আমাদের

বিশ্বাস। এই নস্যও নানাপ্রকারের আছে, তন্মধ্যে বড় বড় চোক্তাপাতা (ভূতরাজের পাতা) শুষ্ক ও সূক্ষ্মচূর্ণ করিয়া তদ্দ্বারা নস্য প্রদান করিলে অগণ্য হাঁচি হইয়া রোগীর যেরূপ শীঘ্র চৈতন্য হইতে দেখা গিয়া থাকে, এমন আর কোন ঔষধেই নহে। এই অত্যাশ্চর্য্য ও অসীম গুণদায়ক ভূতরাজকাহিনী পাঠকবর্গকে উপহার দেওয়ার ইচ্ছা রহিল।

সম্পাদক।

উপদংশসম্বন্ধে দুই একটী কথা।

মৌলভী ডাক্তার জহিরুদ্দীন্ সাহেব, তাঁহার সম্পাদিত ভিষক্‌দর্পণে উপদংশ পীড়ার সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ লিখিয়া আসিতেছেন, তাহা চিকিৎসা-সম্মিলনীর পাঠকগণের নিকট অবিদিত নাই। আর পাঠকগণ ইহাও বোধ হয় বিস্মৃত হন্ নাই যে, উক্ত ডাক্তার সাহেব বর্ত্তমান উপদংশ পীড়াকে প্রাচীনরোগের অন্তর্গত বলিয়া সুশ্রুত হইতে নানাবিধ বচন প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া প্রতিপন্ন করিতেও ত্রুটী করেন নাই। কিন্তু সংপ্রতি সুযোগ্য ডাক্তার শ্রীযুক্ত পুলিনবাবু, ডাক্তার মৌলভীসাহেবের সেই কথার প্রতিবাদ করিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, খুব্ প্রাচীনকালে আমাদের দেশে এখনকার উপদংশের ন্যায় কোন পীড়াই ছিল না। এমন কি, ডাক্তার পুলিনবাবুর মতে এখনকার কলেরারোগেরও পূর্ব্বে অস্তিত্ব ছিল না বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস। অবশ্য বিশ্বাস বা সংস্কারানুসারেই এ সংসারে যে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির মতানৈক্য ঘটিয়া থাকে, ইহা সম্পূর্ণ; সত্যই সুতরাং পুলিন বাবুর স্বাধীন মতের উপর আমাদের কোন কথাই বলিবার নাই। তবে এ সম্বন্ধে আমাদের যাহা বক্তব্য আছে, তাহাই এস্থলে বলিব। কিন্তু অগ্রে পুলিনবাবুর মত কি, তাহাই পাঠকগণ শুনুন, পরে আমাদের বক্তব্য শুনিতে পাইবেন। তিনি ভিষক্‌দর্পণে এ সম্বন্ধে যে পত্রখানি লিখিয়াছেন, তাহা এস্থলে অবিকল উদ্ধৃত হইল।

প্রিয় সম্পাদক মহাশয়!

বিগত ডিসেম্বর মাসের ভিষক্-দর্পণে আপনি যে উপদংশবিষয়ক প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন, ঐ প্রবন্ধে আপনি বলিয়াছেন যে, ভারতবর্ষে অতি প্রাচীনকাল হইতে উপদংশ পীড়া বর্ত্তমান ছিল এবং সেই কথার সমর্থনজন্য আপনি সুশ্রুত ও ভাবপ্রকাশ হইতে কয়েকটী শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। আপনার মতের সহিত আমার মতের মিল না হওয়ায় কয়েকটী কথা বলিতে বাধ্য হইলাম, ভরসা করি, আপনার পত্রিকায় স্থান দানে বাধিত করিবেন।

বর্ত্তমান সময়ে যে সকল সিফিলিস পীড়া দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা-

দিগকে ইউরোপীয় চিকিৎসকগণ দুই শ্রেণীতে বিভাগ করেন। যথা—(১) সফ্‌ট স্যাঙ্কার। (২) হন্‌টিরিয়ান্ অথবা হার্ড স্যাঙ্কার। এই দুয়ের মধ্যে ইতর বিশেষ এই যে, সফ্‌ট বা কোমল স্যাঙ্কার কেবলমাত্র স্থানীয় রোগ এবং কঠিন বা হার্ড স্যাঙ্কার প্রথমে স্থানীয় হইলেও অবশেষে সমস্ত শরীরকে বিষাক্ত করে।

সুশ্রুত প্রভৃতি আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থ পাঠ করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, সুশ্রুতের সময় ভারতবর্ষে এখনকার সিফিলিস সদৃশ যদি কোন পীড়া থাকিত, তবে কেবলমাত্র ঐ কোমল বা সফ্‌ট স্যাঙ্কারই বর্ত্তমান ছিল এবং সে সময়ে তাহাকেই উপদংশ বলিত। কিন্তু তাহাও এখনকার সফ্‌ট স্যাঙ্কারের ঠিক্ অনুরূপ কি না, তৎপক্ষেও বিলক্ষণ সন্দেহ আছে। আপনি যে শ্লোকটী উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে উপলব্ধি হইবে, কেবলমাত্র উপদংশপীড়িত স্ত্রীসহবাসেই যে ঐ পীড়া হইত, তাহা নহে। হস্তমৈথুন, দন্তাঘাত বা নখাঘাত দ্বারা পুরুষাঙ্গে কোন প্রকার ক্ষত হইলেই তাহা উপদংশ নামে অভিহিত হইত।

তারপর আপনি যে লিখিয়াছেন, সুশ্রুত উপদংশ পীড়ার গৌণফল আঁচিল, (ওয়ার্চস) বিবিধ প্রকার চক্ষুর রোগ, কর্ণের এবং নাসিকার রোগ প্রভৃতি বর্ণন করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে এইমাত্র বলিতে পারি যে, তিনি কর্ণ নাসিকা প্রভৃতির যে সকল পীড়া বর্ণন করিয়াছেন, সে সমস্ত উপদংশ জ্ঞাত কি না তৎসম্বন্ধে কোন কথাই বলেন নাই, অতি সামান্যমাত্র ইঙ্গিতও প্রদান করেন নাই। সুতরাং সুশ্রুত পাঠ করিয়া এইমাত্র জানা যায় যে, লিঙ্গে এক প্রকার আভিঘাতিক ক্ষত হইত। ঐ ক্ষতই উপদংশ নামে অভিহিত হইত। কঠিন স্যাঙ্কার এবং তাহার ভয়ানক গৌণ ফল অতি প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে ছিল না।

তারপর আপনি ভাবপ্রকাশ হইতে যে শ্লোকটী উদ্ধৃত করিয়াছেন, ঐ শ্লোকটীতে ভাবমিশ্র যে ব্যাধির উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা লিঙ্গার্শ নামে অভিহিত। ঐ লিঙ্গার্শ যে উপদংশজাত, এমন কথা ভাবমিশ্র বলেন নাই এবং ভাবপ্রকাশের যে স্থানে উপদংশ পীড়ার বিবরণ আছে, ঐ রোগের বর্ণনাটী সে স্থলে নাই, স্থানান্তরে আছে। ঐ লিঙ্গার্শের বিবরণ পাঠে এই মাত্র বুঝিতে পারা যায় যে, উহা কুক্কুটচূড়ার ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট এক প্রকার অঙ্কুরবৎ পীড়া। উহা ওয়ার্টস্ অথবা এপিথেলিওমা দুইটী হইতে পারে। সম্ভবতঃ

উহা এপিথেলিয়াল ক্যান্‌সার, যেহেতু ভাবপ্রকাশ ঐ রোগকে দুশ্চিকিস্য বলিয়াছেন।

তারপর ভাবমিশ্র তাঁহার ভাবপ্রকাশ নামক পুস্তকের স্থানান্তরে আর একটী নূতনতর রোগের বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে উপলব্ধি হইবে যে, যে সময়ে ইউরোপীয়গণ বাণিজ্য ব্যপদেশে প্রথম আগমন করেন, সেই সময় হইতেই এতদ্দেশে হার্ড স্যাঙ্কার অথবা গৌণ উপদংশ ব্যাধি প্রবেশ করিয়াছে। ঐ রোগকে ভাবমিশ্র ফিরঙ্গ রোগ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। অনুমান হয় যে সময়ে পর্টুগিজগণ এতদ্দেশে আগমন করেন, সেই সময় হইতেই এতদ্দেশে গৌণ উপদংশের সৃষ্টি। যেহেতু পর্টুগিজদিগকেই ফিরিঙ্গি বলে। ভাবপ্রকাশে লিখিত আছে ;—

ফিরঙ্গসংজ্ঞকে দেশে বাহুল্যেনৈব যদ্ভবেৎ।
তস্মাৎ ফিরঙ্গ ইত্যুক্তো ব্যাধির্ব্ব্যাধিবিশারদৈঃ॥

ফিরঙ্গদেশে এই রোগ বহু পরিমাণে হয়, এজন্য ব্যাধি-বিশারদগণ ইহাকে ফিরঙ্গ রোগ বলেন। ফিরঙ্গরোগের নিদান যথা—

গন্ধরোগঃ ফিরঙ্গোঽয়ং জায়তে দেহিনাং ধ্রুবং।
ফিরিঙ্গিনোঽঙ্গসংসর্গাৎ ফিরঙ্গিন্যাঃ প্রসঙ্গতঃ॥
ব্যাধিবাগন্তুজো হ্যেষ দোষানামত্র সংক্রমঃ।
ভবেত্তল্লক্ষয়েত্তেষাং লক্ষণৈর্ভিষজাং বরঃ॥

ফিরঙ্গ রোগীর গাত্র সংস্পর্শ, বিশেষ ফিরিঙ্গিনীর সহিত সংসর্গ করিলে ফিরঙ্গ নামক গন্ধরোগ উৎপন্ন হয় ইত্যাদি।

ফিরঙ্গস্ত্রিবিধা জ্ঞেয়া বাহ্য আভ্যন্তরস্তথা।
বহিরন্তর্ভবশ্চাপি তেষাং লিঙ্গানি চ ধ্রুবে॥

ফিরঙ্গ রোগ তিন প্রকার—বাহ্য ফিরঙ্গ, অভ্যন্তর ফিরঙ্গ এবং বহিরন্তর্ভব ফিরঙ্গ। ইহাদের লক্ষণ বলিতেছি।

তত্র বাহ্যঃ ফিরঙ্গঃ স্যাদ্বিস্ফোটসদৃশোঽল্পরুক্।
স্ফুটিতো ব্রণবদ্বৈদ্যঃ সুখসাধ্যোঽপি স স্মৃতঃ॥
স্বনেধশ্চাভ্যন্তরঃ সঃ স্যাদামবাতং ইব ব্যাথাং।
শোথঞ্চ জনয়েদেব কষ্ট সাধ্যো বুধৈঃ স্মৃতঃ॥

বাহ্য ফিরঙ্গ বিস্ফোটের ন্যায়, উহা স্ফুটিত হইলে ব্রণের ন্যায় সুখসাধ্য হয়।

আভ্যন্তর ফিরঙ্গ সন্ধির অভ্যন্তরে হয়, ইহাতে আমবাতের ন্যায় বেদনা ও শোথ হয়। ইহা কষ্টসাধ্য।

এই আভ্যন্তর ফিরঙ্গ যাহাতে আমবাতের ন্যায় বেদনা হয়, তাহা যে "সিফিলিটিক রিউম্যাটিজ্‌ম্‌" তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এখনও দেখা যায়, অনেক গরমীর পীড়াতে বাহিরে কোন স্ফোটক দৃষ্ট হয় না অথচ কিছুদিন বিলম্বে শারীরিক লক্ষণ সকল উৎপন্ন হয়, অথবা বাহিরে এত সামান্যাকারের স্ফোটক বা ক্ষত হয় যে, তাহা রোগী আদৌ গ্রাহ্য করে না, উহা আপনা হইতেই আরাম হইয়া যায়, অথচ কিছুদিন বিলম্বে শরীরে গৌণ উপদংশের সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পায়। ভাবমিশ্র বোধ হয় ইহাকেই আভ্যন্তর ফিরঙ্গ বলিতেছেন। আর যে উপদংশ বাহিরেও ক্ষত হয় এবং পরিশেষে শরীরকেও আক্রমণ করে, তাহাকেই "বহিরন্তর্ভব ফিরঙ্গ" বলিতেছেন, আর কেবলমাত্র স্থানীয় রোগকে বাহ্য ফিরঙ্গ বলিতেছেন। এই বাহ্য ফিরঙ্গ শারীরিক লক্ষণ প্রকাশ করে না। এখনকার সফ্‌ট স্যাঙ্কারকেই ভাবপ্রকাশ বাহ্য ফিরঙ্গ বলিতেছেন, তাহাতে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই।

ভাবপ্রকাশের এই ফিরঙ্গ রোগের বর্ণনা পাঠে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, এই ফিরঙ্গ রোগ ভয়ানক সংক্রামক। সুতরাং এই ফিরঙ্গ রোগই যে এখনকার সিফিলিস্‌, তাহাতে অনুমাত্র সন্দেহ নাই।

সুশ্রুত এবং ভাবপ্রকাশের উপদংশ ব্যাধির বর্ণনা পাঠে উপদংশ ব্যাধি সংক্রামক কি না, তাহার কিছুমাত্র উল্লেখ নাই। তারপর ঐ ক্ষত হইতে বিউবো বা বাঘির উৎপত্তি হয় কি না তাহারও উল্লেখ নাই এবং ঐ উপদংশ আরোগ্য করিতে পারদ ব্যবহারেরও কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না। অবশ্য সুশ্রুতের আমলে লোক পারার গুণ বড় একটা জানিত না। কিন্তু ভাবপ্রকাশে বহুল পরিমাণ পারদের ব্যবহার দেখা যায়, সুতরাং যদি উপদংশ ও "লিঙ্গার্শ" এখনকার ন্যায় সিফিলিস্‌ হইত, তাহা হইলে ভাবপ্রকাশ অবশ্যই ঐ সকল রোগের প্রতিকারার্থ পারদের ব্যবহারের কথা লিখিতেন, কিন্তু তৎসম্বন্ধে কোনই উল্লেখ দেখা যায় না।

অপিচ এই ফিরঙ্গ রোগের চিকিৎসায় ভাবমিশ্র বলেন যে, পারদই ইহার একমাত্র ঔষধ। যথা—

ফিরঙ্গ-সংজ্ঞকং রোগং রসঃকর্পূর সংজ্ঞকঃ।

অবশ্যং নাশয়েদেতদুচুঃ পূর্ব্ব-চিকিৎসকাঃ॥
লিখ্যতে রসকর্পূরপ্রাশানবিধিরুত্তমঃ।
অনেন বিধিনা খাদেন্‌মুখে শোথং ন বিন্দতি॥

রসকর্পূর পারদঘটিত ঔষধ। তারপর আরও আছে, যথা—"পারদ ২ তোলা, গন্ধক ২ তোলা এবং বিড়ঙ্গ দুই তোলা একত্র পেষণ করিয়া কজ্জলি করতঃ ৭টী বড়ী করিবে, উহার এক এক বটী অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়া ধূম প্রয়োগ করিলে সাত দিনে ফিরঙ্গ রোগ নষ্ট হয়।"

অতএব সিফিলিস্‌ পীড়ার এখনও যে ঔষধ, সে কালেও সেই এক ঔষধ পারদ মাত্র ব্যবহার হইত।

তারপর ভাবমিশ্র ফিরঙ্গ রোগের উপদ্রবের বর্ণনা করিয়াছেন, যথা—

কার্শ্যং বলক্ষয়ো নাসাভঙ্গো বহ্নেশ্চ মন্দতা।
অস্থিশোষোঽস্থিবক্রত্বং ফিরঙ্গোপদ্রবা অমী॥

কৃশতা, বলক্ষয়, নাসাভঙ্গ, অগ্নিমান্দ্য, অস্থিশোষ ও অস্থিবক্রতা এই সকল ফিরঙ্গরোগের উপদ্রব। এখনকার গৌণ উপদংশের লক্ষণের সহিত এই সকল লক্ষণের বেশ মিল আছে।

অতএব এই সকল বর্ণনা পাঠে স্পষ্টই উপলব্ধি হইবে যে, খুব্‌ প্রাচীনকালে আমাদিগের দেশে এখনকার সিফিলিসের ন্যায় কোন পীড়াই ছিল না। আয়ুর্ব্বেদে যাহাকে উপদংশ বলা হইয়াছে, তাহা অভিঘাত জাত একরূপ সামান্যাকারের লিঙ্গক্ষত মাত্র। এখনকার সফ্‌ট স্যাঙ্কারও সে কালে ছিল কি না সন্দেহ স্থল। এখনকার গরমীর পীড়াকে যে লোকে উপদংশ নামে অভিহিত করে, সেটাও আমার মতে ভুল। কারণ আয়ুর্ব্বেদ মতে সিফিলিস্‌ ও উপদংশের পীড়ার নিদান ও চিকিৎসা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। যেমন এখনকার কলেরা পীড়াকে লোকে ভুল করিয়া বিসূচিকা বলে, সেইরূপ এখনকার সিফিলিস্‌কেও লোকে ভুল করিয়া উপদংশের পীড়া নাম দিয়াছে। সিফিলিস্‌কে "ফিরঙ্গ রোগ" বলিলেই ঠিক্‌ হয়।

বশম্বদ।
শ্রীপুলিনচন্দ্র সান্যাল, এম, বি।

"উপদংশ" শির্ষক প্রবন্ধ শেষ হইতে এখনও বিলম্ব আছে; সুতরাং এই প্রেরিত পত্র সম্বন্ধে এক্ষণে কোন কথাই বলা সঙ্গত বিবেচনা করি না। এতৎসম্বন্ধে আমাদের যাহা বলা কর্ত্তব্য, তাহা প্রবন্ধের উপসংহারে উল্লেখ করিব।

সম্পাদক, ভিষক্‌-দর্পণ।

আমাদের বক্তব্য।

ডাক্তার পুলিনবাবুর এ সমস্ত কথার উপর আমাদের কিঞ্চিৎ বক্তব্য থাকিলেও প্রবন্ধ শেষ পর্য্যন্ত আমাদিগকেও অপেক্ষা করিতে হইবে। চি, স, সম্পাদক।

তৈলপাক ও প্রয়োগ-প্রণালী।

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ২৮৭ পৃষ্ঠার পর।

গতবারে মদাত্যয় ও দাহরোগে তৈলপ্রয়োগের বিষয় বলিয়াছি, তন্ন তন্ন-রূপে দেখাইয়াছি যে, সর্ব্বপ্রকার দাহরোগের আশু শান্তির পক্ষে বৈদশাস্ত্রোক্ত তৈলপ্রয়োগের ন্যায় উৎকৃষ্ট ঔষধ আর দ্বিতীয় নাই। দাহাধিকারের পর উন্মাদাধিকার, সুতরাং উন্মাদরোগে তৈলপ্রয়োগের বিষয় লিখিতেছি।

উন্মাদরোগে তৈলপ্রয়োগ।

উন্মাদরোগে সাধারণতঃ মধ্যমনারায়ণ, মহানারায়ণ, স্বল্প মধ্যম ও বৃহদ্বিষ্ণুতৈল, মহাবিষ্ণুতৈল, হিমসাগরতৈল এবং বায়ুচ্ছায়া-সুরেন্দ্রতৈল আদি বহুবিধ তৈল ব্যবহৃত ও তদ্দ্বারা আশাতীত উপকার দর্শিতে দেখা গিয়া থাকে। যে উন্মাদরোগীর দিবারাত্র কিছুতেই নিদ্রা নাই, যাহার অস্থিরতায় গৃহস্থগণকে সর্ব্বদাই ত্রস্ত অবস্থায় কালযাপন করিতে হয়, এলো বা হোমিওপ্যাথি ঔষধে যে পাগলের পাগলামীর বিন্দুমাত্রও হ্রাস হয় না, এহেন দুরন্ত দুর্দ্দান্ত ভীষণ উন্মাদরোগীকে হয় মধ্যমনারায়ণ, নয় ত হিমসাগর কিংবা বৃহদ্বিষ্ণুতৈল ব্যবহার করাইলে তত্তৎস্থলে কিছু না কিছু উপকার দর্শিবেই দর্শিবে। কিন্তু উন্মাদরোগে তৈলপ্রয়োগ এতাদৃশ উপকারী হইলেও আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে উন্মাদাধিকারে স্বতন্ত্রভাবে প্রায় কোন তৈলেরই উল্লেখ নাই। সুতরাং উন্মাদনাশক উপরোক্ত তৈলসমূহের প্রত্যেকের প্রস্তুত ও প্রয়োগপ্রণালী বাতব্যাধি অধিকারেই সম্যক্‌রূপে বর্ণিত হইবে। উন্মাদের পর-অপস্মার অর্থাৎ মৃগীরোগে তৈলপ্রয়োগের বিষয় লিখিতেছি।

অপস্মার (মৃগী) রোগে তৈলপ্রয়োগ।

উন্মাদরোগের ন্যায় অপস্মার অর্থাৎ মৃগীরোগাধিকারেও পলঙ্কষাদ্য নামক দুই একটী তৈল ভিন্ন বিশিষ্ট কোন তৈলের উল্লেখ নাই। এরোগেও কবিরাজ মহাশয়েরা রোগের অবস্থানুসারে অর্থাৎ বাতাধিক্যে বাতব্যাধি অধিকারোক্ত পূর্ব্বোক্ত মধ্যমনারায়ণ আদি তৈলের প্রয়োগ করিয়া থাকেন।

তবে কথা এই যে, মৃগীরোগ প্রায়ই দুঃসাধ্য বা অসাধ্য হইয়া থাকে। এজন্য প্রায়ই দেখা যায়, কবিরাজ মহাশয়েরা এইরূপ সংস্কারের বশীভূত হইয়া মৃগীরোগীর চিকিৎসাতে তাদৃশ যত্ন লইতে ইচ্ছা করেন না। আরোগ্য সম্বন্ধে আস্থা কম বলিয়াই তাঁহারা কোন মৃগীরোগী, চিকিৎসার্থ হাতে আসিলে তাচ্ছল্যভাবে অন্যান্য ঔষধ ও মুষ্টিযোগাদির সহিত হয় মধ্যমনারায়ণ, নয় ত বিষ্ণু আদি তৈলের প্রয়োগ করিয়া থাকেন। ক্বচিৎ কোন কবিরাজ মহাশয় বা পলঙ্কষাদ্য তৈলেরও প্রয়োগ করেন। দুঃখের বিষয়, আমি কোন কবিরাজ মহাশয়কেই কখনও কোন মৃগীরোগীকে পলঙ্কষাদ্য তৈলের প্রয়োগ করিতে দেখি নাই এবং আমি নিজেও কখন ব্যবহার করি নাই। তবে এ বিশ্বাস আমার বিলক্ষণই আছে যে, যথাযোগ্যরূপে প্রস্তুত পলঙ্কষাদ্য তৈল মৃগীরোগীর পক্ষে নিশ্চয়ই উপকারক হইয়া থাকে। নিম্নে পলঙ্কষাদ্য তৈলের বিষয় লিখিতেছি।

পলঙ্কষাদ্যতৈল।

/৪ শের কৃষ্ণতিলের তৈল, ইতিপূর্ব্ব লিখিতমত কটা ও মূর্চ্ছা পাক দিয়া প্রথমতঃ নিম্নলিখিত কল্কদ্রব্যের সহিত যথাবিধি পাক করিবে। যথা—গুগ্‌গুল, বচ, হরীতকী, বিছুটীর মূল, আকন্দ মূলের ছাল, শ্বেতসর্ষপ, জটামাংসী, হরীতকী, ভৃকেশী, ইষলাঙ্গুলী (কেহ বলেন রাস্না), হিঙ্গু, চোরপুষ্পী, লশুন, যষ্টিমধু, দন্তীমূল, কুড় এবং শকুনি প্রভৃতি মাংসাশী পক্ষীর বিষ্ঠা, এই সমস্ত দ্রব্য মোট /১ এক শের ওজনে লইয়া উত্তমরূপে কুট্টিত করিয়া তৈলের চতুর্গুণ অর্থাৎ ষোলশের জল ও ঐ কল্কদ্রব্য একত্রে সিদ্ধ করিয়া কিঞ্চিৎ জলাবশেষ নামাইয়া তদবস্থায় কিছুদিন রাখিয়া দিবে। অনন্তর কল্কদ্রব্যগুলি তৈল হইতে উত্তমরূপে ছাকিয়া ফেলিয়া দিয়া তৈলের চতুর্গুণ অর্থাৎ ষোলশের গোমূত্রের সহিত একত্র পাক করিয়া তৈলের পাক শেষ করিয়া ছাঁকিয়া রাখিয়া দিবে।

এতদ্ভিন্ন ছাগমূত্রের সহিত সর্ষপতৈল সিদ্ধ করিয়া সেই তৈল মর্দ্দনেও অপস্মার রোগে উপকার দর্শিয়া থাকে। অপস্মার রোগাধিকারের পর বাতব্যাধি রোগাধিকার, অতএব বাতব্যাধি রোগাধিকারে তৈল প্রস্তুত ও প্রয়োগপ্রণালী লিখিতেছি।

বাতব্যাধি অধিকারে তৈলপ্রয়োগ।

সাধারণতঃ মানবদেহে বায়ু, পিত্ত ও কফের বিকৃতিজন্য যতপ্রকার রোগের

উৎপত্তি হইয়া থাকে, তন্মধ্যে বায়ুজন্য রোগ যেমন কষ্টসাধ্য বা অসাধ্য, পিত্ত বা কফজন্য রোগসমূহ তেমন নহে; আর এই বিকৃত বায়ুর শান্তির জন্য তৈল যেরূপ উৎকৃষ্ট ও অসাধারণ গুণদায়ক হয়, এমন আর কোন ঔষধেই নহে। এজন্যই এক বাতব্যাধি রোগাধিকারে যতপ্রকার তৈল ব্যবহারের উপদেশ আছে, এমন অধিক সংখ্যক তৈলের উল্লেখ আর কোন রোগাধিকারেই নাই।

যাঁহারা চিকিৎসা-সম্মিলনীর তৈল প্রস্তুত ও প্রয়োগপ্রণালী প্রবন্ধ পাঠ করিয়া আনন্দিত হইয়া থাকেন, লেখকের দৃঢ় বিশ্বাস যে, তাঁহারা এই বাতব্যাধি অধিকারোক্ত তৈলসমূহের অদ্যোপান্ত প্রস্তুত ও প্রয়োগপ্রণালী পাঠ করিয়া অধিকতর সুখী হইতে পারিবেন। কেননা এই সমস্ত তৈলের প্রয়োগ সম্বন্ধে এমন সকল অভাবনীয় রহস্য ও আধুনিক চূড়ান্ত ব্যবসাদার সুচতুর কবিরাজ মহাশয়গণের এমন সমস্ত চাতুরী দেখিতে পাইবেন যে, যাহা পাঠকবর্গের কল্পনাতেও কখন স্থান প্রাপ্ত হয় নাই; কিন্তু আপাততঃ সে সকল বাজে কথা লিখিয়া পাঠকগণকে বিরক্ত করিতে চাহি না। অগ্রে মধ্যমনারায়ণাদি তৈলসমূহের প্রস্তুত ও প্রয়োগপ্রণালী লিখিব, পরে ভিতরকার গূঢ় রহস্য সকল যথাসাধ্য ব্যক্ত করিয়া পাঠকগণের আনন্দবর্দ্ধন করিব বলিয়াই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ থাকিলাম। কিন্তু মধ্যমনারায়ণাদি তৈলের বিষয় বলিবার পূর্ব্বে অগ্রে এই বাতব্যাধি রোগের সম্বন্ধে আমার বিশেষ কিছু বলিবার আছে। কেননা মধ্যমনারায়ণ ও মহামাষতৈল প্রভৃতি বাতব্যাধিরোগের অবস্থাবিশেষেই সবিশেষ গুণদায়ক হইয়া থাকে, সুতরাং সর্ব্বাগ্রে বাতব্যাধিরোগের অবস্থার পার্থক্য অর্থাৎ কোন্ কোন্ অবস্থায় কোন্ কোন্ তৈল প্রশস্ত, তাহা বুঝাইয়া, পরে তৈলকাহিনী বর্ণন করিব। ক্রমশঃ—

কলিকাতা। } কবিরাজ শ্রীজগদ্বন্ধু সেনগুপ্ত।

দেশীয় চ্যবনপ্রাশ ও বিলাতি কড্‌লিবর।

হিংসার কথা নয়, দ্বেষের কথাও নয়, স্বার্থের কথা নয়, পরার্থের কথাও নয়, ভালবাসার কথা নয়, ঘৃণার কথাও নহে, তবে কথাটী প্রকৃতই জ্বলন্ত সত্য বলিয়া আজ্ দেশীয় চরকোক্ত চ্যবনপ্রাশ নামক অত্যাশ্চর্য্য ও অসাধারণ গুণশালী ঔষধের বিষয় নিম্নে নিরপেক্ষভাবে কিঞ্চিৎ বর্ণন করিব।

বিলাতী বিদ্যা ও বিলাতী সভ্যতা প্রভৃতি ভারতবাসীর পক্ষে হাড়ে হাড়ে মন্দ হইলেও যেমন ভারতবাসী বুদ্ধির দোষে সেই বিদ্যা সেই সভ্যতারই পক্ষপাতী, তেমনি বিলাতী অধিকাংশ ঔষধ দেশীয় কোন কোন ঔষধের তুলনায় বিষবৎ হইলেও অজ্ঞানাধম ভারতবাসীর নিকট কিন্তু অমৃতবোধে গৃহীত হইয়া থাকে। দেশী ও বিলাতী সর্ব্বপ্রকার ঔষধের পরস্পর তুল্য তুলনা করিয়া দেখান, এ ক্ষুদ্র পত্রিকায় অসম্ভব ও অসাধ্য, সুতরাং এস্থলে আজ্ দেশের চ্যবনপ্রাশ ও বিলাতের কড্‌লিবর এই উভয় প্রসিদ্ধ ঔষধের পরস্পর সংক্ষেপে একটু তুলনা করিয়া দেখাইব।

বর্ত্তমান ভারতের প্রায় অনেকেই অবগত আছেন যে, জ্বরের অমোঘ ঔষধ যেমন কুইনাইন, তেমনি সর্ব্বপ্রকার কফ-কাশির সংস্রবে বিশেষতঃ হাঁপানিরোগে, যে কোন রোগ শান্তির পর শরীর দৌর্ব্বল্যে, বক্ষঃস্থলগত সর্ব্বপ্রকার পীড়াতে (ক্ষয় যক্ষ্মাদি রোগ) এবং রোগভিন্ন, শরীরের স্বাভাবিক দৌর্ব্বল্যে বা ক্ষীণমাংসে বিলাতী কড্‌লিবরের ন্যায় অমোঘ, অব্যর্থ ও উৎকৃষ্ট ঔষধ আর দ্বিতীয় নাই। বিদেশী বিলাতী মৎস্যের তৈল কড্‌লিবরের উপরুক্ত দেশী ভারতবাসীর কালবশে এইরূপ ধারণাই বর্ত্তিয়াছে; তা যাহা হউক, তাহাতে আমাদের বিন্দুমাত্রও দুঃখ নাই, কেননা কড্‌লিবর যে একবারেই নগণ্য, অনুপকারী ও অখাদ্য ঔষধ, একথা আমরা কখনই বলিতেছি না। কড্‌লিবরদ্বারা যে, অনেক সময় অনেক রোগীতেই যথেষ্ট উপকার দর্শিয়া থাকে, একথা আমরা মুক্তকণ্ঠে সহস্রবারই স্বীকার করিব। তবে আমাদের আপত্তি আমাদের বক্তব্য এই হতভাগ্য দেশের মৃতপ্রায় আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রোক্ত অসাধারণ গুণদায়ক চ্যবনপ্রাশেরই সম্বন্ধে।

বাস্তবিকও আকাশ পাতালে যত পার্থক্য, স্বর্গ ও নরকে যত তফাৎ, এই দেশী ও বিদেশী চ্যবনপ্রাশ ও কড্‌লিবরে প্রকৃতই সেইরূপ গুণগত পার্থক্য দেখিতে পাওয়া গিয়া থাকে। চ্যবনপ্রাশ প্রকৃতই স্বর্গের অমৃত এবং ঠিক্ সেই তুলনায় কড্‌লিবার যথার্থই নরকের বিষ্ঠাসদৃশ! কিন্তু কেন? কেন যে তাহাই একে একে বলিব, পদে পদেই দেখাইব যে, বিলাতী কড্‌লিবার গুণবিষয়ে কোনমতেই ভারতীয় চ্যবনপ্রাশের সমকক্ষ ত নহেই। পরন্তু একান্তই হীনগুণবিশিষ্ট। গভীর দুঃখের বিষয় এই যে, এহেন অসীম ও অত্যাশ্চর্য্য গুণশালী আর্য্যঋষিগণের আবিষ্কৃত চ্যবনপ্রাশ ঔষধটী ভারতবাসী নানাকারণে

বহুকাল হইতেই এক রকম ভুলিয়া গিয়াছেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। চ্যবনপ্রাশ ব্যাপারটা কি, ইহার প্রকৃত গুণই বা কি, কোন্ কোন্ রোগের কোন্ কোন্ অবস্থায় চ্যবনপ্রাশ ব্যবহারে আশাতীত উপকার পাওয়া যায়, কিরূপ সুলভমূল্যের ঔষধ, কিরূপ বহু মূল্যবান্ ঔষধের অপেক্ষাও অধিক ফলপ্রদ হয়, এ সকল কথা এখনকার দিনে এ বিলাতী সভ্যতার আবাসভূমি ভারতবর্ষে কি আর কেহ বড় একটা খোঁজখবর রাখিয়া থাকেন? বলা বাহুল্য যে, এই ৩০ কোটী ভারতবাসীর মধ্যে ২।৪ জন বৈদ্যচিকিৎসক ভিন্ন আর কোন ব্যক্তিই চ্যবনপ্রাশের গুণের বিষয় কিছুমাত্রই অবগত নহেন, যদি তাহাই থাকিবেন, তবে এই কোটী কোটি লোকের মধ্যে কাহারও সামান্যমাত্র কফ কাশির সংস্রব হইলেই তিনি তৎক্ষণাৎ কড্‌লিবরের দিকে ছুটিবেন কেন? যাহা হউক, দেশী চ্যবনপ্রাশ ও বিলাতী কড্‌লিবর এই উভয়ের সম্বন্ধে আমাদের বিস্তর কথা বলিবার আছে, কিন্তু এবারে স্থানাভাব, সুতরাং আগামীবারে আমরা এই উভয় ঔষধের সম্বন্ধে যথাসাধ্য কিঞ্চিৎ বলিব। ক্রমশঃ—

সম্পাদক,

প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ-মুষ্টিযোগ।

স্ত্রীরোগে মুষ্টিযোগ।

(১) যে সকল স্ত্রীলোকের মাসিক রজঃস্রাব ভালরূপে কিংবা আদৌ হয় না, তাহাদিগের পক্ষে প্রত্যহ প্রাতে অন্ততঃ অর্দ্ধ ছটাক ওজনে রক্তজবাফুল কাঁজীর সহিত অভাবে-ভাতের আমানির সহিত উত্তমরূপে বাটীয়া সপ্তাহ কাল সেবন করিলে নিয়মিত রজঃস্রাব হইতে পারে।

(২) সৈইরূপ নোহাগার খৈ ৮ বা ১০ রতি, আর দারুচিনি চূর্ণ ৪ বা ৫ রতি একত্রে উষ্ণ জলের সহিত প্রত্যহ প্রাতে সেবন করিলে মাসিক রজোরোধের শান্তি হইতে পারে।

(৩) গর্ভদোষ, ভয়ানক বাধকবেদনা ও অনিয়মিত রজোদোষের শান্তির জন্য ঋতুর তিন-দিন প্রাতে উলট কম্বলের মূল চূর্ণ দুই আনা ওজনে লইয়া ৪।৫ টী গোলমরিচের সহিত জলের সহিত বাটীয়া খাইলে উক্ত দোষের শান্তি হয়।

(৪) প্রত্যহ প্রাতে যজ্ঞডুমুরের রস ও কাঁটানটে শাকের মূলের রস

প্রত্যেকে অর্দ্ধ ছটাক পরিমাণে লইয়া অল্প মধুর সহিত কিছু দিবস নিয়মিত পান করিলে সর্ব্বপ্রকার প্রদর রোগের শান্তি হয়।

(৫) সেইরূপ আমলকীর রস অর্দ্ধছটাক ও অল্প ইক্ষু চিনিসহ পান করিলেও প্রদরের যথেষ্ট উপকার হয়।

(৬) কিন্তু প্রত্যহ প্রাতে অশোক ছাল অর্দ্ধ ছটাক অর্থাৎ ২৷৷০ তোলা উত্তমরূপে থেঁতো করিয়া ছাগীদুগ্ধ ৵০ অর্দ্ধপুয়া ও জল ৵৷৷০ অর্দ্ধসের একত্রে জাল দিয়া দুগ্ধাবশেষ নামাইয়া যথা নিয়মে একমাস কাল পান করিলে অতিরিক্ত রজঃস্রাব ও প্রদরাদি স্ত্রীরোগে যেরূপ উপকার দর্শে, এমন আর কিছুতেই নহে। পরন্তু এ অবস্থায় এইরূপ মুষ্টিযোগেও যেখানে উপকার না দর্শে, সে স্থলে অশোক ঘৃতই প্রকৃত মহৌষধ। যেহেতু অশোক ঘৃতের উপর ঔষধ প্রদর সম্বন্ধে আর আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে নাই বলিলেই চলে।

(৭) গর্ভিণী গ্রহণীরোগাক্রান্তা হইলে অর্থাৎ তাহার দম্‌কা ভেদ বা পাতলা দাস্ত হইতে থাকিলে আম ও জাম-ছালের ক্বাথ করিয়া সেই ক্বাথ মধুসহ পান করিলে বিশেষ উপকার দর্শিয়া থাকে।

(৮) স্তনে ঠুন্‌কা অর্থাৎ শোথ হইলে উহার উপর আতপ তণ্ডুল একটু ভাজিয়া লইয়া উহা এবং মূসব্বর একত্রে জলের সহিত বাটীয়া প্রলেপ দিলে অচিরাৎই ঠুন্‌কার নিবৃত্তি হইতে পারে।

(৯) সেইরূপ ঈষদুষ্ণ সির্কায় নেকড়া ভিজাইয়া ১০।১২ ঘণ্টা স্তনোপরি বাঁধিয়া রাখিলে সদ্য সদ্যই ঠুন্‌কা আরোগ্য হয়।

(১০) স্তনের বোঁটায় ক্ষত হইলে সোহাগার খৈ ও ঘৃত একত্রে মাড়িয়া স্থানিক প্রয়োগ করিলে শীঘ্রই ক্ষতের শান্তি হয়। কিন্তু ক্ষতস্থান প্রত্যহ নিমপাতাসিদ্ধজলে ধৌত করিয়া পরে এই ঔষধ লাগান কর্ত্তব্য।

(১১) প্রত্যহ প্রাতে মেথি ১ তোলা অর্দ্ধপুয়া দুগ্ধের সহিত বাটীয়া ২১ দিন পর্য্যন্ত সেবন করিলে বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা ও অকাল প্রসব প্রভৃতি দোষের নিবারণ হয়।

(১২) ঋতু স্নান দিবসে অশ্বগন্ধা ২ তোলা জলে সিদ্ধ করিয়া অল্প ঘৃত ও দুগ্ধের সহিত শয়নকালে পান করিয়া পতি সঙ্গ করিলে বন্ধ্যা নারীর নিশ্চয়ই গর্ভসঞ্চার হয়।

(১৩) শ্বেত অপরাজিতার মূল কটিদেশে বাঁধিয়া রাখিলে গর্ভপাত হয় না।

(১৪) ঋতুস্নানের পর নিমুকোর পাতা জলের সহিত বাটীয়া খাইলে গর্ভোৎপত্তি হয় না।

(১৫) শ্বেত পুনর্নবার মূল চূর্ণ যোনিতে প্রবেশ করাইয়া দিলে কিংবা লজ্জাবতী লতার মূল কটিদেশে ধারণ করিলে প্রসববেদনা নিবারণ হইয়া তৎক্ষণাৎ প্রসব করে।

(১৬) অঙ্গুলিতে কেশ বেষ্টন করিয়া যোনিদ্বার ঘর্ষণ করিলে সত্বর ফুল পতিত হয়।

(১৭) শুক্লবর্ণ জবাপুষ্প কৃষ্ণবর্ণা গাভীর দুগ্ধে পেষিয়া স্তনের উপরিভাগে লেপন করিলে পতিত স্তন পুনর্ব্বার স্থূল, উন্নত ও সুশ্রী হয় এবং যাহার স্তন উঠে নাই, তাহারও স্তন উঠে।

(১৮) আফুলাবেলের শিকড় কোমরে বাঁধিয়া রাখিলে রজঃস্বলার পর অধিক রক্তস্রাবের নিবৃত্তি হয়। (উদ্ধৃত)

মূল্য প্রাপ্তি।

মহারাজা কুমুদচন্দ্র সিংহ বাহাদুর, সুসঙ্গ দুর্গাপুর, ময়মন্‌সিংহ	...	৩৷৵০
রাজা রামরঞ্জন চক্রবর্ত্তী বাহাদুর, হেতামপুর রাজবাড়ী, বীরভূম	...	১৩৷০
অনরেবল চন্দ্রমাধব ঘোষ জজ হাইকোর্ট, কলিকাতা	...	১০৵০
রাজা জনার্দ্দন সিংহ মর্দ্দরাজ বাহাদুর, হিন্দোলগড় রাজধানী, কটক,		৩৷৵০
শ্রীযুক্ত বাবু তারিণীচরণ চক্রবর্ত্তী জমীদার কুচবেহার	...	৩৷৵০
" " নীলকমল মুখোপাধ্যায় জমীদার ইটালী, কলিকাতা		৩৷৵০
" " লালগোপাল দত্ত জমীদার বীডন্‌ষ্ট্রীট্, কলিকাতা	...	৩৷৵০
" " অমরকৃষ্ণ মিত্র জমীদার দরজীপাড়া, কলিকাতা	...	৩৷৵০
" " হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এমএ, বিএল, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা		৩৷৵০
" পণ্ডিত শৈলজানন্দ ওঝা প্রধান পাণ্ডা, বৈদ্যনাথ, দেওঘর	...	৩৷৵০
" বাবু যোগীন্দ্রনাথ মিত্র তালুকদার মধ্যহিংলী, মহিষাদল	...	১০৵০
" কবিরাজ ব্রজনাথ দাস আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়, বাঁশবাড়িয়া, হুগলী		৩৷৵০
" বাবু দেবেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী মালিহাটী, মুর্শিদাবাদ,	...	৩৷৵০
" ডাক্তার রামকুমার দাসগুপ্ত	...	৩৷৵০
" মুনসী কপিলদ্দী খৈরুমুন্‌সীর লেন, শিয়ালদহ, কলিকাতা	...	৩৷৵০
" ডাক্তার প্রতাপচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সোমসাড়া মাকালপুর, হুগলী		২৷৵০
" ডাক্তার যদুনাথ ঘোষ কালিকাপুর, সোণারপুর, ২৪ পরগণা		২৷৵০
" রসিকলাল দাস মাজিপাড়া, জাগুলিয়া, নদিয়া	...	৩৷৵০
" ডাক্তার নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বড়গ্রাম, মেমারী,	...	২৷৵০
" জানকীনাথ মিত্র উকীল, কুড়িগ্রাম, রঙ্গপুর,	...	২৷৵০
" নীলকমল ভট্টাচার্য্য চিলমারী, রঙপুর,	...	২৷৵০
" নারায়ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় রয়ালমেডিক্যাল হল, বাঁকীপুর,		২৷৵০
" পূর্ণচন্দ্র দত্ত হরিহর পুর, পিঙ্গলা, মেদিনীপুর,	...	২৷৵০
" বিজয়কান্ত সরকার আদমদিঘী, বগুড়া,	...	২৷৵০
" পার্ব্বতীচরণ রায় রহমৎপুর, বরিশাল,	...	২৷৵০
" কবিরাজ গোবিন্দচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বাঁশাটী, মুক্তগাছা,	...	২৷৵০
" ডাক্তার রামচন্দ্র বসু নকীপুর, সাতক্ষীরা,	...	২৷৵০
" ডাক্তার কালীকুমার সাহা মামুদপুর, ঢাকা	...	২৷৵০
" অভয়াচরণ বন্দোপাধ্যায় তরা, বাণিয়াঝুড়ি, ঢাকা,	...	২৷৵০

স্থানাভাবে ক্রমশঃ—

৯ম বৎসর, ৯ম খণ্ড, ১০ম সংখ্যা।

চিকিৎসা-সম্মিলনী।

চিকিৎসা-বিষয়ক মাসিক-পত্রিকা।

(টাকীর বিখ্যাত ও সুশিক্ষিত জমীদার)

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম, এ, বি, এল

মহাশয়ের বিশেষ উদ্যোগে ও সাহায্যে

আয়ুর্ব্বেদীয় চরক ও সুশ্রুতের সংস্কৃত, বাঙ্গালা, ইংরাজী ও হিন্দী

অনুবাদক এবং প্রকাশক

কবিরাজ শ্রীঅবিনাশচন্দ্র কবিরত্ন

কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

কলিকাতা কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্ ২০০ নং বাটী হইতে সম্পাদক কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

কলিকাতা।

৫ নং সিম্‌লাষ্ট্রীট্, জ্যোতিষপ্রকাশ যন্ত্রালয়ে

শ্রীগোপালচন্দ্র ঘোষাল দ্বারা

মুদ্রিত।

প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ।৵০ আনা মাত্র।

সূচীপত্র।

বিষয়	পৃষ্ঠা।
মানুষ আর নাই	৩২৩
প্রাণের পর চাই ধন	৩২৬
ভুল মূলে নয়, তবে শাখা প্রশাখায় বটে	৩২৮
দেশীয় চ্যবনপ্রাশ ও বিলাতী কড্‌লিবার	৩৩০
উপদংশ (এলোপ্যাথি)	৩৩৫
হোমিওপ্যাথিক্ ঔষধের কার্য্যকারিতা	৩৪০
রসায়ন-তত্ত্ব (কবিরাজী)	৩৪২
আইসফলদ্বারা শ্বাসাবরোধ-জনিত মৃত্যু (এলোপ্যাথি) ...	৩৪৪
বৈদ্যক অশোকঘৃতের অত্যাশ্চর্য্য ক্ষমতা	৩৪৫
তৈলপাক ও প্রয়োগ-প্রণালী	৩৪৯
দৃষ্টফল মুষ্টিযোগ	৩৫২
ঐ ঋতু-হরীতকী ও হরিতাল ভস্ম	৩৫৩
ঐ হিক্কারোগের মুষ্টিযোগ	৩৫৫
ঐ কয়েকটী টোট্‌কা ঔষধ	৩৫৭
আমাদের কথা	৩৫৮
প্রাপ্তিস্বীকার ও সমালোচনা	৩৬৩
মূল্যপ্রাপ্তি	৩৬৬

বিজ্ঞাপন।

হিন্দু-পত্রিকা।

ধর্ম্মবিষয়ক-মাসিকপত্রিকা।

বার্ষিক মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।

দুই খণ্ডের নগদমূল্য ।৹ আনা।

লাহোর ট্রাইবিউনের ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক

শ্রীযদুনাথ মজুমদার এম এ, বি এল, উকীল

কর্ত্তৃক

সম্পাদিত ও যশোহরে প্রকাশিত।

বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ সংখ্যাঃ—ঋগ্বেদ পুরুষসূক্ত। যজুর্ব্বেদ শান্তি প্রকরণ। ভৃগুমুনির গৃহস্থের প্রতি উপদেশ। গোভিলের ব্রহ্মচারীর প্রতি উপদেশ ইত্যাদি সারগর্ভ প্রবন্ধ আছে। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত পণ্ডিত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন সি, আই, ই, হিন্দুপত্রিকা পাঠ করিয়া কি লিখিয়াছেন, তাহা পড়ুনঃ—

"হিন্দু পত্রিকার প্রবন্ধগুলি অতি সরলভাষায় লিখিত হইয়াছে। বক্তব্য বিষয়গুলি যুক্তি ও উপপত্তিদ্বারা সমর্থন করা হইয়াছে বলিয়া আমার বিশ্বাস।"

মানুষ আর নাই।

(উপসংহার।)

মনুষ্যহীন সুবিশাল ভারতক্ষেত্র, এখন যে পিশাচ ও প্রেতকুলেরই আবাসভূমি হইয়া পড়িয়াছে, একথা ঋষিবাক্যেই সম্যক্ প্রতিপন্ন হইয়াছে। প্রকৃত মনুষ্যত্ব যে ভারতবাসীকে অনেকদিন পূর্ব্বেই ছাড়িয়া গিয়াছে, ঋষিবাক্যের দোহাই দিয়া একথা সহস্রবারই বলিব। ঐ সকল কথায় যিনি যতই কেন আপত্তি তুলিয়া দুঃখিত না হউন, আমাদের এ ছোটমুখে বড় কথা শুনিয়া যিনি যতই কেন আমাদিগকে নীচ ভাবিয়া মনে মনে ঘৃণা না করুন, তথাপি কিন্তু প্রাণভরিয়া উচ্চৈঃস্বরে শতমুখে সহস্রবারই বলিব যে, "ভারতে প্রকৃতই মানুষ আর নাই"; সত্যসত্যই ভারত এখন আমাদের ন্যায় প্রেত, পিশাচ ও রাক্ষসকুলের আবাসস্থল হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু কেন? যখন এই ত্রিশকোটী জীবন্ত মনুষ্য মানবোচিত বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া মনুষ্যোচিত কার্য্য লইয়া অহরহ বিচরণ করিতেছে, "তখন প্রকৃত মানুষ আর নাই" একথা কি পাগলের প্রলাপোক্তি নহে? প্রলাপোক্তি বা অতিশয়োক্তি ত কোনমতেই নহে, অপিচ দূরদর্শী চিন্তাশীল ভাবুকব্যক্তিমাত্রেরই ইহাই একমাত্র হৃদয়ের অন্তঃস্তলের কথা। সকলদিকে দৃষ্টি রাখিয়া যিনিই একটু ভাবিয়া দেখিবেন, ভাবিলেই বুঝিবেন যে, পঙ্গপালের ন্যায় ভারতবাসীর প্রায় সকলেই মনুষ্যত্বহীন। প্রকৃত সত্য, দয়া, দাক্ষিণ্য, সরলতা, সত্য-প্রিয়তা, জিতেন্দ্রিয়তা, প্রতিভাশালিত্ব, দূরদর্শিতা ও পবিত্রতা আদি প্রকৃত মনুষ্যোচিত গুণ সকল এখন আমাদের মধ্যে অন্তর্হিত হইয়া ভীরুতা, কাপুরুষতা, উগ্রতা, আলস্য, নির্দ্দয়তা, ক্রূরতা, অনবস্থিততা ও মৈথুনাসক্ততা প্রভৃতি পশু, প্রেত ও রাক্ষসোচিতভাব সকল এখন সম্পূর্ণরূপেই আমাদিগকে অধিকার করিয়া বসিয়াছে।

সত্য বটে সকলদেশে সকল সময়েই প্রকৃত মানুষের ভাগ অতিঅল্পই দেখা গিয়া থাকে। মানুষের অপেক্ষা অমানুষ অর্থাৎ প্রেত ও পিশাচদ্বারাই যে, সকল দেশ বোঝাই, ইহাও যথার্থ; কিন্তু বিধির বিড়ম্বনায় ভারতের ন্যায়

এ জগতে এমন দেশ বোধ হয় আর একটীও নাই, যেখানে আগাগোড়াই ভূত, ও প্রেতকুলে পরিপূর্ণ। সত্য বটে, ইংলণ্ডাদি বর্ত্তমান সুসভ্যদেশীয় লোকের প্রায় অধিকাংশই এখনও ভূত প্রেত ও জানোয়ার সদৃশ; জর্ম্মাণ, ফ্রান্স আদি দেশীয় অধিকাংশই যে রাক্ষসপ্রকৃতির লোক, একথাও কোন অংশেই মিথ্যা নহে। কিন্তু ইহাও ত আর কোন অংশেই অসত্য নহে যে, সে সকল দেশের লোক অধিকাংশই ঐরূপ প্রকৃতির হইলেও সহস্র বা লক্ষের মধ্যেও যাহা ২। ১ জন করিয়া দেবপ্রকৃতির লোক আছেন, তাঁহারা যথাই আদর্শমনুষ্য। সেই ক্ষণজন্মা সেই পুণ্যকর্ম্মা ২। ১ জন মহাত্মাগণের পুণ্যবলেই যে, লক্ষ লক্ষ কোটী কোটী রাক্ষসগণ দেশবিদেশে বিচরণ করিয়া মহান্ আস্ফালন ও আনন্দের সহিত উদ্ধরপূর্ণ করিয়া বেড়াইতেছে, একথায় কি ভ্রমেও কেহ সন্দেহ আনিতে পারেন?

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে এক সময় আমি ভারতবাসী ইংরাজ চরিত্রের বিষয় মনে মনে আন্দোলন করিতে গিয়া একটা মহান্ সন্দেহে উপনীত হই। সন্দেহ এই যে, ঈর্ষা, দ্বেষ ও কামক্রোধাদির জলন্ত মূর্ত্তিতে মূর্ত্তিমন্ত এই অল্পসংখ্যক জাতি কি করিয়া এই বিশাল ভারতবর্ষের অগণ্য ব্যক্তির উপর আধিপত্য স্থাপনকরিয়া নির্ব্বিঘ্নে প্রজাপালন করিয়া আসিতেছেন; অর্থাৎ শাস্ত্র-সম্মত সত্য, দয়া, দাক্ষিণ্য ও কর্ত্তব্যপরায়ণতা আদি যে সকল যথার্থ গুণ মানবে থাকিলে তবেই মানব যথার্থ উচ্চপদের অধিকারী হইতে পারে, তাদৃশ গুণসকল ভারত-প্রবাসী অধিকাংশ ইংরাজে লেখকের বিশ্বাসমত অভাব থাকাসত্বেও কিরূপে তাঁহারা এত অধিকসংখ্যক লোকের উপর অসাধারণ কর্ত্তৃত্ব করিয়া আসিতেছেন, ইহাই আমার প্রকৃত সন্দেহের কারণ হয়। আর এইরূপ সন্দেহ উপস্থিত হওয়াতেই আমি আমার কোন বিলাতফেরত মাননীয় প্রবীণ বন্ধুকে এই সন্দেহের কথা প্রাণখুলিয়া জিজ্ঞাসা করি। উত্তরে তিনি আমাকে স্পষ্টরূপে বুঝাইয়া দেন যে, "ইয়ুরোপ ও আমেরিকার প্রায় অধিকাংশদেশেই আমি ভ্রমণ করিয়াছি, বিশেষতঃ ইংলণ্ডের কোন কোন স্থানে আমি দীর্ঘকাল অবস্থিতি করিয়া তত্তৎস্থলের জনসাধারণের কার্য্যাকার্য্যের প্রতি সবিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া আমার সাধারণতঃ দৃঢ়বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে, ইংলণ্ডাদি প্রত্যেক স্বাধীনদেশের অধিকাংশ লোকই রাক্ষসপ্রকৃতির হইলেও প্রত্যেক রাজ্যে এমন অল্প-সংখ্যক কয়েকজন করিয়া যথার্থ দেবতাসদৃশ মানুষ আছেন, প্রকৃত সেই

অল্পসংখ্যক লোকের সেই অসাধারণ পুণ্যবলেই সেই সেই দেশীয় লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি রাক্ষসপ্রকৃতির লোক সদর্পে দেশবিদেশে অবস্থান করিয়া মহান্সুখে দিনযাপন করিতেছে।"

আর আমরাও সচরাচর দেখিতে পাই যে, যদি কোন পল্লীতে অপেক্ষাকৃত একজন মানুষের মত মানুষ জন্মে, তবে যেন সে পল্লীস্থ লোকগুলি অনেকটা সুখস্বচ্ছন্দে দিনযাপন করিতে পারে। আপদ বিপদ ও অভাব অনাটনাদি অনেক দায় হইতেই যেন তাহারা অনেক সময় রক্ষা পায়। সেইরূপ কোন গ্রামে বা নগরে কিংবা জনপদে যদি একজন উপযুক্ত লোক অবস্থিতি করেন, তবে দেখা যায়, সেই একজন লোকের প্রতিভাবলেই যেন সেই সেই দেশ প্রতিভাত হয়। ২।১ জন লোকের পুণ্যবলেই যেন তত্তৎস্থানীয় সহস্র সহস্র পাপীগণ তরিয়া যায়। সেইরূপ যে মহাদেশে কোটী কোটী লোকের মধ্যে অন্ততঃ শতাধিকব্যক্তিও যদি ঠিক্ মানুষের মত মানুষ হন্, এমন কি ঠিক্ মানুষ পঞ্চাশ বা নিতান্ত অভাবপক্ষে ২৫ জন জন্মিলেও লেখকের দৃঢ়বিশ্বাস যে, সে মহাদেশ, ভারতের ন্যায় কখনই বিপন্ন থাকিতে পারে না। সুতরাং এই সুবিশাল ভারতে যে আজ্ ২৫ জনমাত্র আসল মনুষ্যের অভাব এবং সেইজন্যই যে ভারত এরূপ সমূহ বিপন্ন, এ কথায় কি কেহ ভ্রমেও বিন্দুমাত্র সন্দেহ আনিতে পারেন?

এই যে, হিন্দুগণ এক সময়ে ধনে মানে জ্ঞানে পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বোচ্চ জাতি বলিয়া পরিগণিত ছিলেন, তখন কি প্রকৃতপক্ষে আগাগোড়া সকলেই ঋষি ছিলেন? না, কখনই নহে। এখনকার ন্যায় তখনও ভারতবর্ষে প্রেত ও পিশাচকুলের অভাব ছিল না। তথাপি সেই অসংখ্য প্রেত ও পিশাচকুলের মধ্যেও এমন কতকগুলি সত্য, দয়া ও দাক্ষিণ্যপরায়ণ এবং অসীম জ্ঞানবিজ্ঞানসম্পন্ন, ত্যাগী ও দেব-হৃদয় মহাত্মা ছিলেন, যাঁহাদের পুণ্যবলে অদ্যাপিও ভারতবাসীর অস্তিত্ব পর্য্যন্ত লোপ পায় নাই। সত্য সত্যই সেই অল্প সংখ্যক আর্য্য-ঋষিগণের সদৃশ মানুষ, বর্ত্তমান ভারতে আর একজনও নাই। সেই বীরহৃদয় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ক্ষত্রিয়বংশের নিধন অনেকদিন আগেই হইয়া গিয়াছে। সেই কর্ত্তব্যজ্ঞানপরায়ণ সাত্ত্বিক বৈশ্য অর্থাৎ বণিকগণের চিহ্ন পর্য্যন্তও আর ভারতে নাই। বাস্তবিকই সত্য, সরলতা, পাত্রভেদে দয়া দাক্ষিণ্য, সমদর্শিতা ও ইন্দ্রিয়-সংযম আদি শাস্ত্রবিহিত ও যথার্থ ধর্ম্মসঙ্গত মানবোচিতগুণ সকল এখনকার

দিনে আর নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তবে আছে কি? আছে ক্রূরতা, আছে আত্মম্ভরিতা, আছে হিংসা দ্বেষাদি যাহা প্রেত ও পশুগণের খাঁটী ধর্ম্ম, তাহাই প্রচুর দেখিতে পাওয়া যায়। প্রকৃত মনুষ্যোচিত গুণ সকল আধুনিক ভারতবাসীর মধ্যে প্রায়শঃ একজনেও দেখা যায় না বলিয়াই প্রথমে বড় বড় অক্ষরে গাইয়াছি যে, "মানুষ আর নাই"।

সম্পাদক।

দেশীয় স্বাস্থ্যবিজ্ঞানে প্রাণের পর চাই ধন।

বাণিজ্য-জন্য ধন, কৃষি ও পশুপালন-জন্য ধন হইতে নিকৃষ্ট, কিন্তু দাসত্ব-জন্য ধন হইতে উৎকৃষ্ট।

কৃষিকার্য্যে যে প্রচুর ধনাগম হইতে পারে, অথবা অল্প হইলেও সে ধনের যে আর তুলনা নাই, সে কথা এখনকার দিনে এ হ্রস্বদীর্ঘ-বর্জ্জিত, বাহ্যচাক্‌চিক্য-প্রেমিক লোকের নিকট বুঝাইতে যাওয়া ঝক্‌মারী মাত্র। সেইরূপ পশুপালনজন্যও যে যথেষ্ট ধনাগম সম্ভব এবং যে ধন বাণিজ্য ও দাসত্বনিমিত্ত ধন হইতে সর্ব্বাংশেই শ্রেষ্ঠ ও শান্তিদাতা, সে কথাও বুঝিবার লোক আর এদেশে নাই। সুতরাং মরুভূমিতে বীজবপন করার ন্যায় এ সুপণ্ডিতের দেশে আমাদের ন্যায় অসাধারণ শান্তিপ্রিয় লোকদিগের নিকট আর কৃষি ও পশুপালন কাহিনী না তোলাই শ্রেয়ঃ। সেই জন্য কৃষি ও পশুপালনজন্য ধন যে এ জগতে প্রকৃতই কিরূপ অমূল্য ধন, যথার্থই যে এই উভয় বৃত্তিতে যথেষ্ট অর্থাগমদ্বারা মানবগণ স্বর্গীয় শান্তিলাভ করিতে পারেন, আন্তরিক ইচ্ছা সত্ত্বেও সে সকল কথা লিখিয়া আর পাঠকগণকে অনর্থক বিরক্ত ও নিজের অন্তরের উদ্বেগের বৃদ্ধি করিতে চাহি না।

কৃষি ও পশুপালন-জনিত ধনাগমের কথা আর তুলিব না বটে, কিন্তু আমাদের দেশে আধুনিক একটা প্রবাদবাক্যের এস্থলে উল্লেখ করিয়া দুইটী কথার বিসদৃশতা খণ্ডন করিতে চেষ্টা পাইব। ঋষিবাক্যের আভাসে সকলেই বুঝিয়াছেন যে, কৃষিজন্য ধনই অন্য সর্ব্বপ্রকার উপায়ার্জ্জিত ধন হইতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং পশুপালন, বাণিজ্য ও দাসত্বজনিত ধন ক্রমানুসারে নিকৃষ্ট। কিন্তু

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, নিম্নলিখিত বচনদ্বারা ঋষিবাক্য সম্পূর্ণরূপেই খণ্ডিত হইয়াছে যথা।—

বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীস্তদর্দ্ধং কৃষিকর্ম্মণি।
তদর্দ্ধং রাজসেবায়াং ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ॥

"অর্থাৎ বাণিজ্যব্যাপারেই লক্ষ্মী অবস্থিতি করেন, (প্রচুর ধনাগম হয়) তাহার অর্দ্ধেক কৃষিকার্য্যে, তাহার অর্দ্ধেক রাজসেবাতে (চাকুরীতে) কিন্তু ভিক্ষায় কিছুই হয় না।" সুতরাং পাঠকগণ দেখুন যে, কোথায় ঋষিবাক্যে কৃষিকার্য্যেই প্রচুর ও শ্রেষ্ঠ ধনাগমের কথা কথিত হইয়াছে। আর আধুনিক বাক্যে দেখুন—বাণিজ্য-জন্য ধনকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বাণিজ্যজন্য ধন যে, কৃষিজন্য ধন হইতে কোনমতেই শ্রেষ্ঠ নহে, তাহা নিম্নলিখিত হিন্দী বয়েৎটী পাঠ করিলেই সকলে নিঃসন্দেহ হইতে পারিবেন। যথাঃ—

"আব্বল খেতি মধ্যম বেওপার।
নিখিদ্দে নক্‌রী ভিক্‌নাদান॥"

অর্থাৎ কৃষি ও পশুপালন-জন্য ধনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, বাণিজ্য-জন্য ধন মধ্যম। নিলর্জ্জ বা বেহায়া ব্যক্তির পক্ষেই চাকুরী এবং নিতান্তই অক্ষম ব্যক্তিরা ভিক্ষা করিয়া থাকে। পাঠক! দেখিলেন যে, ঋষিবাক্যের সহিত এই উপরোক্ত হিন্দী-বাক্যের সম্পূর্ণই মিল আছে। সুতরাং ধনাগম পন্থাসমূহের মধ্যে বাণিজ্যকে কোনমতেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে না।

স্বীকার না করার পক্ষে এস্থলে বিস্তর কারণ দর্শান যাইতে পারে। তন্মধ্যে সংক্ষেপে ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, সাধারণতঃ ধনোপার্জ্জনের মুখ্য উদ্দেশ্য যদি অন্তরের যথার্থ শান্তির জন্য হয়, তবে তাহা কৃষি ও পশুপালনজন্য ধনে যতদূর সম্ভব, বাণিজ্য বা দাসত্বজন্য ধনে তেমন কখনই সম্ভব নাই। কিন্তু এ পোড়া জগৎ, সময়ের এমনিই দাস যে, যখন যাহার একটু প্রাধান্য দেখে, অমনি তৎক্ষণাৎ তাহাকেই উচ্চাসনপ্রদান করিয়া থাকে। কেননা এদেশে যখন ক্রমশঃ কৃষি, পশুপালন ও বাণিজ্য এ ত্রিবিধ উৎকৃষ্ট ধনাগমপথের অধঃপতন হইয়া দাসত্বের শ্রীবৃদ্ধি হইতে আরম্ভ হইল, অমনি তৎক্ষণাৎ সুর উঠিল ঃ—

"যেমন তেমন চাকরি ঘি ভাত"।

কোথায় স্বর্গ একবারেই নরকে, আর কোথায় নরক একবারেই স্বর্গে! পোড়াদেশের বালাই লইয়া মরি! ক্রমশঃ—

সম্পাদক।

ভুল মূলে নয়, তবে শাখা প্রশাখায় বটে।

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ১৮৮ পৃষ্ঠার পর)

(উপসংহার।)

কেবল চিকিৎসাশাস্ত্র বলিয়া নহে; শিল্প, সাহিত্য, জ্যোতিষ, ন্যায়, দর্শন, বেদ ও বেদান্তাদি হিন্দুজাতির যে কোন জ্ঞানেরই মূলভাগে লক্ষ্য করিয়া আধুনিক শাখাপ্রশাখার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে প্রকৃতই পদে পদে বিস্ময়াবিষ্ট হইতে হয়। যেন প্রকৃতই বোধ হয়, ইহা সে ভারত নহে, সে শিল্প, সে সাহিত্য বা সে চিকিৎসা-বিজ্ঞান যে হিন্দুদিগের মধ্যে কখনও ছিল, তাহা ত কোনমতেই কল্পনাতেও এখন আনা যায় না। ইহার কারণ এই যে, সকল জ্ঞানেরই আসলমূলের চিহ্নপর্য্যন্ত লোপ পাইয়াছে। এখন শাখাপ্রশাখারূপ সকল জ্ঞানেরই পূর্ণমাত্রায় প্রচলন বৃদ্ধি পাইয়াছে। যদি তাহাই না হইবে, তবে যে আর্য্য-আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রের সামান্যমাত্র মূলাংশের আভাস পাইয়াই আজ জর্ম্মান্, ফ্রান্স, ইংলণ্ড, ডেন্মার্ক, বেলজয়াম, গ্রীক্ ও আমেরিকা আদি দেশের আধুনিক সুসভ্য ও বিজ্ঞানবিৎ জীবন্ত জাতি সকল স্তম্ভিত হইয়া, প্রকৃত বৈজ্ঞানিক বলিয়া তারস্বরে চীৎকার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, আর আমরা অভাগা ভারতবাসী কি না সেই চিকিৎসাশাস্ত্রকেই অবৈজ্ঞানিক ভাবিয়া তাহার প্রতি পদাঘাত করিতেছি!

পাঠকগণ! বোধ হয় বিস্মৃত হন্ নাই যে, আমরা গত ষষ্ঠসংখ্যক চিকিৎসা-সম্মিলনীতে আমেরিকাদেশের প্রধান ও বিখ্যাত ডাক্তার জর্জ্জ এইচ ক্লার্কসাহেব লিখিত একখানি পত্র অবিকল বাঙ্গানুবাদসহ উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছি। তিনি আমাকে স্পষ্টাক্ষরেই লিখিয়াছেন যে, এলোপ্যাথিক আদি চিকিৎসাশাস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া চরকের মতানুযায়ী চিকিৎসা করিলে পৃথিবীতে নিশ্চিতই রোগ ও মৃত্যুসংখ্যা কম হইয়া আসিতে পারে। আমরা

তাঁহার এই পত্রপাঠ করিয়া প্রথমে ভাবিয়াছিলাম, বুঝি বা ভ্রমক্রমেই ক্লার্কসাহেব এরূপ একটা অসম্ভব কথা লিখিয়া ফেলিয়াছেন। কিন্তু এখন দেখিতেছি যে, ভ্রম তাঁহার নহে, তিনি যথার্থই অভ্রান্ত, তবে আমরাই বুদ্ধির দোষে জ্ঞানের অভাবে তাঁহার প্রতি এরূপ দোষারোপ করিয়াছি। কেননা এখন দেখিতেছি, ইয়ুরোপ ও আমেরিকাস্থ যত বড় বড় বিজ্ঞানবিৎ চিকিৎসক, যত প্রসিদ্ধ ও প্রধান প্রধান চিকিৎসাবিষয়ক মাসিক ও সাপ্তাহিকপত্রিকা, সকলেই একবাক্যে তারস্বরে ঘোষণা করিতেছেন যে, "হিন্দুর চিকিৎসা-বিজ্ঞান প্রকৃতই গভীরবিজ্ঞানসম্মত; এমন কি, পাশ্চাত্যবাসীগণের হিন্দু-চিকিৎসা বিজ্ঞানের নিকট হইতে বিস্তর শিখিবার আছে।" আমাদের ইচ্ছা ছিল, একে একে সেই সকল বিদেশীয় উক্তি উদ্ধৃত করিয়া পাঠকগণকে উপহার দিই, কিন্তু নানাকারণে আপাততঃ আর তাহা উদ্ধৃত হইল না।

তবে আধুনিক ভারতবাসীর নিকট আমাদের করপুটে নিবেদন এই যে, যে বৈদেশিকজ্ঞানের আভাস পাইয়া আজ্ সমগ্রভারতবাসী তাহার গুণগানে উন্মত্ত, যে বিলাতী বিদ্যা ও সভ্যতা আদি ক্রমে দেশীয় বিদ্যা ও সভ্যতাকে পদদলিত করিয়া সমগ্র ভারত ছাইয়া ফেলিল, এদেশীয়ের নিকট এহেন হেয় ও অপকৃষ্ট ভারতীয় বিদ্যা ও সভ্যতা আদির প্রাণভরিয়া গুণগান সেই সেই বিদেশীয় লোকেরা করেন কেন? আর কেনই বা ভারতবাসীগণও আত্মহারা হইয়া এরূপ গৃহস্থিত মণিমুক্তারাশিকে পদাঘাত করিয়া বিদেশীয় চাক্‌চিক্যশালী কাচরাশিকে এখন পর্য্যন্তও সাদরে আলিঙ্গন করিতেছেন? এ সকল প্রশ্নের যথাযথ উত্তর কেহ দিতে পারেন কি? ভারতে কি এমন একজনও মহাত্মা আর নাই যে, এ প্রতিকূল স্রোত, এ প্রতিকূল সুরের পরিবর্ত্তন করাইয়া অনুকূলস্রোত ও সুরের প্রবর্ত্তনা করাইতে পারেন? অথবা যদি তাহাই থাকিবে, তবে সোণার ভারত কালবশে এরূপ মরুভূমিতে পরিণত হইতে চলিবে কেন? সুতরাং এ ক্ষেত্রে মানুষের আর কোনই হাত নাই। তবে যদি বিধির বিধানে আবার সেই দেবরূপী কতকগুলি মানবের জন্ম হয়, সেই ঋষিরূপী মনুষ্য যদি আবার কখনও ভারতে জন্মগ্রহণ করেন, তবেই এ হতভাগ্য ভারতের ভাগ্য আবার ফিরিতে পারিবে। ভারতীয় ধনরত্ন যাহা সুগভীর মৃত্তিকাগর্ভে নিহিত হইয়া গিয়াছে, তাহা তাঁহারাই উত্তোলন করিয়া আবার জগতের সম্মুখে ধরিতে পারিবেন। মূলভাগের প্রকৃত গুণগরিমা তাঁহারাই বুঝিতে ও জগৎকে

বুঝাইতে সমর্থ হইবেন। নচেৎ আমাদের ন্যায় সত্ত্বগুণবর্জ্জিত ও ঘোরতম রাজসিক ও তামসিক ব্যক্তিগণের পক্ষে সে ঋষিনির্দ্দিষ্ট মূলভাগ বুঝিবার সামর্থ্য আদৌ নাই। ক্ষমতা নাই বলিয়াই ঋষিনির্দ্দিষ্ট মূলভাগ আমাদের নিকট ভ্রমপ্রমাদে পরিপূর্ণ বলিয়াই বোধহয়। কেমন এ সকল কথা সত্য নহে কি?

সম্পাদক।

দেশীয় চ্যবনপ্রাশ ও বিলাতী কড্‌লিবর।

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩২০ পৃষ্ঠার পর)

গতবারে বলিয়াছি, চ্যবনপ্রাশ ও কড্‌লিবর সম্বন্ধে আমাদের বিস্তর কথা বলিবার আছে, সুতরাং তাহাই একে একে বলিব। প্রকৃতই স্বর্গীয় অমৃতসদৃশ দেশীয় চ্যবনপ্রাশ কিজন্য কিরূপে সহস্রাংশে হীনগুণ কড্‌লিবর অপেক্ষাও আজ্ হেয় ও অনাদৃত হইয়া পড়িয়াছে, একথা বিধিমতেই বুঝাইতে চেষ্টা পাইব। তন্মধ্যে অগ্রে দেখা যাউক, চ্যবনপ্রাশ ও কড্‌লিবার জিনিষটা কি?

সকলেই জানেন যে, আমাদের দেশে যেমন নদীতে শুশুক ধরিয়া ধীবরগণ তাহা হইতে তৈল বাহির করে, ইয়ুরোপ ও আমেরিকা মহাদেশের সমুদ্রে সেইরূপ বড় বড় একপ্রকার মৎস্য ধরিয়া তাহাহইতেই নানাবিধ উপায়ে তৈলবাহির করা হয়। অনন্তর সেই তৈল সংশোধন ও শিশিতে পূর্ণ করিয়া এবং লেবেল আদি মারিয়া বিক্রয়ার্থ প্রেরণ করা হয়। কড্‌লিবরের পরিচয় বোধহয় এস্থলে ইহাপেক্ষা আর অধিক কিছু না দেওয়াই সঙ্গত। এক্ষণে দেশীয় চ্যবনপ্রাশ ব্যাপারটা কি, তাহাই শুনুন।

চ্যবনপ্রাশ।

চ্যবনমুনিকর্ত্তৃক আবিষ্কৃত চরকোক্ত এই অসাধারণ গুণদায়ক চ্যবনপ্রাশ ঔষধটী শতসহস্র রোগীকে পুনঃ পুনঃ ব্যবহার করাইয়া যে সকল চিকিৎসক ধীরভাবে ইহার অসীম ও প্রায়শঃ অব্যর্থ গুণাবলীর বিষয় চিন্তা করিয়া দেখিয়াছেন, তাঁহারাই ঠিক্ বুঝিয়াছেন যে, বৈদ্যশাস্ত্রোক্ত এত অল্পমূল্যের একটীমাত্র ঔষধ কিরূপ বহুমূল্যবান্ অন্যান্য ঔষধাপেক্ষাও অধিক ফলপ্রদ হইয়া

থাকে। সাধারণ সর্দ্দি কাশির সংস্রবে (কফোধাতে), শ্বাস অর্থাৎ হাঁপানিতে, সাধারণ কাসিতে, এমন কি জ্বরসংসৃষ্ট যক্ষ্মাকাশে, স্বরভঙ্গে ও শরীরদৌর্ব্বল্যে ইহার ন্যায় সুলভ ঔষধ আর বৈদ্যশাস্ত্রে নাই বলিলেই চলে। অতএব কিরূপ অল্পব্যয়ে এই ঔষধ প্রস্তুত হয়, তাহা দেখুন। এই ঔষধের উপাদান ও উপকারিতা সম্বন্ধে মহর্ষি চরক লিখিয়াছেন;—

বিল্বাগ্নিমন্থৌ শ্যোনাককাশ্মর্য্যঃ পাটলির্ব্বলা। পর্ণ্যশ্চতস্রঃ পিপ্পল্যঃ শ্বদংষ্ট্রা বৃহতীদ্বয়ং ॥
শৃঙ্গী তামলকী দ্রাক্ষা জীবন্তী পুষ্করাগুরু। অভয়াচামৃতা ঋদ্ধি জীবকর্ষভকৌ শটী ॥
মুস্তং পুনর্নবা মেদা সূক্ষ্মৈলোৎপলচন্দনে। বিদারী বৃষমূলানি কাকোলী কাকনাসিকা ॥
এষাং পলোন্মিতান্ ভাগান্ শতান্যামলকস্য চ। পঞ্চ দদ্যাৎ তদৈকধ্যং জলদ্রোণে বিপাচয়েৎ ॥
জ্ঞাত্বা গতরসান্যেতান্যৌষধান্যথ তং রসম্। তচ্চামলকমুদ্ধৃত্য নিষ্কুলং তৈলসর্পিষোঃ ॥
পলদ্বাদশকে ভৃষ্ট্বা দত্ত্বা চার্দ্ধতুলাং ভিষক্। মৎস্যণ্ডিকায়াঃ পূতায়া লেহবৎ সাধুসাধয়েৎ ॥
ষট্‌পলং মধুনশ্চাত্র সিদ্ধশীতে প্রদাপয়েৎ। চতুঃ পলং তুগাক্ষীর্য্যাঃ পিপ্পল্যা দ্বিপলং তথা ॥
পলমেকং নিদধ্যাচ্চ ত্বগেলাপত্রকেশরাৎ। ইত্যয়ং চ্যবনপ্রাশঃ পরমুক্তো রসায়নঃ ॥
কাসঃশ্বাসহরশ্চৈব বিশেষেনোপদিশ্যতে। ক্ষীণক্ষতানাং বৃদ্ধানাং বালানাঞ্চাঙ্গবর্দ্ধনঃ ॥
স্বরক্ষয়মুরোরোগং হৃদ্রোগং বাতশোণিতং। পিপাসাং মূত্রশুক্রস্থান্ দোষাংশ্চৈবাপকর্ষতি ॥
অস্য প্রয়োগাচ্চ্যবনঃ সুবৃদ্ধোঽভূৎ পুনর্যুবা ॥

ঔষধের নাম	পরিমাণ		ঔষধের নাম	পরিমাণ।	
বেলের ছাল	১ পল বা আটতোলা		ভূম্যামলকী	“	“
গণিয়ারি ছাল	“	“	কিস্‌মিস	“	“
শোণা ছাল	“	“	জীবন্তী	“	“
গাম্ভারি ছাল	“	“	কুড়	“	“
পারুল ছাল	“	“	অগুরু	“	“
বেড়েলার মূল	“	“	হরীতকী	“	”
শালপাণী	“	“	গুলঞ্চ	“	“
চাকুলে	“	“	* ঋদ্ধি	“	“
মুগানি	”	”	* জীবক	“	“
মাষানী	“	“	* ঋষভক	“	“
পিপুল	“	“	শটী	“	“
গোক্ষুর	“	“	মুথা	“	“
ব্যাকুড়	”	“	শ্বেতপুনর্ণবা	“	“
কণ্টকারী	”	“	* মেদ	“	“
কাঁকড়াশৃঙ্গী	“	“	ছোটএলাচ	“	“

ঔষধের নাম	পরিমাণ।	ঔষধের নাম	পরিমাণ।
নীলোৎপল	" "	মধু	/৸০ তিনপুয়া
রক্তচন্দন	" "	বংশলোচন	৩২ তোলা
ভূমিকুষ্মাণ্ড	" "	পিপুল	১৬ তোলা
বাকসমূলের ছাল	"	দারুচিনি	২ তোলা
কাকোলী	" "	ছোটএলাচ	২ তোলা
কাকনাসিকা	" "	তেজপাতা	২ তোলা
কাশীর আমলকী	৫০০ শত	নাগেশ্বর	২ তোলা
তিলতৈল	/৸০ তিনপুয়া	পাকের খুলি	১ খানি
গব্যঘৃত	/৸০ ঐ	কাষ্ঠ	৫ মন
মিশ্রী	৬।০ শের		

এক্ষণে দেখা যাউক, এই পূর্ণমাত্রায় চ্যবনপ্রাশ মোট ওজনে কি পরিমাণ হয়? বারম্বার পরীক্ষায় স্থির হইয়াছে যে, যদি চ্যবনপ্রাশের আমলকীগুলি অপেক্ষাকৃত বৃহদাকারের হয় অর্থাৎ কাশীপ্রভৃতি অঞ্চলের হয়, তাহা হইলে পূর্ণ মাত্রায় চ্যবনপ্রাশ ১৪ কি ১৫ সের পর্য্যন্ত প্রস্তুত হইতে পারে। আর তাহা না হইলে অর্থাৎ আমলকীগুলি ছোট হইলে, চ্যবনপ্রাশের পরিমাণ ১০। ১২ সের হইয়া থাকে। কিন্তু তালিকা ধরিবার সময়, আমরা যখন কাশীর আমলকীই ধরিয়াছি, তখন তৎপ্রস্তুত চ্যবনপ্রাশের পরিমাণ ১৪। ১৫ সেরই ধরিতে হইবে। আর বড় অধিক ব্যয় হইলেও এই ১৫ সের চ্যবনপ্রাশের মোট মূল্য ১৫৲ পনের টাকার অধিক নহে। সুতরাং তাহা হইলে প্রতিসেরের মূল্য বড় অধিক না হয় ১৲ এক টাকাই দাঁড়াইতেছে।

দুঃখের বিষয়, ভারতবাসী এহেন অল্পব্যয়সাধ্য ও অসীম উপকারপ্রদ দেশীয় ঔষধ পরিত্যাগ করিয়া বিলাতি কড্‌লিভার অয়েল ব্যবহার করিয়া থাকেন। চ্যবনপ্রাশ ও কড্‌লিভরের উপকারিতা সম্বন্ধে আমার সহিত মাননীয় বিখ্যাত কবিরাজ শ্রীযুক্ত গঙ্গাপ্রসাদ সেন ও দ্বারকানাথ সেন মহাশয়ের সহিত কথোপকথন হয়। এই দুই বিজ্ঞ ও বহুদর্শী কবিরাজ মহাশয় মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিলেন যে, কড্‌লিভর-ব্যবহার্য্য শ্বাসকাসাদি রোগসমূহে কড্‌লিভর অপেক্ষা চ্যবনপ্রাশ সহস্রগুণেই উৎকৃষ্ট। বিশেষতঃ প্রথমোক্ত কবিরাজ শ্রীযুক্ত গঙ্গাপ্রসাদ সেন মহাশয়ের মত এই যে, "অধিকাংশ স্থলেই কড্‌লিভর অরুচি আনয়ন করে, কড্‌লিভরে অনেকের গুরুতর পেটের দোষ

আইসে, সেবনে ভয়ানক কষ্টপ্রদ বিশেষতঃ বালক ও স্ত্রীলোকেরা ত প্রায়ই খাইতে চাহে না, আবার অনেক লোকের পক্ষে কড্‌লিভার অম্ল হইয়া অম্ল-রোগের সৃষ্টি করিয়া দেয়, কাহারও দাস্ত অধিক হয়, কাহারিও বা পেট গরম হইয়া দাস্ত বন্ধ করে, অনেকের বমন হইয়া যায়, পিত্ত ও বায়ু প্রধান ব্যক্তির পক্ষে আদৌ সহ্য হয় না, শ্বাসকাসাদি সংস্রবে আভ্যন্তরিক জ্বরাংশ থাকিলে কড্‌লিবর সেই জ্বরের বৃদ্ধি করিয়া দেয়, জ্বরান্তে দুর্ব্বল ব্যক্তির দৌর্ব্বল্য-শান্তির জন্য কড্‌লিভর সেবন করিলে কখন কখন জ্বরের পুনরাগমন হয়, অনেক যক্ষ্মারোগীর কড্‌লিবর সেবন করিয়া জ্বরের এতই বৃদ্ধি পায় যে, শেষে রোগীর অবস্থা অচিরাৎই খারাপ হইয়া পড়িতে দেখা যায় ইত্যাদি কত শত অসংখ্য দোষ কড্‌লিবরব্যবহারে সচরাচর দেখা গিয়া থাকে। আর সে তুলনায় দেশীয় চ্যবনপ্রাশ কোন কোন স্থলে আংশিক অপকারক হইলেও অর্থাৎ অধিক মাত্রায় সেবন জন্য ক্বচিৎ কাহারও পেটের দোষ, নিতান্ত বাতপিত্তাদি রুক্ষ প্রকৃতি কোন কোন ব্যক্তির পক্ষে কখনও কিঞ্চিৎ গরম বা অসহ্য বোধ এবং জ্বর-সংসৃষ্ট কোন কোন শ্বাসকাসরোগাক্রান্ত ব্যক্তির কদাচিৎ জ্বরের কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি বোধ হইলেও কড্‌লিভারের তুলনায় কিন্তু তাহা দোষের মধ্যেই গণ্য হইতে পারে না।"

কলিকাতার সুবিজ্ঞ, প্রাচীন ও শ্রেষ্ঠ কবিরাজ শ্রীযুক্ত গঙ্গাপ্রসাদ সেন মহাশয়ের বিদেশীয় কড্‌লিভার ও দেশীয় চ্যবনপ্রাশ এই উভয় উৎকৃষ্ট ঔষধের গুণাগুণের তারতম্যের উপর যে অভিপ্রায়, তাহা পাঠকগণ শুনিলেন; শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ সেন কবিরাজ মহাশয়ের অভিপ্রায়ও প্রথমেই ব্যক্ত হইয়াছে। এক্ষণে আমাদের ন্যায় ক্ষুদ্র চিকিৎসকের নিকট উক্ত উভয় ঔষধের গুণাগুণের পার্থক্য সম্বন্ধে যে কি মত, তাহা আর অধিক লিখিয়া কি জানাইব? তথাপি সংক্ষেপে এস্থলে ২।৪ টা ঘটনার উল্লেখ করিয়া বলা আবশ্যক যে, প্রায় দশ বৎসর পূর্ব্বে একটী গৈরিকবস্ত্রধারী ব্রহ্মচারী গোচের প্রাচীন লোক আসিয়া আমাকে ঠিক্ এই কথা বলেন যে "বাবা! প্রায় ৭।৮ মাস যাবৎ কাসি ও শেষ রাত্রে একটু একটু হাঁপানি হইয়া এত কষ্ট পাইতেছি যে, বুঝি বা আর এ যাত্রা রক্ষা পাইলাম না। প্রথম ২।১ মাস নানাবিধ মুষ্টি-যোগ, তারপর ২।১ জন কবিরাজের নিকট হইতে বড়ী ঔষধ খাই, কিন্তু কিছুই উপকার হয় নাই। শেষে একজনের বিশেষ অনুরোধে প্রায় ৩ মাস

হইতে কড্‌লিভার খাইতে ছিলাম, কিন্তু এপর্য্যন্ত উপকার ত কিছুই হইল না, পরন্তু পেট গরম ও অরুচি হওয়াতে আরও অধিকতর কষ্ট উপস্থিত হইয়াছে।” আমি বৃদ্ধের দুঃখে নিতান্তই দুঃখিত হইয়া তাঁহাকে বিনামূল্যে ⁄০ একছটাক চ্যবনপ্রাশ ঔষধ দিয়া প্রাতে ॥০ আট আনা ওজনে ও বৈকালে ।০ চারি আনা ওজনে একটু গরম দুগ্ধ ও মধু অনুপানে সেবন করিতে বলিয়া দিয়া তখন বিদায় করিলাম। সপ্তাহান্তে বৃদ্ধ পুনর্ব্বার আসিয়া কহিলেন যে, বাপু! “আমার পীড়ার প্রায় বার আন্দাজ শান্তি হইয়াছে। সুতরাং আর একসপ্তাহ কাল ঔষধ ব্যবহারেই নির্দ্দোষ শান্তি হইতে পারিবে বলিয়া ভরসা করি।” বাস্তবিকও আর একসপ্তাহ ঔষধ ব্যবহারেই তিনি নির্দ্দোষ আরোগ্য লাভ করিয়াছিলেন।

কিন্তু কেবল এই একটীমাত্র রোগীকেই চ্যবনপ্রাশ ব্যবহার করাইয়া যে অত্যাশ্চর্য্য ফল পাইয়াছি, আর এই একটীমাত্র স্থলেই যে কড্‌লিভরকে পরাভব করিয়া চ্যবনপ্রাশ নিজ অসাধারণ মাহাত্ম্য প্রকাশ করিয়াছে, তাহা নহে, অপিচ আমার দ্বারা এবং দেশীয় প্রত্যেক কবিরাজ মহাশয়ের দ্বারাই অহরহ এরূপ চ্যবনপ্রাশ ব্যবহারে অসংখ্য রোগী আরোগ্য লাভ করিতেছেন। যাহা হউক, আমি এস্থলে সরলভাবেই লিখিতেছি যে, চিকিৎসাকার্য্যে অনেক দিন হইতে প্রবৃত্ত হইলেও নিজে এবং অপরকে অনেকদিন হইতে অনেক রোগীকে চ্যবনপ্রাশ ব্যবহার করিয়া আরোগ্যলাভ করিতে দেখিয়াও আমি কিন্তু ইতিপূর্ব্বে চ্যবনপ্রাশ সম্বন্ধে কোনরূপই লক্ষ্য করি নাই। তারপর পূর্ব্বোক্ত বৃদ্ধের পক্ষে ঐরূপ অসাধারণ উপকার দেখিয়া সেই দিন হইতেই আমি চ্যবনপ্রাশের প্রতি বিশেষরূপে লক্ষ্য রাখিতে আরম্ভ করি। সেইদিন হইতেই আজ দশবৎসরপর্য্যন্ত আমি যে কতশত রোগীকে চ্যবনপ্রাশ দিয়া কিরূপ আশানুরূপ উপকার প্রাপ্ত হইয়াছি, কত কত স্থলে যে, কড্‌লিবর ও চ্যবনপ্রাশের তুলনা করিবার অবসর পাইয়া উভয়ের মধ্যে চ্যবনপ্রাশের শ্রেষ্ঠত্ব দর্শনে কিরূপ অভাবনীয় আনন্দ লাভ করিয়াছি, তাহা বর্ণনাতীত। বলা বাহুল্য যে, স্বচক্ষে শত শত স্থানে কড্‌লিবরের অপেক্ষা চ্যবনপ্রাশের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্নসত্ত্বেও তথাপি অন্তঃকরণকে দৃঢ়নিশ্চয় করিতে না পারিয়াই পূর্ব্বোক্ত কবিরাজ মহাশয়দ্বয়ের নিকট গিয়া আমার সন্দেহ দূর করিয়া লইয়াছি। বাস্তবিকই কড্‌লিবার অপেক্ষা চ্যবনপ্রাশ সহস্রগুণে উৎকৃষ্ট বলিয়াই আজ উপরোক্ত নজীর লইয়া পাঠকগণের সমক্ষে উপস্থিত হইয়াছি।

তবে কথা এই যে, নজীরই দিই, আর ভারতের প্রত্যেক ব্যক্তিরই দ্বারে দ্বারে উপস্থিত হইয়া পায়ে ধরিয়া কাতরকণ্ঠে রোদন করিয়া বার বারই বলি যে, হে ভারতবাসীগণ! বিদেশীয় কড্‌লিভারের অপেক্ষা দেশীয় চ্যবনপ্রাশ সহস্রগুণেই উৎকৃষ্ট, তথাপি কি কেহ আমাদের একথায় কর্ণপাত করিবেন? যিনি দেশের তরে ভাবিয়া থাকেন, উৎকৃষ্ট দেশীয় দ্রব্যের স্থলে অধম ও হীনগুণ বিদেশীয় দ্রব্য যে কিরূপে দিন দিন আধিপত্য স্থাপন করিতেছে, ইহা যাঁহার জানা আছে, তিনি আমাদের একথার উত্তরে নিশ্চয়ই বলিবেন যে, “ভারতের কপাল একবারেই পুড়িয়াছে বলিয়াই পদে পদে এইরূপ বৈপরীত্য দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, ইহাতে বিস্ময়ের কিছুই নাই। নচেৎ গৃহস্থিত সুবর্ণরাশিকে পদাঘাত করিয়া কেহ কখন কি বিদেশীয় কাচরাশির আদর করিতে পারে? যদি তাহাই ঠিক্ হয়, তবে বর্ত্তমান সময়ে ভারতবর্ষে চ্যবনপ্রাশের পরিবর্ত্তে হীনগুণ ও সেবনে ভয়ানক কষ্টপ্রদ কড্‌লিবরের এত অধিক প্রচলন হইল কেন? বলা বাহুল্য যে, চ্যবনপ্রাশের একমাত্র মূল্যাধিক্যই তাহার প্রধান কারণ। কেননা মনে করুন, একটীমাত্র টাকা দিয়া একশিশি বিদেশী কড্‌লিবর কিনিয়া একজন রোগী অনায়াসেই এক বা দেড়মাস পর্য্যন্ত ব্যবহার করিয়া তদ্দ্বারা কতকটা ফলও পাইতে পারেন, আর সে তুলনায় দুইটী মুদ্রা নগদ দিয়া একসপ্তাহের দেশী চ্যবনপ্রাশ কিনিয়া সাত দিবসমাত্র সেবন করিয়া হয় ত তদ্দ্বারা বিন্দুমাত্রও ফল নাও পাইতে পারেন, বিশেষতঃ এদেশীয়গণের অধিকাংশই দরিদ্র, সুতরাং এরূপ স্থলে সুলভ কড্‌লিবর ছাড়িয়া সাধারণে বহুমূল্যবান্ চ্যবনপ্রাশের দিকে অগ্রসর হইতে পারেন কি? পাঠক! ধর্ম্মতঃ বলুন দেখি, চ্যবনপ্রাশের ব্যবহার ক্রমশঃ এদেশ হইতে তিরোহিত বিশেষতঃ দেশীয় চিকিৎসার অধঃপতনের ইহাও একটী প্রধান কারণ নয় কি? ক্রমশঃ—

সম্পাদক।

উপদংশ।

বিবিধ উপায়ে ঔপদংশিক বিষের বিস্তার।

উপদংশাক্রান্ত স্থানের বিগলিত ও স্খলিত বিধান বা ঐ পীড়াজনিত ক্ষত ও বিবর্দ্ধিত গঠন হইতে যে পূয বা রস নিঃসৃত হয়, তাহাতেই উক্ত ব্যাধির

বিষ বর্ত্তমান থাকে। উপদংশাক্রান্ত স্থানের স্খলিত গঠন এবং স্রাবিত পূয় বা রসমধ্যে একপ্রকার অতিসূক্ষ্ম আণুবীক্ষণিক রোগ জীবাণু বর্ত্তমান থাকে, ইহাকে ইংরাজী ভাষায় সিফিলিটিক মাইক্রোব (Syphilitic microbe) বলে। ইহাই উক্ত ব্যাধির বিষ। দ্বৈবারিক অর্থাৎ গৌণ উপদংশ রোগাক্রান্ত ব্যক্তির শোণিতদ্বারা কোন সুস্থ ব্যক্তিকে টিকা দিলে শেষোল্লিখিত ব্যক্তির ঐ পীড়া হইবার সম্ভাবনা। কিন্তু সর্ব্বত্রই যে পীড়া উৎপন্ন হইতে দেখা যায় এমন নহে। উপদংশ পীড়াগ্রস্ত ব্যক্তির ত্বক্ কর্ত্তন করিয়া তাহা কোন সুস্থ শরীরে রোপণ (Skin graftrng) করিলে তাহারও ঐ পীড়া হইয়া থাকে। যেমন উপদংশাক্রান্ত ধাত্রীর স্তন্যপান করিয়া সুস্থ সন্তান এই পীড়াদ্বারা আক্রান্ত হইতে দেখা যায়, তদ্রূপ উক্ত পীড়াগ্রস্ত সন্তানকে স্তন্যপান করাইয়া সুস্থ ধাত্রীর স্তনের চুচুককে (nipple) ঔপদংশিক ক্ষত উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। এতদ্দ্বারা ইহাই সপ্রমাণিত হইতেছে যে, স্তনদুগ্ধে ও শিশুর লালাতে বর্ণিত বিষ বর্ত্তমান থাকে। ওষ্ঠ, জিহ্বা বা মুখগহ্বরমধ্যে ঔপদংশিক ক্ষত বর্ত্তমান থাকিলে তাহার লালাতে এই বিষ থাকার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা।

নিম্নলিখিত তিনপ্রকার উপায়ে উপদংশ বিষ এক ব্যক্তির শরীর হইতে অপর ব্যক্তির শরীরে সংক্রামিত হইতে দেখা যায়।

১ম। ঔপদংশিক বিষ কোন এক সুস্থ ব্যক্তির শরীরের সহিত সংশ্লিষ্ট হইলে তাহার কিয়দংশ ত্বক্ অথবা ইপিথিলিয়মের নিম্নে প্রবেশ করে। সুস্থব্যক্তি কিছুদিন পর উপদংশ রোগগ্রস্ত হয়। এমত হইলে তাহাকে একোয়ার্ড অর্থাৎ প্রাপ্ত সিফিলিস কহা যায়।

২য়। পিতা মাতা উভয়ে অথবা তাহাদিগের মধ্যে কোন একজনের উপদংশ পীড়া বর্ত্তমান থাকিলে বা গর্ভাবস্থায় মাতা ঐ পীড়াগ্রস্তা হইলে তাহাদিগের সন্তানেরও উপদংশ হয়। এরূপ উপদংশকে হেরিডিটেরী অর্থাৎ কৌলিক উপদংশ পীড়া বলে। ইতিপূর্ব্বে বর্ণনা করা হইয়াছে যে, উপদংশ রোগগ্রস্তা ধাত্রীর স্তন্যপান করিয়া অনেক সময়ে সুস্থ সন্তানের ঐ পীড়া হইয়া থাকে। এরূপ সিফিলিসকেও কৌলিক উপদংশ কহা যায়। কিন্তু উক্ত রোগগ্রস্ত সন্তানকে সুস্থ ধাত্রীস্তন্য পান করাইয়া ঐ রোগ হইলে উহা প্রথমশ্রেণীর মধ্যে পরিচালিত হয়।

২য়। সুস্থ মাতার গর্ভে উপদংশ রোগগ্রস্ত ভ্রূণ বর্ত্তমান থাকিলে কখন কখন মাতারও ঐ পীড়া হইয়া থাকে।

প্রথমশ্রেণীস্থ উপদংশ কখন কখন সাক্ষাৎসম্বন্ধে, কখন বা পরম্পরিতভাবে সংক্রামিত হয়। স্ত্রীসংসর্গকালে যে উপদংশ পীড়া উৎপন্ন হইয়া থাকে, তাহা ঐ সাক্ষাৎসম্বন্ধের দৃষ্টান্তের স্থল। তজ্জন্য এই পীড়ার প্রাথমিক ক্ষত জননেন্দ্রিয়ের কোন না কোন একস্থানে উদ্গত হইতে দেখা যায়। তত্রস্থ এপিডার্ম্মিক্ বা ইপিথিলিয়মে অতি সামান্যমাত্র বিদারিত অবস্থা বর্ত্তমান থাকিলে ঔপদংশিক বিষ অতি সহজে শরীরের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে। বিদারণ বর্ত্তমান না থাকিলেও জননেন্দ্রিয়ের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর মধ্য দিয়া বিষ প্রবেশ করে। কিন্তু এরূপ অবস্থায় প্রবেশ করিতে কিঞ্চিৎ বিলম্ব হয়। স্ত্রীসংসর্গের পরক্ষণেই যদি উক্ত স্থানসমূহ কার্ব্বলিকসাবান বা কোন প্রকার পচননিবারক ঔষধের জলদ্বারা উত্তমরূপে ধৌত করা যায়, তাহা হইলে সঙ্গমকারীগণ উক্ত পীড়ার আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইতে পারে। কখন কখন ওষ্ঠাধরের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর মধ্যদিয়া ঐ পীড়ার বিষ শরীরমধ্যে প্রবেশ করে। উপদংশ পীড়াগ্রস্ত ব্যক্তির ওষ্ঠোপরি চুম্বন করিয়া সুস্থব্যক্তিও পীড়াক্রান্ত হইয়াছে, এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে। এই প্রকারে মুখমণ্ডলের অপর স্থান এবং জিহ্বামধ্য দিয়াও পীড়ার বিষ শরীরমধ্যে প্রবেশ করে। ধাত্রীগণ প্রসব করাইবার কালে ও চিকিৎসকগণ উপদংশাক্রান্ত রোগীর চিকিৎসা করার সময়ে এবং গর্ভস্থ সুস্থসন্তান উপদংশ রোগগ্রস্ত জননেন্দ্রিয়ের মধ্যদিয়া ভূমিষ্ঠ হইবার কালীন সাক্ষাৎসম্বন্ধে উপদংশাক্রান্ত হইতে দেখা যায়।

পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, পরম্পরিতরূপেও উপদংশ সংক্রামিত হইয়া থাকে। এই পীড়াগ্রস্ত ব্যক্তির জলপাত্রে জলপান বা তাহার হুঁকায় তামাক খাইয়া কিম্বা তাহার পরিধেয় বস্ত্র ব্যবহার করিয়া অথবা তাহার শয্যায় শয়ন ইত্যাদি কারণে সুস্থব্যক্তির যে উপদংশ পীড়া হয়, তাহাই পরম্পরিত ভাবের দৃষ্টান্তস্থল এইস্থলে দ্রষ্টব্য যে, অস্ত্রচিকিৎসকগণের অসাবধানতাপ্রযুক্ত অনেক সময়ে সুস্থব্যক্তি উপদংশ রোগাক্রান্ত হয়। এই রোগজনিত মুদা, উল্টামুদা এবং বাঘী ইত্যাদিতে অস্ত্রোপচার করিবার পর সেই অস্ত্রদ্বারা কোন সুস্থব্যক্তির শরীরে তাহা ব্যবহার করিলে শেষোল্লিখিত ব্যক্তিরও ঐ পীড়া হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। এই বিষয়ে অস্ত্রচিকিৎসক

মাত্রেরই সাবধান হওয়া উচিত। কোন ঔপদংশিক ক্ষতে বা তজ্জনিত অপর পীড়ায় অস্ত্রোপচার সম্পন্ন করিবার পর অস্ত্রসমূহ, কোনপ্রকার উষ্ণ ক্ষারজলে ধৌত করণান্তর কার্ব্বলিক লোশন (১—২০) মধ্যে অন্ততঃ ছয় ঘণ্টাকাল নিমজ্জিত করিয়া রাখিবে। তৎপর শুষ্কবস্ত্র দ্বারা মুছিয়া তাহার আধারমধ্যে সংস্থান করিবে।

উপদংশগ্রস্ত ব্যক্তির জননেন্দ্রিয়ের নিকটবর্ত্তী স্থানের লোম অথবা শ্মশ্রু-মুণ্ডন জন্য সচরাচর নাপিতের ক্ষুর ব্যবহৃত হয়। ঐরূপে ব্যবহৃত ক্ষুর উপদংশ বিষ লিপ্ত হইয়া থাকে। সুস্থব্যক্তি যে এই ক্ষুর ব্যবহার দ্বারা পীড়িত হইবে তাহা আশ্চর্য্য নহে। সুতরাং নাপিতের ক্ষুর ব্যবহার সময়ে সাবধান হওয়া যে বিশেষ আবশ্যক তাহা উল্লেখ করা বাহুল্য মাত্র। এস্থলে অপ্রাসঙ্গিক হইলেও একথা বলা উচিত যে নাপিতের ক্ষুরদ্বারা যে কেবলমাত্র উপদংশ পীড়া পরিচালিত হয় এমত নহে, অধিকন্তু অপরবিধ নানারূপ ব্যাধিও এইরূপে পরিচালিত হইয়া থাকে।

উপদংশ ও টিকা।

(Syphilis and Vaccination.)

ইহা এক্ষণে নিশ্চিতরূপে সপ্রমাণিত হইয়াছে যে, টিকাদ্বারা উপদংশের বীজ সংক্রামিত হয়। সাধারণতঃ বাহু বা শরীরের অপর কোন স্থান হইতে যেরূপে টিকা দেওয়া হয়, সেই বীজে উপদংশবিষ বর্ত্তমান থাকিলে উহাও যে ব্যক্তিকে টিকা দেওয়া হয়, তাহার শরীরমধ্যে প্রবেশ করে এবং কিছুকাল পরে এই ব্যক্তির দেহে উপদংশ পীড়ার লক্ষণসমূহ প্রকাশ পাইতে থাকে। শত শত সন্তান এইরূপে অজ্ঞাতসারে টিকা দেওয়ার জন্য উপদংশ রোগগ্রস্ত হইয়াছে। উপদংশ বিষ মিশ্রিত টিকার বীজদ্বারা কোন বালকের টিকা দিবার পর যে যে স্থানে টিকা দেওয়া হয়, সেই সেই স্থানে প্রথমে এক একটী কঠিন ক্ষত (Iudurated Uleer) উৎপন্ন হয়, তাহার কয়েক দিবস পরে উক্ত বিষ শরীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া গৌণ উপদংশের লক্ষণ প্রকাশ করে। পক্ষান্তরে এরূপ বালকদিগের দ্বারা অনেক সময়ে মাতা ও ধাত্রী রোগগ্রস্তা হয়। আবার এরূপ দেখা গিয়াছে যে, একটী উপদংশগ্রস্ত বাহু হইতে টিকার বীজ লইয়া কয়েকজন সন্তানকে টিকা দেওয়া হইলে, তন্মধ্যে কাহারও কাহারও উপদংশের লক্ষণ উপস্থিত হয়, আবার কাহারও বা হয় না। ইহার কারণ

কি? এতদুত্তরে এই বলা যাইতে পারে যে, উপদংশের বিষ টিকার বীজে বর্ত্তমান থাকে না, রক্তেই বর্ত্তমান থাকে। টিকা দিবার সময়ে অত্যন্ত সাবধানের সহিত যদি কেবল লিম্ফ লইয়া টিকা দেওয়া হয়, তাহা হইলে উপদংশ পীড়া হইবার সম্ভাবনা অল্প থাকে। কিন্তু টিকাদারের অসাবধানতাপ্রযুক্ত যদি লিম্ফের সহিত শোণিত মিশ্রিত হইয়া যায় ও তদ্দ্বারা কোন সুস্থ সন্তানকে টিকা দেওয়া হয়, তাহা হইলে এই সন্তানের উপদংশ হইবার সম্ভাবনা থাকে।

টিকাদ্বারা কখন কখন বিপরীত ফল ফলিয়া থাকে—যে বালকটির বাহু হইতে লিম্ফ লওয়া হইল, সে সর্ব্বতোভাবে সুস্থ কিন্তু যাহাকে টিকা দেওয়া হইল, সে উপদংশ রোগগ্রস্ত। ল্যানসেট্‌দ্বারা প্রথমোক্ত বালকটীর বাহু হইতে লিম্ফ লইয়া দ্বিতীয় বালকের বাহুতে প্রয়োগ করার সময়ে ল্যানসেট তাহার রক্ত-লিপ্ত হইল। পুনর্ব্বার লিম্ফ লওয়ার সময়ে ঐ ল্যানসেট-সংলগ্ন শোণিতের কিয়দংশ সুস্থ বালকের টিকার ক্ষতে সংশ্লিষ্ট হওয়ায় তাহা শোধিত হইয়া সুস্থ বালককে উপদংশগ্রস্ত করে। আবার দেখিতে পাওয়া যায় যে, এককালে কয়েকজন বালকের টিকা দেওয়ার সময়ে যদি তাহাদিগের মধ্যে কোন একজনের উপদংশ বর্ত্তমান থাকে, তাহা হইলে সেই পীড়িত সন্তানের রক্ত ল্যানসেটে সংলগ্ন হইয়া অধিকাংশ বালকের শরীরে উপদংশ বিষ প্রবেশ করে।

সম্প্রতি বাছুরের উদরপ্রাচীর হইতে লিম্ফ লইয়া টিকা দেওয়া হইতেছে। ইহা দ্বারা উপদংশ পীড়া সংক্রামিত হওয়ার কোনপ্রকার আশঙ্কা থাকে না।

টিকাদারদিগের প্রতি উপদেশ।

কোন সন্তানের বাহু হইতে লিম্ফ লইয়া টিকা দেওয়ার আবশ্যক হইলে প্রত্যেক টিকাদারকে নিম্নলিখিত কয়েকটী বিষয় স্মরণ রাখা উচিত।

১। যে সন্তানের বাহু হইতে লিম্ফ লওয়া যাইবে, তাহার বয়স আট সপ্তাহের ন্যূন হওয়া উচিত নহে। কারণ এই সময় পর্য্যন্ত সচরাচর উপদংশের লক্ষণ অপ্রকাশ্যভাবে বর্ত্তমান থাকে।

২। বালকের পিতা মাতাকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করিয়া লওয়া উচিত।

৩। ছুরিকা সর্ব্বতোভাবে পরিষ্কার এবং উজ্জ্বল থাকা উচিত এবং প্রত্যেকবার টিকা দেওয়ার পর উহাকে স্ফুটিতজলে উত্তমরূপে ধৌতকরতঃ পচননিবারক জলে ধৌত করিয়া লওয়া উচিত।

৪র্থ। অত্যন্ত সাবধানের সহিত লিম্ফ বহির্গত করিবে, যেন তাহার সহিত রক্ত মিশ্রিত না হইতে পারে। রক্তমিশ্রিত লিম্ফ কখন ব্যবহার করিবে না। ভিষক্‌দর্পণ।

ক্রমশঃ—

ডাক্তার জহিরুদ্দিন্ আহমদ্ এল, এম্, এ, এফ, সি, ইউ।

সম্পাদকীয় বক্তব্য।

ডাক্তার সাহেবের লিখিত এ উপদংশকাহিনী বিশেষতঃ টীকাদেওয়ার সময় সর্ব্ব-সাধারণেরই যে কিরূপ সাবধানতা লওয়া আবশ্যক, তাহা পাঠ করিয়া সকলেই উপকৃত এবং আনন্দিত হইবেন বলিয়া ভরসা করিতে পারি। চি, স, স।

হোমিওপ্যাথিক্ ঔষধের কার্য্যকারিতা।

এত অল্পপরিমাণে ঔষধ সেবন করিয়া রোগ উপশম বা আরোগ্য হইতে পারে, ইহা অনেকেই বিশ্বাস করেন না। বিশ্বাস না করিবার যথেষ্ট কারণও আছে। সাধারণতঃ সকল লোকেই অধিক পরিমাণে ঔষধ সেবন করিতে অভ্যস্ত হইয়াছেন; তাঁহাদের নিকট অল্প ঔষধ কার্য্যকারী বলিয়া উপলব্ধি হওয়া কঠিন, আবার ঔষধ তিক্ত, কষায় ইত্যাদি স্বাদবিশিষ্ট না হওয়ায় হোমিওপ্যাথিক্ ঔষধের উপকারিতা সম্বন্ধে সন্দেহের দ্বিতীয় কারণ। এসম্বন্ধে যত আপত্তি থাকুক না কেন, রোগ নিবারণ হইতেছে দেখিয়াই অনেক লোকে এখন হোমিওপ্যাথিক ঔষধ বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন।

মহাত্মা হানিমান্ বলিয়াছেন, জড়ময় জীবদেহ একটী শক্তিতে চালিত হইতেছে। এই শক্তিকে তিনি জীবনী শক্তি বা ভাইটেল্ ফোর্স; নাম দিয়াছেন। এই শক্তির সাহায্যে জীবগণ দেহধারণ করিয়া সুচারুরূপে আপনা আপনি কার্য্যাদি সাধন করিতে সক্ষম হইয়া থাকে। এই শক্তি অদৃশ্যভাবে শরীরের উপরে কার্য্য প্রকাশ করিয়া থাকে এবং এই কার্য্য যে প্রকার সুচারু-রূপে সম্পাদিত হইয়া থাকে, তাহা অতীব আশ্চর্য্যের বিষয় সন্দেহ নাই। জড়-ময় এই বৃহৎ দেহ সেই অদৃশ্য শক্তির প্রভাবে যে কি আশ্চর্য্যরূপে চালিত হয়, তাহা দেখিলে এবং চিন্তা করিলে অবাক্ হইয়া থাকিতে হয়।

যখন পীড়া উপস্থিত হয়, তখন আবার এই নিয়ম সম্পন্ন দেহ এবং তাহার ক্রিয়া অন্যরূপে চালিত হইয়া থাকে। কিন্তু রোগ হইবার সময় যে শক্তি সর্ব্ব শরীরে বিদ্যমান থাকে, তাহাও অদৃশ্য। কোন ব্যক্তি যখন কোন

কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হয়েন, তাহার পূর্ব্বে তিনি কিছুই বুঝিতে পারেন না, যে, কোন বৃহদাকার পদার্থ শরীরে প্রবেশ করিয়া তাঁহার শরীরস্থ কার্য্যাদি বিকৃত করিয়া ফেলে। কোন একটী অদৃশ্য শক্তি শরীরস্থ হওয়াতেই রোগ প্রকাশ হইয়া থাকে, অতএব ইহাতেই দেখা যাইতেছে যে, যখন কোন অদৃশ্য কারণ বশতঃই রোগ প্রকাশ পায়, তখন সেই প্রকার অদৃশ্য শক্তি প্রয়োগে রোগ নিবারিত হইতে পারে। এই জন্যই হানিমান্ ঔষধের পরিমাণ এত ক্ষুদ্র করিয়াছেন। ইহাতে ঔষধের পরিমাণ অনুসারে রোগ নিবারিত হয় না, কেবল ঔষধের অদৃশ্য-শক্তির উপরে আরোগ্য শক্তি নির্ভর করে। হোমিওপ্যাথিক্ ঔষধে যে রোগ নিবারিত হয়, তাহাতে আর সন্দেহ মাত্রও নাই। আজ্‌কাল বুদ্ধিমান বিচক্ষণ লোক মাত্রেই ইহা উপলব্ধি করিয়াছেন। নিতান্ত কুসংস্কারাপন্ন না হইয়া স্থিরচিত্তে ঔষধের ক্রিয়া অবলোকন করিলে, সকলেই হোমিওপ্যাথিক্ ঔষধের কার্য্যকারিতা নিসংশয়রূপে প্রতিপন্ন দেখিতে পান। কেন যে এত অল্প ঔষধে উপকার হয়, তাহা মহাত্মা হানিমান্ যুক্তিদ্বারা অবধারণ করিয়াছেন।

রোগের কারণ সমুদয় যে অতি সূক্ষ্মভাবে এবং অদৃশ্যভাবে শরীরস্থ হইয়া ক্রিয়া প্রকাশ করে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এলোপ্যাথিক্ ডাক্তারেরাও নানাপ্রকার অণু হইতে বিভিন্ন রোগ প্রকাশ হয় বলিয়া বিশ্বাস করেন। তাঁহারা বিশ্বাস করেন যে, ব্যাক্‌টেরিয়া, ব্যাসিলাস্ প্রভৃতি জীব ও উদ্ভিদণু হইতে কলেরা, বসন্ত, হুপিংকাশি, ইত্যাদি রোগ উপস্থিত হয়। এই সমুদয় অণু অতীব ক্ষুদ্র, চক্ষুর অদৃশ্য। অণুবীক্ষণদ্বারা না দেখিলে ইহাদের অস্তিত্ব উপলব্ধি হয় না। তাঁহারা ইহা বিশ্বাস করেন বটে, কিন্তু ঔষধের ঐরূপ ক্ষুদ্র অণু সমুদায় শরীরস্থ হইয়া আরোগ্য কার্য্য সাধিত হইতে পারে, ইহা বিশ্বাস করেন না, ইহাই অধিকতর আশ্চর্য্যের বিষয়। ইহা একবার পরীক্ষা করিয়া দেখাও প্রয়োজনীয় মনে করেন না। এই জন্যই তাঁহারা চিকিৎসা-শাস্ত্রের উন্নতি করিতে পারিতেছেন না। হোমিওপ্যাথিক্-রিভিউ।

ডাক্তার শ্রীপ্রতাপচন্দ্র মজুমদার এম্, ডি।

সম্পাদকীয় বক্তব্য।

যাঁহারা কিছুতেই হোমিওপ্যাথি-ঔষধের কার্য্যকারিতার উপর আদৌ বিশ্বাস-স্থাপন করিতে রাজী নন্, সুবিখ্যাত হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার প্রতাপবাবু, তাঁহাদেরই বিশ্বাস ও

ভক্তি আনয়নজন্য এই প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। অতএব তাঁহার এ প্রবন্ধপাঠে আশা করি যে, তাহাই হইবে; কিন্তু কথা এই যে, গোড়ায় যাহারা ইহার প্রতিকূলে জোর করিয়া গোঁ ধরিয়া বসিয়া আছে, তাহাদের সে মত পরিবর্ত্তনের কোনরূপ উপায় আছে কি? চি, স, স।

রসায়ন-তত্ত্ব।

প্রথম পটল।

যাবতীয় তান্ত্রিক ঔষধের উকরণ মধ্যে পারদই সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান। সামান্য অজীর্ণ হইতে প্রাণনাশক বিকার পর্য্যন্ত সকল রোগের সকলপ্রকার অবস্থাতেই ইহা প্রয়োগ করা যায়। এই জন্য ইহাকে যোগবাহী ধাতু কহে। ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্যের সহিত সংযুক্ত হইলে ইহা বিভিন্নরূপ গুণধারণ করে। এতন্মধ্যে ছয় প্রকার রসই বিদ্যমান রহিয়াছে, তজ্জন্য ইহাকে রসেন্দ্র কহা যায়। এক্ষণে কোন্ রোগের কোন্ প্রকার অবস্থায় কি কি দ্রব্যের সহিত ইহা সর্ব্বদা প্রযুক্ত হইয়া থাকে, তাহাই ক্রমশঃ বর্ণনা করা যাইতেছে। প্রথমতঃ জ্বরাধিকারোক্ত কতকগুলি দৃষ্টফল ঔষধের বিষয় বলা যাইতেছে।

সদ্যজ্বরহরবটী।—রসেন্দ্র, গন্ধক, গোদন্ত এবং শিমূলক্ষার এই দ্রব্য চতুষ্টয় সমভাগে গ্রহণীয়। প্রথমতঃ রসেন্দ্র গন্ধকে কজ্জলী করিয়া তন্মধ্যে গোদন্ত এবং শিমূলক্ষার প্রদান করিবে। অনন্তর আদার রসে এক প্রহর মর্দ্দন করিয়া রৌদ্রে শুকাইয়া লইবে। পর দিন আবার আদার রসে মর্দ্দন করিয়া শুকাইবে। এইরূপ সাত দিনে সাতবার আদার রসে অভিযুক্ত ও বিশুদ্ধ করিয়া পরিশেষে সর্ষপ প্রমাণ এক একটী বটী প্রস্তুত করিবে। পূর্ব্বোক্ত আদার রসের সহিত কোন প্রকারে জলসংযুক্ত হইলে ঔষধের বীর্য্য নষ্ট হইবার সম্ভাবনা। সুতরাং নির্জ্জলা আদার রস প্রয়োগ করাই কর্ত্তব্য। ইহা উৎকৃষ্ট জ্বরঘ্ন। সদ্য জ্বরে অথবা সাম ও নিরাম জ্বরে এতদ্দ্বারা শীঘ্র শীঘ্র উপকার পাওয়া যায়। অপরিমিত কুইনাইন সেবনে শরীর যে প্রকার ক্রমশঃ জীর্ণ হইতে থাকে, এই ঔষধদ্বারা তদ্রূপ কোন অনিষ্টের সম্ভাবনা নাই। কুইনাইন সেবনের পর তিন্তিড়ি প্রভৃতি অম্লদ্রব্য উদরস্থ হইলে অনেক স্থলে পুনরায় জ্বরের বেগ হইতে দেখা যায়, এই ঔষধ সেবন করিয়া জ্বর বন্ধ হইলে

* রসেন্দ্রগন্ধগোদন্তশাল্মলীক্ষারমের চ। আদ্রকস্য রসৈর্ভাব্যং সর্ষপাকারমাণতঃ। শীতোপচারকর্ত্তব্যং সদ্যজ্বরহরং পরং॥

রোগী যাহা ইচ্ছা তাহাই আহার করিতে পারে। কিন্তু তাই বলিয়া পরিমাণের অতিরিক্ত কিছুই আহার করা কর্ত্তব্য নহে। শরীরের স্বাভাবিক অবস্থা না হওয়া পর্য্যন্ত ক্ষুধা রাখিয়া আহার করাই যুক্তিসঙ্গত।

এই ঔষধের সাধারণ মাত্রা ২ বটী। অবস্থা ভেদে ৩।৪ বটীও একযোগে সেবন করিতে দেওয়া যায়। বালকদিগের পক্ষে ১ বটীই যথেষ্ট। দুগ্ধজীবী শিশুদিগকে ইহা সেবন করিতে দেওয়া উচিত নহে। প্রথমতঃ ৵০ আনা মিছরীর সহিত বটী মাড়িয়া পরে ১ তোলা শীতলজলের সহিত গুলিয়া সেবন করিতে হয়। কেহ কেহ আদার রসের সহিতও বটী সেবন করাইয়া থাকেন। কিন্তু তাহা হইলে অধিক গরম হইবার সম্ভাবনা। যাহা হউক, ঔষধ সেবনান্তে রোগীর মস্তকে সর্ষপতৈল মর্দ্দন এবং আহারার্থে মিছরীর সরবত, দাড়িম্ব ও ইক্ষুরস প্রভৃতি ব্যবস্থেয়। যে জ্বর কখনও বিচ্ছেদ হয় না, সেই জ্বরে ইহা প্রয়োগ করা যায় কি না তাহা বলিতে পারি না। কিন্তু সবিরাম নবজ্বরে ২।৩ দিনেই বিলক্ষণ উপকার হয়। দিনের মধ্যে ২।৩ বার সেবনীয়।

যদি সুস্থ শরীরে এই ঔষধের ১০।১২ টী বটী একযোগে সেবন করা যায়, তাহা হইলে নাড়ী অত্যন্ত বেগবতী, শরীর রোমাঞ্চিত, মুহুর্মুহু জৃম্ভা এবং অত্যন্ত বমনোদ্রেক হইতে আরম্ভ হয়। বোধ হয় আরও অধিক পরিমাণে সেবন করিলে জীবনান্তও হইতে পারে। কিন্তু জ্বরিতাবস্থায় যখন আপনা হইতে ঐ সকল উপদ্রব উপস্থিত হইতে থাকে, তখন পূর্ব্বোক্ত মাত্রায় ইহা প্রয়োগ করিলে শীঘ্র শীঘ্র শরীর প্রকৃতিস্থ হইয়া উঠে। সুস্থ শরীরে অতিরিক্ত মাত্রায় শিমূলক্ষার সেবন করিলে বমন এবং নানাপ্রকার বাতবিকারের লক্ষণ যুগপৎ সমুপস্থিত হইতে থাকে। ইহা প্রাণনাশক। তদ্বৎ গোদন্তপ্রযুক্ত হইলে অগ্নিমান্দ্য এবং অতীসারের লক্ষণ প্রকাশ পায়। কিন্তু দুইটী দ্রব্য কজ্জলীর সহিত সম্মিলিত হইয়া যদি আদ্রক রসে ভাবিত হয়, তাহা হইলে রাসায়নিক প্রক্রিয়াদ্বারা ঐ মিলিত পদার্থের একপ্রকার অভিনব প্রভাব উৎপন্ন হইয়া থাকে। সেই প্রভাবদ্বারা শীঘ্রই সোপদ্রব নবজ্বর নিবারিত হয়। ক্রমশঃ—

দীনাবাজার
জলপাইগুড়ি।

কবিরাজ শ্রীপ্রসন্নচন্দ্র মৈত্রেয়।

সম্পাদকীয় বক্তব্য।

ভারতে এমন এক দিন ছিল, যখন দেশীয় কবিরাজ মহাশয়েরা এই সকল বিষাক্ত

ঔষধ প্রয়োগ করিয়া জোর করিয়া বলিতেন যে, "আর জ্বর আসিতে দিব না।" কার্য্যতঃ প্রায় তাহাই ঘটিত। আর কোন কোন পাড়াগাঁয়ে ক্বচিৎ এক আধজন কবিরাজ এখনও আছেন, যাঁহারা ঐ সকল বিষাক্ত ঔষধ প্রয়োগে জ্বর বন্ধ করিতে পারেন। কিন্তু কলিকাতার সাহেব বা বাবু কবিরাজ মহাশয়দিগের এ সকল বিষাক্ত ঔষধের ব্যবহারে এমন কি উপসর্গযুক্ত নবজ্বরের চিকিৎসাতে ক্ষমতা যে কতদূর, তাহা তাঁহারাই বিলক্ষণ জানেন। সকল কথা আর এখানে খুলিয়া বলার প্রয়োজন নাই, তবে কথা এই যে, যাহা ছিল, তাহা আর নাই, আর হইবেও না। ভারতের যাহা যাইতেছে, প্রকৃতই তাহার অভাব আর পূরণ হইতেছে না। তবে হাঁ, দোকানদারীর মাত্রা কিন্তু হুহু করিয়াই বৃদ্ধি পাইতেছে।

চি, স, স।

আঁইস ফলদ্বারা শ্বাসাবরোধজনিত মৃত্যু।

বিগত ২৮শে জুন বেলা আনুমাণিক ৪ টার সময় কলিকাতার অন্তর্ব্বর্ত্তী কড়েয়াবাজার নিবাসী কোন মধ্যবিত্ত মুসলমানের আসিয়া নাম্নী ৪ বৎসরের বালিকা "আইস ফল খাইতে ছিল, দৈবদুর্ব্বিপাকবশতঃ গলাধঃকরণকালে ১টী ফল শ্বাসনালীর মধ্যে প্রবেশ করে। এবং তজ্জন্য বালিকার প্রবল শ্বাসাবরোধ কষ্ট উপস্থিত হয়। আত্মীয় বালিকার এবম্বিধ অবস্থা অবলোকন করিয়া ক্যাম্বেল হাঁসপাতালে লইয়া আসিতেছিল, পথিমধ্যে বালিকার প্রাণ বিয়োগ হয়, কিন্তু আত্মীয় স্বজন বালিকাটী জীবিত আছে এই মনে করিয়া হাঁসপাতালে লইয়া আইসে।

হাঁসপাতালে আসিলে দেখা গেল বালিকা স্পন্দহীন—শ্বাসপ্রশ্বাস ও হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া সম্পূর্ণ রহিত; ওষ্ঠদ্বয় এবং হস্তপদের অঙ্গুলির অগ্রভাগ নীলাভ।

পর দিবস মৃতদেহ পরীক্ষায় দেখা গেল যে বাম নাসারন্ধ্র হইতে কিঞ্চিৎ পরিমাণে রক্তাভ বায়ুসংযুক্ত শ্লেষ্মা নির্গত হইয়াছে। মস্তিষ্কাবরণ ঝিল্লী সকলে কনজেষ্টান (রক্তাধিক্যতা) বর্ত্তমান ছিল।

মন্তব্য।

বালিকার এই বিপদে পিতামাতা আত্মীয় স্বজন ব্যতিব্যস্ত না হইয়া ক্ষণিক ধৈর্য্যালম্বনপূর্ব্বক বালিকার বিপদমোচনের চেষ্টা করিলে এই দুর্ঘটনার এ প্রকার বিষময় ফল উদ্ভাবিত হইবার সম্ভাবনা ছিল না।

প্রথম গলমধ্যে অঙ্গুলি প্রবেশদ্বারা ফলটীকে আকর্ষণ করিয়া লইয়া আসিবার প্রয়াসকরণ।

দ্বিতীয়তঃ, বালিকার পদদ্বয় একত্র করিয়া তাহাকে অধঃমুখীকরতঃ ২।৩ বার সজোরে নাড়িয়া বায়ুনলীস্থ ফল নিষ্কাসনকরণ কিম্বা পৃষ্ঠোপরি মুষ্টাঘাত প্রয়োগকরণ।

অনেক সময় দেখা গিয়াছে, উপরিলিখিত প্রথম কারণদ্বারা এ প্রকার বিপদ হইতে মুক্তিলাভে বিফল মনোরথ হইয়া দ্বিতীয় উপায়দ্বারা আশুফল সমুপস্থিত হইয়াছে। ভিষক্‌দর্পণ।

ডাক্তার শ্রীইন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

সাধারণের এ সকল পন্থা জানা থাকিলে অনেক সময় উপকারে আসিতে পারে।

চি, স, স।

চিকিৎসা-বিবরণ।

অশোক ঘৃতের অত্যাশ্চর্য্য ক্ষমতা।

কলিকাতা এড়িয়াদহ-নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু কালীকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় শ্রীহট্ট-করিমগঞ্জের ওভারশীয়ার। তাঁহার স্ত্রী গত ৭।৮ বৎসর পর্য্যন্ত স্ত্রীজাতি-সুলভ আর্ত্তবদোষ, প্রদর ও বাধকবেদনা আদি নানাবিধ জটিল-রোগে আক্রান্ত হইয়া এই দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত যেরূপ অসীম যন্ত্রণাভোগ করিয়া অবশেষে অত্যল্প দিনমাত্র আমাদের ব্যবস্থিত উপরোক্ত অশোক ঘৃতাদি সেবন করিয়া যেরূপ অভাবনীয় আরোগ্য লাভ করিয়াছেন, তাহাই এস্থলে সংক্ষেপে বিবৃত হইবে।

প্রায় আটবৎসর পূর্ব্বে তাঁহার একটী সন্তান হয়। সন্তান হওয়ার ৪।৫ মাস অতীত হইতে না হইতেই ক্রমশঃ মাসিক ঋতুর বিকৃতি ভাব ও তৎসহ পেটে ভয়ানক বেদনা ধরিতে আরম্ভ করিল। বেদনা যে সর্ব্বদাই থাকিত, তাহা নহে, তবে ঋতু হওয়ার সময় এতই প্রবল বেদনা উপস্থিত হইত যে, রোগিণী সেই সময় ৫।৭ দিন পর্য্যন্ত দিবারাত্রি বেদনায় ছট্‌ফট্ করিতেন। এতদ্ভিন্ন প্রস্রাবকালীন জ্বালাবোধ, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, মূত্রদ্বারে ক্ষত থাকা বলিয়া রোগিণীর বিশ্বাস, মাথাঘোরা, বুক ধড় ধড় করা, শরীরের দুর্ব্বলতা ও অনিদ্রা আদি নানাবিধ উপসর্গে রোগিণীকে বড়ই অবসন্ন হইতে হইয়াছিল।

প্রথম প্রথম এই রোগীর চিকিৎসার ভার কলিকাতার ২।৩ জন প্রবীণ এলোপ্যাথি চিকিৎসকের উপর দেওয়া হয়, কিন্তু ২।৩ মাসেও কিছুমাত্র উপকার না হওয়াতে অগত্যা সুবিজ্ঞ হোমিওপ্যাথি চিকিৎসকের হাতে দেওয়া হয়। তিনিও দীর্ঘকাল ঔষধাদি দেন, কিন্তু তাহাতেও কোন ফলই হইল না। অগত্যা ডাক্তারগণ উপায়ান্তর না দেখিয়া রোগিণীর নাড়ীতে বিশেষ কোনও দোষ ঘটিয়াছে, এই মনে করিয়া এখনকার হালফ্যাসানের একজন খ্যাতনাম্নী সর্ব্বতোপযুক্তা মেয়ে ডাক্তারিণীর দ্বারা রোগিণীকে বিশেষ-রূপে পরীক্ষা করাইয়া পুনর্ব্বার ঔষধাদি দিতে আরম্ভ করিলেন, দুঃখের বিষয় তাহাতেও কোনই উপকার দর্শিল না। অবশেষে উপরোক্ত ডাক্তারিণী নিজেই তাঁহার চিকিৎসার ভার লইয়া কখন বলেন নাড়ীতে ঘা হইয়াছে, কখন বলেন যোনিতে ক্ষত আছে, কখন বা বলেন ইয়ুট্রাচে গোল ঘটিয়াছে। এইরূপে তিনি নিত্য নূতন রোগ স্থির করিয়া দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত রোগীর বাটীতে সায়ংসন্ধ্যা দুইবেলা যাতায়াত ও দস্তরমত দর্শনী আদায় করিতে লাগিলেন। এবং পিচ্-কারী দেওয়া, লিণ্ট দেওয়া আদি কত কারখানাই যে করিয়াছিলেন, সে সকল কথা লিখিয়া আর পাঠকগণকে অনর্থক বিরক্ত করিতে চাহি না। তবে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, গরিব স্বামী বেচারী ক্রমাগত বহুকাল পর্য্যন্ত প্রভূত অর্থব্যয় করিয়া এক রকম সর্ব্বস্বান্ত হইয়া যখন নেহায়েৎই অপারগ হইয়া উঠি-লেন, তখনই অগত্যা ব্যয়সাধ্য সর্ব্বপ্রকার চিকিৎসা বন্ধ করিয়া দিয়া শেষটা হতাশ হইয়া কেবলমাত্র দেশীয় টোট্‌কা ঔষধের উপরেই নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া রহিলেন। বলা বাহুল্য যে, এতদিন পর্য্যন্ত এই সকল বাহ্যাড়-ম্বরপূর্ণ ডাক্তারী চিকিৎসার দ্বারা যে ফল না দর্শিয়াছিল, বরঞ্চ সে তুলনায় যেন দেশীয় টোট্‌কা ঔষধে তবু কিছু কিছু উপকার দর্শিত, অর্থাৎ ঋতুকালীন বেদনার যেন কিঞ্চিৎ লাঘব বোধ হইত কিন্তু মূলরোগের কিছুই উপকার হয় নাই। এবং রোগিণীর অবস্থা দিন দিনই শোচনীয় হইতে থাকে।

এইরূপে কয়েক বৎসর গত হওয়ার পর কালীকৃষ্ণ বাবুর শ্বশুর উক্ত এড়িয়াদহ গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু শশিভূষণ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের আমার প্রতি চিকিৎসাসম্বন্ধে ভক্তি ও বিশ্বাস থাকায় তিনি তাঁহার জামাতাকে বলিয়া জোর করিয়া আমার হাতে মেয়েটীর চিকিৎসার ভারার্পণ করেন। কিন্তু আমি চিকিৎসা করিব কি, প্রথমতঃ কয়েক বৎসরের চিকিৎসা-বিবরণ আদ্যো-

পান্ত শ্রবণ করিয়াই ত আমার চক্ষুঃস্থির হইল; ভাবিলাম, বুঝি বা যথার্থই রোগিণীর নাড়ী ওলটান গোচের আভ্যন্তরিক বিশেষ কোনও ব্যাঘাত ঘটিয়াছে। নচেৎ এত চিকিৎসাতেও কিছুমাত্র উপকার দর্শে নাই কেন? এই ভাবিয়া মনে মনে স্থির করিলাম যে, ঔষধাদি সেবনে এ রোগের ত কোনই উপকার হইবে না, তবে অভিভাবকেরা নেহায়েতই জেদ করিতেছেন, সুতরাং এই ভাবিয়া কিঞ্চিৎ ঔষধাদি দিয়া দেখা যাউক।

এই ভাবিয়া প্রাতে ৬টার সময় প্রদরান্তকরস এক বড়ী, যজ্ঞডুমুর, দূর্ব্বা ও কাঁটানটে শাকের মূলের রস সমুদায়ে অর্দ্ধ ছটাক আন্দাজ ও অত্যল্প মধুর সহিত, সন্ধ্যাকালে প্রদরাশনি রস একবড়ী ঐরূপ অনুপানে এবং প্রাতে অশোক ঘৃত ॥০ অর্দ্ধ তোলা ওজনে লইয়া ৵০ অর্দ্ধ পুয়া ছাগীদুগ্ধের সহিত সেবন করিতে ব্যবস্থা দিলাম। পথ্যাদি সম্বন্ধেও যথাসাধ্য সুবন্দোবস্ত করিয়া দিবার উপদেশ দিলাম। কালীকৃষ্ণ বাবুও প্রথমতঃ একমাসের ঔষধাদি লইয়া তাঁহার কর্ম্মস্থান করিমগঞ্জে সস্ত্রীক রওনা হইলেন। সেখানে গিয়া একমাসকাল যথারীতি ঔষধাদি সেবন করাইয়া আমাকে পত্র লিখিলেন যে, "কবিরাজ মহাশয়, আপনার ঔষধাদি একমাসকাল ব্যবহার করাইয়া আমার স্ত্রীর গত কয়েক বৎসরের জটিলতাসমূহ কঠিন পীড়ার অনেকটা উপশম হই-য়াছে। অতএব অনুগ্রহপূর্ব্বক আপনি পুনর্ব্বার অশোক ঘৃতাদি আর একমাসের সেবনোপযোগী পাঠাইবেন। মূল্য মণিঅর্ডার করিয়া পাঠাইলাম।" আমি তাঁহার এই পত্র ও টাকা প্রাপ্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ আর একমাসের ঔষধাদি পাঠাইলাম। কিন্তু রোগসম্বন্ধে যে বিশেষ কি উপকার হইয়াছে, তাহা বড় একটা স্থির করিতে না পারিয়া কিছু উদ্বিগ্ন থাকিলাম। তারপর কিছু দিন পরে তিনি ২য় পত্রে লিখিলেন, "মহাশয়, আমার স্ত্রীর পীড়া প্রায় আরোগ্য হইয়াছে। অর্থাৎ প্রস্রাবে জ্বালা নাই, এবারে ঋতুর সময় পেটে আদৌ বেদনা ধরে নাই। প্রদরাদি স্রাবও মোটেই নাই, মাথাঘোরাও গিয়াছে, মোটের উপর তাঁহার রোগ আর নাই বলিলেই চলে, বিশেষতঃ তাঁহার চেহারার অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। অতএব আরও একমাসের অশোক ঘৃতাদি পাঠাইবেন।"

বলা বাহুল্য যে, আমি এ পত্র পাঠে বড়ই আহ্লাদিত হইলাম এবং পুন-র্ব্বার এক মাসের ঔষধাদি পাঠাইলাম। কিন্তু সেই অবধি আজ ৫।৬ মাস পর্য্যন্ত

আর কোন খবরই পাই নাই। তারপর প্রায় ১৫।১৬ দিন অতীত হইল, কালী-কৃষ্ণ বাবু সস্ত্রীক এড়িয়াদহে আসিয়া হঠাৎ একদিন আমার এখানে আসিয়া কহিলেন যে, "মহাশয় আমার স্ত্রীর রোগ ত আর নাই, অপরন্তু তিনি গত ৮।১০ বৎসরের পর পুনর্ব্বার ৩।৪ মাস হইল গর্ভবতী হইয়াছেন!"

মন্তব্য।

পাঠক! এস্থলে অশোক ঘৃত প্রয়োগ করিয়া আমিই যে কেবল বাহাদুরী দেখাইয়াছি, তাহা নহে, অপিচ শত শত কবিরাজের দ্বারা এইরূপ অশোক ঘৃত প্রযুক্ত হইয়া সহস্র সহস্র স্ত্রীজাতি যেরূপ প্রদরাদি কঠিন কঠিন পীড়া হইতে আশ্চার্য্যরূপে মুক্তি লাভ করিয়া থাকেন, তাহা চিন্তা করিলে সত্য সত্যই বিস্ময়াবিষ্ট হইতে হয়। আর এই রোগিণীর চিকিৎসাতে যদিও অশোকঘৃত ছাড়া অন্য দুইটী ঔষধ প্রযুক্ত হইয়াছিল, কিন্তু আমার বিশ্বাস যে, তাহা না করিলেও কোন রূপ ক্ষতি হইত না, অর্থাৎ এরূপ স্থলে একমাত্র অশোক ঘৃত সেবনেই এপীড়ার নির্দ্দোষ শান্তি হইতে পারিত বলিয়া লেখকের দৃঢ়বিশ্বাস ছিল।

গভীর দুঃখ ও নিতান্তই কলঙ্কের বিষয় এই যে, ভারতবর্ষে ভারতীয় স্ত্রীজাতির প্রদরাদি রোগ শান্তির পক্ষে আর্য্য-ঋষি-নির্দ্দিষ্ট অশোক ঘৃত প্রভৃতি এমন সকল অনায়াস লভ্য ও প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ ঔষধসমূহ বর্ত্তমান থাকিতেও গ্রহবৈগুণ্যে ভারতীয় লোকে কিন্তু প্রায়ই আর সে দিকে দৃষ্টিপাত করেন না। দেখিতে পাই শত শত গৃহে কত শত স্ত্রীজাতির ঐরূপ শ্বেত ও রক্তপ্রদর এবং ধাধফাদি পীড়া উপস্থিত হইলে প্রথমেই রোগিণীর অভিভাবক হয় ত হোমিও-প্যাথির জলবিন্দু, নয় ত এলোপ্যাথির বোতলের উপর রোগিণীকে দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত নির্ভর করাইয়া রাখেন এবং ভাগ্যক্রমে যদি কচিৎ কোথায়ও ফল দর্শিল, ভালই, অন্যথা শেষটা হালফ্যাসানের ধাত্রী বা মেয়ে ডাক্তার আনাইয়া ক্রমাগত তাহার যোনি পরীক্ষা করাইতে লাগিলেন। ধাত্রী ত দেখিবামাত্রেই মত প্রকাশ করেন যে, যোনিতে দারুণ ক্ষত উপস্থিত হইয়াছে। সুতরাং সেই অছিলায় প্রত্যহ প্রায় দুইবেলা যথারীতি পিচ্‌কারী দেওন আরম্ভ ও সঙ্গে সঙ্গে দুইবেলাতেই রীতিমত দর্শনীর টাকা আদায় করিতে আরম্ভ করিলেন। আক্ষেপের বিষয় এই যে, এত কাণ্ডকারখানা করিয়াও কিন্তু পূর্ব্ববৎ অনেক স্থলেই কিছুমাত্রও ফল দর্শিতে দেখা যায় না। কিন্তু সাহস ও আস্পর্দ্ধার সহিত

বলিতে পারি যে, সেই সেই স্থলে বৈদ্যক অশোকঘৃত প্রয়োগ করিয়া অত্যাশ্চর্য্যরূপে ও অত্যল্প দিনেই সেই সকল রোগী সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য লাভ করিয়া থাকেন।

বস্তুতঃ ইহা কি কম আক্ষেপের বিষয় নয় যে, দেশের অতি অকিঞ্চিৎকর অশোকঘৃতদ্বারা যে দুরন্ত প্রদরাদি রোগের অত্যল্প সময়ে শান্তি হইতে পারে, আর আমরা কি না সে দিকে একবার ভ্রমেও দৃষ্টিপাতও না করিয়া সেই সেই স্থলে বিদেশীয় পদলেহন করিতে ব্যগ্র হইয়া থাকি।

কিন্তু "চির দিন কখনই সমান যায় না।" বিদেশীয় চিকিৎসার প্রাদুর্ভাবে মধ্যযোগে অশোকঘৃতাদি যে সকল উৎকৃষ্ট দেশীয় ঔষধ দেশীয়গণের নিকট আদৌ খবরেই আসিত না, কালমাহাত্ম্যে অত্যল্প দিনের মধ্যেই এখন আর দেশীয় লোকের নিকট দেশীয় ঔষধের তাদৃশ দুরবস্থা যে আর নাই, একথা বেশ সাহসপূর্ব্বকই বলা যাইতে পারে। অধিকন্তু আরও আনন্দের কথা এই যে, শ্রীযুক্ত ডাক্তার জগদ্বন্ধু ও শ্রীযুক্ত দয়াল সোমের ন্যায় কলিকাতায় শীর্ষস্থানীয় সুবিজ্ঞ ডাক্তার মহাশয়েরাও এখন অনেক স্থলে অনেক রোগীকে, নিজে ঔষধ না দিয়া অশোকঘৃত ও মহামাষ তৈলাদি ব্যবহার করিতে পরামর্শ দিয়া থাকেন। আর আমরাও দেখিতে পাইতেছি যে, দশবৎসর পূর্ব্বে যে সকল ইংরাজী শিক্ষিত নব্য বাবুরা দেশীয় "বদ্দিপ্যাথির" নামেই নাক মুখ শিট্‌কাইয়া ঘৃণা প্রদর্শন করিতেন। এখন তাঁহারা "বদ্দিপ্যাথির" নামে গলিয়া না গেলেও কিন্তু ঘৃণা প্রদর্শন করিতে আর সাহসী হন্ না। তাই প্রথমেই বলিয়াছি যে, চিরদিন কখনই সমান যায় না। যে অশোকঘৃত ও মহামাষ তৈলাদি এক সময়ে ভারতবাসীর শীর্ষস্থানীয় ছিল, কালবশে তাহারা সেই ভারতবাসীর পদদলিত হইতেছিল। কিন্তু আবার কালমাহাত্ম্যে যে, তাহারা ভারতবাসীর শীর্ষস্থানীয় হইয়া নিশ্চয় উঠিবে, একথায় ভ্রমেও কেহ সন্দেহ আনিতে পারেন কি?

সম্পাদক—

তৈলপাক ও প্রয়োগ-প্রণালী।

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ২৮৮ পৃষ্ঠার পর।)

বায়ু বা বাতব্যাধি রোগে তৈলপ্রয়োগ।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, বায়ু বা বাতজনিত সর্ব্বপ্রকার পীড়ার শান্তির জন্য

তৈল যেরূপ মহৌষধ, এমন আর কোন ঔষধই নহে। কিন্তু তৈল সর্ব্বপ্রকার বাত বা বায়ুরোগের শান্তির পক্ষে উৎকৃষ্ট ঔষধ হইলেও এক একটী তৈল বাতব্যাধির অবস্থাবিশেষেই বিশেষরূপ গুণদায়ক হইয়া থাকে। নচেৎ একই মধ্যমনারায়ণ তৈল সর্ব্বপ্রকার বায়ু বা বাতরোগের পক্ষে প্রশস্ত নহে, একই মহামাষ তৈলও সর্ব্ববিধ বায়ু বা বাতরোগে প্রযোজ্য নহে। সুতরাং বায়ু বা বাতরোগের কোন্ কোন্ অবস্থায় কোন্ কোন্ তৈল প্রশস্ত, একথার প্রকৃত মীমাংসা করিতে হইলে অগ্রে বায়ু বা বাতরোগের পরস্পর পার্থক্য কি, তাহাই দেখা উচিত।

মাধব-নিদানের বাতব্যাধি-রোগাধিকারে টীকাকার বিজয়রক্ষিত মহাশয় বাতব্যাধির অর্থ কি? ইহা লইয়া অনেক গুলি সারগর্ভ কথার অবতারণা করিয়া শেষটা সম্যক্ সুন্দর মীমাংসা করিয়া দেখাইয়াছেন। কিন্তু বায়ু বা বাত-রোগের পার্থক্যসম্বন্ধে এস্থলে সে কথার উল্লেখে আমাদের অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে না। এজন্য আমরা এস্থলে সংক্ষেপে এই মাত্র বলিতেছি যে, বায়ু রোগও যাহা, বাত-ব্যাধিরোগও ঠিক্ তাহাই। অর্থাৎ বায়ুকেই বাত বলিয়া থাকে এবং বাতকেই বায়ু বলা যায়। সুতরাং বায়ু বা বাতজন্য যে কোন রোগ, তাহাই বায়ু বা বাতব্যাধি রোগনামে অভিহিত হইতে পারে। তবে এস্থলে ইহাও বলা আবশ্যক যে, সাধারণ লোকে বায়ুরোগ শব্দে চিত্তচাঞ্চল্য, বুক ধড়্ফড় করা ও মস্তক ঘূর্ণন ইত্যাদি বুঝিয়া থাকেন এবং বাতরোগ শব্দে অঙ্গ বিশেষে বেদনা বা ফুলা, অসাড়তা ও কামড়ানি ইত্যাদি বুঝিয়া থাকেন।

চরক বলেনঃ—"অশীতির্বাতবিকারাঃ।"

অর্থাৎ আশি প্রকার বাত বা বায়ুরোগ। যথা—অনিদ্রা, চিত্তচাঞ্চল্য, শরীরের রুক্ষতা, গ্লানি, বিষাদ, বেপথু, ভ্রান্তি, প্রলাপ, পক্ষবধ, শিরোরোগ, উদাবর্ত্ত, সঙ্কোচ ও পাঙ্গুল্য ইত্যাদি। এই অশীতি প্রকার বায়ু বা বাতরোগের শান্তির জন্য মধ্যমনারায়ণ, মহানারায়ণ, পুষ্পরাজপ্রসারণী, মহামাষ ও সপ্ত-শতিকা ও অষ্টাদশশতিকা প্রসারণী আদি অসংখ্য তৈল প্রয়োগের ব্যবস্থা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। সুতরাং পাঠক! একবার ভাবুন্ দেখি যে, এস্থলে উপায় কি? মনে করুন, কাহারও হাতে বা পায়ে ভয়ানক বাত ধরিয়াছে, অর্থাৎ হাত পায়ের সন্ধিস্থান ভয়ানক ফুলিয়াছে, বেদনা খুব্ই আছে এবং অত্যন্ত কন্কন্ করে ইত্যাদি লক্ষণগুলি সমস্তই বায়ু বা বাতের কার্য্য। অথচ মধ্যম

নারায়ণ তৈলও সেই বায়ু বা বাতব্যাধি অধিকারেই উক্ত হইয়াছে। সুতরাং উপরোক্ত বায়ু বা বাতরোগের শান্তির পক্ষে ত মধ্যমনারায়ণ তৈলই প্রশস্ত? কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ঐরূপ স্থলে মধ্যমনারায়ণ তৈল প্রয়োগে ঐ রোগের শান্তি হওয়া দূরে থাকুক্, বরং মধ্যমারায়ণ তৈল ঐ সকল উপসর্গের ভয়ানক বৃদ্ধি করিয়া দিবে। আবার ঐ স্থলে ঐ বাতব্যাধিরোগোক্ত মহামাষ তৈলের ব্যবস্থা করুন, দেখিবেন তদ্দ্বারা অচিরাৎই রোগের শান্তি হইয়া যাইবে। সেইরূপ কোন রোগীর মাথা হুহু করিতেছে, ভয়ানক চিত্ত-চাঞ্চল্য ও অনিদ্রা বর্ত্তমান আছে, সেই স্থলে সেই বাতব্যাধি অধিকারোক্ত মহামাষ তৈলের ব্যবস্থা করুন, কোন ফলই দর্শিবে না। অথচ সে স্থলে মধ্যমনারায়ণ তৈল দিন, তৎক্ষণাৎ তাহার শান্তি হইবেক। আবার স্থানবিশেষে মস্তকের শূন্যতা ও অনিদ্রা আদি কতকগুলি এমন বায়ুরোগ আছে, যেখানে মধ্যমনারায়ণ বা মহামাষ এই উভয়ের কোনটীর দ্বারাই কিছুমাত্রই উপকার হইবে না। অথচ সে স্থলে ঐ বাতব্যাধি রোগোক্ত পুষ্পরাজ প্রসারণী তৈল প্রয়োগে তৎক্ষণাৎ তাহার শান্তি হইয়া থাকে। সুতরাং বাতব্যাধি অধিকারোক্ত মধ্যমনারায়ণ বা মহামাষ তৈলাদির একই তৈল যে সর্ব্বপ্রকার বাত বা বায়ুরোগের শান্তির পক্ষে প্রশস্ত, তাহা নহে।

একই বাতব্যাধি অধিকারোক্ত সর্ব্বপ্রকার তৈল সর্ব্বপ্রকার বায়ু ও বাত রোগের শান্তির পক্ষে প্রশস্ত নহে বলিয়াই বায়ু বা বাতরোগের শান্তির জন্য তৈলের ব্যবস্থা করিতে হইলে বড়ই বিচক্ষণতার আবশ্যক হয়। এবং সেই জন্যই যে সে কবিরাজের ব্যবস্থিত তৈলদ্বারা প্রায়ই বাত বা বায়ুরোগের শান্তি হইতে দেখা যায় না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ এস্থলে একটী উদাহরণের উল্লেখ করিতেছি। যথাঃ—প্রায় ৮।১০ বৎসরের কথা হইবে, একজন খ্যাতনামা উপযুক্ত ডাক্তার একসময় অনিদ্রা ও মস্তকের শূন্যতা আদি কষ্টকর শিরোরোগে আক্রান্ত হন্। তিনি প্রথম প্রথম তাঁহার স্বীয় এলোপ্যাথির আশ্রয়ে বিধিমতেই ঔষধাদি ব্যবহার করেন। ফল না হওয়াতে হোমিওপ্যাথিক ঔষধও কতক দিন ব্যবহার করেন। অনন্তর অগত্যা সুবিজ্ঞ কবিরাজের আশ্রয় লন্। কবিরাজ মহাশয় তাঁহাকে মধ্যমনারায়ণ, মহানারায়ণ ও মহাপিণ্ড আদি নানাবিধ শীত-বীর্য্য তৈল মস্তকে মাখিতে এবং চিন্তামণি ও চতুর্ম্মুখাদি ঔষধ ব্যবহার করিতে দেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় কিছুতেই তাঁহার নিদ্রাকর্ষণ হইল না। মস্তকের

শূন্যতা আদিরও কিছুই হয় নাই। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সেই রোগীই শেষটা অন্য একজন কবিরাজের নিকট ২।৩ দিন মাত্র বহুকালের পুরাতন পুষ্পরাজপ্রসারণী তৈল মাথায় দেওয়া মাত্রেই তাঁহার নিদ্রা আইসে ও মস্তকের গ্লানি দূর হয়। এইরূপ অনেক স্থলেই অনেক সময় তৈল প্রয়োগের ইতর-বিশেষ দ্বারা উপকারের তারতম্য হইতে দেখা গিয়া থাকে। বিশেষতঃ কতকগুলি তৈল যে, নূতন অপেক্ষা পুরাতন হইলেই অধিক উপকার দর্শে, ইহাতেও সন্দেহমাত্র নাই। যাহা হউক, বায়ু বা বাতব্যাধি রোগের কোন্ কোন্ স্থলে কিরূপ তৈল প্রশস্ত, তাহাই আমরা ক্রমশঃ এ প্রবন্ধে দেখাইতে চেষ্টা পাইব।

ক্রমশঃ—

কলিকাতা। } কবিরাজ শ্রীজগদ্বন্ধু সেনগুপ্ত।

এপ্রবন্ধে আর কোন কথাই বলিবার নাই। চি, স, স,

দৃষ্টফল মুষ্টিযোগ।

মান্যবর

শ্রীযুক্ত চিকিৎসা-সম্মিলনী সম্পাদক মহশয়।

সমীপেষু।

মহাশয়!

আমি বহুদিন যাবৎ আয়ুর্ব্বেদমতে চিকিৎসা করিয়া আমাদিগের অনায়াস-লভ্য যে সকল দেশীয় গাছড়া প্রভৃতি মুষ্টিযোগ ঔষধের প্রত্যক্ষ উপকার জানিতে পারিয়াছি, সাধারণের উপকার জন্য তাহা আপনার পত্রিকায় ক্রমশঃ প্রকাশ করিতে ইচ্ছুক। দেশীয় উদ্ভিজ্জের গুণের বিষয় সম্মিলনীতে অনেক মহাত্মাই বিষদরূপে বর্ণনা করিয়াছেন, সুতরাং তদ্বিষয় পুনরুত্থাপন নিষ্প্রয়োজন। ভরসা করি, আমার প্রেরিত মুষ্টিযোগ ঔষধগুলি আপনার পত্রিকায় প্রকাশ করিয়া বাধিত করিবেন।

শিরঃপীড়ার ঔষধ।

১। ওকড়ার পাতা লবণের সহিত রগড়াইয়া তাহার রস জ্বরকালীন মাথাধরা ও মাথা বেদনা স্থানে লাগাইলে আশু উপশম হয়।

২। কালজীরা ও দারুচিনি সমভাগে জল দিয়া বাটীয়া প্রলেপ দিলে জ্বরকালীন শিরঃপীড়া আরোগ্য হয়।

৩। শুল্‌টার বীজ শুল্‌টার পাতার রসে বাটীয়া প্রলেপ দিলে, সূর্য্যাবর্ত্ত আধকপালী শিরঃপীড়া আরোগ্য হয়।

৪। শুল্‌টার পাতা লবণের সহিত রগড়াইয়া তাহার রস লাগাইলে যন্ত্রণা-দায়ক শিরঃপীড়া আরোগ্য হয়।

৫। কায়ছাল চূর্ণ করিয়া তাহার নস্য টানিলে সকল প্রকার শিরঃপীড়া ও কামড়ানী আরোগ্য হয়।

৬। দারুচিনি, তেজপত্র, মুচকুন্দের ফুল, শুল্‌টার বীজ, শ্বেতসর্ষপ, গোলমরিচ, মুসব্বর, কালজীরা প্রত্যেক সমভাগ শুল্‌টার পাতার রসে অথবা ডোঁরফ্রার? পাতার রসে বাটীয়া ঈষদুষ্ণ করিয়া প্রলেপ দিলে সকল প্রকার কৃচ্ছ্রসাধ্য শিরোরোগ আরোগ্য হয়।

ক্রমশঃ—

রামপুর বোয়ালীয়া, রাজসাহী। } শ্রীনবকৃষ্ণ কবিরাজ।

সম্পাদকীয় বক্তব্য।

ঐ সকল মুষ্টিযোগের মধ্যে সকল গুলি আমাদের পরিচিত ও পরীক্ষিত না হইলে ও পাঠকগণ এসকল ঔষধের প্রতি বিশ্বাস ও নির্ভর করিয়া ইহার ফলাফল পরীক্ষা করিতে পারেন। চি, স, স,

---

(উদ্ধৃত)

ঋতু হরীতকী।

ভিন্ন ভিন্ন ঋতুতে ভিন্ন ভিন্ন অনুপান সহ, অর্থাৎ বর্ষাঋতুতে সৈন্ধব সংযোগে, শরৎকালে চিনির সহিত, হেমন্তে শুঁঠের সহিত, শীতকালে পিপুলের সহিত, বসন্তে মধুর সহিত এবং গ্রীষ্মঋতুতে গুড়ের সহিত যে হরীতকী সেবন করা হয়, তাহাকে "ঋতু হরীতকী" বলে। নিয়মিতরূপে এক বৎসর এইরূপ হরীতকী সেবন করিলে কোষ্ঠাশ্রিত বায়ু, অজীর্ণ, উদরাধ্মান, কোষবৃদ্ধি, অম্লপিত্ত, শিরঃপীড়া, গুল্ম, অর্শ, এবং বায়ুপিত্তজাত বিবিধ রোগের শান্তি হয়; এবং শরীর বহুকাল পর্য্যন্ত নীরোগ ও শ্রীযুক্ত থাকে। হরীতকীর বীজ

পরিত্যাগ করিয়া তাহার চূর্ণ সহমত ।০ আনা হইতে ১ তোলা পর্য্যন্ত সেবনীয়। সহযোগী দ্রব্যের মাত্রা হরিতকীর সমান। কেবল শুঁঠ ও পিপুল অতি অল্প মাত্রায় সেব্য।

হরিতকী অতি উপাদেয় সামগ্রী। ইহা সেবনে কদাচ অপকার হয় না। কেবল লবণরস ভিন্ন ইহা অপর পঞ্চরসযুক্ত। ইহার ছালে কটুরস, মেদে কষায় রস, মেদের মধ্যে অম্লরস, অস্থিতে মধুর রস, অস্থির ভিতরে তিক্তরস পাওয়া যায়। ইহা অম্লত্ব হেতু বায়ুকে, মধুরতা জন্য পিত্তকে এবং কটু ও কষায়ত্ব প্রযুক্ত কফকে নষ্ট করে। একারণ ইহা ত্রিদোষঘ্ন বলিয়া প্রায় সর্ব্বরোগেই সফলতার সহিত ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

শাস্ত্রে লিখিত আছে, দেবরাজ ইন্দ্রের অমৃত পানকালে, সেই অমৃত হইতে কতিপয় বিন্দু পৃথিবীতে পতিত হইয়াছিল, তাহাতেই হরীতকীর উৎপত্তি হইয়াছে। বস্তুতঃ নানাগুণে হরিতকী অমৃত তুল্যই বটে। এক টুক্‌রা হরিতকী কিছুক্ষণ মুখে রাখিয়া জল পান করিলে স্পষ্ট অমৃতের ন্যায় আস্বাদ অনুভূত হয়। সুপক্ক হরিতকী অতীব দুষ্প্রাপ্য। সচরাচর ইহার সুপুষ্ট ফল শুষ্ক করিয়া বাজারে বিক্রীত হয়। কাঁচা হরীতকী শুষ্ক করিয়া রাখিলে তাহাকে জাঙ্গীহরীতকী বলে।

সম্পাদকীয় বক্তব্য।

ঋতু হরীতকীর প্রকৃত গুণ এখনকার দিনে আর সেরূপ হয় না বলিয়া অনেকেই আপত্তি তুলিয়া থাকেন। কথাটী সম্পূর্ণই সত্য। কিন্তু কেবল ঋতু হরীতকী বলিয়া কেন, শাস্ত্রীয় অধিকাংশ ঔষধই আর গুণবিষয়ে শাস্ত্রের লিখিত ষোল আনার দুই একআনাও হয় কি না সন্দেহ। কিন্তু ইহার প্রকৃত কারণ কি? অন্যে যে কারণেই উল্লেখ করুন, আমরা কিন্তু বলিব যে, প্রকৃত সত্য, দয়া, দাক্ষিণ্য আদি সাত্ত্বিক ভাব সকল অন্তর্হিত হইয়া এখনকার দিনে সকলে পূর্ণমাত্রায় পশুভাবে উপনীত হইয়াছেন বলিয়াই আর ঔষধে তেমন ফল পাওয়া যায় না। চি, স, স,

হরিতাল ভস্ম।

চাকুন্দে পাতার রসে ৩ তোলা তবকী হরিতাল, এক প্রহর ভিজাইয়া একটা ভাঁড়ের ভিতর ৬ তোলা ঘৃতকুমারির রস রাখিয়া, তাহার মধ্যে ঐ হরিতাল দিয়া, ভাঁড়ের মুখ খুরি দ্বারা রুদ্ধ করিয়া দিবে। পরে তাহাতে উত্তমরূপে পুরু করিয়া মৃত্তিকার লেপ দিয়া একহাত গভীর ও একহাত চওড়া একটী গর্ত্তের মধ্যে বিলঘুটীয়ার অগ্নিদ্বারা পাক করিলে হরিতাল ভস্ম হইয়া

(চিকিৎসা-সম্মিলনীর অতিরিক্ত পত্র)।

শ্বেতবর্ণ হয়। ইহা সেবনে সুস্থ ব্যক্তির তেজোবৃদ্ধি ও পীড়িতের রোগ নিবারণ হয়। ইহার তুল্য সুমহৎফলপ্রদ ঔষধ জগতে আর আছে বলিয়া বোধ হয় না। যে রোগ কোন ঔষধে না সারে, তাহা ইহাতে আরাম হইয়া থাকে। ইহাদ্বারা বায়ু, পিত্ত, কফ ও রস রক্তাদি ধাতু সকল বিশোধিত এবং শরীর সবল ও রতিশক্তি বৃদ্ধি হয়। ইহার মাত্রা অর্দ্ধ রতি।

এদেশীয় চিকিৎসকগণ প্রায়ই স্বয়ং হরিতাল ভস্ম করেন না। সন্ন্যাসী, ফকির দ্বারা ভস্ম করাইয়া লয়েন। অনেকের বিশ্বাস, ভস্মকালীন ইহার ধূম গায়ে লাগিলে অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা এবং যিনি ইহা ভস্ম করেন, তাঁহার বংশ থাকে না।

হরিতাল ভস্ম যে প্রকৃতই অদ্বিতীয় ঔষধ, তাহাতে আর কোন সন্দেহই নাই। কেননা এখনও অনেক স্থলেই দেখা গিয়াছে, যে কুষ্ঠ ও ধবলাদি অসাধ্য ব্যাধির চিকিৎসা, ডাক্তার কবিরাজ ও হাকিম দ্বারা করাইয়া কোনই ফল দর্শে না, একমাত্র হরিতাল ভস্ম কিন্তু সেই অসাধ্যরোগের শান্তি করিয়া দিয়াছে। কিন্তু তাহা হইলে কি হইবে? বিদেশীয় চিকিৎসার আধিপত্যে এসকল দেশীয় জীবন দাতা ঔষধ প্রায়ই লোপ পাইয়া বসিয়াছে হরিতালের প্রকৃত ভস্মকারী ও প্রয়োগ-কর্ত্তা এখনকার দিনে আর নাই বলিলেই চলে। এ দিকে কুইনাইন প্রয়োগ-কর্ত্তার কিন্তু সংখ্যা করিয়া শেষ করা যায় না। সুতরাং ইহাই ত আক্ষেপের কথা। চি, স, স।

(প্রাপ্ত)

হিক্কারোগে দৃষ্টফল ঔষধ।

সম্পাদক মহাশয়! আপনার ১০।১১।১২শ খণ্ড সম্মিলনীতে হিক্কা রোগের প্রবন্ধ পড়িয়া বড়ই আহ্লাদিত হইলাম। আমি একটী ঔষধ ব্যবহার করিয়া বড়ই আশ্চর্য্য ফল পাইয়াছি। আমার "চিকিৎসক" পত্রিকা এখন বন্ধ আছে, এজন্য আপনার চিকিৎসা-সম্মিলনীতে প্রকাশ করিবার জন্য পাঠাইলাম, অনুগ্রহ করিয়া প্রকাশ করত বাধিত করিবেন।

একটী রোগীর ওলাউঠা হইয়াছিল। দেশীয় সামান্য হাতুড়ে কবিরাজের ঔষধ সেবন করিয়া উক্ত রোগ হইতে মুক্ত হইয়াছিল, কিন্তু হিক্কা উপসর্গ উপস্থিত হইয়া রোগী মৃতপ্রায় হইল। এইরূপে ৪।৫ দিন কাটিয়া গেলে, আমি নিকটে থাকায়, রোগীর আত্মীয়গণ আক্ষেপ মিটাইবার জন্য আমাকে

ডাকিতে আসিল। আমি রোগী দেখিয়া আয়ুর্ব্বেদ মতে কয়েকটী মুষ্টিযোগ ব্যবস্থা করিলাম। ডাক্তারী ঔষধ ব্যবস্থা করিলাম না। কারণ ডাক্তারী ঔষধে শীঘ্র এবং সহজে প্রবল হিক্কা বড় একটা ভাল হইতে দেখা যায় না। শেষে মুষ্টিযোগেরই সাহায্য লইতে হয়, বিশেষতঃ যে রোগ আয়ুর্ব্বেদমতে সহজে আরোগ্য হইবে বুঝিতে পারি, তথায় আমি ডাক্তারী ঔষধ ব্যবহার করি না। যাহা হউক, অনেক প্রকার মুষ্টিযোগ ব্যবহারেও হিক্কা থামিল না। আপনি যে স্তনদুগ্ধে আলতা এবং চন্দন গুলিয়া সেবন করাইতে বলিয়াছেন, তাহাও ব্যবস্থা করিয়াছিলাম, কিন্তু কিছু ফল হইল না। শুঁঠ পিপুল এবং আমলকীর চুর্ণ তো প্রথমেই বিফল হইয়াছে। তখন ডাক্তারী ঔষধ দিতেই হইল, হয়তো পেটে মাষ্টার্ড, তাহাতে না হইলে ব্লিষ্টারও লাগাইতে হইবে, রোগী বড়ই কষ্ট পাইবে, হয়ত না বাঁচাই সম্ভব, এই ভাবিয়া বড়ই চিন্তিত হইলাম। হটাৎ ভাবপ্রকাশের চন্দ্রসুররসের কথা মনে পড়িল। ভাবিলাম এ ঔষধটী দেখিয়া তারপর যাহা হয় করিব। এক ছটাক চন্দ্রসুর অর্থাৎ হালিমদানা আট ছটাক জলে জ্বাল দিয়া দুই ছটাক থাকিতে নামাইয়া তাহা এক তোলা মাত্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টান্তর পান করিতে বলিলাম। ভাবপ্রকাশে মর্দ্দন করিয়া লইবার ব্যবস্থা আছে, কিন্তু রোগের প্রবলতা দেখিয়া ক্বাথ ব্যবস্থা করিয়াছিলাম। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এত ঔষধে যে, রোগ কিছুমাত্র কমিয়াছিল না, হালিমের ক্বাথ একমাত্রা সেবনেই বেশ কমিল এবং কিছু বিলম্বে উঠিতে লাগিল। ৩।৪ মাত্রা সেবনে একেবারে নিবৃত্তি হইল। তার পর পথ্য সেবন করাতেও আর হয় নাই। সুতরাং আমাকেও ডাক্তারী ঔষধ ব্যবহার করিয়া রোগীকে কষ্ট দিতে হয় নাই।

মাষকলাইয়ের দানা হুঁকায় সাজিয়া খাইলেও হিক্কার শান্তি হয়।

পোঃ তালন্দ, রাজসাহী। } শ্রীবিনোদ বিহারী রায়
কবিভূষণ, ভি, এল, এম, এস।

সম্পাদকীয় বক্তব্য।

আমাদের লিখিত হিক্কা-শান্তির মুষ্টিযোগে কোনই ফল দর্শে নাই বলিয়া যে তাহা ঔষধ নহে, আর হালিমদানাই যে ভাল অব্যর্থ ঔষধ, ইহা যেন কেহ মনে না করেন। কেননা মুষ্টিযোগ ঔষধের প্রয়োগের নিয়মই এই যে, সময়ে সময়ে এক একটী ঔষধে সমান উপকার দর্শে না বলিয়া পুনঃপুনঃ এটী ওটী করিয়া ব্যবহার করিতে হয় এবং তাহা হইলেই একটা না একটা প্রায়ই লাগিয়া থাকে। চি, স, স।

কয়েকটী টোট্‌কা।

(উদ্ধৃত)।

টোটকা ঔষধের আদর ভারতবর্ষে চিরকালই আছে; তবে মধ্যে দিন কতক এলাপ্যাথিক ঔষধের আদর হওয়াতে টোট্‌কার আদর একটু কমিতে দেখা গিয়াছিল, কিন্তু এক্ষণে আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধের পুনরুত্থান হওয়াতে টোটকার আদর বাড়িয়াছে। কেনই বা বাড়িবে না? রাশি রাশি অর্থ ব্যয় করিয়া যে রোগের উপশম হয় নাই, সামান্য একটা গাছের দ্বারা তাহা আরোগ্য হইয়া গেল, তাহা কি কম সুবিধার কথা? নিম্নে আমরা কয়েকটীর কথা লিখিয়া সাধারণকে ইহার উপকারিতা উপলব্ধি করিতে অনুরোধ করি।

ফোড়া হইলে কদমের পাতার শিরা ফেলিয়া ফোড়ার আকারে ১৫।১৬ পর্দ্দা থাক্ করিয়া তাহার উপর রাখিয়া (বেশী চাপ না লাগে এমন ভাবে) বাঁধিবে। যদি ফোড়ার মধ্যে উত্তমরূপ পূঁজ হয়, তবে কদমের পাতা ও শিমুলের কাঁটা এই উভয় দ্রব্য একত্র বাটিয়া ফোড়ার উপর প্রলেপ দিলে সারিয়া যায়। যদিও ফোড়ার টোটকা ঔষধ অনেক আছে, আমরা বিবেচনা করি উক্ত টোটকাটী অল্প উপকারী হইবে না।

তুলসী গাছ আমাদের যে কত উপকারী তাহা বলা যায় না। কবিরাজী ঔষধের প্রধান অনুপান তুলসী পাতার রস। জ্বর হইলে প্রত্যহ তুলসী পাতার রস ১ তোলা প্রাতঃকালে সেবন করিলে রসের পরিপাক হইয়া জ্বর শীঘ্র আরাম হয়। রক্ত প্রস্রাব হইলে তুলসীপাতা অত্যন্ত উপকারী। রক্ত প্রস্রাব হইবার কারণ কি? কেহ কেহ বলেন ঋতুমতী অবস্থায় স্ত্রীতে উপগত হইলে রক্ত প্রস্রাব পীড়া হয়; এই পীড়া হইলে ১ তোলা পরিমাণ তুলসী পাতার রস চিনি মিশ্রিত করিয়া পান করিলে ১ দিবসেই রক্ত প্রস্রাব ভাল হয়। ইহা কি অল্প আশ্চর্য্যের বিষয়! প্রত্যহ প্রাতে ১ তোলা তুলসী পাতার রস সেবনে আমাশায়, রক্তামাশায় ও অজীর্ণ দোষ ভাল হয়; ইহার আরও অনেক গুণ আছে। বোধ করি হিন্দুগণ তুলসীর এত গুণ দেখিয়া দেবতা তুল্য পূজা করিয়া থাকেন। চক্ষু উঠা ও দদ্রু রোগে ইহা যে বিশেষ উপকারী তাহা অনেকেই জনেন।

বিছুটীর রসময় পাতা টাক্ রোগের পক্ষে একটী মহৌষধ। বিছুটীর কচি

কচি পাতা প্রত্যহ প্রাতে ও সন্ধ্যায় টাকে রগড়াইয়া দিলে, এক সপ্তাহ মধ্যে ভাল হয়, যেন ডাঁটা দেওয়া না হয়। এই ঔষধটী পরীক্ষা করিয়া দেখিতে অনুরোধ করি।

কোন্ গাছের কোন্ গুণ জানা থাকিলে, অনেক সময়ে আমরা অনেক উপকার পাই; টোট্‌কা ঔষধের যতই আদর বাড়িবে, ততই চিকিৎসা শাস্ত্রের উন্নতি হইতে পারে। আমরা আশা করি, পাঠকগণের মধ্যে কাহারও পরীক্ষিত টোট্‌কা থাকিলে তাহা সাধারণের গোচর করাইয়া বাধিত করেন।

শ্রীপঞ্চানন চট্টোপাধ্যায়,
সুতাহাটা, মেদিনীপুর।

উপরোক্ত সমস্ত ঔষধগুলিই প্রত্যক্ষফলপ্রদ বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারি। চি, স, স,

—০—

আমাদের কথা।

ভ্রাতৃশোকে সম্পাদক;—প্রায় দুই বৎসর পূর্ব্বে পুত্রশোকের কথা জানাইয়াছি। আজ্ আবার জ্যেষ্ঠ-সহোদর-শোকের কথা লিখিয়া পাঠকগণকে দুঃখিত করিতেছি। অন্য পুত্রে পুত্রশোকের অপেক্ষাকৃত হ্রাস পাইতেছে এবং অসম্ভব হইলেও হয় ত কালে সে শোকের আর চিহ্নমাত্রও থাকিবে না, কিন্তু সহোদরশোক যে ইহজীবনে কখনও কমিবে না, বরঞ্চ সে অভাব ক্রমশই বৃদ্ধি পাইবে, ইহা নিঃসন্দেহ। শাস্ত্রকার সেই জন্যই বলিয়াছেন;—"যে দেশে যাও, সেই খানেই স্ত্রী, সেই খানেই পুত্রকন্যা এবং সেই খানেই যথেষ্ট বন্ধুবান্ধব মিলিবে, কিন্তু এমন দেশ দেখিতে পাইবে না, যেখানে গিয়া সহোদর মিলিবে।" কিন্তু সমধিক দুঃখ ও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এসংসারে আমাদের ন্যায় অধিকাংশ অজ্ঞ লোকেই এমন প্রাণাধিক সহোদরের মর্য্যাদা বুঝিতে পারে না। কিন্তু দাঁত পড়িয়া গেলে তখনই বেশ বুঝিতে পারে যে, দাঁত কিরূপ উপকারী জিনিষ ছিল।

বিস্ময়ের কথা;—সংবাদ পত্রে প্রকাশ—বিলাতের যিনি এখন প্রধান মন্ত্রী, সেই গোপ্তমন্ত্রী লর্ড রোজবিরির মত ফালাও দুধের কারবার নাকি বিলাতের আর কোন লোকেরই নাই।" আর ভারতের ন্যায় স্বাধীন বা পরাধীন রাজাদিগের মন্ত্রীগণ যে কিসের কারবারী? সে কথা এস্থলে আর না তোলাই ভাল।

দানের সময়েই যত পরামর্শ চাই;—গল্প নয় সম্পূর্ণই সত্য কথা। অতি অল্প দিনের কথা হইবে, একটী গরিব ব্রাহ্মণ যুবক সমূহ বিপন্ন হইয়া বাঙ্গলা দেশীয় কোন সম্ভ্রান্ত জমীদারের নিকট সাহায্যার্থ গমন করেন। জমীদার মহাশয়েরা দুই সহোদর। জ্যেষ্ঠ দেশেই থাকেন, আর কনিষ্ঠ বিদেশে থাকেন। ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ এই কনিষ্ঠের নিকটেই গমন করেন। জমীদার মহাশয় ব্রাহ্মণের আদ্যোপান্ত বিপদবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া বিশেষতঃ তাঁহার মুদ্রিত কাগজপত্র দেখিয়া একবারেই গলিয়া গেলেন এবং বলিলেন সময়ান্তরে দেখা করিবেন। ৮।১০ দিন পরে ব্রাহ্মণ পুনর্ব্বার উপস্থিত। সে দিন যেন সহানুভূতি অপেক্ষাকৃত কম দেখাইয়া জমীদার বলিলেন যে, তাই ত আপনি আসিয়াছেন, কিন্তু ব্যাপারটা নেহায়েৎ সহজ নহে, এমন গুরুতর ও প্রয়োজনীয় কার্য্যে কিন্তু বিবেচনা করিয়া দিতে হইবে, সুতরাং এজন্য আমি আমার দাদাকে পত্র লিখিলাম, উত্তর আসিলেই দিব, আপনি অমুক দিন আসিবেন। এইরূপে ৪।৫ বার গরিব ব্রাহ্মণ আশায় বুক বাঁধিয়া যাতায়াত করিল, শেষটা জমীদার মহাশয় দাদার অনুমতি আসিয়াছে বলিয়া ব্রাহ্মণের হস্তে দুইটী রৌপ্য মুদ্রা প্রদান করিলেন। এখন কথা এই যে, ভারতে বিশেষতঃ বঙ্গে যাঁহারা দান-প্রণালীর প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া থাকেন, তাঁহারা একথায় আদৌ বিস্মিত হইবেন না, তাঁহারা হয় ত ইহাপেক্ষাও শতসহস্র অদ্ভুত দানের বিষয় অবগত আছেন। তবে কথা এই যে, প্রকৃত সৎকার্য্যে এইরূপ ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র দানের সময়েই আমাদের দেশের দাতা মহোদয়েরা হয় ত দাদা, নয় ত খুড়া, হয় ত মামা, নয় ত ভগ্নীপতি, নিতান্তই না হয় ত দেওয়ানজী বা খাতাঞ্জী আদি কর্ম্মচারীর মতামতের অপেক্ষায় চলিয়া থাকেন। কিন্তু সেই দাতা মহাশয়দিগেরই যখন ডাইকের বাটীর দেড় বা দুই হাজার টাকার প্রকাণ্ড জুড়ী গাড়ী বা কুক্ কোম্পানীর বাটীর দুই সহস্র টাকার দুইটা ওয়েলার ঘোড়ার প্রয়োজন হয় (রামী বামীর বা কুসুম কামিনীর জন্য দশ বিশ হাজারের কথা এস্থলে আর তুলিলাম না) তখন তাঁহারা কোন্ দাদার বা চাচার গলা ধরিয়া পরামর্শের জন্য আকুল হইয়া থাকেন? এমন কি, কোন দেওয়ান বা আমিন

আদি কর্ম্মচারীর কথঞ্চিৎ তোয়াক্কাও সে সময় রাখিয়া থাকেন কি? তাই বলিতেছি যে, কথঞ্চিৎ দানের বেলাতেই যত পরামর্শ চাই।

অপরম্বা কিং ভবিষ্যতি ;—অনেক দিন পূর্ব্বে অর্থাৎ গত ১২ই ফাল্গুনের এডুকেশন গেজেটে নিম্নলিখিত কর্ম্মখালীর বিজ্ঞাপনটী প্রকাশিত হইয়াছিল যথা ;—"নিজ ব্যয়ে ঔষধাদি সংগ্রহ করতঃ অত্রত্য গয়হাটা জমিদার বাড়ীর পারিবারিক চিকিৎসার জন্য জনৈক গবর্ণমেণ্টের ডিপ্লোমা প্রাপ্ত নেটিভ ডাক্তারের প্রয়োজন। তিনি জমিদার সরকারে পারিশ্রমিকাদি বাবত মাসিক ৮৲ টাকা বেতন ও উপযুক্ত স্থান এবং গৃহ পাইবেন। শ্রীহরিচরণ মজুমদার নায়েব, পোঃ গয়হাটা, টাঙ্গাইল।"

বলা বাহুল্য যে, ভারতে বদ্দি-চিকিৎসা নিতান্তই হেয় হইলেও এখনও পর্য্যন্ত নেহায়েৎ গোমূর্খ হাতুড়ে পুটুলীধারী কবিরাজেরাও অন্তত মাসে ১০।১৫ টাকা রোজগার করিয়া থাকে। সুতরাং সে তুলনায় একজন পাশ করা ডাক্তারের মায় খোরাকি মাসিক বেতন ৮৲ টাকার কথা শুনিয়া প্রকৃতই আমাদিগকে চিন্তিত ও ভবিষ্যৎ ভাবিতে হইয়াছে। অথবা যেখানেই বৃদ্ধি,সেই খানেই হ্রাস এবং যেখানে হ্রাস, সেই খানেই বৃদ্ধি। ইহাই জগতের সাধারণ নিয়ম।

নিমকের চাকর বটে ;—জনরব কোন একজন সবজজ মহোদয় ডাক্তারী চিকিৎসার উন্নতি কল্পে রোক ৫০০০০৲ পঞ্চাশ হাজার টাকা দান করিয়াছেন! করিবারই ত কথা বটে! কেননা দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত মাসিক সহস্রাধিক মুদ্রা উপার্জ্জন করিয়া যাঁহাদের প্রসাদাৎ লম্বোদর হইয়াছেন, আজ তাঁহাদেরই প্রতি কৃতজ্ঞতা দেখান কাজটা নেহায়েৎ অন্যায় বলা যায় না। তবে দুঃখ ও ক্ষোভ এই যে, যে ভারতের জল আগুণে তাঁহার দেহের সৃষ্টি ও পুষ্টি সাধিত হইয়াছে, সেই হতভাগিনী ভারত মাতার দিকে একবার না তাকান কাজটা ভাল হইয়াছে কি? অথবা তৃণ লতা হইতে পর্ব্বত পর্য্যন্ত সকলেরই যখন অনুকুল স্রোতাভিমুখে ধাবিত হওয়াই স্বাভাবিক নিয়ম, তখন জজ বাহাদুরের আর অপরাধ কি? কেবল আমাদেরই ন্যায় জন কতক অজ্ঞান লোকই প্রতিকূল স্রোতে উঠিবার চেষ্টা করিতে গিয়া এখন প্রাণটা যায় যায় হইয়া উঠিয়াছে।

ভারতীয় দাতা মহাশয়েরা শুনুন ,—ইংলণ্ডের অন্তর্গত পেইসলি সহরের জনক্লার্ক নামক একজন সূতা ব্যবসায়ীর সূতা ভারতে অধিক কাটতি জন্য প্রচুর লাভ হইত বলিয়া তিনি মৃত্যুকালে খৃষ্টধর্ম্মপুস্তক ভারতীয় নানা ভাষায় অনুবাদিত করিবার জন্য প্রায় ৪০ লক্ষ টাকা দান করিয়া গিয়াছেন। আর আমাদের আধুনিক ভারতীয় কোন ব্যক্তি এরূপ ৪০ লক্ষ টাকার মালিক হইতে পারিলেই কিন্তু বাঁড়ী, গাড়ী, বাগান, বেশ্যা ও মদ্য ইত্যাদির মহাসমারোহেই শ্রাদ্ধ হইয়া থাকে।

—০—

জন্মভূমির প্রতি কৃতজ্ঞতা ;—সুবিখ্যাত ডাক্তার শ্রীযুক্ত জগদ্বন্ধু বসু মহাশয় তাঁহার জন্মভূমি দাঁড়িরহাট গ্রামে সাধারণের হিতার্থ একটী চিকিৎসালয় স্থাপনার্থ এককালীন ২৪ হাজার টাকা দান করিয়াছেন। অবশ্য এলোপ্যাথি-চিকিৎসারই উদ্দেশ্যে। আর আমরা কবিরাজকুল কিন্তু কেবলই লম্বা চৌড়া অট্টালিকা নির্ম্মাণের জন্যই নিরন্তর মহান্ ব্যতিব্যস্ত!

—০—

কবিরাজের উপর অভিযোগ ;—অনেক দিন পূর্ব্বে রাজসাহীর হিন্দুরঞ্জিকা সম্পাদক লিখিয়াছিলেন যে, "তত্রত্য খ্যাতনামা হারানচন্দ্র কবিরাজ মহাশয় কোন স্ত্রীলোকের মাথায় লোহা পড়াইয়া দাগ দেওয়াতে তাহার ভয়ানক যন্ত্রণা বৃদ্ধি হওয়াতে স্থানীয় মাজিষ্ট্রেট সাহেব নাকি কবিরাজ মহাশয়কে ফৌজদারী সোপর্দ্দ করিয়াছেন।" দুঃখের বিষয় সেই অবধি আমরা কবিরাজ মহাশয়ের সম্বন্ধে আর কোনই সংবাদ প্রাপ্ত হই নাই। স্থানীয় পত্রিকা হিন্দুরঞ্জিকা সম্পাদক চিন্তা দূর করিয়া দিলে সুখী হইব।

—০—

পাস্তর স্কুল ;—মধ্যে এই পাস্তর ব্যাপার লইয়া দিনকতক কলিকাতা সহরে বড়ই হুলস্থূল পড়িয়া গিয়াছিল, অনেক রাজা, মহারাজা, জমীদার ইহার সভ্যপদে নিযুক্ত হইয়া হৈ চৈ করিয়া ছিলেন, কিন্তু কৈ এখন আর ত এ সম্বন্ধে বিশেষ কোনও উচ্চবাচ্য শুনিতে পাই নাই। এই পাস্তর ব্যাপার সম্বন্ধে কিছু বলিবার ইচ্ছা আছে বলিয়াই এ কথা লিখিলাম।

ঘরের খবর আগে রাখুন ;—কলিকাতার সময় নামক সংবাদপত্র লিখিয়াছেন ;—বিলাতের "ভেজিটেরিয়ান্ নামক সংবাদপত্রে প্রকাশ, গো-দুগ্ধের পরিবর্ত্তে ছাগ দুগ্ধ ব্যবহার শ্রেয়ঃ। কারণ ছাগী দুগ্ধ অনেক পরিমাণে মনুষ্য দুগ্ধের সমান। আবার মনুষ্যের ন্যায় গরুদিগেরও যক্ষ্মা ও ক্ষয়-কাশ রোগ হইয়া থাকে, কিন্তু ছাগের এরূপ গঠন যে কখন উহার ঐ দুই রোগ হইতে পারে না। অনেক লোককে ঐ রোগগ্রস্ত গরুর দুগ্ধ পান করিয়া ঐ পীড়াগ্রস্ত হইতে দেখা গিয়াছে। আজ কাল বালক বালিকাদিগের যে প্রায়ই অস্থি অথবা গাট সকলের ক্ষয়রোগ জন্মিয়া থাকে, গো দুগ্ধ পান বোধ হয় উহার মুখ্য কারণ। এই কারণে আজকাল ইটালী, জর্ম্মাণী ও ফ্রান্সে গো দুগ্ধের পরিবর্ত্তে বহুল পরিমাণে ছাগী দুগ্ধ ব্যবহৃত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। আমাদের পাঠকেরা ভেজিটেরিয়ানের উপদেশ মত চলিয়া দেখিবেন"।

হিন্দুর আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র কিন্তু বহুশতাব্দী পূর্ব্বেই বলিয়া গিয়াছেন যে ;—

"অজানামল্পকায়ত্বাৎ কটুতিক্তাদি ভক্ষণাৎ।
স্তোকাম্বুপানাদ্ব্যায়ামাৎ সর্ব্বরোগাপহং পয়ঃ॥"

অর্থাৎ ছাগ জাতির শরীর অতি ক্ষুদ্র, সর্ব্বদা কটু ও তিক্তরস তৃণাদি ভক্ষণ ও অত্যল্প জল পান করে বিশেষতঃ অত্যন্ত ব্যায়ামশীল বলিয়া ইহাদের দুগ্ধ সর্ব্বরোগ নাশক। অতএব সময় সম্পাদক মহাশয় যদি ভারতবাসীকে ভেজিটেরিয়ানের মতে চলিতে না বলিয়া আর্য্য আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের মতেই চলিতে বলিতেন, তাহা হইলে আমরা অধিকতর সুখী হইতাম। বস্তুতঃ ছাগীদুগ্ধের ন্যায় উপকারী আর কোন দুগ্ধই নহে। কিন্তু সাবধান, কলিকাতার গৃহে আবদ্ধ ও ভূষি খোর ছাগীর দুগ্ধের প্রতি যেন কেহ উপরোক্ত গুণের আশা মাত্রও না করেন। কেননা কলিকাতার পিঞ্জরাবদ্ধ ছাগল গরুর দুগ্ধ মাত্রেই বিষবৎ পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য।

গুণে দোষারোপ ;—বিবি বেশান্তা বিলাতে গিয়া সংবাদপত্রে লিখিয়াছেন যে "আমি আধুনিক হিন্দুয়ানীর পক্ষপাতিনী নহি ; প্রাচীন হিন্দুধর্ম্মের—বৈদিকহিন্দুধর্ম্মেরই—অনুরাগিণী। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র—এই চারিটী জাতিই স্বীকার করি ; এখনকার নানারূপ জাতীয় বিভাগের অনুমোদন করি না।" দুঃখের বিষয় এই যে, বিবি বেশান্তার এই কথা লইয়া

আমাদের অকৃত্রিম হিন্দু সহোযোগীদিগের মধ্যে কেহ কেহ বিবিকে খুবই বিদ্রূপ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের জানা উচিত যে, কোন বুদ্ধিমান্ লোকেই আধুনিক হিন্দুয়ানীর পক্ষপাতী হইতে পারেন না। একটু সুবুদ্ধির আশ্রয়ে যাইতে হইলেই তাঁহাকে প্রাচীন ও বৈদিক হিন্দুধর্ম্মেরই সম্যক্ পক্ষপাতী হইতেই হইবে। আর যতদিন ভারতে সেই খাঁটী ব্রাহ্মণাদি চারিবর্ণের পুনরভ্যুদয় না হইবে, ততদিন যে, ভারত এইরূপ শ্মশানবৎই থাকিবে, ইহাতে কোনই সন্দেহ নাই।

ঈর্ষার কথা নয়, তবে প্রাণের কথা ,—সংবাদপত্রে প্রকাশ,—কোন হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার, রায় সূর্য্যমল্ল বাহাদুরের স্ত্রীর কঠিন পীড়ার শান্তি হওয়াতে উক্ত রায়বাহাদুর নাকি মহাসন্তুষ্ট হইয়া পটোলডাঙ্গার লেডি ডফরীণ হাঁসপাতালটী ক্রয় করিয়া সেখানে প্রচুর অর্থ ব্যয়ে একটী হোমিওপ্যাথিক হাঁসপাতাল প্রতিষ্ঠিত করিবেন এবং একজন হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার তাহার অধ্যক্ষ হইবেন।" এই কথা শুনিয়া আমাদের কোন সহযোগী আহ্লাদে আটখানা হইয়া লিখিয়াছেন যে, "সৎকার্য্য বলিয়া আজ্ কাল বঙ্গদেশে যাহা কিছু অনুষ্ঠিত হইতেছে, এটী তাহাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও উপকারী।" তা ত বটেই ; বৃদ্ধা মাতা অনাহারে কণ্ঠাগত প্রাণে অবস্থিতি করিতেছেন, নিঃস্বপিতার দিকে তাকায় এমন একজনও নাই, অসহায়া ভগিনীর চক্ষুজলে মৃত্তিকা ভাসিয়া যাইতেছে, এরূপ স্থলে পল্লীস্থ রামার মার দুঃখ ক্লেশ দেখিয়া ত প্রাণ ফাটিবারই কথা বটে ; এরূপ অবস্থায় সর্ব্বাগ্রে রামার মার অন্নবস্ত্রের সংস্থান না করিয়া দেওয়া ত প্রকৃতই মহান্ অধর্ম্মেরই কথা; কিন্তু কারে কি বলিয়া দোষের ভাগী হইব ? তবে প্রকৃত স্বদেশ-প্রেমিককেই বারবার বলিব সাজাও চিতা, জ্বালাও আগুণ, এস স্বদেশ প্রেমিক : এস, এস, সকলে মিলিয়া মিশিয়া জ্বলন্ত চিতানলে পড়িয়া এমরম জ্বালার শান্তি করি! অথবা—"স্বদেশ-জাতস্য জনস্য লোকে" ইত্যাদি।

প্রাপ্তিস্বীকার ও সমালোচনা।

আমরা পরম আহ্লাদের সহিত নিম্নলিখিত নূতন ও পুরাতন মাসিকপত্রিকা গুলির প্রাপ্তি স্বীকার করিতেছি। তন্মধ্যে নিতান্তই পুরাতন অথচ প্রসিদ্ধ নব্যভারত, সাহিত্য, ভারতী ও জন্মভূমি আদি পত্রিকার উল্লেখ এস্থলে নিষ্প্রয়োজন ; সুতরাং যে গুলি নিতান্তই নূতন কিংবা বয়সে কিঞ্চিৎ পুরাতন হইলেও মধ্যে বন্ধ থাকিয়া আবার নবীন উৎসাহে প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে, সেই গুলিরই উল্লেখ করিতেছি।

১। **পুরোহিত ;**—মাসিকপত্র ও সমালোচন। মহেন্দ্র নাথ বিদ্যানিধি সম্পাদিত, ২য় বৎসর। পুরোহিতের আকার প্রকার কাগজ ও ছাপা এবং প্রবন্ধ ও ভাষার প্রতি লক্ষ্য করিলে কাগজ খানি যে বেশ আন্তরিক যত্নের

সহিত সম্পাদিত হইতেছে, একথা মুক্তকণ্ঠেই স্বীকার করিতে হইবেক। তবে আমাদের সেই আর্য্য-কুল-গৌরব পুরোহিতের নাম ও পদমর্য্যাদানুসারে ইহার প্রবন্ধগুলি লিখিত হইতেছে কি না, সে বিষয় আমরা মাননীয় পুরোহিত-সম্পাদক মহাশয়কেই চিন্তা করিতে অনুরোধ করি। কেননা পুরুত মশাইয়ের পক্ষে অতটা থিয়েটরের দিকে না গিয়া বর্ত্তমান, বিকৃত দেশাচারের আলোচনার দিকেই অনেকটা দৃষ্টি থাকা প্রার্থনীয় নয় কি?

কল্প—মাসিকপত্র, বি, কে, মজুমদার প্রধান সম্পাদক এবং ডি, এন্, গোস্বামী সহকারী সম্পাদক। সনাতন আর্য্য-ধর্ম্ম-প্রচারই এ পত্রের মুখ্য উদ্দেশ্য। সুতরাং সম্পাদকদ্বয় অন্যান্য সুলেখকের সাহায্যে জন্মান্তর বাদ, জ্যোতিষ, বিজ্ঞান ও তত্ত্বজিজ্ঞাসা আদি লম্বা চৌড়া ও অতীব জটিল ও দুর্ব্বোধ প্রবন্ধের অবতারণা করিয়াছেন। তাঁহাদের উদ্দেশ্য সাধু হইলেও এ অসনাতন, অনার্য্য ও নীচাধম বর্ত্তমান সমাজে এ সকল তত্ত্বকথা যে কয়জন লোকে শুনিবে বা বুঝিবে, তাহা ত আমাদের ন্যায় ব্যক্তির বুদ্ধির অগম্য।

শিক্ষা-পরিচর;—শিক্ষাবিষয়ক মাসিকপত্র ও সমালোচন। শরচ্চন্দ্র চৌধুরী বি, এ সম্পাদক, রাজেন্দ্র নারায়ণ সেন কবিরত্ন তত্ত্বাবধায়ক। শিক্ষাবিষয়ক কথাবার্ত্তা লইয়াই এ পত্রের জীবন। বাজে কথাও যে নাই তাহা নহে। থাকিলেও ইহার কোন কোন প্রবন্ধ পাঠ করিয়া আমরা সন্তুষ্ট হইয়াছি।

তৃপ্তি;—মাসিকপত্রিকা ও সমালোচনা। সম্পাদকের নাম প্রকাশ নাই। তৃপ্তি শব্দের সাধারণ অর্থ;—সন্তোষ বা তৃষ্ণার নিবৃত্তি। সুতরাং পত্রিকাখানির নামের অর্থানুযায়ী সম্পাদক মহাশয়ের উদ্দেশ্য সম্যক্ প্রকটিত হইয়াছে। অর্থাৎ এ অতৃপ্তি বা অসন্তোষের আবাস ভূমি বর্ত্তমান ভারতে আমাদের ন্যায় অতৃপ্ত বা নিরন্তর অসন্তুষ্ট ব্যক্তিগণ যাহাতে তৃপ্ত বা সন্তুষ্ট থাকিতে পারে, বোধ হয় সম্পাদকের তাহাই প্রধান উদ্দেশ্য। অতএব যদি তাহাই ঠিক্ উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে সম্পাদক নিজ পত্রিকায় সে বিষয়ে কতদূর লক্ষ্য করিয়াছেন, তাহা তিনিই বিবেচনা করিবেন। আমাদের কিন্তু বিশ্বাস, যে অনেক শাস্ত্র, অনেক জ্ঞান ও অনেক বহুদর্শিতা আদি লইয়া ঘর-কান্না করিলেই তবে সে উদ্দেশ্য সম্যক্ সাধিত হইতে পারে।

হিন্দু-পত্রিকা;—হিন্দু-ধর্ম্ম-বিষয়ক মাসিকপত্রিকা। লাহোর ট্রাইবিউনের ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক ও যশোহরের বর্ত্তমান বিখ্যাত উকিল শ্রীযদু নাথ মজুমদার এম, এ, বি, এল্ কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও যশোহর হইতে তৎকর্ত্তৃক প্রকাশিত। এ খানিও সনাতন হিন্দু-ধর্ম্মের প্রচারার্থে প্রকাশিত। কিন্তু এ বর্ত্তমান অনার্য্য-সম্প্রদায়ের মধ্যে এ শ্রেণীর পত্রিকাদির প্রচার করিতে যাওয়া যে কিরূপ বিড়ম্বনার বিষয়, তাহা আমরা উপরেই কল্প পত্রিকার সমালোচনার স্থলে কিঞ্চিৎ বলিয়াছি। কিন্তু তাহা হইলেও হিন্দু-পত্রিকা সম্পাদক আত্ম-বুদ্ধি ও বিদ্যার আশ্রয়ে না গিয়া সেই জগন্মান্য আর্য্য-ঋষিগণের উপদেশের

আশ্রয়ে থাকিয়া যেরূপ যোগ্যতার সহিত সেই সনাতন মূল ঋষি-বাক্যাবলীর সংস্কৃত ও বাঙ্গালা ব্যাখ্যার সহিত প্রচারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাহাতে ধৈর্য্য থাকিলে কালে হিন্দু-পত্রিকা খানি সমগ্র হিন্দু সমাজের চিত্তাকর্ষণ করিতে পারিবে বলিয়াই আশা করিতে পারি।

সৎসঙ্গ;—মাসিকপত্র ও সমালোচন, শ্রীসাতকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও বহরমপুর হইতে প্রকাশিত। "সৎসঙ্গ" এই শব্দটীই সাধারণতঃ বড়ই ভক্তিরসময় ও মধুর, সুতরাং নামেই এই পত্রের মাহাত্ম্য প্রকাশ পাইতেছে। আহ্লাদের বিষয় এই যে, সম্পাদক মহাশয়ও সৎসঙ্গের নাম-মাহাত্ম্য বজায় রাখিতে যত্নের কোনই ত্রুটী করিতেছেন না। "বাঙ্গালীর অবনতি" শীর্ষক দুই একটা প্রবন্ধ পাঠ করিয়া আমরা যারপরনাই অহ্লাদিত হইয়াছি। প্রবন্ধ লেখকের লিখিবার শক্তি ও দূরদর্শিতা আদি প্রকৃত জ্ঞানের প্রকৃত পরিচয়ই প্রদত্ত হইয়াছে।

চিকিৎসা-তত্ত্ববিজ্ঞান এবং সমীরণ;—মাসিকপত্র ও সমালোচন। শ্রীদ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সম্পাদিত এবং নামজাদা কবিরাজ শ্রীযুক্ত বিনোদলাল সেনগুপ্ত মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান্ আশুতোষ সেন কর্ত্তৃক প্রকাশিত। দ্বিবিধ নামে অভিহিত এই পত্র নামানুসারে পরিচালিত হইলেও প্রথম নাম চিকিৎসাতত্ত্ব-বিজ্ঞানের সার্থকতা কিন্তু ইহাতে খুব কমই থাকিতেছে। নিতান্তই যেন নামটী বজায় রাখিবার জন্যই পত্রের শেষভাগে প্রাচীন আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থ হইতে কতকগুলি শ্লোক বঙ্গানুবাদ সহ উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া হইতেছে। সুতরাং এরূপ দুই নৌকায় দুই পা দিয়া চলা সঙ্গত কিনা, তাহা শ্রীমান্ প্রকাশক বাবু আমাদের উপর দুঃখ বা রাগ না করিয়া একটু ধীর ভাবেই বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। কেননা গত কয়েক বৎসর হইতে দুই নৌকায় পা দিয়া চলিতে গিয়া আজ্ আমরা অকূলসমুদ্রে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতেছি বলিয়াই এস্থলে একথা বলিলাম। সুতরাং প্রকাশকের পক্ষে আপাততঃ এ সকল কথা অতৃপ্তিকর হইলেও ভবিষ্যতে কিন্তু তৃপ্তিকর হইবে বলিয়াই আমরা দৃঢ় বিশ্বাস করিতে পারি।

চিকিৎসক বা পদ্য আয়ুর্ব্বেদ;—চিকিৎসা-বিষয়ক মাসিকপত্র। নেটিভ ডাক্তার শ্রীবিনোদবিহারি রায় কবিরাজ কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও তালন্দ, রাজসাহী হইতে প্রকাশিত। কবিরাজ বা ডাক্তার মহাশয় প্রথমে কেবল "চিকিৎসক" নাম দিয়া এই মাসিকপত্রের সৃষ্টি করেন। সেই অবস্থায় এক বৎসর চলে, কিন্তু কি কারণে বন্ধ হইয়া যায়। পরে এবার ২য় বৎসরে পদ্য-আয়ুর্ব্বেদ নাম যোগ করিয়া আয়ুর্ব্বেদীয় সকল কথাই সহজ পদ্যে প্রকাশিত হইতেছে। সেই বায়ু, পিত্ত, কফ; সেই পিত্তজ্বর, কফজ্বর, সেই গুড়ুচ্যাদি পাঁচন সমস্তই সেই আয়ুর্ব্বেদীয় কথাই কেবল পদ্যে প্রকাশিত হইতেছে। সুতরাং এস্থলে কেবল মাত্র পদ্যের গুণপণা ভিন্ন আর কিছুই আমাদের বলিবার নাই। কিন্তু ডাক্তার হইয়া তিনি যে কবিরাজীর

প্রতি এত অনুরক্ত, এজন্য আমরা প্রকৃতই সুখী হইয়াছি। বারান্তরে পদ্য উদ্ধৃত করিয়া পাঠকগণকে উপহার দিব।

লক্ষ্মী ও সরস্বতী ;—অভিনব মাসিক পত্রিকা। চন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী কর্ত্তৃক সম্পাদিত। বাজার যেরূপ পড়িয়াছে, তাহাতে পুরাতনের আদর আদৌ নাই বলিলেই চলে। গ্রাহকও যেমন নূতন চায়, দোকানদারও তেমনি যত পুরাতন জিনিষই নূতন আকারে গ্রাহকের নিকট উপস্থিত করে। ইহাই হইল এখনকার সমাজ-নীতি। কিন্তু আহ্লাদের বিষয় এই যে, লক্ষ্মী সরস্বতীর বরপুত্র শ্রীযুক্ত রায় চৌধুরী মহাশয়ের এ অভিনব পত্রিকায় প্রকৃতই কতকটা নূতনত্ব প্রকাশ পাইয়াছে। পত্রিকার প্রবন্ধ ও ভাষা ইত্যাদি সমস্তই যেন সত্য সত্যই কেমন নূতন নূতন বলিয়া বোধ হয়। পাঠকগণের পক্ষে একবার পড়িয়া দেখা ভিন্ন সে নূতনত্বের আভাস আমরা দিই, এমন ক্ষমতা নাই।

কলিকাতা ইউনিভার্সিটী ম্যাগাজিন ;—এখানি ইংরাজী ভাষায় মাসিক পত্রিকা। সুতরাং মাদৃশ ইংরাজী অনভিজ্ঞ বটীকা বৃত্তিধারী ব্যক্তির পক্ষে এ পত্রিকাসম্বন্ধে কোন কথা লিখিতে যাওয়া ধৃষ্টতামাত্র। তবে অধ্যক্ষেরা আদর করিয়া পাঠাইয়াছেন, সুতরাং আহ্লাদের সহিত প্রাপ্তি স্বীকার করিলাম।

ভক্তচরিতামৃত—শ্রীঅঘোর নাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। মূল্য ॥৵০ দশ আনা। পুস্তকখানি পড়িয়া প্রীত হইয়াছি। শ্রীমৎ রূপ সনাতন ও জীব গোস্বামীর জীবনী সুললিত ভাষায় লিখিত। অধিকন্তু বৈষ্ণব-তত্ত্বের সার কথাও ইহাতে বিবৃত হইয়াছে। পুস্তকসকলেরই পড়া উচিত।

মূল্যপ্রাপ্তি।

H. H. মহারাজা গিরিজা নাথ রায় বাহাদুর	দিনাজপুর ...	৩৷৵০
রাজা শশিশেখরেশ্বর রায় বাহাদুর	তাহিরপুর, রাজসাহী ...	৩৷৵০
বাবু সারদাপ্রসাদ ঘোষ জমীদার,	শ্যামবাজার, কলিকাতা ...	৩৲
„ নবীনচন্দ্র দাস ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্	উড়িষ্যা ...	৩৷৵০
„ কেদার নাথ মজুমদার সুপারিণ্টেডেণ্ট P. W. D.	কুচবেহার	৩৷৵০
„ ভুবনমোহন দত্ত ...	বরাহনগর ...	৩৷৵০
„ গৌরমোহন নন্দী	জামগ্রাম, বর্দ্ধমান ...	২৷৵০
„ নবকৃষ্ণ কবিরাজ ...	রামপুর বোয়ালিয়া ...	২৷৵০
„ সখিচাঁদ রাম ...	কর্ম্মন্‌টোলা, আরা ...	২৷৵০
„ শরচ্চন্দ্র সামন্ত ...	রায়না বর্দ্ধমান ...	২৷৵০
„ শশীভূষণ সরকার ডাক্তার	কেলমাল, তমলুক ...	২৷৵০
„ বিশ্বেশ্বর রায় ডাক্তার	মাচামপুর, কাছাড় ...	২৷৵০
„ গঙ্গাদাস বসু	লোয়ার সারকিউলার রোড, কলিকাতা	২৲

ক্রমশঃ—

দেশীয়-স্বাস্থ্যবিজ্ঞানে
রূপ ও যৌবন।

মনুষ্যমাত্রেই যে রূপ ও যৌবনের আকাঙ্ক্ষী, ইহা বুঝাইয়া দিতে হইবে না। ধন, মান ও যশপ্রভৃতির ন্যায় রূপ ও যৌবন সকলেই প্রার্থনা করে। আমার উত্তম রূপ হউক, আমার যৌবন চিরস্থায়ী হউক, ইত্যাদি প্রার্থনা জীবের অন্তরে নিয়তই প্রবহমান রহিয়াছে। আমি রূপবান্, ধনবান্ ও স্থির-অঙ্গসম্পন্ন হইয়া চিরদিন কর্ম্মক্ষেত্রে বিচরণ করি, পৃথিবীস্থ সকলেই এই কামনা করে। রূপবান্ ও যৌবনসম্পন্ন পুরুষ যে সকলেরই প্রিয় এবং কুৎসিৎ কদাকার ও জরাগ্রস্ত ব্যক্তির প্রতি যে কেহই আকৃষ্ট হয় না—ইহা চিন্তা করিয়া বুঝিতে হয় না। যখন ইন্দ্রিয় সকল পূর্ণমাত্রায় বিরাজ করে, যখন মনের বৃত্তিগুলিন সতেজভাবে উৎসাহের সহিত বিদ্যমান থাকে, যখন দেহের অঙ্গগুলি সৌষ্ঠবসম্পন্ন—তখন জগৎ কি রমণীয় বোধ হয়। তখনই আমরা দিব্যচক্ষে এই জগৎকে দর্শন করিয়া থাকি। জগতীস্থ সমুদয় পদার্থ তখন আমাদিগের নিকট অমৃতের ন্যায় বোধ হয়। তখনই আমরা যথার্থই জগতের দিব্যভাব উপলব্ধি করিয়া থাকি। যৌবনের আশা, উদ্যম, তেজ ও উৎসাহ দেখিলে মনে হয়, যে, এই পৃথিবীতে রোগ, শোক, নিরাশা, দুশ্চিন্তা, জরা, ব্যাধি যেন কিছুই নাই। এই পৃথিবী যেন অপার আনন্দের স্থান। এই কারণে যৌবনভাবকে স্বর্গীয়ভাব বলে। যৌবনভাবই জীবের জীবন্তভাব।

পরন্তু এই যৌবনভাব কিসে স্থায়ী হয়, কিসে আমরা স্থির অঙ্গপ্রত্যঙ্গ-বিশিষ্ট থাকিয়া জীবনব্রত উদ্‌যাপন করিতে পারি, কিসে আজীবন আমরা আশা, উৎসাহে, আনন্দে ও উদ্যমে জীবন অতিবাহিত করিতে পারি, তাহা এক্ষণকার লোকে বুঝে না অথবা বুঝিয়াও তদনুরূপ অনুষ্ঠান করে না। প্রাচীনকালের লোকেরা সুস্থ শরীরে সতেজ অন্তঃকরণে জীবনযাপন করিতেন। তাঁহারা দীর্ঘজীবী ছিলেন—অন্তিমকাল পর্য্যন্তও তাঁহাদের দন্তসকল সক্ষম থাকিত, তাঁহাদের চক্ষুর জ্যোতিঃ একভাবেই চিরদিন থাকিত, কেশের পক্কতা হইতে না—বার্দ্ধক্যেও তাঁহাদের ভোজনশক্তি বা রতিশক্তির হ্রাস হইত না। তাঁহাদের শরীরের বল অক্ষুণ্ণ থাকিত, তাঁহারা চিরযৌবনসম্পন্ন

হইয়া জীবনযাপন করিতেন। আর এক্ষণকার ভাব দেখ, এক্ষণে ত্রিশবৎসর অতীত হইতে না হইতেই লোকের কেশের পক্কতা, চর্ম্মের লোলতা, দৃষ্টির হীনতা, দন্তের শিথিলতা প্রভৃতি অকাল বার্দ্ধক্য উপস্থিত হইয়া থাকে। এক্ষণকার সমাজ এত অকাল বার্দ্ধক্যে উপনীত হইয়াছে—আনন্দ, উৎসাহ, আশা, উদ্যম প্রভৃতি সমাজ হইতে এরূপভাবে একেবারে তিরোহিত হইয়াছে, এক্ষণকার লোকে এত দুশ্চিন্তাগ্রস্ত, যে তাহাদের কোটরগত চক্ষু, কুঞ্চিত ভ্রূদ্বয়, অস্থিকঙ্কালাবশিষ্ট দেহ, দন্তহীন-বদন, চলৎশক্তিরাহিত্য, ভোজনারতিত্ব প্রভৃতি দেখিলে আর মনে হয় না যে, আমাদের দেশে আর যৌবন বলিয়া কোন পদার্থ আছে। এক্ষণে সেই জীবন্তভাব এদেশ হইতে প্রস্থান করিয়াছে। কুড়ি বৎসর বয়স হইতে না হইতে এক্ষণকার যুবা চক্ষের ত্রুটি আবরণের জন্য চস্‌মা ধারণ করিলেন, দন্তের শিথিলতা নিবারণ জন্য দন্তমার্জ্জন ব্যবহার করিতে লাগিলেন—পুরুষত্ব হানি নিবারণ জন্য ধাতুদৌর্ব্বল্যের ঔষধ সেবন করিতে লাগিলেন। অতএব প্রকৃতির পরম আশীর্ব্বাদস্বরূপ যৌবনভোগ যে এক্ষণকার লোকের ভাগ্যে প্রায়ই ঘটে না, তাহা কে না স্বীকার করিবেন? প্রকৃতিস্থ থাকিলে, প্রকৃতির নিয়মানুসারে চলিলে যে চিরযৌবন ভোগ করা যায়, তাহা এক প্রকার সুনিশ্চিত। প্রকৃতির নিয়মানুসারে চলাই স্বাস্থ্যরক্ষা। বৃক্ষলতা, পশুপক্ষী, কীট পতঙ্গ প্রভৃতি সকলেই যাহারা প্রকৃতির ক্রোড়ে লালিত পালিত হইতেছে, দেখ তাহারা চিরযৌবনসম্পন্ন কি না। তাহাদের মধ্যে রোগ, শোক, জরা, বার্দ্ধক্য অতি অল্পই আছে। তাহাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বিকলতা নাই, শিথিলভাব নাই, তাহাদের দেহের রূপ আছে—আকর্ষণীশক্তি আছে, তাহাদিগকে দেখিলে চিত্তে আনন্দের সঞ্চার হয়, আশার সঞ্চার হয়। তাহারা প্রকৃতির নিয়মানুসারে চলিতেছে, প্রকৃতির নিয়মানুসারে পান ভোজন ও মৈথুনাদি নির্ব্বাহ করিতেছে—দেহে রোগ নাই, তাহারা যথাকালে জন্মগ্রহণ করিয়া স্বচ্ছন্দভাবে জীবন যাপন করিয়া যথাসময়ে কালগ্রাসে পতিত হয়। ঐ যে চিত্রবিচিত্র নধর পক্ষীসকল বিচরণ করিতেছে, দেখ, উহাদের দেহে একটী ব্রণ নাই—উহাদের চক্ষু কোটরগত নয়, উহাদের দেহের আকর্ষণ এরূপ যে দুদণ্ডকাল উহাদের পানে তাকাইয়া থাকিতে আনন্দ বোধ হয়। উহারা সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই কেমন আনন্দে কোলাহল করিয়া জাগ্রত হয়। আর সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ যে মানব জাতি, তাহার প্রতি

একবার নিরীক্ষণ কর, দেখ, তাহার গাত্রে কত ব্রণ, দেহে কত রোগ, তাহার মন দুশ্চিন্তায় পরিপূর্ণ। সে ঐ পক্ষীগণের ন্যায় আনন্দে জাগ্রত হয় না—পরন্তু কত যে দুশ্চিন্তাকে সঙ্গে লইয়া সে শয্যা হইতে অনিদ্রভাবে জাগ্রত হইতেছে—তাহা বলা যায় না। সত্যসত্যই সকল জীবের শ্রেষ্ঠ যে মনুষ্য জীবন, তাহা অপেক্ষা পশুপক্ষীর জীবন কি ঈশ্বর এত আনন্দময় করিয়াছেন? না, তাহা নহে। মনুষ্য আপনার পাপে আপনি পশুপক্ষী অপেক্ষাও নীচ হইয়াছে—রুগ্ন হইয়াছে এবং যৌবন ও রূপবিহীন হইয়াছে। সে প্রকৃতি মর্য্যাদা উল্লঙ্ঘন করিয়া—আপনার স্বাস্থ্যমর্য্যাদা লঙ্ঘন করিয়া জীবন, রূপ ও যৌবন সকলই হারাইয়াছে।

ব্রহ্মচর্য্য ধারণ করা—অযথা অত্যধিক শুক্রচালন না করা—পরদার সেবা না করা—রূপ ও যৌবন রক্ষার মূলসূত্র। শুক্রই ব্রহ্ম, শুক্রই জীবন এবং শুক্রই অমৃত, ইহা ঋষিরা বলিয়াছেন। যে ব্যক্তি আজীবন শুক্রকে ধারণ করিয়াছেন, অথবা অযথা বা অত্যধিক মাত্রায় শুক্রচালন না করিয়াছেন, তিনিই জীবন্তভাবে ও যুবকভাবে জীবনযাপন করিতে সমর্থ হইয়াছেন। যথায় অযথা শুক্রস্খলন; দেখিবে, সেই দেহ সৌষ্ঠব-সম্পন্ন নয়, উহা কুৎসিৎ ও কদাকার। সেই ব্যক্তির স্বর কর্কশ, তাহার চক্ষের জ্যোতিঃ নাই—কেশের চিক্কণতা নাই এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অস্থির; আর যথায় শুক্র পূর্ণমাত্রায় বিরাজ করে, সেই দেহ সৌষ্ঠবসম্পন্ন; সেই দেহের হস্তপদ ও অবয়ব সকল সুঠাম ও গোলাকৃতি, সেই ব্যক্তি হইতে যে স্বর উত্থিত হয়, তাহা পরম শ্রুতিমধুর, সেই দেহের চক্ষু হইতে যে কেবল জ্যোতিঃ নির্গত হয় তাহা নহে। পরন্তু শুক্রবান্ পুরুষের দেহের প্রত্যেক রোমকূপ হইতে জ্যোতিঃ নির্গত হইতে থাকে। শুক্রবান্ দেহ এত রূপবিশিষ্ট হয়, উহার আকর্ষণশক্তি এতই অধিক যে, তাহাকে দেখিবামাত্র তাহাকে ভালবাসিতে ইচ্ছা হয়, সে যাহা বলে তাহা শুনিতে ইচ্ছা হয়, এমন কি, তাহার হাস্যেও মধুরিমা লক্ষিত হইয়া থাকে। আমরা যে যৌবনকালকে এত সুখকর কাল বলিয়া থাকি, যৌবনকালে যে দেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পূর্ণমাত্রায় বিকসিত হয়, বুদ্ধিবৃত্তি ও মানসিক শক্তি সকল যে বিশেষ স্ফূর্ত্তিলাভ করে, যৌবনসম্পন্ন হইলে অতি কুৎসিত পুরুষও যে শ্রীমান্ ও রূপবান্ হয়, তাহারও কারণ শুক্রধাতু। শুক্রধাতু যৌবনকালে দেহে পূর্ণমাত্রায় বিরাজ করে বলিয়া যুবক যুবতীকে

দেখিতে রমণীয় বোধ হয়; তাহাদের চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতি দেহের অঙ্গসকল সবল ও তেজস্ক থাকে, তাহাদের বুদ্ধি, আশা, উৎসাহ, স্মৃতিশক্তি, প্রভৃতি মানসিক বৃত্তি সকলের বিস্ফূরণ হয়। ইহা দেখিয়া সহজেই প্রতীয়মান হইবেক, যে শুক্রই জীবন, যৌবন, রূপ, বল, বুদ্ধি, আশা ভরসা প্রভৃতির মূল কারণ। ঋষিগণ সেই জন্যই তারস্বরে গাহিয়া গিয়াছেনঃ—

"শুক্রং তস্মাদ্ বিশেষেণ রক্ষ্যমারোগ্যমিচ্ছতা।"

অর্থাৎ আরোগ্যেচ্ছুক ব্যক্তি সর্ব্বপ্রযত্নেই শুক্রধাতুকে রক্ষা করিয়া চলিবেন। শুক্রই যে জীবন ইহা কেনা স্বীকার করিবেন? যখন একজনের শুক্রে আর একজনের জীবন, বল, বুদ্ধি প্রভৃতি সঞ্চারিত হইতেছে—একজনের শুক্রে আর একজন জীবন লাভ করিতেছে, তখন অত বিজ্ঞানের প্রয়োজন নাই। সহজ জ্ঞানেই আমরা শুক্রকে রূপ, যৌবন, ধর্ম্ম, কর্ম্ম, প্রভৃতি সকলেরই মূল কারণ বলিয়া বুঝিতে পারি।

পরন্তু এক্ষণকার প্রায় সকল লোকেই চিরজীবনের সম্বলস্বরূপ, বল, বুদ্ধি, রূপ, যৌবন, প্রাণ প্রভৃতির কারণ স্বরূপ, এই শুক্রকে তাচ্ছিল্য করাতে এই বিষম দশায় উপস্থিত হইয়াছে। আপনারাও জগতে পশু পক্ষী অপেক্ষা তুচ্ছীকৃত হইতেছে। ঈশ্বরের বিধানে পশু পক্ষী প্রভৃতি যেমন আনন্দে, নীরোগে, রূপযৌবন লাভে জীবন যাপন করিতেছে, একমাত্র শুক্রকে অগ্রাহ্য করাতে আমরা সেই আনন্দ প্রভৃতি কিছুই উপভোগ করিতে পারি না। লোকের কেশের চিক্কণতা, দন্তের স্থিরতা, চক্ষের জোতিঃ, শরীরের রূপ, দেহে যৌবন কিসে অবস্থান করিবে? শুক্রধাতু সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্মের ন্যায় দেহব্যাপী থাকিয়া চক্ষের জ্যোতিঃ বিধান করে, দন্তের স্থিরতা সম্পাদন করে, কেশের চিক্কণতা বিধান করে; কিন্তু প্রথম উদ্গম হইতেই যাহারা দেহ হইতে শুক্রকে ত্যাগ করিতে অভ্যাস করিয়াছে, তাহাদিগের দেহে চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতি অঙ্গ সকল কিপ্রকারে অক্ষুণ্ণ থাকিবে? একারণ ঋষিগণ শুক্রকে ব্রহ্ম বলিয়াছিলেন। ব্রহ্ম যেমন সমুদায় জগৎকে রক্ষণ ও পোষণ করিতেছেন, শুক্রই তদ্রূপ এই দেহব্যাপী থাকিয়া আমাদিগের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সকল ধারণ ও পোষণ করিয়া জীবনরক্ষা করিতেছেন। ব্রহ্মচর্য্য অপেক্ষা যে ব্রত নাই, দীর্ঘকাল শুক্র ধারণ রূপ ব্রহ্মচর্য্য হইতেই যে ধর্ম্মার্থ কাম মোক্ষ চতুর্থবর্গ লাভ করা যায়, ইহা অপেক্ষা নিশ্চিত কথা আর নাই।

সে যাহা হউক, একেই অন্নাভাব জন্য দুশ্চিন্তায় শরীর জরজর এবং তজ্জন্য প্রত্যেক ব্যক্তিরই দেহে প্রচুর শুক্রের নিতান্তই অভাব, এরূপস্থলে সেই মূল কারণের অভাব ও দুশ্চিন্তার শান্তি এবং দেহকে প্রচুর শুক্রশালী না করিয়া লইয়া প্রত্যেকেরই অযথা শুক্রত্যাগে যে দেহে রূপ ও যৌবন কোন মতেই তিষ্ঠিতে পারে না, ইহা সম্পূর্ণ সত্য কথা। রূপ ও যৌবন সম্বন্ধে আমাদের আরও বিস্তর কথা বলিবার আছে। ক্রমশঃ—

সম্পাদক।

দেশীয় স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানে
প্রাণের পর চাই ধন।

প্রাণের ইচ্ছা যেমন বলবতী, এমন আর কোন ইচ্ছা নহে। একারণ ঋষি যথার্থই বলিয়াছেন যে, প্রাণৈষণা সকল এষণা—ইচ্ছা বা চেষ্টার মূল। প্রাণৈষণাকে এষণা বা ইচ্ছার মধ্যে সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বপ্রধান বলিয়া ঋষি তৎপরে ধনৈষণার কথা উল্লেখ করিলেন। প্রাণ যেমন জীবের প্রিয়তম পদার্থ এমন আর কিছুই নয়। সুতরাং প্রাণৈষণা প্রথম কল্প এবং যে যে পদার্থ দ্বারা মনুষ্য এই প্রাণ ধারণ করিতে পারে, সেই পদার্থ লাভ করা তাহার দ্বিতীয় কল্প। সংসারে যে যে পদার্থ আমাদের জীবনধারণের অনুকূল, সেই সমুদয়কে শাস্ত্রে ধন বলিয়া গিয়াছেন। ঋষি বলিয়াছেন;—উপকরণ-হীনের দীর্ঘায়ু লাভের সম্ভব নাই, এমন কি, তাহার মুখ দেখিলেও পাপী হইতে হয়। উপকরণ-হীন দরিদ্রের প্রাণের আশা কম, সুতরাং উপকরণ লাভ বা ধনলাভের চেষ্টা করা প্রাণৈষণার পরেই গণ্য হইয়াছে। সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্র, বায়ু, বৃষ্টি, শীত, গ্রীষ্ম, বিদ্যুৎ, বজ্রাঘাত, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, জল, স্থল, ব্যোম, সকলেই যেন মানব জীবনের উপর ষড়যন্ত্র করিয়া আছে—সকলেরই বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া তবে মানব প্রাণধারণ করিতে সক্ষম। সূর্য্যদেব প্রখর-কিরণ দানে জীবন সংহারে উদ্যত; বায়ু প্রবলবেগে বহিলেই প্রাণবায়ু বহির্গত হইবে। আকাশ বজ্রনাদে প্রাণের উপর আক্রোশ করিতেছেন, মেঘমণ্ডলী জলধারা বর্ষণে জীবের প্রাণ গ্রহণে সমুৎসুক। বিষধরগণ মানবের প্রাণহরণ করিবার জন্য ইতস্ততঃ

তাহাকে অন্বেষণ করিতেছে; তুচ্ছ কীট পতঙ্গও যেন মানবজীবনের উপর আস্ফালন প্রকাশ করতঃ স্ব স্ব মুখব্যাদান করিতেছে, সমুদায় জগতই যেন মানবপ্রাণের হন্তারক হইয়া অবস্থান করিতেছে। যদি মনুষ্য এই সমুদায়ের সহিত সংগ্রাম করিতে না পারেন—যদি একমুহূর্ত্তের জন্যও তিনি পদস্খলিত হন, তবে তাঁহার প্রাণের আশা অতি কম, তিনি কোন মতেই জীবধারণে সক্ষম নহে। প্রবল প্রাণের ইচ্ছা থাকাতেই মনুষ্য এ সংগ্রামে কৃতকার্য্য হইয়া জীবধারণ করিতে সক্ষম হইয়াছে। বায়ু বৃষ্টি রৌদ্র হইতে প্রাণ রক্ষা করিবার জন্য তাহার গৃহ চাই—শীত গ্রীষ্ম হইতে প্রাণ রক্ষার জন্য তাঁহার বস্ত্র চাই—পশু পক্ষীর আক্রমণ হইতে জীবন রক্ষা করিবার জন্য তাহার শস্ত্র চাই—অগ্নি চাই—আলোক চাই—ক্ষুধার আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার জন্য তাহার আহার্য্য দ্রব্য সংগ্রহ চাই—রোগ হইতে পরিত্রাণের জন্য তাহার ঔষধ চাই—মনুষ্যের যে কি না চাই, তাহা বলা যায় না। এমন অসহায় জীব করিয়া ঈশ্বর মনুষ্যকে সৃষ্টি করিয়াছেন, যে বোধ হয় জগতে কাহাকেও তিনি এত অসহায় করেন নাই। পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ সকলের আহার্য্য তিনি প্রচুরপরিমাণে মাঠে-ঘাটে ছড়াইয়া রাখিয়াছেন—তাহাদের আবরণ বস্ত্র জন্মকালীনই তাহারা স্রষ্টার নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছে। তাহাদের আবাসগৃহ নির্ম্মাণ করিতে হয় নাই—তাহাদের শোক নাই—কিন্তু মনুষ্যের কত আপদ্, কত বিপদ্, কত অভাব, কত অনাটন। এক আহারের জন্য তাহার কত না আয়োজন করিতে হয়—কত না চেষ্টা করিতে হয়। কত কষ্টে ধান্য-রোপণ, ধান্যচ্ছেদন, তণ্ডুল প্রস্তুতকরণ, রন্ধনস্থালী, মস্‌লা, তৈল, হরিদ্রা, লবণ, মরিচ, শাক, পাত—দেখ এক আবশ্যকীয় আহারের জন্যই মনুষ্যকে কত সহস্র সহস্র আয়োজন করিতে হয় তাহা বলা যায় না। এই সকল আয়োজন না করিলে মনুষ্য দেহধারণ করিতে পারে না। মনুষ্যের রোগের জন্য কত প্রকারের ঔষধ চাই তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। আহার, বিহার প্রভৃতি স্বচ্ছন্দমত করিতে না পারিলে জীবনধারণ বা স্বাস্থ্য রক্ষা হয় না—আবার এই সকল স্বচ্ছন্দমত করিতে গেলে ধনের প্রয়োজন। একারণ ঋষি যথার্থই বলিয়াছেন যে, যেমন প্রাণের ইচ্ছা বলবতী—সেইরূপ প্রাণধারণোপযোগী ধনের ইচ্ছাও জীবের বলবতী হওয়া স্বাভাবিক এবং প্রাণ ও প্রাণের অনুকূল ধন

এই দুই যথেষ্ট ভাবে থাকিলে সুস্থ হইয়া মনুষ্য পরলোক বা ধর্ম্মের চর্চ্চা করিতে পারে। ধন না থাকিলে প্রাণ লাভ করা যায় না। একারণ মনুষ্যমাত্রেই এই কর্ম্মভূমিতে কেবল ধন সংগ্রহের জন্য লালায়িত হইয়া বেড়াইতেছে। মনুষ্যের অহোরাত্রের কর্ম্ম চেষ্টা দেখ, সে কেবল ধন উপার্জ্জনের জন্যই ব্যস্ত রহিয়াছে। কারণ প্রিয়তম প্রাণ, ধন ব্যতীত মুহূর্ত্তকালও দেহে অবস্থান করিতে পারে না। যদি সুস্থ অবস্থায় রহিলাম, তবে আহার চাই, শয্যা চাই, বস্ত্র চাই—যদি রোগে পড়িলাম, তবে ঔষধ চাই—চিকিৎসক চাই ইত্যাদি। স্থূল কথা, ধনহীনের পক্ষে প্রাণ বা ধর্ম্মের কথা? যে বিড়ম্বনামাত্র, ইহা আমরা ইতিপূর্ব্বে বিশদরূপেই বুঝাইয়াছি। তন্ন তন্নরূপেই দেখাইয়াছি যে, প্রাণচিন্তা বা প্রাণরক্ষার সঙ্গে সঙ্গেই ধনচিন্তা সর্ব্বতোভাবেই আবশ্যক। কেন না ধন না হইলে প্রাণ কোনমতেই তিষ্ঠিতে পারে না।

এই ধন কিপ্রকারে সহজে আসিতে পারে, তাহারও আভাস দিয়াছি। কৃষি ও বাণিজ্যাদি চতুর্ব্বিধ শ্রেষ্ঠ ধনোপার্জ্জন পন্থার মধ্যে কৃষি ও বাণিজ্য জন্য ধনোপার্জ্জনের কথা বলিয়াছি। সুতরাং অতঃপরঃ পশ্বাদির পালন ও দাসত্বজন্য ধনোপার্জ্জনের কথা বলিয়া পাঠকবর্গের তৃপ্তিসম্পাদনে চেষ্টা করিব।

ক্রমশঃ—
সম্পাদক।

দেশীয় চ্যবনপ্রাশ ও বিলাতী কড্‌লিভার।

দোষ কাহার?

কবিরাজের, দেশের লোকের, না বিলাতী কড্‌লিভারের?

পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩৩৫ পৃষ্ঠার পর।

স্বর্গীয় অমৃত সদৃশ মহোপকারী দেশীয় চ্যবনপ্রাশ আজ্ কি জন্য হীনগুণ বিদেশীয় কড্‌লিভারের নিকট এতদূর বিজিত ও অনাদৃত হইয়া রহিয়াছে, একথা গতবারে বিশদরূপেই বুঝাইয়াছি। অর্থাৎ আমরা নিজেরাই যে সাধ করিয়া ঘরের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলিয়া বাহিরের যত অলক্ষ্মীকে ক্রমে ক্রমে গৃহে আনিয়াছি এবং এখনও আনিতেছি, ইহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

কিন্তু কেবল দেশীয় চ্যবনপ্রাশ ও বিদেশীয় কড্‌লিভার বলিয়া নহে, পরন্তু দেশীয় সামান্য সূচটী হইতে সুবৃহৎ ধর্ম্মরাজ্য পর্য্যন্ত যে কোন স্থলেই হউক্, দেশীয়ের পরাভব ও বিদেশীয়ের উন্নতি কেবলমাত্র আমাদের দোষে যে ঘটিয়াছে, ইহা সহস্রবারই স্বীকার করিতে হইবে। আমাদেরই মহাপাপে ও ঘোর নির্ব্বুদ্ধিতাতেই যে আমরা আজ গৃহস্থিত মণিকাঞ্চনের পরিবর্ত্তে বিদেশীয় কাঁচরাশির আদর করিতে আরম্ভ করিয়াছি, সে কথা আর আড়ম্বর না করিয়া এই দেশীয় চ্যবনপ্রাশ ঔষধের দ্বারাই নিম্নে ক্রমশঃ বুঝাইতেছি।

সৃষ্টিরক্ষার জন্য যেমন ভগবান্ প্রতিনিয়তই জীবগণের সৃজন ও ধ্বংস করিতেছেন, তেমনি আধিব্যাধির সৃষ্টি ও তৎসঙ্গে সঙ্গে রোগনাশক নানাবিধ ঔষধাবলীর সৃজন করিয়াও তিনি তাঁহার অপার মহিমার ও নিগূঢ় বুদ্ধিকৌশলের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন। ফলকথা, জীবমাত্রই তাঁহারই সৃষ্ট পদার্থ। রোগের সৃষ্টি তিনিই করিয়াছেন, আবার সেই রোগনাশক ঔষধের সৃষ্টিও তাঁহা কর্ত্তৃকই হইয়াছে।

ফল কথা, জীবনই বল, আর রোগই বল, কিংবা সেই রোগনাশক ঔষধই বল, ইহাদের মধ্যে কোনটাই কিন্তু আমাদের নিজের ঘরের নহে। মৌরাশিসত্ব ইহাদের কোনটাতেই আমাদের নাই, না আছে জীবের উপর, না আছে রোগের উপর, সুতরাং ঔষধের উপরও যে নাই, একথা বলাই বাহুল্য মাত্র।

মৌরাশিসত্ব যে আমাদের কিছুমাত্রও নাই, একথা এখন আমাদের ন্যায় অজ্ঞানাধম জাতির বুঝিবার শক্তি আদৌ নাই বটে, কিন্তু ঠিক্ বুঝিয়াছিলেন সেই ভারতীয় বল্কলধারী, ফলমূল ভক্ষণকারী, সেই ত্যাগী, সেই সংযমী, সেই যোগী, সেই পরম বৈষ্ণব, আর্য্য ঋষিগণ। এই সুবিশাল ভারতের অগণ্য মনুষ্যের মধ্যে সেই অত্যল্প সংখ্যক দেবরূপী মানব জনকতক ঋষিই বুঝিয়াছিলেন যে, জীবন নশ্বর, ধন নশ্বর, স্ত্রীপুত্রাদিতো কিছুই নহে, তাই তাঁহারা এক মুহূর্ত্তেরও জন্য ধনমান ও পুত্রকলত্রাদির প্রতি দৃষ্টি না করিয়া চর্ব্বচোষ্যাদি ইন্দ্রিয়তৃপ্তিকর পদার্থকে পদাঘাত করিয়া কেবলই দিবারাত্র জীবগণের উপকারের জন্য রত হইয়া থাকিতেন। কিসে জীবগণ আধিব্যাধি রহিত হইয়া সুস্থশরীরে দীর্ঘজীবন লাভ করিতে পারিবে, অথবা পীড়িত হইয়া পড়িলে কিরূপে অচিরাৎ সেই পীড়ার শান্তি হইতে পারিবে, ইহাই তাঁহাদের

জপমালা ছিল। সেই জন্যই বিষ্ঠা হইতে চন্দন, কীটাণু হইতে সিংহ ব্যাঘ্র এবং সামান্য শাকাদি হইতে সোমলতা পর্য্যন্ত জগতের হিতার্থে যাবতীয় পদার্থেরই গুণাগুণ ও ফলাফল সাধারণের সমক্ষে ধরিয়া দিয়া গিয়া আজ্ তাঁহারা পৃথিবীর নিকট অমর দেবতা ও ঋষি, আদি শব্দে অভিহিত হইতেছেন।

যে চ্যবনপ্রাশের উপলক্ষে আমরা এই প্রবন্ধের অবতারণা করিয়াছি, সেই সুপ্রসিদ্ধ চ্যবনপ্রাশ ঔষধটী যে, সেই পূর্ব্বকালীয় চ্যবনমুনি কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত, ইহা পূর্ব্ববারেই লিখিত হইয়াছে। আর চ্যবনপ্রাশের উপাদান যে কতকগুলি সামান্য লতাপাতা বল্কল আদি, ইহাও গতবারে সবিশেষ বর্ণিত হইয়াছে। আর একমাত্র জীবের উপকারের জন্যই যে ঋষিগণ কর্ত্তৃক চ্যবনপ্রাশের সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহাও পাঠকগণ বিদিত হইয়াছেন।

যাহা হউক, এসকল গেল ত সেই পূর্ব্বকালীয় দেবরূপী ঋষিগণের কথা। সুতরাং সে অতীত কথায় আর না গিয়া অতঃপর আমাদের ন্যায় বর্ত্তমান রাক্ষসরূপী দানবের কথাই এস্থলে সংক্ষেপে কিছু বলিতেছি। কিন্তু বলিব কি? যে চ্যবনপ্রাশের উপাদান সামান্য লতা, পাতা, তৃণ, গুল্ম ও বল্কলাদি, যাহার মূল্য প্রকৃতপক্ষে এক কপর্দ্দকও নহে, অথবা কালমাহাত্ম্যে বর্ত্তমান সময়ে অধিকাংশ দ্রব্য দুষ্প্রাপ্য জন্য কিঞ্চিৎ মূল্য দিয়া গ্রহণ করিতে হইলেও বড়জোর যে চ্যবনপ্রাশের ⁄১ প্রতি সেরের মূল্য ৸ বার চৌদ্দ আনা বা নিতান্তপক্ষে না হয় ১৲ একটী মাত্র টাকাই খরচ পড়ে, সেই চ্যবনপ্রাশের ⁄১ এক সেরের মূল্য বর্ত্তমান সময়ে ৮০৲ টাকা! অথবা ২৲ টাকা সপ্তাহ!! কিম্বা ৮৲ টাকা মাসিক!!!

বলিতে হৃদয় বিদীর্ণ হয় এবং চক্ষু দিয়া শতধারে জল আইসে যে, এই সকল মহাপাপের ফলেই আজ্ আমরা এরূপ অসম্ভাবিত দুর্দ্দশায় উপনীত হইয়াছি। প্রকৃতই আমাদের পাপের মাত্রা যে পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে, দুর্দ্দশার পরিমাণও ঠিক্ সেই মাত্রাতেই চড়িয়া উঠিতেছে। কেননা যেখানে পাপের প্রসর সেইখানেই পুণ্যের সঙ্কোচ হইয়া থাকে এবং এ জগতের ইহাই সাধারণ নিয়ম। ঋষিকর্ত্তৃক আবিষ্কৃত ও অমৃতসদৃশ গুণশালী হইলেও আমাদের ন্যায় মহাপাতকীর সংস্রবে আজ্ চ্যবনপ্রাশ সঙ্কোচভাব ধারণ করিয়াছে। পাপী সংসৃষ্ট বলিয়া আর তাহার দিকে কেহ তাকাইতেও চাহে না। আর হীনগুণ কড়-

লিভার পুণ্যকর্ম্মা দীপ্তিশালী ইয়ুরোপীয় আদি জাতির সংস্রবে আজ্ তাহার এতই প্রসর বৃদ্ধি পাইয়াছে। সে স্বকীয় দেশ ইয়ুরোপ ও আমেরিকা আদি জয় করিয়া পরকীয় ভারতাদি দেশকেও করতলগত করিয়া বসিয়াছে।

তাই বলিতেছি, ভারতবাসী বিশেষতঃ কবিরাজকুল! পুণ্যাত্মা হও, একটীমাত্র টাকায় প্রস্তুত একসের চ্যবনপ্রাশ ঔষধ ৮০৲ টাকায় বিক্রয়রূপ ঘোর মহাপাপ হইতে চ্যবনপ্রাশকে মুক্ত করিয়া দিয়া ইহার প্রসর বৃদ্ধির উপায় করিয়া দাও। শ্বাস, কাস ও যক্ষ্মাদি যে সকল রোগে চ্যবনপ্রাশ প্রকৃতই ধন্বন্তরিসদৃশ ও অমোঘ অব্যর্থ, সেই সকল স্থলে আর /১ সের ৮০৲ টাকা বা একসপ্তাহ ২৲ টাকা ইত্যাদি ভীতিব্যঞ্জক দর না দিয়া তত্তৎস্থলে ৪৲ টাকা সের বা ৶০ বা।০ চারি আনামাত্র সপ্তাহে মূল্য স্থির করিয়া দাও। দাও, অবিলম্বেই দাও, দিলেই তখন দেখিতে পাইবে যে, বিদেশীয় হীনগুণ কড্‌লিবরের নামমাত্রও আর কেহ মুখে আনিবে না। তখন দেখিবে, দেশীয় লোক চ্যবনপ্রাশের অসাধারণ শক্তির পরিচয় পাইয়া বিশেষতঃ অবস্থানুসারে ক্রয় করিতে পারিয়া সাধারণে আনন্দে উন্মত্ত হইয়া দুইহাত তুলিয়া তোমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিতে থাকিবে।

নচেৎ ২৲ টাকা সপ্তাহ, ৮৲ টাকা মাসিক, কিংবা ৮০৲ টাকা সের থাকিলে চ্যবনপ্রাশকে পদাঘাত করিয়া যে, ভারতীয় লোক চিরকালই উপকার না পাইলেও ১৲ টাকায় একশিশি কড্‌লিবার কিনিয়া একমাস কাল নিশ্চিন্ত বসিয়া সেবন করিবে, ইহাতে আর অণুমাত্রও সন্দেহ নাই।

সম্পাদক।

অকাট্য-যুক্তি।

(হোমিওপ্যাথির অনুকূলে।)

পৃথিবীর মধ্যে যে কয়েকজন প্রধান হোমিওপ্যাথ্ আছেন, আমেরিকার সুবিখ্যাত চারল্‌স্ হেম্‌পেল্, তাঁহাদের নেতা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। হোমিওপ্যাথির স্বপক্ষে এবং ঐ চিকিৎসা-প্রণালী সম্বন্ধে ইনি অনেক উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। ঐ সমস্ত গ্রন্থ সাহিত্য সংসারেও অতি উৎকৃষ্ট বলিয়া

পরিগণিত হইতে পারে। আর সাধারণতঃ সর্ব্বপ্রকার বিজ্ঞানের সহিত গ্রন্থকর্ত্তার যে বিশেষ পরিচয় আছে, তাহারও ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিতে পারা যায়।

পক্ষান্তরে স্কট্‌লণ্ডনিবাসী ডাক্তার সার্ জেম্‌স্ সিম্‌সন্ এলোপ্যাথি ডাক্তারদিগের মধ্যে একজন প্রথম শ্রেণীর লোক। ইহাঁর কৃত গর্ভবিদ্যা (ধাত্রীবিদ্যা) সংক্রান্ত যে গ্রন্থ আছে, তাহা সর্ব্বজন-আদৃত। আমাদের ভূতপূর্ব্ব ডাক্তার ডি, বি, স্মিথ্ ও ডাক্তার চার্লস্, উক্ত সিম্‌সন্ সাহেবেরই ছাত্র। ফলে হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারদিগের মধ্যে হেম্পেল্ সাহেব যেরূপ সর্ব্বজনবিদিত ও আদৃত, এলোপ্যাথিক ডাক্তারদিগের মধ্যে সিম্‌সন্ ও তদ্রূপ।

ডাঃ সিম্‌সন্ সাহেব নিজ গ্রন্থে হোমিওপ্যাথির বিরুদ্ধে অপরাপর কথার মধ্যে এই মর্ম্মে লিখিয়া গিয়াছেন যে, "কোন দ্রব্যের সূক্ষ্ম অপেক্ষা সূক্ষ্মতর অংশ;—এমন কি, যাহার ন্যূনতা কল্পনাতেও আনা যায় না;—তাহা কি প্রকারে ঔষধরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে, তাহা বুঝিতে পারি না। যে দ্রব্য অধিক পরিমাণে সেবন করিলে ভাল মন্দ কোন ফলই দৃষ্ট হয় না, সেই দ্রব্যের কল্পনাতীত ন্যূন অংশ বিজ্ঞ ব্যক্তিরা কি প্রকারে ঔষধরূপে সেবন করাইয়া রোগ প্রতীকারের আশা করেন, তাহা অত্যন্ত আশ্চর্য্যজনক।"

এই কথার উত্তরে হেম্পেল সাহেব কহেন যে, "সিম্‌সন্ সাহেব হোমিওপ্যাথির বিরুদ্ধে যে আপত্তি করিয়াছেন, তাহা নিতান্তই অযৌক্তিক। কল্পনাতীত ন্যূনতাই যদ্যপি হোমিওপ্যাথি ঔষধের অকার্য্য-কারিতার প্রমাণ হয়, তাহা হইলে একথা সহজেই জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, চিকিৎসকাগ্রগণ্য, অতুল যশের অধিকারী, গর্ভবিদ্যাবিষয়ক আশ্চর্য্য গ্রন্থের প্রণেতা ও বিশালমস্তিষ্কবিশিষ্ট ডাক্তার সার জেম্‌স্ সিম্‌সনের প্রকৃত উৎপত্তি কি? ত্বদীয় পিতৃদেবের নিজ শরীরস্থ ধাতু বিশেষের স্থূল দৃষ্টির অগোচর একটী মাত্র পরমাণু ভিন্ন আর ত কিছুই নাই। ঐ পরমাণু এতই সূক্ষ্ম যে, প্রভূতশক্তিশালী অণুবীক্ষণ ব্যতিরেকে উহা লক্ষ্য করাই যায় না। সুতরাং এস্থলে এরূপ সিদ্ধান্ত সহজেই করা যাইতে পারে যে, যদি এতাদৃশ সূক্ষ্ম অপেক্ষা সূক্ষ্মতর, সূক্ষ্মতর হইতে সূক্ষ্মতম, অপরের ধাতুর একটী মাত্র পরমাণু হইতে সার জেম্‌স্ সিম্‌সন্ বলিলে যে সমস্ত উপাধিধারী জীবকে বুঝায়, তাহার উৎপত্তি হইতে পারে, তাহা হইলে ব্যক্তি বিশেষের দেহবিকারের নিরাকরণ

জন্য ঐরূপ সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর বা সূক্ষ্মতর হইতে সূক্ষ্মতম, দ্রব্য বিশেষের পরমাণু কার্য্যকর হইতে পারে।” শ্রী——

সম্পাদকীয় বক্তব্য।

প্রবন্ধলেখক একজন হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার পরম ভক্ত। অপরন্তু তিনি কলিকাতার মধ্যে একজন বিশিষ্ট বিদ্বান্ ও বিচক্ষণ বলিয়া সাধারণের নিকট পরিচিত। তবে কোন প্রকারের চিকিৎসক নন্ বলিয়া এস্থলে তাঁহার নাম উল্লিখিত হইল না। লেখক মহাশয় উক্ত উভয় ডাক্তারের দ্বিবিধ মত উপরে উদ্ধৃত করিয়া হোমিওপ্যাথির অনুকূলে যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, সে সম্বন্ধে কথা এই যে, হোমিওপ্যাথ ডাক্তার হেম্পেলের এ শুক্রসম্বন্ধীয় দৃষ্টান্ত ভগবান্‌কৃত ব্যাপার লইয়া, অর্থাৎ স্বয়ং ঈশ্বরই এজগতে একমাত্র সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর বা সূক্ষ্মতর হইতে সূক্ষ্মতম, পক্ষান্তরে সূক্ষ্মতম হইতে বৃহত্তম আদি যাহা কিছু অসম্ভব ব্যাপার ঘটাইতে পারেন; কিন্তু তাহা বলিয়া তুচ্ছ মানব বুদ্ধি যে, সেই অদ্ভুত ঐশ্বরিক ক্ষমতার ন্যায় কোন রূপ ক্ষমতা প্রকাশ করিতে পারে, এ বিশ্বাস আমাদের কিন্তু আদৌ নাই। সম্পাদক।

কবিরাজীশাস্ত্র ও দেশীয় ঔষধের প্রতি ডাক্তারদিগের এত বিদ্বেষ কেন?

যখন ভারতের সৌভাগ্যপ্রদীপ প্রজ্জ্বলিত ছিল, তখন বাল্মীকী, ব্যাস এবং কালীদাস প্রভৃতি মহাত্মাগণ জন্মগ্রহণ করিয়া ভারতমাতাকে অপূর্ব্ব সাজে সাজাইয়াছিলেন। যখন চঞ্চলা কমলা, অচলা হইয়া সর্ব্বদা ভারতে বিরাজ করিতেন, তখন আত্রেয়, অগ্নিবেশ, বিশ্বামিত্র এবং সুশ্রুত প্রভৃতি মহর্ষিগণ ভারতমাতার চিরস্বাস্থ্য রক্ষার জন্য সর্ব্বদা প্রাণপণে যত্ন করিয়াছিলেন। অধুনা ভারতমাতার কপাল ভাঙ্গিয়াছে—তাঁহার প্রতি কমলার অকৃপা হইয়াছে—শোকে তাপে জরাজীর্ণা হইয়া অধুনা ভারতজননী একবারে হতশ্রী হইয়াছেন, তাই মর্কট কর্কটরূপী অসংখ্য সন্তান সহসা আবির্ভূত হইয়া জননীর অঙ্গ হইতে বহুমূল্য রত্নাভরণসমূহ অবিরত কাড়িয়া লইতেছে এবং তদ্দ্বারা পরনারীর শ্রীবৃদ্ধি করিয়া মাতৃভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতেছে। শকুনি, গৃধিনী প্রভৃতি অদ্ভুত জীবসমূহ জন্মগ্রহণ করিয়া সুখের প্রলোভনে জননীর চিরস্বাস্থ্য ভঙ্গ করিতেছে। এই দুঃখের কথা আর বলিবার স্থান নাই।

দেশীয় শাস্ত্রের মাহাত্ম্য এবং দেশীয় ঔষধের অসীম প্রভাবের কথা শ্রবণ করিলে অদ্ভুত সত্যপরায়ণ দেশীয় মহাত্মাগণের অন্তঃকরণে যে দারুণ ব্যথা লাগে, তাহা পদেপদেই বিলক্ষণ বুঝিতে পারা যায়। গত বৎসর চিকিৎসা-সম্মিলনীতে কবিরাজিমতে ওলাউঠা রোগের চিকিৎসা বিষয়ে একটী প্রবন্ধ লেখা হইয়াছিল। ওলাউঠা চিকিৎসায় সর্ব্বদা যাহা প্রত্যক্ষ হয়, তাহাই সেই প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ ছিল। কবিরাজিমতে ওলাউঠার চিকিৎসা আছে—তাহাও আবার যেমন তেমন অবস্থায় নহে—হোমিওপ্যাথীর পরিত্যক্তাবস্থায় নিতান্ত মুমূর্ষ রোগীও কবিরাজি ঔষধদ্বারা জীবনলাভ করিয়া থাকে, ইহা পাঠ করিয়া স্বদেশহিতৈষী সুসভ্য হোমিওপ্যাথী ডাক্তারগণ একবারে মর্ম্মাহত হইয়া রহিয়াছেন। মর্ম্মাহত হইবারই কথা, যদি দেশীয় ঔষধে রোগমুক্ত করিয়া কচ্‌মচ্ কটাকট্ কোন একটা বিলাতি নামে তাহা প্রচার করা যাইত, তাহা হইলে হোমিওপ্যাথী বা এলোপ্যাথীর শ্রীবৃদ্ধি হইত এবং বাবুরাও স্বর্গবাসী হইত, তাহা না করিয়া দেশীয় নামে ঔষধের বর্ণনা করা হইয়াছে, ইহাতে বাবুদিগের মর্ম্মস্থলে বেদনা লাগিবে না কেন?

প্রায় একমাস হইল, আমি কলিকাতা গিয়াছিলাম। আমার সঙ্গে একটী হোমিওপ্যাথী ডাক্তার এবং অপর একজন ভদ্রলোক ছিলেন। আমরা তিনজন কোন খ্যাতনামা বিলাতফেরত এম্ ডি, উপাধিধারী হোমিওপ্যাথী ডাক্তারের বাসায় উপস্থিত হইলাম। উক্ত ডাক্তার বাবুর সহিত আমার কখনও আলাপ ছিল না। মনে করিয়াছিলাম, শিক্ষিতলোকের সহিত আলাপ করিয়া অবশ্য আপ্যায়িত হইব। তাই আমরা দুইজন বাহিরে অপেক্ষা করিতে লাগিলাম, আমাদের সঙ্গে যে ডাক্তার বাবু ছিলেন, তিনি ভিতরে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার সহিত এম্, ডি, মহাত্মার পরিচয় ছিল। আগন্তুক ডাক্তার ভিতরে প্রবেশ করিলেই এম্, ডি, ডাক্তার বাবু নিতান্ত ব্যঙ্গস্বরে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। আপনাদের গ্রামে অমুক নামে কে এমন কবিরাজ হইল, যে, সে হোমিওপ্যাথীর হস্ত হইতে ওলাউঠার রোগী লইয়া আরাম করে? ইহা নিতান্ত বিস্ময়ের বিষয়। তখন ডাক্তার বাবু কহিলেন, সে কবিরাজ আমার সঙ্গেই আছেন, বাহিরে অপেক্ষা করিতেছেন। তাই শুনিয়া এম্, ডি, বাবু আমাদিগকে আহ্বান করিলেন। আমারাও ভিতরে প্রবেশ করিলাম। কোথায় শাস্ত্রালোচনা বা আলাপ করিয়া পরস্পর সুখী হইব, না

আমাদিগকে পলায়নের পথ অনুসন্ধান করিতে হইল। এম্, ডি, বাবু আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মহাশয়! কোন্ হোমিওপ্যাথী ডাক্তারের হস্ত হইতে আপনি ওলাউঠার রোগী লইয়া আরাম করিয়াছেন? তিনি কেমন হোমিওপ্যাথী ডাক্তার? হোমিওপ্যাথী ঔষধ কি এতই নিস্তেজ? ইত্যাদি। এম্, ডি, মহাত্মার সহচর একটী নব্য বাবু তখন আরও লম্ফ ঝম্প আরম্ভ করিলেন। নিতান্ত বেগতিক দেখিয়া আমরা গাত্রোত্থান করিতে উদ্যত হইলাম। তখন এম্, ডি, মহাত্মা নব্য সহচরকে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া দুই একটী মিষ্ট কথায় আমাদিগের মনস্তুষ্টি করিতে লাগিলেন। কিন্তু আমরা আর তথায় অপেক্ষা না করিয়া কার্য্যানুরোধে স্থানান্তর যাইতে হইবে বলিয়া শীঘ্রই তথা হইতে প্রস্থান করিলাম। ইহাঁরাই নাকি আবার শিক্ষিত লোক! ইহাঁরাই নাকি দেশ উদ্ধারের জন্য ইউরোপ আমেরিকা প্রভৃতি স্থানে লম্বা লম্বা বক্তৃতা করিয়া বেড়ান! ধন্য শিক্ষা! ধন্য দীক্ষা! ধন্য বাবুদিগের শ্রদ্ধা!! আর অধিক বলিতে ইচ্ছা করি না।

জলপাইগুড়ি, } শ্রীপ্রসন্নচন্দ্র মৈত্রেয় কবিরাজ।

সম্পাদকীয় বক্তব্য।

সত্যপ্রিয় লেখক মহাশয় কেন যে ভয়ে ভয়ে উপরে বিলাতফেরত এম্, ডি মহাশয়ের নামোল্লেখে পশ্চাদ্‌পদ হইলেন, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। যাহা হউক, লেখক এইরূপ ঝগড়ায় এই নূতন ব্রতী বলিয়া তাঁহার আজও ভয় ও লজ্জা ভাঙ্গে নাই। আমাদের কিন্তু অহোরহই এলোপ্যাথ্ ও হোমিওপ্যাথের সংঘর্ষণে ও বাক্‌যুদ্ধে আর ভীতির সঞ্চার হয় না। অনেক যুদ্ধের পর ইহা দৃঢ় নিশ্চিত বুঝিয়াছি যে, ভারতে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার অধঃপতনের মূল কারণ প্রধানতঃ ইংরাজ নহেন, পরন্তু ঐরূপ এম্ ডি বা এল্, এম্, এস্ দাদারাই যে, তুচ্ছ অর্থ লোভে সর্ব্বপ্রকারেই দেশীয় চিকিৎসার শ্রেষ্ঠত্বসত্ত্বেও হীনগুণ বিদেশীয় চিকিৎসার প্রবর্ত্তনা করিয়াছেন, ইহাতে আর অনুমাত্রও সন্দেহ নাই। চি, স, স।

বিলাতী-স্বাস্থ্য-বিদ্যা।

বিলাতের হার্টসাহেব আসিয়া বঙ্গের লাট ও লাটমহিষীকে স্বাস্থ্য-বিদ্যাপ্রচারে প্রণোদিত করিয়া দিয়াছেন। বিলাতে এইরূপ সভা আছে;

হার্টসাহেব তাহার চাঁই। বঙ্গে শাখা বসিয়াছে। দেশী বিলাতী অনেকেই সভ্য হইয়াছেন। চাঁদা উঠিতেছে। এদেশের রমণীদিগকেই স্বাস্থ্য-বিদ্যা শেখান হইবে—বিলাতী মতে। বিলাত হইতে প্রচারিকা আসিবে। প্রচারকের ত অভাব নাই। স্বাস্থ্যরক্ষার মিশনী মহাশয়েরা লোকের ঘরে ঘরে বেড়াইয়া অন্তঃ-পুরিকাদিগকে শিক্ষা দিবেন। আনুষঙ্গিক নানাবিধ কুফলের আশঙ্কা ত আছেই; তা ছাড়া, বিলাতীমতে স্বাস্থ্যরক্ষার শিক্ষা হইলে, যে অপকার হইবে তাহাও নিতান্ত অল্প নহে। খল বেসমকে সাবানের কাছে এখনই পরাজিত হইতে হইয়াছে; পরে আরও হইবে। পান্তা কড়কড়ে ভাতগুলা নর্দ্দমায় ফেলিয়া দিতে হইবে। বিস্‌কুটের আরও চলন হইবে। যত গৃহিণী বধূ সকালে উঠিয়াই একদফা চা রুটী খাইবেন। পরেই ব্রেকফাষ্ট বা ছোট হাজিরার চেষ্টা দেখিবেন। পূজা আহ্নিক শিকায় উঠিবে। গঙ্গাস্নান এবলিশ হইবে। অতিথি অভ্যাগতের নির্ব্বাসন হইবে। ৩ টার সময় ডিনার হইবে; রাত্রে আবার সপার। প্রাতঃকালে হিন্দুরমণী-দিগকে মরণিং ওয়াকে যাইতে হইবে। সন্তানের স্তন্য পান একেবারেই নিষিদ্ধ হইবে; অনেক বাড়ীতে হইয়াছে। সরবতের বদলে সুরুয়া চলিবে। শেমিজ কামিজ বডি শড়ির আরও আদর হইবে। খালি পাই যত অনিষ্টের মূল। শী-শুজের ছড়াছড়ি হইবে। মেয়েরা ডাক্তার হইতেছে। সকল ঘরেই ডাক্তারীর ধূম লাগিবে। স্বাস্থ্যরক্ষার যে ডাক্তারীও একটা অঙ্গ। কাওয়া আলুই সৌরসা এখনই'ত প্রায় নিরুদ্দেশ হইয়াছে। রবিবারে তিক্ত খাইবার নিয়ম সহর অঞ্চলে উঠিয়া গিয়াছে। সিউলিপাতা, ভাঁটপাতা, পল্‌তে মাদারের পাতার আর আদর নাই। বিল্বপত্রের রস অনাদৃত। নিম্বের কি তেমন গৌরব আছে? অথচ

"নিম নিষিন্দে যথা,
রোগ থাকে না সেথা।"

এখন কথায় কথায় ডাক্তারী ঔষধ। ছেলেদের পেটে কৃমি হইলে, বনবন না হয় সেণ্টনাইন, হোমিওপ্যাথির সিনা। তখন রবিবাসরীয় তিক্তপানের জন্য কৃমি হইতেই পাইত না। আর হইলে আনারসের কোঁড় বা ইন্দ্রযবেই প্রতিকার হইত। বড় বাড়াবাড়ি হইলে বিড়ঙ্গ আসিত; না হয় পলাস পাপ্‌ড়াও আসিত। সামান্য জর জাড়ীতে গৃহিণী গুর্ব্বিনীরাই নানারূপ মুষ্টি-

যোগে প্রতিকার করিতেন। ছেলেপিলের খাওয়াদাওয়ায় ধরাকাট করিয়া তাঁহারাই রোগ ব্যাধি তাড়াইয়া দিতেন। ছেলেবেলায় দেখিয়াছি ঠাকুরদাদাকে ঠাকুরমার কথা শুনিতে হইত; তথাপি ঠাকুরদাদা ছিলেন মস্ত পণ্ডিত—বড় কবিরাজ। এখনও দেখিতে পাই, মা যা জানেন, তাঁহার পুত্রবধু তাহার কিছুই জানেন না। অথচ মা কখনও শেখেন নাই; আর ইনি সংবাদপত্রেও গদ্য পদ্য লিখিতে পারেন না। ট্রেডিশন বা পরম্পরাশ্রুত শিক্ষার মত শিক্ষা কিছুতেই হয় না। হিন্দুসমাজে এই ট্রেডিশনের যত দিন যথেষ্ট আদর ছিল, তত দিনই সুখ ছিল। আদর কমিয়াছে বলিয়াই, সুখও করিয়াছে! হিন্দুসমাজের যত শিক্ষা হিন্দুমতে—হিন্দুশাস্ত্রানুসারে হইবে যত দিন, তত দিনই সুখ থাকিবে। বিলাতের স্বাস্থ্যসমিতি বিলাতী মতে কাজ চালাইবেন; হিতে বিপরীত ঘটাইবেন। স্বাস্থ্যরক্ষার পাঠ্যগ্রন্থে লেখা আছে; ঘরে দরজা দিয়া স্নান করিবে, স্নানের পরই শীতল বাতাস লাগিলে জ্বর হয়, সরদী হয়।" বালক গরীবের ছেলে। কেতাব পড়িয়া জ্ঞানলাভ করিয়াছে। বাড়ীতে একখানি খড়ো ঘর। মা পিসির নিষেধ না মানিয়া সেই ঘরের ভিতর স্নান করিল। ঘর জলে জলময় হইল, মা পিসী দেখিয়া অবাক্। গালে মুখে চড়াইতে লাগিল। বিলাতী স্বাস্থ্যশিক্ষা পদে পদে এর বিপদ। ভারতের অবস্থা হিন্দুই বুঝিতেন। ঋষিরা যে ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহার মত ব্যবস্থা নাই। ছোট লাট প্রভৃতির দোষ দিই না, তাঁহারা স্বদেশভক্ত, বিলাতের বিষও তাঁহাদের কাছে অমৃত, বিলাতী বিষ্ঠাও তাঁহাদের কপালে চন্দন; বাবুরা মুখ দেন কি বলিয়া? ভারতের মঙ্গল নাই। মঙ্গল হইতে পারে, যদি ভারত বাবুশূন্য হয়।

দৈনিকের লিখিত;—বেদবাক্যের ন্যায় এই সকল জ্বলন্ত সত্যকথায় প্রাণভরিয়া অনুমোদন করি। চি, স, স।

রসায়ন-তত্ত্ব।

যাবতীয় তান্ত্রিক ঔষধের উপকরণাদি প্রস্তুত সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিব বলিয়া ইতিপূর্ব্বে রসায়ন-তত্ত্ব প্রবন্ধের অবতারণা করিয়াছিলাম। কিন্তু সম্পাদক মহাশয়ের সঙ্কেতানুসারে আপাততঃ তাহা হইতে ক্ষান্ত থাকিলাম। এক্ষণে অবধৌতিক ঔষধ সম্বন্ধে যতদূর পর্য্যন্ত অবগত হইতে পারা গিয়াছে, তাহাই এই রসায়নতত্ত্বে যথাসাধ্য বর্ণনা করিব। এস্থলে আরও একটী কথা বলিয়া রাখা যাইতেছে যে, বিলাতী হোমিওপ্যাথি শাস্ত্রে একাধিক দ্রব্য কখনও একত্রে প্রয়োগ করিবার বিধি লক্ষিত হয় না। কিন্তু আর্য্য-অবধৌতিকমতে যেমন ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্য স্বতন্ত্রভাবে প্রয়োগ করিতে পারা যায়, তেমনি বহুসংখ্যক দ্রব্য একত্রেও ব্যবহৃত হয়। করুণাময় পরমেশ্বর বহু পরিমাণে সামগ্রী প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন। তৎসমুদায়ের গুণ চিরকাল সমভাবে থাকাই সম্ভব। সেই সকল গুণ অবগত হইতে পারিলেই বর্ত্তমান হোমিওপ্যাথি মতে প্রশংসা লাভ করিতে পারা যায়। কিন্তু পূর্ব্বতন আর্য্য-ঋষিগণ কেবল ঈশ্বরদত্ত গুণ অবগত হইয়াই ক্ষান্ত ছিলেন না। তাঁহারা এক দ্রব্যের সহিত অন্য দ্রব্য সংযোগ করিয়া ঈশ্বর দত্তগুণের হ্রাস বৃদ্ধি করিতে শিখিয়াছিলেন। এই সকল বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া পাঠকগণ বুঝিবেন, যে কোন্ বিজ্ঞানের উন্নতি অধিক এবং কেই বা অধিক চিন্তাশীল। যাহা হউক, এক্ষণে আরও কয়েকটি প্রয়োজনীয় কথা বলা যাইতেছে। বিষ, উপবিষ প্রভৃতি কতকগুলি বহুযন্ত্রনাপ্রদ এবং প্রাণনাশক দ্রব্য অবধৌতিক ঔষধের প্রধান উপকরণ। সকলেরই বেশ মনে রাখা কর্ত্তব্য যে, সদ্য মৃত্যুর হস্ত হইতে প্রাণীদিগকে রক্ষা করিতে হইলে বিষপ্রয়োগ ভিন্ন গত্যন্তর নাই। ইহা যেমন অকাল মৃত্যু নিবারক, আবার তেমনি অপাত্রে অন্যায়রূপে প্রযুক্ত হইলে মহান্ অনিষ্ট সম্পাদক। সুতরাং এই সকল ঔষধের প্রস্তুত প্রণালী এবং প্রয়োগবিধি বিশেষরূপে পরিজ্ঞাত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। অনেকে বলিয়া থাকেন, যে হাতুড়ে কবিরাজগণই সর্ব্বদা বিষ-প্রয়োগ করিয়া থাকে, বুদ্ধিমান্ কবিরাজদিগের তাহা কর্ত্তব্য নহে। যাঁহারা এইরূপ বলেন, তাঁহারা নিতান্ত ভ্রান্ত। আমার বিবেচনায় বিচক্ষণ কবিরাজের হস্তেই বিষ-প্রয়োগের ভার থাকা একান্ত কর্ত্তব্য। তাহা হইলে মৃত্যুর বল সহসা প্রবল হইতে পারে না।

তন্ত্রশাস্ত্রে তিন প্রকার বিষের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, যথা—সর্পবিষ, কাষ্ঠবিষ এবং রাসায়নিক বিষ। এতদ্ভিন্ন আরও অনেক প্রকার উপবিষ আছে, তদ্বিষয় পরে বলা যাইবে। সর্পবিষ মধ্যে একমাত্র কৃষ্ণসর্প বিষই ঔষধ মধ্যে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। ইহাই মুমূর্ষ ব্যক্তির জীবনীশক্তি বর্দ্ধক। ক্বচিৎ কোন কোন ঔষধে চোঁড়া সাপেরও প্রয়োজন হয়। কৃষ্ণসর্পকে চলিত ভাষায় কালসর্প (কেউটে সাপ) কহে। কেন না এই সর্প যাহাকে দংশন করে, কিছুতেই তাহার জীবন রক্ষা করিতে পারা যায় না। দণ্ডাভ্যন্তর মধ্যেই তাহার প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়া যায়। সুতরাং কালসর্পের মুখ হইতে বিষ বহিষ্করণ ব্যাপার নিতান্ত দুরূহ। যাহারা সর্পব্যবসায়ী অর্থাৎ অনায়াসে সর্প ধরিতে পারে, তাহাদিগের দ্বারাই বিষ উদ্গীরণ করাইবে। অন্যের পক্ষে কালদূতস্বরূপ কালসর্পের মস্তকে হস্তার্পণ করিতে যাওয়া কর্ত্তব্য নহে। কাল-সর্প দেখিতে নিবিড় কৃষ্ণবর্ণ, দীর্ঘে প্রায় ২ বা ২৷৷০ হস্ত পরিমিত। এতদপেক্ষা দীর্ঘ সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু দীর্ঘতার পরিমাণ অনুসারে ইহার ফণা কিঞ্চিৎ প্রশস্ত বলিয়া বোধ হয়। কোন লৌহ নির্ম্মিত সাঁড়াশী-দ্বারা ইহার ফণা প্রথমতঃ চাপিয়া ধরিবে। সেই সময়ে সর্পটী নিতান্ত কুপিত হইয়া অবিরত মুখব্যাদান করিতে থাকিবে এবং যিনি ধরিয়া থাকিবেন লেজ-দ্বারা তাঁহার হস্ত দৃঢ়রূপে জড়াইয়া তুলিবে। কিন্তু সেই সময় যদি কোন প্রকারে সাঁড়াশীর বন্ধন শিথিল হয় তাহা হইলে সম্পূর্ণ বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা। যাহা হউক, বিশেষ রূপ সাবধানতার সহিত ৫।৬ অঙ্গুলি দীর্ঘ একখণ্ড তালপত্র সেই সর্পের মুখমধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিবে এবং ঐ পত্রের অপর প্রান্ত একখানি ঝিনুকের সহিত সংলগ্ন করিয়া রাখিবে। তাহা হইলে সেই সর্প নিতান্ত ক্রোধান্ধ হইয়া মুখস্থিত তালপত্রোপরি বিষ উদ্গীরণ করিবে এবং উদ্গারিত বিষ তালপত্র হইতে ক্রমে ক্রমে ঝিনুকের মধ্যে পতিত হইবে। এইরূপ উদ্গীরিত বিষই উৎকৃষ্ট। কিন্তু সর্প যদি আপনা হইতে বিষ উদ্গীরণ না করে, তাহা হইলে অপর একখণ্ড সাঁড়াশীদ্বারা তাহার বিষদন্তের নিকট অবি-রত পীড়ন করিলেও নালিসার ন্যায় এক প্রকার গরল নির্গত হইতে থাকে। তাহাও ঔষধার্থে প্রয়োগ করা যায়। এইরূপে কার্য্য সিদ্ধি হইলে পরিশেষে সর্পটীকে বিমুক্ত করিয়া দিবে। কিন্তু তখনও যদি সর্পটীকে নিতান্ত তেজীয়ান্ বলিয়া অনুমান হয় অথবা দংশনের আশঙ্কা বিদ্যমান থাকে, তাহা হইলে

তাহার জীবন নষ্ট করাই কর্ত্তব্য। কেননা হীন জাতিকে নষ্ট করিয়া শ্রেষ্ঠ জাতির জীবন রক্ষা করা অথবা একটী প্রাণীকে হনন করিয়া সহস্র প্রাণীর জীবন দান করা কখনও ধর্ম্মশাস্ত্রের অননুমোদনীয় হইতে পারে না। এক্ষণে সর্পবিষ সংশোধন করিবার উপায় বলা যাইতেছে। অশুদ্ধ বিষদ্বারা কখনও ঔষধ প্রস্তুত করা উচিত নহে। যথাপ্রাপ্ত বিষরাশি প্রথমতঃ রক্তসর্ষপ তৈলাভ্যন্তরে ভিজাইয়া রাখিবে। অহোরাত্র অতীত হইলে তাহা রৌদ্রতাপে উত্তমরূপে শুকাইয়া পরিশেষে পানের রস, বক বৃক্ষের ছালের রস অথবা তুলসীপত্রের রস এবং কুড়ের ক্বাথে যথাক্রমে তিন বার করিয়া ভাবনা দিয়া প্রখর রৌদ্রে বিশুষ্ক করিবে। এইরূপ শোধিত বিষ অমৃত তুল্য এবং মৃত্যু-মুখে পতিত ব্যক্তিরও সঞ্জীবনী শক্তি বর্দ্ধক। (১) এতদ্ভিন্ন তিন দিনে গোমূত্রে অভিষিক্ত করিয়া সূর্য্যতাপে শুষ্ক করিলেও কার্য্য সিদ্ধ হয়। (২) আধুনিক চিকিৎসকগণ এই নিয়মেই শোধন করিয়া থাকেন। এই প্রকার শোধিত বিষ অত্যন্ত আগ্নেয় এবং ত্রিদোষনাশক। সান্নিপাতিক জ্বরাদির নিতান্ত মন্দ অবস্থায় ইহাই সর্ব্বদা প্রযুক্ত হইয়া থাকে। (৩) ক্রমশঃ—

সম্পাদকের বক্তব্য।

কলিকাতার বর্ত্তমান বাবু কবিরাজ মহাশয়গণের পক্ষে না হউক, কেননা তাঁহারা ত সর্প-বিষের ধার আদৌ ধারেন না, কিন্তু পল্লীগ্রামস্থ কবিরাজের পক্ষে যে এ সর্পবিষ-কাহিনী বড়ই শিক্ষাপ্রদ হইবে, ইহা নিঃসন্দেহ। যাহা হউক, প্রবীণ লেখক মহাশয় এই প্রবন্ধে একটী বড়ই পাকা কথা লিখিয়াছেন, তিনি লিখিয়াছেন যে, "আমার বিবেচনায় বিচক্ষণ কবিরাজের হস্তে বিষ-প্রয়োগের ভার পড়িলে মৃত্যু সংখ্যা প্রবল হয় না।" কথাটী যে কতদূর অসীম মূল্যবান্, তাহা আমরা শতমুখেও বলিতে অসমর্থ। কেননা সকল দ্রব্যেরই বিষত্ব ও অমৃতত্ব কেবলমাত্র প্রয়োগ-কর্ত্তার বিচক্ষণতার উপরেই সম্যক্ নির্ভর করে। প্রকৃতই অযথা প্রযুক্ত অমৃত, বিষে এবং যথাপ্রযুক্ত বিষ, অমৃতে পরিণত হইয়া থাকে। চি, স, স।

---

(১) বিষং সার্ষপতৈলেন সংপ্লুতং পরিশোধয়েৎ। পর্ণতোয়ৈর্মুনিতরোস্তলসীপত্রজै-রসৈঃ। ক্বাথেনাপি চ কুষ্ঠস্য ভাবয়েৎ তৎ ত্রিধা ত্রিধা। তদেব সর্ব্বথা যোজ্যং না বিশুদ্ধং কদাচন। বিষমপ্যমৃতঞ্চৈবং মৃতসঞ্জীবনং পরম্॥

(২) নাগোদ্ভবং যথাপ্রাপ্তং বিষং গোমূত্রসংযুতম্। আতপে ত্রিদিনং শুষ্কং নিহিতং বীর্য্য-ধৃক্ ভবেৎ॥

(৩) দীপনং কুরুতে সদ্যো বাড়বাগ্নিসমাপমম্। সন্নিপাতপ্রতীকারপ্রভাবপ্রভুরুচ্যতে॥

আদাবটী। *

রসাঞ্জন	রসসিন্দুর	রসেন্দ্র অর্থাৎ পারদ ভস্ম।
রসমাণিক	দারমুজ	শিমূলক্ষার।
মিঠা বিষ	হরিতাল ভস্ম	শ্বেতকরবীর মূলের ছাল।
মনঃশিলা	...	...

এই দশখানি দ্রব্য প্রথমতঃ উত্তমরূপে মর্দ্দন করিয়া পরিশেষে পূর্ব্বোক্ত ঔষধের ন্যায় সাত দিনে সাত বার আদার রসে পরিপ্লুত ও বিশুষ্ক করিবে। প্রত্যেক বার আদার রসে পরিপ্লুত করিবার সময় অন্যূন ৪ দণ্ড কাল অবিরত আলোড়ন করিয়া লইবে। তাহাতে দ্রব্য সমূহের পরমাণু গুলি পরস্পর মিশ্রিত হইয়া যাওয়ায় প্রস্তুতীকৃত ঔষধের এক প্রকার অভিনব প্রভাব জন্মে। সেই প্রভাবদ্বারা সোপদ্রব নবজ্বর শীঘ্রই নিবারিত হইয়া থাকে। কোন তরল পদার্থে দ্রব্যসমূহ অভিষিক্ত করিয়া রৌদ্রে শুখাইয়া লওয়াকে ঔষধের ভাবনা দেওয়া কহে। প্রস্তাবিত ঔষধের ভাবনা শেষ হইলে অর্দ্ধরতি পরিমাণ এক একটী বটী বাঁধিয়া সাবধানে রাখিয়া দিবে। যদি কেহ ভ্রমবশতঃ অথবা অজ্ঞতাপ্রযুক্ত সুস্থশরীরে ইহা সেবন করে, তাহা হইলে বিলক্ষণ অনিষ্টের সম্ভাবনা। এই জন্য সাবধানতার প্রয়োজন। অবিচ্ছেদী নবজ্বরে ১ তোলা আদার রসের সহিত বটী মাড়িয়া সেবন করিতে দেওয়া যায়। শাস্ত্রে উক্ত আছে যে, এই ঔষধ সেবন করিলে নিশ্চয় অর্দ্ধ প্রহরের মধ্যে জ্বরত্যাগ

---

* রসাঞ্জনং রসসিন্দূরং রসেন্দ্রং রসমাণিকং। দারুযুগ্মবিষং তূলং করবীরঞ্চ মনঃশিলা॥ আদ্রকস্য রসৈর্ভাব্যং দেয়ঞ্চার্দ্ধরতি জ্বরে। পৃথক্‌দ্বন্দ্ব সমস্তানি মহাঘোরে নবজ্বরে॥ যামার্দ্ধে নাশয়েচ্ছীঘ্রং সদ্যজ্বরবিনিশ্চিতম্। শীতোপচার কর্ত্তব্যং দধ্যন্নাদি প্রদাপয়েৎ॥

সন্ন্যাসীগণ অনেক স্থলে এই ঔষধ প্রয়োগ করিয়া থাকেন। কেহ কেহ এই ঔষধমধ্যে রসেন্দ্র শব্দে রসসিন্দূরের আদেশ করেন। তাহা হইলে দুই ভাগ রসসিন্দূর প্রদান করিতে হয়। কিন্তু পীতভস্ম পারদ প্রয়োগ করাই কর্ত্তব্য। তদ্দ্বারা ঔষধের বীর্য্য অধিক হইয়া থাকে। যাহা হউক, এই পীতভস্ম পারদ বা রস তালক এবং রসমাণিকের বিষয় পারদ ভস্মাধিকারে বলা যাইবে। রসমাণিক্য পসারী দোকানেও পাওয়া যায়।

বকপত্র রসে অহোরাত্র ভিজাইয়া জলদ্বারা প্রক্ষালন করিয়া লইলেই রসাঞ্জন এবং মনঃশিলা শোধিত হইয়া থাকে। অন্যান্য দ্রব্যের শোধন প্রণালী পূর্ব্বে বলা হইয়াছে।

হইবে। কিন্তু ঔষধ প্রস্তুত করিবার দোষেই হউক অথবা উপকরণগুলির বীর্য্যহীনতা জন্যই হউক, অধুনা তাদৃশ ফল উপলব্ধি হয় না।

এই ঔষধের মাত্রা ১ বটী। জ্বর এবং জ্বরিত ব্যক্তির বলাবলানুসারে একবারে ২ বটীও প্রয়োগ করা যায়। ঔষধ সেবনান্তে যদি এক প্রহরের মধ্যেও জ্বর ত্যাগ না হয়, তাহা হইলে পুনর্ব্বার সেবন করাইবে, তাহাতেও জ্বর মুক্ত না হইলে আবার সেবন করিতে দিবে। এইরূপ তিন বারের অধিক প্রায়ই ঔষধ প্রয়োগ করিতে হয় না। এই ঔষধে একবার জ্বর ত্যাগ হইলে পুনরায় জ্বরের আক্রমণ হইতে দেখা যায় না। ঔষধের ক্রিয়ারম্ভ হইলেই মস্তকে সার্ষপ তৈল মর্দ্দন এবং পানার্থে মিশ্রির সরবত দাড়িম্ব ও ইক্ষু রস প্রভৃতি প্রদেয়। চক্ষু রক্তবর্ণ হইলে মস্তকে অগুরু চন্দনাদির লেপন অথবা শীতল জল সেচন কর্ত্তব্য। রোগীর ক্ষুধাবোধ হইলে নির্ভয়ে তক্রের সহিত যবমণ্ড বা পুরাতন চাউলের সুসিদ্ধ অন্ন প্রদান করিবে।

এই ঔষধের মধ্যে যে দারমুজ ও শিমুলক্ষারের নামোল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, ঐ উভয় দ্রব্যই এক জাতীয় পদার্থ এবং উহারা উভয়ই অত্যন্ত জ্বরঘ্ন। তন্মধ্যে যাহা লালবর্ণ তাহাকে দারমুজ এবং যাহা শ্বেতবর্ণ তাহাকে শিমুলক্ষার কহে।

ক্রমশঃ—

দিনাবাজার, জলপাইগুড়ি। } কবিরাজ শ্রীপ্রসন্ন চন্দ্র মৈত্রেয়।

সম্পাদকীয় বক্তব্য।

সর্ব্বগ্রাসী কুইনাইন আসিয়া এসকল আদাবটী আদিকে প্রায়ই গ্রাস করিয়া বসিয়া ভাল কি মন্দ করিয়াছে, তাহার বিচার-কর্ত্তা কে? চি, স, স।

উপদংশ।
(SYPHILIS.)
(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

সপ্ট স্যাঙ্কার।
(SOFT CHANCRE)

ইহা সিউডো সিফিলিস (Seudo Syphilis) এবং স্যাঙ্ক্রইড্ (Chancroid) নামে আখ্যায়িত হইয়া থাকে। ইতিপূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে যে,

প্রকৃত সিফিলিসের ও সপ্ট স্যাঙ্কারের বিষ স্বতন্ত্র প্রকৃতির অর্থাৎ এক প্রকৃতির বিষ দ্বারা অপর প্রকৃতির পীড়া উৎপন্ন হইতে পারে না। সপ্ট স্যাঙ্কার কেবল স্থানিক পীড়া; তদ্দ্বারা কদাচিত সার্ব্বাঙ্গিক লক্ষণ উদ্ভূত হইয়া থাকে। উপদংশ বিষ কখন নূতন উৎপন্ন হয় না। ইহা অতি প্রাচীনকালে কিরূপ অবস্থায় যে প্রথমে মানবশরীরে উপস্থিত হইয়াছে, তাহা অবগত হওয়া অসম্ভব। তবে একের শরীর হইতে অপরের শরীরে সংক্রামিত হইয়া আসিতেছে এবং এইরূপে ক্রমে ক্রমে সমস্ত ভূমণ্ডলে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু সপ্ট স্যাঙ্কার ভিন্ন প্রকৃতিবিশিষ্ট, তাহা ঘটনাবিশেষে নানা শরীরে নূতনভাবে উৎপন্ন হইয়া থাকে এবং ঐ বিষ দেহ হইতে দেহান্তরেও পরিচালিত হয়। ত্বক বা ইপিথিলিয়মের নিম্নে এই শেষোক্ত বিষ প্রবেশ করিলে ঐ স্থান উত্তেজিত হইয়া তথায় একটি ব্রণ উৎপন্ন এবং পরিশেষে তাহা বিগলিত হইয়া ক্ষতরূপে পরিণত হইয়া থাকে। কখন কখন শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী বিদারিত বা ঘর্ষিত হইয়া উক্ত প্রকার ক্ষতোৎপন্ন হয়। সচরাচর ঐ ক্ষতের উত্তেজনায় নিকটস্থ রসগ্রন্থি পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া তাহাদিগকে প্রদাহিত করে এবং তথায় পূয়োৎপত্তি হইয়া স্ফোটকাকার ধারণ করে। সপ্টস্যাঙ্কার সচরাচর জননেন্দ্রিয়তে উৎপন্ন হয়, কারণ অধিক সময়ে স্ত্রীসঙ্গমকালে এক শরীর হইতে অন্য শরীরে প্রবেশ করিয়া থাকে। জননেন্দ্রিয় ব্যতীত কখন কখন এই ব্যাধি শরীরের অপর স্থানেও উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। পুরুষদিগের এই ব্যাধি সর্ব্বদা গ্ল্যান্সপিনিষ ও প্রিপিউসের উপর ও স্ত্রীলোকের লেবিয়া মেজোরা এবং লেরিয়া মাইনোর অভ্যন্তরপ্রদেশে উৎপন্ন হইয়া থাকে। কিন্তু উভয় স্ত্রী পুরুষের শরীরে ক্ষতের সংখ্যা সাধারণত একাধিক হয়। বিষ ত্বক্‌নিম্নে প্রবেশ করার এক সপ্তাহ মধ্যেই ক্ষতোৎপন্ন হইয়া থাকে। ক্ষত আরম্ভ হইয়াই শীঘ্র শীঘ্র বিস্তৃত হইয়া তাহার পর আর বৃদ্ধি পায় না। এই অবস্থায় কয়েক দিবস থাকিয়া তাহার পর শুষ্ক হইতে থাকে। এই ক্ষত প্রারম্ভে চক্রাকার থাকে, ক্রমে যেমন উহা বিস্তৃত হয়, তেমনি উহা ডিম্বাকার বা অনিয়মিত রূপ ধারণ করে। সচরাচর সপ্টস্যাঙ্কারের ক্ষত চেপ্টা এবং অগভীর হয়। কিন্তু কখন কখন গঠনবিশেষে কিঞ্চিৎ গভীর হইতে দেখা যায়। সচরাচর প্রথমে একটী ক্ষত উৎপন্ন হয়, তৎপর তাহার পূয় লাগিয়া অপর কয়েকটী ক্ষতোদ্ভূত হইয়া থাকে। কিন্তু কখন কখন

প্রারম্ভ হইতেই একাধিক ক্ষত হইতে দেখা যায়। এই স্যাঙ্কারের পূয় অপর কোন প্রকার সাধারণ ক্ষততে সংলগ্ন হইলে তাহাও সপ্টস্যাঙ্কারের প্রকৃতি প্রাপ্ত হয়। বাঘী বসাইবার উদ্দেশ্যে জলৌকা সংলগ্নে যে কয়েকটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিদ্ধকারী আঘাত উৎপন্ন হয়, তাহাতে সপ্টস্যাঙ্কারের পূয় লাগিয়া ঐ কয়েকটী ক্ষত সপ্টস্যাঙ্কারে পরিণত হইতে দেখা গিয়াছে। সম্প্রতি আমি জনৈক হিন্দু যুবাকে প্যারাফাইমসিস্ প্রকৃতিস্থ করণাভিলাষে তাহার স্ফীত প্রিপিউসের উপর স্যায়মস্ এবসেস ল্যানসেট দ্বারা কয়েকটী ছিদ্রোৎপন্ন করিয়াছিলাম; এই ঘটনার কয়েক দিবস পরে ঐ ছিদ্রসমূহ সপ্টস্যাঙ্কারে পরিণত হইয়াছিল। ঐ যুবার গ্ল্যান্সপিনিসের উপর সিকি পরিমাণ একখান সপ্টস্যাঙ্কার ছিল, তাহারই পূয় সংলগ্ন হওয়ায় কর্ত্তনসমূহ সপ্টস্যাঙ্কারে পরিণত হইয়াছিল।

সপ্টস্যাঙ্কার বর্ত্তমান থাকিলে যদি শিশ্নোপরি অন্য কোন প্রকার অস্ত্রোপচার সম্পন্ন করা হয়, তাহা হইলে এই নবোৎপন্ন ক্ষত অনেক সময়ে পূর্ব্বোক্ত প্রকার স্যাঙ্কারে পরিণত হয়। অতএব এইরূপ অবস্থায় অস্ত্রোপচার সম্পন্ন করিবার পর আহত স্থান ফ্লেক্‌সাইল কলোডিয়ান বা তদ্রূপ অপর কোন প্রকার ঔষধ দ্বারা আবৃত করিয়া দেওয়া উচিত।

সপ্টস্যাঙ্কারের কিনারা কোমল কিন্তু উহার পার্শ্বস্থ ত্বক্ হইতে উচ্চ, দেখিলে বোধ হয়, যেন কাঁচি বা কাঙরী দ্বারা কাটিয়া দেওয়া হইয়াছে। কখন কখন কিনারা বাহিরের দিকে অল্প ঘুরিয়া যায়। এই সমস্ত স্যাঙ্কারের তলদেশ অসমান এবং ধূসর বা হরিদ্রাবর্ণ যুক্ত এক প্রকার পদার্থ দ্বারা আবৃত থাকে। উহার অধিকাংশই পূয়; ক্ষতের কিনারার অব্যবহিত বাহিরের ত্বক্ লালবর্ণ যুক্ত, এবং উহাতে অধিক পরিমাণে বেদনা বর্ত্তমান থাকে। উক্ত স্থান দুই অঙ্গুলি দ্বারা সঞ্চাপিত করিয়া অল্প পরিমাণে উত্তোলিত করিলে স্যাঙ্কারের তলদেশ উপাস্থিবৎ কঠীন বোধ হইবে না। প্রপিউসের কিনারার উপর সপ্টস্যাঙ্কার হইলে তথায় দুই তিনটী বা ততোধিক বিদারণ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু উক্ত গঠনের বাহিরস্থ বা অভ্যন্তরস্থ প্রদেশে যে সপ্টস্যাঙ্কার উদিত হয়, তাহা চেপ্টা এবং অগভীর কিন্তু এই স্থানের স্যাঙ্কার কখন কখন অল্প অল্প করিয়া গভীর হইতে থাকে এবং পরিশেষে প্রিপিউস ছিদ্রীভূত করিয়া ফেলে। ফ্রিণমের উপর সপ্টস্যাঙ্কার হইলে সচরাচর ঐ স্থান

ছিদ্রীভূত হয়। কোন কোন সময় ঐ ক্ষত এতাধিক গভীর হয় যে, উহা মূত্রনালীর প্রাচীর বিদীর্ণ করিয়া ফেলে। গ্ল্যান্সপিনিসের উপরে সপ্টস্যাঙ্কার হইলে উহাও গভীর হইয়া থাকে। কিন্তু মূত্রনালীর ছিদ্রের চতুষ্পার্শে সপ্টস্যঙ্কার হইলে উহা উক্ত নালীর অভ্যন্তরে কিঞ্চিৎ দূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়। এবং তত্রস্থ শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী বিনষ্ট করিয়া ফেলে। করগাগ্ল্যাণ্ডিসের উপর সপ্টস্যাঙ্কার হইলে উহা শীঘ্র শীঘ্র বিস্তৃত হয়। কিন্তু গভীর হয় না। এই স্থানে সপ্টস্যাঙ্কার সচরাচর একাধিক হইয়া থাকে। প্রিপিউসের উপর সপ্টস্যাঙ্কার হইলে উহার উত্তেজনা বশতঃ ঐ স্থান প্রদাহিত ও স্ফীত হইয়া সময় সময় মুদ্রা রোগ উৎপন্ন করে। ঐ প্রদাহ আবার শিশ্নের কর্পোরা-নামক গঠন পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইতে থাকে। শিশ্নেরও মুক্ত ত্বকোপরি সচরাচর উৎপন্ন হইতে দেখা যায় না কিন্তু প্রথমোক্ত যন্ত্রের মূলদেশে সপ্ট-স্যাঙ্কার হইলে উহার আকার শীঘ্র শীঘ্র বর্দ্ধিত হয়।

স্ত্রীলোকের জননেন্দ্রিয়োপরিস্থ সপ্টস্যাঙ্কার সচরাচর লেবিয়া মেজোরার অভ্যন্তর পার্শ্বে, যোনিদ্বার, পোষ্টিরিয়ার কমিশর এবং ফসানেভিকিউলোরিসের উপরে উৎপন্ন হইয়া থাকে এবং ক্রমশঃ একাধিক হয়। শৈষ্মিক ঝিল্লী এবং জরায়ুর যোনিস্থিত অংশের উপরেও এই শ্রেণীস্থ ক্ষত সকল উৎপন্ন হইয়া থাকে।

উপরোক্ত স্থান ব্যতীত শরীরের অন্যান্য স্থানেও—যথা, মনস্‌ভেনিরিস, মলদ্বার, পিউবিস্, উরুর অভ্যন্তর পার্শ্ব, নিম্নোদর, চুচুক, ওষ্ঠ, জিহ্বা, গণ্ড, হস্তাঙ্গুলি এবং মস্তক ইত্যাদি স্থানেও উৎপন্ন হইতে পারে।

সপ্টস্যাঙ্কার বিনা চিকিৎসায় রাখিয়া দিলে দুই সপ্তাহ কাল পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইতে থাকে। তৎপর স্ফীতি, বেদনা এবং পূয় নিঃসরণের পরিমাণ হ্রাস ও ক্ষতোপরি মাংসাঙ্কুর উৎগত হইতে আরম্ভ হয়, ক্ষতের কিনারা চেপ্টা, মাংসাঙ্কুরের সংখ্যা বৃদ্ধি, তদুপরি সুদ্ধ পূয় দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার ২।৪ দিবস পরেই ক্ষত শুষ্ক হইতে আরম্ভ হয়। সমুদায় ক্ষত শুষ্ক হইয়া গেলে ক্ষতচিহ্ন অবনতাবস্থা প্রাপ্ত হয়; কিন্তু উহা কঠিন হয় না। কখন কখন মাংসাঙ্কুর সমূহের আকার বর্দ্ধিত হইয়া ক্ষতপার্শ্বস্থ ত্বক অপেক্ষা উচ্চ হয়, এমত হইলে তাহাকে "ফংসেটিং (Fungatiug) সোর" কহে। পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, প্রথমে একটী সপ্টস্যাঙ্কার উৎপন্ন হইয়া তাহার

পূয় লাগিয়া অপর একটী বা তদধিক ক্ষত উৎগত হয়। এমত অবস্থায় শেষোক্ত স্যাঙ্কার সমূহ প্রথমোক্ত স্যাঙ্কার অপেক্ষা শীঘ্র শীঘ্র শুষ্ক হইয়া থাকে।

ভিষক্‌দর্পণ। ক্রমশঃ—

ডাক্তার জহিরুদ্দিন আহমদ, এল, এম, এস্, এফ, সি, ইউ।

উপদংশ রোগের নিদানাদিতত্ত্বে আর অধিক অগ্রসর না হইয়া চিকিৎসা ব্যাপারে হস্ত-ক্ষেপ করিতে আমরা ডাক্তার মৌলভীসাহেবকে অনুরোধ করি। চি, স, স।

শিশু-যকৃৎ

বা

ইন্‌ফ্যাণ্টাইল্ লিভার্।

সমসংজ্ঞা—ইন্‌ফ্যাণ্টাইল্-হাইপারট্রফিক্-সিরোসিস্ অব্ দি লিভার্। শিশুযকৃতের বিবৃদ্ধি। যে পীড়া যকৃতের হাইপারট্রফিক্-সিরোসিস্ বলিয়া বর্ণিত হয়, শিশু যকৃৎও ঠিক্ ঐ পীড়া; এই উভয়ের লক্ষণ পাশাপাশী ভাবে পাঠ করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবে।

রোগ-পরিচয়—আমরা যতদূর তত্ত্ব রাখিয়াছি তাহাতে দেখিতে পাই যে' এই পীড়া ৫।৬ মাস বয়স হইতে ২।৩ বৎসর বয়স মধ্যে অত্যধিক সংখ্যায় দেখা যায়। ৪।৫ বৎসর বয়সেও এই পীড়া কোন কোন শিশুর হইয়া থাকে। দন্তোদ্‌গম সময়েই অনেক শিশু এই রোগাক্রান্ত হইয়া পড়ে। শিশু মাত্রেরই যকৃৎ অপেক্ষাকৃত একটু বড় থাকে। সুতরাং প্রথমাবস্থায় যকৃতের বিবৃদ্ধি লক্ষ্য করা কঠিন হয়। কোন শিশুর একটু একটু ভাবে প্রতিদিন ঘুস্‌ঘুসে জ্বর হইতে হইতে, কাহারও বা রেমিটেণ্ট-ফিবারের ন্যায় ১০।১৫ দিন একজ্বরী হইয়া, কাহারও বা জ্বর ও উদরাময় হইয়া, কাহারও জ্বর ও অতিশয় কোষ্ঠবদ্ধ হইয়া, কাহারও বা ঘোলের ন্যায় সাদা উদরাময় ও তৎ-সঙ্গে সাধারণ জ্বর হইয়া, এই প্রকার যকৃতের আরম্ভ হয়। "প্রথমে কোন কোন শিশুর বিশেষ কোন লক্ষণই দৃষ্ট হয় না; হয়ত শিশু পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক বমন করিতে থাকে; তাহার স্ফূর্ত্তি অপেক্ষাকৃত অনেক কমিয়া যায়; অক্ষুধা হইয়া পড়ে, আহারে তত ইচ্ছা থাকে না, কোষ্ঠও ভাল পরিষ্কার হয় না; জ্বর হয় কি না তাহা কিছুমাত্র বুঝা যায় না; গাত্রের উত্তাপ

প্রায়ই স্বাভাবিক থাকে, দুই তিন সপ্তাহ এইভাবে গত হইয়া যায়; শিশু ক্রমে কৃশ হইয়া যাইতেছে দেখিয়া পিতা মাতা চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করেন। চিকিৎসক পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন যে, অজ্ঞাতসারে যকৃৎটী ২।৩ ইঞ্চি বাড়িয়া গিয়াছে। দেখিতে দেখিতে যকৃৎটী ক্রেষ্ট অব্ ইলিয়াম্ পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত হইয়া পড়ে। এই অবস্থায় প্লীহা বড় লক্ষিত হয় না। পরে ক্রমশঃ পোর্টাল বিধানের রক্তসঞ্চালনের ব্যাঘাতহেতু যে সমস্ত লক্ষণ তাহা ক্রমশঃ দেখা যায়, উপরত্বক্স্থিত শিরা সমূহ স্ফীত হয়, পেরিটোনিয়ামে জল সঞ্চার হয়। শোথ, জন্‌ডিস্, পেরিকার্ডিয়ামে পর্য্যন্ত জল লক্ষিত হয়। রোগের ভোগ একমাস হইতে দেড় বৎসর পর্য্যন্ত দুই একটী শিশুতে ম্যালেরিয়া জ্বরের ন্যায় মধ্যে মধ্যে জ্বর হইয়া এই প্রকার যকৃৎ হইতে দেখা গিয়াছে। কোন কোন শিশুর এই যকৃৎ বিবৃদ্ধিসহ প্লীহাও বৃহৎ হইয়া উঠে। সেই জন্য অনেকে বলেন যে, ম্যালেরিয়া বিষই কোন বিশেষ অবস্থান্তরিত হইয়া এই প্রকার যকৃতের উৎপাদন করে। অম্বলের পীড়াযুক্ত মাতার দুগ্ধ পান, দোষিত গাভীর দুগ্ধপান, অতিরিক্ত দুগ্ধপান (বিশেষ পীড়ার প্রারম্ভে) স্ক্রফিউলা ধাতু, শিশুর নিজের অম্বলের পীড়া, সুবাতাসের অভাব ইত্যাদি আনুষঙ্গিক কারণ মধ্যে গণ্য। শিশুর বিশেষ কোন শারীরিক ধর্ম্ম এই পীড়ার উৎপত্তি পক্ষে সহায়তা করে সন্দেহ নাই। এমন দেখা গিয়াছে যে, এক পিতা মাতার তিন চারিটী সন্তানই ক্রমাগত প্রায় একই বয়সে এই যকৃতের বিবৃদ্ধি হইয়া অকালে জীবন-লীলা সম্বরণ করিয়াছে।

যকৃৎটী ক্রমে বর্দ্ধিত হইয়া নাভিকুণ্ডল পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হয়। এই যকৃতের উপর পার্কাশন্ করিলে স্থূল শব্দ পাইবে এবং টিপিয়া দেখিলে ঐ সমস্ত স্থান শক্ত বোধ হইবে। প্রায় দিবারাত্রির সমস্ত সময়ই জ্বর মগ্ন থাকে। কখন কখন অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়। প্রস্রাবের বর্ণ গাঢ় হইতে হইতে ক্রমে হলুদবর্ণ হইয়া উঠে; এই হলুদের বর্ণ এত পাকা যে, তাহা বস্ত্রে লাগিলে সাবান দ্বারা ধৌত করিলেও উঠে না। ক্রমে শরীর, মুখমণ্ডল, চক্ষু হলুদবর্ণ হইয়া উঠে; হস্তের তালু, পায়ের তালু, মুখ গুহ্বরের অভ্যন্তরে, জিহ্বার নিম্নভাগ পর্য্যন্ত হলুদপানা হইয়া যায়। সর্ব্বাঙ্গে শোথ দেখা দেয়; চক্ষুর পাতা ভারী হয়, হাত পা ফুলিয়া যায়, পেটের ভিতর পর্য্যন্ত জল হয়। এই অবস্থায় প্রায়ই কোষ্ঠ পরিষ্কার হয় না। প্রস্রাবের পরিমাণ কমিয়া যায়। গাঢ়

হলুদপানা প্রস্রাব; কোন কোন শিশুর মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব্বে প্রস্রাব সবুজপানা হইয়া যায়।

যতই মৃত্যু নিকটবর্ত্তী হইতে থাকে ততই শরীরের পূর্ব্বোক্ত হলুদপানা অবস্থা (কামল্ বা ন্যাবা) অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পায়, সঙ্গে সঙ্গে জ্বর ও শোথ বৃদ্ধি পায়, সময় সময় বমন হইতে থাকে, বমনে কাফিচূর্ণবৎ পদার্থ, কাল্‌চেপানা রক্তের কণা সকল দেখা যায়। শিশু নিতান্ত চঞ্চল হইলেও এই সময় তাহার আর সে চঞ্চলতা থাকে না। তাহার আর সে মিষ্ট কথা বিস্ফূরিত হয় না; দিবা রাত্রি চক্ষু মুদিয়া থাকে। এই অবস্থা হইলে "কলিমিয়া" হইয়াছে জানিবে, ইহা বড় ভয়ানক অবস্থা; ইহাতে রক্ত দূষিত পিত্তদ্বারা বিষাক্ত হইয়া পড়ে; এই দূষিত রক্ত মস্তিষ্ক ও শরীরের অন্যান্য যন্ত্রকে অকর্ম্মণ্য করিয়া ফেলে; ক্রমে শিশুর চৈতন্য ও জ্ঞানের অভাব হইতে থাকে, গাত্রে হাত দিলে ত্যক্তবোধ করে, ক্রমে পথ্য খাওয়ান পর্য্যন্ত অসাধ্য হইয়া উঠে। আহারে আর ইচ্ছা থাকে না। কোন রোগীর মৃত্যুর পূর্ব্বে জ্বর ও জলপিপাসা অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়: যে শিশু পূর্ব্বে একটুকুও জল খাইত না, সে জলের জন্য যেন হা হা করিতে থাকে। ক্রমে শিশুর ছট্‌ফটি (শয্যাকণ্টক) বৃদ্ধি পায়, জ্ঞানলুপ্ত হইতে হইতে শ্বাসকষ্ট উপস্থিত হইয়া শিশু অন্তিম দশা প্রাপ্ত হয়।

এ স্থানে শিশুর মল সম্বন্ধে দুই চারিটী কথা বলা আবশ্যক। কোন কোন শিশুর মল প্রত্যহ অতি পরিষ্কৃত হলুদপানা হইতে দেখিয়াছি, কাহারও বা সাদা খড়ির মত হয়। অনেকের বিড়ালের বিষ্ঠার ন্যায় বিষ্ঠা হয়। অনেকের প্রায়ই কোষ্ঠবদ্ধ থাকে। কোন কোন রোগীর আমাশয় দেখা দেয়।

ভাবীফল—চক্ষু ও সর্ব্বাঙ্গ হলুদবর্ণ, শোথ, উগ্রজ্বর, প্রস্রাব গাঢ় হলুদবর্ণ, দেখিলে জীবনের আশা নাই বলিয়া জানিবে। সবুজবর্ণের প্রস্রাবও অতি দুর্লক্ষণ। অনেক শিশুর মৃত্যুর পূর্ব্বে শিরোলুণ্ঠন বা মস্তক চালনা দেখা যায়। (যে সমস্ত গাভী সর্ব্বদা গৃহে বদ্ধ থাকে, তাহাদের অনেকের বাছুর মৃত্যুর পূর্ব্বে মস্তক চালিয়া মরিয়া যায়)। এই পীড়ায় মৃত্যুসংখ্যা অত্যন্ত অধিক। (হোমিওপ্যাথিক রিভিউ।)

ডাক্তার শ্রীচন্দ্রশেখর কালি, এল্, এম্, এস্।

সম্পাদকীয় বক্তব্য।

যে রোগে শতকরা ৯৫ জনের মৃত্যু ঘটে, সেই শিশুদিগের যকৃৎ রোগের বিষয় ডাক্তার

কালি মহাশয় লিখিতেছেন এবং ইতিপূর্ব্বেও এসম্বন্ধেও অনেক মহাত্মা লিখিয়াছেন, কিন্তু এত লেখালেখির ফল যে এ পর্য্যন্ত কতদূর ফলিয়াছে, তাহা ভগবানই জানেন, তথাপি তাঁহার এ প্রবন্ধ সাঙ্গ হইলে আমরাও কিঞ্চিৎ লিখিব। চি, স, স।

তৈলপাক ও প্রয়োগ-প্রণালী।

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩৫২ পৃষ্ঠার পর)

বায়ু বা বাতব্যাধিরোগে তৈলপ্রয়োগ।

বায়ু বা বাতব্যাধিরোগে তৈল-প্রয়োগের তারতম্যের কথা গতবারে বিশেষরূপেই বলিয়াছি। বাতব্যাধি অধিকারোক্ত একই তৈল যে, সর্ব্বপ্রকার বায়ু বা বাতরোগের শান্তির পক্ষে প্রশস্ত নহে, পরন্তু কোন কোন স্থলে সমূহ অপকারক হয়, ইহাও লিখিয়াছি; অতঃপর কোন্ কোন্ তৈল বায়ু বা বাতব্যাধির কোন্ কোন্ অবস্থায় প্রশস্ত, তালিকাসহ তাহাই একে একে লিখিতেছি। তন্মধ্যে যে বায়ু বা বাতরোগে চিত্ত-চাঞ্চল্য ও অনিদ্রা আদি লক্ষণ প্রকাশ পায়, যে অবস্থায় লোকে যথেষ্ট শীতল দ্রব্য ব্যবহার করিয়া বায়ু শান্তির চেষ্টা করিয়া থাকে, আপাততঃ সেই বায়ুনাশক তৈলের বিষয় বলিতেছি। সঙ্গে সঙ্গে এস্থলে ইহাও বলা আবশ্যক যে, তিলতৈলই বায়ু শান্তির পক্ষে প্রশস্ত। আর বাতরোগের শান্তির পক্ষে তিলতৈল, এরণ্ডতৈল এবং স্থলবিশেষে ক্বচিৎ সর্ষপতৈলও প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

বায়ুরোগে বিষ্ণুতৈল।

বিষ্ণুতৈল বৈদ্যক শাস্ত্রে বায়ুরোগ শান্তির পক্ষে একটী মহান্ উপকারী ও প্রসিদ্ধ তৈল। এমন কি এই তৈলটা এতই নামজাদা যে, সাধারণতঃ কাহারও শরীরে বিন্দুমাত্র বায়ুর লক্ষণ লক্ষিত হইলেই স্ত্রীলোকেরা পর্য্যন্ত বিষ্ণু-তৈল ব্যবহার করিতে ব্যবস্থা দিয়া থাকেন। সুতরাং কবিরাজ মহাশয়েরা যে বায়ুরোগের শান্তির জন্য কতদূর আগ্রহের সহিত এই তৈলের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন, তাহা বলাই বাহুল্যমাত্র। বাস্তবিকও খাঁটীরূপে বিষ্ণুতৈল প্রস্তুত করিয়া ব্যবহার করিতে পারিলে তদ্দ্বারা বায়ুরোগের পক্ষে প্রকৃতই আশানুরূপ ফলদর্শিতে দেখা গিয়া থাকে। "খাঁটীরূপে প্রস্তুত" একথা কেন লিখিলাম, তাহা ক্রমশঃ পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন।

বিষ্ণুতৈল নানাপ্রকার।

স্বল্পবিষ্ণু, মধ্যমবিষ্ণু, মহাবিষ্ণু ও বৃহদ্‌বিষ্ণু আদি নানাপ্রকারের বিষ্ণু-তৈল শাস্ত্রে লিখিত আছে। বায়ুরোগের অবস্থাবিশেষে কোথায়ও স্বল্প, কোথায়ও বৃহৎ এবং কোথায়ও বা মহাবিষ্ণুতৈলের দ্বারা বিশেষ ফল দর্শিতে দেখা গিয়া থাকে। দেশীয় কবিরাজ মহাশয়দিগের মধ্যেও কেহ বা স্বল্প, কেহ বা বৃহৎ এবং কেহ বা বৃহদ্বিষ্ণু তৈল প্রস্তুত ও প্রয়োগ করিয়া থাকেন। কিন্তু এমন কবিরাজ বোধ হয় ভারতবর্ষের মধ্যে একজনও নাই, যিনি উপ-রোক্ত সর্ব্বপ্রকার বিষ্ণুতৈলগুলিই একদা প্রস্তুত রাখিয়া ব্যবহার করিয়া থাকেন। কোন কবিরাজই একদা প্রস্তুত রাখেন না বটে, তবে সকল কবি-রাজেরই কিন্তু একই বিষ্ণুতৈলের ভাণ্ড হইতে স্বল্পই বলুন, আর বৃহৎই বলুন সর্ব্বপ্রকার বিষ্ণুতৈলই প্রসূত হইয়া থাকে। একটা ক্ষুদ্র গল্প বলি:—প্রায় ৯ বৎসর পূর্ব্বে আমি আমার একজন কবিরাজ বন্ধুর বাটীতে বসিয়া আছি, আরও অনেকেই ছিল, এমন সময় মেদিনাপুর অঞ্চলের একজন অর্দ্ধ ভদ্র-গোচের লোক আসিয়া বলিল মহাশয়, "যোগবাশিষ্ঠ বিষ্ণুতৈল" প্রস্তুত আছে কি? এবং তাহার মূল্যই বা কি? "কবিরাজ মহাশয় তখন আমার সহিত গল্পে নিযুক্ত ছিলেন, সুতরাং আগন্তুকের এই অশ্রুতপূর্ব্ব তৈলের নাম শুনিয়াই কবিরাজ মহাশয়ের ছাত্রবৃন্দ ত একবারেই অবাক্ হইয়া পড়িল এবং সহসা তাহাদের মধ্য হইতে একজন সত্যপ্রিয় ছাত্র বলিয়া উঠিল যে, বাপু! এ তৈলের নামও কখন শুনি নাই। বলা বাহুল্য যে, ছাত্রের একথা শুনিয়া কবিরাজ মহাশয় তৎক্ষণাৎ তাহাকে একটা "দাব্‌ড়ি" দিয়া বলিয়া উঠিলেন যে, "কচুপোড়া খাও" এতদিন এখানে থাকিয়া শিক্ষা করিতেছ, অথচ কোন্ তৈল কোন জারে আছে, তাহা জানিতে পারিলে না? ঐ দেখ, ঐ কোনের ভাঁড়ে যোগবাশিষ্ঠ তৈল রহিয়াছে"। এই বলিয়া তৎক্ষণাৎ আগন্তুকের নিকট হইতে ৮৲ টী মুদ্রা লইয়া তাঁহাকে একপুয়া তৈল দেওয়া হইল। পাঠক! ইহাতেই ভাণ্ড রহস্য বুঝিয়া লইবেন, অতঃপর আর বাজে কথায় না গিয়া ক্রমশঃ তৈলের তালিকা লিখিতেছি।

বায়ুরোগে স্বল্পবিষ্ণুতৈল।

খাঁটী তিলতৈল ১৬ ষোলশের। পূর্ব্ববৎ কটা ও মূর্চ্ছা পাক দিয়া তদবস্থায়

কিছুদিন রাখিয়া মূর্চ্ছাদ্রব্য মঞ্জিষ্ঠাদি তৈল হইতে ফেলিয়া দিয়া নিম্নলিখিত কল্কদ্রব্যের সহিত পাক করিবে। যথা—শালপাণি, চাকুলে, বেড়েলার মূল, শতমূলী, ভেরেণ্ডামূল, ব্যাকুড়মূল, কণ্টকারীমূল, নাটাকরঞ্জের মূল, গোরখ-চাকুলের মূল ও নীলঝাঁটীমূল, প্রত্যেকে ৪ পল অর্থাৎ ৩২ তোলা। (এখনকার কবিরাজ মহাশয়েরা সকলেই ৮০ তোলার হিসাবে সের ধরিয়া তৈল আদি লইয়া থাকেন, সুতরাং সে হিসাবে উক্ত ৩২ তোলা স্থলে ৪০ তোলা অর্থাৎ অর্দ্ধসের পরিমাণে লইতে হইবে।)

কল্কদ্রব্য গুলি পূর্ব্বরাত্রে ভিজাইয়া রাখিয়া পরদিন উত্তমরূপে কুটীয়া ৬৪ সের জলসহ তৈলপাক করিতে আরম্ভ করিবে। অনন্তর কিঞ্চিৎ জল অবশেষ নামাইয়া তদবস্থায় কিছু দিবস রাখিয়া দিবে। অনন্তর সেই কল্কদ্রব্য তৈল হইতে উঠাইয়া ফেলাইয়া উক্ত তৈলের চতুর্গুণ অর্থাৎ ৬৪ সের ছাগ বা গব্যদুগ্ধসহ ধীরে ধীরে পাক করিতে করিতে তৈলের শেষ পাক দিবে। এস্থলে ইহা বলা আবশ্যক যে, যদিও শাস্ত্রে লেখা আছে—

"আজং বা যদি বা গব্যং ক্ষীরং দদ্যাচ্চতুর্গুণম্"

অর্থাৎ তৈলের চতুর্গুণ ছাগ বা গব্যদুগ্ধ প্রদান করিবে। অর্থাৎ শাস্ত্রকার উভয় দুগ্ধের ব্যবস্থা দিলেও প্রকৃতপক্ষে কিন্তু বিষ্ণুতৈলে ছাগদুগ্ধই সর্ব্বতোভাবে প্রশস্ত। যেহেতু গর্ব্যদুগ্ধ অপেক্ষা ছাগদুগ্ধ অনেকাংশেই শীতবীর্য্য, বায়ুনাশক এবং রক্তপরিষ্কারক বলিয়া শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট আছে। সুতরাং ছাগদুগ্ধ দেওয়াই সর্ব্বতোভাবে উচিত। তবে অবস্থাবৈগুণ্যে বা অসুবিধাবশতঃ অনেক কবিরাজ মহাশয়েরাই যে, "মধ্বাভাবে গুড়ং দদ্যাৎ" করিয়া থাকেন, অর্থাৎ ছাগদুগ্ধ স্থলে গোদুগ্ধ দেন, একথা বলাই বাহুল্য। আর সেই জন্যই যে, দেশীয় তৈলের দ্বারা এখন আর আশানুরূপ উপকার দর্শে না, ইহাও সম্পূর্ণ সত্য কথা।

সে যাহা হউক, স্বল্পবিষ্ণুতৈলদ্বারা শাস্ত্রে নানাবিধ রোগের শান্তি হওয়ার কথা লিখিত আছে। কিন্তু সে সকল ভয়ানক আড়ম্বরপূর্ণ বাক্যের আর এস্থলে উল্লেখ করিব না। তবে সংক্ষেপে এই মাত্র বলিতে পারি যে, সাধারণতঃ বায়ুরোগের অনেক অনেক অবস্থায়, শূলরোগে, ও কোন কোন শিরোরোগে বিষ্ণুতৈল ব্যবহারে বিশেষ ফল দর্শিতে দেখা গিয়া থাকে। কোন কোন কবিরাজ আবার উপরোক্ত রোগসমূহে রোগীকে মর্দ্দন ভিন্ন

বিষ্ণুতৈল পান করাইয়াও থাকেন এবং তদ্দ্বারাও ফল দর্শে। আমি কিন্তু মর্দ্দন ভিন্ন কোন স্থলেই কাহাকে পান করিতে দেখি নাই। ক্রমশঃ—

কলিকাতা। } কবিরাজ শ্রীজগদ্বন্ধু সেন গুপ্ত।

সম্পাদকের বক্তব্য।

আশা করি যে, লেখক মহাশয় বায়ু বা বাতরোগে সর্ব্বদা ব্যবহার্য্য সর্ব্বপ্রকার তৈলেরই যথাযথ বিবরণ লিখিয়া সুখী করিবেন। চি, স, স।

পরীক্ষিত মুষ্টিযোগ।

গেটে বেদনা।

একটী রোগীর পায়ের সন্ধিস্থানে রস আটকাইয়া প্রবল বেদনা উপস্থিত হয়। তাহাতে রোগীর চলৎশক্তি একপ্রকার রহিত হয়। রোগী যাতনায় অধীর হইয়া পড়ে। সপ্তাহ পর রোগী আমার চিকিৎসাধীনে আসে। তখনও রোগী যাতনায় অস্থির। দর্শনী একটী টাকা লইয়া, রোগীর অবস্থার কথা স্মরণ করতঃ এলোপেথি মত ছাড়িয়া কবিরাজী টোট্‌কা ঔষধের স্মরণ লইলাম। সেই প্রলেপটী এই—

সজিনার ছাল
কনকধুস্তুরী (ধূতুরা) পত্র
রসুন—
আদা—
গোলমরিচ—

পূর্ব্বোক্ত পদগুলি বাটীয়া প্রলেপ দেওয়া হইল। যে দিবস প্রাতে প্রলেপ দেওয়া হয়, ঐ দিনেই বৈকালবেলা আসিয়া দেখি রোগী অনেকটা আরামে আছে, বেদনার আর তত বাড়াবাড়ি নাই। পরের দিন আর রোগীর বেদনা হয় নাই। তিন দিনের দিন রোগী সম্পূর্ণ আরোগ্য হইয়াছিল। বলিতে কি রোগী উক্ত প্রলেপ দিবসে দুইবার হিসাবে দুই দিবস মাত্র চারিবার দিয়াছিল। যদি উক্ত ঔষধের পরিবর্ত্তে এলোপেথিমতে টিঞ্চার আইওডিন, বেলাডোনা, অপিয়াম্ বা টার্পেণ্টাইল প্রভৃতির মালিস ব্যবহার করিতাম, তবে বোধ হয় বিদায়কালীন "লাভের বানিজ্যে এলেম, মূলেতে হইলেম হারা" এই জপিতে হইত।

মুখে ঘা।

আর এক রোগীর মুখে ঘা ছিল, সেই ঘায়ের জন্য ভাত কি জল কিছুই খাইতে পরিত না, ঘায় লাগিলেই যেন প্রাণ উড়িয়া যাইত। প্রথমতঃ এলোপেথি মতে কয়েক পদ ঔষধ দেই তাহাতে কিছুই হয় নাই। তৎপর একমাত্র ফট্‌কিরি চূর্ণ গরম জলে ফেলিয়া দিনে তিনবার কবল করিতে বলি, তাহাতে রোগী সম্পূর্ণ আরোগ্য হইয়াছে।

রায়পুর, ত্রিপুরা। } নিঃ—
শ্রীহরিমোহন চৌধুরী।

সম্পাদকীয় বক্তব্য।

প্রবন্ধলেখক "পল্লীগ্রামের চিকিৎসক" নামক যে ক্ষুদ্র প্রবন্ধটী পাঠাইয়াছিলেন, আমরা তাহার কতকাংশ বাদ দিয়া শেষের মুষ্টিযোগগুলিই কেবল মুদ্রিত করিলাম। কারণ আমাদের এ পত্রিকায় স্থান প্রকৃতই অতি কম। অতএব তিনি দুঃখিত না হন্, ইহাই প্রার্থনীয়। তাঁহার লিখিত গেটে বাত ও মুখের ঘায়ের জন্য দুইটী ঔষধই প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ বলিয়া স্বীকার করি। বিশেষতঃ ঐরূপ গেটে বাতে আদা, সজিনার ছাল ও মুসর্ব্বর এই তিন দ্রব্য একত্রে তুল্যাংশে লইয়া বাটীয়া প্রলেপ দিলেও বিশেষ উপকার হইয়া থাকে। সহস্র সহস্র স্থানে আমরা পরীক্ষা করিয়া দিয়াছি। চি, স, স।

দৃষ্টফল মুষ্টিযোগ।

চক্ষুরোগের ঔষধ।

১। কাগ্‌জিলেবুর রসে বাবলার ছাল লৌহপাত্রে ঘষিয়া চক্ষুর পাতার চতুর্দ্দিকে বারংবার প্রলেপ দিলে, চক্ষুউঠার জ্বালাযন্ত্রণা ও ফুলা একদিনে আরোগ্য হয়। এইরূপ ৩।৪ দিন ব্যবহার কর্ত্তব্য।

২। আমরুলের পাতা কিঞ্চিৎ লবণের সহিত রগড়াইয়া তাহার ২।৩ ফোটা রস চক্ষে দিলে, চক্ষু উঠার জ্বালাযন্ত্রণা ও পিচুটীপড়া নিবারণ হয়।

৩। কতকগুলি গুগ্‌লীসামুক প্রস্তরপাত্রে কিয়ৎকাল রাখিলে যে জল নির্গত হয়, সেই জল চক্ষে দিলে, চক্ষের দাহ, রক্তবর্ণ ও ক্লেদপড়া আরোগ্য হয়।

৪। গোলাপজলে কিঞ্চিৎ ফিট্‌কারী ভিজাইয়া সেই জলে চক্ষু ধৌত করিলে, চক্ষু রক্তবর্ণ ও জ্বালা যন্ত্রণা নিবারণ হয়।

৫। রক্তচন্দন জলদ্বারা পাথরে ঘষিয়া চক্ষের পাতায় প্রলেপ দিলে, চক্ষের দাহ ও রক্তবর্ণ (ফুলপড়া) আরোগ্য হয়।

৬। একখানা লৌহপাত্রে (কাজলদানে) কিঞ্চিৎ তৈল লাগাইয়া প্রদীপের শিখায় ধরিলে যে কাজল প্রস্তুত হয়, তদ্দ্বারা চক্ষে অঞ্জন দিলে, চক্ষের চুলকনা ও ক্লেদপড়া প্রভৃতি আশু নিবারণ হইয়া দৃষ্টি প্রসন্ন হয়। উষ্ণ থাকিতে দেওয়া কর্ত্তব্য। নব্যসম্প্রদায়গণ তৈল কাজল চক্ষে দেওয়া অসভ্যতা বিবেচনায় যেন অবহেলা না করেন। এই তৈলকালী চক্ষুরোগের পক্ষে বিশেষ উপকারী।

৭। কিঞ্চিৎ আফিং শিমপাতার রসে অথবা আড়সের পাতার রসে লৌহপাত্রে ঘষিয়া কাদার ন্যায় হইলে চক্ষের পাতায় প্রলেপ দিলে, চক্ষের শোথ, বেদনা ও জলপড়া প্রভৃতি আশু নিবারণ হয়।

৮। ত্রিফলার কাথে চক্ষু ধৌত করিলে উপস্থিত চক্ষুরোগ আরোগ্য হয় এবং ভবিষ্যৎ পীড়ার আশঙ্কা থাকে না।

৯। হরিতকী ঘৃতে ভাজিয়া জলে বাটীয়া চক্ষের বহির্ভাগে প্রলেপ দিলে, অথবা আমলকী ফলের রস অভাবে শুষ্ক আমলকী ভিজান জলে চক্ষু ধৌত করিলে চক্ষের প্রকোপ নিবারণ হয়।

১০। হরিতকী, গিরিমাটী, রক্তচন্দন, শুট, চকমাটি, বচ সমভাগে একত্রে আড়সের পাতার রসে অথবা জল দিয়া প্রস্তরপাত্রে ঘষিয়া চক্ষের পাতায় প্রলেপ দিলে, চক্ষের শোথ, শূল ও ক্লেদপড়া প্রভৃতি প্রশমিত হয়।

১১। পিয়াজের রস অথবা পানের রস ২।৩ ফোটা করিয়া দিবসে ২।৩ বার দিয়া কিছুক্ষণ পর শীতল জলে চক্ষু ধৌত করিলে রাত্র্যন্ধতা (রাত্‌কানা) আরোগ্য হয়।

১২। গোলমরিচ মধুর সহিত ঘষিয়া কবুতরের পালকদ্বারা চক্ষে দিলে রাত্রিকানা আরোগ্য হয়।

১৩। কাত্‌লা মৎস্যের মেটে ও তৈল ব্যঞ্জন করিয়া ভক্ষণ করিলে এক দিবসে রাত্রিকানা আরোগ্য হয়। ৩।৪ দিন খাওয়া কর্ত্তব্য। ক্রমশঃ—

রামপুর, বোয়ালিয়া রাজসাহী। } শ্রীনবকৃষ্ণ কবিরাজ।

পাঁচন ও মুষ্টিযোগ।

শ্বাস কাস ও রক্তপিত্ত।

১। হাঁপকাসরোগী দোক্তাতামাক মুখে রাখা অভ্যাস করিলে হাঁপকাস দমন থাকে।

২। হাঁপানী রোগীরা আফিম খাওয়া অভ্যাস করিলে সুস্থ থাকে।

৩। আদার রস ৫ তোলা, পঞ্চমুখী লাল জবা ফুলের গাছের পাতার রস অর্দ্ধ ছটাক। এই দুই বস্তুতে যোগ করিয়া পরিবর্দ্ধিত হাঁপরোগ সময়ে, এই মহৌষধ নিত্য একবার করিয়া এক সপ্তাহ সেবিত হইলে বিশেষ উপকার দর্শে।

৪। তুলসীগাছের ঘুংরী পোক্ষা তাম্রমাদুলী করিয়া গলায় ধারণ করিলে বালকদিগের হাঁপানিরোগ আরাম হয়।

৫। কট্‌কটে বেঙের হৃৎপিণ্ডকে চারিভাগ করিয়া একটী ভাগ কলার ভিতর পুরিয়া প্রত্যহ প্রাতে খাইলে ৪।৫ দিনের মধ্যে হাঁপকাশি রোগী আরোগ্য হয়।

৬। একটী আরস্থলা, পা গুলি ছিঁড়িয়া কলার ভিতর পুরিয়া প্রাতে ৩।৪ দিন খাইলে হাঁপানিরোগ আরোগ্য হয়।

৭। আটটা আরস্থলা এক সের জলে মন্দ জ্বালে সিদ্ধ করিয়া এক পোয়া থাকিতে নামাইয়া চারিপুরু কাপড়ে ছাঁকিয়া লইতে হইবে। পরে সমান পরিমাণে রেক্‌টিফাইড্ স্পিরিট মিশাইয়া বোতলে রাখিবে। হাঁপরোগী এক কাচ্চা জলে এককোটা এই নিয়মে প্রাতঃকালে একবার, আড়াই প্রহরের সময় একবার, সায়ংকালে একবার, ঔষধ সেবন করিবে। ইহাতে হাঁপরোগ আরোগ্য হয়।

৮। মিঠা যাহাকে অমৃত বা বিষ কহে, বণিক্‌দোকান হইতে আনিয়া চাকা চাকা করিয়া কাটিয়া গোমূত্রে ২।১ দিন ভিজাইয়া রোদ্রে শুষ্ক করিলে শোধিত হইল। এই শোধিত মিঠা চারি আনা কৃষ্ণধুতুরার বীজ দুগ্ধে পাক করণানন্তর রৌদ্রে শুষ্ক ও চূর্ণ করিয়া বস্ত্রে ছাঁকিয়া এই চূর্ণ চারি আনা; এই সমস্ত দ্রব্য খলে জলদ্বারা বিশেষরূপে মর্দ্দিত হইলে সর্ষপ পরিমিত বটিকা প্রস্তুত করিয়া হাঁপরোগীকে চর্ব্বণীয় তাম্বুলের সহ প্রতিবারে ২।৩ বটী দিবে। এই নিয়মে দিবসে ২।৩ বার সেবন করাইলে ভয়ঙ্কর হাঁপ আরোগ্য হয়। শ্বাসরোগে রাত্রিকালীন আহার লঘু হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। (বামাবোধিনী)

বাঘী ও ব্রণের ঔষধ।

ব্রধ্ন (কুচ্‌কী)— সজিনার আঠা কিম্বা যজ্ঞ ডুমুরের আঠা যদি ব্রধ্নের উপক্রমে অর্থাৎ যে সময়ে বেদনা হয় ও ফুলিয়া উঠে, সেই সময়ে দেওয়া যায়, তবে উহা আর বড় হয় না ও পাকে না, বসিয়া যায়।

মধু ও চূণ মিশ্রিত করিয়া উষ্ণ অবস্থায় প্রলেপ দিলে অত্যাশ্চর্য্যরূপে বেদনা নিবৃত্তি ও বাগী বসিয়া যাইতে দেখা যায়। মধু ও চূণ মিশ্রিত করিলে উহা উষ্ণ হইয়া উঠে, ঐ অবস্থায়ই প্রলেপ দিতে হয়।

অনেক সময় দেখা যায়, বাগী ও ব্রণ প্রভৃতির উপক্রমে কষ্টিক প্রভৃতি দ্রব্য দ্বারা ঐ শোথযুক্ত স্থান দগ্ধ করিয়া, দেওয়া হয়, কিন্তু যেগুলি নিশ্চয়ই পাকিবে, সেই সমুদায় স্থলে বড়ই কষ্ট পাইতে হয়, কারণ কষ্টিকাদি দ্বারা পোড়াইয়া দিলে ব্রণ সুন্দর রূপে পাকিতে পারে না, অথচ মধ্যে ক্রমশঃ ক্ষত হইয়া যায়। এরূপ ঘটনা অনেক দেখা গিয়াছে। আমরা যে সমুদায় প্রলেপের বিষয় উল্লেখ করিলাম, উহাতে ঐরূপ ক্লেশের সম্ভাবনা নাই।

কোন কোন সময় সামান্য স্ফোটক তৈল বা অপর কোন দূষিত পদার্থ দ্বারা প্রবল হইয়া উঠে এবং অসহ্য যন্ত্রণা উপস্থিত হয়। ঐরূপ যন্ত্রণাদায়ক ব্রণে তেলাকুচার পাতা অল্প সৈন্ধবের সহিত বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে অতি শীঘ্র যন্ত্রণার লাঘব হইয়া থাকে। এই প্রলেপ ক্রমাগত প্রদান করিলে ইহা দ্বারাই ব্রণ ফাটিয়া যায়। আমরা অনেক স্থলে ইহার এই উপকারিতা দেখিয়াছি। ব্রণ ফাটিয়া গেলে তখন পুরাতন ঘৃত সহযোগে তিসি (মসিনা) বাটিয়া ও উষ্ণ করিয়া পুলটিশ্ দিলে শীঘ্রই ক্ষত আরোগ্য হইয়া যায়।

চিকিৎসাতত্ত্ব-বিজ্ঞান।

মুষ্টিযোগ।

হঠাৎ পড়িয়া যদি পা মচ্‌কে যায়। কিম্বা অন্য স্থানে যদি আঘাত লাগয়॥
কাঁচা তেতুল পোড়ায়ে শাঁশটুকু লবে। সমান অংশেতে সোরা তাহাতে মিশাবে॥
একত্রে বাটিয়া তাহা গরম করিয়া। ফুলা ও বেদনা স্থানে দিবে লাগাইয়া॥
মাসকলাই পুটুলি করিয়া লইবে। আগুণে গরম করি তথা স্বেদ দিবে।
অবশ্য সারিবে রোগ জানিবে নিশ্চয়। সামান্য বলিয়া হেলা করো না ইহায়॥ ১॥
প্লীহা যকৃতে রোগীর হয়েছে বেদনা। নানা ঔষধেতে তার না সারে যন্ত্রণা॥
কি কর বসিয়া তুমি মতি হীন বৈদ্য। গোমূত্রের স্বেদ কর ফল পাবে সদ্য॥ ২॥

শ্লেষ্মাতে মাথায় হয় অশেষ যন্ত্রণা। সম্মুখে পশ্চাতে হয় বিষম বেদনা॥
শ্বেত কুচ শাঁস কিছু করিয়া গ্রহণ। নস্য লবে বাটি তাহা চন্দন সমান॥
পড়িয়া জঠর শ্লেষ্মা যাইবে যন্ত্রণা। চারি পাঁচ দিন নস্য আবশ্যক টানা॥ ৩॥
তুলসীর গাছে পোকা সোণার বরণ। মাদুলীতে ভরি গলে রাখ শ্বাসী জন।
শ্বাস রোগ সেরে যাবে মিটিবে যন্ত্রণা। পড়িয়াই অবিশ্বাস কদাপি করো না॥ ৪॥
পুরাতন মোম ঘৃত সমপরিমাণ। বনচালিতা পাতার রস চতুর্গুণ॥
একত্রেতে পাক করি মলম করিবে। সকল প্রকার ক্ষত ইহাতে সারিবে॥ ৫॥
শ্লেষ্মার দোষেতে যদি বুক ভারি হয়। নিম্নের ঔষধে ফল হইবে নিশ্চয়॥
পুরাতন ঘৃত আধ ছটাক লইবে। আদা রস এক তোলা তাহাতে মিশাবে॥
দুআনা কর্পূর দিয়া গরম করিয়া। মালিসেতে বুক ভার যাইবে সারিয়া॥ ৬॥
আমলকী চারি তোলা ঘৃতেতে ভাজিয়া। এক তোলা আদা রসে লইবে বাটিয়া॥
উষ্ণ করি নাভি বেড়ি কর প্রলেপন। পেটের কামড় আশু হবে নিবারণ॥ ৭॥
ইন্দ্রযব দুই তোলা আধ সের জলে। আধ পোয়া শেষ রাখ চড়াইয়া জ্বালে॥
শুটচূর্ণ দুই মাসা মিশায়ে সেবন। করিলে হইবে অর্শ আশু নিবারণ॥ ৮॥
খোসাতোলা কৃষ্ণতিল একতোলা লবে। চারি তোলা নবনীত তাহে মিশাইবে॥
চারি তোলা নাগেশ্বর তাহে মিলাইয়া। সেবনে রক্তার্শ রোগ যাইবে সারিয়া॥ ৯॥
কচি পদ্মপত্র কিম্বা কৃষ্ণ তিল লবে। চিনি ও ছাগের দুগ্ধ তাহাতে মিশাবে॥
এ ঔষধ যদি রোগী করিবে সেবন। রক্তার্শের রক্ত স্রাব হবে নিবারণ॥ ১০॥
দু তোলা অশোক ছাল গ্রহণ করিবে। আধসের জলে তাহা ভিজায়ে রাখিবে॥
আধ পোয়া ছাগদুগ্ধ তাহে মিশাইয়া। পাত্রেতে করিয়া দিবে জ্বালে চড়াইয়া॥
ছাগ দুগ্ধ মাত্র শেষ রহিবে যখন। সারিবে প্রদর রোগ করিলে সেবন॥ ১১॥

চিকিৎসক বা পদ্য-আয়ুর্ব্বেদ।

কুইনাইন্‌ই ম্যালেরিয়া।

দেশের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেরই যখন পূর্ণ বিশ্বাস ;—"ভাগ্যে ইংরাজ রাজ কুইনাইন্ আনিয়াছিলেন, তাই দেশের লোক এখনও ম্যালেরিয়া জ্বর হইতে প্রাণটা রক্ষা করিয়া আসিতেছে।" তখন ম্যালেরিয়া জ্বরের অর্থ ;—কুইনাইন্ সেবন জন্য আট্‌কান জ্বর অর্থাৎ কুইনাইন্‌ই ম্যালেরিয়া জ্বরের একমাত্র সৃষ্টিকর্ত্তা, একথা বলিতে যাওয়া যে কতদূর ধৃষ্টতার বিষয়, তাহা পাঠকগণই বিচার করিবেন। কিন্তু আর নীরবে থাকিলে চলে না। "কুইনাইন্‌ই ভারতবাসীকে জ্বরের হাত হইতে রক্ষা করিতেছে।" একথা যাঁহারা বলিতে চাহেন বলুন, আমরা কিন্তু বলিতে বাধ্য যে, একমাত্র কুইনাইন্ সেবনই বর্ত্তমান ম্যালেরিয়া জ্বরের মুখ্য কারণ।

সত্য বটে, দূষিত জল বায়ু হইতে জ্বর ও ওলাউঠা আদি দেশব্যাপক ব্যাধি সকল জন্মে এবং কুইনাইন্‌ও যে সাধারণতঃ অধিকাংশ জ্বরেরই আশু প্রতিষেধক, ইহাও যথার্থ ; কিন্তু সেই কুইনাইনই যে, অধিকাংশস্থলে পুরাতন বা ম্যালেরিয়া জ্বরের আকরস্বরূপ হইয়া দাঁড়ায় ; ইহা ত আর কোন অংশেই মিথ্যা নহে। বলা বাহুল্য যে, এইজন্য প্রায় এখনকার ভদ্রলোকের মধ্যে অধিকাংশেরই ঠিক্ ঐরূপ ধারণা জন্মিয়াছে। এধারণার ফল অদ্যাপি পল্লীগ্রামে কিছু মাত্রই ফলে নাই বটে, কিন্তু দেখিতে পাই, এই কলিকাতা সহরে যেন কথঞ্চিৎ ফলিতে আরম্ভ করিয়াছে। কেননা দেখিতে পাই ; আজ্ কাল কলিকাতায় কোন কোন ভদ্রলোক কুইনাইনের নামেই চটিয়া উঠেন এবং কার্য্যতও নিজের বা বালকগণের জ্বর হইলে প্রাণান্তেও কুইনাইন্ না খাইয়া লঙ্ঘন বা পাচনাদির উপর নির্ভর করিয়া আরোগ্য লাভ করিয়া থাকেন। কিন্তু এরূপ লোকের সংখ্যা অতি বিরল।

কুইনাইন ব্যবহারেই যে অনেকে দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত জ্বরে ভোগে বা মৃত্যুমুখে পর্য্যন্ত পতিত হয়, ইহার একটী সত্য ও অতীব অকাট্য প্রমাণ নিম্নে প্রদর্শিত হইল। প্রায় ৭।৮ বৎসর পূর্ব্বে নৌকাযোগে কোনও স্থানে যাওয়ার উপলক্ষে আমি কলিকাতার মাণিকতলার পুলের নীচে পান্‌সী নৌকায় উপস্থিত হই। তখন ঐ ঘাটে বিস্তর পান্‌সীনৌকাও বহুল দাঁড়ী মাঝী উপস্থিত ছিল। তন্মধ্যে দুই জন দাঁড়ী খুব্ জ্বরাক্রান্ত এবং আমাকে কবিরাজ বলিয়া জানা থাকায় সমস্ত লোক আসিয়া আমার নিকট উক্ত উভয় রোগীর শীঘ্র শীঘ্র জ্বর শান্তির জন্য কাতরভাবে অনুরোধ করিল। আমি প্রথমে উভয়রোগীকে পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম যে, একটীর ৫ দিন ও অপরটীর ৬ দিন অবধি জ্বর হইয়াছে। জ্বরে হতচেতন হইয়া আছে এবং তৃষ্ণা, গা ও মাথা ভার, মলবদ্ধতা ইত্যাদি সাধারণ জ্বরের অনেক লক্ষণই বর্ত্তমান ছিল। তবে বিশেষ কোন ভয়জনক লক্ষণ ছিল না। এবং উভয়েরই জ্বর প্রত্যহ বেশ ছাড়িয়া ছাড়িয়া আসিত।

আমি বিশেষরূপ বিবেচনা করিয়া দেখিলাম যে, একেই ত আমার সহিত তখন কোন ঔষধ নাই, তাহাতে আদা ও তুলসিপাতাদি অনুপানের যোগাড় করিয়া ঔষধ খাওয়াইতে পারিবে না, বিশেষতঃ আমিও তৎক্ষণাৎ সে স্থান হইতে চলিয়া যাইব, এই ভাবিয়া আমি মাঝীদিগকে বলিলাম যে, বাপুসকল! এক কাজ কর, যখন তোমাদের রোগীদের প্রাতে শরীর বেশ ঠাণ্ডা থাকিবে, তখন ৵০ আনা করিয়া দুইজনের জন্য চারি আনার কুইনাইন আনিয়া তিনবারে অন্ততঃ ৭।৮ রতি কুইনাইন খাওয়াইয়া দিবে। তাহা হইলেই আর জ্বর আসিবে না। পাঠক! ধর্ম্মতঃ বলিতেছি যে, আমার সেই কথা শুনিয়া মাঝীগণ সমস্বরে বলিয়া উঠিল যে, "হুজুর! এমন কথা বলিবেন না, প্রাণ গেলেও আমরা কুই-

নাইন্ খাওয়াইতে পারিব না। যেহেতু অমুক অমুক মাঝী এইরূপ জ্বরে কুইনাইন্ খাইয়া শেষে প্লীহা ও লিভার হইয়া মারা গিয়াছে, অমুক অমুক মাঝী কুইনাইন্ খাইয়া আজও জ্বরে ভুগিতেছে," সরলপ্রাণ শীতগ্রীষ্মাদি সহিষ্ণু মাঝীগণের এই কথা শুনিয়া আমি ত স্তম্ভিত হইলাম, ভাবিলাম ইহারা বলে কি? এরূপ গভীর সত্যজ্ঞান ইহাদের কোথা হইতে আসিল? কেননা ইহারা ত আর চরকসুশ্রুত পড়িয়া চিকিৎসা ব্যবসায় করে না, অথবা জগতের কোন খবরই রাখে না, অথচ কেমন করিয়া কুইনাইনের এ সমূহ অপকারিতা ইহাদের হৃদয়ে স্থান পাইল?

ইত্যাদি ভাবিয়া আমি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলাম বাপুসকল! জ্বর হইলে কুইনাইন্ ত তোমরা খাওনা এবং টাকাখরচ করিয়া যে কোন বৈদ্য আনিয়া ঔষধ খাওয়াও তাহা ত বোধ হয় না, সুতরাং তোমাদের জ্বর সারে কিরূপে? সকলেই সমস্বরে উত্তর করিল,—বাবু মশাই! "খোদার অনুগ্রহে একেই ত আমাদের জ্বর জ্বালা প্রায় কোন অসুখই হয় না, তবে মধ্যে যদি কখনও কাহারও জ্বর হয়, তবে সে বিনা ঔষধে চুপ করিয়া পড়িয়া থাকে, এমন কি একটু জলও খাইতে চায় না। তারপর ৫ দিন বা ৭ দিন, কিংবা ৮ দিন অথবা ১০।১২ দিন পরে গা ঝাড়া দিয়া উঠিয়াই বলে যে, আমাকে ভাত দেও, এই বলিয়া জোর করিয়া ভাত খায় এবং পর দিনেই স্নান করিয়া সেই দিন হইতেই সে পূর্ব্বের ন্যায় শিশিরে ও রৌদ্রে যথারীতি দাঁড় বাহিতে আরম্ভ করে।"

ডাক্তার-কবিরাজ-পরিবেষ্টিত পাঠকের নিকট হয় ত একথা আদৌ বিশ্বাসযোগ্যই হইবে না, নিরন্তর ঔষধসেবী পাঠক হয় ত এ সত্য ঘটনায় উপহাসই করিবেন, তা করুন, তাহাতে আমাদের দুঃখ বা আপত্তি নাই, তবে আমাদের অনুরোধ এই যে, যদি কেহ কুইনাইন ও এই দাঁড়ি-মাঝী ঘটিত ব্যাপারটী মনঃসংযোগপূর্ব্বক চিন্তা করিয়া দেখেন, তাহা হইলে নিশ্চিতই বুঝিতে পারিবেন যে,—

(১) কুইনাইন্ যথার্থই জ্বর আট্‌কাইয়া রাখে এবং মৃত্যু পর্য্যন্ত আনয়ন করে।

(২) নূতনজ্বর হইলে প্রথমতঃ লঙ্ঘনই মহৌষধ।

(৩) প্রথমে যথারীতি লঙ্ঘন দিলে জর মাত্রেই পলায়ন করে।

(৪) নবজ্বরে দুগ্ধাদি পান কিম্বা পাঁওরুটী আদি কোনরূপ গুরুতর দ্রব্য ভক্ষণে নিশ্চয়ই জ্বরের শান্তি হইতে বিলম্ব ঘটে, অথবা নূতনজ্বর ক্রমশঃ পুরাতন জ্বরে পরিণত হয়।

সে যাহাহউক, গত কয়েক বৎসর হইতে কুইনাইনের এইরূপ সমূহ অপকারিতার বিষয় মনে মনে দৃঢ়বিশ্বাস জন্মিলেও সে সম্বন্ধে আলোচনা করিবার অবসর পাই নাই; কিন্তু গভর্ণমেণ্টের আদেশ অনুসারে প্রত্যেক ডাক-ঘরে অত্যন্ত শস্তাদরে কুইনাইন্ বিক্রয়ের বন্দবস্ত হওয়াতে এদেশের লোকের

যে কিরূপ সর্ব্বনাশের পথ প্রশস্ত করিয়া দেওয়া হইয়াছে, তাহা বলিতে পারি না। সংপ্রতি চিকিৎসা-সম্মিলনীর একজন গণ্যমান্য গ্রাহক বেহার মতিহারী জেলা হইতে আমাদিগকে যে পত্রখানি লিখিয়াছেন, তাহা এস্থলে অবিকল উদ্ধৃত হইল;—

"আজকাল এদেশে ভয়ানক ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব হইয়াছে, তাহার কারণ আর কিছুই নহে, গত ৩ বৎসর হইতে গভর্ণমেণ্ট হইতে সমুদায় পোষ্টাফিসে কুইনাইন্ বিক্রয়ার্থে দেওয়া হইয়াছে! পূর্ব্বে এদেশে কুইনাইন্ যে কি পদার্থ, তাহা কেহ জানিত না, এবং তখন সকলে ছিলও ভালই কিন্তু এখন একটু জ্বর হইলেই এক পয়সার এক পুরিয়া কুইনাইন্ লইয়া খাইলে তৎক্ষণাৎ জ্বর সারিল দেখিয়া সকলেই আনন্দের সহিত কুইনাইন্ ব্যবহার করিতে লাগিল। ওদিকে প্লীহা যকৃৎ প্রভৃতি সহচর সঙ্গে লইয়া মেলেরিয়ার সৃষ্টি হইল। এখন এদেশ বেশ ম্যালেরিয়াপ্রধান হইয়া উঠিয়াছে। এবিষয়ে আমি কিছু লিখিতাম কিন্তু নিজে গভর্ণমেণ্টের চাকর হইয়া গভর্ণমেণ্টের বিপক্ষে কি করিয়া লিখি? আপনারা এবিষয়ে আন্দোলন করিলে বোধ হয় গভর্ণমেণ্টের এ প্রকার রোজ্‌গার বন্দ করিয়া এদেশটাকে একটু সুস্থ রাখিতে পারেন।"

পত্রলেখক স্বচক্ষে বহুলব্যক্তিকে কুইনাইন্ সেবন করিতে দেখিয়া এবং তাহার পরিণাম ফল বুঝিয়াই প্রাণে দারুণ আঘাত লাগিয়া একথা লিখিয়াছেন কিন্তু তাঁহার জানা উচিত যে, বিলাতি বিষ্ঠাই এখন আমাদের ন্যায় অধম জাতির নিকট চন্দন এবং আমাদের গৃহস্থিত চন্দনই এখন আমাদের নিকট বিষ্ঠা বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে, সুতরাং এজন্য আর দুঃখ করিয়া করিব কি? অগত্যা নীরবে সহ্যকরা ভিন্ন আর উপায়ান্তর নাই। সম্পাদক।

কলিকাতায় বসন্ত।

এ বৎসরে কলিকাতায় বসন্তরোগের প্রাদুর্ভাবের বিষয় সকলেই অবগত আছেন, সরকারী রিপোর্টে প্রকাশ "গত ৩৬ই ফেব্রুয়ারী যে সপ্তাহের শেষ হইয়াছে, সেই সপ্তাহে কলিকাতায় বসন্তরোগে মরিয়াছে, ৭০ জন। তন্মধ্যে শ্যামপুকুর থানায় ৩ জন, বটতলায় ১ জন, সুকিয়াষ্ট্রীটে ১ জন, যোড়াবাগানে ২ জন, যোড়াসাঁকতে ৫ জন, বড়বাজারে ২ জন, কলুটোলায় ২০ জন, মুচি-পাড়ায় ৬ জন, বউবাজারে ৫ জন, পদ্মপুকুরে ৮ জন, ফেণিকবাজারে ৬ জন, তালতলায় ৯ জন এবং কলিঙ্গথানায় ২০ জন।" পাঠক! হিসাবে দেখুন,—সহরের যে যে অংশে নীচজাতীয় মুসলমানের সংখ্যা অধিক বিশেষতঃ যাহারা পচা গোমাংস আদি বহুল ভক্ষণ করে, সেই কলুটোলা ও কলিঙ্গাতে ২০জন করিয়া আর নিরামিষভোজী সুবৃহৎ বড়বাজার থানায় মাত্র ২ জনের মৃত্যু হইয়াছে। সুতরাং বসন্তরোগের কারণ অথবা ইহার প্রতিষেধক উপায় স্থির করিতে গেলে ইহার বাড়া অকাট্য প্রমাণ বোধ হয় আর কিছুতেই পাওয়া যায় না।

চি, স, স।

ঢাকার
যাহাদের
সনে কমি
গুলি সভ্যজ
বা হাঙ্গরমু
পাকের শাঁথ
ডজন বালা
আমদানিকা
কেবল মা
আংটী ১টী
এয়ারিং, ১ সেট
চন মাদুলকেট
কেবল মাত্র
নরুন মুক্তা
নাগুলাদি লা
কেবল মাত্র
গেট হার, ১.
১ নং কেমি
২৲ হেলে ১
চন্দ্রহার ৮৲
মাশুল দেয়)
আমাদে
লের না
বার
চৌধু
সাহারান
এলাহাবাদ,

৯ম বৎসর, ৯ম খণ্ড, ১২শ সংখ্যা।

চিকিৎসা-সম্মিলনী।

চিকিৎসা-বিষয়ক মাসিক-পত্রিকা।

(টাকীর বিখ্যাত ও সুশিক্ষিত জমীদার)

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম, এ, বি, এল,

মহাশয়ের বিশেষ উদ্যোগে

আয়ুর্ব্বেদীয় চরক ও সুশ্রুতের সংস্কৃত, বাঙ্গালা, ইংরাজী ও হিন্দী

অনুবাদক এবং প্রকাশক

কবিরাজ শ্রীঅবিনাশচন্দ্র কবিরত্ন

কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

কলিকাতা কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্ ২০০ নং বাটী হইতে সম্পাদক কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

কলিকাতা।

৫ নং সিমলাষ্ট্রীট্, জ্যোতিষপ্রকাশ যন্ত্রালয়ে

শ্রীশ্রীচরণ চৌধুরী দ্বারা

মুদ্রিত।

প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ।৶০ আনা মাত্র।

সূচীপত্র।

বিষয়	পৃষ্ঠা।
দেশীয় স্বাস্থ্যবিজ্ঞানে রূপ ও যৌবন	৪০৭
ঐ দাসত্ব জন্য ধনই সর্ব্বনিকৃষ্টধন	৪১০
মসূরিকা বা বসন্ত	৪১৩
দেশীয় চ্যবনপ্রাশ ও বিলাতী কড্‌লিবার (উপসংহার) ...	৪১৬
রসায়ন-তত্ত্ব	৪২৩
শিশু যকৃৎ বা ইন্‌ফ্যান্‌টাইল্‌ লিবার	৪২৬
পাদচতুষ্টয়	৪৩০
তৈলপাক ও প্রয়োগ-প্রণালী	৪৩৫
দেশীয় অভয়ালবণ মাহাত্ম্য	৪৩৮
দৃষ্টফল মুষ্টিযোগ	৪৪১
বিশেষ দ্রষ্টব্য	৪৪২

বিজ্ঞাপন।

ডাক্তার পুলিনচন্দ্র সান্যাল এম, বি প্রণীত

চিকিৎসা-কল্পতরু।

প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং চতুর্থ ভাগের ছাপা শেষ হইয়া সমগ্র পুস্তক চারি খণ্ডে সহস্রাধিক পৃষ্ঠায় শেষ হইয়াছে। মূল্য প্রত্যেক খণ্ড ১।০ পাঁচসিকা। মেডিকেলস্কুলের ছাত্র, পল্লিগ্রামের ডাক্তার ও গৃহস্থের উপযোগী অতি উৎকৃষ্ট এবং সুবিস্তৃত প্রাক্‌টীস্‌ অব্‌ মেডিসিন। যদি ঘরে বসে ভাল ডাক্তার হইতে চাও এবং ডাক্তার হইয়া সুচিকিৎসক হইতে চাও, তবে চিকিৎসা-কল্পতরু পাঠ কর।

কলিকাতা ২০১ নং কর্ণওয়ালিস্‌ ষ্ট্রীট্‌ শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের পুস্তকের দোকানে পাইবেন।

দেশীয় স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানে রূপ ও যৌবন।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

পূর্ব্বে অযথা শুক্রস্খলনে যে রূপ ও যৌবন নষ্ট হয়, ইহা বলা গিয়াছে। বলা হইয়াছে যে, যিনি যে পরিমাণে ব্রহ্মচারী, সংযতব্রত ও আচারবান্‌, তিনি সেই পরিমাণে রূপ ও যৌবনশীল। দীন দুঃখীর পর্ণকুটীরে যে সকল সতীসাধ্বী গৃহলক্ষ্মীস্বরূপে অবস্থান করিতেছেন, তাঁহারা অলঙ্কারহীনা ও কৃষ্ণবর্ণা হইলেও তাঁহাদের যেরূপ আকর্ষণীশক্তি ও মধুরিমা আছে, তাঁহাদের যেরূপ সৌন্দর্য্য ও রূপলাবণ্য, তাঁহারা যে স্বাস্থ্য ও যৌবন উপভোগ করেন, বিলাসিতার ক্রোড়ে লালিত পালিত বহুমূল্য পরিচ্ছদধারিণী, প্রাসাদোপরি অবস্থিতা বহুঅলঙ্কার-শোভিতা গৌরবর্ণা বারাঙ্গণাতে সে লাবণ্য বা সে সৌন্দর্য্য আদৌ নাই। তাহারা মনের প্রীতি আকর্ষণ করিতে পারে না—শ্রদ্ধার উন্মীলন করিতে পারে না। অত বেশভূষা ও বাহ্যাড়ম্বরের মধ্যেও যেন কেমন অপবিত্রতা প্রবিষ্ট আছে—যাহা দূর হইতেই ঘৃণার উত্তেজনা করে। সতী ও অসতী স্ত্রীলোক, দেখিলে—ভোগশ্রী ও ব্রাহ্মশ্রী দেখিলে—রূপ ও যৌবন যে বাহ্য অলঙ্কারাদির ভিতর অবস্থান করে না, ধনীর বিলাসভবনে, অথবা চব্যচোষ্য লেহ্যপেয়াদির ভিতরে অবস্থান করে না—পরন্তু সদাচার, ব্রহ্মচর্য্য ও সংযমের ভিতর অবস্থান করে—তাহা নিশ্চয়ই বলা যায়। নিত্য প্রাতঃস্নায়ী, একাহারী, হবিষ্যাশী, ব্রহ্মব্রতধারী, একজন সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণ সন্তানের প্রতি নিরীক্ষণ কর, দেখ, তাঁহার দেহে একটী ব্রণ নাই— অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কেমন দৃঢ় ও সবল—তাঁহার আকর্ষণ শক্তিতে লোকের শ্রদ্ধা কেমন আকৃষ্ট হইয়া থাকে; আর ঘোরবিলাসী ইন্দ্রিয়-পরতন্ত্র অথচ চব্য-চোষ্য-লেহ্যপেয়াদি ভোগে পরিপূর্ণ অট্টালিকা বাসী একজন ধনী যুবকের পানে তাকাইয়া দেখ—বহুবেশপরিচ্ছদের মধ্যে—পাউডার চর্চ্চিত থাকিলেও সে দেহে লাবণ্য নাই, ব্রাহ্মশ্রী নাই, যৌবনভাব নাই। ঐ দেহ নানারোগের মন্দির এবং উহার অভ্যন্তরভাগ পাপাসক্তিতে পরিপূর্ণ। অনেকে মনে করেন, কঠোরতা রূপ ও যৌবন-বিঘাতক ও স্বাস্থ্যের বিরোধী—কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। আমরা যতই সদাচারে, সংযত-

ব্রতে ও ব্রহ্মচর্য্যে অবস্থান করিব, ততই আমাদের স্বাস্থ্য, রূপ ও যৌবন প্রভৃতি অচল ও অটল থাকিবে। সদাচারের তুল্য স্বাস্থ্যরক্ষা বা রূপ ও যৌবন রক্ষার আর দ্বিতীয় পন্থা নাই।

অযথা শুক্রপাত রূপ ও যৌবন নষ্ট করিবার এক কারণ হইলেও ইহার অপর কারণ দুশ্চিন্তা। শাস্ত্রে বলিয়াছেন "সন্তাপাৎ ভ্রশ্যতেরূপং সন্তাপাৎ ভ্রশ্যতে বয়ঃ" অর্থাৎ দুশ্চিন্তা হইতে রূপ ও যৌবন নষ্ট হয়। দুশ্চিন্তা হইতে সমুদায় ব্যাধি উৎপন্ন হয়। দুশ্চিন্তা যে দেহ ও মনের পক্ষে বিশেষ অনিষ্টকারী, ইহা সকলে জানেন। অতিশয় শোকে, ভয়ে, অতিশয় ক্রোধে, অতিশয় ঈর্ষ্যায়, অতিশয় কামবেগে, উদ্বেগ এবং মানসিক চিন্তা প্রভৃতিতে যে বায়ু কুপিত হয়, সুনিদ্রা হয় না, উত্তম ক্ষুধা হয় না, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য উপস্থিত হয়, হৃদয় ও প্রাণের ক্রিয়া দ্রুততর হয়, রূপ ও যৌবন নষ্ট হয়—ইহা সকল প্রকার চিকিৎসাশাস্ত্রেই কহে। ইতিহাসে শুনা গিয়াছে—ফ্রান্সের কোন অধিপতি যখন পরদিন প্রাণদণ্ড হইবে জানিতে পারিলেন, এক রাত্রেই তিনি সেই দুশ্চিন্তায় এত বৃদ্ধ হইয়া পড়িলেন যে, তাঁহার সমুদায় কেশ পাকিয়া উঠিল, দেহ লোল হইয়া গেল, পরদিন তাঁহাকে লোকে আর চিনিতে পারিল না। অতিশয় ভয়াক্রান্ত হইয়া কত লোক এরূপে জীবন হারাইয়াছে, তাহারও উদাহরণের অসদ্ভাব নাই। ক্রোধ হইতে যে জ্বরের উদ্ভব হইয়াছে, ইহা আয়ুর্ব্বেদে আছে। অনেকানেক বহুমূত্র, মূর্চ্ছা, অপস্মার ও উন্মাদ প্রভৃতি রোগ সকল যে দুশ্চিন্তা হইতে উদ্ভব হয়—ইহা প্রত্যক্ষ সিদ্ধ। দুশ্চিন্তা যে রূপ ও যৌবন নষ্ট করে, তৎপক্ষে আর কথা কি?

কিন্তু এই দুশ্চিন্তা এক্ষণকার সমাজে এরূপ প্রবিষ্ট হইয়াছে, যে প্রায় প্রতি লোকের অস্থিতে অস্থিতে, শিরায় শিরায়, ইহার কার্য্যকারিতা দেখা যায়। দেহের স্রোত সকল স্বাভাবিক ভাবে প্রবাহিত থাকিলে দেহে কোন রোগ উপস্থিত হয় না—ইহা চরক বলিয়াছেন। কিন্তু দুশ্চিন্তা কর্ত্তৃক ঐ স্রোত সকল প্রত্যহই এরূপ আহত হইতেছে, যে তাহাদের স্বাভাবিক গতি আর নাই বলিলেই হয়। সুতরাং এক্ষণকার দেহ নানারোগের আবাসভূমি হইয়া উঠিয়াছে। রূপ ও যৌবনরূপ স্বাস্থ্যের সুলক্ষণ সকল দেহে আর দেখা যায় না।

বাল্যকাল হইতে দুশ্চিন্তা প্রভাবে দেহের ও মনের আর সহজ বিকাশ হয় না। বালক অষ্টমবর্ষে পদার্পণ করিতে না করিতে তাহাকে বিদ্যালয়ে প্রেরণ করা হইল। রাশি রাশি নীরস পুস্তক সকল তাহাকে অভ্যাস করিতে দেওয়া হইল। আহারের পর তাহার বিশ্রাম করিবার সাবকাশ নাই। বিদ্যালয়ের নিয়মানুসারে তাহাকে তাড়াতাড়ি করিয়া দশটার মধ্যে তথায় উপস্থিত হইতে হইবে। নতুবা বেত্রাঘাতের ভয়; পড়া না হইলে তাহাকে অপদস্থ হইতে হইবেক। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে না পারিলে বালকের সর্ব্বনাশের আশঙ্কা উপস্থিত হইল। মায়ার রাজ্যে যে কত অলীকতাকে সত্য বলিয়া সময়ে সময়ে কষ্ট পাইতে হয়, তাহা কে বলিবে? বালক কালে এক শ্রেণী হইতে আর এক শ্রেণীতে নামাইয়া দেওয়াতে কত যন্ত্রণা, ভয় ও উদ্বেগ সহ্য করা গিয়াছে—এক্ষণে সে সব মনে করিলে অন্তঃকরণে হাস্যের সঞ্চার হয়। এক্ষণকার সমস্ত বিষয়বৈভব গেলেও বোধহয় অত যাতনা হয় না। এক্ষণে তখনকার বাল্যলীলা যদিও অলীক বলিয়া বোধ হইতেছে, কিন্তু তখন উহা প্রকৃত সত্য ছিল, তখনকার হাসি ও কান্না তখনকার প্রকৃতির অনুগত ছিল। দারুণ বিষয় তৃষ্ণা—বিবিধ অভাবের গুরুতর পেষণ—ঘোর জীবিকাসংগ্রাম—ইত্যাদি নানাকারণে সমাজের বালক, বৃদ্ধ সকলেই অনুক্ষণ উদ্বিগ্ন রহিয়াছে। দেহের স্বাস্থ্যের দিকে লক্ষ্য করিবার সাবকাশ নাই। লক্ষ্য অর্থের দিকে। সত্যাসত্য বিবেচনায় আত্মতুষ্টি বা মনের গ্লানির দিকে লক্ষ্য করিবার অবকাশ নাই। যাহা কিছু লক্ষ্য অর্থের দিকে। স্বচ্ছল হইয়া আহার করিবার সাবকাশ নাই—কেন না উপার্জ্জন বহিয়া যায়। সুতরাং একালে স্বাস্থ্য লাভের রূপ বা যৌবন লাভের কথা কি প্রকারে স্থান পাইবে? সভ্যতার লৌহময়জালে আমরা এপ্রকার জড়িত হইয়াছি, যে দেহের কল কৌশলের ক্ষতি হয় হউক, তাহাতে আমাদের গ্রাহ্য নাই। রেলের নিয়ম ঠিক্ রাখিতে পারিলেই হয়। তাহাহইলে যথাকালে অর্থ ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারি। রেলে ঠিক্ পৌঁছিতে পারি, আফিসে ঠিক্ থাকিতে পারি, পরীক্ষায় যথাভাবে উত্তীর্ণ হইতে পারি; জীবিকা কি করিয়া নির্ব্বাহ করি, কন্যাদায় ও সামাজিকদায় হইতে কিরূপে মুক্তিলাভ পাই, মান অভিমান কিসে বজায় থাকে, লোকের মনে ইত্যাকার দুশ্চিন্তার ধারা যে কত দিকে প্রবাহিত হইতেছে, তাহা বলা যায় না। উহা

লোকের রক্ত মাংস শোষণ করিতেছে;—দেহের স্রোত সকল অপথে লইয়া যাইতেছে—এবম্ভূত অবস্থায় সমাজ যে বিবিধ রোগপূর্ণ হইবেক, তাহাতে আর বিচিত্র কি? লোকের স্বাস্থ্য বা রূপ যৌবন থাকা দূরে থাকুক, তাহাদের জীবন রক্ষা হওয়াই ভার হইয়া উঠিয়াছে। সুতরাং রূপ ও যৌবনের প্রসঙ্গ আর এ ক্ষেত্রে না বলিয়া অপরত্র সমালোচ্য।

ক্রমশঃ—

শ্রী——

দেশীয় স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানে প্রাণের পর চাই ধন।

দাসত্ব-জন্য ধনই সর্ব্ব নিকৃষ্ট ধন।

প্রাণকে সুখে স্বচ্ছন্দে রাখিতে হইলে যে ধনের প্রয়োজন, একথা ইতি-পূর্ব্বে বিশদরূপেই বুঝাইয়াছি। আর প্রাণ ও ধনকে ধারণ করিবার অর্থাৎ নিরাপদে রাখিবার জন্যই যে ধর্ম্মের প্রয়োজন, তাহাও বুঝাইতে ত্রুটী করি নাই। প্রাণ কি জিনিষ, তাহা বলিয়া সেই প্রাণের রক্ষাকর্ত্তা কৃষি, পশু-পালন, বাণিজ্য ও দাসত্ব এই চতুর্ব্বিধ ধনোপার্জ্জন পন্থার মধ্যে প্রথমোক্ত ত্রিবিধ উপায়ে ধনোপার্জ্জনের কথা বলিয়াছি। অর্থাৎ কৃষি-জন্য উপার্জ্জিত ধন কি জন্য সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, পশুপালন ও বাণিজ্য-নিমিত্ত উপার্জ্জিত ধন কি জন্য মধ্যম, তাহাও বলিয়াছি। দশ বিঘা জমি, দুই একশত হাঁস মুরগী বা মেষ ছাগাদির প্রতিপালনোপার্জ্জিত ধন যে দাসত্ববৃত্তি হইতে কোন অংশেই নিকৃষ্ট নহে, তাহাও প্রমাণসহ প্রতিপন্ন করিয়াছি। সুতরাং এবারে বলিব দাসত্ব-জন্য ধনের বিষয়। কিন্তু আমরা আর বলিব কি? মহর্ষিগণই ত গাহিয়াছেন:—

"অধমং রাজসেবায়াম্।"

অর্থাৎ রাজসেবার ধনই সর্ব্ব নিকৃষ্ট ধন। যে চাকরীতে পেন্‌সন্ আছে, ঐ যে চাকুরী মাসে দশ টাকায় আরম্ভ হইয়া মাসিক দশশত বা ৪।৫ সহস্র পর্য্যন্ত উঠিতে পারে, যে রাজার কোটী কোটী ধন, যে রাজার রাজ্যে অবিচার নাই, যেখানে বাঘ বকরী সবই এক সমান, এ হেন অসীম প্রতাপশালী মহারাজাধিরাজ সার্ব্বভৌম রাজচক্রবর্ত্তীর অধীন হইয়া

চাকুরীদ্বারা অর্থোপার্জ্জন পন্থাকেও ঋষিগণ সর্ব্বনিকৃষ্ট পন্থা বলিতেই যখন সঙ্কুচিত হন নাই, তখন ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজা কিংবা যে কোনও জমীদার মহাজনদিগের অধীনে থাকিয়া চাকুরীদ্বারা অর্থোপার্জ্জন করা যে কি মহা-পাপের কার্য্য, তাহা ভুক্তভোগীই বুঝিতে পারেন।', আর পাঠক! তোমার আমার ন্যায় আর্থিক অবস্থাশালী ব্যক্তির অধীনে থাকিয়া ধনোপার্জ্জন করা যে কি নরকভোগ, সে কথা আর না তোলাই সঙ্গত।

তোমার আমার কথা কেন বলিলাম, তাহাই এস্থলে বলি। আমার একটী পরিচিত মাসিক দুইশত টাকা বেতনভোগী ব্যক্তির একজন ভদ্র-সন্তান সরকার আছে। বেতন খাওয়া পরা ও মাসিক ৫৲ পাঁচ টাকা মাত্র। বেচারী প্রাতে উঠিয়াই কার্য্য করিতে আরম্ভ করে, আর রাত্রি দুপর পর্য্যন্ত তাহার কার্য্য চলে, বলা বাহুল্য যে, ইহাতেও কিন্তু তাহার মনিব তাদৃশ সন্তুষ্ট নহেন।

কিন্তু কেবল কি ঋষিগণই দাসত্ব জন্য ধনকে নিকৃষ্ট বলিয়া ঘৃণা করিয়া-ছেন? তাত নয়! ঐ দেখুন, মুসলমানেরাও দাসত্ব জন্য ধনকে কিরূপ ঘৃণার চক্ষে দেখিয়াছেন। মুসলমান কবি বলিয়াছেন:—

"নিখিদ্দে নক্‌রী।"

নিখিদ্দে অর্থাৎ নির্লজ্জ বা বেহায়া ব্যক্তির পক্ষেই চাকুরী।

কিন্তু কেবল এই দুইটীমাত্র নজীর দিয়াই এস্থলে সন্তুষ্ট হইতে পারিলাম না। সুতরাং এস্থলে আরও দুই একটা কথা বলিব।

ভগবান্ মনু বলিয়াছেন:—"সেবা শ্বৃত্তিরাখ্যাতা"

অর্থাৎ চাকুরী কুকুরবৃত্তি। চাকর না কুকুর!

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে চাকর যে কুকুর অপেক্ষাও হেয়, তাহা নিম্নলিখিত গল্পটী পাঠ করিলেই বেশ সহজেই সুন্দররূপে প্রতিপন্ন হইবেক।

কথিত আছে;—কোন এক নবাবের প্রধান কর্ম্মচারী দেওয়ানকে নবাব রাত্রি ২ টার সময় সহসা কি জন্য ডাকিয়া পাঠান। দেওয়ানজী নবাবের বাটীর অনতিদূরেই সুরম্য অট্টালিকায় অবস্থিতি করিতেন; কিন্তু সে রাত্রিতে এমন ভয়ানক ঝড়বৃষ্টি হইয়াছে যে রাস্তাঘাট জলে জলময় হইয়া রহিয়াছে। এজন্য তাঁহার লোকেরা পাল্কী ইত্যাদির চেষ্টা করিতে

গিয়া কাহাকেও পাইল না। সুদারুণ ঝড়বৃষ্টির পূর্ব্বেই তাহারা কে কোথায় সরিয়া পড়িয়াছে। কিন্তু নবাবের হুকুমও না রাখিলেই নয়, এজন্য অগত্যা দেওয়ানজী সেই জলাকীর্ণ রাস্তা দিয়া অতি কষ্টে চলিতে আরম্ভ করিলেন। কোথায়ও হাঁটু জল, কোথায়ও কোমর জল অতিক্রম করিয়া তিনি ধীরে ধীরে চলিতে লাগিলেন। এদিকে সেই রাস্তারই পার্শ্বে এক-খানি জলপ্লাবিত ক্ষুদ্র কুটীরে মেথর ও মেথরাণী বসিয়া গল্প করিতেছিল, তাহারা স্ত্রীপুরুষে সহসা রাস্তার জলে এইরূপ কল কল খল খল শব্দ শুনিয়া মেথর, তাহার স্ত্রী মেথরাণীকে বলিল দেখ, এতরাত্রে এই জলে একটা শিয়াল বা কুকুর যাইতেছে। ইহা শুনিয়া মেথরাণী বলিল, না কোনমতেই নহে, শিয়াল বা কুকুর কোনমতেই তাহাদের বাসস্থান ছাড়িয়া এই জলের উপর দিয়া এতরাত্রে কখনই যাইতে পারে না। তবে আমার বোধহয় যে, নবাবের কোনও নকরলোক যাইতেছে। এই বলিয়া একটা আলো ধরিয়া দেখে যে, যে সে নকর নহে, স্বয়ং দেওয়ানজীই এই অবস্থায় নবাবের নিকট যাইতেছেন!!

পাঠক! গল্পটী নিতান্তই পুরাতন ও যারপর নাই পচা হইলেও ইহার ভিতরে কিন্তু বড়ই রহস্য আছে। দাস্যবৃত্তি যে যথার্থই অতীব হেয় কার্য্য, তাহার সম্যক্ প্রতিপাদন জন্য বোধহয় ইহাপেক্ষা সুন্দর দৃষ্টান্ত আর কিছুই হইতে পারে না। কিন্তু হায়! কালবশে এহেন সর্ব্বনিকৃষ্ট দাসত্ববৃত্তিই কি না আজ্ শীর্ষস্থানীয় হইয়া উঠিয়াছে! যে দাসত্বকে হিন্দু, মুসলমান সকলেই একবাক্যে যারপর নাই হেয় বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়া গিয়াছেন, সাধারণ প্রবাদবাক্যেও যে দাসত্ব শিয়াল কুকুরের বৃত্তি অপেক্ষাও নীচ বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে, আজ্ কি না সেই দাসত্বব্যবসায়ী দাসানুদাস মহাশয়েরাই এ হতভাগ্য সমাজের নেতা—এমন কি হর্ত্তাকর্ত্তা বিধাতা ও রক্ষাকর্ত্তা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

কেননা সভা সমিতিতে যাও দেখিবে;—বড় বড় দাসেরাই সেখানকার চাঁই। যাত্রা বা থিয়েটার আদিতে চল, দেখিতে পাইবে দাস শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া বসিয়াছেন। রেলওয়ে বা ষ্টীমারে গমন করিয়া দেখ, দাসত্বের বোঝা বহনকারী প্রভুদের নিকটে যাইতেও ভয় হয়। মোট কথা সর্ব্বত্রই এখন দাসেরই জয়, হাটে, মাঠে, ঘাটে, বাজারে, রেলে, ষ্টীমারে, সভায় সমিতিতে, বিবাহে, শ্রাদ্ধে, উপনয়নে, অন্নপ্রাশনে, যেখানেই কেন বল না, সর্ব্বস্থানেই এখন দাস মহাপ্রভুদেরই একচেটিয়া আধিপত্য! সুতরাং এইজন্যই কালক্রমে ক্রমশঃ সুরের বদল হইয়া এখন নূতন সুর উঠিয়াছে:—

"যেমন তেমন চাকরী ঘি-ভাত।"

কিন্তু কেন এমন হইল? এরূপ সর্ব্বনেশে সংস্কার কে আনিয়া এসমাজে প্রবেশ করাইয়া দিয়া এদারুণ সর্ব্বনাশ ঘটাইল? শীর্ষস্থানীয় মণিমুক্তারূপ কৃষি ও পশুপালন আদি ধনোপার্জ্জন পন্থা সমূহকে পদাঘাত করিয়া হেয় ও পদতলে স্থাপনযোগ্য দাসত্ববৃত্তি রূপলৌহশৃঙ্খলকে কে শীর্ষস্থানীয় করিল? বলা বাহুল্য যে, ভারতবাসী নিজেরাই বুদ্ধির দোষে এরূপ করিয়াছে। নিজেদের অজ্ঞানতাতেই নিজেরা মরিয়াছে। নচেৎ নিকৃষ্ট দাসত্ববৃত্তি ও কি কখন এ হেন শ্রেষ্ঠত্ব লাভে অধিকারী হইতে পারিত? ক্রমশঃ—

সম্পাদক।

মসূরিকা বা বসন্ত।

মসূর কলাইয়ের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট পীড়াকে মসূরিকা বা বসন্ত বলে। হাম বা বসন্তরোগ উপস্থিত হইলে, রোগীর গৃহ নির্জ্জন, রম্য ও পবিত্রভাবে রাখিবে, সর্ব্বদা ধূপ, ধূনা ও গুগ্‌গুল ইত্যাদি দ্বারা গৃহ সদ্গন্ধান্বিত করিয়া সকলেই পবিত্রভাবে সতর্ক থাকিবে এবং কোন ক্রমে বসন্ত সম্বন্ধীয় পুঁয ও রক্তাদির সহিত সংশ্রবে দূষিত হইয়া দেহকে দূষিত করিবে না। এই রোগ অত্যন্ত সংক্রামক।

এ সময়ে চতুর্দ্দিকেই বসন্তরোগের প্রাদুর্ভাব দেখা যাইতেছে, সুতরাং এ রোগের বিশেষ ফলদায়ক, কয়েকটী মুষ্টিযোগ প্রদর্শন করিতেছি, আশা করি ইহার দ্বারা অনেকেরই উপকার দর্শিবে।

১। পুরুষের দক্ষিণপার্শ্বে এবং স্ত্রীলোকের বামপার্শ্বে হরীতকীর বীজ ধারণ করিলে বসন্ত হয় না।

২। রুদ্রাক্ষ ও মরিচচূর্ণ প্রত্যেকে ৵০ আনা বাসি জলে মিশ্রিত করিয়া পান করিলে তিন দিনে বসন্ত উপশম প্রাপ্ত হয়।

৩। পটোল্কপত্র, নিম্বপত্র, ইন্দ্রযব মিলিত ২ তোলা, ॥০ সের জলে সিদ্ধ করিয়া, শেষ ৵০ পোয়া থাকিতে এই ক্বাথে বচ, ইন্দ্রযব, যষ্টিমধু, মদনফল বাটিয়া প্রক্ষেপ করিবে। ইহা শীতল করিয়া পান করিলে বমন হইয়া বসন্ত প্রশমিত হয়।

৪। রোগীর জ্বর থাকিলে জলপান পরিত্যাগ, নির্ব্বাত গৃহে অবস্থান, গাত্রে জয়ন্তীচূর্ণ মর্দ্দন করা কর্ত্তব্য।

৫। গোক্ষুরী মূল ও অনন্তমূল তণ্ডুলোদকে বাটিয়া সেবন করিলে বসন্ত উপশমিত হয়।

৬। হলুদের গুঁড়ার সহিত উচ্ছেপাতার রস পান করিলে হাম জ্বর ও বসন্ত ভাল হয়।

৭। বাসিজলে মধু মিশাইয়া পান করিলে গুটী ও তজ্জন্য গাত্রদাহ নিবারণ হয়।

৮। পটোলপত্র, গুলঞ্চ, মুথা, বাসকছাল, দুরালভা, চিরেতা, নিম্বছাল, কটুকী, ক্ষেতপাপড়া মিলিত ২ তোলা জল ॥০ সের, শেষ ৵০ পোয়া, ইহা পান করিলে অপক্ক বসন্ত প্রশমিত এবং পক্ক বসন্ত শুষ্ক হয়।

৯। টাবালেবুর কেশর কাঁজির সহিত বাটিয়া প্রলেপ দিলে বসন্ত পাকিয়া উঠে ও দাহ প্রশমিত হয়।

১০। পায়ে বসন্ত হইয়া দাহ উপস্থিত হইলে, তণ্ডুলোদক সেচন করিবে।

১১। বসন্ত পাকিবার উপক্রমে গুলঞ্চ, যষ্টিমধু, দ্রাক্ষা, ইক্ষুমূল, দাড়িম, গুড় সংযুক্ত করাইয়া, সেবন করাইলে বসন্ত শীঘ্র পাকিয়া উঠে ও বায়ু কুপিত হয় না।

১২। বসন্তে শূল, উদরাধ্মান ও কম্প উপস্থিত হইলে, সৈন্ধব লবণের সহিত মাংসের যূষ পান করিলে উপকার হয়।

১৩। কুলচূর্ণ গুড়ের সহিত ভক্ষণ করিলে, বাত, পিত্ত ও শ্লেষ্মজ বসন্ত শীঘ্র পাকিয়া উঠে।

১৪। বসন্তে অধিক পূঁয হইলে বট, যজ্ঞডুম্বর, অশ্বত্থ, পাকুর ও বেত, ইহাদের ছাল চূর্ণ করিয়া তাহা বসন্তের উপর ছড়াইবে, কিম্বা বিলঘুটের ভস্ম ছড়াইয়া দিবে।

১৫। বসন্তে কৃমিভয় নিবারণ জন্য সরল কাষ্ঠ ধূনা, দেবদারু চন্দন ও অগুরু প্রভৃতির ধূপ প্রদান করিবে।

১৬। ত্রিফলার ক্বাথে গুগ্‌গুল দিয়া পান করিলে পূয নির্গত হইয়া দাহ ও বেদনা ভাল হয়।

১৭। বসন্তরোগের প্রথমাবস্থাতেই প্রতিদিন হিঞ্চেশাকের রস ৪ তোলা ঘর্ষণ করা শ্বেতচন্দন ॥০ অর্দ্ধতোলা, এই উভয়কে একত্র যোগ করিয়া দিবসে ২ বার পান করান কর্ত্তব্য। ইহাতে বসন্ত শীঘ্র বহির্গত হয়।

১৮। হামরোগের শেষাবস্থায় কুড় ও বাবুই মিলিত ২ তোলাকে কুটা করিয়া ৩২ তোলা জলে সিদ্ধ করিয়া ৮ তোলা জল থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া পান করাইলে দেহে হামজন্য চিহ্ন সত্বর মিলিত হয়। ইহা দুই তিন দিন ব্যবহার করান আবশ্যক।

১৯। নিম্বছাল, ক্ষেৎপাপড়া, আকনাদিমূল, পল্‌তা, কটকী, হরীতকী, রক্তচন্দন, শ্বেতচন্দন, বেণারমূল, আমলা, বাসকমূলের ছাল, দুরালভা, এই দ্বাদশপ্রকার মিলিত পাচন বসন্ত রোগীকে পানার্থ প্রথমাবস্থায় প্রদান করা যাইতে পারে।

২০। মুখে ও কণ্ঠে বসন্ত জন্য ক্ষত হইলে আমলা ২ তোলা, যষ্টিমধু ২ তোলা এতদুভয়কে কুটা করিয়া ৬৪ তোলা জলে সিদ্ধ হইলে ১৬ তোলা আন্দাজ জল সত্বে ছাঁকিয়া রোগীকে বারম্বার কুলি করিতে দিবে। ইহাদ্বারা মুখ ও কণ্ঠস্থ ক্ষতাদি শীঘ্র শুষ্ক হইয়া যায়।

২১। গাত্রবেদনা, শিরোবেদনা, পেট ভারবোধ, মুখ ও চক্ষু রক্তবর্ণ এবং কাশি থাকিলে সেই জ্বরে হাম বা বসন্ত প্রকাশ পাইবার সম্ভাবনা। এই জ্বর অধিক দিন স্থায়ী হয় না। প্রায় তিন বা চারিদিনে হাম বা বসন্ত প্রকাশ পায়। এই সময়ে কোন ঔষধ প্রদান করা বিধেয় নহে, যাহাতে সামান্যরূপ বমন বা বিরেচন হয়, এরূপ ঔষধ প্রদান করাই উচিত।

২২। সমস্ত বসন্ত প্রকাশ হওয়ার পর ক্ষত শুষ্ক ও জ্বর ত্যাগ হইলে কাঁচা হরিদ্রা ও নিমপাতা মাখিয়া স্নান করিবে।

২৩। বসন্ত শুষ্ক হইবার সময় হইতে যাহাতে রোগীর শরীর স্নিগ্ধ থাকে, এরূপ পথ্য প্রদান করা উচিত।

২৪। বসন্তের মুখ ক্ষত হইয়া গেলে হরিদ্রাচূর্ণ ও মাখন লেপন করিলে ক্ষত আরোগ্য হয় ও বসন্তের চিহ্নগুলিও মিলাইয়া যায়।

২৫। যে রোগীর চক্ষু মধ্যে বসন্ত হইয়া যাতনা উপস্থিত হয়, সেই যাতনা নিবারণার্থে গড় গড় ১ তোলা, যষ্টিমধু ১ তোলা, এই উভয়কে কুটা ও সিদ্ধ করিয়া এবং ছাঁকিয়া ঈষৎ উষ্ণসত্ত্বে সেই জলদ্বারা চক্ষুর উপর স্বেদ (Fomentation) প্রদান করিবে। তাহাতে যাতনা নিবারণ ও রস স্থানান্তরিত হয়।

২৬। বসন্ত পাকিয়া পূঁয়াদিসঞ্চার হইলে কণ্টকাদিদ্বারা বিদ্ধ করিয়া পূঁয় নির্গত করিবে। তৎপরে যষ্টিমধু, আমলা, হরীতকী, বয়ড়া, চালমুগরা বীজ, দারুহরিদ্রা, নীলোৎপল, বেণার মূল, লোধকাষ্ঠ, মঞ্জিষ্ঠা, গোময় ভস্ম এই সকল রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া চূর্ণ করত সূক্ষ্মবস্ত্রদ্বারা পুটলী বাঁধিয়া বসন্তের ক্ষতের উপর মুহুর্মুহু ঝাড়িয়া ঝাড়িয়া গুঁড়া নিক্ষেপ করিবে। ইহাদ্বারা সত্বর ক্ষতাদি শুষ্ক হয়। বামাবোধিনী।

বসন্তরোগের চিকিৎসার জন্য উপরে যে সকল মুষ্টিযোগ লিখিত হইয়াছে, তৎসমস্তই শাস্ত্র-সম্মত। সুতরাং এসকল ঔষধের প্রতি অনায়াসেই নির্ভর করা যাইতে পারে।

চি, স, স,

দেশীয় চ্যবনপ্রাশ ও বিলাতী কড্‌লিবার।

(উপসংহার)।

সকল কথাই বলিয়াছি। চ্যবনপ্রাশের উপাদানসহ প্রস্তুত ও প্রয়োগ-প্রণালী দেখাইয়াছি; এবং কি জন্য আজ্ বিলাতী কড্‌লিবার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইয়াও দেশীয় চ্যবনপ্রাশ সেই কড্‌লিবারের পদতলে লুণ্ঠিত ও লাঞ্ছিত হইতেছে, তাহাও দেখাইতে ত্রুটী করি নাই। আর কি উপায়ে যে এই পদ-দলিত চ্যবনপ্রাশ পুনর্ব্বার ভারতবাসীর শীর্ষস্থান অধিকার করিতে পারে, তাহারও সহজ পন্থা সাধারণকে দেখাইতে ঔদাস্য করি নাই। ফলকথা দেশীয় একটী প্রধান ঔষধ চ্যবনপ্রাশ সম্বন্ধে সর্ব্বসাধারণের যাহা যাহা অবশ্যজ্ঞাতব্য, তাহা সমস্তই আমরা ক্রমশঃ মুক্তকণ্ঠে বলিয়াছি। সুতরাং সে সম্বন্ধে নূতন বক্তব্য আর কিছুই নাই। তবে বলিব আর দুইটীমাত্র কথা। তন্মধ্যে প্রথম কথাই এই যে, চিকিৎসা-সম্মিলনী চিকিৎসাবিষয়ক একখানি ক্ষুদ্র বাঙ্গালা মাসিক-পত্রিকা। সুতরাং এহেন পত্রিকায় প্রকাশিত, বিশেষতঃ দেশীয় ঔষধাদির প্রবন্ধ পাঠ করিয়া যে দেশের

কোন কোন শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি আন্দোলন আলোচনা করেন, ইহা ত চিকিৎসা-সম্মিলনীর সৌভাগ্যের কথা বটেই, পরন্তু ইহাতে যেন ভারতবর্ষেরও কতকটা ভাবী শুভলক্ষণের সূত্রপাত বলিয়া মনে করিতে পারা যায়।

আর দ্বিতীয় কথা;—চ্যবনপ্রাশের উপকারিতা সম্বন্ধে শাস্ত্রে যেরূপ অশেষ গুণাবলী বর্ণিত আছে, বিশেষতঃ জনসাধারণেরও চ্যবনপ্রাশের অসাধারণ গুণ আছে বলিয়া যেরূপ দৃঢ়বিশ্বাস আছে, কার্য্যকালে কিন্তু কোন কোন স্থলে কোন কোন রোগীতে চ্যবনপ্রাশ ব্যবহার করাইয়া তেমন উপকার দর্শিতে দেখা যায় না। সুতরাং ইহাও একটা বিশেষরূপ বলিবার এমন কি সাধারণকে বুঝাইবারও কথা বটে। কেননা চরকঋষি যে চ্যবনপ্রাশের অসীম গুণের বিষয় তারস্বরে ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন, যে চ্যবনপ্রাশ প্রকৃতই শ্বাসকাসাদিরোগের পক্ষে ব্রহ্মাস্ত্র সদৃশ, এহেন চ্যবনপ্রাশ ব্যবহার করিয়া এখনকার সকল লোকের আর তাদৃশ ফল দর্শে না কেন? ইহা প্রকৃতই একটা মীমাংস্য বিষয় বটে। সুতরাং উপরিলিখিত এই দুইটী বিষয়ই আমরা যথাসাধ্য আলোচনা করিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিতেছি।

অত্যল্পদিন হইল, গত কয়েক সংখ্যা চিকিৎসা-সম্মিলনীতে আমরা চ্যবনপ্রাশের আলোচনা করিয়াছি। কিন্তু যার পর নাই আশ্চর্য্য ও সমধিক আহ্লাদের বিষয় এই যে, এই সামান্যমাত্র আন্দোলনেই ভারতবাসীর না হউক, অন্ততঃ বাঙ্গালীজাতির মধ্যে অনেকেরই চিত্তাকর্ষণ করিয়া চ্যবনপ্রাশ প্রকৃতই এদেশের অনেকের নিকট পরিচিত হইয়াছে। অনেকেরই বিশ্বাস দেশীয় চ্যবনপ্রাশাদি ঔষধের এরূপ আন্দোলন আলোচনা বড়ই সময়োপযোগী। অনেকেরই ধারণা ইহাতে প্রকৃতই দেশের মহদুপকার সাধিত হইবে। ফলকথা, চ্যবনপ্রাশের প্রবন্ধ যাঁহারা মনঃসংযোগপূর্ব্বক পাঠ করিয়াছেন, এবং তন্মধ্যে যাঁহাদের সহিত আমাদের দেখা সাক্ষ্যাৎ হইয়াছে, তাঁহারা সকলেই একবাক্যে পরম সন্তুষ্ট হইয়া আমাদিগকে আশীর্ব্বাদ ও ধন্যবাদ করিয়াছেন।

তাহা ছাড়া বড় ভরসা ছিল, দেশের সংবাদ ও সাময়িক পত্রিকা সকল দেশীয় চ্যবনপ্রাশের আন্দোলন আলোচনারূপ এ সকল নিগূঢ় সত্যকাহিনী স্বস্ব পত্রে ও পত্রিকায় উদ্ধৃত করিয়া, আর্য্য-ঋষিগণের গুণগরিমার মহিমা বিস্তার করিতে কখনই উদাসীন হইবেন না। কিন্তু দুঃখের সহিত বলিতেছি

যে, আমাদের সে আশা কেহই পূর্ণ করেন নাই। নিউল্যাণ্ড, ল্যাপলণ্ডের নানাবিধ রাবিশ অদ্ভুত গল্পকাহিনীদ্বারা তাঁহারা স্ব স্ব পত্রিকার কলেবর পূরণ করিতে উদাসীন নহেন। বৃথা বাজে রঙ্গরহস্যমূলক অসার বাক্য তাঁহাদের পত্র ও পত্রিকায় যথেষ্ট স্থান পায়, কিন্তু চ্যবনপ্রাশের ন্যায় এমন একটা সর্ব্বজন হিতকর প্রবন্ধ, ঔষধের উপাদান প্রস্তুত ও প্রয়োগ প্রণালী সম্বলিত বিশেষত কত সুলভ ও সহজে প্রস্তুত হইতে পারে তাহা বর্ণিত হইল, অথচ সে সম্বন্ধে একটা শব্দও কেহ করিলেন না। কিন্তু কেন যে করিলেন না, তাহা আর মাথামুণ্ডু বুঝাইতে গিয়া অনর্থক প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করিতে চাহি না।

কিন্তু তাহা বলিয়া একবারেই হতাশও আমাদিগকে হইতে হয় নাই। বিনা প্রার্থনায় অন্ততঃ একখানি মাত্র দৈনিক ইংরাজী কাগজও যে আমাদের লিখিত চ্যবনপ্রাশ প্রবন্ধটীর সমূহ উপকারিতা বুঝিয়া তাহা সর্ব্বসাধারণ্যে ঘোষণা করিয়াছেন, ইহাতেও আমরা কতকটা আশ্বস্ত হইয়াছি। বিনা প্রার্থনায় বলিলাম তাহার কারণ এই যে, আজ্‌কালিকার সম্বাদপত্রে কোন ব্যক্তি বা কোন বিশেষ বিষয়গত লেখালেখি-ব্যাপার প্রায়ই প্রার্থনা বা যোগাড় যন্ত্রেরই উপর অনেকটা নির্ভর করে। কেননা দেখিতে পাই যে, যিনিই বিধিমতে যোগাড় যন্ত্র করিয়া নিজের বিষয় বা নিজের কোন কারকারবারের বিষয় লেখাইতে পারিলেন, তাঁহারই অভীষ্টসিদ্ধ হইল, অন্যথা যিনি তাহা না করিলেন, তিনিই ঘরে বসিয়া শাকান্নের অভাবভোগ করিতে লাগিলেন!

সুতরাং সে জন্যই বলিতেছি যে, সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বা পত্রদ্বারা কোনরূপ প্রার্থনা করি নাই, এবং এ সম্বন্ধে কোন অংশেই কাহাকে কিছুমাত্রও অনুরোধ করি নাই, অথচ প্রকৃত স্বদেশহিতৈষী এবং যথার্থই স্বজন-পালক সুবিখ্যাত ইণ্ডিয়ান্ মিরর সম্পাদক আপনা হইতেই তাঁহার পত্রের সম্পাদকীয় স্তম্ভে আমাদের লিখিত চ্যবনপ্রাশের প্রবন্ধ পাঠ করিয়া কি লিখিয়াছেন, তাহা পড়ুন। মিরার লিখিয়াছেন ;——

The Chikitsa-Sanmilani, a medical monthly, which, being divided into three parts, devoted respectivly, to Alleopathy, Homeopathy, and Kabiraji, can be said to be conducted in a more rational sprit than was the Medical Congress, held in this city in December last, has a valuable article in which the writer

deals with the Kaviraji substitute of Cod Liver oil. It is called Chayaban-prayash, mentioned in the Ayurveda. Its ingredients which are all mentioned in the article are indigenous medicinal plants and herbs, and the mode of dispensing it easy. It is described by Ayurveda and according to the experience of all Ayurvedic physicians of the day, including Kaviraj Gunga Prosad Sen, of this city, it is most effecacious in all affections of the lungs in which Cod Liver oil is generally prescribed, such as Cough, Bronchites, Asthma and phthisis, and it is also used as a tonic and alterative with great benifit. The cost of this medicine is also less than that of Cod Liver oil, the price of one Seer being not more than one Rupee. In some important respects it is certified to be superior to Cod Liver oil ; for instance it does not disagree with certain stomachs. as the oil does, and is not unpalatable like it. As Cod Liver oil, has come into comon use among our countrymen in these days, we think, it is proper that they should know that we possess a well tried indigenous medicinal preparation even as old as the Hindu race itself, which can serve not even as a substitute, but as a much better substitute than Cod Liver oil, an article imported from distant foreign countries for our consumption.

The Indian Mirror, March 12. 1895.

অনুবাদ।

"চিকিৎসা-সম্মিলনী" নামক চিকিৎসা বিষয়ক মাসিক পত্রিকায় এলোপ্যাথিক, হোমিওপ্যাথিক্ ও কবিরাজী এই তিন প্রকার বিষয়ই সুবিভক্ত ভাবে সমালোচিত হইয়া থাকে। গত ডিসেম্বর মাসে এই রাজধানীতে যে মেডিকেল কংগ্রেসের অধিবেশন্ হয়, আমাদের বিবেচনায় এই পত্রিকা ঐ কংগ্রেস অপেক্ষা সুপ্রণালীতে ও সুযুক্তি অনুসারে পরিচালিত। এই পত্রিকায় সম্প্রতি কড্‌লিবার ওয়েলের পরিবর্ত্তে কবিরাজী ঔষধ সম্বন্ধে একটী প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। কড্‌লিবারের পরিবর্ত্তে কবিরাজী যে ঔষধ ব্যবহৃত হইতে পারে, আয়ুর্ব্বেদে উহার নাম চ্যবনপ্রাশ। যে যে উপকরণে চ্যবনপ্রাশ প্রস্তুত হইয়া থাকে, তাহাও এই প্রবন্ধে লেখা আছে। দেশীয়

গাছগাছড়া সকল এই ঔষধের উপকরণ এবং ইহার প্রস্তুত প্রণালীও অতি সহজ। যে যে স্থলে এই ঔষধের প্রয়োগ আয়ুর্ব্বেদে কথিত আছে, এই সহরের গঙ্গাপ্রসাদ সেন প্রভৃতি বর্ত্তমান আয়ুর্ব্বেদিক চিকিৎসক সম্প্রদায় তত্তৎস্থলে এই ঔষধের প্রভূত উপকারিতা স্বীকার করেন। তাঁহাদের বহুদর্শিতা এই যে হাঁপ, কাস ও শ্বাসপ্রভৃতি যাবতীয় হৃদ্‌রোগেই (যথায় ডাক্তারেরা কড্‌লিবার ওয়েল ব্যবস্থা করেন) এই চ্যবনপ্রাশ মহোপকারী এবং পুষ্টি ও বলবর্দ্ধন বিষয়েও ইহা মহাফলপ্রদ। এই ঔষধের মূল্যও কড্‌লিবার অপেক্ষা কম। একসের চ্যবনপ্রাশের মূল্য এক টাকার অধিক নহে। কোন কোনও পক্ষে ইহা কড্‌লিভার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর বলিয়া প্রমাণীকৃত হইয়াছে। কড্‌লিবার যেমন সকলের পেটে সহ্য হয় না, ইহা সেরূপ নয় অথবা ইহা কড্‌লিবারের ন্যায় খাইতে কষ্টকর ও বমনোদ্দীপক নয়। আজ্‌কাল দেশীয় লোকের মধ্যে যখন সাধারণতঃ কড্‌লিবার ওয়েল প্রচলিত হইয়াছে, তখন আমাদের বিবেচনায়, তাঁহাদের ইহাও জানা উচিত যে, হিন্দুদিগের বিশেষ পরীক্ষিত ও দেশীয় দ্রব্যাদি হইতে প্রস্তুত একটী ঔষধ আছে। হিন্দু জাতি যতদূর প্রাচীন ঐ ঔষধও ততদূর প্রাচীন। ইহা যে কেবল কড্‌লিবারের প্রতিনিধিরূপে ব্যবহারোপযোগী, এরূপ নহে; পরন্তু সুদূরপ্রদেশ হইতে আনীত কড্‌লিবার অপেক্ষাও গুণবিষয়ে শ্রেষ্ঠ।"

ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জর্ম্মানি, রুসিয়া ও ইটালী আদি ইয়ুরোপীয় মহাদেশের এবং চিকাগো, ফিলাডেল্‌ফিয়া ও কালিফোর্ণিয়া প্রভৃতি আমেরিকা মহাদেশের এবং বোম্বে, মাদ্রাজ, পাঞ্জাব ও কলিকাতা প্রভৃতি ভারত মহাদেশের প্রধান প্রধান ডাক্তারগণ মিলিত হইয়া স্বয়ং বড় লাট সাহেবের কর্ত্তৃত্বাধীনে যে মেডিকাল্ কংগ্রেসের অধিবেশন দ্বারা ভারতীয় ম্যালেরিয়া, ওলাউঠা ও ও বসন্ত আদি মহামারী ব্যাপারের এবং অকাল মৃত্যু আদির নিবারণোপায় নির্দ্ধারিত হইল, ইণ্ডিয়ান্ মিরার সম্পাদক মহাশয় এহেন মহাযজ্ঞের সহিত আমাদের এই ক্ষুদ্র চিকিৎসা-সম্মিলনী পত্রিকার তুলনা করিয়া নিজ পত্রের সম্পাদকীয় স্তম্ভে লিখিয়াছেন:—

"গত ডিসেম্বার মাসে এই রাজধানীতে যে মেডিকেল্ কংগ্রেসের অধিবেশন হয়, আমাদের বিবেচনায় চিকিৎসা-

সম্মিলনী পত্রিকা সেই কংগ্রেস্ অপেক্ষা সুপ্রণালীতে ও সুযুক্তি অনুসারে পরিচালিত।"

মিররের উপরোক্ত কথা গুলি পাঠ করিলে আপাততঃ দেশীয় লোকে উহাকে উন্মাদের প্রলাপোক্তি বলিয়া বিবেচনা করিতে পারেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যদি কেহ ইহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া মনঃসংযোগপূর্ব্বক চিন্তা করিয়া দেখেন, তাহা হইলে, ঠিক্ বুঝিতে পারেন যে, মিরারের কথা গুলি কতদূর সার-গর্ভ, আত্মজ্ঞান-পরিচালিত, তত্ত্ব-মূলক ও স্বদেশ-হিতৈষিতার জাজ্বল্য-পরিচায়ক। আপাততঃ শুনিতে ভাল যে, বড় বড় এম্ বি, ও এম্ ডি, রয়েল্ ফিজিসান্ প্রভৃতি যাঁহারা আজীবন স্বাস্থ্যবিদ্যা ও চিকিৎসা-শাস্ত্র আলোচনা করিয়াছেন, যাঁহারা রসায়ন ও উদ্ভিদ্ বিদ্যা পাঠ করিয়াছেন, যাঁহারা মৃতদেহ ছেদ করিয়া শারীর বিজ্ঞান লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা যখন ভারতহিতৈষী হইয়া ভারতের রোগ শোক উন্মোচনে চেষ্টিত আছেন, তখন ভারতবাসীর বড়ই সৌভাগ্যের বিষয়। কিন্তু যখন বিবেচনা করিয়া দেখা যায় যে, ভারতবাসীর স্বাস্থ্যের সহিত ইংলণ্ডবাসীর বা অপর কোন দেশের স্বাস্থ্যের মিল নাই, যখন বিবেচনা করা যায় যে, ভারতের জল, বায়ু, মৃত্তিকা, উদ্ভিদ্ প্রভৃতি সমুদায়ই অপরাপর দেশীয় প্রকৃতি হইতে সম্পূর্ণরূপে পৃথক্, ভারতবাসীর আচার, ব্যবহার, আহার, বিহার, পোষাক, পরিচ্ছদ, অপরাপর জাতীয় ভাব হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্, যখন বিবেচনা করা যায় যে, ইংরেজ ডাক্তারেরা আমাদের মুড়ী, গুড়, নারিকেল, চাউল, ডাউল, উচ্ছে, পটোল প্রভৃতি কিছুরই তত্ত্ব জানেন না; দধি, দুগ্ধ, শাকশব্‌জি খাইতেও তাঁহারা অভ্যস্ত নন, আমাদের আবাস গৃহ, আমাদের সূতিকাগৃহ, আমাদের পোষাক পরিচ্ছদ, স্নান ও পান প্রণালী এসকল বিষয়ে তাঁহারা সম্পূর্ণ অজ্ঞ, যখন আমাদের কোন্ দ্রব্য সাত্ম্য বা অসাত্ম্য, ইহা যাঁহাদের বিবেচনা নাই—যখন এই সকল বিবেচনা করা যায়, তখন ভারতক্ষেত্রে বিদেশীয় ডাক্তার কর্ত্তৃক মেডিকেল্ কংগ্রেসের অধিবেশনের নাম শুনিলে প্রকৃতই মনে হাস্যের উদয় হয়। তবে, যদি আজ্ দেশীয় বড় বড় কবিরাজ মহাশয়েরা একত্রে মিলিত হইয়া এবিষয়ের সভা-সমিতি করিয়া দেশীয় ঔষধ ও দেশীয় আহারাচারাদির আলোচনা করিতেন, তাহাহইলে দেশীয় লোকের বরং তদ্দ্বারা অসীম উপকার দর্শিত। কেননা, যাঁহারা আমাদের ঘরের খবর রাখেন, আমাদের বিষয়ে সম্পূর্ণ অভিজ্ঞ,

তাঁহাদের উপর ভিন্ন কি প্রকারে জীবন নির্ভর করা যাইতে পারে? আমরা প্রতিদিন গোময় দিয়া গৃহলেপ দিই, ইংরেজ উহাকে দুর্গন্ধময় বিষ বোধ করেন; আমরা গ্রীষ্মপ্রধান দেশে অনাবৃত গাত্রে গামছা কাঁধে থাকিতে অভ্যস্ত, ইংরেজ উহাকে উলঙ্গতা বলিয়া ঘৃণা করেন, আমরা গ্রীষ্মপ্রধান দেশবাসী বলিয়া অল্প পরিশ্রমেই কাতর হই, ইংরেজ আপনার স্বাস্থ্য-তুলনায় উহা আমাদের অলসতা বিবেচনায় আমাদিগকে বেত্রাঘাত করিতে প্রস্তুত; আমরা মদ-মাংসে অনভ্যস্ত—একটু আফিং খাইলেই আমাদের যথেষ্ট নেশা হয়, কিন্তু ইংরাজ তাঁহার নিজ স্বাস্থ্য নিয়মে আমাকে চড়াইয়া আমার ঔষধ ও পথ্যের জন্য মদ্যমাংস ব্যবস্থা করিবেন, উপবাসে আমরা অভ্যস্ত—একাদশী, পূর্ণিমা প্রভৃতিতে আমরা উপবাস করি অথবা উপবাসীর বীর্য্যে আমাদের জন্ম—ইংরেজ আমার জ্বরাবস্থায় একটু উপবাস দেখিয়া ভীত হইয়া আমাকে গুরুভোজনের ব্যবস্থা করিলেন, সুতরাং নানাকারণে ইংরেজ আমাদের স্বাস্থ্য-গুরু বা চিকিৎসক হইতে পারেন না। কেননা অজ্ঞাতকুলশীলের হস্তে আত্মসমর্পণ করাও যাহা, আর ইংরাজ বা ইংরাজী ভাবাপন্ন দেশীয় কর্ত্তৃক চিকিৎসিত হওয়াও তাই। সে যাহা হউক, যিনি যাহাই বলুন বা ভাবুন, কিন্তু দেশের লোক যতদিন না অগ্রে দেশীয়তত্ত্ব সম্যক্ অবগত হইয়া বিদেশীয় বিদ্যা বা বিজ্ঞানাদির অনুশীলন করিবেন, ততদিন এ অধঃপতিত দেশের উদ্ধারের আর কোন উপায়ই নাই।

তারপর দ্বিতীয় কথা চ্যবনপ্রাশের গুণাগুণ লইয়া। কিন্তু কেবল চ্যবনপ্রাশ বলিয়া কেন? সে চ্যবনপ্রাশ, সে ছাগলাদ্যঘৃত, সে মধ্যমনারায়ণ তৈল প্রভৃতি ঔষধে প্রকৃতই আর তেমন শাস্ত্রোক্ত উপকার দর্শিতে দেখা যায় না। কিন্তু কেন যে দর্শে না, তাহার প্রকৃত উত্তর দিতে হইলে অনেক কথা লিখিবার প্রয়োজন, সুতরাং সেই জন্যই আমরা এস্থলে আর সে সকল কথার উল্লেখ না করিয়া "পাদ-চতুষ্টয়" নামক যে প্রবন্ধের অবতারণা করিয়াছি তাহাতেই সে সকল কথার বিস্তৃত আলোচনা করিব। কেমন কবিরাজ, কেমন ঔষধ, কেমন পরিচারক বা কেমন রোগী হইলে যে তবেই রোগের শান্তি হইতে পারে, তাহা পাঠকগণ সেই প্রবন্ধেই ক্রমশঃ সম্যক্ অবগত হইতে পারিবেন।

সম্পাদক।

রসায়ন-তত্ত্ব।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

এক্ষণে কাষ্ঠ বিষের কথা বলা যাইতেছে। পূর্ব্বতন মুনিগণ সর্ব্বশুদ্ধ ৯য় প্রকার কাষ্ঠ বিষ আবিষ্কার করিয়াছিলেন। যথা—কালকূট, হলাহল, ব্রহ্মপুত্র, প্রদীপন, বৎসনাভ, হারিদ্র, সক্তুক, সৌরাষ্ট্রীক এবং শৃঙ্গক বা শৃঙ্গী। এই সমস্ত সদ্য-মৃত্যু নিবারক মহৌষধের মধ্যে অধুনা কেবল শৃঙ্গী বিষই অনায়াসে প্রাপ্ত হওয়া যায়। অপর গুলির নাম মাত্রই অবশিষ্ট রহিয়াছে। অনন্ত-তত্ত্বদর্শী আর্য্যর্ষিগণ বহুকাল পর্য্যন্ত পরিশ্রম করিয়া যে সকল মহৌষধ আবিষ্কার করিয়াছিলেন, আমরা তাঁহাদিগেরই বংশে জন্ম-গ্রহণ করিয়া এক্ষণে তৎসমুদায় ফুৎকারে উড়াইয়া দিতেছি এবং সর্ব্বদা পরমুখাপেক্ষী হইয়া আপনাদিগকে শ্লাঘনীয় মনে করিতেছি! ইহা অপেক্ষা বিস্ময়ের বিষয় আর কি হইতে পারে? যে সমস্ত দ্রব্য অস্মদ্দেশে বহুপরিমাণে উৎপন্ন হয়, যাহা আমরা সর্ব্বদাই ব্যবহার করিয়া থাকি, আজকাল তাহাই কেবল বিলাত হইতে নূতন আবিষ্কৃত হইয়া আমাদিগকে মোহিত করিয়া তুলিতেছে। যে সকল দ্রব্য নিতান্ত দুষ্প্রাপ্য বলিয়া কেহই কবিরাজি মতে ব্যবহার করিতে পারে না, অথচ আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে তাহার গুণাগুণ সম্বন্ধে যথেষ্ট বর্ণনা লক্ষিত হয়, অধুনা কেহই তৎসমুদায় আবিষ্কার করিয়া আমাদিগের কৌতূহল নিবারণ করিতে পারেন না। ইহা একপ্রকার কম আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। হতভাগ্য ভারতবাসী দিন দিন যে প্রকার অভাবনীয় পন্থায় পদার্পণ করিতেছে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। নিজ ভাণ্ডার হইতে অমূল্য রত্ন সংগ্রহ করিয়া পরের উদর পূরণ করিতে সকলেই নিত্য নূতন কৌশল শিক্ষা করিতেছেন, কিন্তু পরের ভাণ্ডার হইতে সামান্য এক গাছি পশমও কেহ আহরণ করিতে পারেন না। আজকাল দেখিতে পাই, অনেক মহাত্মা আয়ুর্ব্বেদোক্ত পাচনাদি গোপনে প্রস্তুত করিয়া বিলাতী ঔষধের ন্যায় সর্ব্বদা ব্যবহার করিয়া থাকেন। বোধ হয় দেশীয় ঔষধ বলিয়া তৎসমুদায় প্রয়োগ করিলে পাছে তাঁহাদিগের চৌদ্দ পুরুষ নরকস্থ হয়, এই ভাবিয়াই বিলাতিভাবে প্রয়োগ করিয়া থাকেন। যাহা হউক, এই সকল

শোচনীয় অবস্থা বলিয়া আপাততঃ কোন ফল নাই। এক্ষণে সকলপ্রকার কাষ্ঠ বিষের কথাই উল্লেখ করা যাইতেছে। কাষ্ঠ বিষ মাত্রেই অত্যন্ত আগ্নেয়, বাতশ্লেষ্মা নিবারক, যোগবাহী এবং মাদক অর্থাৎ সংজ্ঞানাশক। ইহা প্রাণনাশক, ব্যবায়ী এবং বিকাশী বলিয়া আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে, কিন্তু উপযুক্ত স্থলে উপযুক্ত মাত্রায় প্রয়োগ করিতে পারিলে ইহা প্রাণ-রক্ষার হেতুভূত, রসায়ন, যোগবাহী, ত্রিদোষ নাশক, পুষ্টিকর এবং বীর্য্য-বর্দ্ধক হইয়া থাকে। (১) ইহাও তিন দিন গোমূত্রে ভিজাইয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিলেই শোধিত হইয়া থাকে।

জলপাইগুড়ি হইতে প্রায় বিশক্রোশ উত্তর পশ্চিমে নাকেশ্বর বাড়ী বলিয়া একটী স্থান আছে। ঐ স্থান বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের শেষ সীমা। উহার অপর প্রান্তে নেপাল রাজ্য। সেই স্থানে যথেষ্ট শৃঙ্গী বিষ উৎপন্ন হয়। শৃঙ্গী বিষকে সচরাচর অমৃত বা মিঠা বিষ নামে অভিহিত করা যায়। ইহাই যাবতীয় কাষ্ঠবিষের পরিবর্ত্তে অধুনা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। চিকিৎসক-মাত্রেই ইহার শোধন প্রণালী অবগত আছেন। বিশেষতঃ কবিরাজ শীতলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কবিরত্ন মহাশয় ইতিপূর্ব্বে সম্মিলনীতে তাহা বিস্তারিত-রূপে বর্ণনা করিয়াছেন। সুতরাং এস্থলে আর তদ্বিষয় লিপিবদ্ধ করিবার কোনও প্রয়োজন নাই। এক্ষণে রাসায়নিক বিষের কথা বলা যাইতেছে।

যাহা রাসায়নিক প্রক্রিয়াদ্বারা উৎপাদিত হয়, তাহাকেই রাসায়নিক বিষ বলাযায়। দারমুজ শিমুলক্ষার প্রভৃতি এই শ্রেণীভুক্ত। এই দুই প্রকার দারু-বিষ বংশপত্রী হরিতাল হইতে প্রস্তুত হয়। ইহা পসারী দোকানে সুলভে যথেষ্ট প্রাপ্ত হওয়া যায়। উভয় প্রকার দারুবিষ অহোরাত্র লেবুর রসে অভিষিক্ত করিয়া গোময় জলে দুই প্রহর কাল দোলা যন্ত্রে পাক করিলেই বিশুদ্ধ হইয়া থাকে। দারুবিষ শোধন করিবার যে সকল উপায় আছে, তন্মধ্যে ইহাই নিতান্ত সহজ এবং এই উপায় দ্বারা শোধিত দারুবিষই সকল ঔষধে ব্যবহার করা যায়। উভয় জাতীয় দারুবিষই পিণ্ডের ন্যায় কঠিন, তন্মধ্যে যাহা শ্বেতবর্ণ তাহাকে শিমুলক্ষার এবং যাহা রক্তাভ তাহাকে দারমুজ

(১) বিষং প্রাণহরং প্রোক্তং ব্যবায়িচ বিকাশি চ। আগ্নেয়ং বাতুকফহৃদ্ যোগবাহি মদাবহম্॥ তদেব যুক্তিযুক্তন্তু প্রাণদায়ি রসায়নম্। যোগবাহি ত্রিদোষঘ্নং বৃংহণং বীর্য্যবর্দ্ধনম্॥ গোমূত্রে ত্রিদিনং স্থাপ্যং বিষং তেন বিশুধ্যতি॥

বলা যায়। শোধন করিবার সময় খণ্ড খণ্ড করিয়া লওয়া কর্ত্তব্য। দারু-দ্বয়কে শঙ্খ বিষ কহে। ইহা সর্পবিষ অপেক্ষা কোনও অংশে হীন নহে। কেননা এই উভয় জাতীয় বিষেরই প্রাণনাশিনী শক্তি বিদ্যমান রহিয়াছে। বিষধর সর্পে দংশন করিলে তন্মুহূর্ত্তেই যদি দংষ্ট্র ব্যক্তিকে সমূল পত্র দণ্ড-কলসের রসের সহিত চারি আনা পরিমিত শঙ্খ বিষ সেবন করাইতে পারা যায়, তবে তাহার জীবন রক্ষা হইতে পারে। ১ কিন্তু সর্পদংশন সম্বন্ধে সংশয় থাকিলে ইহা কর্ত্তব্য নহে। শঙ্খ-বিষের ন্যায় উৎকৃষ্ট জ্বরঘ্ন আর কিছুই লক্ষিত হয় না। বৈদেশিক কুইনাইন্ অপেক্ষাও ইহা শতগুণে প্রশংসনীয়। বর্ত্তমান বাবুগণ যথেচ্ছা আহার বিহারের জন্যই কুইনাইন্ দ্বারা শীঘ্র শীঘ্র আরোগ্য লাভ করিয়া থাকেন। কিন্তু সেই কুইনাইনে দুগ্ধই একমাত্র প্রশস্ত। প্রাচীন আর্য্যর্ষিদিগের আবিষ্কৃত দেশীয় শঙ্খবিষদ্বারা জ্বর বন্ধ হইলে দধি দুগ্ধ যাহা ইচ্ছা তাহাই আহার করিতে পারা যায়। পরন্তু কুইনাইন্ দ্বারা মানবগণ দিন দিন যতদূর হীনবীর্য্য ও অল্পায়ু হইয়া পড়িতেছে, ইহাতে ততোধিক অনিষ্টের কোনও সম্ভাবনা নাই।

অহিফেণ, কুঁচিলা, জয়পাল, ধুস্তূর বীজ, সিদ্ধি, লাঙ্গলী, শ্বেতাকন্দমূল, শ্বেতকরবীর মূল এবং সিজের আটা প্রভৃতি দ্রব্যকে উপবিষ বলা যায়। দুগ্ধপূর্ণ হাঁড়ীতে দোলাযন্ত্রে পাক করিলেই উপবিষ সমস্ত বিশুদ্ধ হয়।

অহিফেণ দুগ্ধের সহিত পাক করিতে করিতে যখন সর্ব্বতোভাবে গলিয়া যায়, সেই সময় উত্তমরূপে ছাঁকিয়া লইয়া পুনর্ব্বার অগ্নি সন্তাপে ঘনীভূত করিয়া লওয়া কর্ত্তব্য।

জয়পালের বিশেষ শোধন পূর্ব্বে বলা হইয়াছে।

কুঁচিলাকে সংস্কৃত ভাষায় বিষতিন্দুক কহে। তিন দিন কাঁজিতে ভিজাইয়া রাখিলেই বিষতিন্দুক নির্দ্দোষ হয়।

এই যে বিষ উপবিষ প্রভৃতি কতকগুলি দ্রব্যের কথা বলা হইল, ইহা-দিগের মাত্রা এবং গুণাগুণের বিষয় প্রয়োগ স্থলে বলা যাইবে। এক্ষণে হরি-তাল এবং গোদন্তের বিষয় কিঞ্চিৎ উল্লেখ করা যাইতেছে।

ঔষধার্থে যে প্রকার হরিতাল ব্যবহৃত হয়, তাহার নাম বংশপত্রী। বংশ-পত্রী হরিতাল চূর্ণ করিয়া সপ্তাহ পর্য্যন্ত চূণের জলে ভিজাইয়া রাখিলেই

১ তদন্যৎ তৎসমবলং দ্রব্যং তদ্ধি বিনাশয়েৎ॥

শোধিত হইয়া থাকে। ঔষধ মধ্যে প্রয়োগ করিতে হইলে শোধিত হরিতালই প্রশস্ত। এতদ্ভিন্ন অনেক স্থলে হরিতাল ভস্ম ও স্বতন্ত্ররূপে প্রয়োগ করা যায়। ভস্ম প্রকরণ পরে বলা যাইবে।

গৌদন্ত এক প্রকার হরিতাল জাতীয় শ্বেতবর্ণ পদার্থ। ইহার শোধন প্রণালী শিমূলক্ষারের ন্যায়। (ক্রমশঃ)

জলপাইগুড়ি,
দীনবাজার। } কবিরাজ শ্রীপ্রসন্নচন্দ্র মৈত্রেয়।

দেশীয় এ সকল বিষ উপবিষ বা তৎঘটিত ঔষধাবলীর বিষয় প্রায়ই এখন নির্ব্বাপিত, সুতরাং এ সকল কথা যতই সাধারণ্যে প্রচারিত হয়, ততই দেশের পক্ষে মঙ্গলজনক বিবেচনা করি। চি, স, স।

শিশু-যকৃৎ।

বা

ইন্‌ফ্যাণ্টাইল্ লিভার।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

রোগ-নির্ব্বাচন—অনেক শিশুর মৃত্যুর কিছু দিন পূর্ব্বে যকৃতের আয়তন হ্রাস হইতে দেখা যায়। ইহাতেই ইহা যে সিরোসিস্ অব্ দি লিভারের অন্তর্গত, তাহার বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। সাধারণ সিরোসিসে জন্‌ডিস্ অর্থাৎ কামল বড় অধিক হয় না এবং প্রায়ই জ্বর থাকে না। কিন্তু হাইপারট্রফিক্-সিরোসিসে জ্বর বর্ত্তমান থাকে এবং জন্‌ডিস্ বা কামল অত্যন্ত অধিক হয়; অতএব এই সকল কারণে এই শিশু-যকৃৎ যে হাইপারট্রফিক্ সিরোসিস্ অব্ দি লিভার, তাহাতে সন্দেহ নাই।

নিদান-তত্ত্বাদি—১৮৯১ সনের আগষ্ট মাসের ভিষক্-দর্পণ নামক পত্রিকা হইতে ডাক্তার প্রাণধন বসুর লিখিত প্রবন্ধের কিছু সারাংশ উদ্ধৃত করা গেল। ঐ প্রবন্ধটীর সঙ্গে আমাদের মতের প্রায় ঐক্য বিধায় উহা এ স্থানে উদ্ধৃত না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না।

"কলিকাতা মেডিকেল কালেজের নিদান-তত্ত্ব অধ্যাপক ডাক্তার গিবন্‌স

সাহেব এইরূপ চারিটী লিভারের পোষ্টমর্টেম্ পরীক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি বলেন এ রোগে লিভারের ছেলস্ (কোষাণুচয়) প্রায় একবারে লুপ্ত হইয়া যায়; সৌত্রিক বিধান অর্থাৎ Fibrous tissues ফাইব্রাস্ টিসু সমূহের সংখ্যা নিতান্ত বর্দ্ধিত হইয়া তাহাদের চাপে লিভার ছেলসুগুলির এই প্রকার ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। এই ফাইব্রাস্ টিসুসমূহ লিভার ছেলস্‌গুলির চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিয়া অবস্থান করে। যকৃতের আয়তন অনেক বর্দ্ধিত হইয়া পড়ে; তাহার উপরিভাগে হরিদ্রাবর্ণ হয়; তাহাতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লভিউল্ (অংশাণুচয়) দেখা যায়। পিত্তকোষ সঙ্কুচিত হইয়া যায় ও তাহাতে প্রায় কিছু মাত্র পিত্ত থাকে না। আবরক ঝিল্লী পুরু হয় না।" ডাক্তার গিবন্স আরো বলেন যে, মুসলমানদের মধ্যে এ রোগ দেখিতে পাওয়া যায় না। মূল কথা দরিদ্রদিগের মধ্যে এই পীড়ার সংখ্যা অতি কম, তাহার এক প্রধান কারণ এই যে, (১) তাহারা যথেচ্ছ পরিমাণ গাভী-দুগ্ধ তাহাদের সন্তানকে ক্রয় করিয়া খাওয়াইতে পারে না। (২) তাহারা স্বীয় শিশুর সহিত অনেক সময়ে খোলা বাতাসে কায করে, এবং (৩) সর্ব্বদা শারীরিক শ্রম করে, তজ্জন্যই তাহাদের শিশুগণ, ধনীদের শিশু অপেক্ষা অনেক সুস্থ থাকে। আমাদেরও এসম্বন্ধে সম্পূর্ণ একমত। পল্লীগ্রামে প্রায়ই বিশুদ্ধ গাভী-দুগ্ধ পাওয়া যায়, সে স্থানের শিশুরা খোলা বাতাস পায়; সেই জন্য পল্লীগ্রামে এই রোগ অতি কদাচিৎ দেখা যায়। ডাক্তার ক্রম্বি বলেন যে, কলিকাতার অন্তঃ ড্রেইন্ অর্থাৎ ভূগর্ভে যে নিষ্ক্রামক পয়োনালী হইয়াছে, তাহা ইহার অন্যতম কারণ, কিন্তু সে কথা আমরা স্বীকার করিতে পারি না। কারণ এমন পল্লীগ্রামের দুই চারিটী শিশুর ঐ পীড়া দেখিয়াছি, তাহারা কখনও কলিকাতায় আইসে নাই। আর এমন প্রমাণও পাওয়া যায় যে, কলিকাতার এই ড্রেইন হইবার পূর্ব্বেও এই পীড়া দেখা গিয়াছে।

(১) শিশুদিগকে অতিরিক্ত ভাবে দুগ্ধ পান। (২) অবিশুদ্ধ অস্বাস্থ্যকর গাভীদুগ্ধ পান। (৩) দূষিত মাতৃদুগ্ধ পান। (৪) সর্ব্বদা আবদ্ধ গৃহমধ্যে বাস এই কয়টি এই পীড়ার প্রধান কারণ মধ্যে গণ্য।

শিশু-যকৃতের চিকিৎসা—এই বিকট ডাকিনী পীড়ার চিকিৎসা করিতে গেলে অগ্রে (১) পথ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিবে; (২) সুঔষধ বিশেষ বিবেচনা সহ অবস্থা বুঝিয়া প্রয়োগ করিবে। (৩) মাতা এবং শিশু যাহাতে

আবদ্ধ স্থানে না থাকিয়া সুবাতাস সেবন করিতে পারে, তৎসম্বন্ধে বিশেষ লক্ষ্য রাখিবে। এস্থানে এতৎসম্বন্ধে কতকগুলি মন্তব্য অত্যন্ত আবশ্যকীয় বিধায়, তাহা নিম্নে উল্লেখ করিলাম; ইহাদ্বারাই পথ্যাপথ্য সম্বন্ধে অনেকে বিচার করিয়া লইতে পারিবে।

এই পীড়া ইউরোপীয় কোন গ্রন্থকার এ পর্য্যন্ত এই নামে বর্ণন করিয়া যান নাই। আমাদের কলিকাতাস্থ বড় বড় চিকিৎসক মহাশয়েরা ইহাকে এই নামে ডাকিয়া থাকেন। ১০।১২ বৎসর যাবৎ নিজ কলিকাতা রাজধানীতে এই রোগী বহুসংখ্যক দেখা যাইতেছে; এই রাজধানীর চতুষ্পার্শ্বের অনেক গ্রামে এবং নগরেও এই রোগের আজকাল অভাব নাই। রংপুর, জলপাইগুড়ি, বীরভূম ইত্যাদি স্থানেও দুই চারিটী শিশুর এই পীড়া দেখিয়াছি। কিন্তু কলিকাতা এবং এতদঞ্চলেই এই পীড়ার বিশেষ প্রাদুর্ভাব। কোন শিশুর সামান্য একটু জ্বর হইয়াছে; চিকিৎসক যকৃৎ স্থানে হাত দিয়া পরীক্ষা করিতেছেন, ইহার মাতা যদি তাহা দেখিতে পান, তাহাহইলে মাতার মুখ শুষ্ক হইয়া যায়, কারণ পাছে চিকিৎসক বলেন যে তোমার ছেলের যকৃৎ হইয়াছে। এ দেশে যকৃতের বিবৃদ্ধিতে এত অধিক শিশুর মৃত্যু হইয়াছে যে শিশুর যকৃৎ হইয়াছে এই কথা শুনিলে মাতা শিশুর প্রাণের আশা একবারে পরিত্যাগ করেন। ইহা যে যকৃতের কোন্ জাতীয় পীড়া এবং তাহার মুখ্য কারণই বা কি, এপর্য্যন্ত তাহা সন্তোষজনকরূপে নির্দ্ধারিত হয় নাই। যতদূর আমরা এই রোগ সম্বন্ধে তত্ত্ব করিয়াছি, তাহাতে এই বলিতে পারি যে কিঞ্চিৎ লিভারের দোষসহ জ্বর কিংবা উদরাময়ে, যে শিশুকে কেবল দুগ্ধ খাওয়াইয়া রাখা হয়, তাহাদের এই লিভার হওয়ার সম্ভাবনা। শ্রদ্ধাস্পদ ডাক্তার বিহারীলাল ভাদুড়ী মহাশয় প্রায়ই বলিতেন যে, অতিরিক্ত দুগ্ধ সেবনই শিশুদিগের যকৃৎ হইবার প্রধান কারণ; নিতান্ত দরিদ্র গৃহে এই পীড়ার সংখ্যা অতি অল্প দেখা যায়; বিশেষতঃ কলিকাতা অঞ্চলের গাভীর দুগ্ধ নানাবিধ কারণে অস্বাস্থ্যকর হইয়া থাকে, ফুক দেওয়া গাভীর দুগ্ধ নিতান্ত দূষিত। ঘোরতর ম্যালেরিয়া স্থানের পুষ্করিণীর জল ম্যালেরিয়া বিষপূর্ণ, সেই জলসহ দুগ্ধমিশ্রিত হইলে সে দুগ্ধ পান করিয়াও ঐ প্রকার লিভার হইতে পারে। পাউণ্ড বিধি (খোয়াড়ের আইন) হইয়া গো সকল সর্ব্বদা ঘরে বাঁধা থাকে; সেই স্থানেই মলমূত্র ত্যাগ করে, সেই স্থানেই বাঁধা

শুষ্ক ঘাস খায়, সেই স্থানেই শয়ন করে; বিশুদ্ধ বাতাস পূর্ণ প্রশস্ত মাঠে আর সে গোচারণ প্রথা নাই; যে মাঠে নানাবিধ শ্যামল ঘাস আহার করিয়া সবৎস গাভীগণ লম্ফ ঝম্ফ করিত, দৌড়াইয়া বেড়াইত, সেরূপ মাঠ এইক্ষণ অতি বিরল। এইরূপ মাঠে যে সমস্ত গাভী বিচরণ করিত তাহারা আপনি সুস্থকায় হইত, তাঁহাদের দুগ্ধও অমৃততুল্য ছিল, আবার অনেক স্থানে মিউনিসিপাল আইন হইয়া ভাল ভাল জলাশয়ে যে গাভীদিগের স্নান হইত, তাহাও নিষেধ হইয়াছে, তোলা জলে এইক্ষণে মধ্যে মধ্যে গাভীদিগকে ধোয়াইয়া দেওয়া হয় মাত্র। তবে দেখিতেছি কি খাদ্য, কি জল, কি বায়ু, কি আবাস স্থান সকলই গাভীদের পক্ষে অস্বাস্থ্যকর হইয়াছে, এমন অবস্থায় অমৃততুল্য সুদুগ্ধ আমরা কেমন করিয়া আশা করিতে পারি? এইরূপ নানাপ্রকারে অস্বাস্থ্যকর গাভীর দুগ্ধ পান করিয়া শিশুদিগের যে এতাদৃশ লিভারের পীড়া হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? দুগ্ধে জল না মিশাইলে খাঁটি দুগ্ধও উপরোক্ত কারণনিচয়হেতু অস্বাস্থ্যকর হয়। সংপ্রতি পাথুরিয়াঘাটায় কোন ঠাকুরবাড়ীতে একটী ক্ষুদ্র শিশুকন্যার যকৃতের শেষাবস্থায় আমি দেখিতে যাই, যাইয়া দেখি শিশুটীর সমস্ত শরীর, চক্ষু, মুখ হলুদপানা হইয়াছে, যকৃৎ প্রকাণ্ড হইয়াছে, প্রস্রাব হলুদবর্ণ, এমন কি কাপড়ে লাগিলে সে হলুদে দাগ উঠা দায়। কখন কখন সামান্য মল ত্যাগ করিতেছে। শিশু সর্ব্বদা চক্ষু মুদিয়া আছে। শিশুর জীবনের আশা নাই বুঝিলাম। শুনিতে পাইলাম যে, এই শিশুকে গৃহপালিত গাভীর দুগ্ধ ৵২।০ ৵২৷৷০ সের পরিমাণ প্রত্যহ খাওয়ান হইত। এই দুগ্ধ খাঁটি বটে, কিন্তু উপরের লিখিত কারণসমূহ হেতু দুগ্ধ যে স্বাস্থ্যকর নহে তাহা বোধ হয় কাহাকেও বলিতে হইবে না। আবার যে শিশুর সামান্য জ্বরাদিসহ যকৃৎবৃদ্ধির প্রবণতা দৃষ্ট হয়, তাহাকে স্বাস্থ্যকর খাঁটি দুগ্ধ খাওয়াইলেও যকৃৎ বিবৃদ্ধির ভয় রহিয়াছে। ডাক্তার বিহারী ভাদুড়ী মহাশয় কোন শিশুর যকৃতের সামান্য বিবৃদ্ধি দেখিলেও তাহার দুগ্ধ বন্ধ করিয়া দিয়া চিকিৎসা করিতেন। জিন্ নামক মদ্যের কথা দূরে থাকুক, সাধারণ মদ্য এমন কি বিয়ার নামক অতি মৃদু মদ্যের গরমেও যখন যকৃৎ বিবৃদ্ধির কথা ইংরাজি পুস্তকাদিতে দেখা যায়, তখন অস্বাস্থ্যকর দুগ্ধের গরমে যে শিশু-যকৃৎ বিবৃদ্ধি হইতে পারে, তাহাতে অবিশ্বাস হইবার কারণ কি? যে সমস্ত গরু সর্ব্বদা বাঁধা থাকে, তাহাদের অনেকেরই বাছুর সকলও

প্রায়ই সামান্য কয়েক মাস বয়েস মধ্যেই জীবলীলা সমাধা করে দেখা যায়। ডাক্তার ভাদুড়ী মহাশয়ের এই পীড়া সম্বন্ধে বিশেষ অভিজ্ঞতা ছিল। তিনি প্রায়ই অধিকাংশ রোগীকে জল-বার্লী খাইতে দিয়া চিকিৎসা করিতেন। কোন একটী শিশু রোগীর পিতা এই বার্লী ব্যবস্থা হেতু ভাদুড়ী মহাশয়কে বলিয়াছিল যে, মহাশয়! ছেলে বার্লী খাইতে অত্যন্ত কাঁদে; সে কোন মতেই শুধু জল বার্লী খাইতে চায় না। তখন তিনি মিষ্টভাষায় উত্তর করিলেন, "বাপু হে এখন ছেলে কাঁদে তাই ভাল; না পরে যে তুমি কাঁদিবে সেই ভাল"; তখন ভদ্রলোকটী নীরব হইয়া চলিয়া গেলেন এবং ভাদুড়ী মহাশয়ের ব্যবস্থানুসারে পথ্য দিতে লাগিলেন; তাহাতে তাহার ছেলেটী সুন্দর আরোগ্য লাভ করিল। (হোমিওপ্যাথিক্ রিভিউ) ক্রমশঃ—

শ্রীচন্দ্রশেখর কালি, এল্, এম্, এস্।

যে দুগ্ধ শিশুর পক্ষে অমৃতসদৃশ, এমন কি সাক্ষাৎ জীবনদাতা; কাল এমনি পড়িয়াছে যে, এহেন অমৃতময় দুগ্ধও এখনকার দিনে প্রকৃতপক্ষেই তাহাদের সম্বন্ধে হলাহল বিষ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কেননা আমরা গত কয়েক বৎসর হইতে শত শত শিশুর যকৃৎ রোগের উপর সবিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া দেখিয়াছি যে, যে যকৃৎরোগগ্রস্ত শিশুর ভক্ষ্য দুইবেলা প্রচুর দুগ্ধ চলিতেছে, সেইখানেই শিশুর জীবনপ্রদীপ আশু নির্ব্বাপিত হইয়া পড়িতেছে। আর যেখানে দুগ্ধ একবারেই বন্ধ করিয়া দিয়া কেবলমাত্র জলবার্লির উপর শিশুকে নির্ভর করিয়া রাখা হয়, সেখানে সকল শিশুর জীবনরক্ষা না হউক, অন্ততঃ শিশুর মৃত্যু যে অনেক বিলম্বে ঘটে, ইহা সুনিশ্চিত। ফলকথা, শিশুগণের যকৃৎ রোগের প্রথম সূত্রপাতেই যদি তাহাদিগকে একবারেই সর্ব্বপ্রকার দুগ্ধপান (কি স্তনদুগ্ধ কি গোদুগ্ধ অথবা গাধাদুগ্ধ) বন্ধ করাইয়া কেবলমাত্র জলবার্লি পথ্যের উপর রাখা যায়, তাহাহইলে আমার দৃঢ়বিশ্বাস যে শিশুগণের এ রোগে মৃত্যুসংখ্যা অনেক কম হইয়া আইসে। চি, স, স।

পাদ-চতুষ্টয়।

"ভিষগ্‌দ্রব্যমুপস্থাতা-রোগীপাদচতুষ্টয়ং।
গুণবৎ কারণং জ্ঞেয়ং বিকারস্যোপশান্তয়ে॥"

দোষ এক জনের নয়; মেয়েলী কথায় বলে "এক হাতে তালি বাজে না।" কথাটী মেয়েলী হইলেও ভিতরে কিন্তু বিশেষ গাম্ভীর্য্য আছে। অনেকেই আজকাল বলেন;—কবিরাজেরা ভালরূপে ঔষধ প্রস্তুত করেন

না এবং ঔষধদ্রব্যও সমস্ত পাওয়া যায় না, অথবা যাহা কিছু পাওয়া যায়, তাহা খাঁটী নহে অর্থাৎ নীচজাতীয় বেদেরা আনিয়া দেয়"। সাধারণের এইরূপ বিশ্বাস যে নিতান্ত অসঙ্গত নহে, ইহা নিশ্চয়ই স্বীকার করিতে হইবে। তবে কথা এই যে, দোষ একজনের নহে। কেবল যে আধুনিক কবিরাজকুলই মন্দ, শুধু ঔষধাদিই যে ভাল নহে, তাহা নয়; পরন্তু এ বাজারে চিকিৎসক, ঔষধ, রোগী ও পরিচারক এই পাদচতুষ্টয়েরই যতদূর দোষ ঘটিতে পারে, তাহা ঘটিয়াছে। এখনকার কালে যেমন কবিরাজ, তেমনি ঔষধ, যেমন রোগী, তেমনি পরিচারক দুষ্ট হইয়া থাকে। সুতরাং কেবল কবিরাজ ও ঔষধ মন্দ বলিয়া সাধারণের মধ্যে আজ কাল যেরূপ সংস্কার দাঁড়াইয়াছে, তাহা কোন অংশেই সঙ্গত নহে।

চরক বলেন;—ভিষক্, ঔষধ, পরিচারক এবং রোগী চিকিৎসার এই চারিটী অঙ্গ সুসম্পন্ন থাকিলে তবেই রোগের উপশম হয়। নতুবা কেবল চিকিৎসক ভাল হইলে অথবা ঔষধ ভাল হইলে কিম্বা কেবল রোগী ভাল হইলে রোগ আরাম হয় না। পরন্তু রন্ধন কার্য্যের কারণ রন্ধনপাত্র, কাষ্ঠ এবং অগ্নি হইলেও যেরূপ পাচকেরই প্রাধান্য এবং যুদ্ধকার্য্যে বল, ভূমি, সৈন্য এবং অস্ত্রাদির কারণত্ব থাকিলেও যেরূপ সেনাপতিরই প্রাধান্য বলিতে হইবেক, তদ্রূপ রোগ আরোগ্য বিষয়ে রোগী, পরিচারক এবং ঔষধ কারণ হইলেও কারণত্ব বিষয়ে বৈদ্যেরই প্রাধান্য জানিবেক। কুম্ভকারের অবর্ত্তমানে মৃত্তিকা, দণ্ড, চক্র ও সূত্রাদিদ্বারা যেরূপ ঘট নির্ম্মাণ হয় না, সুচিকিৎসকের অবর্ত্তমানেও গুণযুক্ত ঔষধ, পরিচারক এবং রোগী দ্বারা সেইরূপ রোগ আরোগ্য হয় না। চিকিৎসাকার্য্যে যে পাদচতুষ্টয় প্রয়োজন, তন্মধ্যে চিকিৎসকই প্রধান। অতএব অগ্রে চিকিৎসকের কথা বলিয়া অপরাপর ত্রিপাদের কথা আলোচনা করিলে বর্ত্তমানকালে চিকিৎসাকার্য্য যে কিরূপে চলিতেছে, তাহা বুঝা যাইবেক।

সকল বিষয়ের জ্ঞান থাকিলে তবে চিকিৎসক হওয়া যায়। মানবের দেহ মন ও আত্মা এই তিনের উপর যাঁহার কার্য্যকারিতা, তাঁহার সর্ব্বজ্ঞান-সমন্বিত হওয়া চাই। সমুদয় সৃষ্টি মন্থন করিয়া সৃষ্টির সারস্বরূপ মানবজাতি উৎপন্ন হইয়াছে। মানবের সহিত ইষ্টানিষ্টভাবে সম্বন্ধ নাই, জগতে এমন কোন পদার্থই নাই। আকাশস্থ গ্রহ নক্ষত্র চন্দ্রমা, ভূগর্ভস্থ স্বর্ণ, রৌপ্য

অভ্র প্রভৃতি—গভীর সমুদ্রগর্ভস্থ মণিমুক্তা প্রবালাদি সকলেরই সহিত মানবদেহের সাত্ম্যতা আছে। তাহাকে সুস্থ বা অসুস্থ করিবার জন্য—তাহাকে পুষ্ট বা ম্লান করিতে গ্রহনক্ষত্রের শক্তি আছে—প্রবাল বা মুক্তার সামর্থ্য আছে—উদ্ভিদাদির তো কথাই নাই। মানবের সহিত সমুদয় দ্রব্যের সাত্ম্যতা আছে বলিয়াই মানব সর্ব্বপ্রকার মাংস বা উদ্ভিদ্ আহার করিয়া আপনার রস রক্তে পরিণত করিতে পারেন। এ কথা বিস্তারিত লিখিবার প্রয়োজন নাই। সকলেই জানেন—ইহা প্রায় সর্ব্ববাদী-সম্মত যে, যাহা ব্রহ্মাণ্ডে আছে, তাহা মানবের এই ক্ষুদ্র দেহে আছে। মানবদেহ ও মন সমুদায় ব্রহ্মাণ্ডের প্রতিকৃতিমাত্র। অতএব এই দেহ ও মন লইয়া যাঁহাকে ব্যবসায় করিতে হইবেক, তাঁহার কি পরিমাণ জ্ঞান থাকার প্রয়োজন, তাহা বলা যায় না। তাঁহাকে একরূপ সর্ব্বজ্ঞ হইতে হইবেক। তাঁহার সমুদয় বিষয়ের জ্ঞান থাকা চাই।

এইজন্য আমরা যেমন আমাদের বৈদ্যকে কবিরাজ বা পণ্ডিতের রাজা বলি, ইংরেজ বা মুসলমানেরাও তাঁহাদের চিকিৎসককে ডাক্তার বা হাকিম বলিয়া থাকেন। চরকে কোন কোন স্থানে বৈদ্যকে ত্রিজ অর্থাৎ দ্বিজ রূপ শ্রেষ্ঠ পদেরও উচ্চপদ প্রদান করিয়া গিয়াছেন। চরক বলিয়াছেন "সমুদয় দুঃখই অজ্ঞানমূলক এবং সমুদয় সুখই বিমল বিজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত"। অতএব যাঁহাকে সংসারের রোগ শোক দূরীকরণ করিতে হইবেক, তাঁহার কতদূর জ্ঞানবান্ হওয়ার প্রয়োজন? তত্ত্বান্বেষণই তাঁহার জীবনব্রত হওয়া উচিত।

কিন্তু বর্ত্তমানকালে চিকিৎসক সম্প্রদায়ের ভিতর জ্ঞানালোচনা দিন দিন কিরূপ হ্রাস হইতেছে, তাহা দেখা যাউক। শুদ্ধ চিকিৎসক সম্প্রদায়ের মধ্যে জ্ঞানের খর্ব্বতা কেন, সর্ব্ব সম্প্রদায়ের মধ্যেই জ্ঞানালোচনা একেবারে হ্রাস হইতে চলিল—ইহা কে না স্বীকার করিবেন? এক্ষণে জীবিকা উপার্জ্জনই আপামর সাধারণের জীবনব্রত। বিদ্যার জন্য বিদ্যা উপার্জ্জন করা, ধর্ম্মের জন্য ধার্ম্মিক হওয়া বা বীরত্বের জন্য যুদ্ধবিগ্রহাদির চর্চ্চা কে করিয়া থাকে? এক্ষণে সকল চর্চ্চারই চরম লক্ষ্য অর্থ। সুতরাং অর্থোপার্জ্জনের জন্যই সকলের সমুদয় কর্ম্মকাণ্ড প্রবর্ত্তিত। সভ্যতার যেরূপ বাহ্য চাকচিক্যময় স্রোত চলিতেছে—সর্ব্ব শূন্যময় অভাবের সর্ব্বগ্রাসী প্রসর যেরূপ দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে—তাহাতে মনুষ্যত্ব, বীরত্ব, জ্ঞান ধর্ম্ম সমুদয়ই ভাসাইয়া লইয়া

যাইতেছে। মনুষ্যত্বের বৃদ্ধি, জ্ঞানের চর্চ্চা, ধর্ম্মের উন্নতি এসময়ে আর কাহারও জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য নয়। ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গলাভ করা আর মানবজীবনের লক্ষ্য নয়। কেবল অর্থ উপার্জ্জন—যে কোন উপায়েই হউক, অর্থ উপার্জ্জন এবং শৃগাল কুক্কুরের মত ইন্দ্রিয় তৃপ্তিকরাই মনুষ্য জন্মের সার্থকতা। সুতরাং কেবল চিকিৎসক সম্প্রদায়ের ভিতরই যে জ্ঞানালোচনার অভাব, তাহা নহে। সর্ব্বসম্প্রদায়ের মধ্যেই এই অভাব উপস্থিত। সান্নিপাতিক অর্থপিপাসায় চিকিৎসক অস্থির হইয়া বেড়াইতেছেন, তাঁহার জ্ঞানোন্নতির চেষ্টা দূরে যাউক, তাঁহার দিগ্‌বিদিগ্ জ্ঞান লোপ—তাঁহার পাত্রাপাত্র বিচার নাই—লোকের জীবন মরণ বিবেচনা নাই—কেবল দেহি দেহি—এই পিপাসায় তিনি অস্থির। সভ্য সমাজ জ্ঞানবান্ লোকের পারিশ্রমিক এই জন্য বাড়াইয়াছেন যে, অল্প পরিশ্রমে অধিক পারিশ্রমিক পাইলে তিনি অনায়াসে জ্ঞান চর্চ্চা করিতে সমর্থ হইবেন। এই কারণে সভ্য সমাজে ডাক্তার উকীল প্রভৃতির ফী বৃদ্ধি কিন্তু এই ফী বৃদ্ধিই তাঁহার সান্নিপাতিক পিপাসায় শীতল জলদান হইয়াছে। তিনি এই ফীর লোভে এক্ষণে আত্মহারা হইয়া কেবল গাড়ীতে গাড়ীতে বেড়াইতেছেন। তাঁহার কথা কহিবার সাবকাশ নাই—মরণ বাঁচন ভাবিবার সাবকাশ নাই। তিনি কলের মানুষের মত কেবল অর্থসঞ্চয় করিবার যন্ত্রমাত্র।

বর্ত্তমান চিকিৎসকসম্প্রদায়ের জ্ঞানচর্চ্চার সাবকাশ নাই। অর্থচেষ্টায় তাঁহাদের সমুদয় সময়ই যাপিত হয়। এমন কি আপনাদের আহারাদির জন্যই সম্যক্ অবসর পান না—তা জ্ঞানচর্চ্চা কি করিয়া করিবেন। রোগী দেখিয়া যে বহুজ্ঞতা লাভ করিবেন, তাহাও সম্ভাবিত নয়। অবশ্যই পুস্তকালোচনাতে যে কেবল জ্ঞান হয় তাহা নহে। অনেক রোগ দর্শনেও অভিজ্ঞতা লাভ হইয়া থাকে। কিন্তু যেরূপ ভিজিটের তাড়াতাড়ি, তাহাতে ভিজিট্ গ্রহণ ব্যতীত যে রোগালোচনা হয় এমন বুঝা যায় না। ডাক্তারবাবুর দশটা ডাক্ আছে, দশ যায়গায় টাকা কুড়াইতে হইবে। তিনি রোগীর পার্শ্বে বসিয়া তাহাকে সান্ত্বনা দিবেন, কি রোগের লক্ষণালক্ষণ সম্বন্ধে পরীক্ষা করিবেন অথবা তাহার পিতামাতা রোগসম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে তাহার উত্তর দিবেন, তাঁহার এমন সাবকাশ নাই। আমরা দেখিয়াছি প্রাণের দায়ে প্রবোধের জন্য অনেক পিতামাতা পুত্রের রোগসম্বন্ধে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিয়া অনেক

বড় বড় ডাক্তারের নিকট তিরস্কৃত হইয়াছেন। কি সর্ব্বনাশই এ ভিজিট্-প্রথা চিকিৎসক-মহলে উপস্থিত করিয়াছে, তাহা বলা যায় না। এটী বৈদেশিক প্রথা—বৈদেশিক সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে বিলাতী সংসর্গে এই পাপ প্রথাও আমাদের কবিরাজ সম্প্রদায়ের মধ্যে সংক্রামিত হইয়াছে। পূর্ব্বে কবিরাজকুলের আইনসঙ্গত ভিজিট্ বলিয়া কোন দাবীদাওয়া ছিল না। তাঁহার ঔষধ ও ডিস্‌পেন্সারি হইতে স্বতন্ত্র চার্জ্জ দিয়া আনিতে হইত না। তাঁহার নিজের সঙ্গেই তাঁহার ঔষধ চলিত। এক ব্যয়েই ঔষধ ও ভিজিটের কার্য্য হইত। তিনি দুঘণ্টাকাল রোগীর পার্শ্বে বসিয়া রোগীকে সান্ত্বনা করিতেন। দৈবব্যপাশ্রয় ও যুক্তিব্যপাশ্রয় এই উভয় প্রকার চিকিৎসার প্রতিই তাঁহার লক্ষ্য ছিল। তিনি তিথি নক্ষত্রের দোষাদোষ গণনা করিয়া দোষশান্তির জন্য দৈবশক্তিবিশিষ্ট ব্রাহ্মণের উপর নির্ভর করিতেন এবং কায়মনোবাক্যে তাহার স্বস্ত্যয়নের জন্য—ঈশ্বরের নিকট তাহার মঙ্গল কামনার জন্য পুরোহিতকে নিযুক্ত করিতেন। এক্ষণকার ঈশ্বর-হীন দৈব-হীন ইংরাজী-চিকিৎসার দেখাদেখি কবিরাজকুলও সেই সংসর্গে দৈবব্যপাশ্রয় চিকিৎসা আর মুখে আনেন না। কিন্তু বৈদ্যকগ্রন্থে—ঋষিকৃত গ্রন্থে এ চিকিৎসার সম্যক্ আদর আছে। তখনকার বৈদ্যেরা রোগীর সদাচারের দিকে লক্ষ্য রাখিতেন—সদাচারের বিষয় তাহাকে উপদেশ দিতেন। রোগীর শয্যাগৃহে ধূপ ধূনা দেওয়া—পুষ্পচন্দনাদিদ্বারা দেবাবাহন ও স্তব কবচাদিপাঠ করাইতেন, রোগী বাসীবস্ত্র ত্যাগ বা মুখ ধুইয়াছে কি না ইত্যাদি সদাচার বিষয়ক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেন, শয্যাগৃহে হোম করাইতেন—নানা উপায়ে রোগীর দেহ মন সুস্থ রাখিবার চেষ্টা করিতেন; কিন্তু কৈ এক্ষণে কি এ সকল আর দেখা যায়? কবিরাজও এ সব আর মানেন না। রোগীও আর এ সব মানে না। আজ্‌কালকার রোগীর বিবরণ অদ্ভুত। রোগীর না আছে দেবতায় বিশ্বাস, না আছে সদাচারে বিশ্বাস, না এলোপ্যাথিক্, না হোমিওপাথিক্—কবিরাজীর ত কথাই নাই;—কিছুতেই তাঁহার মনের নির্ভর নাই। তিনি সায়ান্স পড়িয়াছেন—প্রকৃতির দুর্লঙ্ঘ্য নিয়মাবলীর কথা পুস্তকে পড়িয়াছেন—অপ্রাকৃতিক ঈশ্বরের দয়ার উপর তাঁহার বিশ্বাস নাই। বাহুবল বা বাহুসম্পদ্ ব্যতীত তাঁহার মনের নির্ভরের স্থান নাই। কবিরাজীকে তিনি হাতুড়িয়াদিগের ব্যবসা বলিয়া জানেন, ডাক্তারিকে তিনি ভ্রমপ্রমাদ পূর্ণ মনুষ্যকৃত সুতরাং ভ্রান্ত বলিয়া জানেন।

তাঁহার মনে বল কিছুমাত্র নাই—মনের দাঁড়াইবার যায়গা নাই—সুতরাং যেমন চিকিৎসক তেমনি রোগী। চিকিৎসকেরও নিজ ব্যবসায়ে আস্থা নাই। তিনি কবিরাজী করেন বটে, কিন্তু তাঁহার ভিতর প্রবেশ করিয়া দেখ, তিনি ঘোর ইংরাজ-ভক্ত! ইংরাজী পড়া না থাকিলেও ইংরাজের সায়েন্স—ইংরাজের মহিমায় তিনি এত আত্মহারা যে, ঋষিদিগের উপর তাঁহার বিশ্বাসই নাই। প্রকাশ্যে না পারেন, তিনি ভিতর ভিতর ডাক্তারি কুইনাইন প্রভৃতির ব্যবহার করেন। আপনার পুত্রকন্যার রোগ হইলে তিনি তৎক্ষণাৎ ডাক্তার দেখাইয়া থাকেন অথচ পরের বেলা বলেন, "যে ডাক্তারী চিকিৎসা কোন কার্য্যকর নহে" এই ত দেশের গতিক! ক্রমশঃ—

শ্রী——

এই সংখ্যায় লিখিত চ্যবনপ্রাশের উপসংহারে দেশীয় চ্যবনপ্রাশাদি ঔষধে আর সেরূপ উপকার হয় না বলিয়া যাঁহারা মনে করেন, আশা করি যে, তাঁহাদের মত লোক ক্রমশঃ এই প্রবন্ধটীর আদ্যোপান্ত বেশ ধীরভাবে পাঠ করিয়া দেখিবেন। চি, স, স।

তৈলপাক ও প্রয়োগ-প্রণালী।

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩৯৭ পৃষ্ঠার পর।)

বায়ু বা বাতব্যাধি রোগে তৈল প্রয়োগ।

গতবারে বায়ুরোগে কেবল স্বল্পবিষ্ণু তৈলের কথা উল্লেখ করিয়াছি। এবং বায়ুরোগের কোন্ অবস্থায় যে স্বল্পবিষ্ণুতৈল ব্যবহৃত হয়, তাহাও লিখিয়াছি, আর সঙ্গে সঙ্গে পাঠকগণের কৌতূহল-নিবৃত্তির জন্য, কিঞ্চিৎ ভাণ্ডরহস্য লিখিতেও ঔদাস্য করি নাই। এবারে মহাবিষ্ণু আদি তৈলের বিষয় লিখিতেছি।

বায়ুরোগে মহাবিষ্ণুতৈল।

খাঁটী কৃষ্ণতিলের তৈল /৪ সের। পূর্ব্ববৎ কটা ও মূর্চ্ছাপাক দিয়া তদবস্থায় কিছু দিবস রাখিয়া দিবে। অনন্তর মূর্চ্ছাদ্রব্য মঞ্জিষ্ঠাদি, তৈল হইতে উঠাইয়া ফেলিয়া নিম্নলিখিত কল্কদ্রব্যের সহিত পাক করিবে। যথা—শ্বেতপুনর্নবা, বচ, দেবদারু, শুল্‌ফা, রক্তচন্দন, অগুরু কাষ্ঠ, শৈলজ,

তগর পাদুকা, কুড়কাষ্ঠ, ছোট এলাচি, জটামাংসী, শালপাণি, বেড়েলার মূল, অশ্বগন্ধা, সৈন্ধবলবণ, রাস্না, ইহাদের প্রত্যেকের পরিমাণ ৪ চারিতোলা।

উপরোক্ত কল্কদ্রব্যগুলি পূর্ব্বরাত্রে আবশ্যকমতে জলে ভিজাইয়া রাখিয়া পর দিবস প্রাতে উত্তমরূপে কুটিয়া তাহা এবং ১৬ সের জলসহ তৈলপাক করিতে আরম্ভ করিবে এবং কিঞ্চিৎ জল দ্রবশেষ নামাইবে। তারপর নিম্নলিখিত ক্বাথসহ পাক করিবে। যথা—শতাবরী, শালপাণি, চাকুলে, শটী, বেড়েলার মূল, ভেরেণ্ডার মূল, ব্যাকুড়, কণ্টকারী, নাটা-করঞ্জ, গোরক্ষ চাকুলে, ঝাঁটীমূল, প্রত্যেকদ্রব্য ১৬ তোলা ওজনে লইয়া সমস্ত দ্রব্য একত্রে উত্তমরূপে কুটিয়া ৬৪ সের জলে জ্বাল দিয়া ১৬ সের শেষ নামাইয়া তদ্দ্বারা পুনর্ব্বার তৈলপাক করিবে।

অনন্তর শতমূলের রস /৪ সের সহ পাক করিবে। তারপর কল্কদ্রব্য-গুলি তৈল হইতে উত্তমরূপে উঠাইয়া ক্রমে গব্যদুগ্ধ /৪ সের ও ছাগদুগ্ধ /৪ সের সহ পাক করিয়া তৈলপাক শেষ করিবে *। কিরূপে তৈলের শেষ পাক করিতে হয়, সে কথা ইতিপূর্ব্বে বিস্তারিত বর্ণিত হইয়াছে। স্বল্পবিষ্ণুতৈলের ন্যায় মহাবিষ্ণুতৈল সর্ব্বপ্রকার বায়ুরোগের শান্তির পক্ষে মহৌষধ। তদ্ভিন্ন শূলাদি অন্যান্য রোগেও চিকিৎসকগণ বিশেষ আদরের সহিত মহাবিষ্ণুতৈলের ব্যবহার করিয়া তদ্দ্বারা আশানুরূপ উপকারপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

বায়ুরোগে বৃহদ্বিষ্ণুতৈল।

খাঁটী কৃষ্ণতিলের তৈল /৪ সের। পূর্ব্ববৎ কটা ও মূর্চ্ছাপাক দিয়া প্রথমে নিম্নলিখিত কল্কদ্রব্যসহ পাক করিবে যথাঃ—মুথা, অশ্বগন্ধা, জীবক, ঋষভক, শঠী, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, জীবন্তী, যষ্টিমধু, মৌরী, দেবদারু,

* কেহ কেহ বলিবেন যে, মহাবিষ্ণুতৈলে যখন একটী ক্বাথ বিশেষতঃ শতমূলীর রসের ও দ্বিবিধ দুগ্ধের পাক রহিয়াছে, তখন আর ৬৪ শের জলসহ প্রথম স্বতন্ত্র কল্ক পাকের প্রয়োজন কি? ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে, যদিও অনেক কবিরাজ এরূপ ক্বাথ ও স্বরস পাকের স্থলে আর প্রথমে স্বতন্ত্র কল্ক পাক না করিয়া একবারেই ক্বাথের সহিত কল্ক পাক করিয়া থাকেন, তথাপি আমার বিশ্বাস যে, সেরূপ না করিয়া প্রথমে ঐরূপ কল্ক পাক করিয়া লইলে নিশ্চয়ই তৈলের উপকারিতা বৃদ্ধি পায়। আমি নিজে ঠিক্ এই হিসাবেই তৈলপাক করিয়া থাকি।

পদ্মকাষ্ঠ, শৈলজ, জটামাংসী, ছোট এলাচি, দারুচিনি, কুড়কাষ্ঠ, বচ, রক্তচন্দন, কুঙ্কুম, মঞ্জিষ্ঠা, মৃগনাভি, শ্বেতচন্দন, রেণুকা, শালপাণি, চাকুলে কুন্দুরখোটী, গেঁটেলা, এবং নখী, এই সমস্তদ্রব্য প্রত্যেকে ২ তোলা ওজনে লইয়া উত্তমরূপে কুটিয়া তাহা ও ১৬ সের জলসহ তৈল পাক করতঃ কিঞ্চিৎ জল অবশেষ নামাইয়া রাখিবে। অনন্তর তৈলের সমান অর্থাৎ /৪ সের শতমূলীর রসসহ তৈল পাক করিবে। তারপর কল্কদ্রব্যগুলি তৈল হইতে উঠাইয়া তৈলের সমান অর্থাৎ /৪ সের ছাগদুগ্ধসহ তৈলপাক শেষ করিবে।

বৃহদ্বিষ্ণু তৈল প্রায় সর্ব্বপ্রকার বায়ুরোগ শান্তির পক্ষে প্রকৃতই মহৌষধ মধ্যে গণ্য। উন্মাদে, মূর্চ্ছায়, অপস্মারে, শূলে, গুল্মে, শিরোঘূর্ণনে, মস্তকদৌর্ব্বল্যে, বক্ষঃস্থলের দুড় দুড় শব্দে, হস্তাদি কম্পে, অঙ্গবিশেষের শুষ্কতায়, কর্ণের হুহুশব্দে, বাতজ গ্রহণীরোগে, রক্তপিত্তের অবস্থাবিশেষে, অম্লপিত্তে ও নিদারুণ অনিদ্রায় বৃহদ্বিষ্ণুতৈলদ্বারা সত্য সত্যই মহোপকার দর্শিয়া থাকে। কিন্তু কেবল বায়ুরোগ বলিয়া নহে, সর্ব্বপ্রকার পিত্তবিকৃতি শান্তির পক্ষেও বৃহদ্বিষ্ণুতৈল ধন্বন্তরি সদৃশ। যে স্থলে রোগী পিত্ত-জন্য সার্ব্বাঙ্গিক জ্বালায় অস্থির, যাহার হাতপায়ের জ্বালার শান্তি কিছুতেই হয় না, যে ব্যক্তির মস্তকজ্বালার নিবৃত্তি কোন মতেই হইতেছে না, বিশুদ্ধরূপে প্রস্তুত বৃহদ্বিষ্ণুতৈল তত্তৎস্থলে জলদ্বারা অগ্নিনির্ব্বাণের ন্যায় অচিরাৎ উপকার দর্শাইয়া থাকে। ফলকথা, বর্ত্তমান সময়ে এলোপ্যাথি ও হোমিওপ্যাথি আদি বৈদেশিক চিকিৎসার এতাদৃশ আধিপত্যে এখনও যে দেশীয় চিকিৎসার অস্তিত্ব লোপ পায় নাই, সে কেবল আর্য্য ঋষিগণ আবিষ্কৃত এই বিষ্ণুতৈলাদির ন্যায় কতকগুলি তৈল ঘৃত ও ঔষধাদিরই নিমিত্ত। নচেৎ দেশীয় কবিরাজকুল এমন কোনও গুণ লইয়া ঘরকন্না করেন না, যাহাতে তাঁহাদের গুণে বৈদ্য চিকিৎসার কোনরূপ গৌরবরক্ষিত বা বর্দ্ধিত হইতে পারে।

ক্রমশঃ—

কলিকাতা। } কবিরাজ শ্রীজগদ্বন্ধু সেনগুপ্ত।

আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস এই তৈলপাক-প্রণালী প্রবন্ধ পাঠ করিয়া অনেক পাঠকেরই চক্ষু ফুটিবে।

চি, স, স।

দেশীয় অভয়ালবণ-মাহাত্ম্য।

ধ্বংসাবশেষ বৈদ্যচিকিৎসার স্তূপীকৃত আবর্জ্জনারাশির মধ্যে মনঃসংযোগপূর্ব্বক অনুসন্ধান করিলে এখনও যে সমস্ত মহামূল্য রত্ন পাওয়া যায়, প্রকৃতপক্ষে সেরূপ রত্ন পৃথিবীর আর কুত্রাপিও পাওয়া যায় বলিয়া কিছুতেই বিশ্বাস করা যাইতে পারে না। সেই অগণ্য অমূল্যরত্নের মধ্যে ইতিপূর্ব্বে চ্যবনপ্রাশাদি ২। ১টী রত্নের পরিচয় পাঠকগণকে দিয়াছি। অদ্য অভয়ালবণ-মাহাত্ম্য প্রচার করিয়া পাঠকগণকে সন্তুষ্ট করিতে চেষ্টা পাইব।

প্রায় ৫। ৬ মাস পূর্ব্বে অর্থাৎ গত কার্ত্তিক কি অগ্রহায়ণমাসের একদিন প্রাতঃকালে একটী অসহায়া রমণী তাহার ১৫। ১৬ বৎসর বয়স্ক জীর্ণশীর্ণ কঙ্কালাবশিষ্ট ও প্রকাণ্ড প্লীহা এবং বিষম জ্বরগ্রস্ত একমাত্র পুত্রকে সঙ্গে লইয়া আমাদের নিকট আসিয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিয়া বলিল—"বাবা! আজ ২। ৩ বৎসর হইতে এই ছেলেটী এই দারুণরোগে কষ্ট পাইতেছে। আমার যাহা কিছু থালা ঘটি বাটী ছিল, আমি সে সকল পর্য্যন্ত বিক্রয় করিয়া কত ডাক্তারকে দিয়াছি, কতবার ডি-গুপ্তের বোতল কিনিয়া খাওয়াইয়াছি, কিন্তু বাবা! এ জ্বর পীলের নিবৃত্তি কিছুতেই হইল না। শেষে অনেক লোকের মুখে তোমাদের নাম শুনিয়া বড় আশা করিয়া তোমাদের নিকট ছেলেটীকে আনিয়াছি। তোমাদের ধর্ম্মে যাহা ভাল হয় কর।" স্ত্রীলোকটীর এইরূপ কাতরোক্তি শুনিয়া আমি বালকটীকে উত্তমরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম, দিবারাত্রের মধ্যে তাহার জ্বরের আদৌ বিচ্ছেদ হয় না এবং তাহার উপর বৈকালে জ্বরের বেগ অধিক হয়। পেটে প্রকাণ্ড প্লীহা, অর্থাৎ প্লীহাটী প্রায় সমস্ত পেটই অধিকার করিয়া বসিয়াছে এবং ভয়ানক শক্ত। দাস্ত ভাল হয় না, অরুচি জন্মিয়াছে। চক্ষের কোণে আদৌ রক্ত নাই; হাতে ও পায়ে শোথের আংশিক লক্ষণ উপস্থিত হইয়াছে এবং শরীর যারপর নাই দুর্ব্বল। বালকটীর এহেন শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া মনে মনে বড়ই ভয় জন্মিল; এমন কি, তাহার জীবন রক্ষাসম্বন্ধেও সন্দেহ উপস্থিত হইল, কিন্তু তখন মনের ভাব গোপন করিয়া তাহাদিগকে নানাবিধ সান্ত্বনাবাক্যে আশ্বাসিত করিয়া প্রাতে ৬ টার সময় অভয়ালবণ ॥০ আট

আনা ওজনে লইয়া গরম জলে গুলিয়া এবং প্রাতে ৮ টার সময় জ্বরচূড়ামণি একবড়ী মনসাসীজের পাতার রস ও আদার রস ও মধুর সহিত এবং সন্ধ্যাকালে লোকনাথ রস পানের রস ও মধুসহ সেবনের ব্যবস্থা করিয়া ৭ দিনের ঔষধ দিয়া বিদায় করিলাম। পথ্যসম্বন্ধে একবেলা সুমৎস্যের ঝোলের সহিত সুজীর রুটী এবং রাত্রে দুগ্ধবার্লির ব্যবস্থা করিয়া দিলাম।

৩ তিন দিন ঔষধ সেবনের পর তাহার মাতা আসিয়া সংবাদ দিল যে, "ঔষধ সেবনে রোগীর দাস্ত প্রত্যহ একবার বেশ খোলসা হইতেছে এবং এতই ক্ষুধার উদ্রেক হইয়াছে যে, ২।৩ খানি রুটীতে তাহার পেট ভরিতেছে না। সে সর্ব্বদাই খাই খাই করিতেছে। তিনদিন মাত্র ঔষধ সেবনে রোগীর এরূপ অবস্থা হইয়াছে শুনিয়া প্রকৃতই মন আনন্দে উৎফুল্ল হইল। কিন্তু সে দিন আর পথ্যের কোন নূতন বন্দবস্ত না করিয়া পূর্ব্বের ন্যায়ই পথ্য দিতে বলিয়া দিলাম। সপ্তাহ পরে বালকটীকে সঙ্গে লইয়া তাহার মাতা আসিয়া উপস্থিত হওয়াতে দেখিলাম তাহার হাতে ও পায়ে যে আংশিক শোথের লক্ষণ উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা আর আদৌ নাই, অত বড় প্লীহা খানিকটা কমিয়াছে, বিশেষতঃ পূর্ব্বাপেক্ষা অনেকটা নরম হইয়াছে, যে জ্বর অবিশ্রান্ত শরীরে লাগিয়া থাকিয়া বৈকালে বৃদ্ধি পাইত, দেখিলামঃ—প্রাতে সে জ্বর আদৌ নাই! ক্ষুধা অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। মোট কথা, সপ্তাহকাল ঔষধ ব্যবহার করিয়া সকল দিকেই সুমঙ্গল বুঝিলাম, কেবল একটী মাত্র কুলক্ষণ এই বোধ হইল যে, রোগী এই এক সপ্তাহে পূর্ব্ব অপেক্ষা অনেকটা কাহিল হইয়া পড়িয়াছে; শরীরের মাংসগত ক্ষীণতা ত ঘটিয়াছেই, অপরন্তু আভ্যন্তরিক দুর্ব্বলতাও পূর্ব্ব অপেক্ষা এত অধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে যে রোগী চলিতে বসিতে এমন কি কথা পর্য্যন্ত বলিতে কষ্ট বোধ করে।

সুতরাং এক দিকে রোগীর সম্বন্ধে কতকটা সুলক্ষণ এবং পক্ষান্তরে দুর্ব্বলতার অত্যধিক বৃদ্ধিরূপ ভয়ানক কুলক্ষণ দর্শন করিয়া মনে মনে বড়ই ভীত হইতে হইল। ভাবিলাম এহেন দুর্ব্বল অবস্থায় এরোগীর জীবন বুঝি কোন মতেই রক্ষা করিতে পারা যাইবে না, কিন্তু মনের সে ভাব তখন গোপন করিয়া এসপ্তাহে অভয়ালবণের মাত্রা কম করিয়া দিয়া জ্বরচূড়ামণি একবারেই বন্ধ করিয়া দিলাম। এবং তৎস্থলে বৈকালে পুটপাক বিষম জ্বরান্তক এক মোড়া একটু পিপুল চূর্ণ ও মধুর সহিত সেবন করিতে ব্যবস্থা

দিলাম। তাহা ছাড়া পথ্যের সম্বন্ধে রুটী ও মৎস্যের ঝোলের মাত্রাও একটু বৃদ্ধি করিয়া দিতে বলিলাম। এবং দুগ্ধের মাত্রাও পূর্ব্বাপেক্ষা বৃদ্ধি করিতে বলিয়া তখন বিদায় করিলাম।

৩।৪ দিন পরে রোগীর মাতা আসিয়া সংবাদ দিল যে, রোগীর বৈকালে যে জ্বর আসিত, তাহা গত কল্য হইতে আর আসে না। আর দুর্ব্বলতাও যেন কিছু কমিয়াছে। শুনিয়া অবশ্যই একটু সাহস হইল। বলিলাম সপ্তাহান্তে এবারে যেন বৈকালে রোগীকে আনা হয়। ঠিক্ সাত দিনের দিন বৈকালে রোগীসহ তাহার মাতা আসিয়া উপস্থিত হইল। দেখিলাম যে, জ্বর প্রকৃত একবারেই বন্ধ হইয়াছে। তবে পেটে প্রকাণ্ড প্লীহা থাকার দরুণ নাড়ীতে যে একটু স্বাভাবিক তাপ থাকা উচিত, কেবল তাহাই আছে। কিন্তু আহ্লাদের বিষয় এই যে, দেখিলাম এসপ্তাহে বল অনেকটা বৃদ্ধি পাইয়াছে। এবং রোগীর চোক্ষে বেশ রক্ত দেখা দিয়াছে। মোট কথা, এবারে রোগীর জীবন রক্ষা পাইবে বলিয়া কতকটা ধারণা জন্মিল। এবং পূর্ব্ববৎ সপ্তাহের ঔষধাদি দিয়া বিদায় করিলাম। সপ্তাহান্তে দেখিলাম রোগীর যথেষ্ট উপকার দর্শিয়াছে। প্লীহা প্রায় অর্দ্ধেক কমিয়াছে। শরীরে বেশ রক্ত আসিয়াছে। এবং চেহারারও অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। এইরূপে প্রায় দেড়মাস কাল যথারীতি ঔষধ ব্যবহার করিয়া রোগী প্রায় সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য লাভ করিল, কিন্তু তাহার প্লীহাটীর নির্দ্দোষ শান্তির জন্য তাহাকে প্রায় ৩।৪ মাস কাল যথারীতি কেবল মাত্র অভয়ালবণ ব্যবহার করিতে হইয়াছিল।

এখন, কথা এই যে, এমন একটা জীর্ণশীর্ণ প্রকাণ্ড প্লীহা ও সুদারুণ বিষম জ্বরগ্রস্ত মৃতপ্রায় অসহায় বালক, দেশীয় অভয়ালবণ ঔষধের সাহায্যে যে পুনর্জীবিত হইল, এ সম্বন্ধে দেশের কোন মহাত্মা সংবাদ রাখেন কি? কিন্তু আজ্ অসম্ভব হইলেও যদি কোন হোমিও বা এলোপ্যাথি ডাক্তারের অধীনে এমন একটা মৃতপ্রায় রোগী জীবনদান পাইত, তবেই দেখিতে যে, সংবাদপত্রে তাহার কতই প্রশংসা বাহির হইত, হানিমানের চরণে কোটি কোটি প্রণাম পড়িত, এবং কত শত ধূমধামই না হইত! কিন্তু এ যে দেশের কথা! দেশের গোমূত্র, হরীতকী ও সৈন্ধবলবণ আদি উপাদানে যে এ অভয়ালবণ প্রস্তুত! সুতরাং ইহার নামেই ন্যক্কার উপস্থিত হয়! সেবনে ত পেটের নাড়ীভুড়ি পর্য্যন্ত উঠিয়া পড়িবারই কথা!!

হা ভারতসন্তান! কতকাল তোমরা আর এরূপ মোহনিদ্রায় নিদ্রিত থাকিবে? স্বদেশ ও স্বজন ভুলিয়া গিয়া আর কতদিন এরূপ ভাবে বৈদেশিক প্রেমে উন্মত্ত থাকিয়া আত্মীয় স্বজনের ঘোরতম দুঃখের দ্বার উন্মুক্ত রাখিবে? প্রকৃতই গৃহস্থিত চ্যবনপ্রাশ ও অভয়ালবণরূপ অসংখ্য মণিমুক্তার পূজা না করিয়া আর কতকাল তোমরা বৈদেশিক ক্ষণভঙ্গুর অসার কাচরাশির সেবা করিতে থাকিবে? তা বল। উত্তর দাও, তোমাদের চরণে ধরিয়া শতশত বার প্রণিপাত করিতেছি, অন্ততঃ একটা সদুত্তর দিয়া আমাদের এ মর্ম্মান্তিক বিষের জ্বালার শান্তিকর।

কিন্তু কৈ? কেহই ত উত্তর দিলেন না; এত কাঁদিলাম তবুও ত একজনও কথা বলিলেন না? তবে কি ভারতবাসী সকলেই নিদ্রিত? না, তাহা কখনই নহে। কেননা যদি তাহাই হইত, তবে এত চীৎকারেও নিদ্রা ভাঙ্গিল না কেন? তবে নিশ্চয়ই মৃত। কেননা মৃত না হইলে কি আর এত অত্যাচার সহ্য পাইত? ভারতবাসী মরিয়াছেন! তাঁহার চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা সমস্তই পশুপক্ষীতে ভক্ষণ করিয়াছে! কেবল ত্রিশকোটী মৃত ভারতবাসীর ধড়টা ভারত জুড়িয়া পড়িয়া আছে! কেমন পাঠক! এ সকল তোমার হৃদয়ের মর্ম্মান্তিক কথা নয় কি?

ক্রমশঃ—

সম্পাদক।

দৃষ্টফল মুষ্টিযোগ।

কর্ণরোগের ঔষধ।

১। আদার রস, সুল্‌টা পাতার রস, সজিনাছালের রস, রসুনের রস, ইহার কোন একটীর রস ঈষদুষ্ণ করিয়া কর্ণে পূরণ করিলে, কর্ণশূল ও যন্ত্রণা নিবারণ হয়।

২। গোমূত্র ঈষদুষ্ণ করিয়া কর্ণে পূরণ করিলে, কর্ণশূল ও কর্ণস্রাব নিবারণ হয়।

৩। মনসাসিজের পাতা অথবা আকন্দের পাতা অগ্নিতে ঝলসাইয়া রস বাহির করিয়া ঈষদুষ্ণ থাকিতে কর্ণে পূরণ করিলে, কর্ণশূল নিবারণ হয়।

৪। হুইস্কি নামক ব্রাণ্ডি কর্ণে পূরণ করিলে, তীব্র কর্ণশূল ও যন্ত্রণা আশু আরোগ্য হয়। ২।৩ দিন দেওয়া কর্ত্তব্য।

৫। সর্ষপতৈল ঈষদুষ্ণ করিয়া কর্ণে পূরণ করিলে কর্ণের চুলকনা ও বেদনা আরোগ্য হয়।

৬। মনসুনের রসের সহিত সর্ষপতৈল গরম করিয়া কর্ণে পূরণ করিলে বায়ুজনিত কর্ণে তালা লাগা আরোগ্য হয়।

৭। ছাগমূত্র ঈষদুষ্ণ করিয়া কিঞ্চিৎ সৈন্ধবলবণের সহিত কর্ণে পূরণ করিলে, তীব্র শূলযুক্ত কর্ণরোগ প্রশমিত হয়।

৮। কনকধূতরার বীজ ও তাজা বালি সমভাগে, পাতাসিজের পাতার রসে বাটীয়া গরম করিয়া কর্ণমূল ফুলায় দিবসে ২।৩ বার করিয়া প্রলেপ দিলে আরোগ্য হয়।

৯। কনকধূতুরার পাতার রসে কিঞ্চিৎ আফিং মাড়িয়া রৌদ্রে গরম করিয়া কর্ণের চতুর্দ্দিকে প্রলেপ দিলে কর্ণমূল ফুলা ও বেদনা আরোগ্য হয়।

১০। আদা, মুসব্বর, রসুন, সমুদ্রফেণা, আতব চাউল পোড়া এই পাঁচ দ্রব্য সমভাগে জলদ্বারা অথবা কনকধূতুরার পাতার রসে বাটীয়া ঈষদুষ্ণ করিয়া কর্ণমূল ফুলায় প্রলেপ দিলে, আশু আরোগ্য হয়।

১১। শামুকের মাংস সর্ষপতৈলে ভাজিয়া ঐ তৈল কর্ণে পূরণ করিলে বহুকালের কাণ পাকা ও কর্ণনাদী প্রভৃতি নিশ্চয় আরোগ্য হয়।

১২। কর্ণ মধ্যে আঁঠুলি প্রবেশ করিলে, ঈশলাঙ্গুলীর পাতার রস অথবা রসুনের রস কর্ণে পূরণ করিবে।

১৩। পিপীলিকা প্রভৃতি কোন কীট কর্ণে প্রবেশ করিলে, বাসি হুকোর জলে কিঞ্চিৎ লবণমিশ্রিত করিয়া কর্ণে পূরণ করিবে অথবা সর্ষপতৈল গরম করিয়া কর্ণে পূরণ করিবে। ক্রমশঃ—

রামপুর বোয়ালীয়া,
রাজসাহী।

শ্রীনবকৃষ্ণ কবিরাজ।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

চ্যবনপ্রাশের প্রবন্ধ পড়িয়া এপর্য্যন্ত প্রায় শতাধিক ব্যক্তি আমাদিগের নিকটে এক বা দুই টাকা মূল্যে /১ একসের চ্যবনপ্রাশ চাহিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের জানা উচিত যে, যাহা খরচা পড়ে, ঠিক্ সেই মূল্যে সেই দ্রব্য দিতে গেলে ব্যবসা চলে না। নিতান্ত পক্ষে ৩।৪ গুণ লাভ না লইলে কোন মতেই বিক্রয় চলে না। তাহাতেও বিপুল আয়োজনের আবশ্যক। কাটতি ও সেইরূপ হওয়া চাই। সুতরাং যাহাতে ৪, চারি টাকা সেরে চ্যবনপ্রাশ দেওয়া যাইতে পারে, আমরা শীঘ্রই সেইরূপ উদ্‌যোগ করিতেছি, আপাততঃ কিন্তু ৮ টাকার কমে একসের দিতে সমর্থ নহি। বাজারে কিন্তু ইহাপেক্ষা অনেক গুণ অধিক মূল্য।

চি, স, স,